গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্থানীয় সরকার বিভাগ

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

কিশোরগঞ্জ পৌরসভা
মহাপরিকল্পনা ঃ ২০১৪-২০৩৩

জুন, ২০১৪

কারিগরী সহায়তায়ঃ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

স্থানীয় সরকার বিভাগ

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)

জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (ডিটিআইডিপি)

এর আওতায়

কিশোরগঞ্জ পৌরসভার জন্য মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন

কিশোরগঞ্জ পৌরসভা মহাপরিকল্পনা ঃ ২০১৪-২০৩৩

- ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা
- পরিবহন ও যানবাহন ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা
- নিষ্কাশন ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা
- নগর পরিসেবা ও উন্নয়ন প্রকল্প পরিকল্পনা
- বিস্তারিত এলাকা পরিকল্পনা

এপ্রিল, ২০১৪

কিশোরগঞ্জ পৌরসভা

কিশোরগঞ্জ

কিশোরগঞ্জ পৌরসভা মহাপরিকল্পনা ঃ ২০১৪-২০৩৩

প্রকাশনায়ঃ

কিশোরগঞ্জ পৌরসভা

সহায়তায়ঃ

জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

স্থানীয় সরকার বিভাগ

পরামর্শক প্রতিষ্ঠানঃ

বেট্‌স কনসালটিং সার্ভিসেস লিঃ

বাড়ী নং-১০, রোড-১৩৫, গুলশান-১, ঢাকা-১২১২।

স্বত্বাধিকারঃ কিশোরগঞ্জ পৌরসভা
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

প্রথম সম্পাদনাঃ জুন, ২০১৪

মূল্যঃ ১৫০০.০০ টাকা
২০.০০ ডলার

মুখবন্ধ

বিগত চার দশক ধরে বাংলাদেশে দ্রুত বর্ধনশীল নগরায়ণ পরিলক্ষিত হচ্ছে, যেখানে নগর এলাকা ১৯৭০ সালে শতকরা ৭.৬ ভাগ থেকে ২০১১ সালের মধ্যে ২৯ ভাগে উন্নীত হয়েছে। নগরায়নের এই দ্রুত বর্ধনে আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, জনসংখ্যাতাত্ত্বিক এবং জলবায়ু পরিবর্তনের মত বহুমাত্রিক জটিল বিষয়গুলো সম্পৃক্ত। এই দ্রুত বর্ধনশীল এবং অনিয়ন্ত্রিত নগরায়ণ বড় শহরের সাথে সাথে ছোট ছোট শহরের সীমিত ভূসম্পদ ও পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে, একইসাথে এদের সেবা প্রদানের সক্ষমতাও হ্রাস করছে। যদিও নগরায়ণ হল উন্নয়ন প্রক্রিয়ার একটি সম্ভাবনা, যা এর একটি অবিচ্ছেদ্য অংশও বটে। টেকসই নগর ও গ্রামীণ উন্নয়ন নিশ্চিত করতে যথোপযুক্ত আইনানুগ ব্যবস্থাসহ উন্নয়নমূলক নীতিমালা প্রণয়ন এবং কার্যকর প্রশাসনিক কাঠামো স্থাপন খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

অবকাঠামো ও অন্যান্য সেবা প্রদানের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে পদক্ষেপ গ্রহণ এবং জনসাধারণের জন্য টেকসই ও সমন্বিত উন্নয়ন সুবিধা নিশ্চিত করা পৌরসভার একটি আইনগত বাধ্যবাধকতা। এই বিবেচনায়, কিশোরগঞ্জ পৌরসভা স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)-এর কারিগরী সহায়তায় পৌরসভার জন্য একটি মহাপরিকল্পনা (ভৌত উন্নয়ন পরিকল্পনা) প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর "জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (ডিটিআইডিপি)" নামক একটি প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে কিশোরগঞ্জ পৌরসভা মহাপরিকল্পনা নামে একটি দীর্ঘমেয়াদী ভৌত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে সকল প্রকার কারিগরী সহায়তা প্রদান করে।

স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯-এ বর্ণিত দায়িত্ব পালনের অংশ হিসাবে কিশোরগঞ্জ পৌরসভা মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এলজিইডি এই মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বেট্স কনসালটিং সার্ভিসেস লিঃ কে দায়িত্ব প্রদান করে এবং একজন প্রকল্প পরিচালক, সহকারী প্রকল্প পরিচালক, স্বতন্ত্র পরামর্শক হিসেবে কয়েকজন অভিজ্ঞ নগর পরিকল্পনাবিদ এবং সহায়ক কর্মচারীদের সমন্বয়ে একটি প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কার্যালয় (পিএমও) স্থাপন করে। পিএমও'র নিয়মিত পর্যালোচনা, মূল্যায়ন ও মতামত এই কাজের গুণগত মান নিশ্চিত করে এবং এর গতিশীলতা বৃদ্ধি করে। মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের বিভিন্ন পর্যায়ে পিএমও, পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও পৌরসভার সম্মিলিত প্রয়াসে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পদ্ধতিতে যেমন; মতবিনিময় সভা, গণশুনানি প্রভৃতি আয়োজনের মাধ্যমে জনগণের মতামত, পর্যবেক্ষণ ও চাহিদা গ্রহণ করা হয়েছে। মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের শেষ পর্যায়ে এর অনুমোদনের জন্য স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯-এর সংশ্লিষ্ট ধারা ও উপধারাসমূহ অনুসারে পৌরসভা কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় সকল কার্যাদি সম্পন্ন করেছে। প্রণীত মহাপরিকল্পনার চূড়ান্ত অনুমোদন এবং এর গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের জন্য পৌরসভা কর্তৃপক্ষ এই পরিকল্পনাটি স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগে উপস্থাপন করেছে।

এই মহাপরিকল্পনা পাঁচটি অংশ নিয়ে গঠিত, এগুলো হল ২০ বছর মেয়াদী ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা, পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা,নিষ্কাশন ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, নগর পরিসেবা ও উন্নয়ন প্রকল্প পরিকল্পনা এবং ৩-৫ বছর মেয়াদী বিস্তারিত এলাকা পরিকল্পনা । এই মহাপরিকল্পনাটি কিশোরগঞ্জ পৌরসভার ভবিষ্যৎ ভূমি ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ, পর্যাপ্ত সেবা সুবিধার কার্যকর ব্যবস্থাপনাসহ অবকাঠামোগত উন্নয়নের নির্দেশক হিসাবে কাজ করবে।

পৌরসভা কর্তৃপক্ষ উল্লেখযোগ্য এই কাজটি সাফল্যের সাথে সম্পন্ন করার জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান, ইউটিআইডিপি এর প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কার্যালয় (পিএমও), এলজিইডি, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় সকল পক্ষ এবং সুশীল সমাজকে তাদের সর্বাত্মক সমর্থন ও সহযোগিতার জন্য গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছে।

এই মহাপরিকল্পনা সফলভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে কিশোরগঞ্জ পৌরসভাকে একটি উন্নত ও বাসযোগ্য শহরে পরিনত করতে সকল জাতীয় ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠান, সরকারি-বেসরকারি সংস্থা এবং স্থানীয় জনগণের সার্বিক সহযোগিতা ও অংশগ্রহণ আবশ্যক। আমি আশা করি যে মহাপরিকল্পনাটির সার্থক বাস্তবায়নের দ্বারা কিশোরগঞ্জ পৌরসভা নিজেকে সবুজ ও টেকসই শহর হিসেবে বিকশিত করে বাংলাদেশের একটি আদর্শ শহর হিসেবে পরিগণিত হবে।

(মাজহারুল ইসলাম ভুঁইয়া)

মেয়র

কিশোরগঞ্জ পৌরসভা

সার সংক্ষেপ

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের আওতাধীন প্রকল্প ব্যবস্থাপনা অফিস কর্তৃক সরবরাহকৃত কার্যপরিধি (TOR) অনুযায়ীকিশোরগঞ্জ পৌরসভার মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। কিশোরগঞ্জ পৌরসভা ও এর সংলগ্ন ৮ টি ইউনিয়নের অংশবিশেষ নিয়ে প্রকল্প এলাকা বিস্তৃত যার মোট আয়তনপ্রায় ৪৪.৬৯ ব: কি.মি. (১১০৪৪.২ একর)। আগামী ২০ বছরের নগর উন্নয়ন কার্যক্রমের লক্ষ্যকে সামনে রেখে যথাযথ দিকনির্দেশনাপ্রদান করাইহলো এই পরিকল্পনারমূল উদ্দেশ্য। পরিকল্পনা প্রণয়নেরপূর্বে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিভিন্ন ধরনের জরিপ, বিশ্লেষণ, সংশ্লেষন ও পটভূমি বিশ্লেষণসহ উল্লেখযোগ্য অধ্যায়ন সম্পাদন করা হয়েছে। অধ্যায়নের ফলাফলগুলো সার্ভে রিপোর্টে যথাযথভাবে নথিভূক্ত করা হয়েছে। প্রকল্প এলাকার মোট জনসংখ্যা ২,৪২,৪৭০জন যার মধ্যে পৌরসভায় বসবাসরত ১,০৩,৭৯৮ জন এবং প্রস্তাবিত বর্ধিত এলাকার জনসংখ্যা ১,৩৮,৬৭২ জন যা জরিপ প্রতিবেদনে দেখানো হয়েছে।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষনের পর প্রকল্প এলাকার সমস্যা, গুরুত্বপূর্ন বিষয়ষমূহ এবং বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রসমূহ বিবেচনা করার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে প্রাক্কলনের মাধ্যমে কিছু প্রারম্ভিক সুপারিশ সন্নিবেশ করে ইন্টেরিম রিপোর্ট প্রস্তুত করা হয়েছে। সার্ভে ও ইন্টেরিম রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে খসড়া মহাপরিকল্পনাপ্রস্তুত করা হয়েছে। খসড়া মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের সময় একটি প্রাথমিক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং উক্ত সভার আলোচনার ভিত্তিতে রিপোর্টটি সুবিন্যাস্ত করা হয়। এরপর ২২ মে, ২০১৪ ইং তারিখে পৌরসভায় একটি চূড়ান্ত মতবিনিময়সভার অয়োজন করা হয়, খসড়া মহাপরিকল্পনা রিপোর্ট ও ম্যাপ উপস্থাপন করা হয় এবং পরবর্তীতে গণশুনানির জন্য এক মাস ধরে প্রদর্শিত হয়। চূড়ান্ত মতবিনিময় সভারকার্যবিবরনী সংযোজনী-খ তে সংযুক্ত করা হয়েছে।খসড়া মহাপরিকল্পনাসম্পর্কে পৌরসভা কর্তৃপক্ষের নিরীক্ষনও সন্নিবেশ করা হয়েছে (সংযোজনী-গ)। গণশুনানি থেকে প্রাপ্ত মতামতসংযোজন এবং পরিবর্তনসহ মহাপরিকল্পনার সাথে সন্নিবেশ করা হয়েছে (সংযোজনী-ঘ)। মহাপরিকল্পনার বিষয়ে শহর পরিকল্পনা, জনসেবা ও উন্নয়ন বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির সভার কার্যবিবরনী এবং মহাপরিকল্পনা অনুমোদনের জন্য ২২/০৬/২০১৪ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত পৌর-পরিষদের মাসিক সভার কার্যবিবরনী যথাক্রমে সংযোজনী-ঙ ও সংযোজনী-চ তে সংযুক্ত করা হয়েছে।

প্রকল্প এলাকার উন্নয়ন ব্যবস্থাপনাও তরান্বিত করার জন্য পাঁচটি অংশ বিশেষ করে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা, পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, ড্রেনেজ ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, নগর পরিসেবা ও প্রকল্প উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং বিস্তারিত এলাকা পরিকল্পনার সমন্বয়েকিশোরগঞ্জ পৌরসভার মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।

এই মহাপরিকল্পনার প্রারম্ভিক অধ্যায়ে প্রকল্পের পটভূমি ও প্রেক্ষাপট সম্পর্কে অলোচনা করা হয়েছে।অত্র অধ্যায়ে প্রকল্পের বিভিন্ন পর্যায় ও মহাপরিকল্পনা রিপোর্টপ্রস্তুতকরন, পরিকল্পনার দর্শন ও উদ্দেশ্য, ব্যপ্তি ও অংশভাগ এবং রিপোর্টের কাঠামোঅন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। সমগ্র পরিকল্পনাটি ২০১৪ থেকে শুরু করে ২০৩৩ এর শেষ পর্যন্ত ২০ বছরের জন্য প্রণয়নকরা হয়েছে।

২য় অধ্যায়ে প্রকল্প এলাকার অবস্থান, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক ও পরিবেশগত প্রেক্ষাপট, ভৌত অবকাঠামো, ভুমি ব্যবহার ও নগর পরিসেবা,বস্তি ও জবরদখল অবস্থা এবং অবৈধ ভূমি দখলের পুঙ্খানুপুঙ্খঅধ্যয়নই হলো এই অধ্যায়ের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। নগর পরিকল্পনার সামর্থ্যের আলোকে পৌরসভার প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য, বিদ্যমান জনশক্তি, সরবরাহ সহায়তা ও উপকরনাদি সম্পর্কেওএখানে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন খাতওয়ারী কর্মকান্ডে সরকারী সংস্থাগুলোর ভূমিকাও উল্লেখ করা হয়েছে।

পৌরসভার খাত্ওয়ারী উন্নয়নের জন্য ৩য় অধ্যায়ে বিভিন্ন নীতিমালা ও কৌশলের সন্নিবেশ করা হয়েছে। উন্নয়ন নিয়ন্ত্রন ও ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন নীতিমালা, আইন, প্রবিধান ও নির্দেশনার আলোকে পৌরসভার জন্য সম্পদ আহরণ, অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও দিকনির্দেশনামূলক নীতির সংযোজন করা হয়েছে ।

৪র্থ অধ্যায়ে রয়েছে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা যা মূলতঃ পনেরটি ভূমি ব্যবহার শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে।সাধারন ভূমি ব্যবহার শ্রেনীসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং বর্তমান স্থূল জনঘনত্ব (একর প্রতি ৬৩ জন) নির্ধারনের পর বর্তমান ভূমি ব্যবহার কাঠামো অনুযায়ী অত্র পরিকল্পনার আওতাধীন যথোপযুক্ত পরিকল্পনার মানদন্ড প্রয়োগ করা হয়। নগর মজুদ এলাকাসহ (৫.৭৫%) মোট ৪২.৪৬% জমি কৃষিজ ব্যবহারের জন্য সংরক্ষণ করা হয়, প্রাসঙ্গিক ভূমি উন্নয়ন নীতিমালা ও প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে ভূমি উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত প্রবিধিসমূহ এবং প্রয়োজনীয় বাস্তবায়ন নির্দেশিকাও অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

৫ম অধ্যায়ে যানবাহন ও পরিবহন ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে যাতে আঞ্চলিক ও স্থানীয় প্রয়োজন বিবেচনা করে পৌরসভা এলাকার মধ্যে নতুন প্রধান পরিবহন ব্যবস্থাও পরিবহন অবকাঠামোর অবস্থান চিহ্নিত করা হয়েছে। ২০৩৩ সাল নাগাদ

যানবাহনের প্রক্ষেপনকে ভিত্তি ধরেপরিকল্পনার সমস্ত প্রস্তাবনা দেয়া হয়েছে। পাঁচ ধরনের রাস্তা, রাইট অফ ওয়ের জন্য জায়গা বরাদ্দ, একটি বাস টার্মিনালের স্থানান্তর , একটি ট্রাক টার্মিনাল, ৮টি টেম্পো/অটোরিক্সা স্ট্যান্ড ও ৪টি রিক্সা স্ট্যান্ডের প্রস্তাবনা দেয়া হয়েছে। পরিবহন ও যোগাযোগ ভূমি ব্যবহার শ্রেনীর অধীনে মোট ৯.২১% জমি প্রস্তাব করা হয়েছে।

প্রকল্প এলাকার বিস্তারিত পানি নিষ্কাশন ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার বিষয় ষষ্ঠ অধ্যায়েঅন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। প্রকল্প এলাকায় প্রাকৃতিক ড্রেনেজ ব্যবস্থাকে সংরক্ষনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসহ মোট ৩৭.৬৬ কি.মি. ড্রেনের প্রস্তাবনা দেয়া হয়েছে।এছাড়াও মহাপরিকল্পনায়কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রস্তাবনসহ একটি নতুনবর্জ্য ফেলার স্থানের জন্য জায়গা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। প্রতিটি বাড়ির বর্জ্য সংগ্রহের জন্যপ্রতি ওয়ার্ডে কমিউনিটি বিন এর প্রস্তাবনা দেয়া হয়েছে । তিনটি ভিন্ন ভিন্ন শিল্প অঞ্চলেসবুজ, অরেঞ্জ-এ ওঅরেঞ্জ-বি শ্রেনীর (পরিবেশ অধিদপ্তরের শ্রেণী বিন্যাস অনুযায়ী)শিল্পের প্রস্তাবনা দেয়া হয়েছে।

৭ম অধ্যায়ে নগর পরিসেবা ও উন্নয়ণ প্রকল্প পরিকল্পনা অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। এখানে নগর পরিসেবা, যেমনঃ পানি সরবরাহ, পয়ঃনিস্কাশন, বিদ্যুৎ সরবরাহ , সামাজিক সেবা, শিক্ষাসেবা, পার্ক, খেলার মাঠ, উপাসনালয় ও স্বাস্থ্য সেবার জন্য প্রস্তাবনা দেয়া হয়েছে।এখানে পূনর্বাসন পরিকল্পনা, নগর নবায়ন পরিকল্পনা (Urban Renewal Plan) এবং অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের প্রস্তাবনাও দেওয়া হয়েছে। পরিকল্পনা প্যাকেজে উন্নয়ন প্রস্তাবনা ছাড়াও রয়েছে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সুপারিশ যার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে আইনগত ব্যবস্থা, বাস্তবায়নকারী সংস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধি, উন্নয়নের জন্য অর্থায়নএবং নগর উন্নয়নের জন্য ভবিষ্যতের করণীয় বিষয়সমূহ।

বিস্তারিত এলাকা পরিকল্পনা (ড্যাপ) নিয়ে ৮ম অধ্যায়গঠিত যার মধ্যে বর্ণিত রয়েছে পৌরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডের এবং কিছু বর্ধিত এলাকারবিস্তারিত স্থানিক উন্নয়ন পরিকল্পনার ধারাবাহিক বিবরণ। উন্নয়ন পরিকল্পনাটি মূলতঃ ম্যাপ নিয়ে গঠিত যা বর্ণনামূলক রিপোর্টের দ্বারা সমর্থিত। বিস্তারিত এলাকা পরিকল্পনার (ড্যাপ) লক্ষ্য হচ্ছে পরিকল্পনা সময়কালেরপ্রথম পাঁচ বছরে বাস্তবায়নের জন্য মহাপরিকল্পনার পূর্ববর্তী অংশে সুপারিশকৃত রাস্তা, ড্রেন ও অন্যান্য ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য স্কীমের অগ্যাধিকার তালিকা প্রস্তুত করা।কিশোরগঞ্জ পৌরসভার জন্য নয়টি ওয়ার্ড কমপ্লেক্স, একটি কেন্দ্রীয় পার্ক, নয়টি স্থানীয় পার্ক, একটি বিনোদন পার্ক ও নরসুন্দা নদীর পাশ বরাবর বোটানিক্যাল গার্ডেনএর প্রস্তাবনা দেওয়া হয়েছে। মহাপরিকল্পনায় নিম্ন আয়ের জনগণের জন্য দুইটি আবাসিক এলাকা এবং উচ্চবিত্তদের জন্যদুইটি আবাসিক এলাকার প্রস্তাবনা রাখা হয়েছে। ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থানের চাহিদা মেটানোর জন্য তিনটি শিল্প অঞ্চলের প্রস্তাবনাও রাখা হয়েছে।

জনসংখ্যার চাহিদা অনুযায়ী দুইটি নতুন কলেজ, একটি লাইব্রেরী, একটি ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট ও একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এর সাথে পরিকল্পনা এলাকায় একটি ক্রীড়া ও বিনোদন কমপ্লেক্স এর প্রস্তাবনাও দেয়া হয়েছে। মহাপরিকল্পনায়পাঁচটি নতুন কবরস্থান, ২ টি শশ্মানঘাট, ১টি মন্দির ও ২ টি ঈদগাহ এর প্রস্তাবনা দেয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য খাতের চাহিদা বিবেচনা করে একটি শিশু হাসপাতাল, একটি স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও একটি জেনারেল হাসপাতালের প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য ৬ টি টেম্পো স্ট্যান্ড, ২ টি ট্রাক টার্মিনাল, গোলচত্বর, সেতু, মন্দির, একটি ওভারপাস, একটি কেন্দ্রীয় রিজার্ভ, ফুটপাথ এর প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। প্রকল্প এলাকায় স্যানিটেশন সুবিধা সরবরাহের উদ্দেশ্যে একটি বর্জ্য ফেলার স্থান ও ৬ টি পাবলিক টয়লেট প্রস্তাব করা হয়েছে। সামাজিক উন্নয়নের জন্য একটি যুব উন্নয়ণ কেন্দ্র ও একটি বয়স্ক পূনর্বাসন কেন্দ্রের প্রস্তাবনা দেয়া হয়েছে। প্রকল্প এলাকার ভবিষ্যৎ উন্নয়নকর্মের কারনে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের পূনর্বাসনের লক্ষ্যে পরিকল্পনায় দুইটি জায়গা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

সর্বশেষ অধ্যায়ে অত্র প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনাসহমহাপরিকল্পনার উপসংহারবর্ণনা করা হয়েছে।

পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা টিমের সদস্যবৃন্দ

প্রকল্প ব্যবস্থাপনা অফিসের ব্যক্তিবর্গ (ডিটিআইডিপি, এলজিইডি)

ক্রমিক নং	নাম	পদবী
১.	মো: আব্দুস সালাম মন্ডল	প্রকল্প পরিচালক
২.	মো: খলিলুর রহমান	সিনিয়র নগর পরিকল্পনাবিদ
৩.	বিভাস দাস	নগর পরিকল্পনাবিদ

পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তিবর্গ , বেটস্ কনসালন্টিং সার্ভিসেস লি:
ক. মূল পেশাদার

ক্রমিক নং	নাম	পদবী
১.	মো: আব্দুল হাকিম মন্ডল	টিম লীডার
২.	মো:জিয়াউল হক	নগর পরিকল্পনাবিদ
৩.	মো: জামাল উদ্দীন	জিআইএস স্পেশালিষ্ট
৪.	মো: শফিউল আলম	মিউনিসিপাল ইঞ্জিনিয়ার
৫.	মো: এ কে এম মিজানুর রহমান	এনভাইরনমেন্টাল স্পেশালিষ্ট

খ. সার্পোটিং স্টাফ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী
১.	মুহাম্মদ রাসেল কবির	নগর পরিকল্পনাবিদ
২.	মো: স্বরুপ হাসনাইন	জুনিয়র নগর পরিকল্পনাবিদ
৩.	সৈয়দা বুশরা বিনতে আমিন	জুনিয়র নগর পরিকল্পনাবিদ
৪.	মো: মিজানুর রহমান	জিআইএস সহকারী

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা নং

মুখবন্ধ ---------- *i*
সার সংক্ষেপ ---------- *ii-iii*
সূচীপত্র ---------- *iv-xii*
সংযোজনী ---------- *xii*
সারণীর তালিকা ---------- *xiii*
চিত্রলেখের তালিকা ---------- *xiv*
ম্যাপের তালিকা ---------- *xv*
আদ্যক্ষর এবং সংক্ষিপ্তকরণ তালিকা ---------- *xvi-xix*
পরিভাষার তালিকা ---------- *xx*
প্রযুক্তিগত পদ এবং পরিমাপের/সমতূল্য তালিকা ---------- *xxii*
স্থানীয় শব্দাবলীর তালিকা ---------- *xxii*

প্রথম অধ্যায়: ভূমিকা ---------- ১
১.১ পটভূমি এবং প্রকল্প প্রেক্ষাপট ---------- ১
১.১.১ মহাপরিকল্পনা **প্রণয়নের** পর্যায়সমূহ ---------- ১
১.১.২ পূর্ববর্তী প্রতিবেদনসমূহ ---------- ১
১.২ মহাপরিকল্পনা প্রতিবেদন ১ ----------
১.২.১ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ---------- ১
১.২.২ পরিকল্পনা এলাকা এবং পরিকল্পনার মেয়াদ ---------- ২
১.২.৩ মহাপরিকল্পনার ব্যপ্তি এবং অংশভাগ ---------- ২
১.৩ পরিকল্পনাপ্রণয়ন প্রক্রিয়া ---------- ৩
১.৩.১ মহাপরিকল্পনাপ্রণয়ন পদ্ধতি ---------- ৩
১.৩.২ পরিকল্পনার মানদন্ড নির্ধারণ ---------- ৪
১.৪ মহাপরিকল্পনা প্রতিবেদনের কাঠামো ---------- ৪

দ্বিতীয় অধ্যায়: প্রকল্প এলাকার পরিচিতি ---------- ৬
২.১ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ---------- ৬
২.২ অবস্থান ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ---------- ৬
২.৩ প্রকল্প এলাকার বর্ণনা ---------- ৮
২.৪ আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট ---------- ১২
২.৪.১ জনসংখ্যা ---------- ১২
২.৪.২ শিক্ষার হার ---------- ১৩
২.৪.৩ অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ---------- ১৩
২.৪.৩.১ কর্মসংস্থানের বর্তমান অবস্থা ---------- ১৪
২.৪.৩.২ আয় ও ব্যয় ---------- ১৪
২.৪.৩.৩ উন্নয়ন খাতে সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগ ---------- ১৪
২.৪.৩.৪ আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ডসমূহ ---------- ১৫
২.৪.৩.৫ ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ও কর্মসংস্থানের প্রাক্কলন ---------- ১৬
২.৫ পরিবেশগত অবস্থা ---------- ১৭
২.৫.১ প্রাকৃতিক পরিবেশ ---------- ১৭
২.৫.২ নিষ্কাশন ব্যবস্থা ---------- ২২
২.৬ বিদ্যমান ভৌত অবকাঠামো ---------- ২২

সূচিপত্র

২.৬.১ নগর উন্নয়ন এলাকা ---২২

২.৬.২ যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থা-- ২৩

২.৬.২.১ যাতায়াত ব্যবস্থা--- ২৩

২.৬.২.২ সড়কের শ্রেণীবিভাগ --- ২৩

২.৬.২.৩ বিদ্যমান যোগাযোগ অবকাঠামো--- ২৩

২.৭ ভূমি ব্যবহার ও নাগরিক সেবা -- ২৩

২.৭.১ ভূমি ব্যবহার -- ২৩

২.৭.১.১ আবাসিক ---২৪

২.৭.১.২ বাণিজ্যিক ---২৪

২.৭.১.৩ শিল্পকারখানা ---২৪

২.৭.১.৪ কৃষি ---২৪

২.৭.১.৫ শিক্ষা ---২৪

২.৭.১.৬ যাতায়াত ও যোগাযোগ ---২৪

২.৭.২ নাগরিক সুবিধাসমূহ ---২৪

২.৮ প্রকল্প এলাকার বস্তিসমূহ--২৫

২.৮.১ শিক্ষাগত অবস্থা--২৭

২.৮.২ পেশা এবং আয়--২৭

২.৮.৩ আবাসনের অবস্থা -- ২৮

২.৮.৪ পৌর সেবা সমূহ -- ২৮

২.৯ প্রকল্প এলাকায় ভূমির অবৈধ দখল ---২৯

২.৯.১ অবৈধ দখল হওয়া জমির প্রকারভেদ ---২৯

২.৯.১.১ নরসুন্দা নদী এবং এর তীর ---২৯

২.৯.১.২ রেলপথ ও রেলের সম্পত্তি ---৩১

২.৯.১.৩ সড়কের পার্শ্ববর্তী জায়গায় অবৈধ দখল --৩১

২.৯.১.৪ সড়কের পাশের ড্রেনের দখল --- ৩২

২.৯.১.৫ অন্যান্য (খাস জমি) --- ৩২

২.৯.২ অবৈধ দখলের প্রভাব --- ৩৫

২.৯.৩ ভবিষ্যৎ উন্নয়ন সম্ভাবনাময় খাস জমির অবৈধ দখল --- ৩৫

২.১০ নগর সরকার ব্যবস্থা --৩৭

২.১০.১ প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা --৩৭

২.১০.১.১ বিদ্যমান জনবল ---৩৭

২.১০.১.২ সরঞ্জামাদি --- ৩৯

২.১০.১.৩ পরিকল্পনার প্রণয়নে পৌরসভার সামর্থ্য ---৪০

২.১০.২ বিভিন্ন খাতের কর্মকান্ড সম্পাদনে সরকারি সংস্থার ভূমিকা------------------------------------- ৪১

তৃতীয় অধ্যায়: পৌরসভার বিভিন্ন খাতের উন্নয়নের কৌশল ও নীতিমালা ---------------------------------৪৩

৩.১ উন্নয়ন কৌশলসমূহ--৪৩

৩.১.১ সম্পদ সংগ্রহ --৪৩

৩.১.২ অবকাঠামো উন্নয়ন-- ৪৪

৩.১.২.১ পরিবহন --- ৪৪

৩.১.২.২ নাগরিক সেবা---৪৬

৩.১.৩ বিদ্যমান নগর এলাকার উন্নয়ন-- ৪৭

৩.১.৪ আবাসন ও বস্তি উন্নয়ন--৪৮

৩.১.৫ নতুন নগর এলাকারউন্নয়ন--৪৯

৩.১.৬ নগরের ঐতিহ্যও গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহের সংরক্ষণ ওসুরক্ষা --৫০

৩.১.৭ বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশণ --৫১

৩.২ পরিকল্পনার সাথে সম্পর্কিত নীতিমালাসমূহ--৫১

৩.২.১ বাংলাদেশ নগর পরিকল্পনা সম্পর্কিত নীতিমালা, আইন, বিধি ও প্রবিধিসমূহ-------------------------৫১

৩.২.১.১ ন্যাশনাল আরবান সেক্টর পলিসি, ২০১১--৫২
৩.২.১.২ বাংলাদেশ জনসংখ্যা নীতি, ২০০৪ --৫২
৩.২.১.৩ জাতীয় পর্যটন নীতিমালা --৫৪
৩.২.১.৪ জাতীয় বনায়ন নীতি, ১৯৯৪ --৫৪
৩.২.১.৫ জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি -- ৫৬
৩.২.১.৬ জাতীয় কৃষি নীতি, ১৯৯৯-- ৫৬
৩.২.১.৭ জাতীয় গৃহায়ন নীতিমালা, ১৯৯৩ -- ৫৯
৩.২.১.৮ জাতীয় সড়ক পরিবহন নীতিমালা, ২০০৪ -- ৬০
৩.২.১.৯ জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতিমালা-- ৬০
৩.২.১.১০ জাতীয় শিল্প নীতি, ২০০৫ --৬১
৩.২.১.১১ পরিবেশ নীতিমালা, ১৯৯২-- ৬২
৩.২.১.১২ মহানগরী, বিভাগীয় শহর ও জেলা শহরের পৌর এলাকাসহ দেশের সকল পৌর এলাকার খেলার মাঠ, উন্মুক্ত স্থান, উদ্যান এবং প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষণ আইন, ২০০০------- ৬৩
৩.২.১.১৩ বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড (বিএনবিসি), ২০০৬------------------------------৬৪
৩.২.১.১৪ ভবন নির্মাণ আইন, ১৯৫২ (সংশোধনী ২০০৬) ------------------------------৬৪
৩.২.১.১৫ সরকারি আবাসন প্রকল্পের ভূমি উন্নয়ন বিধিমালা, ২০০৪ (সংশোধিত ২০১২) ----------৬৪
৩.২.১.১৬ প্রতিবন্ধী এবং অটিস্টিক ব্যক্তিদের জন্য জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ------------------------ ৬৫
৩.২.১.১৭ স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯-- ৬৬
৩.২.২ ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (২০১১-২০১৫) -- ৬৬
৩.৩ উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা -- ৬৮
৩.৩.১ ভূমি ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি ও কৌশল -- ৬৯
৩.৩.১.১ প্রত্যক্ষ উন্নয়ন পদ্ধতি-- ৬৯
৩.৩.১.২ অংশীদারী পদ্ধতি --৭০
৩.৩.২ উন্নয়নে অর্থায়নের বিকল্পসমূহ --৭০
৩.৩.২.১ ব্যক্তিগত পর্যায়ে উন্নয়ন অর্থায়ন--৭০
৩.৩.২.২ কমিউনিটির ভূমি প্রদানের মাধ্যমে উন্নয়নে অর্থায়ন --৭০
৩.৩.২.৩ সরকারি জামিনে মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে বেসরকারি খাতের বিনিয়োগের মাধ্যমে অর্থায়ন - ৭১
৩.৩.২.৪ সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব -- ৭১
৩.৩.২.৫ সরকারি খরচে উন্নয়ন-- ৭১
৩.৩.৩ নগর পুনর্বাসন পরিকল্পনা -- ৭১
৩.৩.৩.১ পুনর্বাসন পরিকল্পনার উদ্দেশ্যসমূহ-- ৭১
৩.৩.৩.২ পুনর্বাসন পরিকল্পনার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ -- ৭১
৩.৩.৩.৩ ক্ষতিপূরণ প্রদানের পদ্ধতি -- ৭১
৩.৩.৩.৪ বিবেচ্য বিষয়সমূহ-- ৭১
৩.৩.৪ নগর নবায়ন/সংস্কার পরিকল্পনা -- ৭১
৩.৩.৪.১ ভূমি পুর্নবিন্যাস কৌশল --৭২
৩.৩.৪.২ পুর্নবাসন কৌশল--৭২
৩.৩.৫ উন্নয়ন ছাড়পত্র --৭৩
৩.৩.৫.১ নদী, খাল, সড়কের জমি দখল --৭৩
৩.৩.৫.২ অসঙ্গতিপূর্ণ উন্নয়ন --৭৩
৩.৩.৫.৩ অননুমোদিত উন্নয়ন --৭৩
৩.৩.৫.৪ নির্মাণের সময় অনুমোদিত পরিকল্পনা থেকে বিচ্যুতি--৭৩
৩.৩.৫.৫ ভবনের ব্যবহারে অননুমোদিত পরিবর্তন--৭৩
৩.৩.৫.৬ নিয়ন্ত্রণের ধাপসমূহ --৭৩
৩.৩.৫.৭ উপযুক্ত সময়েরব্যবধানে পরিকল্পনা পর্যালোচনা-- ৭৪
৩.৩.৬ সড়ক নিরাপত্তা ও লেভেল অফ সার্ভিস --৭৫
৩.৩.৭ পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা --৭৫

সূচিপত্র

৩.৩.৭.১ পরিবেশ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ---------- ৭৫
৩.৩.৭.২ পানযোগ্য পানির উৎস হিসেবে ভূ-উপরিস্থ পানি ---------- ৭৬
৩.৩.৭.৩ বিপদজনক শিল্প কারখানাসমূহেরশ্রেণীবিভাগ ---------- ৭৬
৩.৩.৭.৪ কঠিন বর্জ্য অপসারণের পরিবর্তেপুনঃব্যবহার ---------- ৭৬
৩.৩.৮ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ---------- ৭৭
৩.৩.৮.১ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ---------- ৭৭

চতুর্থ অধ্যায়: ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা ---------- ৭৮
৪.১ ধারণা ---------- ৭৮
৪.১.১ ভূমিকা ---------- ৭৮
৪.১.২ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ ---------- ৭৮
৪.২ বিদ্যমান এবং প্রাক্কলিত ভূমি ব্যবহার ---------- ৭৮
৪.২.১ বর্তমান ভূমি ব্যবহারের প্রকারভেদ ও বিন্যাস ---------- ৭৮
৪.২.২ বিভিন্ন ভূমি ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় ভূমি প্রাক্কলন ---------- ৭৯
৪.২.৩ ভবিষ্যত ভূমি ব্যবহার নিরুপন ---------- ৮০
৪.২.৩.১ প্রাক্কলনের ভিত্তি ---------- ৮০
৪.২.৩.২ আবাসন এলাকার জন্য প্রয়োজনীয় ভূমি নিরুপন ---------- ৮০
৪.২.৩.৩ বাণিজ্যিক এবং মিশ্র ব্যবহার এলাকার জন্য ভূমি নিরুপন ---------- ৮৩
৪.২.৩.৪ শিল্পের জন্য ভূমি নিরুপণ ---------- ৮৩
৪.২.৩.৫ শিক্ষা সেবার জন্য ভূমি নিরুপণ ---------- ৮৩
৪.২.৩.৬ স্বাস্থ্য সেবার জন্য ভূমি নিরুপণ ---------- ৮৪
৪.২.৩.৭ উন্মুক্ত স্থান ও বিনোদনের জন্য ভূমি নিরুপণ ---------- ৮৪
৪.২.৩.৮ পরিবহন সুবিধার জন্য ভূমি নিরুপণ ---------- ৮৫
৪.২.৩.৯ প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানের জন্য ভূমি নিরুপণ ---------- ৮৫
৪.২.৩.১০ কমিউনিটি সুবিধার ভূমি নিরুপণ ---------- ৮৫
৪.২.৪ বিদ্যমান ও প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবহারের সংক্ষিপ্ত চিত্র ---------- ৮৫
৪.৩ ভূমি ব্যবহার প্রস্তাবনাসমূহ ---------- ৮৬
৪.৩.১ ভবিষ্যৎ ভূমি ব্যবহার নির্দিষ্টকরণ ---------- ৮৬
৪.৩.২ প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবহারের শ্রেণিবিন্যাস ---------- ৮৭
৪.৩.৩ ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ভূমি উন্নয়ন আইন ---------- ৯১
৪.৩.৩.১ ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন নীতি ---------- ৯১
৪.৩.৩.২ বিভিন্ন ভূমি ব্যবহারের নীতিমালা ---------- ৯৩
৪.৪ ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ---------- ৯৪
৪.৪.১ বাস্তবায়ন কৌশল ---------- ৯৪
৪.৪.২ ভূমি ব্যবস্থাপনা ---------- ৯৪
৪.৪.৩ ভূমি ব্যবস্থাপনা কৌশল ---------- ৯৪
৪.৪.৪ উপযুক্ত ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তির ব্যবহার ---------- ৯৫
৪.৪.৫ উন্নয়ন অনুমোদন ---------- ৯৬
৪.৪.৫.১ বিদ্যমান অ-সঙ্গতিপূর্ণভূমি ব্যবহার/স্থাপনা ---------- ৯৭
৪.৪.৫.২ পরিকল্পনার নমনীয়তা ---------- ৯৮

পঞ্চম অধ্যায়: পরিবহন এবং যাতায়াত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ---------- ১০০
৫.১ ভূমিকা ---------- ১০০
৫.২ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ ---------- ১০০
৫.৩ বিদ্যমান পরিবহন সুবিধাসমূহ ও ঘাটতি ---------- ১০০
৫.৩.১ বিদ্যমান পরিবহন ব্যবস্থা ও অবকাঠামো (সড়ক, রেল, জল ও আকাশপথ) ---------- ১০০
৫.৩.২ সড়ক পথের বৈশিষ্ট্য ও কার্যক্রমের শ্রেণীবিভাগ ---------- ১০১
৫.৩.৩ পরিবহনের মাধ্যম ---------- ১০৩

৫.৩.৪ পরিবহনের তীব্রতা ও প্রধান যানজটের কেন্দ্র ---------- ১০৪
৫.৩.৫ লেভেল অফ সার্ভিসঃ যানজট ও বিলম্বের মাত্রা ---------- ১০৫
৫.৩.৬ প্রকল্প এলাকার যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক যানবাহনের তালিকা ---------- ১০৫
৫.৩.৭ বাস রুট ---------- ১০৬
৫.৩.৮ রেল যোগাযোগ ---------- ১০৬
৫.৩.৯ ট্রাক ও পণ্য পরিবহন ---------- ১০৭
৫.৩.১০ পথচারী সুবিধা১০৭
৫.৩.১১ পার্কিং ---------- ১০৭
৫.৪ আগামী ২০ বছরের ভ্রমন চাহিদা অনুমান ---------- ১০৭
৫.৫ পরিবহন উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তাবনাসমূহ ---------- ১০৮
৫.৫.১ সড়ক নেটওয়ার্ক উন্নয়ন পরিকল্পনা ---------- ১০৮
৫.৫.১.১ সড়ক নেটওয়ার্ক পরিকল্পনা ---------- ১০৮
৫.৫.১.২ বর্তমান সড়ক নেটওয়ার্ক উন্নয়ন পরিকল্পনা ---------- ১১০
৫.৫.১.৩ সড়ক নেটওয়ার্কের প্রস্তাবনা ---------- ১১৩
৫.৫.২ পরিবহনগত সুযোগ-সুবিধার পরিকল্পনা ---------- ১১৩
৫.৫.২.১ পার্কিং ও টার্মিনাল সূবিধা ---------- ১১৩
৫.৫.২.২ পথচারী, বাইসাইকেল ও রিক্সার জন্য সুবিধার উন্নয়ন ---------- ১১৪
৫.৫.২.৩ অন্যান্য পরিবহনের সুবিধাসমূহ ---------- ১১৪
৫.৬ পরিবহন ব্যবস্থাপনা কৌশল (TSM) ---------- ১১৬
৫.৬.১ পরিচালন সুবিধার কৌশল ---------- ১১৭
৫.৬.২ পরিবহন প্রবাহ ও নিরাপত্তার কৌশল ---------- ১১৮
৫.৬.৩ পরিবহন ব্যবস্থাপনা কৌশল ---------- ১১৮
৫.৭ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কৌশলসমূহ ---------- ১১৯
৫.৭.১ পরিবহন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের নীতিমালাসমূহ ---------- ১১৯
৫.৭.২ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন , পর্যবেক্ষণ, মূল্যায়ন ও সমন্বয় ---------- ১১৯
৫.৭.২.১ বাস্তবায়ন ---------- ১১৯
৫.৭.২.২ পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন ---------- ১২০
৫.৭.২.৩ পরিকল্পনার সমন্বয় ---------- ১২০

ষষ্ঠ অধ্যায় : ড্রেনেজ ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ---------- ১২২
৬.১ ড্রেনেজ ---------- ১২২
৬.১.১ সূচনা ---------- ১২২
৬.১.২ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ---------- ১২২
৬.১.৩ প্রকল্প এলাকার বর্তমান ড্রেনেজ ব্যবস্থা ---------- ১২২
৬.১.৩.১ ড্রেনেজ নেটওয়ার্ক ---------- ১২২
৬.১.৩.২ ড্রেনের আউটফলসমূহ ---------- ১৩১
৬.১.৩.৩ ড্রেনেজ/জলাবদ্ধতা সম্পর্কিত সমস্যাসমূহ ---------- ১৩১
৬.১.৪ প্রকল্প এলাকার পরিবেশগত অবস্থা ---------- ১৩১
৬.১.৪.১ বর্তমান পরিবেশগত অবস্থা ---------- ১৩১
৬.১.৪.২ পরিবেশগত সমস্যাসমূহ ---------- ১৩২
৬.২ ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ---------- ১৩২
৬.২.১ ড্রেনেজ এবং বন্যা ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ---------- ১৩২
৬.২.২ সুপারিশকৃত মানদন্ড ---------- ১৩৩
৬.২.৩ প্রস্তাবিত ড্রেনেজ উন্নয়ন পরিকল্পনার রূপরেখা ---------- ১৩৩
৬.২.৩.১ ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পন্থাসমূহ ---------- ১৩৪
৬.২.৩.২ ড্রেনেজ প্রবাহমাত্রার হিসাব ---------- ১৩৫
৬.২.৩.৩ ওয়ার্ড-ভিত্তিক নতুন ড্রেন বন্টন ---------- ১৩৬

সূচিপত্র

৬.২.৩.৪ ড্রেনেজ এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য অবকাঠামো বন্টন ---------------------------------- ১৩৯

৬.২.৪ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কৌশলসমূহ ---------------------------------- ১৩৯

৬.২.৪.১ ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পন্থাসমূহ ---------------------------------- ১৩৯

৬.২.৪.২ ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার বাস্তবায়ন, পর্যবেক্ষণ, পর্যালোচনা এবং সমন্বয় ---------১৪০

৬.৩ পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা----------------------------------১৪১

৬.৩.১ পরিবেশ বিষসারণি প্রস্তাবনাসমূহ----------------------------------১৪১

৬.৩.১.১ কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ----------------------------------১৪১

৬.৩.১.২ উন্মুক্ত স্থান, জলাভূমি এবং এ সম্পর্কিত অন্যান্য স্থানের সংরক্ষণ পরিকল্পনা -----------১৪৪

৬.৩.১.৩ দূষণ নিয়ন্ত্রণ প্রস্তাবনা ----------------------------------১৪৫

৬.৩.২ প্রাকৃতিক ও সাধারণ দুর্যোগ মোকাবিলার নিমিত্ত প্রস্তাবনা----------------------------------১৪৭

৬.৩.২.১ প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার প্রস্তাবনা----------------------------------১৪৭

৬.৩.২.২ সাধারণ দুর্যোগ নিয়ন্ত্রণ প্রস্তাবনা---------------------------------- ১৪৮

৬.৩.২.৩ অবৈধ দখল নিয়ন্ত্রণ সংশিষ্ট বিষয়াদি নিয়ন্ত্রণে প্রস্তাবনা ---------------------------------- ১৪৮

৬.৩.৩ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কৌশলসমূহ ---------------------------------- ১৫০

৬.৩.৩.১ ড্রেনেজ ও বন্যা ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার নীতিমালাসমূহ ---------------------------------- ১৫০

৬.৩.৩.২ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, পর্যবেক্ষণ, মূল্যায়ন ও সমন্বয় ----------------------------------১৫১

সপ্তম অধ্যায়: নগর পরিসেবা ও প্রকল্প উন্নয়ন পরিকল্পনা---------------------------------- ১৫২

৭.১ ভূমিকা ----------------------------------১৫২

৭.২ নগর পরিসেবার প্রস্তাব ---------------------------------- ১৫২

৭.২.১ আবাসিক এলাকার উন্নয়ন----------------------------------১৫৬

৭.২.২ বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান----------------------------------১৫৯

৭.২.৩ ওয়ার্ড কমপ্লেক্স ---------------------------------- ১৫৯

৭.২.৪ পানি সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রস্তাবনা ---------------------------------- ১৫৯

৭.২.৫ পয়:নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রস্তাবনা ---------------------------------- ১৫৯

৭.২.৬ বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রস্তাবনা/নবায়নযোগ্য শক্তি কেন্দ্র ----------------------------------১৬১

৭.২.৭ সামাজিক পরিসেবা ---------------------------------- ১৬৫

৭.২.৮ শিক্ষা ও গবেষণা ---------------------------------- ১৬৫

৭.২.৯ খোলা জায়গা এবং বিনোদন সুবিধা ---------------------------------- ১৬৭

৭.২.১০ ধর্মীয় সুবিধা ----------------------------------১৭২

৭.২.১১ স্বাস্থ্য ----------------------------------১৭২

৭.৩ নগর দরিদ্রদের জন্য পুনর্বাসন পরিকল্পনা ----------------------------------১৭৭

৭.৩.১ অভিষ্ট জনগোষ্টী ----------------------------------১৭৭

৭.৩.২ পুনর্বাসন পরিকল্পনার জন্য স্থান নির্বাচন ----------------------------------১৭৭

৭.৩.৩ পুনর্বাসন প্রকল্প এলাকার প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ ----------------------------------১৭৭

৭.৩.৩.১ পুনর্বাসন প্রকল্প এলাকা-১ ----------------------------------১৭৭

৭.৩.৩.২ পুনর্বাসন প্রকল্প এলাকা-২ ----------------------------------১৭৭

৭.৪ নগর পূনর্গঠন/নবায়ন পরিকল্পনা---------------------------------- ১৭৮

৭.৪.১ পূনর্গঠন পরিকল্পনার জন্য নির্বাচিত সাইট---------------------------------- ১৭৮

৭.৫ শহরে বিনোদনমূলক উন্নয়নের জন্য নীতিসমূহ----------------------------------১৭৯

৭.৫.১ বিনোদনমূলক সুবিধা ব্যবস্থাপনা নীতিমালা----------------------------------১৭৯

৭.৫.২ আউটডোর বিনোদনমূলক সুবিধাসমূহ সম্পর্কে প্রস্তাব সমূহ ----------------------------------১৭৯

৭.৫.৩ ইনডোর চিত্তবিনোদনের সুবিধার প্রস্তাবসমূহ ----------------------------------১৭৯

৭.৬ বিদ্যমান উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ/প্রকল্প এলাকার স্কিম সমূহ ----------------------------------১৭৯

৭.৬.১ ভূমিকা ----------------------------------১৭৯

৭.৬.২ পৌরসভার দ্বারা বাস্তবায়িত সাম্প্রতিক/চলমান উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বিবরণ----------------------------------১৭৯

৭.৬.৩ অবকাঠামো সম্পর্কিত অন্যান্য সরকারী প্রতিষ্ঠান দ্বারা বাস্তবায়িত সাম্প্রতিক / চলমান উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বিবরণ ---------------------------------- ১৮০

৭.৬.৪ বর্তমান/সাম্প্রতিক অতীতে এনজিও বাস্তবায়িত অবকাঠামো সম্পর্কিত উন্নয়ন প্রকল্প সমূহের বিবরণ -- ১৮৩
৭.৬.৫ বর্তমান / সাম্প্রতিক অতীতে বেসরকারী উদ্যোগে বাস্তবায়িত অবকাঠামো সম্পর্কিত উন্নয়ন প্রকল্প সমূহের বিবরণ-- ১৮৩
৭.৬.৬ উন্নয়ন প্রকল্প সমূহের পর্যালোচনা এবং পৌরসভার মহাপরিকল্পনা প্রস্তুতির উপর তাদের প্রভাব-------- ১৮৩
৭.৭ নাগরিক সেবা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও নিরীক্ষণ-- ১৮৩
৭.৭.১ উন্নয়ন নিয়ন্ত্রন প্রক্রিয়া কম্পিউটারাইজেশান-- ১৮৩
৭.৭.২ অপরিকল্পিত উন্নয়নের খারাপ দিকগুলো সম্পর্কে জনসাধারনকে সচেতন করা --------------------- ১৮৪
৭.৭.৩ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ইচ্ছা -- ১৮৪
৭.৭.৪ পরিকল্পনিা সাথে প্রাসঙ্গিক নতুন আইনগত ব্যবস্থাসমূহ-- ১৮৪
৭.৭.৫ অসামঞ্জস্যপূর্ন ভূমি ব্যবহার নিস্পত্তির জন্য নীতিমালা-- ১৮৪
৭.৭.৬ কর্ম এলাকা পরিকল্পনা প্রস্তুতি -- ১৮৪
৭.৭.৭ উপযুক্ত অর্গানোগ্রাম এবং জনবলের মাধ্যমে পৌরসভার সংস্কার ---------------------------------- ১৮৫
৭.৭.৮ বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয় -- ১৮৫
৭.৭.৯ বাস্তবায়ন/প্রয়োগ -- ১৮৫
৭.৭.১০ পরিকল্পনা লঙ্ঘনের জন্য জরিমানা--- ১৮৬
৭.৭.১১ সঠিক সময় পর পরিকল্পনা পুনঃ মূল্যায়ন -- ১৮৬
৭.৭.১২ সংরক্ষণ এবং ওয়েবসাইট ভিত্তিক প্রকাশ -- ১৮৬
৭.৮ অননুমোদিত দখল উচ্ছেদ -- ১৮৬
৭.৮.১ অননুমোদিত দখল উচ্ছেদের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ-- ১৮৬
৭.৮.২ দখল প্রতিরোধ --- ১৮৬
৭.৮.৩ অননুমোদিত দখল প্রতিরোধেমহাপরিকল্পনায় প্রদত্ত কৌশল সমূহ ---------------------------------- ১৮৬

অষ্টম অধ্যায় : বিস্তারিত এলাকা পরিকল্পনা -- ১৮৮
৮.১ পটভূমি --- ১৮৮
৮.২ বিষয়বস্তু এবং বিস্তারিত এলাকা পরিকল্পনার রূপ--- ১৮৮
৮.৩ এপ্রোচ ও পদ্ধতি -- ১৮৯
৮.৪ বিস্তারিত এলাকা পরিকল্পনা -- ১৯০
৮.৪.১ কিশোরগঞ্জ পৌরসভারওয়ার্ড-০১ এর জন্য বিস্তারিত এলাকা পরিকল্পনা ----------------------------- ১৯০
৮.৪.১.১ ওয়ার্ড ০১ এর জন্য প্রস্তাব এবং পরিকল্পনা --- ১৯০
৮.৪.১.২ অগ্রাধিকার কার্যাবলী -- ১৯২
৮.৪.১.৩ অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য আর্থিক খরচের প্রাক্কলন ---------------------------------- ১৯২
৮.৪.২ কিশোরগঞ্জ পৌরসভারওয়ার্ড-০২ এর জন্য বিস্তারিত এলাকা পরিকল্পনা------------------------------ ১৯৫
৮.৪.২.১ ওয়ার্ড ০২ এর জন্য প্রস্তাব এবং পরিকল্পনা --- ১৯৫
৮.৪.২.২ অগ্রাধিকার কার্যাবলী -- ১৯৬
৮.৪.২.৩ অবকাঠামো উন্নতির আনুমানিক আর্থিক খরচ--- ১৯৬
৮.৪.৩ ওয়ার্ড-০৩ এর জন্য বিস্তারিত এলাকা পরিকল্পনা--- ১৯৮
৮.৪.৩.১ ওয়ার্ড ০৩ এর জন্য প্রস্তাব এবং পরিকল্পনা--- ১৯৮
৮.৪.৩.২ অগ্রাধিকার কার্যাবলী -- ১৯৯
৮.৪.৩.৩ অবকাঠামো উন্নতির আনুমানিক আর্থিক খরচ--- ১৯৯
৮.৪.৪ ওয়ার্ড-০৪ এর জন্য বিস্তারিত এলাকা পরিকল্পনা -- ২০৪
৮.৪.৪.১ ওয়ার্ড ০৪ এর জন্য প্রস্তাব এবং পরিকল্পনা --- ২০১
৮.৪.৪.২ অগ্রাধিকার কার্যাবলী -- ২০২
৮.৪.৪.৩ অবকাঠামো উন্নতির আনুমানিক আর্থিক খরচ--- ২০২
৮.৪.৫ ওয়ার্ড-০৫ এর জন্য বিস্তারিত এলাকা পরিকল্পনা--- ২০৪
৮.৪.৫.১ ওয়ার্ড ০৫ এর জন্য প্রস্তাব এবং পরিকল্পনা --- ২০৪
৮.৪.৫.২ অগ্রাধিকার কার্যাবলী -- ২০৫
৮.৪.৫.৩ অবকাঠামো উন্নতির আনুমানিক আর্থিক খরচ--- ২০৫
৮.৪.৬ ওয়ার্ড-০৬ এর জন্য বিস্তারিত এলাকা পরিকল্পনা--- ২০৭

৮.৪.৬.১ ওয়ার্ড ০৬ এর জন্য প্রস্তাব এবং পরিকল্পনা -- ২০৭
৮.৪.৬.২ অগ্রাধিকার কার্যাবলী -- ২০৮
৮.৪.৬.৩ অবকাঠামো উন্নতির আনুমানিক আর্থিক খরচ-------------------------------------- ২০৮
৮.৪.৭ ওয়ার্ড-০৭ এর জন্য বিস্তারিত এলাকা পরিকল্পনা --- ২১০
৮.৪.৭.১ ওয়ার্ড ০৭ এর জন্য প্রস্তাব এবং পরিকল্পনা -- ২১০
৮.৪.৭.২ অগ্রাধিকার কার্যাবলী -- ২১২
৮.৪.৭.৩ অবকাঠামো উন্নতির আনুমানিক আর্থিক খরচ-------------------------------------- ২১৩
৮.৪.৮ ওয়ার্ড-০৮ এর জন্য বিস্তারিত এলাকা পরিকল্পনা --- ২১৫
৮.৪.৮.১ ওয়ার্ড ০৮ এর জন্য প্রস্তাব এবং পরিকল্পনা -- ২১৫
৮.৪.৮.২ অগ্রাধিকার কার্যাবলী -- ২১৬
৮.৪.৮.৩ অবকাঠামো উন্নতির আনুমানিক আর্থিক খরচ-------------------------------------- ২১৬
৮.৪.৯ ওয়ার্ড-০৯ এর জন্য বিস্তারিত এলাকা পরিকল্পনা --- ২১৮
৮.৪.৯.১ ওয়ার্ড ০৯ এর জন্য প্রস্তাব এবং পরিকল্পনা -- ২১৮
৮.৪.৯.২ অগ্রাধিকার কার্যাবলী -- ২১৯
৮.৪.৯.৩ অবকাঠামো উন্নতির আনুমানিক আর্থিক খরচ-------------------------------------- ২১৯
৮.৪.১০ বাউলাই ইউনিয়নের সম্প্রসারিত এলাকার জন্য বিস্তারিত এলাকা পরিকল্পনা -------------------------- ২২১
৮.৪.১০.১ বাউলাই ইউনিয়নের এর জন্য প্রস্তাব এবং পরিকল্পনা -------------------------------- ২২১
৮.৪.১০.২ অগ্রাধিকার কার্যাবলী -- ২২২
৮.৪.১০.৩ অবকাঠামো উন্নতির আনুমানিক আর্থিক খরচ-------------------------------------- ২২২
৮.৪.১১ রশিদাবাদ ইউনিয়নের সম্প্রসারিত এলাকার জন্য বিস্তারিত এলাকা পরিকল্পনা----------------------- ২২৪
৮.৪.১১.১ রাশিদাবাদ ইউনিয়নের এর জন্য প্রস্তাব এবং পরিকল্পনা ----------------------------- ২২৪
৮.৪.১১.২ অগ্রাধিকার কার্যাবলী -- ২২৫
৮.৪.১১.৩ অবকাঠামো উন্নতির আনুমানিক আর্থিক খরচ-------------------------------------- ২২৬
৮.৪.১২ যশোদল ইউনিয়নের সম্প্রসারিত এলাকার জন্য বিস্তারিত এলাকা পরিকল্পনা ------------------------ ২২৮
৮.৪.১২.১ যশোদল ইউনিয়নের এর জন্য প্রস্তাব এবং পরিকল্পনা -------------------------------- ২২৮
৮.৪.১২.২ অগ্রাধিকার কার্যাবলী -- ২৩০
৮.৪.১২.৩ অবকাঠামো উন্নতির আনুমানিক আর্থিক খরচ-------------------------------------- ২৩০
৮.৪.১৩ সম্প্রসারিত এলাকার মারিয়া ইউনিয়নের জন্য বিস্তারিত এলাকা পরিকল্পনা-------------------------- ২৩২
৮.৪.১৩.১ মারিয়া ইউনিয়নের এর জন্য প্রস্তাব এবং পরিকল্পনা---------------------------------- ২৩২
৮.৪.১৩.২ অগ্রাধিকার কার্যাবলী -- ২৩৪
৮.৪.১৩.৩ অবকাঠামো উন্নতির আনুমানিক আর্থিক খরচ-------------------------------------- ২৩৪
৮.৪.১৪ সম্প্রসারিত এলাকার লতিবাবাদ ইউনিয়নের জন্য বিস্তারিত এলাকা পরিকল্পনা ---------------------- ২৩৬
৮.৪.১৪.১ লতিবাবাদ ইউনিয়নের এর জন্য প্রস্তাব এবং পরিকল্পনা ----------------------------- ২৩৬
৮.৪.১৪.২ অগ্রাধিকার কার্যাবলী -- ২৩৬
৮.৪.১৪.৩ অবকাঠামো উন্নতির আনুমানিক আর্থিক খরচ-------------------------------------- ২৩৬
৮.৪.১৫ সম্প্রসারিত এলাকার মহিনন্দা ইউনিয়নের জন্য বিস্তারিত এলাকা পরিকল্পনা ------------------------ ২৩৮
৮.৪.১৫.১ মহিনন্দ ইউনিয়নের এর জন্য প্রস্তাব এবং পরিকল্পনা--------------------------------- ২৩৯
৮.৪.১৫.২ অগ্রাধিকার কার্যাবলী -- ২৩৯
৮.৪.১৫.৩ অবকাঠামো উন্নতির আনুমানিক আর্থিক খরচ-------------------------------------- ২৩৯
৮.৪.১৬ প্রকল্প খরচ এর ধারনা -- ২৪১
৮.৪.১৬.১ প্রাথমিক রাস্তার খরচ মুল্যায়ন -- ২৪১
৮.৪.১৬.২ মাধ্যমিক রাস্তার খরচ মুল্যায়ন-- ২৪৩
৮.৪.১৬.৩ স্থানীয় রোডের ব্যয় প্রাক্কলন-- ২৪৫
৮.৪.১৬.৪ ফুটপাথ নির্মাণেরব্যয় প্রাক্কলন -- ২৪৭
৮.৪.১৬.৫ বক্স কালভার্ট ও ব্রীজ নির্মাণের ব্যয় প্রাক্কলন-------------------------------------- ২৪৭
৮.৪.১৬.৬ ড্রেনেরনির্মান ব্যয় প্রাক্কলন--- ২৪৭
৮.৪.১৬.৭ অগ্রাধিকার প্রকল্প ওয়ার্ড ভিত্তিক সোর্স --- ২৪৭

নবম অধ্যায়: উপসংহার -- ২৪৮
৯.১ সূচনা -- ২৪৮
৯.২ মহাপরিকল্পনার তুলনামূলক সুবিধার চিত্র-- ২৪৮
৯.৩ বিভিন্ন চিহ্নিত বিষয় প্রশমনের জন্য প্রস্তাবনা-- ২৪৮
৯.৪ উপসংহার -- ২৪৯

সংযোজনীসমূহ

সংযোজনী-ক : পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা দলের সদস্য

সংযোজনী-খ : চূড়ান্ত মত বিনিময় সভার বিবরণী ও উপস্থিতি তালিকা

সংযোজনী-গ : গণশুনানী হতে প্রাপ্ত মতামত

সংযোজনী-ঘ : মহাপরিকল্পনার নগর পরিকল্পনা, জনসেবা ও উন্নয়ন সম্পর্কিত স্ট্যান্ডিং কমিটির সভা বিবরণী

সংযোজনী-ঙ : পৌরসভা কমিটির ২২-০৬-২০১৪ তারিখের সভা বিবরণী

সংযোজনী-চ : কিশোরগঞ্জ পৌরসভার প্রস্তাবিত রাস্তার তালিকা

সংযোজনী-ছ : কিশোরগঞ্জ পৌরসভার প্রস্তাবিত ড্রেনের তালিকা

সংযোজনী-জ: কিশোরগঞ্জ পৌরসভার উন্নয়ন প্রস্তাবনার তালিকা

সারণীর তালিকা

সারণী-২.১ : প্রকল্প এলাকা/পরিকল্পনা এলাকার বিস্তারিত তথ্য
সারণি-২.২ : ওয়ার্ড/ইউনিয়ন ভিত্তিক জনসংখ্যা প্রাক্কলন
সারণি-২.৩ : ওয়ার্ড/ইউনিয়ন ভিত্তিক জনসংখ্যা ও জনসংখ্যার ঘনত্ব
সারণি-২.৪ : প্রকল্প এলাকায় প্রাক্কলিত জনশক্তি
সারণি-২.৫ : প্রকল্প এলাকায় প্রাক্কলিত অর্থনৈতিক কর্মকান্ড
সারণি-২.৬ : সড়ক নেটওর্য়াকের উচ্চক্রম
সারণি-২.৭ : প্রকল্প এলাকার বস্তিগুলোর নাম এবং অবস্থান
সারণি-২.৮ : কিশোরগঞ্জ পৌরসভার মৌজাার অধীনে নরসুন্দা নদীতে দখলকৃপত এলাকার তালিকা
সারণি-২.৯ : কিশোরগঞ্জ মৌজাার অধীনে খাস জমির তালিকা
সারণি-২.১০ : উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় ব্যবহ্রযোগ্য খাস জমির (কিশোরগঞ্জ মৌজাার অধীনে) তালিকা
সারণি-২.১১ : কিশোরগঞ্জ পৌরসভার অনুমোদিত ও বর্তমান জনবল
সারণি-২.১২ : কিশোরগঞ্জ পৌরসভার সরঞ্জামাদির তালিকা
সারণি-২.১৩ : বিভিন্ন খাতের কর্মকান্ডে সরকারি প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা
সারণি-৪.১ : প্রকল্প এলাকার সাধারন ভূমি ব্যবহারের প্রকারভেদ
সারণি-৪.২ : প্রকল্প এলাকার পরিকল্পনার মানদন্ড
সারণি-৪.৩ : প্রকল্প এলাকার প্রাক্কলিত আবাসিক ভূমি ব্যবহার
সারণি-৪.৪ : কিশোরগঞ্জ পৌরসভার জন্য বেসরকারী আবাসন ভূমি উন্নয়ন বিধিমালা
সারণি-৪.৫ : প্রকল্প এলাকার বাণিজ্যিক এবং মিশ্র ব্যবহার এলাকার প্রাক্কলন
সারণি-৪.৬ : প্রকল্প এলাকার প্রাক্কলিত শিল্প ভূমি ব্যবহার
সারণি-৪.৭ : প্রকল্প এলাকার প্রাক্কলিত শিক্ষাগত ভূমি ব্যবহার
সারণি-৪.৮ : প্রকল্প এলাকার প্রাক্কলিত স্বাস্থ্য সুবিধার ভূমি ব্যবহার
সারণি-৪.৯ : প্রকল্প এলাকার প্রাক্কলিত উন্মুক্তস্থান ও বিনোদনমূলক ভূমি ব্যবহার
সারণি-৪.১০ : প্রকল্প এলাকার প্রাক্কলিত পরিবহন সুবিধার ভূমি ব্যবহার
সারণি-৪.১১ : প্রকল্প এলাকার কমিউনিটি সুবিধার প্রাক্কলিত ভূমি ব্যবহার
সারণি-৪.১২ : বিদ্যমান ও প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবহাররের জন্য ভূমির সংক্ষিপ্ত বিবরণ তালিকা
সারণি-৪.১৩ : স্থায়ী কমিটি কর্তৃক গৃহীত নগর ব্যবস্থাপনা ও সেবা সমূহের দায়িত্বভার
সারণি-৪.১৪ : প্রস্তাবিত বিভিন্ন ভূমি ব্যবহার শ্রেণিবিন্যাস
সারণি-৪.১৫ : বিভিন্ন ভূমি ব্যবহার বিষয়শ্রেণীতে অনুমোদিত ও শর্তাধীন ব্যবহারের তালিকা
সারণি-৫.১ : প্রকল্প এলাকার গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা সমূহ
সারণি-৫.২ : প্রকল্প এলাকার বিদ্যমান সড়কের শ্রেণিবিন্যাস
সারণি-৫.৩ : পৌরসভার বিভিন্ন স্থানের ADT এবং PCU
সারণি-৫.৪ : লেভেল অফ সার্ভিসের মানদন্ড
সারণি-৫.৫ : বিভিন্ন সড়কের লেভেল অফ সার্ভিস মূল্যায়ন
সারণি-৫.৬ : জেলা পর্যায়ে রেজিস্ট্রিকৃত যান্ত্রিক যানবাহনের তালিকা
সারণি-৫.৭ : কিশোরগঞ্জ পৌরসভায় নিবন্ধিত অযান্ত্রিক যানবাহনের তালিকা
সারণি-৫.৮ : অনিবন্ধিত রিক্সা, ভ্যান, ইজি-বাইক ও অটোরিক্সা ইত্যাদি

সূচিপত্র

সারণি-৫.৯ : কিশোরগঞ্জ পৌরসভা থেকে বাস রুট

সারণি-৫.১০ : কিশোরগঞ্জ রেল স্টেশনের ট্রেনের সময়সূচি

সারণি-৫.১১ : রেলওয়ের মাধ্যমে পরিবহনকৃত যাত্রী ও পণ্যের তালিকা

সারণি-৫.১২ : কিশোরগঞ্জ পৌরসভার সহজলভ্য ট্রাক রুট

সারণি-৫.১৩ : বিভিন্ন রুটের বাস ও বাস যাত্রীর ভ্রমন চাহিদা অনুমান

সারণি-৫.১৪ : ২০ বছরের জন্য ক্রমযোজিত বাস যাত্রীর পূর্বাভাস

সারণি-৫.১৫ : প্রকল্প এলাকার সড়ক মানদন্ড প্রস্তাবনা

সারণি-৫.১৬ : পর্যায় ভিত্তিক সড়ক প্রশস্থকরণ প্রস্তাবনা

সারণি-৫.১৭ : প্রকল্প এলাকার ওয়ার্ড/ইউনিয়ন ভিত্তিক সড়ক প্রশস্থতার প্রস্তাবনা (মিটারে)

সারণি-৫.১৮ : কিশোরগঞ্জ পৌরসভায় পর্যায় ভিত্তিক প্রস্তাবিত নতুন সড়ক

সারণি-৫.১৯ : প্রকল্প এলাকার ওয়ার্ড/ইউনিয়ন ভিত্তিক নতুন সড়কের প্রস্তাবনা (মিটারে)

সারণি-৫.২০ : কিশোরগঞ্জ পৌরসভায় প্রস্তাবিত টার্মিনালের তালিকা

সারণি-৫.২১ : কিশোরগঞ্জ পৌরসভার প্রস্তাবিত টেম্পো স্ট্যান্ডের তালিকা

সারণি-৫.২২ : প্রস্তাবিত রিক্সা স্ট্যান্ডের তালিকা

সারণি-৫.২৩ : পথচারীর জন্য সুনির্দিষ্ট সুপারিশ

সারণি-৫.২৪ : প্রকল্প এলাকায় প্রস্তাবিত রিফুয়েলিং স্টেশন

সারণি-৫.২৫ : সমন্বয়াকরী সংস্থাসমূহ

সারণি-৬.১ : প্রকল্প এলাকার বিভিন্ন জলাশয়ের বন্টন চিত্র

সারণি-৬.২ : ওয়ার্ডভিত্তিক টারশিয়ারি ড্রেন

সারণি-৬.৩ : ওয়ার্ডভিত্তিক সেকেন্ডারী ড্রেন

সারণি-৬.৪ : সংগ্রহ কো-এফিসিয়েন্ট, Cs

সারণি-৬.৫ : রান-অফ কো-এফিসিয়েন্ট, Cr

সারণি-৬.৬ : কিশোরগঞ্জ পৌরসভায় প্রস্তাবিত সেকেন্ডারী ড্রেনেজ

সারণি-৬.৭ : কিশোরগঞ্জ পৌরসভায় প্রস্তাবিত টারশিয়ারি ড্রেনেজ

সারণি-৬.৮ : প্রকল্প এলাকার প্রস্থাবিত ডাস্টবিনের তালিকা

সারণি-৬.৯ : দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের নীতিমালাসমূহ

সারণি-৭.১ : প্রস্তাবিত আবাসন প্রকল্পের অবস্থান

সারণি-৭.২ : প্রকল্প এলাকায় প্রস্তাবিত শিল্প এলাকার তালিকা

সারণি-৭.৩ : প্রকল্প এলাকায় ওয়ার্ড কমপ্লেক্স গুলোর প্রস্তাবিত অবস্থান

সারণি-৭.৪ : প্রকল্প এলাকায় প্রস্তাবিত পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধাদির অবস্থান

সারণি-৭.৫ : প্রকল্প এলাকায় প্রস্তাবিত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের অবস্থান

সারণি-৭.৬ : কিশোরগঞ্জ পৌরসভায় প্রস্তাবিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা

সারণি-৭.৭ : কিশোরগঞ্জপৌরসভায়প্রস্তাবিতনতুনবিনোদনমূলকসুবিধাসমূহেরতালিকা

সারণি-৭.৮ : প্রকল্প এলাকায় প্রস্তাবিত ধর্মীয় সুবিধাসমহের তালিকা

সারণি-৭.৯ : কিশোরগঞ্জ পৌরসভায় প্রস্তাবিত নতুন স্বাস্থ্য সুবিধাদি

সারণি-৭.১০ : পুনর্বাসন স্থানসমূহের বিস্তারিত তথ্যাদি

সারণি-৭.১১ : নগর পূনর্গঠন/নবায়ন পরিকল্পনার বিস্তারিত বিবরন

সারণি-৭.১২ : প্রকল্প এলাকায় প্রস্তাবিত ক্রীড়া ও বিনোদন এলাকার অবস্থান

সারণি-৭.১৩ : কিশোরগঞ্জ পৌরসভার ২০০৮-২০১২ অর্থবছরের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ

সারণি-৭.১৪ : জানুয়ারী ২০০৯ সাল থেকে এলজিইডি কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্প/কাজের তলিকা

সারণি-৭.১৫ : সড়ক ও জনপথ বিভাগ কর্তৃক ময়মনসিংহ সার্কেলে গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প/কাজের তালিকা

সারণি-৭.১৬ : গণপূর্ত বিভাগ, কিশোরগঞ্জ জেলা কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প/কাজের তালিকা

সারণি-৭.১৭ : এডিপি (রিজার্ভ) ফান্ড থেকে ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে জেলা পরিষদের গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্প/কাজের তালিকা

সারণি-৭.১৮ : নগর সেবা সমূহের বাস্তবায়ন

সারণি-৭.১৯ : প্রকল্প এলাকায় অননুমোদিত দখল-এর উচ্ছেদের জন্য দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ

সারণি-৮.১ : প্রকল্প এলাকার উন্নয়ন প্রস্তাবনার তালিকা

সারণি-৮.২ : প্রাথমিক রাস্তার আইটেম অনুযায়ী খরচ প্রাক্কলন (বিস্তৃতির)

সারণি-৮.৩ : প্রাথমিক রাস্তার মোট খরচ (বিস্তৃতির)

সারণি-৮.৪ : প্রাথমিক রাস্তার আইটেম অনুযায়ী খরচ প্রাক্কলন (নতুন রাস্তা)

সারণি-৮.৫ : প্রাথমিক রাস্তার মোট খরচ (নতুন রাস্তা)

সারণি-৮.৬ : মাধ্যমিক রাস্তার আইটেম অনুযায়ী খরচ প্রাক্কলন (নতুন রাস্তা)

সারণি-৮.৭ : মাধ্যমিক রাস্তার মোট খরচ (নতুন রাস্তা)

সারণি-৮.৮ : মাধ্যমিক রাস্তার আইটেম অনুযায়ী খরচ প্রাক্কলন (নতুন রাস্তা)

সারণি-৮.৯ : মাধ্যমিক রাস্তার মোট খরচ (নতুন রাস্তা)

সারণি-৮.১০ : প্রকল্প এলাকার জন্য রোড প্রশস্তকরনের আইটেম অনুযায়ী খরচ

সারণি-৮.১১ : স্থানীয় রাস্তা প্রশস্তকরনের সম্ভাব্য ব্যয়

সারণি-৮.১২ : নতুন স্থানীয় রাস্তা তৈরির সম্ভাব্য আইটেম অনুযায়ী ব্যয়

সারণি-৮.১৩ : টারশিয়ারী রাস্তা তৈরীর (নতুন) সম্ভাব্য ব্যয়

সারণি-৮.১৪ : ফুটপাথ নির্মাণের সম্ভাব্য ব্যয়

সারণি-৮.১৫ : বক্স কালভার্ট ও ব্রীজ নির্মাণের সম্ভাব্য ব্যয়

সারণি-৮.১৬ : সেকেন্ডারী ও টারশিয়ারী ড্রেন নির্মানের সম্ভাব্য ব্যয়

চিত্রের তালিকা

চিত্র-২.১ : বস্তিবাসীদের শিক্ষার চিত্র

চিত্র-২.২ : বস্তিবাসীদের পেশা

চিত্র-২.৩ : বস্তিবাসীদের আয়ের পরিমান

চিত্র-২.৪ : বস্তি এলাকায় ভবনের প্রকারভেদ

চিত্র-২.৫ : প্রস্তাবিত পরিকল্পনা ইউনিট/বিভাগের সম্ভাব্য কাজের ব্যপ্তি

চিত্র-২.৯ : কিশোরগঞ্জ পৌরসভার জন্য প্রস্তাবিত জনবল কাঠামো

চিত্র-৩.১ : ভূমি পূনর্বিন্যাস ধারণার সচিত্র উপস্থাপন

চিত্র-৩.২ : বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অনুক্রম

চিত্র-৫.১ : প্রকল্প এলাকার প্রধান পাঁচটি ইন্টারসেকশনের মোডাল শেয়ার

চিত্র-৫.২ : আঞ্চলিক সড়কের ক্রস সেকশন (RoW = ৮০ মিটার)

চিত্র-৫.৩ : সার্কুলার সড়কের ক্রস সেকশন (RoW=৪০ মিটার)

চিত্র-৫.৪	:	প্রাইমারী সড়কের ক্রস সেকশন (RoW= ২৪ মিটার)
চিত্র-৫.৫	:	সেকেন্ডারী সড়কের ক্রস সেকশন (RoW = ১৫ মিটার-১৮ মিটার)
চিত্র-৫.৬	:	লোকাল সড়ক (RoW= ১২মি-১৪মি)
চিত্র-৬.১	:	বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি
চিত্র-৭.১	:	আরপিএ-১১ তে প্রস্তাবিত ভবনের লে-আউট পরিকল্পনা
চিত্র-৮.১	:	ওয়ার্ড অ্যাকশন পরিকল্পনার প্রণয়ন পদ্ধতি

ম্যাপের তালিকা

ম্যাপ-২.১	:	আঞ্চলিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে পরিকল্পনা/প্রকল্প এলাকার অবস্থান
ম্যাপ-২.২	:	প্রকল্প এলাকার অবস্থানগত মানচিত্র
ম্যাপ-২.৩	:	প্রকল্প এলাকার সীমানা নির্ধারণ ম্যাপ
ম্যাপ-২.৪	:	জাতীয় প্রেক্ষাপটে প্রকল্প এলাকার সাধারন মাটির অবস্থান
ম্যাপ-২.৫	:	জাতীয় প্রেক্ষাপটে প্রকল্প এলাকার ভূমি কম্পন অঞ্চলের অবস্থান
ম্যাপ-২.৬	:	প্রকল্প এলাকার ভূ-সংস্থানিক মানচিত্র
ম্যাপ-২.৭	:	প্রকল্প এলাকার বস্তি ও অবৈধ বাসস্থানের অবস্থান
ম্যাপ-২.৮ ক)	:	নরসুন্দা নদীর অবৈধ দখল
ম্যাপ-২.৮ খ)	:	নরসুন্দা নদীর অবৈধ দখল
ম্যাপ-৪.১	:	প্রকল্প এলাকার বর্তমান ভূমি ব্যবহার
ম্যাপ-৪.২	:	প্রকল্প এলাকার প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবহর
ম্যাপ-৫.১	:	প্রকল্প এলাকার বর্তমান রোড নেটওয়ার্ক
ম্যাপ-৫.২	:	প্রকল্প এলাকার প্রস্তাবিত রোড নেটওয়ার্ক
ম্যাপ-৫.৩	:	প্রকল্প এলাকার প্রস্তাবিত পার্কিং ও টার্মিনাল
ম্যাপ-৬.১	:	প্রকল্প এলাকার বর্তমান ড্রেনেজ নেটওয়ার্কের চিত্র
ম্যাপ-৬.২	:	প্রকল্প এলাকার প্রস্তাবিত ড্রেনেজ নেটওয়ার্ক
ম্যাপ ৭.১	:	প্রকল্প এলাকার প্রস্তাবিত আবাসন প্রকল্প সমূহের অবস্থান
ম্যাপ ৭.২	:	প্রকল্প এলাকায় বর্তমান শিল্প এলাকার অবস্থান
ম্যাপ ৭.৩	:	প্রকল্প এলাকায় প্রস্তাবিত শিল্প এলাকার অবস্থান
ম্যাপ-৭.৪	:	প্রকল্প এলাকার ওয়ার্ড কমপ্লেক্স এর প্রস্তাবিত অবস্থান
ম্যাপ ৭.৫	:	প্রকল্প এলাকায় কঠিন বর্জ্য ডাম্পিং সাইটের অবস্থান
ম্যাপ ৭.৬	:	প্রকল্প এলাকায় প্রস্তাবিত স্যানিটেশন সুবিধাদির অবস্থান
ম্যাপ ৭.৭	:	প্রস্তাবিত বিনোদনমূলক সুবিধাসমূহ
ম্যাপ ৭.৮	:	প্রকল্প এলাকায় শিক্ষা সুবিধাসমূহের বর্তমান অবস্থান
ম্যাপ ৭.৯	:	প্রকল্প এলাকায় শিক্ষা সুবিধাসমূহের প্রস্তাবিত অবস্থান
ম্যাপ ৭.১০	:	প্রকল্প এলাকায় বিনোদন মূলক সুবিধাসমূহের বর্তমান অবস্থান
ম্যাপ ৭.১১	:	প্রকল্প এলাকায় বিনোদন মূলক সুবিধাসমূহের প্রস্তাবিত অবস্থান
ম্যাপ ৭.১২	:	প্রকল্প এলাকায় ধর্মীয় সুবিধাসমূহের বর্তমান অবস্থান
ম্যাপ ৭.১৩	:	প্রকল্প এলাকায় ধর্মীয় সুবিধাসমূহের প্রস্তাবিত অবস্থান
ম্যাপ ৭.১৪	:	প্রকল্প এলাকায় স্বাস্থ্য সুবিধা সমূহের বর্তমান অবস্থান
ম্যাপ ৭.১৫	:	প্রকল্প এলাকায় স্বাস্থ্য সুবিধা সমূহের প্রস্তাবিত অবস্থান
ম্যাপ-৮.১	:	ওয়ার্ড ১ এর বিস্তারিত এলাকা পরিকল্পনা ম্যাপ
ম্যাপ-৮.২	:	ওয়ার্ড ২ এর বিস্তারিত এলাকা পরিকল্পনা ম্যাপ
ম্যাপ-৮.৩	:	ওয়ার্ড ৩ এর বিস্তারিত এলাকা পরিকল্পনা ম্যাপ
ম্যাপ-৮.৪	:	ওয়ার্ড ৪ এর বিস্তারিত এলাকা পরিকল্পনা ম্যাপ
ম্যাপ-৮.৫	:	ওয়ার্ড ৫ এর বিস্তারিত এলাকা পরিকল্পনা ম্যাপ

সূচিপত্র

ম্যাপ-৮.৬	:	ওয়ার্ড ৬ এর বিস্তারিত এলাকা পরিকল্পনা ম্যাপ
ম্যাপ-৮.৭	:	ওয়ার্ড ৭ এর বিস্তারিত এলাকা পরিকল্পনা ম্যাপ
ম্যাপ-৮.৮	:	ওয়ার্ড ৮ এর বিস্তারিত এলাকা পরিকল্পনা ম্যাপ
ম্যাপ-৮.৯	:	ওয়ার্ড ৯ এর বিস্তারিত এলাকা পরিকল্পনা ম্যাপ
ম্যাপ-৮.১০	:	বৌলাই ইউনিয়নের বিস্তারিত এলাকা পরিকল্পনা ম্যাপ
ম্যাপ-৮.১১	:	রশিদাবাদ ইউনিয়নের বিস্তারিত এলাকা পরিকল্পনা ম্যাপ
ম্যাপ-৮.১২	:	যশোদল ইউনিয়নের বিস্তারিত এলাকা পরিকল্পনা ম্যাপ
ম্যাপ-৮.১৩	:	মারিয়া ইউনিয়নের বিস্তারিত এলাকা পরিকল্পনা ম্যাপ
ম্যাপ-৮.১৪	:	লাতিবাবাদ ইউনিয়নের বিস্তারিত এলাকা পরিকল্পনা ম্যাপ
ম্যাপ-৮.১৫	:	মহিনন্দ ইউনিয়নের বিস্তারিত এলাকা পরিকল্পনা ম্যাপ

আদ্যক্ষর এবং সংক্ষিপ্ত করণ তালিকা

এডি (AD)	:	খ্রিষ্টাব্দ
এডিবি (ADB)	:	এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক
এডিসিএলএ (ADCLA)	:	ভূমি অধিগ্রহণের জন্য অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক
এডিপি (ADP)	:	বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা
এডিপি (ADP)	:	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি
এডিটি (ADT)	:	দৈনিক গড় ট্রাফিক
এনেক্স (Annex)	:	পরিশিষ্ট
বিসি (BC)	:	খ্রিস্টপূর্ব
বিসি (BC)	:	ইমারত নির্মাণ
বিডিটি (BDT)	:	বাংলাদেশী টাকা
বেপজা (BEPZA)	:	বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ
বেটস্ (BETS)	:	বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজিক্যাল সার্ভিস
বিআডব্লিউটিএ (BIWTA)	:	বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্তৃপক্ষ
বিএনবিসি (BNBC)	:	বাংলাদেশ জাতীয় ইমারত বিধি
বিআর(BR)	:	বাংলাদেশ রেলওয়ে
বিআরটিসি (BRTC)	:	বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সংস্থা
বিসিক (BSCIC)	:	বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন
বিটি (BT)	:	বাস স্ট্যান্ড
বিটিসিএল (BTCL)	:	বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ কোম্পানী লিমিটেড
বি.ডব্লিউ.ডি.বি (BWDB)	:	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
সি (C)	:	কলেজ
সি এন্ড বি (C&B)	:	নির্মাণ এবং ইমারত
সিবিও (CBO)	:	কমিউনিটিভিত্তিক প্রতিষ্ঠান
সি এইচ (CH)	:	সিনেমা হল
সিএলএসি (CLAC)	:	কেন্দ্রীয় ভূমি অধিগ্রহণ কমিটি
সিএনজি (CNG)	:	রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস
সিও (CO)	:	কার্বন মনো-অক্সাইড
সি পি (CP)	:	কেন্দ্রীয় পার্ক
সিপিডি (CPD)	:	সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ
সিআর (CR)	:	শ্মশান
ডি.এ.ই (DAE)	:	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
ডি.এ.এম (DAM)	:	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
ড্যাপ (DAP)	:	ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান
ডিসি (DC)	:	জেলা প্রশাসক
ডেসকো (DESCO)	:	ঢাকা বিদ্যুৎ সরবরাহ কোম্পানি
ডিল্যাক (DLAC)	:	জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটি
ডিএমডিপি (DMDP)	:	ঢাকা মহানগর উন্নয়ন পরিকল্পনা
ডি.ও.ই (DoE)	:	পরিবেশ অধিদপ্তর
ডি.পি.এইচ.ই (DPHE)	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগ
ডিএসডব্লিউ (DSW)	:	সমাজ কল্যাণ উন্নয়ন

ডিটিআইডিপি (DTIDP)	:	জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প
ইবিবিসি (EBBC)	:	ইস্ট বেঙ্গল বিল্ডিং কোড
ই.সি.আর (ECR)	:	পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা
ই.আই.এ (EIA)	:	পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন
এফডিজি (FGD)	:	ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন
এফ.এম.পি (FMP)	:	বন মাস্টার প্ল্যান
এফও (FO)	:	ফ্লাই ওভার
এফ.ওয়াই.পি (FYP)	:	পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা
জি.ও.বি (GoB)	:	গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জি.আই.এস (GIS)	:	ভৌগলিক তথ্য ব্যবস্থা
জিএসএস (GSS)	:	বৈশ্বিক আশ্রয় কৌশল
জিএসবি (GSB)	:	বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ
এইচবিআরআই (HBRI)	:	হাউজিং অ্যান্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট
এইচ.আই.ভি (HIV/AIDS)	:	হিউম্যান ইমিউনো ভাইরাস/একুইয়্যার্ড ইমিউন ডেফিসিয়েন্সি সিনড্রোম
এইচ.আর.ডি (HRD)	:	মানব সম্পদ বিভাগ
আই.এল.ডি.আই (ILDI)	:	অবকাঠামো ভিত্তিক উন্নয়ন উদ্যোগ
আই. এল.ও (ILO)	:	আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠন
আই.পি.এম (IPM)	:	সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা
আই.পি.আর.এস.পি (IPRSP)	:	অন্তর্বর্তীকালীন দারিদ্র্য নিরসন কৌশল পত্র
আই.টি (IT)	:	তথ্য প্রযুক্তি
আই.ডব্লিউ.টি.সি (IWTC)	:	অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্তৃপক্ষ
কেডিএ (KDA)	:	খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
এল.জি.ই.ডি (LGED)	:	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
এল আর (LR)	:	ল্যান্ড রিঅ্যাডজাস্টমেন্ট
এম.ডি.জি (MDG)	:	সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা
এম এস আই পি (MSIP)	:	মাল্টি সেক্টরাল বিনিয়োগ প্রকল্প
এন.বি.আর (NBR)	:	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
এন.জি.ও (NGO)	:	বেসরকারি সংস্থা
এন.এইচ.এ (NHA)	:	জাতীয় মহাসড়ক কর্তৃপক্ষ
এনএমটি (NMT)	:	অযান্ত্রিক যান
এনপিডি (NPD)	:	জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা
পিসি (PC)	:	পরিকল্পনা কমিশন
পিসিইউ (PCU)	:	যাত্রী পরিবহন একক
পিডিবি (PDB)	:	বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড
পিডব্লিউডি (PwD)	:	প্রতিবন্ধী ব্যক্তি
পিএমও (PMO)	:	প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কার্যালয়
পিপিপি (PPP)	:	সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারিত্ব
পিডব্লিবি (PWD)	:	গণপূর্ত বিভাগ
আরসিসি (RCC)	:	রি-ইনফোর্স্ড সিমেন্ট কংক্রিট
আরইবি (REB)	:	পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড
আরএইচডি (RHD)	:	সড়ক ও জনপথ বিভাগ
আরওডব্লিউ (ROW)	:	রাইট অফ ওয়ে
আরপিএ (RPA)	:	পুর্নবাসন প্রকল্প এলাকা

আরটিআই (RTI)	:	প্রজনন নালীর সংক্রমণ
এসইওয়াইপি (SEYP)	:	ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা
এসআরডিআই (SRDI)	:	মৃত্তিকা উন্নয়ন গবেষণা ইন্সটিউট
টি এন্ড টি (T&T)	:	টেলিফোন এবং ট্রান কল
টিএম (TM)	:	পরিবহন ব্যবস্থাপনা
টিওসি (TOC)	:	সূচিপত্র
টর (TOR)	:	শর্তাবলী
টিএসএম (TSM)	:	পরিবহন ব্যবস্থার ব্যবস্থাপনা
ইউডিডি (UDD)	:	নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
আনক্যাড (UNCED)	:	পরিবেশগত উন্নয়নে জাতিসংঘের সম্মেলন
ইউএনডিপি (UNDP)	:	জাতিসংঘ উন্নয়ন কার্যক্রম
ইউনিসেফ (UNICEF)	:	জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক জরুরী শিশু তহবিল
ইউ আর পি এ (URPA)	:	নগর পুনর্বাসন প্রকল্প এলাকা
ডব্লিউসিসি (WCC)	:	ওয়ার্ড সেন্টার কমপ্লেক্স
ডব্লিউডিবি (WDB)	:	পানি উন্নয়ন বোর্ড
ডব্লিউটিও (WTO)	:	বিশ্ব পর্যটন সংস্থা
ওয়াইডিসি (YDC)	:	যুব উন্নয়ন কেন্দ্র

পরিভাষার তালিকা

ভূ-গর্ভস্থ জলাধার : এটি ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর যেখানে পানি জমা থাকে। *(http://www.yourdictionary.com/aquifer)*

বাজার : বাজার এবং হাট প্রায় সমার্থক শব্দ, তবে বাজারে হাটের তুলনায় কিছু সুবিধা বেশি পাওয়া যায়। সাধারণত হাটে স্থায়ী কোন বাণিজ্যক ভবন বা দোকান থাকে না কিন্তু বাজার এলাকায় স্থায়ী দোকান-পাট থাকে যা কিনা সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত কেনাবেচার জন্য খোলা থাকে।

ভূগর্ভস্থ পানির স্তর : ভূ-গর্ভস্থ পানির পৃষ্ঠ যার নিচে মাটি বা পাথরের সাথে স্থায়ীভাবে পানি সংপৃক্ত থাকে। মাটির গভীর থেকে অত্যধিক পরিমাণে পানি উত্তোলন বা কৃত্রিমভাবে তাদের রিচার্জ দ্বারা এটি প্রভাবিতহয়। *(http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Groundwater table)*

মৌজা : মৌজা হচেছ ভূমি জরিপ ব্যবস্থার একটি ক্ষুদ্রতম একক যা এখতিয়ার তালিকা নম্বর (জেএল নং) দ্বারা সঙ্গায়িত একটি অনন্য সংখ্যা সম্বলিত।

পরিবহনের শ্রেনি : সড়ক বা হাইওয়ে, রেলপথ, জলপথ, এবং আকাশপথ এই চার শ্রেণিতে যানবাহন চলাচল করে থাকে।

জাতীয় মহাসড়ক : দুই বা ততোধিক গন্তব্যস্থলের সংযোগে গঠিত পাবলিক রাস্তাই হচ্ছে মহাসড়ক।জাতীয় মহাসড়কই হচ্ছে প্রধান দূরপাল্লার সড়ক যা রাজধানী, বিভাগীয় শহর, পুরাতন জেলাশহর, প্রধান বন্দর নগর, আন্তর্জাতিক মহাসড়ক ও সীমান্ত এলাকায় সংযোগ স্থাপন করে। এসব সড়কের অধিকাংশই সরকার দ্বারা পরিচালিত। প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে সংযুক্ত সড়ককেও জাতীয় মহাসড়ক বলা হয়।

সংযোগস্থল: সংযোগস্থল হচ্ছে ক্রিয়াকলাপের প্রানকেন্দ্র যেখানে দুই বা ততোধিক ব্যবস্থার মিলন ঘটে। পরিবহন সংযোগস্থল হল বিভিন্ন পরিবহন ব্যবস্থার মিলিত পয়েন্ট।

ও-ডি জরিপ : যানবাহনের জন্য কার্যকর পরিবহন ব্যবস্থা প্রদানপূর্বক উপযুক্ত রাস্তা সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ করার জন্য এ জরিপ করা হয়। নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর পাওয়াই এই গবেষণার উদ্দেশ্য:

১) কেন যাত্রীরা ভ্রমণ করে?
২) যাত্রীরা কিভাবে ভ্রমণ করে?
৩) যাত্রীরা কোথায় ভ্রমণে যেতে চায়?
৪) কোথায় এবং কেন যাত্রীরা থামে ?

রাস্তার উপর পার্কিং : এই ব্যবস্থায়, যানবাহনসমূহ রাস্তার উপর পার্ক করা হয় যা কিনা এই কাজের জন্য পরিকল্পিত। যে সকল ব্যক্তিরা তাদের ব্যবসার জায়গা কাছাকাছি পার্কিং করার জন্য উপযুক্ত জায়গা খুঁজে পেতে পারে তাদের জন্য এই ধরনের পার্কিং খুবই সুবিধাজনক। এটি বিভিন্ন দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে যা যানজট ঘটায়। সুতরাং পরিকল্পনার ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত সক্ষমতা প্রয়োজন।

পৌরসভা : পৌরসভা অধ্যাদেশ ১৯৭৭ অনুযায়ী সরকারী ঘোষণার দ্বারা গঠিত শহুরে এলাকাকে পৌরসভা হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

পি.সি.ইউ : এটা প্যাসেঞ্জার কার ইউনিট (PCU) বুঝায়। এটি বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন যানবাহনের একটি সাধারণ সমতুল্য একককে প্রকাশ পদ্ধতি। বিভিন্ন যানবাহনের বিভিন্ন রকমের যানবাহন ও

		পরিচালন বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা কিনা পি.সি.ইউ এর মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট এককে প্রকাশ করা হয়।
সড়কের শ্রেণীক্রম	:	রাস্তার কার্যাবলী এবং যানবাহন চলাচল ক্ষমতা অনুযায়ী রাস্তার শ্রেণীবদ্ধকরণ।
সোল্ডার	:	সোল্ডার হচ্ছে গাড়ি চলাচলের রাস্তার উভয় পাশের বর্ধিত অংশ। যা প্রয়োজনে এবং ত্রুটিপূর্ণ গাড়ির পার্কিং এর জায়গা হিসেবে কাজ করে।
কঠিন বর্জ্য	:	অ-তরল পদার্থ যা বাতিল করা হয়েছে। এটা উৎস দ্বারা শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারে (যেমন কৃষি বর্জ্য, শিল্প বর্জ্য, গৃহস্থ বর্জ্য বা নির্মাণ বর্জ্য) অথবা বর্জ্যের উপাদান অনুসারে (যেমন জঞ্জাল, ছাই, আবর্জনা, বিশেষ বর্জ্য বা পরিত্যক্ত অটোমোবাইল হিসাবে)।
যানবাহনের পরিমাণ	:	একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি নির্দিষ্ট রাস্তায় প্রতি একক সময়ে চলাচলকারী গাড়ির সংখ্যাকে যানবাহনের পরিমাণ বলা হয়।
উপজেলা/থানা	:	জেলার উপ প্রশাসনিক এলাকা।
ইউনিয়ন	:	গ্রামীণ এলাকার ক্ষুদ্রতম স্থানীয় প্রশাসনিক ইউনিট যা মৌজা ও গ্রামের সমন্বয়ে গঠিত।
ওয়ার্ড	:	কাজের সুবিধার জন্য পৌরসভাকে কতগুলো ওয়ার্ডে ভাগ করা হয়। গেজেট প্রকাশের মাধ্যমে ওয়ার্ডের সীমানা উল্লেখ করা হয়।

কারিগরী পরিভাষা এবং পরিমাপের/সমতূল্যের তালিকা

লক্ষ	১ লক্ষ	= ১,০০,০০০
মিলিয়ন	১ মিলিয়ন	= ১০,০০,০০০
কোটি	১ কোটি	= ১,০০,০০,০০০
কাঠা	১ কাঠা	= ০.০৫ বিঘা =১.৬৫ ডেসিমেল =৬৬.৯ বর্গ. মি =৭২০ বর্গ. ফুট
বিঘা	১ বিঘা	= ১৪৪০০ বর্গ. ফুট=২০ কাঠা = ৩৩ ডেসিমেল = ০.৩৩ একর
একর	১ একর	= ৩ বিঘা=৪০০০ বর্গ. মি = ৬০.৫০ কাঠা =১০০ ডেসিমেল
হেক্টর	১ হেক্টর	= ২.৪৭ একর= ৭.৫ বিঘা = ১০,০০০ বর্গ. মি
বর্গ. মিটার	১ বর্গ. মিটার	= ১.২০ বর্গ. গজ = ১০.৭৬ বর্গ. ফুট
বর্গ. কিলোমিটার	১ বর্গ. কিলোমিটার	= ২৪৭.১ একর = ১০০ হেক্টর
বর্গ মাইল	১ বর্গ মাইল	= ২৫৯ হেক্টর= ৬৪০ একর = ২.৫৯ বর্গ. কি.মি
গজ	১ গজ	= ৩ ফুট = ০.৯ মি
মিটার	১ মিটার	= ৩.২৮১ ফুট
কিলোমিটার	১ কিলোমিটার	= ১০০০ মি = ০.৬২ মাইল
মাইল	১ মাইল	= ১৭৬০ গজ = ১.৬১ কি.মি

আঞ্চলিকপরিভাষার তালিকা

স্থানীয় শব্দাবলী	**অর্থ**
খাল	নালা/ক্যানাল
টেম্পো	যাত্রীবাহী ছোট যানবাহন
বাজার	কেনাকাটার স্থান
হাট	সাপ্তাহিক বাজার
পৌরসভা	মিউনিসিপালিটি
মোড়	দুই এর অধিক রাস্তার সংযোগ স্থল
মৌজা	ভূমির একক
পাকা	ইট/কংক্রিটের তৈরী
কাঁচা	মাটি/ছন/খড়ের তৈরী

ফোল্ডার ম্যাপ

ম্যাপ-১ : কিশোরগঞ্জ পৌরসভার ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা
ম্যাপ-২ : কিশোরগঞ্জ পৌরসভার ট্রাফিক ও পরিবহন পরিকল্পনা
ম্যাপ-৩ : কিশোরগঞ্জ পৌরসভার ড্রেনেজ ও পরিবেশগত পরিকল্পনা
ম্যাপ-৪ : কিশোরগঞ্জ পৌরসভার নগর পরিসেবা ও প্রকল্প উন্নয়ন পরিকল্পনা
ম্যাপ-৫ : কিশোরগঞ্জ পৌরসভার ইউটিলিটি সেবার নেটওয়ার্ক পরিকল্পনা .

প্রথম অধ্যায়ঃ ১

ভূমিকা

১.১ পটভূমি এবং প্রকল্প প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের (DTIDP) আওতায় বাংলাদেশের জেলা শহর সমূহের মহাপরিকল্পনা তৈরীর একটি বৃহৎ প্রকল্প গ্রহন করে। এ সকল মহাপরিকল্পনার উদ্দেশ্য বিদ্যমান অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ করে মানুষের জন্য সামগ্রিক সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং ভৌত বিকাশের জন্য প্রয়োজন অবকাঠামো সুবিধা চিহ্নিত করার পাশাপাশি ভবিষ্যতে বিনিয়োগ কর্মসূচির উন্নয়ন। পরিশেষে, এটা পৌরসভার ব্যবস্থাপনা দক্ষতার উন্নয়ন করবে, যা পৌরসভার রাজস্ব আয় ক্ষমতা বৃদ্ধি করবে এবং পৌরসভাকেএকটি আত্মনির্ভর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তুলবে। DTIDP প্রকল্পের আওতায় কিশোরগঞ্জ পৌরসভার জন্য মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

এই অধ্যায়ে প্রকল্প এলাকার পরিকল্পনা প্রণয়ন-পন্থা, কৌশল এবং চ্যালেঞ্জের বিষয়াদি উল্লেখ করা হয়েছে। মহাপরিকল্পনার নীতিগত সিদ্ধান্ত এবং পরিকল্পনা কৌশল বের করার জন্য বিভিন্ন সেক্টর, স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, আগ্রহী ব্যক্তিবর্গ এবং সংশ্লিষ্ট মহলের মতামত বিবেচনার করা হয়। এছাড়াও এ অধ্যায়ে পরিকল্পনা প্রস্তাবনাসমূহের প্রভাব বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এতেপ্রস্তাবনাসমূহের অর্থনৈতিক এবং আর্থিক উপযোগিতাবিশ্লেষণ করা হয়।

এই পরিকল্পনাটিবাস্তব প্রয়োজনীয়তা এবং তাত্ত্বিক বিচার-বিবেচনার একটি সংমিশ্রণ। এই পরিকল্পনাটি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মহলের অভিমত গ্রহনের পাশাপাশি পেশাগত বিশেষজ্ঞ মতামত সংযোজনের মত সময়ের দাবীর তাগিদেই প্রয়োজন। মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে পরামর্শদাতাগণ বিভিন্ন প্রভাব মূল্যায়ন করে প্রকল্প এলাকার ভবিষ্যত উন্নয়নের কতকগুলো নীতিমালা গ্রহণ করে ।

১.১.১ মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের পর্যায়সমূহ

কিশোরগঞ্জ পৌরসভার মহাপরিকল্পনা প্রণয়নকালে নিম্নোক্ত পর্যায়গুলো অনুসরন করা হয়েছেঃ

ক) প্রারম্ভিক পর্যায়
খ) প্রকল্প এলাকা চিহ্নিতকরন
গ) জরীপ পর্যায়
ঘ) অন্তর্বর্তী পর্যায়
ঙ) খসড়া মহাপরিকল্পনা পর্যায়
চ)চূড়ান্ত মহাপরিকল্পনা পর্যায়

১.১.২ পূর্ববর্তী প্রতিবেদনসমূহ

মহাপরিকল্পনা তৈরীর প্রণয়নকালে নিম্নোক্ত প্রতিবেদনসমূহ বিভিন্ন পর্যায়ে সমাপ্ত করে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরে জমা দেওয়া হয়েছেঃ

ক) ইনসেপশন/প্রারম্ভিক প্রতিবেদন
খ) প্রকল্প এলাকা চিহ্নিতকরন প্রতিবেদন
গ) সার্ভে/জরীপ প্রতিবেদন
ঘ) ইনটেরিম/অন্তর্বর্তী প্রতিবেদন
ঙ) খসড়া মহাপরিকল্পনা প্রতিবেদন

১.২ মহাপরিকল্পনা প্রতিবেদন

১.২.১ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

পরিকল্পনার লক্ষ্য হচ্ছে এমন একটি বাসযোগ্য নগর পরিবেশ সৃষ্টি করা যেখানে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ-বয়স, আয় নির্বিশেষে সক্ষম কিংবা প্রতিবন্ধী সকল মানুষভষ্যিতের স্বার্থ বজায় রেখে বর্তমানে স্বচ্ছলভাবে জীবন-যাপন করতে পারে ।

এই পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য হলো কিশোরগঞ্জ পৌরসভার ভবিষ্যত উন্নয়নের জন্য কৌশলগত ব্যাখ্যাসহ স্থানিক বিবরণ। পরিকল্পনার উদ্দেশ্য নির্ধারনের মূল ভিত্তি হলো স্থানিক উন্নয়নের জাতীয় লক্ষ্য এবং বর্তমান কাজের জন্য টার্মস অফ রেফারেন্স (ToR)-এর শর্তাবলী। সাধারণতঃ মহাপরিকল্পনার নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য রয়েছেঃ

(i) শহরের বর্তমান ও ভবিষ্যত কার্যক্রম নির্দিষ্টকরণ

(ii) মূল্যবান কৃষি জমি রক্ষার জন্য শহুরে সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি এবং একই সময়ে অকৃষিজ কার্যক্রমের জন্য জায়গা ও সুবিধা প্রদান

(iii) উন্নয়নকে ত্বরান্বিত ও পরিচালিত করার পদ্ধতি

- প্রাতিষ্ঠানিক এবং আইনগত পুনর্গঠনের প্রস্তাবনা প্রণয়ন
- উপযুক্ত মানদন্ড নির্ধারন এবং ভবিষ্যত উন্নয়নকে পরিচালিত করতে আইনগত পুনর্গঠন প্রস্তাবনার নির্দেশিকানির্বাচন
- বিদ্যমান সমস্যার পর্যালোচনা এবং উদ্যোগ গ্রহনের প্রস্তাবনা
- যে সকল সমস্যার কারণে বর্তমান উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড ব্যাহত হচ্ছে তার বিস্তারিত বিশ্লেষণ, যা কিনা স্বল্প মেয়াদী কর্মসূচী দ্বারা দূর করা সম্ভব
- দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য সেক্টরভিত্তিক উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণ
- প্রাইভেট সেক্টর, ব্যক্তি, গ্রুপ, সরকারী সংস্থা ও এনজিও এর মাধ্যমে শহর ভিত্তিক টেকসই অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের উদ্যোগ গ্রহণ করা

(iv) লাভজনক প্রকল্প প্রণয়ন

- মূল অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বহুমূখী বিনিয়োগ প্রকল্প (MSIP) সনাক্ত করার জন্য পদ্ধতি নির্ণয়
- অধিবাসী ও বিনিয়োগকারীর জন্য ভবিষ্যত উন্নয়নের প্রেক্ষিতে বেসরকারী খাতের উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ এবং স্বচ্ছতা ও নিরাপত্তা প্রদান

(v) নগর ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের জন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা

- পৌরসভারবাজেট, ব্যয়, দায়-দেনা এবং আর্থিক উৎসের বিস্তারিত বিশ্লেষণ
- স্থানীয় সম্পদের অর্থায়নে যেসব প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে তার অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুত এবং এ ধরনের উন্নয়নের জন্য অর্থায়নের নতুন উৎসের সন্ধান করা

(vi) পরিকল্পিতভাবে বিভিন্ন পরিসেবা এবং সুযোগ-সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে নগর জনগোষ্ঠীর জীবনমানে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি আনার লক্ষ্যে কিশোরগঞ্জ পৌরসভার জন্য একটি কার্যকর মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন

(vii) টেকসই পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য অন্যান্য উন্নয়ন সংস্থার সহযোগিতায় পরিকল্পিত উন্নয়ন নিশ্চিত করা

১.২.২ পরিকল্পনাএলাকা এবং পরিকল্পনার মেয়াদ

বিদ্যমান পৌরসভার ৯.৪৯ বর্গ কি.মি. (২৩৪৫.৩২ একর) এবং বর্ধিত ৩৫.২০ বর্গ কি.মি. (৮৬৯৮.৭৯ একর) আয়তন নিয়ে মহাপরিকল্পনা এলাকা গঠিত যার মোট আয়তন ৪৪.৬৯ বর্গ কি.মি (১১০৪৪.১২ একর)। অগ্রাধিকার এলাকা-১ (৬৯৯২.৭৬ একর) এবং অগ্রাধিকার এলাকা-২ (১৭০৬.০৩ একর); এ দুটি ভাগে বর্ধিত এলাকা গঠিত। ভবিষ্যত বর্ধিত এলাকা হিসাবে অগ্রাধিকার এলাকা-২ এবং বিস্তারিত পরিকল্পনা এলাকা হিসেবে বর্তমান পৌর এলাকা ও অগ্রাধিকার এলাকা-১ কে বিবেচনা করা হয়েছে। ২০ বছর মেয়াদী এইসামগ্রিক মহাপরিকল্পনা ২০১৪ সালে শুরু হয়ে ২০৩৩ সালে শেষ হবে।

১.২.৩ মহাপরিকল্পনার ব্যপ্তি এবং অংশভাগ

এই মহাপরিকল্পনা ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা, যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, ড্রেনেজ ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, নগর সেবা ও উন্নয়ন প্রকল্প পরিকল্পনা এবং বিস্তারিত এলাকা পরিকল্পনা শিরোনামের অধীনে পাঁচটি অংশনিয়ে গঠিত। এই সমস্ত পরিকল্পনা উন্নয়নের প্রভাব ব্যবস্থাপনার জন্য ভবিষ্যত উন্নয়ন এবং ভূমি ব্যবহার কাঠামো, উন্মুক্তজায়গা, অবকাঠামোর নক্সা ও ধরন (পরিবহন সংযোগসহ) এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নির্ধারনের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার জন্য ২০ বছর নাগাদ উন্নয়ন ও পুনঃউন্নয়ন পরিচালনার একটি কাঠামো হিসেবে বিবেচিত হবে।

ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা

ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা পরবর্তী ২০ বছর নাগাদ কিশোরগঞ্জ পৌরসভার অর্থনৈতিক ও ভৌত উন্নয়নকে চালিত করবেএবং উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ সিদ্ধান্তের জন্য ব্যবহার করা হবে।পরিকল্পনা নিয়মিত হালনাগাদ করা হবে এবং ১০ বছর অন্তর অন্তর পুনরায় প্রকাশ করা হবে।এটি প্রকল্প এলাকার দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নের জন্য একটি সাধারণ পরিকল্পনা কাঠামো প্রদান করবে। এতেনগর উন্নয়নের কৌশলগত উদ্দেশ্য অনুযায়ী এবং এলাকাবাসীরপূর্ব-অনুমিত চাহিদার সাথে সম্পর্কিত প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবহার বন্টনের সাধারন শর্তাবলীউল্লেখ করা হবে। উপরন্তু, স্থানীয় পরিকল্পনার প্রেক্ষাপটে প্রাসঙ্গিক নীতিসমূহ পরিকল্পনায়সন্নিবিষ্ট থাকবে।

পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা

পরিবহন ব্যবস্থাপনা এবং পরিবহন নিয়ন্ত্রণ সেবা প্রদানের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ।এই পরিকল্পনা কিশোরগঞ্জ পৌরসভার জন্য সুবিধাজনক, দ্রুত, নিরাপদ, সুশৃঙ্খল, কর্মদক্ষ ও পরিবেশবান্ধব পরিবহন সেবা এবং পরিবহন ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়নের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করবে।যার ফলে পরিবহন সুবিধারসমন্বয় করা হবে,যাতে করে পরিবহনের চাহিদা ব্যবস্থাপনা এবং সুষ্ঠু পরিচালনার উপর সমান নজর দেওয়া যায়। পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা আগামী ২০ বছরনাগাদ কিশোরগঞ্জ পৌরসভার যানবাহন নিয়ন্ত্রণ কৌশল বাস্তবায়ন এবং যানবাহনের সময়মত বন্টনের একটি কাঠামো প্রদান করবে।

ড্রেনেজ ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা

এই পরিকল্পনা পরবর্তী ২০ বছরের জন্য প্রকল্প এলাকা এবং এর পার্শ্ববর্তী এলাকার ড্রেনেজ ব্যবস্থা এবং পরিবেশ ব্যবস্থাপনার জন্য কৌশল ও নীতিমালা প্রণয়ন করবে।কিশোরগঞ্জ পৌরসভার ড্রেনেজ ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় একটি সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহন করা হবেযাতে করে বিদ্যমান বৃষ্টির পানি নিষ্কাশন এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থারউন্নয়নের জন্য নিষ্কাশনেরবিভিন্ন রকম ধারণা পাওয়া যায়। এই পরিকল্পনায়বর্তমান ড্রেনেজ ব্যবস্থারঘাটতি সনাক্ত ও বিশ্লেষন করাহয়; পাশাপাশি ভবিষ্যতে শহরের প্রয়োজনীয় নিস্কাশন ব্যবস্থা নির্মানের জন্য বিভিন্ন ধারণা প্রদান করা হয় এবং অগ্রাধিকারমূলক প্রকল্প বাছাইয়ের মানদন্ড প্রতিষ্ঠা করা হয়।এ পরিকল্পনায়নগর উন্নয়নের সমন্বয়ের পাশাপাশি বাস্তুসংস্থানের উন্নয়নের মাধ্যমেবন্যা ঝুঁকি হ্রাসেরসমন্বয় করা হবে।এছাড়া নিষ্কাশন নকশার মানদন্ড, নিষ্কাশন এলাকার বিবরণ, পানির প্রবাহ নির্ণয়, প্রস্তাবিত নালার উন্নয়ন, প্রস্তাবিত নিষ্কাশন কাঠামো এবং ব্যয় অনুমানও এ পরিকল্পনার অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।

নগর সেবাসমূহ ও উন্নয়ন প্রকল্প পরিকল্পনা

এই পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় পরবর্তী ২০ বছরের জন্য পানি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, গ্যাস, বিদ্যুৎ, চিঠিপত্র আদান-প্রদান, পার্ক, বিনোদন, বর্জ্য, টেলিফোন, সড়ক বাতি ইত্যাদি নগর পরিসেবার জন্য নীতিমালা প্রণয়ন ও কৌশলগঠন করা হয়। এতে বিদ্যমান সেবার ঘাটতি সনাক্ত ওবিশ্লেষন করা হয়; শহরে সেবা প্রদানের লক্ষ্যেভবিষ্যতে প্রয়োজনীয় সুবিধাসমূহের ধারণা এবং অগ্রাধিকারমূলক প্রকল্প বাছাইয়ের মানদন্ড নির্ধারন করা হয়।নগর উন্নয়নের জন্য একটি কাঠামো হিসাবে এ পরিকল্পনা বিভিন্ন সেবার সুশৃঙ্খল ও ফলপ্রসূ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করবে।কিশোরগঞ্জ পৌরসভার গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন প্রকল্প পরিকল্পনায়বিভিন্ন নীতিমালা, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা, ক্ষতিপূরণ কৌশল, বাজেট, অভ্যন্তরীণ ও বহিঃপর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতি এবং বাস্তবায়ন সময়সূচির বিবরণ প্রদান করা হবে।প্রয়োজনীয় অঙ্কন, নকশা এবং প্রাক্কলনও এর মধ্যে থাকবে।

ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান

ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান/বিস্তারিত এলাকা পরিকল্পনাপ্রকল্প এলাকার অর্ন্তগত নির্দিষ্ট এলাকা সমূহের জন্য আরো বিস্তারিত পরিকল্পনা প্রস্তাব প্রদান করবে। এ ধরনের পরিকল্পনায় প্লট ভিত্তিক ভূমি ব্যবহার এবং অঞ্চলভিত্তিক উন্নয়ন নির্দেশিকাসহ প্রকল্প ব্যয় প্রাক্কলন ও বাস্তবায়ন নীতিমালা প্রণয়ন পূর্বক প্রস্তাবিত প্রকল্প নির্ধারণ করা হবে। বিস্তারিত এলাকা পরিকল্পনার আওতায় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে।নিন্মোক্ত পরিকল্পনা পদ্ধতি অনুসরণ করে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবেঃ

- বর্তমান অবস্থা
- সমস্যা ও সুযোগসমূহ
- বর্তমান বিনিয়োগ কার্যক্রম
- অগ্রাধিকার ভিত্তিক প্রকল্পের তালিকা
- ব্যয় প্রাক্কলন এবং অগ্রাধিকার প্রকল্পের অর্থের উৎস
- অগ্রাধিকার প্রকল্প বাস্তবায়নের পর্যায়

১.৩ পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়া

১.৩.১ মহাপরিকল্পনার প্রস্তুতি পদ্ধতি

মহাপরিকল্পনার প্রতিবেদনে কিছু নিয়মতান্ত্রিক পন্থা রয়েছে। পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার প্রথম কাজ হচ্ছে বিভিন্ন জরিপের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকা থেকে সরাসরি তথ্য সংগ্রহ।পরিকল্পনার দ্বিতীয় ধাপে পরিকল্পনার সুবিধাভোগী এবং স্থানীয় অন্যান্য সংস্থা/আগ্রহী গ্রুপ (স্টেকহোল্ডার) সঙ্গে বিভিন্ন পরামর্শ সভা করা হয়। আলোচনা থেকে প্রাপ্ত তথ্য সংক্ষিপ্ত এবং একটি ব্যাখ্যামূলক রিপোর্ট হিসাবে এই প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

তৃতীয় ধাপে ভূমি ব্যবহার, অবকাঠামো ও জন-উপযোগমূলক সেবা সমূহের পরিকল্পনা নীতি এবং মানদন্ড গঠন করা হয়।পরিকল্পনা প্রণয়নের এটি একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়, ফলাফলের চূড়ান্ত কার্যকরী মান এবং এর কর্মদক্ষতা ওসাশ্রয়ের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

রিপোর্টের চতুর্থ ধাপ হচ্ছে সমন্বিত পরিকল্পনা।সমন্বিত পরিকল্পনা বিভিন্ন সেক্টর, স্থানীয় নেতা, সুবিধাভোগী গ্রুপ ইত্যাদি হতে প্রাপ্ত মতামতের সন্নিবেশেরর মাধ্যমে প্রণয়ন করা হয়।সেইসাথেসমন্বিত পরিকল্পনার অর্থনৈতিক,সামাজিক ও পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন এবং তার আর্থিক সম্ভাব্যতা যাচাই করা হয়। এসব প্রভাবের তাৎপর্যের উপর ভিত্তি করে পরিকল্পনারসমন্বয় করা হবে।

রিপোর্টের পরবর্তী ধাপ হচেছ প্রকৃত নকশাসহ উন্নয়ন প্রস্তাবনাসমূহের সমন্বয় করা।এলাকাবাসীর ইচ্ছারপ্রতিফলন, পরিকল্পনা কৌশল নির্ণয় করা হয় এবং নান্দনিক মান, নমনীয়তা এবং পরিবেশগত ধারণক্ষমতা বিবেচনায় সমন্বিত পরিকল্পনা মানচিত্র প্রস্তুত করা হয়।পরিশেষে, সমন্বিত পরিকল্পনার উন্নয়ন প্রস্তাবনাসমূহ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাছাই করতে হবে।

১.৩.২ পরিকল্পনার মানদন্ড নির্ধারন

একটি সুপরিকল্পিত শহর নিশ্চিত করার জন্য কিছু মানদন্ড ও নির্দেশাবলীর উপর ভিত্তি করে পরিকল্পনা প্রস্তাবনা করা অত্যন্ত গুরূত্বপূর্ণ। বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অনুশীলন বিশ্লেষনেরপরপ্রকল্প এলাকার জন্য ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয় উপযোগ সেবা ও সড়ক নেটওয়ার্কের হিসাব-নিকাশের জন্য বিভিন্ন সামাজিক সুবিধা ওকিছুনির্দিষ্ট ভূমি ব্যবহারের প্রাক্কলন/প্রক্ষেপণ নিয়ামকসহ মানদন্ড নির্ণয় করা হয় ।

১.৪ মহাপরিকল্পনা প্রতিবেদনের কাঠামো

অধ্যায়-১ এর বিষয়বস্তু হচ্ছে প্রকল্পের পটভূমি ও প্রেক্ষাপট, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, পরিকল্পনাএলাকা ও এর মেয়াদকাল, পরিকল্পনার অর্ন্তগত বিষয়বস্তু, পরিকল্পনার পদ্ধতি এবং পরিকল্পনার মানদন্ড নির্ণয়।

অধ্যায়-২ এ প্রকল্প এলাকার অবস্থান, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক অবস্থা, পরিবেশগত প্রেক্ষাপট, ভৌত অবকাঠামো, ভূমি ব্যবহার ও নগর পরিসেবা, বস্তি ও জবরদখল অবস্থা এবং অবৈধ দখল-দারিত্বের উপর বিস্তারিত অধ্যয়নইএই অধ্যায়ের মূল বিষয়বস্তু।পৌরসভার পরিকল্পনা প্রণয়ন সামর্থ্যের আলোকে প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য, বিদ্যমান জনবল, লজিস্টিক সাপোর্ট ও সরঞ্জামাদির বিষয়েও এখানে আলোচনা করা হয়।উপরন্তু, বিভিন্ন খাতে সরকারী সংস্থাসমূহের ভূমিকাও যথাযথভাবে উল্লেখ করা হয়।

অধ্যায়-৩ এ পৌরসভার বিভিন্ন খাতওয়ারী উন্নয়নের জন্য নীতিমালা ও কৌশল সম্পর্কেআলোচনা করা হয়েছে। বিভিন্ন উন্নয়ন কৌশল যেমন সম্পদ বৃদ্ধি, অবকাঠামো উন্নয়ন, আবাসন ও বস্তি উন্নয়ন নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। এই পরিকল্পনায় পৌরসভার উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন নীতিমালা, আইন, প্রবিধি ও দিকনির্দেশনার আলোকেপৌরসভার সম্পদ বৃদ্ধি, অবকাঠামো উন্নয়ন ও বিভিন্ন নীতির ইঙ্গিতপূর্ণ নির্দেশ তুলে ধরা হয়েছে।

অধ্যায়-৪ এ প্রকল্প এলাকার বিদ্যমান ভূমি ব্যবহার চিত্র, মানদন্ড অনুযায়ী প্রয়োজনীয়ভবিষ্যত ভূমি ব্যবহার এবং ২০৩৩ সাল পর্যন্ত ভূমি ব্যবহার প্রস্তাবনা উপস্থাপন করা হয়েছে। ভূমি উন্নয়ন নীতিমালা, পরিকল্পনা বাস্তবায়নের নীতিমালাএ পরিকল্পনার অর্ন্তভূক্ত। কৌশল বাস্তবায়ন এবং ভূমি ব্যবস্থাপনা কৌশলও এই অধ্যায়ে উপস্থাপন করা হয়েছে।

অধ্যায়-৫ হল পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা যেখানে প্রকল্প এলাকার পরিবহনের বর্তমান অবস্থাও ঘাটতির বিবরণ দেওয়া হয়েছে এবং সেই সাথে বিদ্যমান সড়ক উন্নয়নের প্রস্তাবনা, নতুন রাস্তা এবং পরিবহন সুবিধার জন্য প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। পরিবহন ব্যবস্থাপনা এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য কৌশলও এখানে বিবৃত করা হয়েছে।

অধ্যায়-৬ এ পানি নিষ্কাশন ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা উপস্থাপন করা হয়েছে। এখানে প্রকল্প এলাকার বিদ্যমান পানি নিষ্কাশন ও পরিবেশ পরিস্থিতির বর্ণনা এবং সেই সাথে পরিকল্পনা প্রস্তাবনার উল্লেখ রয়েছে। এই অধ্যায়ে রয়েছে নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনার জন্য পরিকল্পনা এবং ড্রেনেজ ও পরিবেশগত বিষয় সংক্রান্ত প্রস্তাবনা । প্রস্তাবিত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কৌশলও এখানে আলোচনা করা হয়েছে।

অধ্যায়-৭ এ নগর পরিসেবার বিদ্যমান অবস্থা ও চাহিদা বিশ্লেষণ করার পাশাপাশি নতুন সুবিধা এবং পরিসেবার জন্য **প্রস্তাব** উপস্থাপন করা হয়েছে। একই সাথে পূনর্বাসন পরিকল্পনা, নগর নবায়ন পরিকল্পনা এবং অবৈধ দখল উচ্ছেদের প্রস্তাবনাও এই পরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। পরিকল্পনায় উন্নয়ন প্রস্তাবনা ছাড়াও রয়েছে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সুপারিশ, আইনগত ব্যবস্থা, বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি, উন্নয়নের জন্য অর্থায়ন এবং নগর উন্নয়নের ভবিষ্যত পন্থা।

অধ্যায়-৮ এ বিস্তারিত এলাকা পরিকল্পনার বিষয়বস্তু ও কাঠামো, পরিকল্পনা পন্থা ও পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে মহাপরিকল্পনার পূর্ববর্তী ভাগে পৌরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ড ও সংলগ্ন বর্ধিত এলাকায় প্রস্তাবিত উন্নয়ন প্রস্তাবনা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়েছে। বিস্তারিত এলাকা পরিকল্পনার লক্ষ্য হলো পরিকল্পনা মেয়াদের প্রথম পাঁচ বছরে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পসমূহের অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়ন করা।

অধ্যায়-৯এ পরিকল্পনা প্রণয়নকাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণসহ মহাপরিকল্পনার উপসংহার লিপিবদ্ধ করা রয়েছে।.

দ্বিতীয় অধ্যায়: ২

প্রকল্প এলাকার পরিচিতি

২.১ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

কিশোরগঞ্জ জেলার নামকরণের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, এখানে এককালে কৃষ্ণ দাসবসাক নামে একজন জমিদার (প্রশাসক) ছিলেন। তার ছেলে নন্দ কিশোর বর্তমান কিশোরগঞ্জ জেলার পরিষদে একটি গঞ্জ স্থাপন করেছিলেন। আর এই নন্দ কিশোরের কিশোর' এবং গঞ্জ একসাথে মিলেই হয় কিশোরগঞ্জ[১]।

কিশোরগঞ্জ জেলায় এগার সিন্দুর নামে একটি গ্রাম ছিল; যাব্রহ্মপুত্র নদের পূর্বপাড়ে অবস্থিত ছিল।এই স্থানটি নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বেশ মতপার্থক্য বিদ্যমান।এখানে কিছু রৌপ্য মুদ্রা, লোহার কুঠার, ঢাল ও তীর ধনুক পাওয়া গেছে যা আনুমানিক খৃস্টপূর্ব ১০ সালের। ঐতিহাসিকরা বিশ্বাস করেন যে, এগারসিন্দুর এলাকায় খৃস্টপূর্ব ১০০০ সাল তথা মৌর্যদের শাসনকাল থেকেই জন বসতি বিদ্যমান। তখন এগার সিন্দুর ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রছিল। ৩৮০ খ্রীস্টাব্দে এগারসিন্দুর এলাকা দোবাক রাজ্যের অধীনে ছিল। এরপর এই এলাকারাজা কামরূপের রাজ্যাধীন হয়।

১৩৩৮ সালে সুলতান ফখরুদ্দিন মুবারক শাহের নিকট ছিল এই প্রাচীণ এলাকার শাসনভার। যখন সুলতান কোনও বিপদে পড়তেন তখন তিনি এগারসিন্দুরে আশ্রয় গ্রহণ করতেন। তার শাসনামলে এই এলাকা ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য বিখ্যাত হয়ে ওঠে।এগারসিন্দুর দুর্গে ঈসা খাঁ এবং মানসিংহের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে মানসিংহ ঈসা খাঁর সাহস ও আপ্যায়ন দেখে মুগ্ধ হোন। যুদ্ধের এক পর্যায়ে তারা দ্বৈত যুদ্ধে অবতীর্ণ হোন; তখন মানসিংহের তলোয়ার ভেঙ্গে গেলে ও ঈসাখান তাকে হত্যা করেননি। এ জন্য সম্রাট আকবর খুশি হয়ে ঈসা খাঁকে ২২টি পরগনার জায়গির প্রদান করেন। কিশোরগঞ্জের জঙ্গলবাড়ি গ্রামে অবস্থিত জঙ্গলবাড়ি দুর্গ এক কালে ঈসা খাঁর দুর্গ ছিল। ঈসা খাঁ এই দুর্গের অধীনে অনেকগুলো ভবন তৈরি করেন। ঈসা খাঁর পর এগারসিন্দুর তার প্রাক্তন জৌলুশ হারিয়ে ফেলে[২]।

২.২ অবস্থান ও যোগাযোগ ব্যাস্থা

কিশোরগঞ্জ ঢাকা বিভাগের অন্তর্ভুক্ত একটি জেলা। ১৯৬০ সালে ময়মনসিংহ যখন বৃহত্তর জেলা ঘোষিত হয় তখন কিশোরগঞ্জ তার অধীনে ছিল। ১৯৮৪ সালে ময়মনসিংহ ভেঙ্গে কিশোরগঞ্জ জেলা হয়। পূর্বদিকে কালনী ও কুশিয়ারা নদী, যা দক্ষিণে গিয়ে মেঘনা নদীতে মিলিত হয় এবং পশ্চিমদিকে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের মধ্যবর্তি স্থানে কিশোরগঞ্জ জেলা অবস্থিত। এখানকার অন্যান্য নদীসমূহ হল; ধনু, ঘোরাউত্রা, বাউরু, নরসুন্দর এবং পিয়াইন। কিশোরগঞ্জ জেলার ভৈরব বাজার এলাকায় মেঘনা ও পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদী মিলিত হয়। জেলার উত্তরে নেত্রকোনা ও ময়মনসিংহ জেলা, দক্ষিণে ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও নরসিংদি জেলা, পূর্বে হবিগঞ্জ ও সুনামগঞ্জ জেলা এবং পশ্চিমদিকে ময়মনসিংহ ও গাজীপুর জেলা অবস্থিত। জেলার উত্তরদিকে কিছু ছোট ছোট পাহাড় এবং দক্ষিণদিকে নিচু এলাকা বিদ্যমান[৩]।

কিশোরগঞ্জ জেলা বাংলাদেশের অনেক এলাকা থেকেই কিছুটা আলাদা। ভাল যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে এর সাথে সারা দেশ এবং দেশের বাইরেরও অর্থনৈতিক সংযোগ বিদ্যমান। ব্রিটিশ শাসনামল থেকেই কিশোরগঞ্জ পৌরসভার অভ্যন্তরে অবস্থিত রেল স্টেশনের মাধ্যমে সারা দেশের সাথে সংযুক্ত। এর ফলে এখানে কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির একটি শক্ত ভিত্তি তৈরি হয়েছে এবং আশেপাশের এলাকার মানুষ এখানে বসতি গড়ে তোলে। সরকারের চলমান বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ায় নতুন এবং পুরাতন নগরগুলো দেশের সার্বিক উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। কিশোরগঞ্জ জেলার প্রশাসনিক কেন্দ্র হল কিশোরগঞ্জ পৌরসভা; যা জেলার উত্তর-পশ্চিম কোণে অবস্থিত। এটি নরসুন্দর নদীর তীরে অবস্থিত। এর উত্তরে নেত্রকোনা ও ময়মনসিংহ জেলা, দক্ষিণ-পূর্বে ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও নরসিংদি জেলা, পূর্বে হবিগঞ্জ ও সুনামগঞ্জ জেলা এবং পশ্চিমদিকে ময়মনসিংহ ও গাজীপুর জেলা অবস্থিত।

---

[1] http://www.kishoreganj.gov.bd/node/৪৭৭২১০
[2] http://en.wikipedia.org/wiki/Kishoreganj_District
[3] http://www.bbs.gov.bd/WebTestApplication/userfiles/Image/District%২০Statistics/Kishoreganj.pdf

ম্যাপ ২.১ঃ জাতীয় প্রেক্ষাপটে প্রকল্প এলাকার অবস্থান

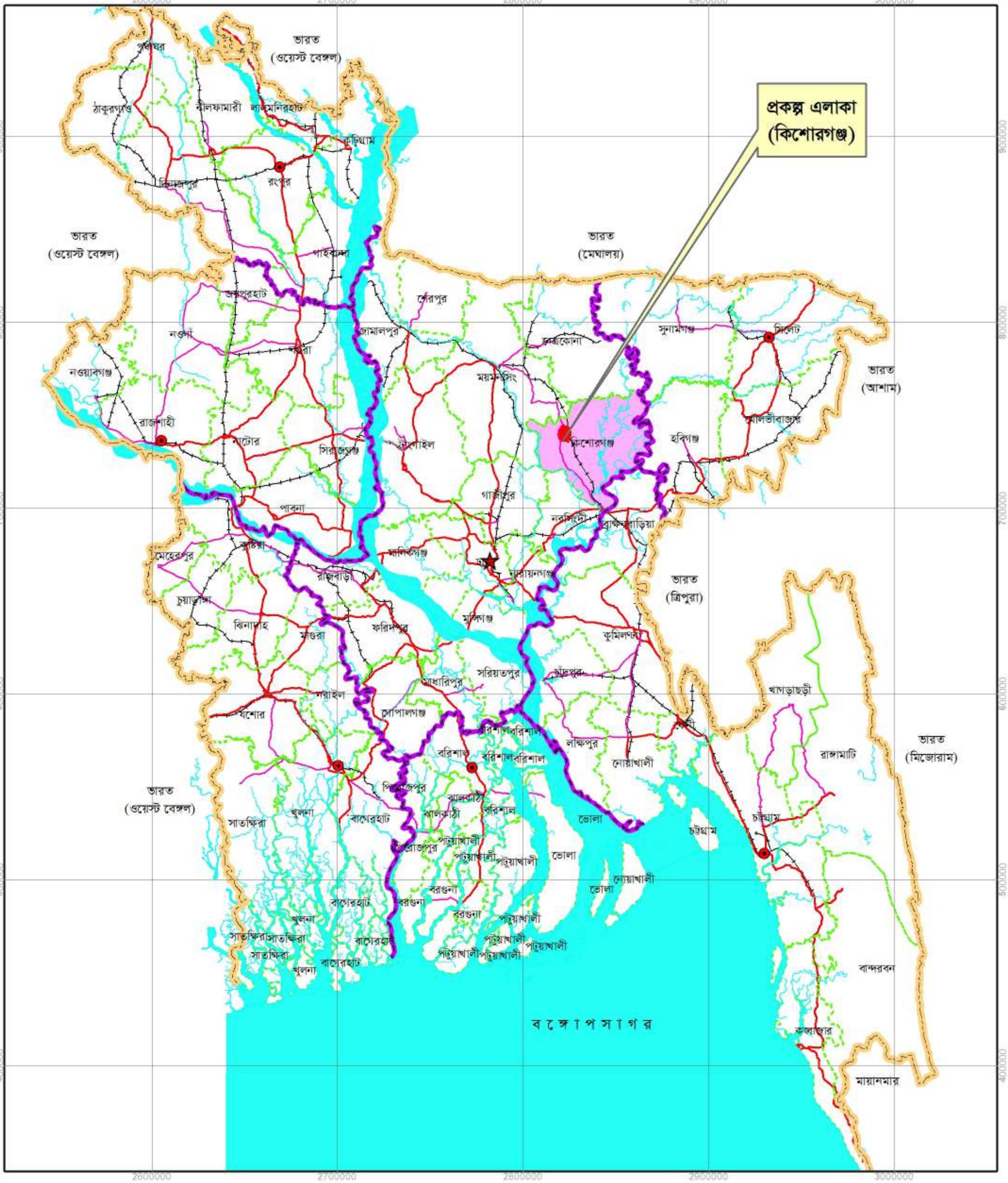

সাংকেতিক চিহ্নঃ

- আন্তজাতীক সীমানা
- বিভাগীয় সীমানা
- রাজধানী
- বিভাগীয় সদরদপ্তর
- নদ-নদী ও সাগর
- পরিকল্পনা এলাকা
- পরিকল্পনা এলাকা
- আঞ্চলিক সড়ক
- রেল লাইন

গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের (ডি টি আই ডি পি) আওতায়
কিশোরগঞ্জ পৌরসভার মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন

N
0 15 30 60 90 120 Kilometers
1:3,000,000

পরামর্শক প্রতিষ্ঠান

BETS Consulting Services Ltd.
House No. 10, Road No. 135, Gulshan-1, Dhaka-1212, Bangladesh.
Phone: 9889923-24, Fax: +88029889967, E-mail: bets@betsbd.com

কিশোরগঞ্জ পৌরসভা কিশোরগঞ্জ জেলার প্রশাসনিক কেন্দ্র হলেও ভৌগলিকভাবে এটি জেলার উত্তর পশ্চিম কোণায় নরসুন্দা নদীর তীরে অবস্থিত। কিশোরগঞ্জ জেলা উত্তর দিকে ও নেত্রকোনা ও ময়মনসিংহ জেলা, দক্ষিন-পূর্ব দিকে নরসিংদী ও ব্রাক্ষ্মনবাড়ীয়া জেলা, পূর্বদিকে সুনামগঞ্জ ও হবিগঞ্জ জেলা, পশ্চিম দিকে গাজীপুর ও ময়মনসিংহ জেলা দ্বারা পরিবেষ্টিত।আন্তর্জাতিকভাবে এই পৌরসভা আলাদাভাবে তেমন প্রসিদ্ধ নয় এবং একটি ছোট পৌরসভা হিসেবে যার বিশ্বের অর্থনীতি, রাজনীতি কিংবা আবহাওয়াতে উল্লেখযোগ্য কোনও প্রভাব নেই। পৌরসভার অনেক লোকই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বসবাস করে সেখান থেকে বৈদেশিক মুদ্রা পাঠান। কিন্তু সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)-এর একটি গবেষণা থেকে দেখা যায় যে কিশোরগঞ্জে অনাবাসী বাঙ্গালীর সংখ্যা নগণ্য। কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার তথ্যভান্ডার ইন্টারনেট-এ সহজলভ্য। প্রশাসনিক, ভৌগলিক ও জনসংখ্যা সম্পর্কিত তথ্য উন্মুক্ত বিশ্বকোষ উইকিপিডিয়াতে পাওয়া যায়। বাংলাপিডিয়াতে পৌরসভার অনেক বিস্তারিত তথ্য বিদ্যমান। কিশোরগঞ্জের বিভিন্ন ঐতিহাসিক এলাকার ছবি ইন্টারনেটে বিভিন্ন ওয়েবসাইটে বিদ্যমান। এই ওয়েবসাইটগুলো কিশোরগঞ্জের সৌন্দর্য ও গুরুত্ব বর্ণনা করে যা পর্যটক আকর্ষণে কাজে লাগতে পারে। জঙ্গলবাড়ি, এগারসিন্দুর কিশোরগঞ্জ পৌরসভার উল্লেখযোগ্য পর্যটন স্থান হতে পারে। প্রকল্প এলাকা সম্পর্কে তথ্য প্রচার; এর উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে। মানচিত্র ২.১ এ জাতীয় প্রেক্ষাপটে প্রকল্প এলাকা/পরিকল্পনা এলাকার অবস্থান দেখানো হল।

২.৩ প্রকল্প এলাকার বর্ণনা

কিশোরগঞ্জ পৌরসভা ১৮৬৯ সালে স্থাপিত হয়। বর্তমানে ৯ টি ওয়ার্ড ও ৫৬টি মহল্লা সহ এই পৌরসভার সর্বমোট এলাকা ৯.৪৯ বর্গকিমি। কিশোরগঞ্জ জেলা বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে অবস্থিত। এটি ২৪°০২' ও ২৪°৩৯' উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০°১৫' ও ৯১°১৫'' পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। মহাপরিকল্পনা প্রকল্পের কার্যাদেশের শর্তাদি (**TOR**) অনুসারে পৌরসভা ও তার আশেপাশের বর্ধিত এলাকা সহ ৩০ বর্গকিমি এলাকা প্রকল্প এলাকারূপে চিহ্নিত হবে। প্রকল্প এলাকায় সম্পূর্ণ পৌরসভা ছাড়াও এর আশেপাশের বিন্নতি, বাউলাই, যশোদল, লতিবাবাদ, মহিনন্দ, মরিয়া এবং রশিদাবাদ ইউনিয়ন অন্তর্ভূক্ত থাকবে। পরবর্তিতে পৌরসভা কর্তৃপক্ষের চাহিদা অনুসারে মরিয়া, যশোদল, চৌদ্দছাতা এবং বিন্নতি মৌজা সহ আরোও ১৪.৬৯ বর্গকিমি এলাকা প্রকল্প এলাকাভুক্ত করা হয়। প্রকল্প এলাকার তথ্য সারণি ২.১ এবং মানচিত্র ২.২ এ দেওয়া হল।

সারণি২.১প্রকল্পএলাকা/পরিকল্পনাএলাকারবিস্তারিততথ্য

এলাকা	পৌরসভা/ ইউনিয়ন	মৌজারনাম	জেএলনং	শিটনং	সর্বমোটশিটসংখ্যা	এলাকা (একর)
ওয়ার্ড০১	কিশোরগঞ্জপৌরসভা	কিশোরগঞ্জ	৩৩	২-৫, ৭-১১, ৩৫-৪০	১৫ (আংশিক)	৩৫৪.২
ওয়ার্ড০২	কিশোরগঞ্জপৌরসভা	কিশোরগঞ্জ	৩৩	৫-৭, ১৮, ৩৪, ৩৫, ৩৯-৪৪, ৫৫, ৫৬	১৪ (আংশিক)	৩০৫.৩৫
		শোলাকিয়া	৩০	০০	১ (আংশিক)	২৯.৬৯
ওয়ার্ড০৩	কিশোরগঞ্জপৌরসভা	কিশোরগঞ্জ	৩৩	১৮, ৩১-৩৪, ৪৩-৪৭, ৫৪, ৫৫	১২ (আংশিক)	১৪৭.৪৯
ওয়ার্ড০৪	কিশোরগঞ্জপৌরসভা	কিশোরগঞ্জ	৩৩	৪৬, ৫০-৫২, ৫৪-৫৬, ৫৯, ৬০	৯ (আংশিক)	২৮৪.৮৭
		শোলাকিয়া	৩০	০০	১ (আংশিক)	৩.৪৯
ওয়ার্ড০৫	কিশোরগঞ্জপৌরসভা	কিশোরগঞ্জ	৩৩	২, ৮-১৩, ১৬-১৯, ২৩, ৩৫-৩৭	১৫ (আংশিক)	১৫৩.২৭
ওয়ার্ড০৬	কিশোরগঞ্জপৌরসভা	কিশোরগঞ্জ	৩৩	১৮-২২, ৩১-৩৩, ৪৬, ৪৭	১০ (আংশিক)	১২৯.৭২
ওয়ার্ড০৭	কিশোরগঞ্জপৌরসভা	কিশোরগঞ্জ	৩৩	২৯-৩১, ৪৬-৫১, ৫৯, ৬০	১১ (আংশিক)	৪১৬.১৬
ওয়ার্ড০৮	কিশোরগঞ্জপৌরসভা	বিন্নগাঁও	৩৯	০৩	১ (আংশিক)	২৮.৫৯
		কিশোরগঞ্জ	৩৩	১২-২৪	১৩ (আংশিক)	২৪৮.৬২
ওয়ার্ড০৯	কিশোরগঞ্জপৌরসভা	কিশোরগঞ্জ	৩৩	২১, ২৪, ২৫, ২৭-৩২	৯ (আংশিক)	২৪৩.৮৭
যোগফল (১)					**৫৯**	**২৩৪৫.৩২**
প্রস্তাবিতবর্ধিতএলাকা (প্রাধান্যাএলাকা-১)	বিন্নতি	চরকমলিয়া	৪৪	০০	১ (আংশিক)	৮৭.৪৮
		খাসমারিয়া	৪৫	০০	১ (আংশিক)	৫.৯৩
	বাউলাই	ভারতি	৬৪	১	১ (আংশিক)	১৪০.৬০
		কিশোরগঞ্জ	৩৩	৫৫-৬০	৬ (আংশিক)	৪০২.৩২
		মুলসতল	৬৩	০০	১ (আংশিক)	২০১.১৪
	যশোদল	আমতিশীবপুর	৬২	০০	১	১০৫.০২
		বাসরদিয়া	৫৯	০০	১	৩০.১৫
		ব্রাক্ষণকান্দি	৫৮	০০	১	৮৮.২২
		দম্পাটুলি	৬১	০০	১	১০৪.৫৩
		যশোদল	৬০	১-২	২	৮৫০.২৯
		কিশোরগঞ্জ	৩৩	৪৯-৫০	২	১০.৯৮
		মধুনগর	৭৯	০০	১ (আংশিক)	৮৫.০০
		স্বল্পযশোদল	৮০	১	১	৫৭৬.৭৪
	লতিবাবাদ	লতিবাবাদ	১২	০০	১ (আংশিক)	১২২.০৭
		মুকসুদপুর	১৩	০০	১ (আংশিক)	১৫৮.৮৯
	মহিনন্দ	কিশোরগঞ্জ	৩৩	৫, ৬, ৫৯	৩ (আংশিক)	৬০.৯০

এলাকা	পৌরসভা/ ইউনিয়ন	মৌজারনাম	জেএলনং	শিটনং	সর্বমোটশিটসংখ্যা	এলাকা (একর)
		কোর্ট	২৯	০০	১ (আংশিক)	৮৭.৪৮
		মহিনন্দ	২৭	৩-৫	৩ (আংশিক)	৩০১.৪৭
		শোলাকিয়া	৩০	০০	১ (আংশিক)	২৯২.৭৩
	মারিয়া	বিন্নগাঁও	৩৯	১,২,৩	৩ (আংশিক)	৯২৫.৮৩
		কারামুলি	৪৩	০০	১	২৪১.৬৭
		কিশোরগঞ্জ	৩৩	২৪	১ (আংশিক)	৭৭.৩০
		মারিয়া	৪২	১-২	২	৮৯১.৩১
		রঙ্গেরকোনা	৪১	০০	১	৫৭.৫৮
		স্বল্পমারিয়া	৪০	০০	১	৩৯৭.৩৫
	রাশিদাবাদ	রাশিদাবাদ	৩৪	০০	১ (আংশিক)	৬.৯২
		কিশোরগঞ্জ	৩৩	১-৪, ৮, ১১, ২৩	৭ (আংশিক)	৬৮২.৮৬
যোগফল (২)					**৪৫**	**৬৯৯২.৭৭**
প্রস্তাবিতবর্ধিতএলাকা (প্রাধান্যাএলাকা-২)	বিন্নতি	বিন্নতি	৪৮	১,৩	২	৩৪.৬০
	চৌদ্দছাতা	সুলতানপুর	৫৫	০০	১	৩৫১.৮৮
		গোপজিনৈর	৮১	১,২	২	৪৮৮.৭৮
		পাড়াপারামন্দ	৫৪	০০	১	১৫২.৪৬
	যশোদল	গোশেরকান্দি	৫৭	০০	১	৫৩.৮৭
		স্বল্পযশোদল	৮০	০২	১	৪৯১.০০
		কোটাকেলি	৫৬	০০	১	১৩৩.৪৪
যোগফল (৩)					**৯**	**১৭০৬.০৩**
সর্বমোট					**১১৩**	**১১০৪৪.১২**
					৪৪.৬৯বর্গকিমি	

তথ্যসূত্রঃ*কিশোরগঞ্জপৌরসভাএবংডিএলআরএস২০১৩*

ম্যাপ ২.২ঃ প্রকল্প এলাকার সীমানা নির্ধারনী মানচিত্র

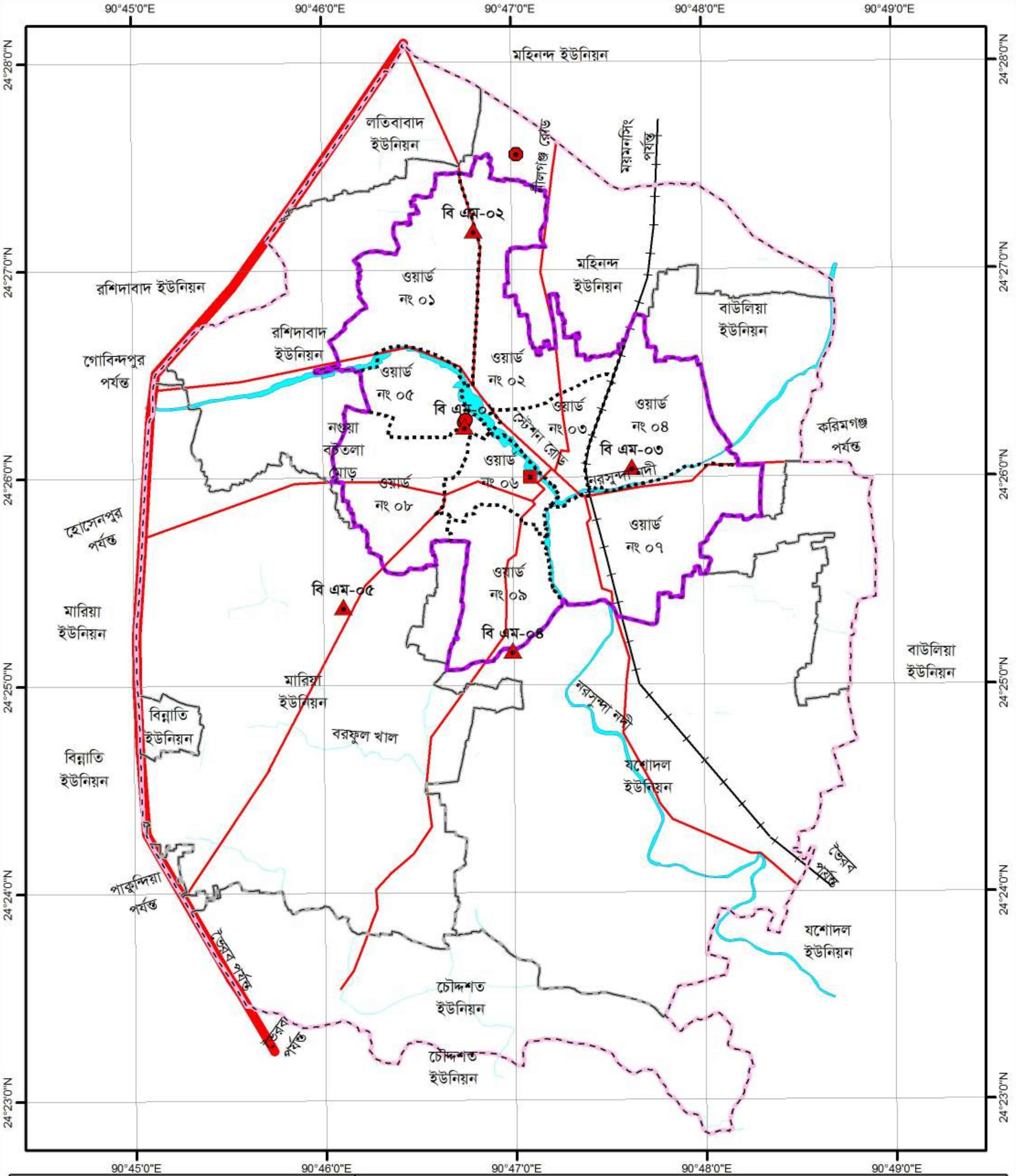

সাংকেতিক চিহ্নঃ

- বি এম পিলার
- ডিসি অফিস
- উপজেলা সদরদপ্তর
- পৌরসভা কার্যালয়
- প্রকল্প এলাকা সীমানা
- পৌরসভা সীমানা
- ওয়াড সীমানা
- ইউনিয়ন সীমানা
- বিদ্যমান রাস্তা
- রেল লাইন
- জলাশয়
- নদ-নদী

গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের (ডি টি আই ডি পি) আওতায়
কিশোরগঞ্জ পৌরসভার মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন

পরামর্শক প্রতিষ্ঠান

BETS Consulting Services Ltd.
House No. 10, Road No. 135, Gulshan-1, Dhaka-1212, Bangladesh.
Phone: 9889923-24, Fax: +88029889967, E-mail: bets@betsbd.com

২.৪ আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট

২.৪.১ জনসংখ্যা

২০১১ সালের আদমশুমারির তথ্য অনুসারে, প্রকল্প এলাকার সর্বমোট জনসংখ্যা ২,২৯,৬৮৪ যেখানে পৌরসভার অভ্যন্তরে ১,০৩,৭৯৮ এবং প্রস্তাবিত বর্ধিত এলাকায় ১,২৫,৮৮৬। জনসংখ্যার বৃদ্ধি হল সময়ের সাথে জনসংখ্যার পরিবর্তন। পৌরসভা এলাকাতে জনসংখ্যার গড় বৃদ্ধির হার ২.৭৩ যার মধ্যে পুরুষের ক্ষেত্রে ২.৩৩ এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে ৩.১৫। জনসংখ্যা প্রাক্কলনের জন্য অনেক ধরণের পদ্ধতি বিদ্যমান। প্রতিটি পদ্ধতিরই কিছু আলাদা বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। যেসকল কারণের ভিত্তিতে জনসংখ্যা প্রাক্কলনের পদ্ধতি নির্বাচন করা হয় তা হলঃ

- পরিচায়ক বিষয়সমূহ
- সময়ের সীমাবদ্ধতা
- কারিগরী জ্ঞানের স্তর
- তথ্যের পর্যাপ্ততা
- প্রাক্কলনের উদ্দেশ্য

বিভিন্ন উপলব্ধ পদ্ধতির মধ্যে একটি হলো কোহর্ট পদ্ধতি; যা তুলনামূলক ভাল ফলাফল দেয়। কিন্তু এর জন্য প্রয়োজনীয় সেকেন্ডারি ডাটা পাওয়া যায়নি। এইসব বিবেচনা করে ট্রেন্ড এক্সট্রাপোলেশন মেথড' ব্যবহার করে মহাপরিকল্পনায় জনসংখ্যার প্রাক্কলন করা হয়েছে। এই দলের অধীন তালিকাভুক্ত বিভিন্ন পদ্ধতি; যথা, রৈখিকপদ্ধতি, বৃদ্ধির যৌগ হারপদ্ধতি, অধিবৃত্তসদৃশ পদ্ধতিপর্যবেক্ষিত তথ্যের জন্য সবচেয়ে ভাল পদ্ধতি খোঁজার জন্য বিভিন্ন গাণিতিক পন্থা সহজ করে। ভিত্তি বছরের তথ্য থেকে জরিপ জনসংখ্যা বৃদ্ধির পদ্ধতি এবং অধিকৃত বৃদ্ধির হার সহজবোধ্য। নিম্নলিখিত রাশিমালার সাহায্যে যেকোনও সংখ্যক বছরের জন্য জনসংখ্যা প্রাক্কলন করা সম্ভব।

$$P_n = P_o (1+r)^n$$

যেখানে,

r = বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার
P_n = অভিষ্ট বছরের জনসংখ্যা
P_o = ভিত্তি বছরের জনসংখ্যা
n = ভিত্তি বছরও ও অভিষ্ট বছরের মধ্যবর্তী বছর সংখ্যা

আদমশুমারির তথ্য প্রাপ্যতা অনুসারে ২০১১ সালকে ভিত্তি বছর হিসেবে ধরা হয়েছে। ২০১১ এর আদমশুমারির তথ্য থেকে ওয়ার্ড/মৌজা অনুসারে জনসংখ্যার তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এই তথ্য থেকে বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ধরে নেওয়া হয়েছে। ২০০১ থেকে ২০১১ পর্যন্ত প্রতি বছরে ২.৭৫% হারে প্রকল্প এলাকায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঘটেছে। এই বৃদ্ধির হার ব্যবহার করে পূর্বে উল্লেখিত রাশিমালা অনুসারে প্রকল্প এলাকার জনসংখ্যার প্রাক্কলন করা হয়েছে। সারণি ২.২ এ ওয়ার্ড/ইউনিয়ন ভিত্তিক জনসংখ্যার প্রাক্কলন ৫বছর অন্তরে দেওয়া হল।

সারণি২.২ওয়ার্ড/ইউনিয়নভিত্তিকজনসংখ্যাপ্রাক্কলন

ওয়ার্ড/ ইউনিয়ন	আদমশুমারিরজনসংখ্যা		ভিত্তিবছরেরজনসংখ্যা	প্রাক্কলিতজনসংখ্যা			
	২০০১	২০১১	২০১৩	২০১৮	২০২৩	২০২৮	২০৩৩
ওয়ার্ডনং০১	৬,১৯৫	৮,৪৩৭	৮,৯০৭	১০,১৯৮	১১,৬৭৭	১৩,৩৭১	১৫,৩১০
ওয়ার্ডনং০২	৬,০৭৪	১৩,৩৭৫	১৪,১২০	১৬,১৬৭	১৮,৫১২	২১,১৯৭	২৪,২৭১
ওয়ার্ডনং০৩	৯,০৮৩	১০,৯৩৪	১১,৫৪৩	১৩,২১৭	১৫,১৩৩	১৭,৩২৮	১৯,৮৪১
ওয়ার্ডনং০৪	৫,৯১৮	৯,৫১১	১০,০৪০	১১,৪৯৭	১৩,১৬৪	১৫,০৭৩	১৭,২৫৯
ওয়ার্ডনং০৫	৯,৪৫৮	১১,১১৩	১১,৭৩২	১৩,৪৩৩	১৫,৩৮১	১৭,৬১২	২০,১৬৬
ওয়ার্ডনং০৬	৮,৬৮৯	৯,৩৬৪	৯,৮৮৫	১১,৩১৯	১২,৯৬০	১৪,৮৪০	১৬,৯৯২
ওয়ার্ডনং০৭	১১,৮৬০	১৬,০৬৫	১৬,৯৫৯	১৯,৪১৯	২২,২৩৫	২৫,৪৬০	২৯,১৫২
ওয়ার্ডনং০৮	৭,৭১৫	১০,৭৬৪	১১,৩৬৩	১৩,০১১	১৪,৮৯৮	১৭,০৫৯	১৯,৫৩৩
ওয়ার্ডনং০৯	১২,৬১৮	১৪,২৩৫	১৫,০২৭	১৭,২০৭	১৯,৭০২	২২,৫৬০	২৫,৮৩১
বিন্নতি	৪,৫৯০	৫,০৩৪	৫,৩১৪	৬,০৮৫	৬,৯৬৭	৭,৯৭৮	৯,১৩৫
বাউলাই	১০,৪৫২	১২,৪৬৪	১৩,১৫৮	১৫,০৬৬	১৭,২৫১	১৯,৭৫৩	২২,৬১৮
চৌদ্দছাতা	৩,৫৯৭	৬,০৯৪	৬,৪৩৩	৭,৩৬৬	৮,৪৩৫	৯,৬৫৮	১১,০৫৮
যশোদল	২৪,০১৭	২৯,৮৫৪	৩১,৫১৬	৩৬,০৮৭	৪১,৩২০	৪৭,৩১৩	৫৪,১৭৪
লতিবাবাদ	৯,২০১	১১,৬৪৫	১২,২৯৩	১৪,০৭৬	১৬,১১৮	১৮,৪৫৫	২১,১৩২
মহিনন্দ	১৭,৮৮০	২০,৬৪১	২১,৭৯০	২৪,৯৫০	২৮,৫৬৯	৩২,৭১২	৩৭,৪৫৬
মারিয়া	২৮,৮০৪	৩৫,৭০৩	৩৭,৬৯০	৪৩,১৫৭	৪৯,৪১৬	৫৬,৫৮২	৬৪,৭৮৮
রাশিদাবাদ	৪,০৫৬	৪,৪৫১	৪,৬৯৯	৫,৩৮০	৬,১৬১	৭,০৫৪	৮,০৭৭
সর্বমোট	১৮০,২০৭	২২৯,৬৮৪	২৪২,৪৭০	২৭৭,৬৩৪	৩১৭,৮৯৯	৩৬৪,০০৪	৪১৬,৭৯৪

তথ্যসূত্রঃআদমশুমারি, ২০০১ও২০১১এবংবর্তমানজরিপ, ২০১৩

জনসংখ্যার ঘনত্ব বলতে একটি নির্দিষ্ট একক এলাকায় (সাধারণত প্রতি বর্গকিমি অথবা বর্গমাইল) জনসংখ্যা বোঝায়। এটি একটি সাধারণ হিসাবপদ্ধতি যা জনসংখ্যার পরিমাণের চেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়।

জনসংখ্যার বন্টন এবং ঘনত্ব প্রকল্প এলাকায় সমভাবে বিস্তৃত নয়। আদমশুমারি **২০১১** অনুসারে প্রকল্প এলাকার জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে **৫১৩৯** জন। জরিপ থেকে দেখা যায় যে, পৌরসভা এলাকায় ঘনত্ব প্রতি বর্গকিমিতে **১০৯৩৬** এবং বর্ধিত এলাকায় ৩৫৭৬ জন/বর্গকিমি। ওয়ার্ড ৩ এ সর্বোচ্চ এবং ওয়ার্ড **১** এ সর্বনিম্ন ঘনত্ব দেখা যায়। ওয়ার্ড ৫, ৬ এবং ৯ ও অনেক বেশি জনঘনত্ব সম্পন্ন এলাকা।

বর্ধিত এলাকায় জনসংখ্যার ঘনত্ব মৌজার আকার এবং পৌরসভা হতে দূরত্বের উপর নির্ভরশীল। সারণি ২.৩ এ ওয়ার্ড ও ইউনিয়নভিত্তিক জনসংখ্যার ঘনত্ব দেওয়া হল।

সারণি ২.৩ ওয়ার্ড/ইউনিয়নভিত্তিক জনসংখ্যা ও জনসংখ্যার ঘনত্ব

ওয়ার্ড/ইউনিয়ন	**এলাকা**		**প্রতি বর্গকিমিতে ঘনত্ব (প্রায়)**				
	একর	**বর্গকিমি**	**২০১৩**	**২০১৮**	**২০২৩**	**২০২৮**	**২০৩৩**
ওয়ার্ড নং ০১	৩৫৪.২০	১.৪৩	৬,২২৯	৭,১৩১	৮,১৬৬	৯,৩৫০	১০,৭০৬
ওয়ার্ড নং ০২	৩৩৫.০৪	১.৩৬	১০,৩৮২	১১,৮৮৮	১৩,৬১২	১৫,৫৮৬	১৭,৮৪৬
ওয়ার্ড নং ০৩	১৪৭.৪৯	০.৬০	১৯,২৩৮	২২,০২৮	২৫,২২২	২৮,৮৮০	৩৩,০৬৮
ওয়ার্ড নং ০৪	২৮৮.৩৬	১.১৭	৮,৫৮১	৯,৮২৬	১১,২৫১	১২,৮৮৩	১৪,৭৫১
ওয়ার্ড নং ০৫	১৫৩.২৭	০.৬২	১৮,৯২৩	২১,৬৬৬	২৪,৮০৮	২৮,৪০৬	৩২,৫২৬
ওয়ার্ড নং ০৬	১২৯.৭২	০.৫২	১৯,০১০	২১,৭৬৭	২৪,৯২৩	২৮,৫৩৮	৩২,৬৭৭
ওয়ার্ড নং ০৭	৪১৬.১৬	১.৬৮	১০,০৯৫	১১,৫৫৯	১৩,২৩৫	১৫,১৫৫	১৭,৩৫২
ওয়ার্ড নং ০৮	২৭৭.২১	১.১২	১০,১৪৬	১১,৬১৭	১৩,৩০২	১৫,২৩১	১৭,৪৪০
ওয়ার্ড নং ০৯	২৪৩.৮৭	০.৯৯	১৫,১৭৯	১৭,৩৮১	১৯,৯০১	২২,৭৮৮	২৬,০৯২
বিন্নতি	১২৮.০১	০.৫২	১০,২১৯	১১,৭০২	১৩,৩৯৮	১৫,৩৪২	১৭,৫৬৭
বাউলাই	৭৪৪.০৬	৩.০১	৪,৩৭১	৫,০০৫	৫,৭৩১	৬,৫৬২	৭,৫১৪
চৌদ্দছাতা	৯৩৩.১২	৩.৭৮	১,৭০২	১,৯৪৯	২,২৩১	২,৫৫৫	২,৯২৫
যশোদল	২৫২৮.৫	১০.২৩	৩,০৮১	৩,৫২৮	৪,০৩৯	৪,৬২৫	৫,২৯৬
লতিবাবাদ	২৮০.৯৬	১.১৪	১০,৭৮৩	১২,৩৪৭	১৪,১৩৯	১৬,১৮৯	১৮,৫৩৭
মহিনন্দ	৮০৩.৩৩	৩.২৫	৬,৭০৫	৭,৬৭৭	৮,৭৯০	১০,০৬৫	১১,৫২৫
মারিয়া	২৫৯১.০৪	১০.৪৯	৩,৫৯৩	৪,১১৪	৪,৭১১	৫,৩৯৪	৬,১৭৬
রাশিদাবাদ	৬৮৯.৭৮	২.৭৯	১,৬৮৪	১,৯২৮	২,২০৮	২,৫২৮	২,৮৯৫
সর্বমোট এলাকা	**১১০৪৪.১২**	**৪৪.৬৯**	-	-	-	-	-
প্রতি বর্গকিমিতে গড় ঘনত্ব (প্রায়)	-	-	**৫,৪২৫**	**৬,২১২**	**৭,১১৩**	**৮,১৪৪**	**৯,৩২৫**

তথ্যসূত্রঃ বিবিএস, ২০১১; এবং বেটস কর্তৃক সম্পাদিত আর্থ-সামাজিক জরিপ, ২০১৩

২.৪.২ শিক্ষার হার

প্রকল্প এলাকায় বিভিন্ন খাতের শিক্ষিত মানুষ দেখা গেছে। কিশোরগঞ্জ পৌরসভায় ৬০% থেকে ৮৬% লোক শিক্ষিত যেখানে গড় শিক্ষার হার ৭২.৫%। বর্ধিত এলাকায় গড় শিক্ষার হার ৪১.৫৫%। পুরুষ-মহিলার অনুপাত প্রকল্প এলাকায় প্রায় একই। **১৩.২১%** বাড়ির প্রধান অশিক্ষিত। এর মধ্যে **১২.৫০%** পুরুষ এবং ০.৭১% মহিলা। প্রায় **১২%** পরিবারের প্রধান ডিগ্রি বা তদুর্ধ স্তরের শিক্ষায় শিক্ষিত যেখানে মহিলাদের পরিমাণ অনেক কম। নগণ্য পরিমাণ মানুষ কারিগরী ও ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত। প্রকল্প এলাকায় যথেষ্ট সংখ্যক প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যালয় বিদ্যমান।

২.৪.৩ অর্থনৈতিক কর্মকান্ড

কিশোরগঞ্জের মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড শিল্প, বাণিজ্য, সেবাখাত এবং কৃষিকাজের মধ্যে বিবৃত।

শিল্প

প্রকল্প এলাকায় শিল্প কারখানা অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের একটি বড় খাত। এখানে **১০৭** টি শিল্পকারখানা বিদ্যমান যার মধ্যে মাত্র একটি হচ্ছে লাল শ্রেণির (সুবোধ বিড়ি ফ্যাক্টরি)। প্রকল্প এলাকার তিনটি টেক্সটাইল মিল কমলা-খ শ্রেণির অধীনে পড়ে। এখানে অনেকগুলো রাইস মিল (চালের মিল) বিদ্যমান। প্রকল্প এলাকায় ৬৫টি কমলা 'খ' এবং ৩৪টি কমলা 'ক' শ্রেণির কারখানা রয়েছে। ওয়ার্ড নং ৫ এ কোনও শিল্প কারখানা নেই।

বাণিজ্য

প্রকল্প এলাকায় **১৮৭৩**টি বাণিজ্যিক ভবন রয়েছে। এগুলোর মধ্যে আছে বিপনীবিতান, পাইকারি বাজার, খুচরা বাজার, কাঁচাবাজার, হাট, মুদি দোকান প্রভৃতি। এরমধ্যে মাত্র ৬.৬২% ভবন পাকা, ৫৩.৯৮% ভবন সেমিপাকা ও ৩৯.৪০% ভবন কাঁচা। এই বাণিজ্যিক কর্মকান্ডগুলো এখানকার অর্থনৈতিক কর্মকান্ড হিসেবে বিবেচ্য।

সেবাখাত

অর্থনৈতিক কর্মকান্ড যা শিল্প অথবা বাণিজ্যের অন্তর্ভুক্ত নয়; তাই সেবাখাত। সেবাখাতের মধ্যে রয়েছে আর্থিক প্রতিষ্ঠান যেমন; ব্যাংক এবং ইন্সুরেন্স, পেশাদারী সেবা এবং কার্যালয় যথা; ডাক্তারের চেম্বার, রাজনৈতিক দলের কার্যালয়, শমিক সংগঠন, ওয়ার্কশপ, হোটেল ও রেস্টুরেন্ট, চায়ের দোকান; বিভিন্ন সেবা যেমন; নাপিতের দোকান, ডেকোরেটর, দর্জি দোকান; স্বাস্থ্য সেবা ও অন্যান্য যথা; হাসপাতাল, ক্লিনিক, পুলিশ বক্স, ফায়ার সার্ভিস প্রভৃতি।

কৃষি

বর্ধিত প্রকল্প এলাকায় কৃষিই ভূমি ব্যবহারের মধ্যে সর্বাধিক স্থান দখল করে আছে। সর্বমোট ৪২০৩.৫৬ একর (৫২.৬৪%) জমি এই ব্যবহারের অধীনে রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ধানক্ষেত, কৃষিজমি, গোচারণভূমি, উদ্যান ও বাগান, গবাদিপশুর খামার, হাস-মুরগির খামার, মৎস্য খামার, নার্সারি, বাঁশবাগান প্রভৃতি। বর্ধিত এলাকা, ওয়ার্ড ১ এবং ৭ এ যথাক্রমে ৮৫.৭৬%, ৩.১০% ও ২.৭৯% জমি এই ভূমি ব্যবহারের অধীনে আছে। এসব এলাকায় গ্রামীণ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। ওয়ার্ড ৩, ৫ ও ৮ এ নগণ্য পরিমাণে কৃষিজমি পাওয়া গেছে (যথাক্রমে ০.৫৮%, ০.৪৯% এবং০.৩০%)।

কৃষিভিত্তিক কর্মকান্ড

শহর এলাকা হওয়া সত্ত্বেও কিশোরগঞ্জ পৌরসভাতে ২১.০৪% মানুষের পেশা কৃষি। তাই এখানে কৃষিভিত্তিক শিল্প গড়ে ওঠার একটি ধারা লক্ষ্য করা যায়। বর্তমানে কিশোরগঞ্জ পৌরসভাতে ৩৪টি কৃষিভিত্তিক ছোট ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠান আছে। এর মধ্যে রয়েছে, রাইস মিল, তেলের মিল, স-মিল, ময়দা মিল এবং বেকারি। এগুলোর মধ্যে বেশিরভাগই রাইস মিল (চালের কল)। সুতরাং, এই পৌরসভায় কৃষিভিত্তিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বিদ্যমান।

২.৪.৩.১ কর্মসংস্থানের বর্তমান অবস্থা

আর্থ-সামাজিক অবস্থার জরিপ থেকে জানা যায় যে, কিশোরগঞ্জ পৌরসভায় শতকরা প্রায় ৮৬ ভাগ মানুষ সরাসরি অথবা অপ্রধান পেশা হিসেবে নিম্নবর্ণিত কার্যসমূহ করে থাকেঃ

- সরকারি চাকুরি ১৬.৩৭%
- বেসরকারি চাকুরি ৭.০৮%
- স্বনিয়োজিত ব্যবসা ২০.৭১%
- স্বনিয়োজিত কৃষি ৮.২৭%
- ব্যবসা ৩৩.৩৩%

২.৪.৩.২ আয় ও ব্যয়

প্রকল্প এলাকায় ২৬.০১% পরিবারের মাসিক আয় ৫০০০ টাকার নিচে। এদেরকে স্বল্প আয়ের পরিবার হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। বর্তমানে ৫০০১ থেকে ১০০০০ টাকা মাসিক আয়কারী পরিবার আছে ৫৫.৬১%, ১০০০০ থেকে ২০০০০ এর মধ্যে (মধ্য আয়ের পরিবার) ১৩.৬৩% এবং ২০০০০ টাকার বেশি (উচ্চ আয়ের পরিবার) আয়কারী পরিবার আছে ৩.৭৫%। ব্যয়ও ভিন্ন ভিন্ন পরিবারে ভিন্ন ভিন্ন হয়। খানা জরিপ থেকে দেখা যায় যে ৩২.৪৪% পরিবারের ব্যয় মাসিক ৫০০০ টাকার কম, ৫৮.০৪% পরিবারের ব্যয় মাসিক ৫০০১-১০০০০টাকা, ৭.৩৮% পরিবারের মাসিক ব্যয় ১০০০১-২০০০০টাকা এবং মাত্র ২.১৫% পরিবারের মাসিক ব্যয় ২০০০০ টাকার বেশি। বর্তমানে চলমান স্বল্প ব্যয়ের ধারা এখানকার পরিবারসমূহের স্বল্প আয়ের সাথে সম্পর্কিত। যেহেতু মানুষজন তাদের ক্রয়ক্ষমতার বেশি কিনতে পারেনা; তাই তারা তাদের চাহিদা কম রাখে।

২.৪.৩.৩ উন্নয়ন খাতে সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগ

কিশোরগঞ্জ পৌরসভার উন্নয়ন কর্মকান্ডসমূহ প্রধানত এখানকার বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের বিনিয়োগে সম্পন্ন হয়েছে। সরকারি দপ্তরগুলোর নাম এবং তাদের বিনিয়োগ কার্যক্রম নিম্নে দেওয়া হলঃ

সরকারি খাতঃ

ক্রমিক নং	দপ্তরের নাম	বিনিয়োগের উদ্দেশ্য
০১.	গণপূর্ত অধিদপ্তর	• সরকারি ভবন নির্মাণ • পুকুর খনন • কাঁচা বাঁধ নির্মাণ
০২.	সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর	• পাকা সড়ক নির্মাণ
০৩.	এলজিইডি	• পাকা সড়ক নির্মাণ

ক্রমিক নং	দপ্তরের নাম	বিনিয়োগের উদ্দেশ্য
০৪.	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	● স্বল্প মূল্যের পানিরোধী পায়খানা প্রদান ● পানি সরবরাহ ব্যবস্থা ● চাপকল প্রদান (তারা পাম্প) ● সাধারণ চাপকল প্রদান
০৫	জেলা পরিষদ	● শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভবন তৈরি
০৬.	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	● আরসিসি ব্লক দিয়ে বাঁধ তৈরি
০৭	পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড	● বিদ্যুৎ সরবরাহ

বেসরকারি খাতঃ
কিশোরগঞ্জ পৌরসভায় ব্যক্তিগত উন্নয়ন যথা; বাড়ি, শিল্প কারখানা ও দোকানপাট নির্মাণ ছাড়া অন্য কোনধরণের উন্নয়ন কর্মকান্ডে বেসরকারি খাতের যুক্ত হওয়ার কোনও নথি পাওয়া যায়না।

২.৪.৩.৪ আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ড

আনুষ্ঠানিকঅর্থনৈতিক কর্মকান্ড

চেম্বার অফ কমার্স, প্রেস ক্লাব ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া, বিভিন্ন পেশাদারী গোষ্ঠী এবং কিশোরগঞ্জ পৌরসভার বিভিন্ন নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সাথে ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন আয়োজন করা হয়েছে। এখান থেকে প্রথাগত অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তথ্য যোগাড় করা হয়েছে।

- উত্তরবঙ্গ, চট্টগ্রাম এবং ভারত থেকে কিশোরগঞ্জে বিভিন্ন ধরণের কাঁচামাল আমদানি করা হয়। বিভিন্ন দূরত্বে এখান থেকে নানা ধরণের মালামাল রপ্তানি করা হয়।
- কিশোরগঞ্জের কেন্দ্রীয় বাজার এলাকায় পার্কিং-এর স্বল্পতা রয়েছে। পৌরসভার দক্ষিণ দিকে একটি বাস স্ট্যান্ড ও একটি ট্রলি স্ট্যান্ড স্থাপন করা জরুরি।
- পৌরসভাতে কৃষিভিত্তিক শিল্পকারখানার সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এখানে কিছু শিল্পাঞ্চল স্থাপনের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। আবাসিক এলাকাসমূহ থেকে শিল্পকারখানা স্থানান্তরে যথাযথ পরিমাণে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা উচিত।
- বর্তমান সরু ড্রেনগুলি পরিষ্কার ও চওড়া করে নরসুন্দ নদীতে বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে। নদী খনন করে ভাটি অঞ্চলের সাথে বাণিজ্যিক কার্যক্রম বৃদ্ধি করতে হবে।
- বর্ধিত এলাকায় উন্নয়ন নিশ্চিত করতে বিভিন্ন ধরণের অবকাঠামো নির্মাণ করতে হবে।

শিল্প খাত (উৎপাদন ও প্রক্রিজাতকরণ)
এখানে ১০৭ টি শিল্পকারখানা বিদ্যমান যার মধ্যে মাত্র একটি হচ্ছে লাল শ্রেণির (সুবোধ বিড়ি ফ্যাক্টরি)। প্রকল্প এলাকার তিনটি টেক্সটাইল মিল কমলা-খ শ্রেণির অধীনে পড়ে। এখানে অনেকগুলো রাইস মিল (চালের মিল) বিদ্যমান। প্রকল্প এলাকায় ৬৫টি কমলা ‘খ’ এবং ৩৪টি কমলা ‘ক’ শ্রেণির কারখানা রয়েছে। ওয়ার্ড নং ৫ এ কোনও শিল্প কারখানা নেই। শ্রমিকদের প্রায় ৮০% হচ্ছে দক্ষ শ্রমিক এবং বাকি ২০% হচ্ছে অদক্ষ শ্রমিক। শ্রমিকদের জন্য প্রশিক্ষণ অথবা স্বাস্থ্যগত নিরাপত্তা বিধানের কোন ব্যবস্থা নেই।

এই খাতের সমস্যাসমূহঃ এই খাতের উদ্যোক্তাদের মতে এখানে মূল সমস্যা হচ্ছে কাঁচামাল বিশেষ করে ধানের উচ্চমূল্য। এই খাতের উন্নয়নে সরকারের কোন পদক্ষেপ অথবা বিধিবিধান নেই। তদুপরি ব্যাংকের ঋণের ক্ষেত্রে সুদের হার অনেক চড়া। উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের ক্ষেত্রে কোন বিশেষ ঋণসুবিধা নেই। বর্জ্য পরিশোধনের কোনও ব্যবস্থা প্রকল্প এলাকাতে নেই। খাল ও কৃষিজমিতে উন্মুক্ত ভাবে বর্জ্য ফেলা হয় যা পরিবেশের ক্ষতিসাধন করে।

এই খাতের সম্ভাবনাঃ উদ্যোক্তাদের মতে, এই শিল্পের এই খাতটি ঝুঁকি ও দুর্নীতিমুক্ত। তাই, এই খাতে বিনিয়োগ করা অনেকটাই নিরাপদ। যদিও এই খাতটি বিদ্যুৎ, গ্যাস এবং উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার ঘাটতিতে দুর্ভোগ পোহাচ্ছে; তবুও এই খাতের সম্প্রসারণের বিশাল সম্ভাবনা বিদ্যমান।

এই খাতের উন্নয়নে সুপারিশঃ উদ্যোক্তাদের মতানুসারে, ব্যাংক ঋণের ক্ষেত্রে সুদের হার কম হতে হবে এবং কৃষক ও ডিলারদের মধ্যে কাঁচামালের দামের ক্ষেত্রে একটি চুক্তি থাকতে হবে।

ব্যবসা খাত
তিনধরণের ব্যবসা খাতের উপর জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। এগুলো হলঃ রেডিমেড কাপড়ের ব্যবসা, পাইকারি ও খুচরা ব্যবসা এবং কাঁচাবাজার। জরিপের তথ্য অনুসারে, পৌরসভার অভ্যন্তরে স্থাপিত ব্যবসা কর্মকান্ড সংখ্যার বিচারে যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে। পাইকারি বাজারে সর্বোচ্চ পরিমাণ বেচাকেনা হয়ে থাকে। তিনধরণের ব্যবসা কর্মকান্ডের বৈশিষ্ট্য ভিন্ন ভিন্ন। ঈসা খাঁ সড়ক, স্টেশন রোড এবং জেলা সরণির পাশে রেডিমেড কাপড় এবং পাইকারি বাজার দেখা

গেছে। জরিপের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিগণ মনে করেন যে, এখানকার পাইকারি ব্যবসা খাতটি যথেষ্ট উন্নত। খুচরা ব্যবসা এবং কাঁচাবাজারের সবচেয়ে বড় স্থানটি বড় বাজার এলাকায় অবস্থিত। জরিপকৃত ব্যক্তিদের মতানুসারে, খুচরা এবং কাঁচাবাজারের পরিবেশ অনেক অস্বাস্থ্যকর এবং এই বাজারসমূহের সংস্কার করা জরুরী। পরামর্শকদের দ্বারা পরিচালিত আর্থসামাজিক জরিপ থেকে দেখা যায় যে ব্যবসার মূলধনের ক্ষেত্রে ৬৮.৮% আসে ব্যক্তিগত সঞ্চয় থেকে, ২৫% ব্যাংক লোন থেকে এবং ৬.২% স্থানীয় স্বত্ত্বাধিকারীদের কাছ থেকে।

গোষ্ঠীভিত্তিক সংগঠন (সিবিও)

গোষ্ঠীভিত্তিক সংগঠনগুল প্রথাগত অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অংগ। প্রকল্প এলাকায় পৌরসভা এলাকা, ওয়ার্ড এলাকা, গ্রাম এলাকা, বিভাগীয় এলাকা ও জেলা এলাকা প্রভৃতি প্রভাব এলাকা রয়েছে। এসব এলাকায় রয়েছে বিভিন্ন গোষ্ঠী যেমন; স্বল্প আয়ের মানুষ, পেশাদারদের গোষ্ঠী এবং অন্যান্য।

বেসরকারি প্রতিষ্ঠান (এনজিও)

এনজিও হচ্ছে এমন একধরণের প্রতিষ্ঠান যা কিছু কিছু নাগরিক সেবা প্রদানে কাজ করে থাকে। এনজিও প্রতিষ্ঠানগুলো মানুষের সেবায় কাজ করে থাকে। মূলত এর দ্বারা সরকার ও ট্যাক্স সমর্থিত প্রতিষ্ঠান বোঝালেও এটি কোনও মুনাফার জন্য কাজ করেনা। এনজিও হল তৃণমূল পর্যায়ে পরিকল্পনা ও উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এক বা একাধিক ব্যক্তি উদ্যোগের মাধ্যমে স্বেচ্ছাসেবী ভিত্তিতে গঠিত একটি প্রতিষ্ঠান। সরকারি কাঠামোর বাইরে থাকলেও এগুলো দেশের আইন দ্বারা চালিত হয়ে থাকে। সাধারণত, এনজিও মানুষকে জরুরি সেবা প্রদান করে থাকে। কিশোরগঞ্জে ৩১টি এনজিও কাজ করে থাকে। এগুলো পয়ঃনিষ্কাশন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ, মহিলাদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ, জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য জনসচেতনতা তৈরি, মা ও শিশুদের স্বাস্থ্যসেবা, বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা, বাল্যবিবাহ বন্ধ, মানবাধিকার, নারীর প্রতি সহিংসতা, যৌতুক প্রভৃতি ক্ষেত্রে কাজ করে থাকে।

<u>অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ড</u>

অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ডসমূহ একটি স্বতঃস্ফূর্ত প্রক্রিয়া যাতে বিনিময়, নীতিমালা ও প্রয়োগ প্রভৃতি অর্থনৈতিক ও সামাজিক তত্ত্বগুলো অন্তর্ভুক্ত। প্রকৃতিগতভাবে এটি পর্যালোচনা করা একটি জটিল বিষয়।

নগর ও গ্রাম উভয় এলাকায় দেখা গেলেও অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ডসমূহ মূলত বেশি দেখা যায় শহর অঞ্চলে, যেখানকার ভোক্তা বাজার এধরণের কর্মকান্ডকে আকর্ষণ করে। স্বল্প আয়ের নগর অঞ্চলের মানুষদের জন্য এধরণের কর্মকান্ড খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এভাবে এই খাতের মাধ্যমে শহর এলাকায় কর্মসংস্থান তৈরি হয় যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

বেকারত্ব থেকে বাঁচতে অনেক বেকার অভিবাসী অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে জড়িত হয়। শহর এলাকার দরিদ্র মানুষজন তাদের জীবনযাপনের জন্য অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে যুক্ত হয়।

ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন ও অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের জরিপ থেকে বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত হয়েছে। এই সমস্যাসমূহ শুধু প্রকল্প এলাকায় সীমাবদ্ধ নয়। এটি পুরো দেশেরই সকল শহরের সমস্যা।

ক. প্রথম সমস্যা হচ্ছে ব্যবসার জন্য মূলধনের অভাব। দরিদ্র মানুষদের সম্পদ কম থাকায় তারা সঞ্চয় করতে পারেনা আর তাই মূলধনও জমাতে পারেনা। ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকেও তারা লোন নিতে পারেনা। তাই কিছু এনজিও থেকে লোন নিয়ে তারা অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে যুক্ত হয়।

খ. আরেকটি সমস্যা হচ্ছে বৃষ্টির কারণে বর্ষা মৌসুমে ব্যবসায় ক্ষতি হওয়া। অনানুষ্ঠানিক কাজে নিয়োজিতরা অস্থায়ী ভবনে তাদের কাজ করে থাকে দেখে বর্ষা মৌসুমে তারা কাজ করতে পারেনা।

অনানুষ্ঠানিক কাজগুলি সাধারণত বিভিন্ন জনবহুল স্থান যেমন; ফুটপাথ, বাণিজ্যিক এলাকা, রাস্তা অথবা রাস্তার পাশের খালি জায়গাতে হয়। প্রকল্প এলাকার বিভিন্ন স্থানেই অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পরিলক্ষিত হয়েছে তবে হোসাইনপুর সড়ক, ঈসা খাঁ সড়ক, জিলা সরণি এবং স্টেশন রোডে বেশি পরিমাণে এধরণের কর্মকান্ড পরিলক্ষিত হয়। আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো তাদেরকে বারবার উচ্ছেদ করে। অনেক ক্ষেত্রে এধরণের ব্যবসায়ীদের অবৈধ অর্থ লেনদেন করে তাদের ব্যবসা চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু এক্ষেত্রেও প্রায়সই অসফল হয়।

২.৪.৩.৫ ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ও কর্মসংস্থানের প্রাক্কলন

অর্থনৈতিক কর্মকান্ড

প্রকল্প এলাকার অনেক অবকাঠামো এখানকার অর্থনীতি ও কর্মসংস্থানে ভূমিকা রাখছে এবং ভবিষ্যতেও রাখবে। এর মধ্যে রয়েছে কৃষিভিত্তিক শিল্প (চালের কল), বাণিজ্যিক কর্মকান্ড (বিপনীবিতান) এবং আশেপাশের কৃষিজমি। এখানে ১০৭টি শিল্পকারখানা রয়েছে যার মধ্যে অধিকাংশই চালের কল।

কর্মসংস্থান

বর্তমান তথ্যের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন বিবেচনা করে ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থান প্রাক্কলন করা হয়েছে। কিশোরগঞ্জ জেলার কমিউনিটি সিরিজ ২০১২ অনুসারে পৌরসভাতে সর্বমোট জনশক্তি ১৫,৬৬০ জন; যার মধ্যে ৫,৮৫৯ জন কৃষি, শিল্প ও সেবাখাতে, ৫,২৬২ জন গৃহস্থালি কাজে এবং ৪৬ জন কাজের খোঁজে আছে। বর্ধিত প্রকল্প এলাকাতে বর্তমান জনশক্তির ৪০.১৪% মানুষ বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত আছে। ২০১৩-৩৩ সালের প্রাক্কলন ২০৩৩ সালে সম্পূর্ণ জনশক্তির কর্মসংস্থান অনুমান করে নিয়ে করা হয়েছে। বর্তমান অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাব আরোও কয়েকবছর পরে এখানে পড়তে পারে। ২০১৪ এর শুরু হয়েছে অর্থনৈতিক মন্দা দিয়ে আর তাই ২০৩৩ সালে সম্পূর্ণ কর্মসংস্থান অর্জন করা কঠিন বিষয়। সারণি ২.৪ এ প্রকল্প এলাকায় ৫ বছর অন্তর ২০৩৩ সাল পর্যন্ত জনশক্তির বৃদ্ধির পাক্কলন দেখানো হল।

সারণি ২.৪ প্রকল্প এলাকায় প্রাক্কলিত জনশক্তি

সন	বয়সের শ্রেণী					সর্বমোট
	১৫-১৯	২০-২৪	২৫-২৯	৩০-৪৯	৫০-৫৯	
২০১৩	১৯,১৫৫	১৮,৯১৩	১৯,৬৮০	৫২,১৩১	১৫,০৩৩	১,২৪,৮৭২
২০১৮	৩০,৩০৯	১৯,১৫৫	১৮,৯১৩	১৯,৬৮০	৫২,১৩১	১,৪০,১৮৮
২০২৩	৩৭,৩৪০	৩০,৩০৯	১৯,১৫৫	১৮,৯১৩	১৯,৬৮০	১,২৫,৩৫৭
২০২৮	২৯,৫৮১	৩৭,৩৪০	৩০,৩০৯	১৯,১৫৫	১৮,৯১৩	১,৩৫,২৯৮
২০৩৩	৩৫,১৬৪	২৯,৫৮১	৩৭,৩৪০	৩০,৩০৯	১৯,১৫৫	১,৫১,৫৪৯

তথ্যসূত্রঃ *বেটস কর্তৃক সম্পাদিত আর্থ-সামাজিক অবস্থার জরিপ, ২০১৩*

বর্তমান জনশক্তির প্রায় ৪১ভাগ গৃহস্থালি কাজে নিয়োজিত যার বেশিরভাগই মহিলা। প্রায় ১৮% মানুষ সম্পূর্ণভাবে কাজে নিয়োজিত। জনসংখ্যা জনশক্তির পরিমাণ নির্দিষ্ট করে। জনশক্তির উৎপাদন ক্ষমতা একটি জিনিসের গুণ নির্ণয় করে। এবার কোনও পণ্যের চাহিদা তার শিল্পের বিকাশে সহায়তা করে। সারণি ২.৫ এ বিভিন্ন খাতে ভবিষ্যতের কর্মীর চাহিদা দেওয়া হল।

সারণি ২.৫ প্রকল্প এলাকায় প্রাক্কলিত অর্থনৈতিক কর্মকান্ড

সন	কাজের ক্ষেত্রে নিয়োজিত			সর্বমোট
	কৃষি	শিল্প	সেবা	
২০১৩	৪০৯৯৯	৮৪৩১	২৪২৬৯	৭৩,৬৯৯
২০১৮	৪৬০১৫	৯৪৬৩	২৭২৩৮	৮২,৭১৫
২০২৩	৪১১৫৮	৮৪৬৪	২৪৩৬৩	৭৩,৯৮৬
২০২৮	৪৪৪২২	৯১৩৫	২৬২৯৬	৭৯,৮৫৩
২০৩৩	৪৯৭৫৮	১০২৩২	২৯৪৫৪	৮৯,৪৪৪

তথ্যসূত্রঃ *বেটস কর্তৃক সম্পাদিত আর্থ-সামাজিক অবস্থার জরিপ, ২০১৩*

প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং অন্যান্য অনেক বিষয়ের ভিত্তিতে কোন শিল্পে কতজন কর্মী লাগবে তা নিশ্চিত করবে। অতীতের পরিবর্তনসমূহের ভিত্তিতে ভবিষ্যতের জন্য এই কর্মসংস্থান প্রাক্কলন করা হয়েছে।

২.৫ পরিবেশগত অবস্থা

২.৫.১ প্রাকৃতিক পরিবেশ

প্রকল্প এলাকা মূলত সমতল। এখানে গড় সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ভূমির উচ্চতা ১০.২২ মিটার (পিডব্লিউডি)। শহরটি নরসুন্দর নদীর তীরে অবস্থিত। বাংলাদেশের ৭ ধরণের জমির মধ্যে কিশোরগঞ্জে রয়েছে ব্রক্ষপুত্র পলিনির্মিত অঞ্চল। এধরণের মাটি রয়েছে কুমিল্লা, নোয়াখালি, সিলেট (পাহাড়ি এলাকা বাদে), ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং বৃহত্তর ময়মনসিংহের কিছু এলাকায়। প্রায় ৪০হাজার বর্গকিমি জমি এই ধরণের মাটি দ্বারা গঠিত। এই মাটির পিএইচ মান হয় ৫.৫ থেকে ৬.৮ এর মধ্যে। কিশোরগঞ্জের মাটি চুনবিবর্জিত ধুসর বন্যাবিধৌত মাটি দ্বারা গঠিত ও উর্বর। প্রথাগত কৃষিকাজ থেকে এখানে প্রতিবছর তিনবার ফসল উৎপন্ন করা যায়।

Map-2.3: General Soil Condition of the Study Area in National Context

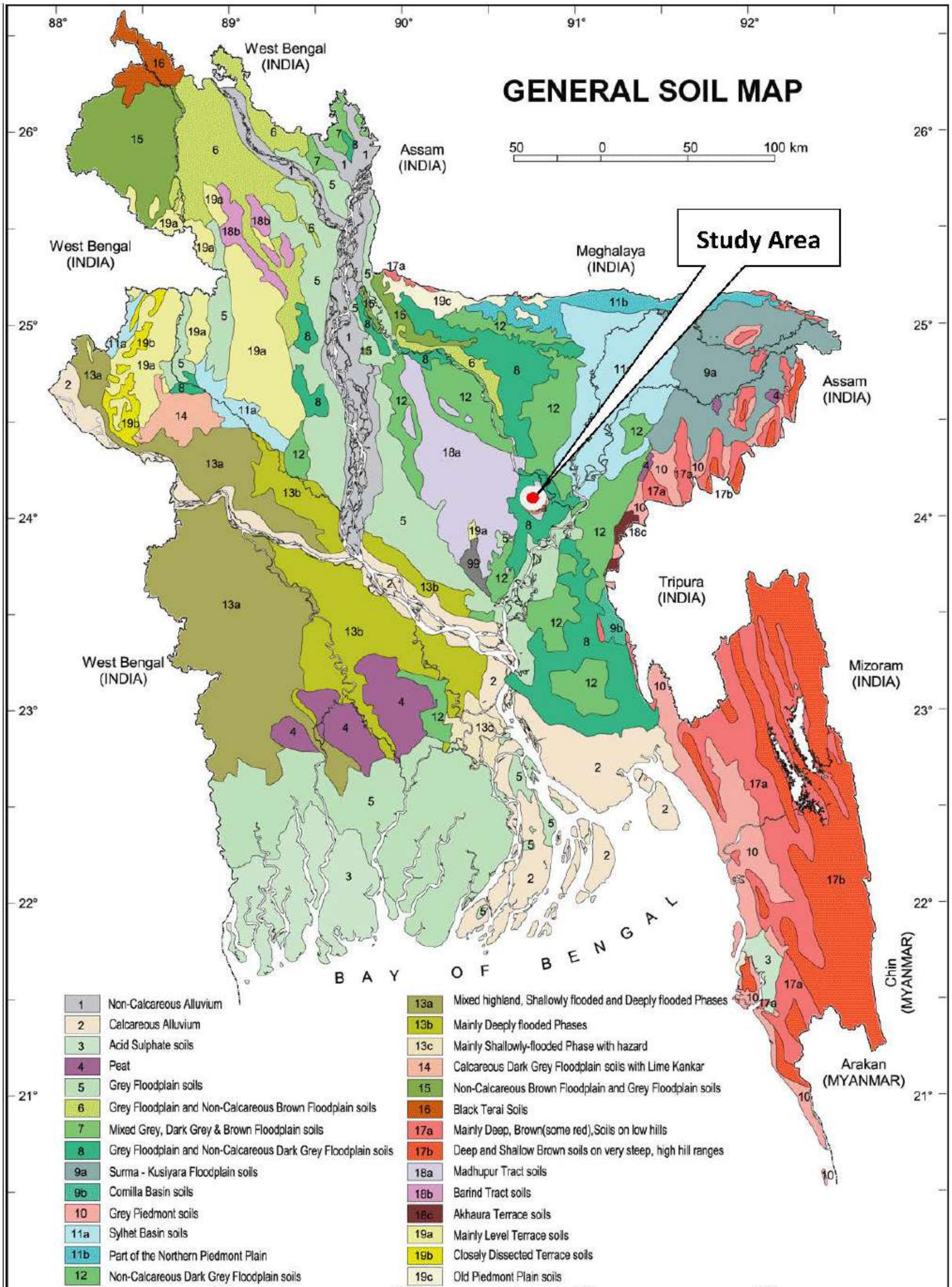

Source: Soil Resource Development Institute, 2013

কিশোরগঞ্জ জেলার সর্ব উত্তরে প্রকল্প এলাকার অবস্থান। এটি একটি পলিনির্মিত সমতল এবং সিসমিক অঞ্চল-১ এর অধীনে পড়ে; সার সিসমিক সহগ ০.০৮জি। এখানকার বাকি সকল ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। নদীমাতৃক দেশ হওয়ায় নদীর গতিপথের সাথে বাংলাদেশে ভূতাত্ত্বিক পরিবর্তন প্রতিনিয়তই ঘটে। রংপুর স্যাডল এলাকা থেকে বদ্বীপ অববাহিকা পর্যন্ত পাললিক পাথর পীঠ-শিলার উপর যথাক্রমে ১২৮ মিটার ও ২১ কিমি গভীর পর্যন্ত থাকে। ক্রেটাসিয়াস কাল থেকে বাংলাদেশে যে পলির চাপ যুক্ত হচ্ছে তার ফলে এখানে কেন্দ্রীয় অঞ্চল ও দক্ষিণে পীঠ-শিলার নিম্নগামীতা দেখা দেয়। ইওসিন কালে বঙ্গোপসাগরের অবস্থার পরিবর্তনের ফলে এই মজুত তৈরি হয়েছে। মানচিত্র ২.৪ এ দেশের ভূমিকম্প অঞ্চল অনুসারে প্রকল্প এলাকার অবস্থার প্রকাশিত হয়েছে।

কিশোরগঞ্জ পৌরসভায় মিশ্র ভূমি বন্ধুরতা দেখা যায়। শহরের মধ্যদিয়ে পূর্ব-পশ্চিমগামী নরসুন্দ নদী পৌরসভাকে দ্বিখন্ডিত করেছে। পৌরসভার পুরোটা জুড়ে নগরায়ন বিস্তৃত। বর্তমান ধারা অনুসারে নগরায়ন ময়মনসিংহ সড়ক অনুসরণ করে উত্তর দিকে হচ্ছে। বর্তমানে তুলনামূলক উঁচু জায়গাগুলোতে নগরায়ন দেখা যায় (সর্বনিম্ন ৬.১৩ মিটার থেকে সর্বোচ্চ ১০.৩১ মিটারের মধ্যে)। রেললাইনে উচ্চতা ৬.৬৯ থেকে ১০.৩১ মিটার। এই ভূমির উচ্চতার তথ্য থেকে প্রকল্প এলাকার কনট্যুর মানচিত্র তৈরি করা হয়েছে (মানচিত্র ২.৫)। কনট্যুর মানচিত্র তৈরিতে কনট্যুর লাইনের উচ্চতার পার্থক্য ০.৩ মিটার রাখা হয়েছে। সমতল ভূমিতে প্রাপ্য স্বাভাবিক চিত্রই কিশোরগঞ্জে বিদ্যমান।

কিশোরগঞ্জ পৌরসভার জলবায়ু বর্ষা দ্বারা প্রভাবিত এবং চারটি ঋতু এর মধ্যে পড়েঃ ১) উত্তর-পশ্চিম মৌসুম ২) মৌসুম পরবর্তি ৩) শীত এবং ৪) মৌসুমের পূর্বে। শীতকাল নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত। তাপমাত্রা নভেম্বর থেকে জানুয়ারী পর্যন্ত কমতে থাকে। শীতকালের পর আসে মৌসুমের পূর্বের ঋতু যাকে গ্রীষ্মকালও বলা হয় (মার্চ থেকে মে)। সর্বমোট বৃষ্টিপাতের ২০ থেকে ২৫ ভাগ এই সময়ে হয়ে থাকে।

গ্রীষ্মকালে দৈনিক সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে ৩৪° ও ২৩° সেলসিয়াস। মৌসুমের শুরু হয় জুনে এবং শেষ হয় সেপ্টেম্বরে। এসময় প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় এবং বাতাসে আর্দ্রতা বেশি থাকে। মৌসুমের পরে এবং শীতের আগে অক্টোবর-নভেম্বর মাসে একটা অন্তর্বর্তী সময় থাকে। এসময় দিনের তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত ও আর্দ্রতা বর্ষা থেকে কম থাকে। এসময় তাপমাত্রা ২১ থেকে ৩০° সেলসিয়াস পর্যন্ত হয়ে থাকে।

কিশোরগঞ্জে ক্রান্তীয় নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া বিদ্যমান। এখানকার আবহাওয়া মোটামুটি একইরকম থাকে। গ্রীষ্মকালে এই অঞ্চলের তাপমাত্রা ২৩ থেকে ৩৪° সেলসিয়াসের মধ্যে থাকে। এখানে এপ্রিল মাসে সবচেয়ে বেশি গরম থাকে এবং জানুয়ারিতে সবচেয়ে বেশি ঠান্ডা যখন সারা দেশে গড় তাপমাত্রা ১১ থেকে ২৭° এর মধ্যে থাকে। কিশোরগঞ্জ পৌরসভা বাংলাদেশের উত্তর দিকে অবস্থিত, যেখানে শীতকালে তুলনামূলক বেশি দিন ধরে বেশি পরিমাণে শীত থাকে।

দৈনিক গড় বাতাসের আর্দ্রতা সর্বনিম্ন মার্চ মাসে ৪৫ থেকে ৭১ শতাংশ এবং সর্বোচ্চ জুলাই মাসে ৮৪ থেকে ৯২ শতাংশ পর্যন্ত হয়ে থাকে। নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারী মাসে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে উত্তর পূর্ব দিকে এবং পশ্চিমাঞ্চলে উত্তর পশ্চিম দিকে বায়ু প্রবাহিত হয়।

কিশোরগঞ্জ পৌরসভার হাইড্রোলজি বর্ষা (জুন থেকে অক্টোবর মাস) দ্বারা প্রভাবিত। নরসুন্দা নদীর পানি উপচিয়ে এখানে প্রায়ই বন্যা হয়ে থাকে। অপর্যাপ্ত ড্রেনেজ ব্যবস্থার কারণে শহরের অভ্যন্তরে সামান্য জলাবদ্ধতা হয়ে থাকে। জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে খাল, বিলের পানির গভীরতা সবচেয়ে হ্রাস পায় ও আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে সবচেয়ে বৃদ্ধি পায়। বৃষ্টির পানি নরসুন্দা নদী হয়ে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদীতে গিয়ে পতিত হয়।

Map-2.4 Location of the Study Area in Earthquake Zone in National Context

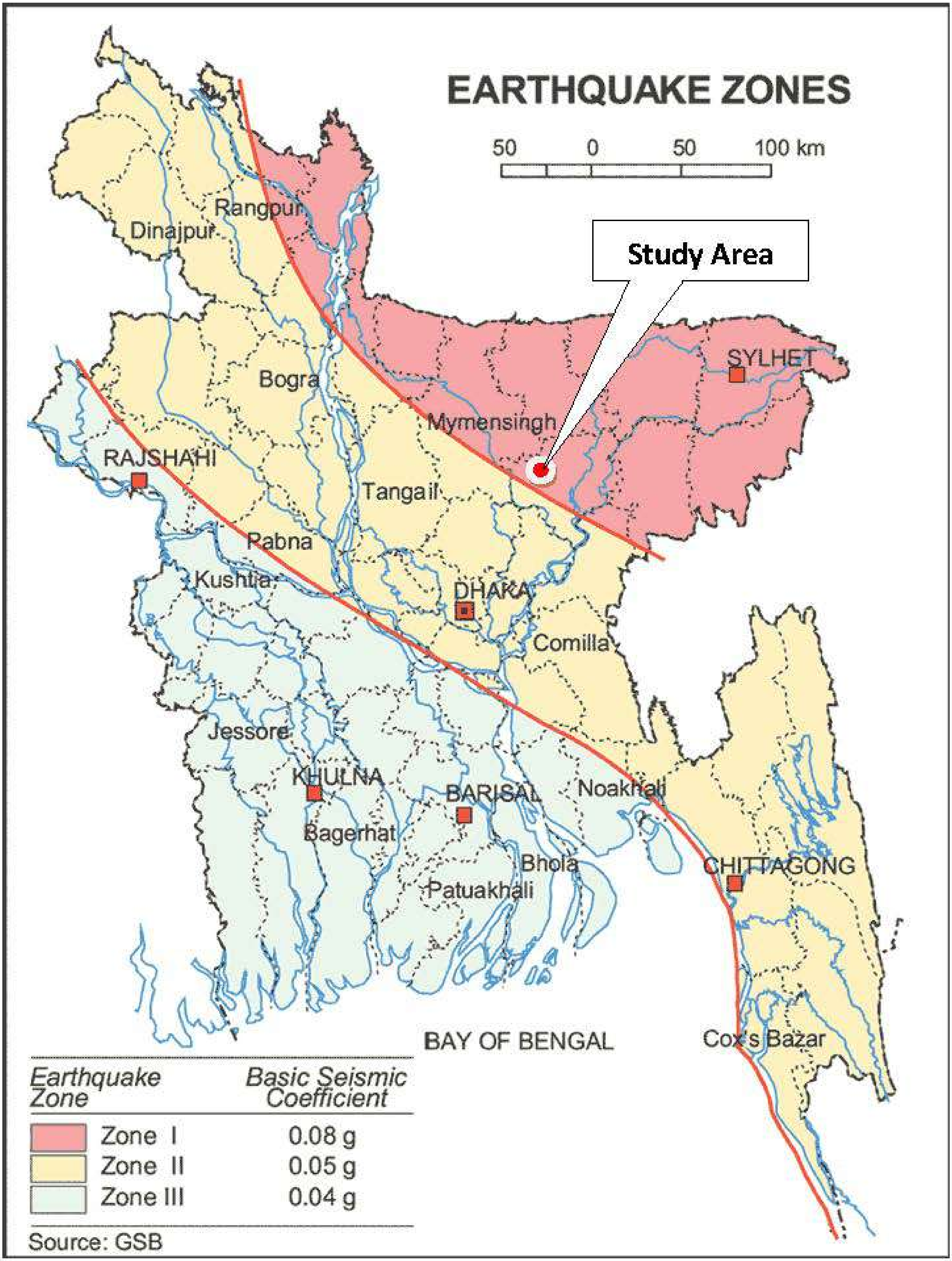

ম্যাপ ২.৫ঃ প্রকল্প এলাকার সমুন্নতি ম্যাপ

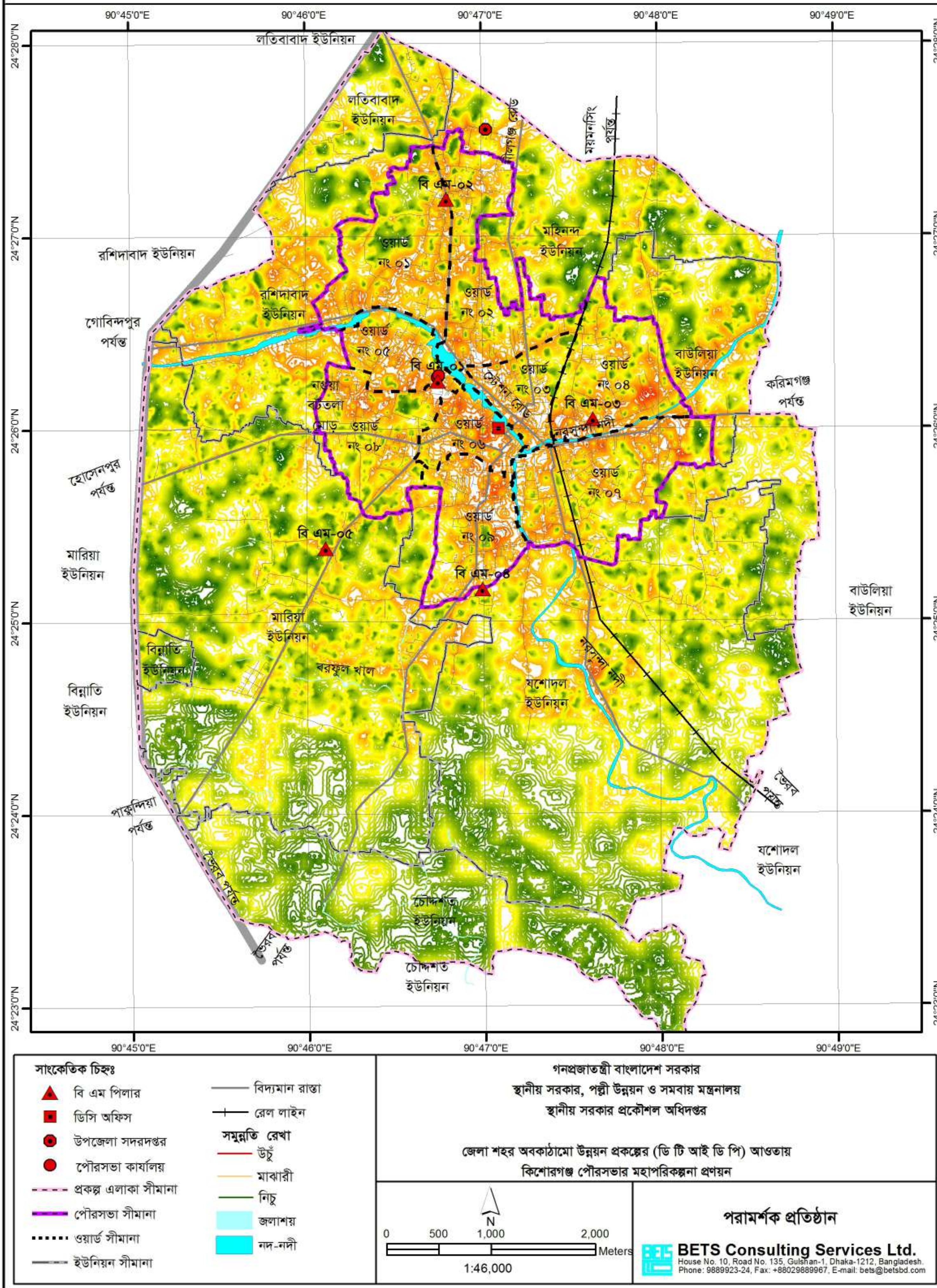

গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের (ডি টি আই ডি পি) আওতায়
কিশোরগঞ্জ পৌরসভার মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন

পরামর্শক প্রতিষ্ঠান

BETS Consulting Services Ltd.
House No. 10, Road No. 135, Gulshan-1, Dhaka-1212, Bangladesh.
Phone: 9889923-24, Fax: +88029889967, E-mail: bets@betsbd.com

২.৫.২ নিষ্কাশন ব্যবস্থা

কিশোরগঞ্জ পৌরসভা প্রাকৃতিক অবনমন সহ একটি নিচু সমতল এলাকা। যদিও শহরের কেন্দ্র রেললাইনের পশ্চিম দিকে কিছুটা উঁচু। নরসুন্দা নদী প্রাথমিক ড্রেন হিসেবে পৌরসভার সকল বৃষ্টিপ্রবাহের পানি প্রবাহিত করে নিয়ে যায়। এছাড়া নরসুন্দা নদীর শাখাও প্রাথমিক ড্রেন হিসেবে কাজ করে যা বৃষ্টির পানি উত্তর দক্ষিণ বরাবর প্রবাহিত করে। এগুলো ছাড়াও দুটি ছোট কৃত্রিম খাল যথা; কাটাখালি খাল ও বরফুল খাল প্রাথমিক ড্রেন হিসেবে কাজ করে। এছাড়াও এখানে অনেক খাল, সেচখাল এবং জলাভূমি বিদ্যমান যা প্রাথমিক ড্রেন অথবা জলাধার হিসেবে কাজ করতে পারে।

প্রাকৃতিক জলাভূমি, জলাশয়, খাল, বিল, হাওর, বাওর এবং অন্যান্য অনুন্নত এলাকা প্রাকৃতিক ড্রেনেজ ব্যবস্থার অংশ হিসেবে পরিগণিত হতে পারে। উপযুক্ত ভৌগলিক অবস্থা বিদ্যমান থাকলে কিছু এলাকাকে কোনও রকম পরিবর্তন ছাড়া সংরক্ষণ করা যেতে পারে। আবার কিছু এলাকাতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ পরিবর্তন প্রয়োজন দেখা দিতে পারে।

কিশোরগঞ্জ শহরের সেকেন্ডারি ও টারশিয়ারি ড্রেনের কার্যক্রম পরিচালনা করে কিশোরগঞ্জ পৌরসভা। পৌরসভার বেসিন এলাকা দুটি উপ-বেসিনে বিভক্ত যা থেকে বৃষ্টির পানি প্রাথমিক ড্রেনেজ ব্যবস্থা যথা; নরসুন্দা-পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদী ব্যবস্থায় গিয়ে পড়ে। সেকেন্ডারি ও প্রাথমিক ড্রেন পৌরসভা কর্তৃপক্ষ নিয়মিত পরিদর্শন করে পরিষ্কার করে প্রবাহ ঠিক রাখে। এখানে সেকেন্ডারি ড্রেনের সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য। সর্বমোট ২৩.৫৯ কিমি ড্রেনের মধ্যে মাত্র ৭৫টি সেকেন্ডারি ড্রেন। এগুলোর আকার ও দৈর্ঘ্য অপর্যাপ্ত হওয়ায় এগুলো সেকেন্ডারি ড্রেন হিসেবে কাজ করেনা।

২.৬ বিদ্যমান ভৌত অবকাঠামো

২.৬.১নগর উন্নয়ন এলাকা

প্রকল্প এলাকায় ভৌত উন্নয়নের কোনও বাধা পরিলক্ষিত হয়নি। শুধুমাত্র নরসুন্দা নদীর মৌসুমি বন্যাকে ভৌত উন্নয়নের বাধা হিসেবে দেখা যেতে পারে। সমতল কিশোরগঞ্জে বন্যা খুব বড় সমস্যা নয় এবং এখানকার উন্নয়ন একারণে তেমন বাধাপ্রাপ্ত হয়না। এছাড়াও কিশোরগঞ্জ অন্যান্য জেলা শহর যথা ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, নরসিংদী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, সিলেট ও ঢাকার সাথে ভালভাবে সংযুক্ত যা এখানকার ভৌত উন্নয়নের জন্য কাঁচামাল সংগ্রহ সহজ করবে।

ভৌত অবস্থার জরিপ ও পৌরসভার সীমানা নির্ধারণের সময় দেখা গেছে যে এখানকার নগর এলাকার বৃদ্ধি দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে হচ্ছে। এছাড়া বড় রাস্তার সাথেও কিশোরগঞ্জ শহরের বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়। প্রকল্প এলাকার বৃদ্ধি চারটি স্থানিক ফ্যাক্টরের কারণে হয়ে থাকেঃ

- জমির মূল্য
- সড়কের অভিগম্যতা
- আবাসিক এলাকা
- ভূমির উচ্চতা/বন্ধুরতা

জমির মূল্য অনুসারে পৌরসভার বিকাশ মূলত প্রধান সড়কের ধারেই হবে। ওয়ার্ড নং ৩, ৫ ও ৬ এর ভবিষ্যতে নগরের বিকাশের বেশি সম্ভাবনা রয়েছে।

সড়কের অভিগম্যতার সারফেস মানচিত্র অনুসারে শহরের বিকাশ মূলত প্রাথমিক ও সেকেন্ডারি সড়কের সাথে হবে। এটি মূলত সহজগম্যতার কারণেই হবে। এই মানচিত্র 'রিবন ডেভেলপমেন্ট'-এর ভবিষ্যদ্বানী করে। মহাপরিকল্পনায় এটি নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থা নিতে হবে।

ভূমির উচ্চতা অনুসারে পৌরসভা এলাকা ভবিষ্যৎ নগরায়নের জন্য খুবই উপযুক্ত। যদিও ওয়ার্ড নং ২, ৪ ও ৭ এ বিকাশের সম্ভাবনা কিছুটা কম; কিন্তু এখানেও ভূমির উচ্চতা কম নয়। এসব এলাকার উন্নয়ন ভবিষ্যতে করা সম্ভব।

কিশোরগঞ্জ পৌরসভায় আবাসিক এলাকার সংখ্যা অনেক বেশি। আবাসিক এলাকার উন্নয়নই একটি এলাকার বিকাশের ধারা নির্ধারণ করে। আবাসিক এলাকার সারফেস মানচিত্র ভূমির উচ্চতার মত একই বিকাশ এলাকা প্রকাশ করে। এর মাধ্যমে দেখা যায় যে পুরো পৌরসভাতেই ভবিষ্যতে নগর বিকাশের সম্ভাবনা রয়েছে।

উপরোক্ত চারটি স্থানিক ফ্যাক্টর অনুসারে দেখা যায় যে পৌরসভার বিকাশ ভবিষ্যতে রাস্তার সাথে রৈখিকভাবে হবে। সম্পুর্ণ পৌরসভা জুড়ে এই নগরায়নের বিকাশ ঘটবে। ওয়ার্ড ১, ৮ ও ৯ এ নগরের ঘনীভূত বিকাশের বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে। ওয়ার্ড ৩ ও ৬ এও অনেক বৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখা যায়। ওয়ার্ড নং ৪ ও ৫ এ তুলনামূলক কম বিকাশের সম্ভাবনা দেখা যায়।

২.৬.২ যাতায়াত ও সড়ক ব্যবস্থা

২.৬.২.১ যাতায়াত ব্যবস্থা

প্রকল্প এলাকার মধ্য দিয়ে রঘুরামপুর-কিশোরগঞ্জ-ভৈরববাজার সড়ক (আর-৩৬০) নামে একটি আঞ্চলিক সড়ক গিয়েছে। এটি স্থানীয় ও আঞ্চলিক যোগাযোগে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। প্রকল্প এলাকার বাকি সড়কসমূহ ফিডার সড়ক ও স্থানীয় সড়ক যা আশেপাশের বিভিন্ন উপজেলার সাথে সংযোগ রক্ষা করে। পৌরসভাতে কোনও জাতীয় সড়ক নেই।

প্রকল্প এলাকার অভ্যন্তরে কিশোরগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশন অবস্থিত। কিশোরগঞ্জ পৌরসভার অভ্যন্তরে রেললাইনের দৈর্ঘ্য ২.৮২ কিমি এবং বর্ধিত প্রকল্প এলাকায় দৈর্ঘ্য ৩ কিমি। এই রেলপথের মাধ্যমে পৌরসভা ময়মনসিংহ, জামালপুর জেলা সদর, ভৈরববাজার, গাজিপুর, ঢাকা এবং অন্যান্য শহরের সাথে সংযুক্ত। এই রেলপথ কৃষি পণ্য, বাণিজ্যিক পণ্য ও অন্যান্য জিনিসপত্র এবং যাত্রী পরিবহন করার জন্য সহজ সুযোগ নিয়ে আসে। এর ফলে এই অঞ্চলে এই পৌরসভার গুরুত্ব বাড়ে।

২.৬.২.২ সড়কের শ্রেণিবিভাগ

কার্যকারিতার ভিত্তিতে প্রকল্প এলাকার সড়কসমূহ নিম্নলিখিত ৫টি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়ঃ

- আঞ্চলিক সড়ক
- প্রাথমিক সড়ক/জেলা সড়ক
- সেকেন্ডারি রোড
- স্থানীয় সড়ক
- একসেস রোড

প্রকল্প এলাকার সড়কসমূহ প্রাথমিক, সেকেন্ডারি ও স্থানীয় সড়কে বিভক্ত। যানবাহন ও পরিবহন ব্যবস্থার জরিপ থেকে দেখা যায় যে প্রকল্প এলাকায় প্রাথমিক সড়ক আছে ৮৫.২৫ কিমি, সেকেন্ডারি সড়ক ১৬৪.৩৮ কিমি, স্থানীয় সড়ক ২৪২.৫৭ কিমি এবং বাকি সব একসেস রোড। সর্বমোট সড়কের দৈর্ঘ্য ৬৭৯.৫১ কিমি। সারণি ২.৬-এ প্রকল্প এলাকার সড়ক ব্যবস্থার উচ্চক্রম দেখানো হয়েছে।

সারণি ২.৬ সড়ক নেটওয়ার্কের উচ্চক্রম

সড়কের প্রকার	দৈর্ঘ্য (কিমি)	শতাংশ
আঞ্চলিক	৭.১৬	১.০৫
প্রাথমিক	৮৫.২৫	১২.৫৫
সেকেন্ডারি	১৬৪.৩৮	২৪.১৯
স্থানীয়	২৪২.৫৭	৩৫.৭০
একসেস	১৮০.১৫	২৬.৫১
সর্বমোট	**৬৭৯.৫১**	**১০০**

তথ্যসূত্রঃ *বেটস কর্তৃক ট্রাফিক ও ট্রান্সপোর্টেশন জরি, ২০১৩*

২.৬.২.৩ বিদ্যমান যোগাযোগ অবকাঠামো

প্রকল্প এলাকায় ৪ টি বাস টার্মিনাল রয়েছে; ওয়ার্ড ১, ৯ এবং ৭ (২টি)-এ। গাইটাইল বাস টার্মিনাল ময়মনসিংহ সড়কে, এবং অন্যান্য দুটি বাস স্ট্যান্ড বত্রিশ বাস স্ট্যান্ড এবং একরামপুর বাস স্ট্যান্ড শহরের বিভিন্ন অংশে অবস্থিত। এছাড়া শহরে বেশ কয়েকটি ফিলিং স্টেশন, গ্যারেজ ও যানবাহন মেরামত কারখানা।

এখানকার রেলওয়ে স্টেশন ওয়ার্ড ৭ এ অবস্থিত। পুরাতন স্টেডিয়াম যা ওয়ার্ড ২ এ অবস্থিত তা হেলিপ্যাড হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পৌরসভাতে কোনও নির্ধারিত ট্রাক টার্মিনাল নেই। এখানে ১০৫ টি বক্স কালভার্ট এবং ১০ টি পাইপ কালভার্ট রয়েছে। পৌরসভা এলাকায় ২২ টি ব্রিজ রয়েছে। প্রকল্প এলাকায় একটি রেলওয়ে সেতুও রয়েছে।

২.৭ ভূমি ব্যবহার ও নাগরিক সেবা

২.৭.১ ভূমি ব্যবহার

প্রকল্প এলাকার স্থানিক গঠন ও ভূমি ব্যবহার এখানকার স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের কারণে হয়েছে। যদিও বিগত দশক ধরে এখানে উন্নয়ন বিকশিত হচ্ছে কিন্তু তারপরও প্রকল্প এলাকার মূল ভূমি ব্যবহার হল কৃষি। প্রকল্প এলাকার মধ্যবর্তী স্থানে ও বড় রাস্তার ধারে মূলত নগরের বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। বিদ্যমান ভূমি ব্যবহারের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিচে দেওয়া হল।

২.৭.১.১ আবাসিক

সর্বমোট ৩৮৬০.৬৫ একর (১৫.৬২ বর্গকিমি) যা সমস্ত প্রকল্প এলাকার ৩৪.৯৬%; আবাসিক ভূমি ব্যবহারের অন্তর্ভুক্ত। মূলত রাস্তার পাশে আবাসিক ভূমি ব্যবহার বিকশিত। ওয়ার্ড ২, ৭ ও ৮ এ প্রায় পুরোটাই আবাসিক এলাকা হিসেবে চিহ্নিত।

২.৭.১.২ বাণিজ্যিক

বাণিজ্যিক ভূমি ব্যবহার প্রকল্প এলাকার ৭৪.০৯ একর (০.৩০ বর্গ কিমি) অথবা ০.৬৭% এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। ভোক্তার সংখ্যার উপর বাণিজ্যিক ভূমি ব্যবহারের বিস্তার নির্ভর করে। বর্ধিত প্রকল্প এলাকা, ওয়ার্ড নং ৭ ও ওয়ার্ড ২ এ বাণিজ্যিক ব্যবহার মূলত বেশি দেখা যায়।

২.৭.১.৩ শিল্প কারখানা

শিল্প কারখানা প্রকল্প এলাকায় আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমি ব্যবহার। কিন্তু মাত্র ৮১.৮৯ একর (০.৩৩ বর্গকিমি) অথবা প্রকল্প এলাকার ০.৭৪% এলাকা এই ভূমি ব্যবহারের অন্তর্ভুক্ত। বিদ্যমান শিল্পকারখানা পরিবেশ অধিদপ্তর দ্বারা বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত। প্রকল্প এলাকায় সর্বমোট ১০৭ টি শিল্প কারখানা আছে, যার মধ্যে ১টি লাল শ্রেণির (সুবোধ বিড়ি ফ্যাক্টরি)। প্রকল্প এলাকার তিনটি টেক্সটাইল মিল কমলা-খ শ্রেণির অধীনে পড়ে। এখানে অনেকগুলো রাইস মিল (চালের মিল) বিদ্যমান। প্রকল্প এলাকায় ৬৫টি কমলা ‘খ’ এবং ৩৪টি কমলা ‘ক’ শ্রেণির কারখানা রয়েছে। ওয়ার্ড নং ৫ এ কোনও শিল্প কারখানা নেই।

২.৭.১.৪ কৃষি

বর্ধিত এলাকায় কৃষি হচ্ছে সবচেয়ে প্রধান ভূমি ব্যবহার। প্রকল্প এলাকার সবচেয়ে বেশি ভূমি এই ব্যবহারের অন্তর্ভুক্ত। প্রায় ৫০২৭.৮৪ একর (২২.৭৮ বর্গকিমি) জমি এই ভূমি ব্যবহারের অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে রয়েছে ধান খেত, শস্য খেত, গোচারণ ভূমি, উদ্যান, ফলের বাগান, দুগ্ধ খামার, হাঁস খামার, মৎস্য খামার, নার্সারি, বাঁশ বাগান প্রভৃতি। প্রকল্প এলাকার সর্বোচ্চ ৫১ ভাগ ভূমি এই ব্যবহারের অন্তর্ভুক্ত।

২.৭.১.৫ শিক্ষা

প্রকল্প এলাকার ০.৬৭ ভাগ তথা ৭৪.১৩ একর (০.৩ বর্গকিমি) ভূমি এই ব্যবহারের অন্তর্ভুক্ত। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে রয়েছে কিন্ডারগার্টেন, সরকারি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, উচ্চ বিদ্যালয়, কলেজ, মাদ্রাসা, কম্পিউটার শিক্ষা কেন্দ্র, কোচিং সেন্টার প্রভৃতি। ওয়ার্ড ৫ এ সর্বোচ্চ পরিমাণ শিক্ষা ভূমি ব্যবহার রয়েছে।

২.৭.১.৬ যাতায়াত ও যোগাযোগ

যাতায়াত ব্যবস্থা

যাতায়াত ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে কাচা রাস্তা, পাকা রাস্তা, সেমিপাকা রাস্তা, ফুটপাথ, হাটার রাস্তা, সড়ক দ্বীপ, বাঁধ ও রেলওয়ে। এর মধ্যে প্রকল্প এলাকার ৩% ভূমি অন্তর্ভুক্ত যা ১.৩৪ বর্গ কিমি। এটি অত্যন্ত কম যা সর্বনিম্ন প্রয়োজনকেও পরিসেবিত করেনা। সড়কই যাতায়াত ব্যবস্থার মূল। ওয়ার্ড ১-এ সর্বোচ্চ পরিমাণ ভূমি এই ভূমি ব্যবহারের অন্তর্ভুক্ত।

যোগাযোগ সুবিধা

যোগাযোগ সুবিধার মধ্যে রয়েছে বাস টার্মিনাল, ফিলিং স্টেশন, গ্যারাজ, মোবাইল টাওয়ার, প্যাসেঞ্জার শেড, পোস্ট অফিস, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, টিকেট কাউন্টার এবং পরিবহন অফিস। সর্বমোট ০.১৫ একর জমি এই ব্যবহারের অন্তর্ভুক্ত। প্রকল্প এলাকায় ওয়ার্ড ২ এ সর্বোচ্চ এধরণের ভূমি ব্যবহার রয়েছে; এর পরে আছে ওয়ার্ড ১ ও ৮।

২.৭.২ নাগরিক সুবিধাদি

প্রকল্প এলাকায় ১ টি চার্চ, ৩৪টি মন্দির, ২৩২ টি মসজিদ, ৭টি মাজার, ৩টি ঈদগাহ, ১ টি শ্মশান, ২টি সিমেট্রি এবং ১৬৬টি গোরস্তান রয়েছে। ওয়ার্ড নং ৪ এ বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ঈদগাহ, শোলাকিয়া ঈদগাহ, অবস্থিত।

প্রকল্প এলাকায় কিছু নিয়ন্ত্রিত গমন এলাকা রয়েছে। কিশোরগঞ্জ জেলা আনসার ট্রেনিং সেন্টার, পাওয়ার গ্রিড, পুলিশ স্টেশন, পুলিশ লাইন, পুলিশ ফাঁড়ি ও রেলওয়ে থানা এর মধ্যে অন্যতম।

প্রকল্প এলাকায় ৪ টি বাস টার্মিনাল রয়েছে; ওয়ার্ড ১, ৯ এবং ৭ (২টি) -এ। গাইটাইল বাস টার্মিনাল ময়মনসিংহ সড়কে, এবং অন্যান্য দুটি বাস স্ট্যান্ড বত্রিশ বাস স্ট্যান্ড এবং একরামপুর বাস স্ট্যান্ড শহরের বিভিন্ন অংশে অবস্থিত। এছাড়া শহরে বেশ কয়েকটি ফিলিং স্টেশন, গ্যারেজ ও যানবাহন মেরামত কারখানা। এখানে কোনও ট্রাক টার্মিনাল নেই।

ওয়ার্ড নং ৬ এ পিডিবির একটি ১৪ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র এই পৌরসভায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করে। যশোদল ইউনিয়নে পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি বাংলাদেশ এর কার্যালয় অবস্থিত। পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের অফিস অবস্থিত

ম্যাপ ২.৭ঃ প্রকল্প এলাকায় বস্তি ও ঝুপরির অবস্থান

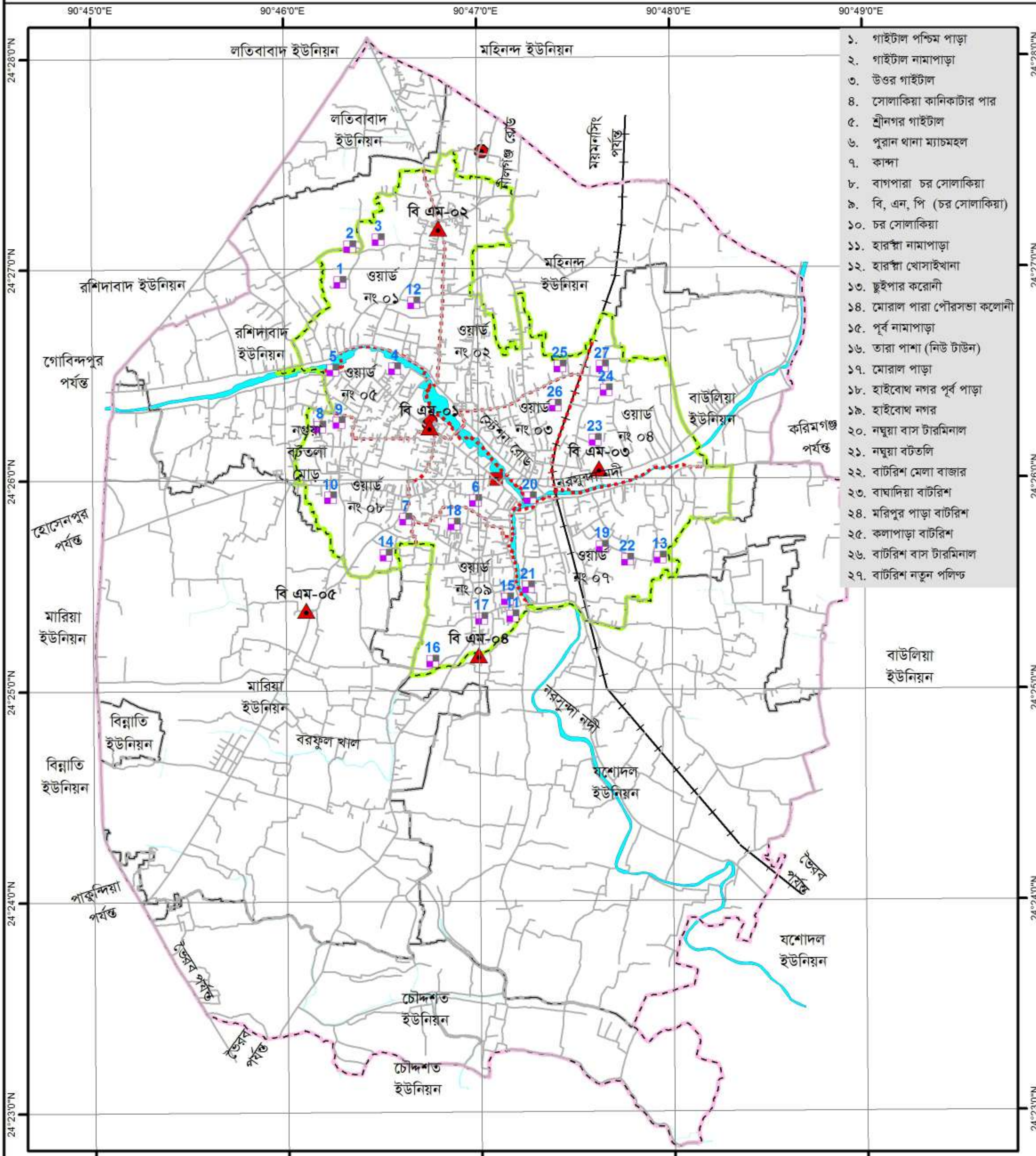

সাংকেতিক চিহ্নঃ

- বি এম পিলার
- ডিসি অফিস
- উপজেলা সদরদপ্তর
- পৌরসভা কার্যালয়
- প্রকল্প এলাকা সীমানা
- পৌরসভা সীমানা
- ওয়াড সীমানা
- ইউনিয়ন সীমানা
- রেল লাইন
- বস্তির অবস্থান
- বিদ্যমান রাস্তা
- জলাশয়
- নদ-নদী

গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের (ডি টি আই ডি পি) আওতায়
কিশোরগঞ্জ পৌরসভার মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন

N

0 500 1,000 2,000 Meters

1:46,000

পরামর্শক প্রতিষ্ঠান

BETS Consulting Services Ltd.
House No. 10, Road No. 135, Gulshan-1, Dhaka-1212, Bangladesh.
Phone: 9889923-24, Fax: +88029889967, E-mail: bets@betsbd.com

২.৮.১শিক্ষাগত অবস্থা

প্রকল্প এলাকায় বস্তিগুলোতে শিক্ষার অবস্থা সন্তোষজনক পর্যায়ের নয়। তারা তাদের প্রধান মৌলিক চাহিদাসমূহ পূরণ করতে পারে না। আর তাই, তারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেতে উৎসাহ বোধ করেনা। সর্বমোট ৩৩.৩% মানুষ অশিক্ষিত, ২২.২০% মানুষ প্রাথমিক স্তরের শিক্ষায় শিক্ষিত। জরিপ থেকে দেখা যায় যে, মাত্র ২২.২০% মানুষ মাধ্যমিক শিক্ষায় শিক্ষিত, ১১.১০% মানুষ গ্রাজুয়েট এবং বাকিরা অন্যান্য বিভিন্ন ধরণের শিক্ষায় শিক্ষিত।

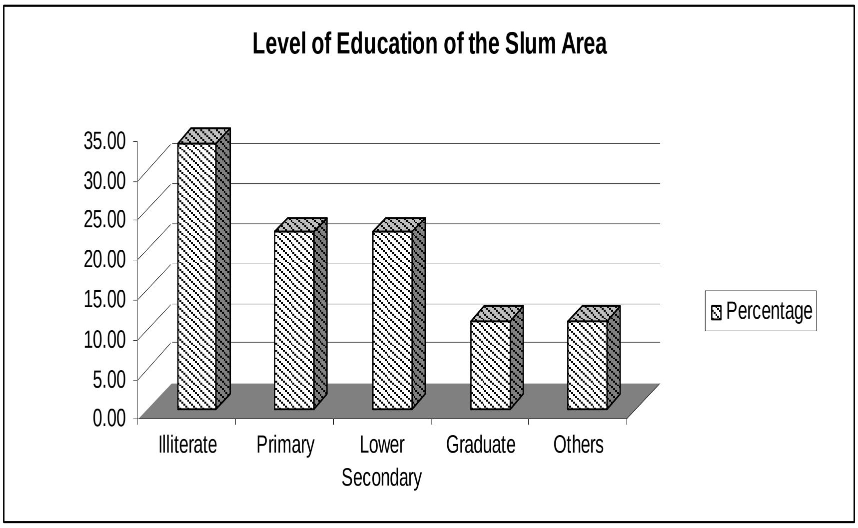

চিত্র ২.১ বস্তিবাসীদের শিক্ষার চিত্র

২.৮.২ পেশা এবং আয়

একজন দরিদ্র ব্যক্তি আবাসনের জন্য পেশা এবং আয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক হিসেবে তার নিজের ও তার পরিবারের জন্য নির্বাচন করে। ভিক্ষাবৃত্তি, দিনমজুর, রিকশা/ভ্যান চালক, পরিবহন কার্য, হোটেল/রেস্টুরেন্টের কাজ, রাজমিস্ত্রী, ছাত্র প্রভৃতি পেশা বস্তিগুলোতে দেখা যায়। প্রায় ২৬% পরিবারের সদস্যরা রাজমিস্ত্রী তারপরেই ৮.৭% পরিবারের সদস্যরা দিনমজুর হিসেবে কাজ করে। এই পেশাগুলোতে মহিলাদের অংশগ্রহণ বেশি। দিনমজুরি কাজ একটি এলাকার উন্নয়ন কর্মকান্ডের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং এটি সারা বছর ধরে নিশ্চিত চাকুরি নয়।

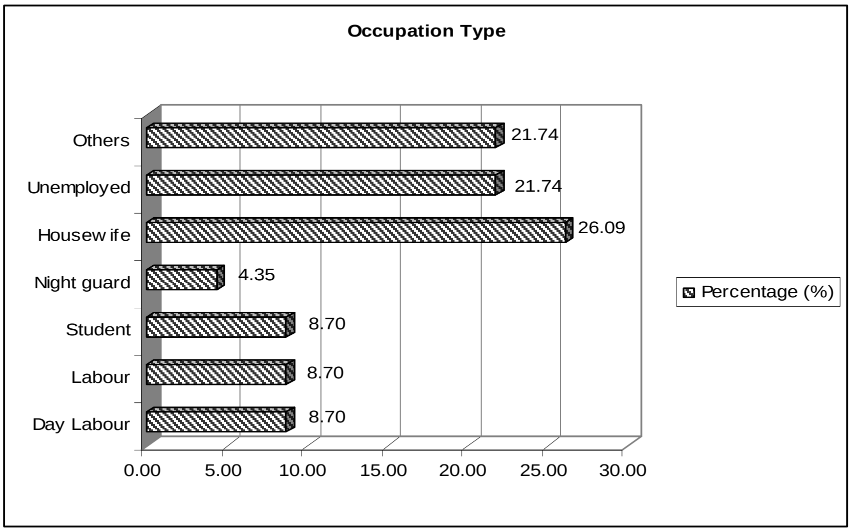

চিত্র ২.২ বস্তিবাসীর পেশা

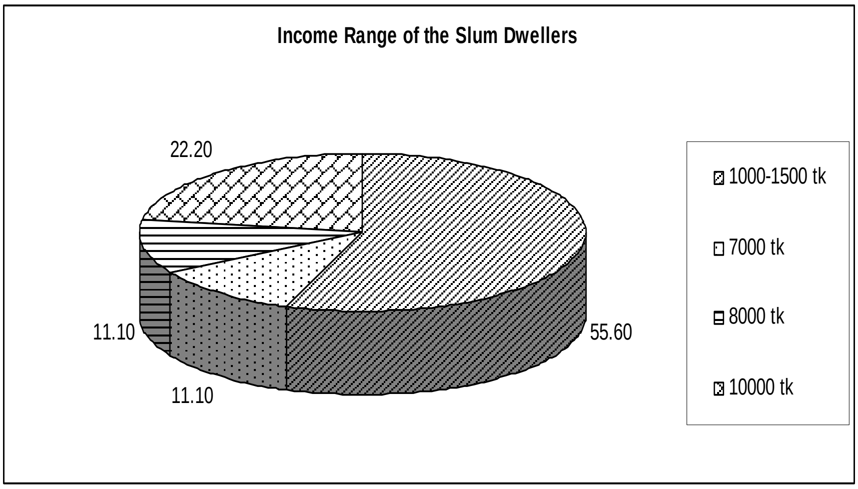

চিত্র ২.৩ বস্তিবাসির আয়ের পরিমাণ

২.৮.৩ আবাসনের অবস্থা

সুইপার কলোনী বস্তির প্রায় ৮৮ভাগ ভবনই কাঁচা এবং অস্থায়ী স্বল্পমূল্যের উপাদান (বাঁশ, সিআই শীট) দ্বারা নির্মিত। ১২% বাড়ি সেমি-পাকা। ঘরের গড় আকার ৯৪ বর্গফুট। এই স্টাডিতে বস্তিতে কোন পাকা ঘর পাওয়া যায়নি। নির্মাণের ধরণ দেখে বোঝা যায় যে নির্মাতা নির্মাণ ব্যয় কম রেখে ভাড়া কমাতে চেয়েছেন। শিল্পখাতের দরিদ্র মানুষদের আবাসন চাহিদা পূরণেই এরকম করা হয়েছে।

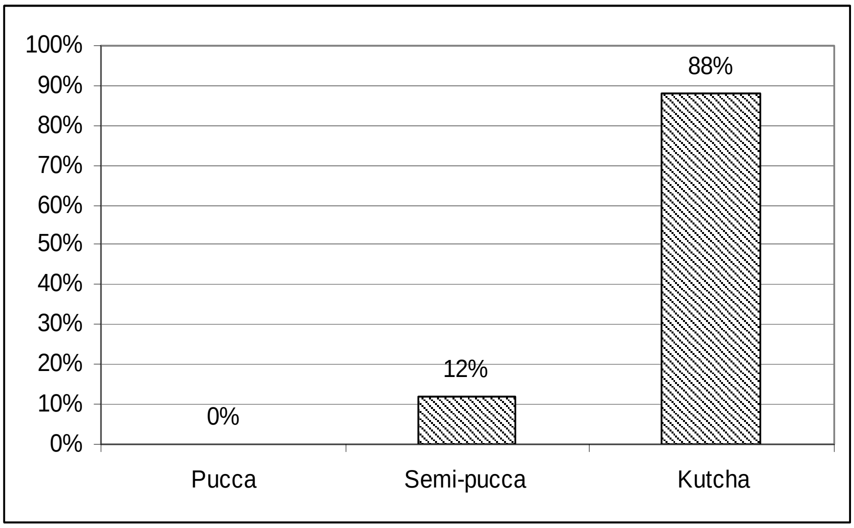

চিত্র ২.৪ বস্তি এলাকায় ভবনের প্রকারভেদ

২.৮.৪পৌর সেবা সমূহ

সড়ক, স্বাস্থ্যসেবা, বিনোদন সেবা, নিরাপদ পানির ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যকর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সুবিধা, পয়ঃ ব্যবস্থা, স্যানিটেশন ব্যবস্থার প্রাপতা এবং রান্না ও ঘরের আলোর জন্য জ্বালানীর ব্যবহার হল নগর জীবনের কিছু মৌলিক চাহিদা। অনগ্রসর জনগণ সর্বদাই এধরণের সুবিধাসমূহ থেকে বঞ্চিত থাকে।

অ্যাকসেস রোড: দেখা যায় যে, এখানে পাকা ৮৫.৭% এবং সেমি-পাকা ১৪.৩% অ্যাকসেস রোড প্রধান সড়কের সাথে সংযুক্ত কিন্তু বস্তির ভিতরের অংশ খুবই ঘিঞ্জি।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা: জরিপ এবং পরিবারের সদস্যদের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে জানা যায় যে, এখানে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সুবিধা সন্তোষজনক নয়। মাত্র ৭৭.৮০% পরিবার ডাস্টবিন ব্যবহার করে এবং ২২.২০% পরিবার তাদের বাড়ির বাইরেই বর্জ্য ফেলে দেয়।

পানি সরবরাহ: এই বস্তি এলাকা সরাসরি পানি সরবরাস ব্যবস্থার সাথে সংযুক্ত নয়। এখানে মাত্র একটি চাপকল রয়েছে। পানি সংগ্রহ করা বাসিন্দাদের জন্য কষ্টকর ও সময় গ্রাসকারী। আশেপাশের পুকুর ও জলাশয় থেকে সংগৃহীত পানি বাড়ির অন্যান্য কাজে ব্যবহৃত হয়। প্রায় ১০০% বাড়ি চাপকল থেকে তাদের পানের পানি সংগ্রহ করে।

পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা: পৌরসভা এলাকাতে যথাযথ পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা অনুপস্থিত। মানুষের বসবাসের জন্য পানি ও অন্যান্য বর্জ্য নিষ্কাশনের জন্য সঠিক ড্রেনেজ ব্যবস্থা এবং স্বাস্থ্যকর পায়খানা অত্যন্ত জরুরি উপাদান। বস্তি এলাকায় প্রায় ৬৭% পরিবার কমিউনিটি পিট-ল্যাট্রিন ব্যবহার করে, ১১% বাড়ি কম্বাইন্ড পিট-ল্যাট্রিন ব্যবহার করে এবং ২২.২০% অন্যান্য অথবা উন্মুক্ত স্থান ব্যবহার করে। বস্তির সার্বিক স্বাস্থ্যখাতের অবস্থা খুবই খারাপ। কিছু বসতবাড়ির মালিক তাদের নিজের ব্যবহারে ঝুলন্ত পায়খানা নির্মাণ করেছেন। প্রায় সকল বাচ্চা উন্মুক্ত স্থান অথবা পুকুর/জলাশয় পায়খানা হিসেবে ব্যবহার করে।

২.৯ প্রকল্প এলাকায় ভূমির অবৈধ দখল

কিছু লোকের নিজের মালিকানাধীন না থাকা সম্পদে অবৈধ দখলদারিত্ব বাংলাদেশে একটি সাধারণ ঘটনা। সরকারি জমি যথা রাস্তার জায়গা, নদী ও নদীর তীর, রেলের জায়গা এবং খাস জমি এই বাছবিচারহীন অবৈধ দখলের লক্ষ্য যেখানে এর ভৌত ও সামাজিক প্রভাবের দিকে কোন নজর দেওয়া হয়না। এর ফলে আশেপাশের এলাকায় খারাপ প্রভাব পড়ে। প্রায়শই এলাকার ভিতর অথবা বাহিরে প্রচন্ড যানজট, জলাবদ্ধতা, ড্রেন বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং নদীভাঙ্গন প্রভৃতি সমস্যাসমূহ দেখা যায়। এর কারণ হচ্ছে ইউটিলিটি করিডোরে দখলের কারণে সৃষ্টি হওয়া বাধা। কিশোরগঞ্জ শহর সরকারি জমি অথবা ইউটিলিটি করিডোরের এই অবৈধ দখলের কারণে বিরূপভাবে প্রভাবিত।

২.৯.১ অবৈধ দখল হওয়া জমির প্রকারভেদ

প্রকল্প এলাকায় নিম্নলিখিত ধরণের ভূমিতে অবৈধ দখল দেখা গেছেঃ

১. নরসুন্দা নদী এবং এর তীর
২. রেলপথ এবং রেলের সম্পত্তি
৩. সড়কের জায়গা দখল
৪. সড়কের পাশের ড্রেনের দখল
৫. অন্যান্য (খাস জমি)

২.৯.১.১ নরসুন্দা নদী এবং এর তীর

নরসুন্দা নদী এবং এর তীরে অনেকগুলো প্লট দখল হয়ে গেছে। মানুষ জমি দখল করে সেখানে দোকান, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, বাড়িঘর, ছোট কারখানা, মসজিদ, মাদ্রাসা প্রভৃতি তৈরি করেছে। একজন অবৈধ দখলদার প্রথমে নদীতীরের একটি প্লট অথবা জলাধারের একটি অংশ দখল করে এবং পরে আস্তে আস্তে বালি/মাটি দ্বারা সেটা পুরোপুরি ভরাট করে ফেলে। সারণি ২.৮ এ কিশোরগঞ্জ মৌজাতে নরসুন্দা নদীর কয়েকটি বেদখল হয়ে যাওয়া প্লটের তথ্য দেওয়া হল।

সারণি ২.৮ কিশোরগঞ্জ মৌজার অধীনে নরসুন্দা নদীতে দখলকৃত এলাকার তালিকা

ক্রমিক নং	এসএ			আরএস			বর্তমান অবস্থা	আরএস খতিয়ান নং	অবৈধ দখলদ্বারীদের নাম ও ঠিকানা
	দাগ নং	ভূমির শ্রেণি	ভূমির আয়তন (একর)	দাগ নং	ভূমির শ্রেণি	ভূমির আয়তন (একর)			
১	১২৪৯৯	নদী	১১.৮৭৯	১৩৩৩৩ ১৩৩৩৪ ১৩৩৩৫ ১৩৩৩৬ ১৩৩৩৭ ১৩৩৩৮ ১৩৩৩৯ ১৩৩৪০ ১৩৩৪১ ১৩৩৪২	বাড়ি দোকান দোকান দোকান দোকান দোকান দোকান দোকান দোকান সড়ক	.০০৫৬ .০০২৪ .০০৪০ .০০৩৬ .০০২৪ .০১৫৬ .০০৬৮ .০০৭৫ .০১৮৪ .০১৫৬			১. মোঃ আফীর উদ্দীন, পিতাঃ শামসুদ্দিন, গ্রাম, লতিফাবাদ; ২. সোহরাব মিয়া, পিতাঃ নূর হোসেন, গ্রামঃ হারুয়া; ৩. মজিবর রহমান, পিতাঃ আ. কাদির, গ্রামঃ মাঝিকাঁপন; ৪. আবু সাইয়িদ, পিতাঃ মাহাবুবুর রহমান, গ্রামঃ খামারপট্টি; ৫. সঞ্জয় সরকার, পিতাঃ অমর নাথ, গ্রামঃ খামারপট্টি (রংমহল সিনেমার পাশে); ৬. শাহজাহান, পিতাঃ বাহাউদ্দীন, গ্রামঃ নাগুয়া; ৭. নজরুল ইসলাম, পিতাঃ আব্দুর রহীম, গ্রামঃ ঘাইটাল; ৮. মাসুদ মিয়া, পিতাঃ মোগল, গ্রামঃ কলাপাড়া; ৯. নারায়ণ বিশ্বাস, পিতাঃ গোপাল বিশ্বাস, গ্রামঃ কাতিয়াচর; ১০. মোঃ আসাদ, পিতাঃ অজ্ঞাত, গ্রামঃ মহিনন্দা; ১১. সাইফুল, পিতাঃ ইসহাক, গ্রামঃ হারুয়া, ১২. এম.এ. ওয়াহাব, পিতাঃ অজ্ঞাত, গ্রামঃ কলাপাড়া; ১৩. নজরুল ইসলাম, গ্রাম হারুয়া; ১৪. মোঃ হাবিব, পিতাঃ ফতে আলি, গ্রামঃ গাইটাল; ১৫. মোঃ খাইরুল কবির, পিতাঃ মোঃ মোরশেদ উদ্দীন, গ্রামঃ গাইটাল; ১৬. রতন মিয়া, পিতাঃ মোসলেহ উদ্দীন, গ্রামঃ কাটাবাড়িয়া; ১৭. মোসলেহ উদ্দীন, পিতাঃ শামসুদ্দীন, গ্রামঃ রাশীদাবাদ; ১৮. মোঃ বারিক, পিতাঃ আব্দুর রাজ্জাক, গ্রামঃ উলুহাটি; ১৯. মোঃ সাহার উদ্দীন, পিতাঃ অজ্ঞাত, গ্রামঃ গাইটাল; ২০. ফরিদ উদ্দীন আহমেদ, পিতাঃ আব্দুল বারী, গ্রামঃ রানা গাঁও।
২	৮৭৩০	নীচু জমি	.৫৭	২৫৫১২	নদী	.৫৭	নদী	৭৪২০	আনোয়ার কবির বিপুল, পিতাঃ আবুল হোসাইন, গ্রামঃ চর শোলাকিয়া, কিশোরগঞ্জ।
৩	১২৪৯৯	নদী	১১.৮৭৯	২০১০৫	নীচু জমি	.৩৭৫২	দোকান		১. আঃ রাজ্জাক, পিতাঃ অজ্ঞাত, গ্রামঃ গাইটাল; ২. মোঃ ইদ্রিস, পিতাঃ আঃ আজিজ, গ্রামঃ লতিফাবাদঃ ৩. ইউনুস আসলি, গ্রামঃ লতিফাবাদ; ৪. হারু মিয়া, পিতাঃ বারিক, গ্রামঃ গাইটাল; ৫. নজরুল ইসলাম, পিতাঃ অজ্ঞাত, গ্রামঃ রশিদাবাদ; ৬. মহারাজের মা, স্বামীঃ গফুর, গ্রামঃ গাইটাল; ৭. হারুন উর রশীদ, পিতাঃ আক্তার, গ্রামঃ গাইটাল; ৮. সিরাজুল ইসলাম, পিতাঃ আঃ হাই, গ্রামঃ লাতিব পুর; ৯. সিদ্দিক মিয়া, পিতাঃ কলিম উদ্দীন, গ্রামঃ গাইটাল, ১০. একেএম ইসমতউল্লাহ, পিতাঃ অজ্ঞাত, গ্রামঃ গাইটাল, ১১. আ. ওয়াহিদ, পিতাঃ তৈয়ব আলী, গ্রামঃ সাগর; ১২. চুন্নু মিয়া, পিতাঃ অজ্ঞাত, গ্রামঃ নাগুয়ান; ১৩. সুফিয়া আক্তার, পিতাঃ শামসুল হক, গ্রামঃ বড় পাড়া, নন্দীয়াল, ময়মনসিংহ; ১৪. লিটন মিয়া, পিতাঃ জিন্নাল মিয়া, গ্রামঃ গাইটাল রাইকুয়া, কিশোরগঞ্জ সদর।
৪	১২৪৬৩	নদী	.১১৮	২০১১৫	সড়ক	.০৫২৮	দোকান		
৫	১৫৮১৭	নদী	.০৯	২০১১৭	দোকান	.০১০৮	দোকান		
সর্বমোট			২৪.৫৩৬			১.০৯০৭			

তথ্যসূত্রঃ *পৌর ভূমি অফিস, কিশোরগঞ্জ সদর, ২০১৩*

২.৯.১.২ রেলপথ এবং রেলের সম্পত্তি

রেল স্টেশনের কয়েকটি প্লট এবং রেলপথের সাথে দখলকৃত জমিতে নির্মাণের ফলে তা একটি রৈখিক আকার পেয়েছে। বেশ কয়েকটি পরিবারের সেখানে পাকা, সেমিপাকা ও কাঁচা ঘর রয়েছে। মানচিত্র ২.৭ এ রেলের জমির দখলের চিত্র দেখানো হয়েছে।

২.৯.১.৩ সড়কের পার্শ্ববর্তী জায়গায় অবৈধ দখল

এদেশের শহর এলাকাতে সড়কের জায়গার অবৈধ দখল খুবই স্বাভাবিক একটি ঘটনা। প্রাথমিক জরিপ থেকে সড়কের জায়গায় নির্মিত ভবনসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে। এসকল সড়কের পাশের ভবনসমূহের মালিকরা ভবনগুলোকে সড়কের জায়গায় সম্প্রসারিত করেছেন। সকল ধরণের ভবনই এখানে দেখা যায়। তবে, সেমিপাকা এবং কাঁচা ঘরের সংখ্যা বেশি। ফেরিওয়ালারা রাস্তার উপর রিকশা ভ্যান দ্বারা তা দখল করে। এধরণের ঘটনা প্রায় স্থায়ী হয়ে গেছে। বিভিন্ন মৌসুমে সড়কের উপর নির্মাণ সামগ্রী রেখে এমনকি নির্মাণ যন্ত্রপাতি রাস্তায় রেখে চালানো হয়। বাজার এলাকায় দোকান মালিকরা অনেক সময় তাদের বর্জ্য সামগ্রী রাস্তার জায়গার উপর ফেলে দেন। মানচিত্র ২.৭ এ প্রকল্প এলাকার অভ্যন্তরে জমির দখল এবং নরসুন্দা নদী দেখানো হয়েছে।

কিশোরগঞ্জের কয়েকটি সড়কের অবৈধ দখল নিম্নে বর্ণিত হলঃ

১. নিলগঞ্জ সড়ক: সড়কের ১৮০০ থেকে ২১০০ ফুট চলমান দৈর্ঘ্যের মধ্যে কানিকাতার মোড় থেকে নীলগঞ্জ সড়ক (ওয়ার্ড নং ৩) পর্যন্ত প্রস্থের প্রায় ৫ ফুট অবৈধভাবে দখল হয়ে গেছে। এই সড়কের প্রকৃত প্রস্থ হচ্ছে ২৫ ফুট, ২২ ফুট এবং ১৮ ফুট।
২. মনিপুরী ঘাট সড়ক: সড়কটির ১৮০০ থেকে ২১০০ ফুট চলমান দৈর্ঘ্যের মধ্যে ধান মহাল মোড় থেকে বড়বাজার হয়ে মনিপুরী ঘাট বাজার (ওয়ার্ড নং ৬ ও ৯) পর্যন্ত এর উভয় পাশে এর প্রস্থের ৫ ফুট অবৈধভাবে দখল হয়ে গেছে। এর প্রকৃত প্রস্থ ৩০ ফুট।
৩. নিলগঞ্জ মোড় থেকে কাচারী বাজার মোড়: সড়কের ১০০ ফুট চলমান দৈর্ঘ্যের মধ্যে নিলগঞ্জ মোড় থেকে কাচারী বাজার মোড় (ওয়ার্ড নং ২ ও ৩) পর্যন্ত এর উভয় পাশে এর প্রস্থের প্রায় ৩ ফুট অবৈধভাবে দখল হয়ে গেছে।
৪. জলশা মোড় থেকে এতিমখানা: সড়কের ২৫০০ থেকে ২৬০০ ফুট চলমান দৈর্ঘ্যের মধ্যে জলশার মোড় থেকে জাহাঙ্গীর মোড়, রেডক্রিসেন্ট অফিস, জেলা স্মরণী হয়ে এতিমখানা (ওয়ার্ড নং ৬ ও ৯) পর্যন্ত এর উভয় পাশে এর প্রস্থের প্রায় ৬-৭ ফুট অবৈধভাবে দখল হয়ে গেছে। এই সড়কের প্রকৃত প্রস্থ হচ্ছে ২৬ ফুট।
৫. নবুয়া লাইব্রেরি থেকে মোরগ মহাল মোড়: সড়কের ১৩০০ থেকে ১৪০০ ফুট চলমান দৈর্ঘ্যের মধ্যে নবুয়া লাইব্রেরি থেকে নবুয়া প্রথম মোড়, ছিন্নারগাঁও মোড় (শরীফ কমিশনারের বাড়ি) হয়ে মোরগ মহাল পর্যন্ত (ওয়ার্ড নং ৬) পর্যন্ত এর উভয় পাশের প্রস্থের প্রায় ৮ ফুট অবৈধভাবে দখল হয়ে গেছে। এই সড়কের প্রকৃত প্রস্থ হচ্ছে ২৪-২৮ ফুট।
৬. ফিশারি রোড: সড়কের ১৬০০ ফুট চলমান দৈর্ঘ্যের মধ্যে সয়বত নগর আলিয়া মাদ্রাসা মোর থেকে ফিশারি রোড মোড়, কলেজ লিঙ্ক রোড, নাতাশা ভবন হয়ে ফিশারি কাতালয় (ওয়ার্ড নং ৫) পর্যন্ত এর উভয় পাশের প্রস্থের প্রায় ৭ ফুট অবৈধভাবে দখল হয়ে গেছে। এই সড়কের প্রকৃত প্রস্থ হচ্ছে ২০-২৬ ফুট।

ম্যাপ-২.৮ : নরসুন্দা নদীর অবৈধ দখল

২.৯.১.৪ সড়কের পাশের ড্রেনের দখল

প্রকল্প এলাকাতে সড়কের পাশের ড্রেনের উপর ঘরবাড়ি নির্মিত হতে দেখা যায়। জায়গায় জায়গায় এই ভবনগুলো আধাপাকা ও কাঁচা হয়। রাস্তার পাশে অস্থায়ীভাবে রাস্তার মানুষদের জন্য প্রতিদিন ফল, খাবারদাবার বিক্রি করার ফেরিওয়ালারা সড়কের পাশের ড্রেন দখল করে ফেলে। ড্রেনের উপর রেস্টুরেন্ট এবং কাঁচা ঘর একটি সাধারণ ঘটনা।

২.৯.১.৫ অন্যান্য (খাস জমি)

শহর এলাকা যেখানে জমির মূল্য বেশি সেখানে এর দখল একটি সাধারণ ঘটনা। কিশোরগঞ্জে খাস জমির দখলের অনেক উদাহরণ আছে। খাসজমির একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা এখানে সনাক্তকরণের জন্য সংযুক্ত করা হল। সারণি ২.৯ এ প্রকল্প এলাকার কিশোরগঞ্জ মৌজার অধীনে খাস জমির তালিকা দেওয়া হল।

সারণি ২.৯ কিশোরগঞ্জ মৌজার অধীনে খাস জমির তালিকা

ক্রমিক নং	আরএস			মন্তব্য
	দাগ নং	শ্রেণি	জমির আকার (একর)	
০১	২০১৭৯ ২০১৭৯	ডাকঘর	.২১৮০ .২১৮০	আর এস খতিয়ান নং ৮
০২	২০১৬৪	বিদ্যালয়	.২৮২০	১
০৩	২০১৭০	বাড়ি	.৩৭৯২	৩
০৪	২০১৮১	বাড়ি	.১৩২৮	৪
০৫	২০১৮৯	বাড়ি	.২০২৪	১
০৬	১৯৭০৮	সাব-রেজিস্ট্রার অফিস	.২০৩২	১
০৭	১৯৭১২	ইউ বোর্ড	.১৮৮০	১
০৮	১৯৭১৩	খেলার মাঠ	.৮৩৮০	১
০৯	১৯৭০৮ ১৯৭০৯ ১৯৭১১ ১৯৭১২ ১৯৭১৩	পতিত জমি	.২৭৫০	১
১০	১৯৭১৩	অফিস	.১৮৮০	১
১১	১৯৭১৩	ক্লাব	.৮৩৮০	১
১২	২১৪০১	সড়ক	.৩৩৮৭২	১৪
১৩	২১৪০১	সড়ক	.৩৮৭২	১৪
১৪	১৯৯০৭	কুয়া	১.৪০	৪
১৫	১৯৯০৭	থানা	১.৪০	৪
১৬	১৯৮৮৪	বাড়ি	.০৯৮৪	৬৫৪০
১৭	১৯৮৭৯	বিদ্যালয়	.১২০০	আরএস খতিয়ান নং.৪
১৮	১৯৮৭৯ ১৯৯৫৭	দোকান	.১১৪৮	৬৫৪০
১৯	১৯৮৮০	সড়ক	.২৫৪০	১৪
২০	১৯৮৮০	সড়ক	.২৫৪০	১৪
২১	১৯৭০১	কান্ডা	.১.১৩৪৮	৩
২২	১৯৭০১	কান্ডা	১.১৩৪৮	৩
২৩	১৯৭০১	কান্ডা	১.১৩৪৮	৩
২৪	১৯৭০১	কান্ডা	১.১৩৪৮	৩
২৫	১৩৩৫৫	বাজার	.০২৫২	আর এস খতিয়ান নং ১৪
২৬	১৩৩৫৬	দোকান	.০৫৫২	৪১
২৭	১৩৩৫৭	দোকান	.০৩০৮	১
২৮	১৩৩৫৮	দোকান	.০২৪৮	আর এস খতিয়ান নং ১
২৯	১৩৩৫১	বাজার	.১৩৯২	১৪
৩০	১৩৩৫২	দেরাজ	০.১৮৪	১৪
৩১	১৩৩৫৪	দোকান	.০৬৪০	৬৭৬৯
৩২	১৩৩৫২ ১৩৩৯৬	দোকান	.১১০৪	১
৩৩	১৩৩৫২ ১৩৩৯৫	দোকান	.০৬০০	১
৩৪	২৩৬৭০	দোকান	.০১২৫	
৩৫	২৩০৭১	দোকান	০.০১	
৩৬	১৯৭০৭ ১৯৭১০	সড়ক পতিত জমি	.০০৭৬ .০১৭৬	২
৩৭	২১১৪৪	ভিটা	.০৫৪০	২
৩৮	১৯৮৭৭	বিদ্যালয়	১.৪৩২৪	৬
৩৯	১৯৭৯০	সড়ক	.৮৬৬০	১৪
৪০	১৯৭৪২	বাড়ি	.৩৪০৮	১
৪১	১৯৮৮৩	দোকান		শুত

ক্রমিক নং	আরএস			মন্তব্য
	দাগ নং	শ্রেণি	জমির আকার (একর)	
৪২	১৯৮৭৫	দোকান	.১১৪০	১
৪৩	১৯৮৭৬	দোকান	.২৪৬০	১
৪৪	১৩৩৬৯	দোকান	.০১৬০	১৪
৪৫	১৩৩৭০	দোকান	.০৪০০	১৪
৪৬	১৩৩৭০	দোকান	.০৪০০	১৪
৪৭	১৩৩৭২	দোকান	.০২৮০	১৪
৪৮	১৩৩৭২	দোকান	.০৩৭৬	১৪
৪৯	১৩৩৭৫	দোকান	.০৪৮	১৪
৫০	১৯৭৯৬	পুকুর	.০৪৮	আর এস খতিয়ান নং ১৪
৫১	৯১০৭ ৯১০৮	পুকুর	.১৩৮৮	১৪
৫২	২৫১৩৪	পুকুর	.৬৪২০	১৪
৫৩	৬৬২৩৩	পুকুর	.১৮	১
৫৪	৬৬২৩৪	পুকুর si de	.০৪	১
৫৫	১৯১৯৪ ১৯১৯৫ ১৯১৯৬	দোকান পুকুর পুকুর	.০০২৮ .০০৮৫ ১.১১২	
৫৬	৬৪৬৭১	পুকুর	.৪০	১
৫৭	৬৪৬৭১	পুকুর	.২৪	১
৫৮	৭০৭৩৫	কান্দা	.৯৭	আর এস খতিয়ান নং ১
৫৯	৭১৭২৩ ৭১৭৩১ ৭১৭৩২	গোরস্থান	২.৮০ .৮১ .৪৮	
৬০	৩৩০৯	গোরস্থান	১.৭০	১৪
৬১	৭১২৫৫	নীচু জমি	.২৫	১
৬২	৭০৯৩৪	কান্দা	.১০	আরএস খতিয়ান নং. ১
৬৩				
৬৪	৯১০৯	নীচু জমি	.২৪৫৬	১৪
৬৫	৭০৯৪০	শ্মশান	.০৫	১
৬৬	৯১০৫	নীচু জমি	.৫৬	
৬৭	৭০৯২৭	নীচু জমি	.০৫	
৬৮	১৩০৬	ভিটা	.১৬	
৬৯	১৬০৮৬ ১৬০৭২ ১৬০৪৩ ১৬০৬৭ ১৬০৭৭ ১৬০৬০ ১৬০২৪ ১৬০২০ ১৬০২১ ১৬০২২ ১৬০৫০ ১৬০২৯ ১৬০৩০ ১৬০৯৬ ১৬১০৬ ১৬০৫২ ১৬০৫৮ ১৬০৪২ ১৬০৪৩	কান্দা কান্দা কান্দা কান্দা কান্দা কান্দা কান্দা কান্দা কান্দা কান্দা কান্দা কান্দা কান্দা কান্দা কান্দা কান্দা কান্দা কান্দা কান্দা	.২৬ .১৩ .১৯ .০৯ .৩০ .০৪ .২৯ .০৩ .০৩ .০৪ .১৫ .৩২ .২৫ .১৭ .১২ .০৯ .১২	আরএস খতিয়ান নং১,২২৭,১১৫৫৩৯৮৯
৭০	১৬০৯৫	কান্দা	.২৪	আরএস খতিয়ান নং১
৭১	১৬০৯৪ ১৬০৪৮ ১৬০৪৭	কান্দা কান্দা কান্দা	.১৭ .২২ .২৫	১
৭২	১৬০৪১	কান্দা	.২০৩০	১
৭৩	১৬০২৩ ১৬০৭৯	কান্দা কান্দা	.০৪ .০৩	১
৭৪	১৬০৩৮	কান্দা	.০৭	১
৭৫	১৬০৮৮ ১৬০৯৩ ১৬০৩১ ১৬০৩৩	কান্দা কান্দা কান্দা কান্দা	.১৭ .১০ .০৩ .০৫	১
৭৬	১৬০৩৪	কান্দা	.০৬	আরএস খতিয়ান নং১

ক্রমিক নং	আরএস			মন্তব্য
	দাগ নং	শ্রেণি	জমির আকার (একর)	
	১৬০৪৯		০৭	
৭৭	১৬০৭৮ ১৬০২৪	কান্ডা কান্ডা	.০৭ .০৪	১
৭৮	১৬০৫৭ ১৬০৮৪ ১৬০৮৫	কান্ডা	.০৭ .১১ .০৮	১
৭৯	১৬০৫৩	কান্ডা	.১৬	২২৬৭, ২৩৬৫
৮০	১৬০১৬ ১৬০১৭	কান্ডা কান্ডা	.০৬ .১২	১/১ ১
৮১	১৬০১৫ ১৬০৩৭	কান্ডা কান্ডা	.০৭ .০৬	১
৮২	১৬০৪২ ১৬০৪৩	কান্ডা কান্ডা	.০৯ .১২	১
৮৩	১৬০৫৬ ১৬০৫৫	কান্ডা কান্ডা	.১২ .১৩	আরএস খতিয়ান নং১
৮৪	১৬০৭১	কান্ডা কান্ডা	.০৯	১
৮৫	১৬০৭৩ ১৬০৭৪	কান্ডা	.২৮ .১৪	১
৮৬	১৬০৭২	কান্ডা	.১০	৩৩০৫
৮৭	১৬০৮০ ১৬০৭৫ ১৬০৭৬	কান্ডা কান্ডা কান্ডা	.১৭ .১৫ .১২	১
৮৮	১৬০৬১	কান্ডা	.২০	১
৮৯	১৬০৬৮	কান্ডা	.০৯	১
৯০	১৬০৮২	কান্ডা	.০৬	১
৯১	১৬০৮১ ১৬০৬৬ ১৬০৬৫ ১৬০৬৪	কান্ডা কান্ডা কান্ডা কান্ডা	.১৫ .১৬ .১৩ .১৩	১,৩১৭০
৯২	১৬০৭৭ ১৬০৭৮	কান্ডা	.০৭ ০.৯	
৯৩	১৬০১৫ ১৬০১৯	কান্ডা	.১৩ .১৩	
৯৪	১৭৬৫৭	বাড়ি	.১৫৭৫	আরএস খতিয়ান নং৭৩২৪
৯৫	১৭৬৫৮	দোকান	.০০৮	আরএস খতিয়ান নং. ১/১
৯৬	১৩৩৩৩ ১৩৩৩৪ ১৩৩৩৫ ১৩৩৩৬ ১৩৩৩৭ ১৩৩৩৮ ১৩৩৩৯ ১৩৩৪০ ১৩৩৪১ ১৩৩৪২	বাড়ি দোকান দোকান দোকান দোকান দোকান দোকান দোকান দোকান সড়ক	.০০৫৬ .০০২৪ .০০৪০ .০০৩৬ .০০২৪ .০১৫৬ .০০৬৮ .০০৭৫ .০১৮৪ .০১৫৬	
৯৭	২৫৫১২	নদী	.৫৭	সিএস দাগ নং৭৪২০
	সর্বমোট		৪৩.২৯৬৩২	

তথ্যসূত্রঃ *পৌর ভূমি অফিস, কিশোরগঞ্জ সদর, ২০১৩*

২.৯.২ অবৈধ দখলের প্রভাব

সড়কের জায়গার দখল এর প্রস্থ কমিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সড়কে যানজট সৃষ্টি করে। দোকান দ্বারা ফুটপাথের প্রায় সবটুকু এবং রাস্তা দখল হয়ে গেছে। বাই-সাইকেল মেরামতকারীর দোকান, গাড়ি মেরামতের দোকান, খোলা জ্বালানীর দোকান প্রভৃতি এধরণের দোকানের মধ্যে অন্যতম। নদীতীরের দখল পানির প্রবাহকে নষ্ট করে যার ফলে পানি আউটফলে পৌঁছাতে পারেনা এবং জলাবদ্ধতা হয়।

২.৯.৩ ভবিষ্যৎ উন্নয়ন সম্ভাবনাময় খাস জমির অবৈধ দখল

নিম্নলিখিত খাস জমিগুলো যেগুলো অবৈধ দখলদার কর্তৃক দখল হয়ে গেছে সেগুলো ভবিষ্যতে উন্নয়ন কর্মকান্ডে ব্যবহার করা যেতে পারে। সারণি ২.১০-এ এরকম জমির তালিকা দেওয়া হল।

সারণি ২.১০ উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় ব্যবহারযোগ্য খাস জমির (কিশোরগঞ্জ মৌজার অধীন) তালিকা

ক্রমিক নং	আরএস			বর্তমান অবস্থা	আরএস খতিয়ান নং	অবৈধ দখলদ্বারীদের নাম ও ঠিকানা
	দাগ নং	জমির শ্রেণি	জমির আকার (একর)			
০১	১৩৩৫৪	দোকান	.০৬৪০	টিনশেড	৬৭৬৯	আজিজুল হক চৌধুরী, প্রযত্নে, আব্দুস সাত্তার চৌধুরি, গ্রামঃ কাজহারী বাজার
০২	৬৬২৩৩	পুকুর	.১৮	পুকুর	১	হাসু মিয়া
০৩	৬৬২৩৪	পুকুর পাড়	.০৪	-	১	হাসু মিয়া
০৪	৭০৯৩৪	কান্ডা	.১০	শ্মশান		আব্দুল রাজ্জাক, পিতাঃ হাশিম আলি, গ্রামঃ ছায়না।
০৫	১৬০৮৩ ১৬০৮২ ১৬০৬৩ ১৬০৬৭ ১৬০৭৭ ১৬০৬০ ১৬০২৪ ১৬০২০ ১৬০২১ ১৬০২২ ১৬০৫০ ১৬০২৯ ১৬০৩০ ১৬০৯৬ ১৬১০৬ ১৬০৫২ ১৬০৫৮ ১৬০৪২ ১৬০৪৩	কান্ডা কান্ডা কান্ডা কান্ডা কান্ডা কান্ডা কান্ডা কান্ডা কান্ডা কান্ডা কান্ডা কান্ডা কান্ডা কান্ডা কান্ডা কান্ডা কান্ডা কান্ডা কান্ডা	.২৬ .১৩ .১৯ .০৯ .৩০ .০৪ .২৯ .০৩ .০৩ .০৪ .১৫ .৩২ .২৫ .১৭ .১২ .০৯ .১২	কৃষিজমি	১, ২২৭, ১১৫৫, ৩৯৮৯	মেহেরুন্নেসা, স্বামীঃ মরহুম আজহারুল ইসলাম, গ্রামঃ বত্রিশ
০৬	১৬০৯৫	কান্ডা	.২৪	কৃষিজমি	১	আবু বকর, পিতাঃ মরহুম আব্দুর রাজ্জাক, গ্রামঃ বত্রিশ
০৭	১৬০৯৪ ১৬০৪৮ ১৬০৪৭	কান্ডা কান্ডা কান্ডা	.১৭ .২২ .২৫	কৃষিজমি	১	নজরুল ইসলাম, পিতাঃ মরহুম মনফর আলী, গ্রামঃ বত্রিশ
০৮	১৬০৪১	কান্ডা	.২০৩০	কৃষিজমি	১	নবদ্বীপ চন্দ্র বসাক, পিতাঃ পরিমোহন বসাক, গ্রামঃ বত্রিশ
০৯	১৬০২৩ ১৬০৭৯	কান্ডা কান্ডা	.০৪ .০৩	কৃষিজমি	১	হাবিবুর রহমান, পিতাঃ হাসু মিয়া
১০	১৬০৩৮	কান্ডা	.০৭	কৃষিজমি	১	আব্দুল মালেক, পিতাঃ মোহাম্মাদ আলী, গ্রামঃ বত্রিশ
১১	১৬০৮৮ ১৬০৯৩ ১৬০৩১ ১৬০৩৩	কান্ডা কান্ডা কান্ডা কান্ডা	.১৭ .১০ .০৩ .০৫	কৃষিজমি	১	আব্দুল হাই, পিতাঃ আশেক আলি, গ্রামঃ বত্রিশ
১২	১৬০৩৪ ১৬০৪৯	কান্ডা	.০৬ ০৭	কৃষিজমি	১	মনোয়ারা বেগম, স্বামীঃ আ. ওয়াহাব, গ্রামঃ বত্রিশ
১৩	১৬০৭৮ ১৬০২৪	কান্ডা কান্ডা	.০৭ .০৪	কৃষিজমি	১	আ. বারিক, পিতাঃ আলি মোড়ল, গ্রামঃ বিন্নগাঁও
১৪	১৬০৫৭ ১৬০৮৪ ১৬০৮৫	কান্ডা	.০৭ .১১ .০৮	কৃষিজমি	১	মেহের আলী, পিতাঃ আ. সালাম, গ্রামঃ বত্রিশ
১৫	১৬০৫৩	কান্ডা	.১৬	কৃষিজমি	২২৬৭, ২৩৬৫	হাজী শামসুদ্দীন, পিতাঃ শরিয়ত উল্লাহ, গ্রামঃ বত্রিশ
১৬	১৬০১৬ ১৬০১৭	কান্ডা কান্ডা	.০৬ .১২	কৃষিজমি	১/১ ১	আরজু মিয়া গং, পিতাঃ মুরশিদ মিয়া, গ্রামঃ বত্রিশ
১৭	১৬০১৫ ১৬০৩৭	কান্ডা কান্ডা	.০৭ .০৬	কৃষিজমি	১	শামসুদ্দীন গং, পিতাঃ সমির উদ্দীন, গ্রামঃ বত্রিশ
১৮	১৬০৪২ ১৬০৪৩	কান্ডা কান্ডা	.০৯ .১২	কৃষিজমি	১	হারুন মিয়া, পিতাঃ সমির উদ্দীন, গ্রামঃ বত্রিশ
১৯	১৬০৫৬ ১৬০৫৫	কান্ডা কান্ডা	.১২ .১৩	কৃষিজমি	১	জাফর আলী, পিতাঃ আ. সালাম, গ্রামঃ বত্রিশ
২০	১৬০৭১	কান্ডা কান্ডা	.০৯	কৃষিজমি	১	আবু বক্কর, পিতাঃ আ. ওয়াহিদ, গ্রামঃ বত্রিশ
২১	১৬০৭৩ ১৬০৭৪	কান্ডা	.২৮ .১৪	কৃষিজমি	১	হোসাইন আলী, পিতাঃ আ. সালাম, গ্রামঃ বত্রিশ
২২	১৬০৭২	কান্ডা	.১০	কৃষিজমি	৩৩০৫	জহুর আলী, গ্রামঃ আ. ওয়াহিদ, গ্রামঃ বত্রিশ
২৩	১৬০৮০ ১৬০৭৫ ১৬০৭৬	কান্ডা কান্ডা কান্ডা	.১৭ .১৫ .১২	কৃষিজমি	১	জাকারিয়া আলম জুয়েল, পিতাঃ আ. শহীদ, গ্রামঃ বত্রিশ
২৪	১৬০৬১	কান্ডা	.২০	কৃষিজমি	১	ফজলুর রহমান, পিতাঃ বাহাদুর আলী, গ্রামঃ বত্রিশ

ক্রমিক নং	আরএস			বর্তমান অবস্থা	আরএস খতিয়ান নং	অবৈধ দখলদ্বারীদের নাম ও ঠিকানা
	দাগ নং	জমির শ্রেণি	জমির আকার (একর)			
২৫	১৬০৬৮	কান্ডা	.০৯	কৃষিজমি	১	শাহাব উদ্দীন মসজিদ
২৬	১৬০৮২	কান্ডা	.০৬	কৃষিজমি	১	বত্রিশ তারা মসজিদ
২৭	১৬০৭৭ ১৬০৭৮	কান্ডা	.০৭ ০.৯	কৃষিজমি		রতন মিয়া গং, পিতাঃ ফজর আলী, গ্রামঃ বত্রিশ
২৮	১৬০১৫ ১৬০১৯	কান্ডা	.১৩ .১৩	কৃষিজমি		ইব্রাহীম, পিতাঃ আ. মান্নান, গ্রামঃ বত্রিশ
২৯	১৭৬৫৭	বাড়ি	.১৫৭৫	দোকান	৭৩২৪	১. মোঃ সুমন মিয়া, পিতাঃ নুর মিয়া, গ্রামঃ বত্রিশ; ২. দীন ইসলাম, পিতাঃ মুক্তার আলী, গ্রামঃ কাতিয়ারচর;৩. চন্দন দাস, পিতাঃ রাম প্রকাশ, গ্রামঃ কাটাখালি; ৪. অর্ণব, পিতাঃ ঝুটন, গ্রামঃ বত্রিশ;৫. হিরা সরকার, পিতাঃ লক্ষণ সরকার, গ্রামঃ তারাপাশা;৬. রনজির, পিতিঃ রাখিনি সরকার, গ্রামঃ যশোদল; ৭. মোঃ গুন্নু মিয়া, পিতাঃ গফুর, গ্রামঃ যশোদল; ৮. বাহার, পিতাঃ রঙ্গু মাস্টার, গ্রামঃ বত্রিশ;৯. শামসু মিয়া, পিতাঃ ফালু মিয়া, গ্রামঃ বত্রিশ;১০. শঙ্কর দাশ, পিতাঃ সুরেশ চন্দ্র দাশ, গ্রামঃ বত্রিশ;১১. জসীম, পিতাঃ আ. মালেক, গ্রামঃ বত্রিশ;১২. উমরাজ, পিতাঃ হাসেন, গ্রামঃ বত্রিশ;১৩. স্বপন মিয়া, পিতাঃ লালুমিয়া, গ্রামঃ বত্রিশ;১৪. আ. সাত্তার, পিতঃ আ. রহমান, গ্রামঃ বত্রিশ;১৫. মোঃ হানিফ মিয়া, পিতাঃ আ. মালেক, গ্রামঃ পারাডাইস;১৬. ফয়সল, পিতাঃ মাহাবুব হক, গ্রামঃবত্রিশ
৩০	১৭৬৫৮	দোকান	.০০৮	দোকান	১/১	
৩১	২০১১৬ ২০১১৮ ২০১১৯ ২০১২০ ২০১২১ ২০১২২ ২০১২৩ ২০১২৪ ২০১২৫ ২০১২৬	নিচু জমি দোকান দোকান দোকান দোকান দোকান দোকান দোকান দোকান দোকান	.০৪০৩ .০২৫০ .০২৫০ .০৩৮০ .০২৮৪ .০১২৪ .০১০৪ .০১৫৬ .০১৫৬ .০২০০	দোকান দোকান দোকান দোকান দোকান দোকান দোকান দোকান দোকান দোকান		১. ইউনুস আলি, গ্রামঃ লতিফাবাদ; ২. নজরুল ইসলাম, গ্রামঃ রশিদাবাদ;মহারাজের মা, স্বামীঃ গফুর, গ্রামঃ গাইটাল; ৭. হারুন উর রশীদ, পিতাঃ আক্তার, গ্রামঃ গাইটাল; ৮. সিরাজুল ইসলাম, পিতাঃ আঃ হাই, গ্রামঃ লাতিব পুর; ৯. সিদ্দিক মিয়া, পিতাঃ কলিম উদ্দীন, গ্রামঃ গাইটাল, ১০. একেএম ইসমতউল্লাহ, পিতাঃ অজ্ঞাত, গ্রামঃ গাইটাল, ১১. আ. ওয়াহিদ, পিতাঃ তৈয়ব আলী, গ্রামঃ সাগর; ১২. চুন্নু মিয়া, পিতাঃ অজ্ঞাত, গ্রামঃ নাগুয়ান; ১৩. সুফিয়া আক্তার, পিতাঃ শামসুল হক, গ্রামঃ বড় পাড়া, নন্দীয়াল, ময়মনসিংহ; ১৪. লিটন মিয়া, পিতাঃ জিন্নাল মিয়া, গ্রামঃ গাইটাল রাইকুয়া, কিশোরগঞ্জ সদর।
	সর্বমোট		**১৫.৯৬৩**			

তথ্যসূত্রঃ *পৌর ভূমি অফিস, কিশোরগঞ্জ সদর, ২০১৩*

২.১০ নগর সরকার ব্যবস্থা

২.১০.১ প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা

পৌরসভা ম্যানুয়াল অনুসারে একটি ‘ক’ শ্রেণির পৌরসভাতে ১৬০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী পৌরসভার অভ্যন্তরে প্রকৌশল, প্রশাসনিক, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, পরিচ্ছন্নতা প্রভৃতি কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। জনবল কাঠামো অনুসারে মেয়র পৌরসভাতে সবচেয়ে উচ্চ পদধারী। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা প্রকৌশল বিভাগ (নেতৃত্বে থাকেন নির্বাহী প্রকৌশলী), প্রশাসন বিভাগ (নেতৃত্বে থাকেন সচিব) এবং স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও পরিচ্ছন্নতা বিভাগ (নেতৃত্বে থাকেন স্বাস্থ্য কর্মকর্তা) এর সমন্বয় সাধন করেন। জনবল কাঠামো অনুসারে ফুলটাইম ও চুক্তিভিত্তিক কর্মকর্তা নিয়োগের ব্যবস্থা রয়েছে।

কিশোরগঞ্জ পৌরসভাতে পরিষদকে সহায়তার জন্য এবং সেবা, উন্নয়ন এবং ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য ১৬টি স্থায়ী কমিটি গঠন করা আছে। প্রতিটি কমিটিতে মেয়র ও কাউন্সিলরদের মধ্য থেকে ৫ জন সদস্য থাকেন। কিশোরগঞ্জ পৌরসভাতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে ৯টি ওয়ার্ড লেভেল সমন্বয় কমিটি (ডব্লিউএলসিসি) এবং একটি টাউন লেভেল সমন্বয় কমিটি (টিএলসিসি) গঠন করা হয়েছে। মেয়র ও কাউন্সিলর সহ প্রতিটি ডব্লিউএলসিস-তে ১০ জন সদস্য থাকেন; যেখানে টিএলসিসির সদস্য থাকেন ৫০ জন।

২.১০.১.১ বিদ্যমান জনবল

কিশোরগঞ্জপৌরসভাতে বর্তমানে ১৬০ জনের স্থলে ১২৪ জন কর্মকর্তা কর্মচারী কর্মরত আছেন। এখানকার বিদ্যমান জনবল কাঠামো সারণি ২.১১ এ দেখানো হল।

সারণি ২.১১: কিশোরগঞ্জ পৌরসভার অনুমোদিত ও বর্তমান জনবল

পদ	অনুমোদিত জনবল	বর্তমান জনবল	শূন্যস্থান
মেয়র	০১জন	০১জন	০
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা	০১জন	০১জন	০

প্রকৌশল শাখা

ক. সিভিল, ইলেক্ট্রিক ও সরঞ্জাম সাব-সেকশন

পদ	অনুমোদিত জনবল	বর্তমান জনবল	শূন্যস্থান
নির্বাহীপ্রকৌশলী	০১জন	০১জন	০
সহঃপ্রকৌশলী	০১জন	০১জন	০
নগর পরিকল্পনাবিদ	০১জন	০১জন	০
বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা	০১জন	০১জন	০
উপ-সহকারীপ্রকৌশলী (সিভিল)	০২জন	০২জন	০
উপ-সহকারীপ্রকৌশলী (ইলেক্ট্রিক্যাল)	০১জন	০১জন	০
উপ-সহকারীপ্রকৌশলী (মেকানিক্যাল)	০১জন	০১জন	০
ড্রাফটসম্যান	০১জন	০১জন	০
স্টেনো টাইপিস্ট	০১জন	০জন	০১
টাইপিস্ট	০১জন	০১জন	০
কার্যসহকারী	০৩জন	০৩জন	০
সড়কবাতি তত্ত্বাবধায়ক	০১জন	০১জন	০
ইলেক্ট্রিশিয়ান	০৩জন	০১জন	০২
লাইনম্যান	০৪জন	০৪জন	০
ইলেক্ট্রিক হেল্পার	০২জন	০২জন	০
জিপ ড্রাইভার	০১জন	০জন	০১
রোড রোলার ড্রাইভার	০২জন	০২জন	০
মিক্সার মেশিন চালক	০১জন	০১জন	০
ট্রাক ড্রাইভার	০৪জন	০২জন	০২
ফটোকপি চালক	০১জন	০জন	০১
ট্রাক হেল্পার	০৪জন	০২জন	০২
এমএলএসএস	০৩জন	০৩জন	০

খ. পানি সরবরাহ, বর্জ্য নিষ্কাশন সাব-সেকশন

পদ	অনুমোদিত জনবল	বর্তমান জনবল	শূন্যস্থান
বিল ক্লার্ক	০১জন	০১জন	০
রাজমিস্ত্রি	০৪জন	০৩জন	০১
পাম্প ড্রাইভার	২২জন	১৮জন	০৪
পাইপলাইন মিস্ত্রি	০৪জন	০৪জন	০
চাপকল মিস্ত্রি	০২জন	০২জন	০
দারোয়ান	১১জন	১১জন	০
এমএলএসএস	০১জন	০১জন	০

প্রশাসনিক শাখা

ক. সাধারণ উপ-শাখা

পদ	অনুমোদিত জনবল	বর্তমান জনবল	শূন্যস্থান
সেক্রেটারি	০১জন	০১জন	০
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	০১জন	০১জন	০
প্রধান সহকারী	০১জন	০১জন	০
আপার ডিভিশন ক্লার্ক (ইউডিসি)	০১জন	০জন	০১
স্টেনো টাইপিস্ট	০১জন	০১জন	০
স্টোর কিপার	০১জন	০১জন	০
এলডিসি/টাইপিস্ট	০২জন	০২জন	০
জিপ ড্রাইভার	০১জন	০১জন	০
ফটোকপি অপারেটর	০১জন	০জন	০১
এমএলএসএস	০৫জন	০৫জন	০
গেট কিপার	০১জন	০জন	০১
মালী	০১জন	০জন	০১
নৈশ প্রহরী	০২জন	০২জন	০

খ. হিসাবরক্ষণ উপ-শাখা

পদ	অনুমোদিত জনবল	বর্তমান জনবল	শূন্যস্থান
হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	০১জন	০জন	০১
হিসাবরক্ষক	০১জন	০১জন	০
হিসাবরক্ষণ সহকারী	০১জন	০১জন	০
কোষাধ্যক্ষ	০১জন	০জন	০১
এমএলএসএস	০১জন	০১জন	০

গ. এসেসমেন্ট উপ-শাখা

পদ	অনুমোদিত জনবল	বর্তমান জনবল	শূন্যস্থান

পদ	অনুমোদিত জনবল	বর্তমান জনবল	শূন্যস্থান
ট্যাক্স এসেসর	০১জন	০জন	০১
সহঃ ট্যাক্স এসেসর	০৩জন	০২জন	০১
এমএলএসএস	০১জন	০১জন	০

ঘ. ট্যাক্স সংগ্রহ/লাইসেন্স উপ-শাখা

পদ	অনুমোদিত জনবল	বর্তমান জনবল	শূন্যস্থান
ট্যাক্স কালেক্টর	০১জন	০জন	০১
লাইসেন্স পরিদর্শক	০১জন	০জন	০১
সহকারি লাইসেন্স পরিদর্শক	০১জন	০জন	০১
সহকারি ট্যাক্স কালেক্টর	০৮জন	০৬জন	০২
এমএলএসএস	০১জন	০১জন	০

ঙ. পৌর বাজার উপ-শাখা

পদ	অনুমোদিত জনবল	বর্তমান জনবল	শূন্যস্থান
বাজার পরিদর্শক	০১জন	০জন	০১
কালেক্টর	০৩জন	০৩জন	০

স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও পরিচ্ছন্নতা শাখা

ক. পরিচ্ছন্নতা উপ-শাখা

পদ	অনুমোদিত জনবল	বর্তমান জনবল	শূন্যস্থান
হেড অফিসার	০১জন	০১জন	০
কনজারভেন্সি ইনস্পেক্টর	০১জন	০১জন	০
সুপারভাইজার	০৩জন	০২জন	০১

খ. স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা উপ-শাখা

পদ	অনুমোদিত জনবল	বর্তমান জনবল	শূন্যস্থান
স্যানিটার ইন্সপেক্টর	০১জন	০১জন	০
কসাই ইন্সপেক্টর	০১জন	০জন	০১
মৌলভী	০১জন	০১জন	০
এলডিসি/টাইপিস্ট	০১জন	০জন	০১
স্বাস্থ্য সহকারী	০৩জন	০২জন	০১
টিকাদান কর্মকর্তা	০২জন	০২জন	০
টিকা প্রদানকারী (৪পুরুষ, ৪ মহিলা)	০৮জন	০৮জন	০
স্বাস্থ্য পরিদর্শক	০৪জন	০১জন	০৩
এমএলএসএস	০২জন	০১জন	০১

সর্বমোট	১৬০	১২৪	৩৬

২.১০.১.২ সরঞ্জামাদি

পৌরসভার বিদ্যমান সরঞ্জামের পরিমাণ সন্তোষজনক নয়। পৌরসভাকে সঠিকভাবে পরিচালনা করতে বিদ্যমান সরঞ্জামগুলোকে এমনভাবে উন্নত করতে হবে যাতে পৌরসভার কোনও কার্যক্রম অসম্পন্ন না থাকে। পৌরসভার সরঞ্জামের তালিকে নিম্নে সারণি ২.৮ এ দেওয়া হল।

সারণি ২.১২: কিশোরগঞ্জ পৌরসভার সরঞ্জামাদির তালিকা

বিভাগ	শাখা	যন্ত্রপাতির তালিকা
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা		কম্পিউটার ১, প্রিন্টার ১
প্রকৌশল বিভাগ	বিভাগীয় প্রধান	কম্পিউটার ১, প্রিন্টার ১
	পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন শাখা	কম্পিউটার ২, প্রিন্টার ১, মডেম ১
	গণপূর্ত, বিদ্যুত ও যন্ত্রকৌশল শাখা	কম্পিউটার ৫, প্রিন্টার ৪, মডেম ২, মটর সাইকেল ৪, আবর্জনার ট্রাক ৬ (৩ টি নষ্ট), জিপ ১, পিকআপ ১, বিম লিফটার ১, রোড রোলার ৬ (১ টি নষ্ট), ভ্যান ২১ টি (বড় ও ছোট), রিকশা ভ্যান ৭ টি।
প্রশাসন বিভাগ	বিভাগীয় প্রধান	কম্পিউটার ১, প্রিন্টার ১, ল্যাপটপ ১, প্রজেক্টর ১, স্ক্যানার ১, মডেম ১, ফ্যাক্স মেশিন ১, বাইসাইকেল ১
	সাধারণ শাখা	
	হিসাবরক্ষণ শাখা	কম্পিউটার ২, প্রিন্টার ২, বাইসাইকেল ১
	এসেসমেন্ট শাকা	
	ট্যাক্স কালেকশন/লাইসেন্স শাখা	কম্পিউটার ১, প্রিন্টার ১
	পৌর বাজার শাখা	
স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও	বিভাগীয় প্রধান	

বিভাগ	শাখা	যন্ত্রপাতির তালিকা
পরিচ্ছন্নতা বিভাগ	পরিচ্ছন্নতা শাখা	
	স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা শাখা	ল্যাপটপ ১, কম্পিউটার ২, প্রিন্টার ২, মডেম ২

তথ্যসূত্রঃ *কিশোরগঞ্জ পৌরসভা, ২০১৩*

২.১০.১.৩ পরিকল্পনা প্রণয়নে পৌরসভার সামর্থ্য

বর্তমানে পৌরসভাতে মাত্র একজন নগর পরিকল্পনাবিদ বিদ্যমান। নগর পরিকল্পনার জন্য শিক্ষিত, অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনবল প্রয়োজন। নির্বাহী প্রকৌশলীর অধীনে নগর পরিকল্পনার সকল কার্যক্রম সম্পন্ন হয়। মেয়র এবং কাউন্সিলরবৃন্দ স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে ভৌত উন্নয়ন শুধুমাত্র কর্মকান্ডসমূহ দেখভাল করে থাকেন। কিন্তু পরিকল্পিত নগরায়নের সুফল পেতে পৌরসভাতে আরোও নগর পরিকল্পনাবিদ প্রয়োজন। কারন,নগর পরিকল্পনা একটি দলভিত্তিক কর্মকান্ড যাতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন দক্ষ পরিকল্পনাবিদ প্রয়োজন।

পৌরসভার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো পুনর্বিন্যাসের লক্ষ্যে বাংলাদেশের সকল পৌরসভার অর্গানোগ্রাম সংস্কারের জন্য সরকার সম্প্রতি একটি কমিটি গঠন করেছে। উক্ত কমিটি স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ৭২-৭৮নং ধারা (পৌরসভার কর্মকর্তা ও কর্মচারী, ভবিষ্য তহবিল ইত্যাদি) অনুযায়ী এবং কাজের ধরনের উপর ভিত্তি করে পৌরসভা কাঠামোর আওতায় যথোপযুক্ত শাখা/বিভাগের সুপারিশ করে। পরিকল্পনা শাখা কিংবা বিভাগকে ধারাবাহিকভাবে গঠন করা প্রয়োজন, কারণ পৌর কর্তৃপক্ষকে এর বাধ্যতামূলক দায়িত্ব "শহর উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রন" পালন করতে হবে এবং একই সাথে বর্তমানে ও ভবিষ্যতে নাগরিক সেবা প্রদান করতে হবে। পরিকল্পনা শাখা/বিভাগের নিম্নোক্ত কিছু শাখা থাকতে পারেঃ

পরিকল্পনা শাখা/বিভাগঃ ক) তথ্য-প্রযুক্তি শাখা
খ) পরিকল্পনা শাখা
গ) সৌন্দর্য বর্ধন ও বিনোদন শাখা

পরিকল্পনা বিভাগ ও এর সংশ্লিষ্ট শাখার জন্য সময়ের তাগিদে প্রয়োজন ও সামর্থ্য অনুযায়ী প্রত্যেক শ্রেণীর পৌরসভায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবল নিয়োগের সুপারিশ করা হচ্ছে। প্রস্তাবিত পরিকল্পনা শাখা/বিভাগের সম্ভাব্য কাজের পরিধি নিচে (চিত্র-২.৫) দেওয়া হলঃ

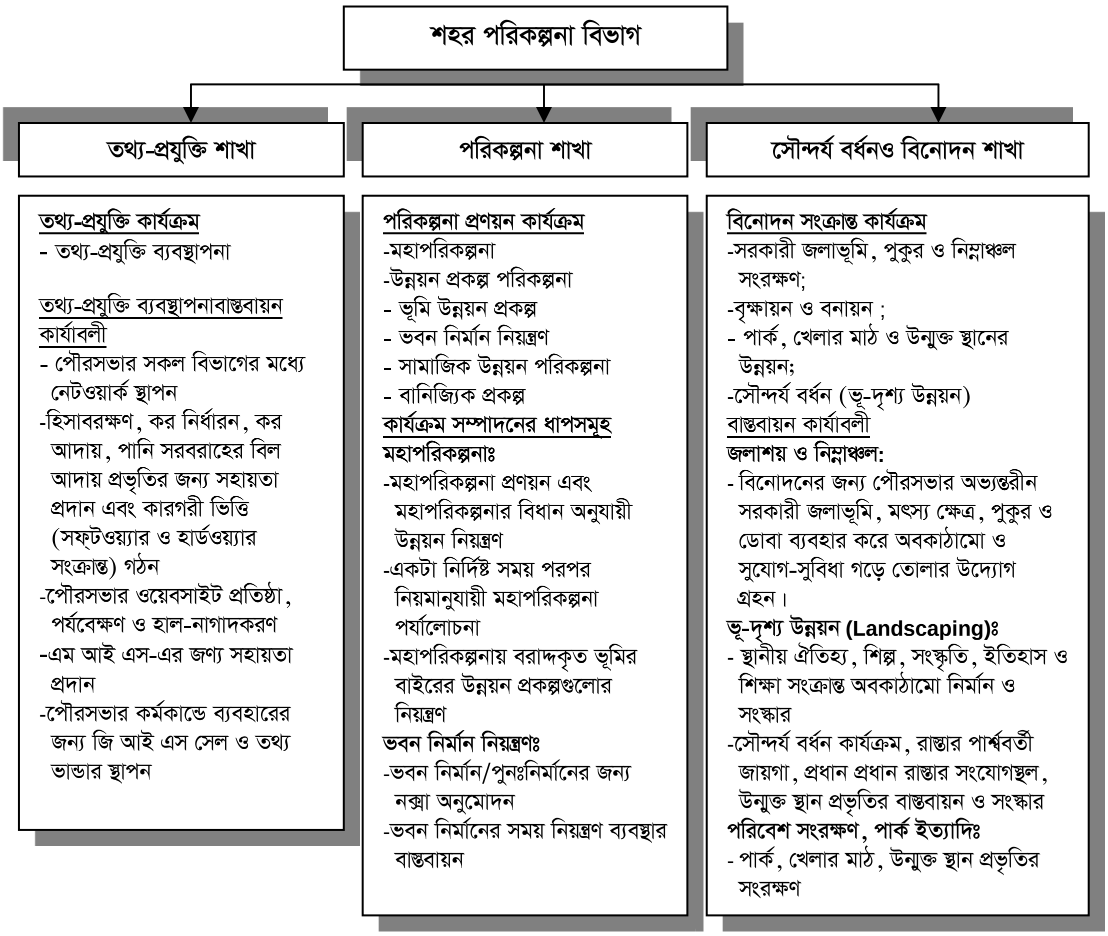

চিত্র-২.৫ঃ প্রস্তাবিত পরিকল্পনা শাখা/বিভাগের সম্ভাব্য কাজের পরিধি

২.১০.২ বিভিন্ন খাতের কর্মকান্ড সম্পাদনে সরকারি বিভিন্ন সংস্থার ভূমিকা

পৌরসভার বিভিন্ন কমিটি

পৌরসভা আইন ২০০৯ অনুসারে প্রত্যেক পৌরসভাতে বিভিন্ন কার্যক্রম পর্যালোচনা করতে কিছু কমিটি গঠন করতে হয়। কিশোরগঞ্জ পৌরসভাতে এসব কমিটি তৈরি করা হয়েছে। প্রত্যেক কমিটিতে ৫ জন সদস্য থাকেন এবং একজন কাউন্সিলর কমিটির প্রধান থাকেন। এক কমিটির প্রেসিডেন্ট আরেকটি কমিটির প্রেসিডেন্ট হতে পারবেননা। আইনানুযায়ী মেয়র প্রতিটি কমিটির একজন সদস্য কিন্তু আইন শৃংখলা কমিটি ছাড়া অন্য কোনও কমিটির প্রধান হতে পারবেননা। প্রতিটি কমিটির নির্দিষ্ট কার্যক্রম থাকে।

জেলা স্তরের সরকারি অফিস

প্রায় সকল কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয়ের জেলা স্তরের কার্যালয় জেলা সদরে থাকে। জেলা সদর হিসেবে কিশোরগঞ্জ পৌরসভাতে এরকম অনেক কার্যালয় রয়েছে। সারণি ২.১৩-এ বিভিন্ন খাতের কর্মকান্ডে সরকারি প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা দেখানো হল।

সরণি ২.১৩: বিভিন্ন খাতের কর্মকান্ডে সরকারি প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা

সরকারি প্রতিষ্ঠানের নাম	ভূমিকা
ডেপুটি কমিশনারের কার্যালয়	ডেপুটি কমিশনারের কার্যালয় (ডিসি অফিস) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কার্যালয় সমূহের মধ্যে একটি। ভূমি ব্যবস্থাপনা এবং ভূমি অধিগ্রহণ, ম্যাজিস্ট্রেসি, উন্নয়ন কর্মকান্ড, পাবলিক পরীক্ষা, জাতীয় এবং অন্যান্য নির্বাচন, কোষাগার সম্পর্কিত কার্য, বিভিন্ন ধরণের লাইসেন্স প্রদান, আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি প্রভৃতি ডিসি অফিসের এখতিয়ারের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত।
এসপি অফিস	সমাজকে সক্রিয়ভাবে সেবা প্রদানের মাধ্যমে আইন প্রয়োগ, সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষা, অপরাধের ভয় কমানো, নাগরিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি এবং অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।
পিডিবি অফিস	ঢাকা এবং দেশের পশ্চিমাঞ্চল ব্যতীত সারাদেশের প্রধানত শহর অঞ্চলে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিতরণের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা।
আরইবি অফিস	আরইবির দায়িত্ব হচ্ছে কৃষিখাতের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং গ্রামীণ এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে সুযোগ তৈরির লক্ষ্যে বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহারের জন্য গ্রামাঞ্চলকে বিদ্যুতায়িত করা। এর মাধ্যমে গ্রামীণ মানুষদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন নিশ্চিত করা হবে।
জেলা সমাজকল্যাণ কার্যালয়	গ্রাম ও নগর অঞ্চলের উপেক্ষিত, সুবিধাবঞ্চিত অংশ, বেকার, ভূমিহীন, এতীম, বিপদাপন্ন, ছিন্নমূল, সামাজিক, মানসিক ও শারীরিক প্রতিবন্ধী, দরিদ্র, অসহায় রোগী, কিশোর অপরাধী জনগণের কল্যাণের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা।
জেলা সিভিল সার্জনের কার্যালয়	স্বাস্থ্য সেবা এবং জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয়াদি, পয়ঃনিষ্কাশন সংক্রান্ত বিধিনিষেধ, স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য সেবা খাতের প্রশিক্ষণ এবং গবেষণা সম্পর্কিত কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে।
পানি উন্নয়ন বোর্ড কার্যালয়	কৃষি কাজ এবং মৎস্য চাষের উৎপাদন বৃদ্ধিতে বন্যা নিয়ন্ত্রণ, ড্রেনেজ এবং সেচকাজ সংক্রান্ত প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পাদন করা।
পৌরসভা কার্যালয়	পৌরসভা হচ্ছে মহাপরিকল্পনার অভিভাবক এবং সংশ্লিস্টহ সরকারি প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় মহাপরিকল্পনার বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা। এছাড়া এর এখতিয়ারভূক্ত এলাকায় বসবাসকারী জনগণের সকল ধরণের নাগরিক সুবিধাদি প্রদানের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা।
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)	এলজিইডি বহুমুখী কর্মকান্ডের এক বিশাল ক্ষেত্রে কাজ করে থাকে; যথা; সড়ক, সেতু/কালভার্ট নির্মাণ এবং সামাজিক উন্নয়নের জন্য বাজার, ক্ষমতায়ন এবং পরিবেশ রক্ষা।
জেলা সেটেলমেন্ট অফিস	সরকারি মালিকানার জমি (খাস জমি), সৈরাত মহাল (জলমহাল, চিংড়ি মহাল প্রভৃতি), অর্পিত সম্পতি এবং পরিত্যক্ত সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা এবং বন্দোবস্তের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা। ভূমি জরিপ এবং রেকর্ড সংরক্ষণ ও হালনাগাদ করা সহ ভূমি উন্নয়ন কর সংগ্রহ করার কাজ করে থাকে। জমির অধিগ্রহণ ও ফরমাশ এই সংস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।
গণপূর্ত বিভাগ কার্যালয়	সরকারি নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নে কেন্দ্রীয় দায়িত্বপালনকারী সংস্থা। এছাড়াও এটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা সমূহের প্রকল্পসমূহ ডিপোজিট ওয়ার্ক হিসেবে করে থাকে।
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কার্যালয়	জাতীয়, আঞ্চলিক এবং জেলা সড়ক ও সেতুসমূহে ব্যবস্থাপনার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ।
মহিলা ও শিশু বিষয়ক অধিদপ্তর	উন্নয়নের প্রধান ধারাতে মহিলস ও শিশুদের অধিকার, ক্ষমতায়ন ও অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা।
জেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলীর কার্যালয়	ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ এবং চট্টগ্রাম শহর যেগুলোতে ওয়াসা কর্তৃপক্ষ রয়েছে সেসব এলাকা ছাড়া দেশের অন্যান্য স্থানে খাবার পানি সরবরাহ ব্যবস্থা এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনার দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা।
বিএডিসি অফিস	বীজ ও সারের মত প্রয়োজনীয় কৃষি উপকরণের উৎপাদন, সংগ্রহ, পরিবহন, সংরক্ষণ ও বিতরণ এবং ভূপৃষ্ঠের অথবা ভূগর্ভের পানি ব্যবহার করে কৃষকদের সেচ সুবিধা প্রদান করা।
জেলা মৎস্য উন্নয়ন অধিদপ্তর কার্যালয়	সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের পদক্ষেপ নেওয়ার মাধ্যমে মৎস্য সম্পদের বৃদ্ধি; এবং মৎস্য সম্পদের টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।
জেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়	দক্ষ ধাত্রীকালীন সেবা প্রদানকারী (এসবিএ) এর মাধ্যমে জরুরী ধাত্রী সেবা (ইওসি) এর সাথে নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করা; প্রজনন স্বাস্থ্য বিশেষ করে পরিবার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে

সরকারি প্রতিষ্ঠানের নাম	ভূমিকা
	পুরুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা; অসম দম্পতিদের ক্ষেত্রে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি; আরটিআই/এসটিআই এবং এইচআইভি/এইডস প্রভৃতি রোগের প্রতিরোধ।
পোস্ট অফিস	বাংলাদেশ পোস্ট অফিসের মূল কাজ হচ্ছে; ডাক সেবা (দেশীয় ও আন্তর্জাতিক), দ্রুতগামী সেবা (ইএমএস, জিইপি ও ইপিপি), ই-সেবা (ই-পোস্ট, ই-শপিং, বৈদেশিক মানি অর্ডার, ই-পে), আর্থিক সেবা (জীবনবীমা, সঞ্চয়পত্র, সঞ্চয় ব্যাংক, ইলেক্ট্রনিক মানি ট্রান্সফার) এবং আরোও অনেক কিছু।
জেলা শিক্ষা অফিস	শিক্ষাখাতে সকল ক্ষেত্রে শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং সবার উৎকর্ষতা নিশ্চিত করা যাতে শিক্ষার প্রত্যভিজ্ঞেয় এবং পরিমাপযোগ্য পরিণতি অর্জন করা সবার জন্য সম্ভব হয়।
বাংলাদেশ পুলিশ গাড়ি নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়	চালকসহ ক্রটিযুক্ত এবং অবৈধ গাড়ির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের ও পরিচালনা করা; বাস টার্মিনাল, ট্রাক টার্মিনাল, গাড়ি পার্কিং প্রভৃতি এলাকার শৃঙ্খলা নিশ্চিত করা ও তা বজায় রাখা; ট্রাফিক বিধির প্রয়োগ করা; সড়কে নিরাপত্তা নিশ্চিত করণ; যানবাহন চলাচলকারী রাস্তার নিয়ন্ত্রন; যানবাহনের চলাচল নিয়ন্ত্রণ; যানজট দূর করা প্রভৃতি।
ভূমি রেকর্ড ফিস	জমির ভোগদখল ও মালিকানা সংক্রান্ত সরকারি রেকর্ড রক্ষা করা।
জেলা নিবন্ধকের কার্যালয়	জমির মালিকানা, দখল এবং অন্যান্য অধিকার সম্পর্কিত ক্ষেত্রে মালিকানার দলিল প্রদান, ক্রয়বিক্রয় সহজতর করা এবং অবৈধ হস্তান্তর প্রভৃতি কাজ সম্পন্ন করা।
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড	আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, গ্রামীন উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য দুরীকরনের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা।
বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড	হাওর অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের কল্যাণে সেখানকার সম্পদের উন্নয়ন, যথাযথ আবাসন ও সামাজিক সেবা প্রদান করা, এবং সম্পদ ও আয়ের ন্যায়সঙ্গত বিতরণ নিশ্চিত করা।
রেভিনিউ অফিস	আমদানী শুল্ক সংগ্রহ, ভ্যাট ও আয়কর আদায়, আমদানী ও রপ্তানী কার্গোর দ্রুত নিকাশের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সহজতর করা, কর, শুল্ক ও অন্যান্য রেভিনিউ সংক্রান্ত ফি/চার্জ সংক্রান্ত বিষয়াদির প্রশাসন এবং চোরাচালান প্রতিরোধের মাধ্যমে দেশীয় সম্পদ সংগ্রহ।
বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল)	ল্যান্ড লাইন টেলিফোন সংযোগ প্রদান; ডায়াল আপ ইন্টারনেট, এডিএসএল ইন্টারনেট, স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক লিজকৃত লাইনে উচ্চ ব্যান্ডউইথ প্রদান, ভিপিএন, এমপিএলএস, দেশের ডোমেইন (ডট বিডি), কো-লোকেশন প্রভৃতি প্রদান।
জেলা তথ্য কার্যালয়	জনগণের নিকট তথ্য প্রচারের মাধ্যমে সরকার এবং জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধ হিসেবে কাজ করে। সমাজের কৃষ্টি, শ্রেণি, লিংগ এবং অবস্থানের বাধা কমিয়ে নাগরিক সেবা প্রদানে অধিক অভিগম্যতা এবং দক্ষ কার্যক্রম নিশ্চিত করা। নাগরিক সেবা প্রদানে অধিক জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে সুশাসন নিশ্চিত করা।

তৃতীয় অধ্যায়ঃ ৩

পৌরসভার বিভিন্ন খাতে উন্নয়নের কৌশল ও নীতিমালা

৩.১ উন্নয়ন কৌশলসমূহ

৩.১.১ সম্পদ সংগ্রহ

পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সম্পদ সংগ্রহ একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে পরিগনিত হবে। যদিও উন্নয়ন কর্মকান্ড সমূহ বিভিন্ন উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ দ্বারা বাস্তবায়িত হওয়ার কথা থাকলেও সম্পদ সংগ্রহের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব থাকবে পৌরসভা কর্তৃপক্ষের উপর। যদিও স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ হিসেবে এখানে সম্পদের বেশ ঘাটতি রয়েছে। তুলনামূলক কম নগরায়ন এবং সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগের অভাবে জমির মূল্য কম থাকায় শহরের বিকাশ তুলনামূলক কম হয়ে থাকে। তাই, সকল সেবা সহকারে একটি জমি বিক্রি করেও তেমন বেশি সম্পদ আহরণ করা সম্ভব হয়না। একই কারণে উন্নয়ন ফি, পরিকল্পনা ছাড়পত্র ও অন্যান্য ক্ষেত্র থেকে আয়ের পরিমাণ খুবই কম। যেহেতু পৌরসভা কর বা করবিহীন উৎস থেকে বেশি আয় করতে পারেনা; তাই উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য তারা সরকারের উপর অত্যন্ত নির্ভরশীল। সুতরাং, মহাপরিকল্পনায় উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য সরকারি সাহায্যের উপর নির্ভরশীল থাকবে। এছাড়া পৌরসভাকেও সম্পদের নতুন উৎস অনুসন্ধান করে আয় বৃদ্ধি করতে হবে।

সম্পদ সংগ্রহের জন্য নিম্নলিখিত অপশনগুলো বিবেচনা করা যেতে পারেঃ

অপশন ১	:	আয়ের নতুন উৎস অনুসন্ধানের চেয়ে বিদ্যমান উৎসসমূহ থেকে আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করা সহজতর হবে। এর ফলে আয়ের পরিমাণ প্রায় ২৫ থেকে ৩০% পর্যন্ত বেড়ে যেতে পারে।
অপশন ২	:	সেবার মান উন্নয়ন করতে হবে যাতে নাগরিকরা কর প্রদানে উৎসাহী হয়।
অপশন ৩	:	কর ফাঁকি দেওয়া ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া।
অপশন ৪	:	স্থানীয় সরকারের আয় ব্যবস্থাপনায় বেসরকারি খাতের অন্তর্ভুক্তি আয় বৃদ্ধি করতে পারে।
অপশন ৫	:	পৌরসভাকে তার আয় বৃদ্ধিতে আরোও স্বাধীনতা প্রদান করা
অপশন ৬	:	পৌরসভা ক্রস সাবসিডির মাধ্যমে আবাসন ও বাণিজ্যিক প্রকল্প হাতে নিয়ে আয় বৃদ্ধি করতে পারে।
অপশন ৭	:	স্থানীয় সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ডে জনগণের সরাসরি অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। অংশগ্রহণ নিশ্চিত করলে সম্পদ সংগ্রহ সহজতর হতে পারে।

উপরোক্ত যেকোন বিকল্প নির্বাচন করা কেন্দ্রীয় সরকারের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। একটি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের কার্যকর ভূমিকা নিশ্চিত করতে এর সম্পদ সংগ্রহের সক্ষমতা বাড়ানো ছাড়া অন্য কোনও উপায় নেই। এক্ষেত্রে বিফল হলে সীমিত সরকারি তহবিলের উপর চাপ বাড়বে এবং উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নিজের ক্ষমতা অব্যবহৃত থেকে যাবে।

সুপারিশকৃত নীতিমালা

সম্পদ সংগ্রহের জন্য সুপারিশকৃত নীতিমালার বর্ণনা নিম্নে দেওয়া হল।

<u>নীতি-সম্পদ\ ১:কর আদায়ের দক্ষতা বৃদ্ধি।</u>

সকল ধরণের সংস্কারের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল কর আদায়ে দক্ষতা বৃদ্ধিতে গুরুত্ব প্রদান করা। সময়কাল অনুসারে খেলাপীদের চিহ্নিত করে তাদের কাছ থেকে কর আদায়ের ব্যবস্থা নিতে হবে। এর পর কর খেলাপীদের শাস্তি প্রদান করা যেতে পারে।

<u>যৌক্তিকতা</u>: পর্যালোচনা থেকে দেখা যায় যে আয় বৃদ্ধির জন্য সর্বোচ্চ ক্ষমতা অদক্ষতা, নথি হালনাগাদ না করা এবং কর খেলাপীদের শাস্তি প্রদান না করার কারণে ব্যবহার করা যায় না। নীতিমালা বাস্তবায়িত হলে এধরণের সমস্যা দূরীভূত হবে এবং আয় বৃদ্ধি পাবে।

<u>নীতি-সম্পদ\ ২: সম্পদের নিয়মিত মূল্যায়ন।</u>

কঠোরভাবে পৌরসভার অভ্যন্তরের সম্পদ ৫ বছর পর পর মূল্যায়নের আইন মান্য করতে হবে। ব্যর্থ হলে পৌরসভার সরকারি অনুদানের কিছু অংশ সরকারকে রহিত করতে হবে।

যৌক্তিকতা: প্রথমত নিয়মিত সম্পদের মূল্যায়ন আইনগত শর্ত। এছাড়া এর ফলে কর প্রদানকারীর করের পরিমাণ নির্ণিত হয় এবং তা হালনাগাদ থাকে। এর ফলে কর খেলাপীর সংখ্যা হ্রাস পাবে এবং কর থেকে আয়ের পরিমাণ বাড়বে। তার উপর, কর খেলাপীদের জরিমানা করা হলে কর প্রদানের একটা সংস্কৃতি তৈরি হবে এবং কর আদায় সহজ হবে।

নীতি-সম্পদ\ ৩: কর নির্ধারকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।
কর নির্ধারক এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্মচারীদের সম্পদের কর নির্ধারণে নিয়মিত ও কঠোর প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।
যৌক্তিকতা: দেখা যায় যে যথাযথ প্রশিক্ষণের অভাবে সঠিকভাবে কর নির্ধারিত হয়না। এর ফলে পুনর্বিবেচনার জন্য অনেক আবেদন জমা হয় ও কর থেকে আয় বিলম্বিত হয়।

নীতি-সম্পদ\ ৪: ভাড়াভিত্তিক মূল্যায়ন থেকে বাজারদর ভিত্তিক মূল্যায়নে পরিবর্তন।
ভবিষ্যতে পৌরসভাকে সম্পদের মূল্যায়নের সময় এর ভাড়ার মূল্যের চেয়ে মূলধনের মূল্যের বিবেচনা করা উচিত। জিআইএস-এর সহায়তায় ট্যাক্স মানচিত্র তৈরি করতে হবে।
যৌক্তিকতা: বাজারদরের উপর মূল্যায়ন না হলে পৌরসভা গুরুত্বপূর্ণ আয় হারাবে। বাজারদরের উপর মূল্যায়ন করলে আয় বৃদ্ধি পাবে। ট্যাক্স মানচিত্র তৈরি করলে এই পরিবর্তন সহজতর হবে।

নীতি-সম্পদ\ ৫: করের হার পুননির্ধারণ করে তা বাজারদরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা।
অতি শীঘ্রই বিভিন্ন ধরণের কর ও ফি এর হার পুননির্ধারণ এবং মূল্যস্ফীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে হবে। পেশাজীবির আয়, ব্যবসা প্রভৃতির উপর কর এমনভাবে নির্ধারণ করতে হবে যাতে এইসব খাত থেকে জনসাধারণের আয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকে।
যৌক্তিকতা: বিভিন্ন সেবা, ভাড়া এবং করের হার নিয়মিত হালনাগাদ করা না হলে পৌরসভার আয় ব্যহত হয়। অপরদিকে চলমান বাজারদরে সেবা প্রদানের কারণে এর খরচও বৃদ্ধি পায়।

নীতি-সম্পদ\ ৬: সম্পদ থেকে আয় বৃদ্ধিতে এগুলোকে বাজারদরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা।
দোকান ও বিপণিবিতান সহ অন্যান্য সম্পদ থেকে প্রাপ্ত ভাড়া বাজারদরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে এখনই পুননির্ধারণ দরকার। খেলাপীদের ক্ষেত্রে বাজারদরের থেকে ১ ভাগ বেশি টাকা জরিমানা হিসেবে আদায় করতে হবে।
যৌক্তিকতা: পৌরভার সম্পদ থেকে সঠিক আয় নিশ্চিত করতে বাজারদরের সাথে ভাড়ার সামঞ্জস্য সাধন জরুরি। ভাড়ার খেলাপীদের জরিমানা করা না হলে এটি খারাপ স্বভাবে পরিণত হবে যা পরবর্তিতে বড়ধরণের সমস্যা তৈরি করতে পারে।

নীতি-সম্পদ\ ৭: সরকারি অনুদান ও নিয়ন্ত্রণেরমধ্যে সমতা আনয়ন।
যেহেতু সরকারি অনুদানের উপর পৌরসভার নির্ভরশীলতা অনেক বেশি, তাই এই অনুদানের আইনগত ভিত্তির সাথে একে অর্থনৈতিকভাবে পরিমাপযোগ্য করতে হবে। পৌরসভার কর্মকান্ড সরকারি হস্তক্ষেপের পরিমাণ কমাতে হবে।
যৌক্তিকতা: অর্থনৈতিক বিন্যাসের নির্দিষ্ট নীতির অনুপস্থিতিতে আয়ের হিসেবে সরকারি অনুদানের পরিমাণ অপরিমাপযোগ্য থাকে। অনুদানের সঠিক পরিমাণ নিশ্চিত করতে না পারায় কর্তৃপক্ষ সঠিকভাবে ভবিষ্যত পরিকল্পনা তৈরি করতে পারেনা। পৌরসভার কর্মকান্ডে সরকারি হস্তক্ষেপ কমলে স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ হিসেবে পৌরসভা সহজভাবে তার কার্য সম্পাদন করতে সক্ষম হয়।

নীতি-সম্পদ\ ৮: পৌরসভার উন্নয়ন ফি চালুকরা।
পৌরসভাকে বিভিন্ন উন্নয়নের জন্য উন্নয়ন ফি সংগ্রহ করার ব্যবস্থা চালু করতে হবে।
যৌক্তিকতা: এর মাধ্যমে শুধু একটি নতুন আয়ের উৎসই তৈরি হবেনা একইসাথে পৌরসভার নতুন উন্নয়ন প্রকল্প, বিশেষ করে দরিদ্রদের জন্য প্রকল্প হাতে নেবার সক্ষমতা আসবে।

নীতি-সম্পদ\ ৯: সম্পদ আহরণের ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি আত্মীকরণের মাধ্যমে নতুন নতুন আয়ের উৎস তৈরি করা।
সম্পদ আহরণের জন্য পৌরসভাকে নতুন নতুন পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে। সাধারণত, শেয়ার বাজার থেকে মূলধন আহরণ, এনজিও, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন প্রভৃতির সাথে দায়িত্ব বন্টন এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।
যৌক্তিকতা: এর ফলে আয়ের বিকল্প পন্থা তৈরি হবে, বেসরকারি খাত ও এনজিও নগর উন্নয়নে ও নাগরিক সেবা প্রদানে স্বল্প খরচে আরোও বেশি ভূমিকা রাখতে পারবে।

৩.১.২ অবকাঠামো উন্নয়ন

৩.১.২.১ যাতায়াত ও যোগাযোগ নীতিমালা

নীতি-যা:যো /১: বিদ্যমান সংকীর্ণ সড়ক যেখানে সম্ভব প্রশস্তকরন
যৌক্তিকতা: এতে কোন সন্দেহ নাই যে অদুর ভবিষ্যতে শহরে যানবাহনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। শহরের সংকীর্ণ সড়কগুলো তখন সমস্যা হিসাবে দেখা দেবে। যানজট মানুষের জীবনযাত্রাকে স্থবির করে দেবে। এ জন্য এখনই পদক্ষেপ নিয়ে সরু রাস্তা প্রশস্ত করার পদক্ষেপ নিতে হবে।
বাস্তবায়নকারী সংস্থা: পৌরসভা ও এলজিইডি
বাস্তবায়ন পদ্ধতিঃ শহরের বিদ্যমান সরু রাস্তার তালিকা তৈরী করতে হবে। সংলগ্ন জমির মালিকদের সঙ্গে সমঝোতা করে রাস্তা চওড়া করার ব্যবস্থা করতে হবে। যেখানে প্রয়োজন ক্ষতিপূরণ দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

নীতি-যা:যো /২ : ২০ ফুট বা ৬.১০ মিটারের নিচে কোন নতূন রাস্তা নির্মাণ করা যাবে না। সিটি কর্পোরেশন ২০ ফুটের নিচে কোন রাস্তা নির্মাণ করবে না।

যৌক্তিকতা: সংকীর্ণ রাস্তা যানজটের কারণ। নতূন এলাকায় চওড়া রাস্তা তৈরীর সুযোগ থাকায় সে সুযোগ গ্রহণ করে রাস্তা চওড়া করতে হবে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: পৌরসভা ও এলজিইডি

বাস্তবায়ন পদ্ধতিঃ নীতি বাস্তবায়নে জনগণের সঙ্গে মতবিনিময় করা যেতে পারে, জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে। এ বিষয়ে সিটি কর্পোরেশন কমিটি গঠন করতে পারে। শহরপ্রান্ত এলাকায় নতূন রাস্তা তৈরীর সময় এই নীতি অনুসরণ করতে হবে।

নীতি-যা:যো /৩ : সড়ক সংযোগস্থলগুলোর উন্নয়ন।

যৌক্তিকতা: কিশোরগঞ্জ পৌরসভা দ্রুত বিকশিত হচ্ছে। ২০৩৩ সালের মধ্যে এটি প্রায় ৩ লক্ষ জনসংখ্যার শহর হবে এবং যানবাহনের সংখ্যা প্রভূত বৃদ্ধি পাবে। সড়ক সংযোগস্থল উন্নত হলে যাবাহন চলাচল সহজতর হবে এবং যানজট হ্রাস পাবে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: পৌরসভা, সওজ ও এলজিইডি ।

বাস্তবায়ন পদ্ধতি: আলোচ্য পরিকল্পনায় কিছু সড়ক সংযোগস্থলের নক্সা দেয়া হয়েছে যা সিটি কর্পোরেশন বাস্তবায়নের জন্য গ্রহণ করতে পারে। পরবর্তীতে নতূন রাস্তার ডিজাইন করার সময় সংযোগস্থলগুলোর ডিজাইন করতে হবে।

নীতি-যা:যো /৪ : পথচারীদের নিরাপদে রাস্তা চলাচলের জন্য অবকাঠামেগত সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা।

যৌক্তিকতা: যেহেতু শহরের বেশিরভাগ যাতায়াত হয় পদ্রব্রজে তাই সকল প্রধান সড়কের পাশে ফুটপাথ তৈরি করতে হবে। অসম্পূর্ণ ফুটপাথ সম্পূর্ণ করতে হবে। প্রধান প্রধান সড়কের সংযোগস্থলের আশেপাশের ফুটপাথগুলোকে গ্রেড সেপারেশনের ভিত্তিতে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

এর ফলে পথচারীদের চলাচলে নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাবে, সাথে সাথে পথচারীদের চলাচলের জন্য ব্যবহৃত হওয়া রাস্তা মুক্ত হবে। কিশোরগঞ্জ পৌরসভাতে প্রধান সড়কের পাশে অনেক ড্রেন আছে। এগুলোকে ঢেকে দিয়ে তার উপর মানসম্মত ফুটপাথ তৈরি করা যায়।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: পৌরসভা, সওজ ও এলজিইডি ।

বাস্তবায়ন পদ্ধতি : অন্ততপক্ষে ৬ ফুট প্রশস্ত ফুটপাথ নির্মাণ করা উচিত। এ জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ দিতে হবে।

নীতি-যা:যো /৫ : প্রধান প্রধান বাণিজ্যিক এলাকার ভেতর দিয়ে অতিক্রান্ত রাস্তাগুলিতে সার্ভিস লেন চালু করা।

যৌক্তিকতা: সার্ভিস লেন থাকায় প্রধান সড়কে স্থানীয় যানবাহন এবং অযান্ত্রিক বাহন প্রবেশ করবে না। এতে প্রধান সড়কে যানবাহন চলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবেনা।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: পৌরসভা, সওজ ও এলজিইডি ।

বাস্তবায়ন পদ্ধতি : প্রাতিষ্ঠানিক নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে এবং সে অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রকল্পে বাজেট বরাদ্দ দিতে হবে।

নীতি-যা:যো /৬ : অপরিকল্পিত এলাকায় যে সমস্ত রাস্তা সংযোগবিহীনআছে সেখানে সংযোগ সড়ক তৈরী করা।

যৌক্তিকতা: প্রচলিত পদ্ধতিতে কম্যুনিটি উদ্যোগে রাস্তা নির্মিত হয় অপরিকল্পিত ও বিশৃঙ্খলভাবে। ফলে রাস্তা শুধু সংকীর্ণই হয় না, বিভিন্ন রাস্তার মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হয় না। ফলে অনেক সময় কাছ কাছি স্থানে যেতে অনেক ঘুরতে হয়। ভবিষ্যতে যানবাহন বৃদ্ধি পেলে এ সমস্ত রাস্তায় যানজট বাড়বে। এ জন্য প্রয়োজনীয় স্থানে দুটি রাস্তার মধ্যে সংযোগ ঘটিয়ে যাতায়াত সহজ করা উচিত।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: পৌরসভা ও এলজিইডি

বাস্তবায়ন পদ্ধতি: পৌরসভা এলাকায় মিসিং লিংকগুলিকে নির্দিষ্ট করতে হবে এবং লিংক রাস্তার ডিজাইন করে প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।

নীতি-যা:যো /৭: ট্রাফিক আইন কঠোরভাবে প্রয়োগের প্রতি নজরদারী।

যৌক্তিকতা: ট্রাফিক আইন লঙ্ঘন সড়ক দূর্ঘটনা এবং যানজটের প্রধান কারণ। এ জন্য ট্রাফিক আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করা প্রয়োজন।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: ট্রাফিক পুলিশ বিভাগ (কিশোরগঞ্জ), পৌরসভা

বাস্তবায়ন পদ্ধতি : কঠোরভাবে ও নিরপেক্ষভাবে ট্রাফিক আইন প্রয়োগ।

নীতি-যা:যো /৮: পর্যায়ক্রমিকসড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে তিন স্তরের চূড়ান্ত সড়ক ব্যবস্থা নিশ্চিত করা

যৌক্তিকতা: বিভিন্ন সড়ক নির্মাণে সমন্বিত উদ্যোগ নিশ্চিত করে প্রাথমিক সড়কের একটি নেটওয়ার্ক তৈরি করা যেখানে পূর্ব-পশ্চিম ও উত্তর-দক্ষিণ দিকে যানবাহন চলাচলে বিকল্প রাস্তার ব্যবস্থা থাকবে। স্ট্যান্ডার্ড সড়কের নকশা অনুসরণে তিন স্তরের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা নির্মাণ করতে হবে। যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পর্কিত যেকোনও ধরনের উন্নয়ন

কর্মকান্ডে এটি কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে। এর ফলে একটি নির্দিষ্ট সময়ে কম সম্পদ ব্যবহার করে সবেচেয়ে অর্থ সাশ্রয়ী পদ্ধতিতে উন্নয়ন নিশ্চিত হবে।
বাস্তবায়নকারী সংস্থা: পৌরসভা, সওজ, এলজিইডি।
বাস্তবায়ন পদ্ধতি: উন্নয়নের জন্য পৌরসভা এবং অন্যান্য উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে পর্যায়ক্রমে উন্নয়ন কর্মকান্ড গ্রহণ করতে হবে। এই সময়ে জমি অধিগ্রহণ ও প্রাক-সমীক্ষা কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। কিছু সড়কের জন্য নির্মাণ কাজ হাতে নিয়ে নিতে হবে যদি সকল ধরণের প্রাক কার্যক্রম সম্পন্ন হয়। অন্যান্য সড়কের জন্য বিদ্যমান আঁকাবাঁকা সড়ক সোজা করে চওড়া করতে হবে যাতে এগুলো গুরুত্বপূর্ণ সড়কে রূপান্তরিত হতে পারে।

নীতি-যা:যো /৯: পৌর এলাকায় অধিক সংখ্যক গণপরিবহনের ব্যবস্থা চালু করা।
যৌক্তিকতা: গণপরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নের সাথে ৪ স্ট্রোকের যানবাহন ব্যবহার বৃদ্ধি করলে যাত্রীদের নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাবে ও বায়ু দূষণের হার কমবে। গণপরিবহন যেমন, অটো-রিকশা, ভ্যান প্রভৃতিকে পৌরসভা এলাকায় চলতে উৎসাহ প্রদান করা যেতে পারে। এটি শহরের গণপরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নে অর্থসাশ্রয়ী পদ্ধতি হতে পারে।
বাস্তবায়নকারী সংস্থা: পৌরসভা বেসরকারি যানবাহন পরিচালনা প্রতিষ্ঠানকে উৎসাহিত করবে ।
বাস্তবায়ন পদ্ধতি: পৌরসভা বিভিন্ন ট্রান্সপোর্ট এজেন্সির সাথে কাজ করে সহজ চলাচলের জন্য নতুন রুট চিহ্নিত করা।

নীতি-যা:যো /১০: যাত্রীসুবিধা নিশ্চিত করতে বাস স্টপগুলোতে বাস বে ও যাত্রী ছাউনির ব্যবস্থা করা।
যৌক্তিকতা: বাস বে এর সাথে শহরের সকল বাস স্টপেজে যাত্রী ছাউনি নির্মাণ করতে হবে। বাস বে থাকলে বাস থামার সময় অন্য লেনের যানবাহনের চলাচল বিঘ্নিত হবেনা।
বাস্তবায়নকারী সংস্থা: পৌরসভা, সওজ, এলজিইডি, বেসরকারি উদ্যোক্তা ।
বাস্তবায়ন পদ্ধতি: পৌরসভা প্রস্তাবিত স্থানে বাস বে নির্মাণ করে বাসগুলোকে সেখানে থামতে বাধ্য করতে পারে। পৌরসভা বেসরকারি উদ্যোক্তাদের বিজ্ঞাপনের মাধ্যম হিসেবে বাস বে নির্মাণে উৎসাহ প্রদান করতে পারে।

নীতি-যা:যো /১১: সমগ্র পৌরসভাতে জেব্রা ক্রসিং, সড়ক সংকেত এবং পর্যাপ্ত সড়ক বাতির ব্যবস্থা করা।
যৌক্তিকতা: জেব্রা ক্রসিং এবং সড়ক সংকেত শহরের যেখানে প্রয়োজন সেখানে বসাতে হবে। গুরুত্বপূর্ণ সড়ক সংযোগ এবং গোলচক্করে জেব্রা ক্রসিং এবং সড়ক সংকেত পথচারীদের নিরাপত্তা বৃদ্ধি করবে। বর্তমানে পৌরসভার খুব সামান্য অংশেই সড়ক বাতি রয়েছে।
বাস্তবায়নকারী সংস্থা: পৌরসভা, সওজ, এলজিইডি।
বাস্তবায়ন পদ্ধতি: পৌরসভা যথোপযুক্ত সিগনালের ব্যবস্থা করবে। সওজ ও এলজিইডির সহায়তায় জেব্রা ক্রসিং এবং সড়ক সংকেত স্থাপনের ব্যবস্থা করবে। প্রাথমিক ও সেকেন্ডারি সড়ককে সড়কবাতি স্থাপনে প্রাধান্য দিতে হবে।

৩.১.২.২ নাগরিক সেবাসমূহ
ক. পানি সরবরাহ
নীতি-পা:স:/১ : উন্মুক্ত জলাশয় ভিত্তিক টেকসই পানি সরবরাহ ব্যবস্থা চালু করা।
যৌক্তিকতা: ক্রমবর্ধমান নগরায়নের ফলে পানির উপর চাপ বাড়ছে। যেহেতু ভূগর্ভস্থ পানিই প্রধান উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হয় তাই ভূগর্ভস্থ পানির রিজার্ভের উপর চাপ বেড়ে চলেছে। নিয়মিত এবং যথেষ্ট পরিমাণে রিচার্জ না হওয়ায় ভূগর্ভস্থ পানির পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে। সুতরাং ভূগর্ভস্থ পানির উপর ভিত্তি করে শহর এলাকায় কখনোই টেকসই পানি সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে তোলা যাবে না। এ জন্য উন্মুক্ত জলাশয় তথা, নদী ভিত্তিক পরিশোধনযোগ্য পানির উপর ভিত্তি করে টেকসই পানি সরবরাহ ব্যবস্থা চালু করতে হবে।
বাস্তবায়নকারী সংস্থা: পৌরসভা, ডিপিএইচই
বাস্তবায়ন পদ্ধতি : নরসুন্দা নদীর উপযুক্ত স্থানে ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট তৈরী করে নদীর পানি সরবরাহ করতে হবে।

নীতি-পা:স /২: বসতবাড়িতে বৃষ্টির পানির ব্যবহার নিশ্চিত করা।
যৌক্তিকতা: বসতবাড়িতে বৃষ্টির পানি সংগ্রহ করে ব্যবহারের বিভিন্ন পন্থা ব্যবহার করে বৃষ্টির পানির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।
বাস্তবায়নকারী সংস্থা: পৌরসভা, এনজিও।

নীতি-পা:স /৩: গভীর ও অগভীর নলকূপ স্থাপন নিয়ন্ত্রণ করা।
যৌক্তিকতা: ভূ-গর্ভস্থ পানির অতিরিক্ত উত্তোলন এর স্তর নিচে নামিয়ে ফেলবে এবং শুষ্ক মৌসুমে পানির অভাব দেখা দিবে। তাই গভীর ও অগভীর নলকূপ স্থাপনে পৌরসভার অনুমতি নেওয়ার নীতিমালা চালু করতে হবে।
বাস্তবায়নকারী সংস্থা: পৌরসভা, এনজিও।

নীতি-পা:স /৪: গৃহস্থালি কাজে পুকুর ও নদীর পানি ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান করা।
যৌক্তিকতা: বসতবাড়িতে রান্নাবান্না এবং খাওয়ার কাজে নদী অথবা পুকুরের পানির ব্যবহার উৎসাহিত করতে হবে।
বাস্তবায়নকারী সংস্থা: পৌরসভা, এনজিও।

খ. বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

নীতি-ব:ব:/১ : কম্যুনিটি ভিত্তিক বর্জ্য সংগ্রহব্যবস্থাচালু করা।

যৌক্তিকতাঃ যেহেতু আবাসিক এলাকায় কঠিন বর্জ্য মূলত গৃহস্থলী বর্জ্য তাই কম্যুনিটিকে এর ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করা প্রয়োজন। এতে বর্জ্য সংগ্রহ এবং ব্যবস্থাপনা আরো সুষ্ঠু হবে।

বাস্তবায়ন পদ্ধতি : এনজিও, সিবিওদের সংশ্লিষ্ট করে গৃহ থেকে বর্জ্য সংগ্রহ করতে হবে এবং ট্রান্সফার ষ্টেশনে ফেলতে হবে। এ জন্য প্রতি গৃহ থেকে সার্ভিস চার্জ সংগ্রহ করতে হবে যাতে সার্বিক ব্যয় নির্বাহ করা যায়।

বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ পৌরসভা, এনজিও, সিবিও

নীতি-ব:ব:/২: চূড়ান্ত পর্যায়ে বর্জ্য ফেলার জন্য ডাম্পিং সাইট তৈরী করা।

যৌক্তিকতাঃ বর্জ্য ফেলার জন্য পরিবেশ দূষণ করবেনা এমন দূরত্বে এক বা একাধিক ডাম্পিং সাইট থাকা প্রয়োজন। এখানে বর্জ্যকে সম্পদে রুপান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণা পরিচালনা করা যেতে পারে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ পৌরসভা, এনজিও, সিবিও

বাস্তবায়ন পদ্ধতি : পরিবেশ সম্মত পদ্ধতি অবলম্বন করে ডাম্পিং সাইটে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করতে হবে। বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে রয়েছেঃ ১। নিয়ন্ত্রিত ডাম্পিং পদ্ধতি, ২। স্যানিটারী ল্যান্ড ফিল, ৩। ইনসিনারেটর, ৪। কম্পোষ্টিং, ৫। সম্পদ পুনরুদ্ধার।

নীতি-ব:ব:/৩: বর্জ্যকে সম্পদে রূপান্তরের জন্য উদ্ভাবনী ধারনার প্রবর্তনকরা।

যৌক্তিকতাঃ বর্জ্যকে উৎপাদনমূখী কাজে ব্যবহার করলে দরিদ্র মানুষ যারা বর্জ্য থেকে দ্রব্য সংগ্রহ করে জীবনধারণ করে থাকে তাদের আয় বৃদ্ধি পাবে। এ ছাড়া বর্জ্য পুন:ব্যবহার এবং রিসাইক্লিং এর সুযোগ তৈরী হবে। এতে নতূন সম্পদ তৈরী হবে, বর্জ্য হ্রাস পাবে এবং নতূন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ সিলেট সিটি কর্পোরেশন, এনজিও, সিবিও

বাস্তবায়ন পদ্ধতি : সরকারি পর্যায়ে বর্জ্য পুন:ব্যবহার এবং রিসাইক্লিং বিষয়ে পাইলট প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। সফল হলে তা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়বে।

গ. বিদ্যুৎ সরবরাহ

স্ট্রাকচার প্ল্যান এলাকার অন্তর্ভুক্ত সমস্ত নগর এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ রয়েছে। সরকারি বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়িত হলে জনসাধারণ স্বাভাবিক ভাবেই বেশি বিদ্যুৎ পাবে। যেকোনও উন্নয়ন কর্মকান্ডে বিদ্যুৎ অতীব প্রয়োজনীয় একটি উপাদান।

নীতি-বি:স /১: অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে বিদ্যুৎ সরবরাহকে সর্বাধিক গুরত্ব প্রদান।

যৌক্তিকতাঃ যেকোন এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিদ্যুৎ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। বাণিজ্যিক কর্মকান্ডে গতি সঞ্চারে পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ পৌরসভা, পিডিবি, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড।

বাস্তবায়ন পদ্ধতিঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি ও সরবরাহ কার্যক্রমের উন্নতি।

নীতি-বি:স /২: বায়োগ্যাস, সৌরশক্তি প্রভৃতি বিকল্প উৎস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা।

যৌক্তিকতাঃ প্রস্তাবিত রূপান্তরিত বিদ্যুৎ শক্তি কেন্দ্র দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে। এসব কেন্দ্র থেকে উৎপন্ন বিদ্যুৎ বিদ্যমান ব্যবস্থাকে সহায়তা করবে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ পৌরসভা, এলজিইডি, এনজিও।

৩.১.৩ বিদ্যমান নগর এলাকার উন্নয়ন

আলোচ্য নীতিমালার লক্ষ্য হচ্ছে বিদ্যমান নগর সমস্যাগুলোর সমাধান এবং ভবিষ্যতের সম্ভাব্য সমস্যার মোকাবেলার জন্য এখনই ব্যবস্থা নেয়া। বিদ্যমান প্রধান প্রধান সমস্যা/ইস্যুর মধ্যে রয়েছে নিচু অথচ মূল্যবান জমি সংরক্ষণ, অবকাঠামো নির্মাণে তহবিলের অভাব, সঠিক স্থানে উন্নয়ন না হওয়া এবং উন্নয়নে যথার্থ দিক নির্দেশনার অভাব ইত্যাদি। ভবিষ্যৎ নগরোন্নয়ন এবং নগর সমস্যা মোকাবেলায় নিম্নবর্ণিত নীতি সুপারিশ করা হয়েছেঃ

নীতি-ন:উ:/১ : নগর ভূমির সুবিন্যস্ত ব্যবহার ।

যৌক্তিকতাঃ বর্তমানে শহর এলাকার ভূমি বিশৃঙ্খলভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এ ব্যবস্থা স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্মত নয়। এ অবস্থা চলতে থাকলে শহর ক্রমশ বসবাস অনুপোযোগী হয়ে পড়বে। সুষ্ঠু ও বসবাস উপযোগী শহর তৈরীর জন্য শহরের কর্মকান্ড সুবিন্যস্ত করতে হবে। এ জন্য ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তা কার্যকর করে ভূমি ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ পৌরসভা

বাস্তবায়ন পদ্ধতি : বিল্ডিং কনষ্ট্রাকশন এ্যাক্ট ১৯৫২ এর আওতায় মাষ্টার প্ল্যান প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে।

নীতি-ন:উ:/২ : বিদ্যমান অপরিকল্পিত এলাকায় অবকাঠামো নির্মাণ

অপরিকল্পিভাবে গড়ে ওঠা বিদ্যমান শহর এলাকায় অবকাঠামো নির্মাণ করে জনঘনত্ব বৃদ্ধি করতে হবে।

যৌক্তিকতা: অবকাঠামো নির্মাণের ফলে নগরায়ণ বৃদ্ধি পাবে এবং বিদ্যমান ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: পৌরসভা, পিডিবি, এলজি ইডি, ডিপিএইচই

বাস্তবায়ন পদ্ধতি : অবকাঠামো সংকট আছে এ ধরনের এলাকায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অবকাঠামো প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে এবং এ জন্য বাজেট বরাদ্দ দিতে হবে। নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবনের মাধ্যমে স্থানীয় কম্যূনিটিকে উন্নয়ন অংশীদার হিসাবে নিয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা যেতে পারে এবং উন্নয়ন ব্যয় ভাগাভাগি করে নেয়া যেতে পারে।

নীতি-ন:উ:/৩ : অংশগ্রহণমূলক নগর উন্নয়ন প্রকল্পের প্রসার।

নগর উন্নয়ন সংস্থাগুলির অংশগ্রহণমূলক এবং যৌথ বা পার্টনারশীপ নগর উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণে উদ্যোগী হওয়া উচিত। এ জন্য উপযুক্ত পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে হবে। এ কাজে স্থানীয় কম্যূনিটি ছাড়াও এন জি ও এবং সি বি ও সমূহকে যুক্ত করতে হবে। এ ভাবে সরকারি দায়িত্ব যৌথ দায়িত্বে পরিণত করতে হবে। এ জন্য সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থাসমূহকে প্রথমে পাইলট প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।

যৌক্তিকতা: স্থানীয় কম্যূনিটি, এনজিও এবং সিবিও সমূহকে যুক্ত করে নগর উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করলে দ্রুত প্রকল্প বাস্ত-বায়ন করা সম্ভব হবে। এতে ব্যয় পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হবে, যে অর্থ পরবর্তীতে অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজে লাগানো যাবে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: পৌরসভা, পিডিবি, এলজিইডি, ডিপিইচই, এনজিও, সিবিও, এনএইচএ।

বাস্তবায়ন পদ্ধতি : অংশগ্রহণমূলক নগর উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করার জন্য এতদসংশ্লিষ্ট আইন প্রণয়ন করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ ও তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।

নীতি-ন:উ:/৪:নগর উন্নয়নে সহায়ক কৌশলের প্রবর্তন।

নগর উন্নয়নে সরকারি নগর উন্নয়ন সংস্থাগুলিকে সহায়কের ভূমিকা পালন করে শুধু অবকাঠামো নির্মাণ করতে হবে এবং বেসরকারি উদ্যোগে সব ধরনের নির্মাণের সুযোগ তৈরী করে দিতে হবে।

যৌক্তিকতা: এতে ব্যক্তিগত পর্যায়ে এবং বাণিজ্যিকভাবে বেসরকারি উদ্যোক্তরা রিয়েল এস্টেট খাতে বিনিয়োগে উৎসাহিত হবে। দেশে বিনিয়োগ বাড়বে, কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে এবং আবাসন সমস্যার অনেকটাই সমাধান হবে। পৌরসভায় নগরায়ন ত্বরাণ্বিত হবে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: পৌরসভা, পিডিবি, এলজিইডি, ডিপিএইচই, এনজিও, সিবিও

বাস্তবায়ন পদ্ধতি : সংশ্লিষ্ট সংস্থা কর্তৃক প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করতে হবে এবং উপযুক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

৩.১.৪ আবাসন ও বস্তি উন্নয়ন

জনসংখ্যার কম ঘনত্বের কারণে এই শহরের আবাসন এখনও কোনও সমস্যা নয়। কিন্তু আবাসন খাত যাতে ভবিষ্যতের চাহিদার যোগান দিতে পারে সেজন্য একে তৈরি করতে হবে। অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে আবাসিক ভূমি উন্নয়নের ধারণাকে উৎসাহিত করতে হবে। আবাসনের জন্য ভূমির সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে হবে। রিয়েল এস্টেট ডেভেলপমেন্টের জন্য সুষ্ঠু পরিবেশ তৈরি করে দিতে হবে। সরকারি খাতের আবাসন শুধুমাত্র নিম্ন মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেণির মানুষের জন্য হতে হবে। উচ্চবিত্তের আবাসনের ব্যবস্থা করবে বেসরকারি খাত।

নীতি-আবাসন\ ১: অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে আবাসিক এলাকা

ব্যক্তিগত জমি অধিগ্রহণ করে আবাসিক এলাকা স্থাপনের চেয়ে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে আবাসিক এলাকা স্থাপনে সবাইকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

নীতি-আবাসন\ ২: সরকারি খাতের আবাসন

সরকারি খাতের আবাসনের ক্ষেত্রে প্লট বরাদ্দ না দিয়ে; পর্যাপ্ত উন্মুক্ত স্থান, নাগরিক সেবা সম্পন্ন এপার্টমেন্টে ফ্ল্যাট বরাদ্দ দিতে হবে।

নীতি-আবাসন\ ৩: স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য সরকারি খাতের আবাসন

সরকারি খাতের আবাসন স্বল্প আয়ের মানুষের উদ্দেশ্যে করা উচিত; যারা নগর এলাকার আবাসন চাহিদার একটা বড় অংশ।

নীতি-আবাসন\ ৪: বেসরকারি রিয়েল এস্টেট ডেভেলপমেন্টের জন্য অবকাঠামো উন্নয়ন

বেসরকারি খাতের আবাসন ব্যবস্থার উন্নয়নে পর্যাপ্ত পরিমাণ অবকাঠামো উন্নয়ন করতে হবে। এক্ষেত্রে সম্ভব হলে ফলভোগীদের নিকট থেকে উন্নয়ন ব্যয় গ্রহণ করা যেতে পারে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: পৌরসভা, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, বেসরকারি উদ্যোক্তা।

নীতি-আবাসন\ ৫: স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য স্বল্পমূল্যের আবাসনের ব্যবস্থা করা
শহরের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আবাসনের জন্য উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ হিসেবে পৌরসভা ও জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষকে ব্যবস্থা নিতে হবে। স্বল্প আয়ের মানুষদেরকেই এসব স্বল্পমূল্যের আবাসন দিতে হবে।

যৌক্তিকতা: যেহেতু বেসরকারি আবাসন প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হল মুনাফা আর তাই এসব প্রকল্পে দরিদ্ররা আবাসনের সুযোগ পায়না। আর তাই, অপরিকল্পিত বস্তি গড়ে ওঠা রোধে উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে স্বল্প আয়ের মানুষের আবাসন প্রকল্প হাতে নিতে হবে।

বাস্তবায়ন: মুনাফাবিহীন অথবা স্বল্প মুনাফায় দরিদ্রদের জন্য আবাসন প্রকল্পের ব্যবস্থা করা যায়। এধরণের প্রকল্প এমনভাবে গ্রহণ করতে হবে যেন এসব প্রকল্প থেকে শুধুমাত্র দরিদ্ররাই লাভবান হয়।
বাস্তবায়নকারী সংস্থা: পৌরসভা, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, এনজিও, সিবিও।

নীতি-আবাসন\ ৬: জমি ও আবাসন খাতের বাজারের নিয়মিত পর্যালোচনা করা।
উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে কিশোরগঞ্জ এলাকার আবাসন খাতের বাজার ব্যবস্থার মূল অংশগুলি নিয়মিত পর্যালোচনা করতে হবে। এজন্য একটি নির্দিষ্ট তথ্যভান্ডার তৈরি করে তা থেকে বিভিন্ন সময়ে সমীক্ষা চালাতে হবে।

যৌক্তিকতা: ভবিষ্যতের নগরায়নে আবাসন খাত একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। দ্বিতীয়ত, পৌরসভা বাজার পর্যালোচনার ভিত্তিতে আবাসন প্রকল্প হাতে নিতে পারে এবং প্রয়োজন অনুসারের তার নীতিমালা পরিবর্তন করতে পারে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে এর ফলে পৌরসভার নাগরিকগণ সঠিক নীতিমালা পেয়ে থাকে।
বাস্তবায়ন: জিআইএস ব্যবহার করে পৌরসভা ও ভূমি অফিস তথ্যভান্ডার তৈরি ও হালনাগাদ করতে পারে।
বাস্তবায়নকারী সংস্থা: পৌরসভা, সেটেলমেন্ট অফিস, সাব-রেজিস্ট্রার অফিস।

নীতি-আবাসন\ ৭: দরিদ্র জনগোষ্ঠির আবাসনের জন্য যথার্থ ব্যবস্থার উদ্ভাবন ও প্রয়োগ নিশ্চিত করা।
বিদ্যমান অবস্থার অনুসারে নতুন ধরণের স্বল্প আয়ের আবাসন প্রকল্প উদ্ভাবন করতে হবে।
বাস্তবায়ন: আবাসনের ধরণ দরিদ্রদের জন্য সুবিধাজনক হতে হবে।
বাস্তবায়নকারী সংস্থা: পৌরসভা, হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইন্সটিটিউট (এইচবিআরআই), বেসরকারি খাত, এনজিও ও সিবিও।

৩.১.৫ নতুন নগর এলাকার উন্নয়ন
ভবিষ্যৎ শহরকে পরিবেশ সম্মত ও বসবাস উপযোগী রাখার জন্য নতুন এলাকায় পরিকল্পিত উন্নয়নের উপর জোর দিতে হবে। এ জন্য ভবিষ্যৎ শহর এলাকার সমগ্র জমি হুকুম দখলের প্রয়োজন নেই। তবে উন্নয়ন হতে হবে সুশৃঙ্খল ও সুবিন্যস্ত। পরিকল্পিত উন্নয়নের জন্য সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে অবকাঠামো এবং এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হবে। এ জন্য প্রচলিত এবং অপ্রচলিত বিভিন্ন ধরনের এলাকা উন্নয়ন কৌশল ব্যবহার করা হবে। পরিকল্পিত উন্নয়নের লক্ষ্য হবে:

- শহর উন্নয়ন প্রকল্প থেকে সমগ্র উন্নয়ন ব্যয় পুনরুদ্ধার করা।
- সরকারি নগর উন্নয়ন সংস্থাসমূহকে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/উদ্যোক্তা এবং স্থানীয় কম্যুনিটির সঙ্গে যৌথভাবে শহর উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।
- সকল আয়ের মানুষের ভূমি প্রাপ্তি এবং ভূমির মালিকানা নিশ্চিত করতে হবে।
- উৎপাদনমূখী কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে হবে।

উপরে উল্লেখিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য সকল স্থানীয় সরকার এবং উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা পরিবর্তন করতে হবে। এতদিন এ সমস্ত প্রতিষ্ঠান সরাসরি জনগণকে সুযোগ সুবিধা প্রদান করতো এখন থেকে তাদের সহায়কের ভূমিকা পালন করতে হবে। অন্যদিকে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং কম্যুনিটি সংস্থাসমূহ সেবা প্রদানকারীর ভূমিকা পালন করবে। সরকারি উদ্যোগে উন্নয়ন করতে প্রচুর সময় ক্ষেপন হয় এবং অব্যবস্থার কারণে প্রচুর অপচয় হয়। এ ছাড়া এতে বিশেষ শ্রেণীর মানুষ বেশি সুবিধা ভোগ করে। সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগের ফলে সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে উন্নয়ন সুবিধা সুষমভাবে পৌছানো সম্ভব হবে। পরিকল্পিত এবং সুষম নগরোন্নয়নের জন্য দুই ধরণের পদ্ধতি ভিত্তিক প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।

ক। অবকাঠামো ভিত্তিক নগরোন্নয়ন উদ্যোগ

অবকাঠামো ভিত্তিক উন্নয়নের লক্ষ্য হচ্ছে মৌলিক অবকাঠামোগত সুযোগসুবিধা প্রদান করে বিশেষ বিশেষ এলাকায় নগরায়ন ত্বরান্বিত করা। অবকাঠামোগত সুযোগসুবিধার মধ্যে আছে, রাস্তা, পানি, বিদ্যুৎ, ড্রেনেজ ইত্যাদি। সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থা এ গুলো প্রদান করবে এবং এই সুযোগসুবিধা গ্রহণ করে বেসরকারি উদ্যোগে নির্মাণ ও স্থাপনা তৈরী হবে। তবে নতুনভাবে সরকারি-বেসরকারি বা সরকারি-কম্যুনিটি উদ্যোগে অবকাঠামো নির্মাণের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। এতে সরকারি ব্যয় হ্রাস পাবে এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন সহজতর হবে। ভূমি হুকুম দখল বিড়ম্বনা থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে এবং ভূমির মালিকানা অক্ষুন্ন থাকবে। এজন্য উপযুক্ত পদ্ধতি উদ্ভাবন করা প্রয়োজন। এ ছাড়া কম্যুনিটি ভিত্তিক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে। ল্যান্ড রিএ্যাডজাষ্টমেন্ট বা গাইডেড ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট জাতীয় প্রকল্প গ্রহণ করে পরিকল্পিত উন্নয়ন নিশ্চিত করা যায়। এ ধরনের প্রকল্প অংশগ্রহণ ভিত্তিক হওয়ায় দ্রুত বাস্তবায়ন করা সম্ভব এবং ব্যয় পুনরুদ্ধারযোগ্য বলে নগরোন্নয়নে সরকারি ব্যয় যথেষ্ট হ্রাস পাবে।

খ। সরকারি উদ্যোগে প্রচলিত নগরোন্নয়ন অব্যাহত রাখা

সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি প্রচলিত ভূমি হুকুমদখল ভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রমও চালু রাখতে হবে। শিল্প ও বাণিজ্যিক এলাকা উন্নয়ন, খেলার মাঠ,পার্ক ইত্যাদির উন্নয়ন, নিম্ন আয়ের বা দরিদ্র মানুয়ের আবাসন নির্মাণের জন্য এই উদ্যোগ চালু রাখতে হবে।

<u>নতুন এলাকা উন্নয়নের কৌশল</u>

অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে নগর প্রান্ত এলাকায় নতুন এলাকা উন্নয়ন করতে হবে।

যৌক্তিকতা: নগর প্রান্ত এলাকাসমূহের উন্নয়ন ধীরগতিতে হয়ে থাকে। যার ফলে এখানে অবকাঠামো উন্নয়ন অথাব জমি অধিগ্রহণ উভয়ের মাধ্যমে নতুন এলাকা উন্নয়ন সুবিধাজনক হয়। কম জনঘনত্বের কারণে এখানে উচ্ছেদের কারণে ব্যয় কম হবে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ পৌরসভা, পিডিবি, ডিপিএইচই, এনজিও।

বাস্তবায়নের পদ্ধতিঃ নগর প্রান্ত এলাকায় সাইট ও সার্ভিস প্রকল্প হাতে নেওয়া যেতে পারে। স্থানিক উন্নয়নের নতুন কৌশলের সাথে, নতুন এলাকার উন্নয়নে নাগরিকদের উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে। এজন্য দীর্ঘসময় মানুষকে বোঝানো প্রয়োজন হতে পারে। সরকারি খাত ও এনজিওর কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা এবং সেবা প্রদানকারি কর্তৃপক্ষের সহায়তা এই কাজকে সহজ করে তুলতে পারে।

৩.১.৬ নগরের ঐতিহ্যও গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহের সংরক্ষণ ওসুরক্ষা

প্রকল্প এলাকার বাসযোগ্যতা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন এলাকা বিভিন্ন ভাবে সংরক্ষণ করা হয় যথা; কৃষি জমি, নিচু জমি, পুকুর ও প্রাকৃতিক খাল, সবুজ বেষ্টনী, ঐতিহাসিক স্থান প্রভৃত। নিম্নে এসবের বর্ণনা দেওয়া হল।

ক. প্রধান প্রধান পুকুর ও লেক

জমির মূল্য বৃদ্ধির সাথে সাথে নগর এলাকার জলাশয়সমূহ হারিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু উচ্চ ঘনত্বের নগর কেন্দ্রগুলোতে জলাশয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কংক্রিটের জঙ্গলের মধ্যে তা একটু স্বস্তি প্রদান করে। পৌরসভার বড় পুকুর ও জলাশয় সংরক্ষণ করতে হবে। এগুলো শুধু নাগরিকদের শ্বাস-প্রশ্বাসের স্থান নয় একইসাথে এগুলো জরুরি প্রয়োজনে পানির চাহিদাও মেটাতে পারবে।

খ. সবুজ বেষ্টনী

শহরের প্রাকৃতিক পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থায় নরসুন্দা নদী, বরফুল খাল ও কাটাখালি খাল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এগুলোর তীর সবুজ বেষ্টনী হিসেবে সংরক্ষিত করা যেতে পারে। এই এলাকাকে বনায়নের মাধ্যমে বিনোদন কার্যক্রমে ব্যবহার করে এখানকার পর্যটন সম্ভাবনা বৃদ্ধিতে সহায়তা করতে পারে। একইসাথে সবুজ বেষ্টনী এসব জলাধারকে অবৈধ দখলমুক্ত রাখতেও সহায়তা করবে।

কিশোরগঞ্জের নদী ও খালসমূহ সংরক্ষণ করা জরুরী। কিশোরগঞ্জ পৌরসভা নরসুন্দা নদীর দ্বারা পরিসেবিত হয়। এটি রশিদাবাদ থেকে পৌরসভার কেন্দ্র পর্যন্ত আসে। এরপর এখান থেকে একটি শাখা যশোদল মৌজায় (দক্ষিণ দিকে) যায়। নদীটির প্রকল্প এলাকাতে সর্বমোট দৈর্ঘ্য ১১.৫৪ কিমি।

প্রকল্প এলাকায় বরফুল খাল ও কাটাখালি খাল নামে দুটি খাল রয়েছে। বরফুল খাল প্রকল্প এলাকার উত্তর অংশে কিশোরগঞ্জ-ময়মনসিংহ সড়কের পাশে লতিবাবাদ ইউনিয়নের অভ্যন্তরে অবস্থিত। কাটাখালি খাল পৌরসভার পূর্ব অংশে অবস্থিত। প্রকল্প এলাকায় খালের সর্বমোট এলাকা ১৯.৬৪ একর।

নীতি-সংরক্ষণ\ ৮: জলাধার রক্ষা করা।

নিচু জমি, পুকুর ও ড্রেন

প্রকল্প এলাকার ০.২৫ একর বা তার বড় আয়তনের পুকুর সংরক্ষণ করতে হবে। কোনওভাবেই এগুলো ভরে ফেলার অনুমতি দেওয়া যাবেনা। পৌরসভাকে সুবিধামত সময়ে এইসকল পুকুরসমূহ অধিগ্রহণ করে তা জলাধার হিসেবে সংরক্ষণ করতে হবে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: পৌরসভা।

গ. ঐতিহাসিক স্থান ও নগরের ঐতিহ্য সংরক্ষণ

প্রকল্প এলাকা ঐতিহাসিক নিদর্শন দ্বারা পরিপূর্ণ। শোলাকিয়া ঈদগাহ, বত্রিশ প্রামাণিকের পুকুর এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। এই স্থানসমূহ যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের সাথে সংরক্ষণ করা উচিত।

ঘ. উদ্যান, খেলার মাঠ ও উন্মুক্ত স্থান

বিদ্যমান সকল খেলার মাঠ অবৈধ দখল থেকে সংরক্ষিত রাখতে হবে এবং নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে।

৩.১.৭ বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশণ

নীতি-ব:ড্রে:/১: ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট সহ ভূগর্ভস্থ স্যুয়েরেজ নেটওয়ার্ক তৈরী করা।

যৌক্তিকতা: বর্তমানে বস্তি বা নিম্ন আয়ের এলাকা সমূহে মনুষ্য বর্জ ড্রেনে ফেলা হয় যা জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকিস্বরূপ সেপ্টিক ট্যাংক ভিত্তিক পয়:ব্যবস্থা টেকসই সমাধান নয়। ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট সহ ভূগর্ভস্থ স্যুয়েরেজ ব্যবস্থা হচ্ছে উন্নত্ত স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থা।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: পৌরসভা

বাস্তবায়ন পদ্ধতি : সরকারি প্রকল্প সহায়তায় অথবা বৈদেশিক সহায়তায় ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট সহ ভূগর্ভস্থ স্যুয়েরেজ নেটওয়ার্ক তৈরী করতে বাজেট বরাদ্দ নিতে হবে।

নীতি-ব:ড্রে:/৩: সমগ্র এলাকার জন্য স্তর বিশিষ্ট ড্রেনেজ নেটওয়ার্ক নির্মাণ।

যৌক্তিকতা: ভবিষ্যৎ শহরকে জলাবদ্ধতা মুক্ত রাখার জন্য কার্যকর ড্রেনেজ ব্যবস্থা তৈরী করতে হবে। এ জন্য স্তর বিশিষ্ট ড্রেনেজ নেটওয়ার্ক নির্মাণ করতে হবে। এতে খুব সহজে বৃষ্টি এবং বর্জ্য পানি অপসারিত হবে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: : পৌরসভা

বাস্তবায়ন পদ্ধতি : স্বাভাবিক প্রাকৃতিক ঢাল অনুসরণ করে ড্রেন নির্মাণ করতে হবে। খালগুলিকে প্রাইমারী ড্রেন হিসাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

নীতি-ব:ড্রে:/8: খাল নির্ভর প্রাকৃতিক পানি প্রবাহের চ্যানেলগুলোরসংরক্ষণ।

যৌক্তিকতা: খালগুলিকে শহর এবং আশে পাশের পানি সংগ্রহ করে সুরমা নদীতে ফেলে দেয়। এই খালগুলো বেদখল বা বন্ধ হয়ে গেলে শহরে জলাবদ্ধতা দেখা দেবে। সুতরাং অগ্রধিকার ভিত্তিতে এগুলো সংরক্ষণ করতে হবে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: পৌরসভা, ডিসি অফিস, পরিবেশ অধিদপ্তর

বাস্তবায়ন পদ্ধতি : খাল গুলোর বেদখলকারীদের উচ্ছেদ করে মূল জমি পুনরুদ্ধার করতে হবে। ভরাট হয়ে যাওয়া খালের অংশ পুনর্খনন করে এগুলোকে সার্বক্ষণিক প্রবাহমান রাখতে হবে।

নীতি-ব:ড্রে:/৫: সকল ড্রেন নিয়মিত পরিষ্কার করাএবং খালগুলো পূর্নখনন করে প্রবাহমান রাখা

যৌক্তিকতা: জন সচেতনতা না থাকায় প্রতিনিয়ত ড্রেনগুলিতে ময়লা ফেলা হয়। এগুলো নিয়মিত পরিষ্কার করা হয় না। এতে ড্রেনে পানি প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হয় ফলে বিভিন্ন স্থানে জলাবদ্ধতা দেখা দেয়। ড্রেনগুলো নিয়মিত পরিষ্কার রাখতে হবে। যে খালগুলো প্রাইমারী ড্রেন হিসাবে কাজ করছে সেগুলোকে পুনর্খনন করে আরো কার্যকর করতে হবে যাতে বর্ষায় যথেষ্ট পানি ধারণ এবং প্রবাহমান থাকে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: পৌরসভা, এনজিও, সিবিও

বাস্তবায়ন পদ্ধতি : ড্রেন পরিষ্কারে স্াথানীয় কম্যুনিটিকে যুক্ত করতে হবে। এতে ড্রেনে আবর্জনা না ফেলার বিষয়ে জনসচেতনতা তৈরী হবে। পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ করে খালগুলি খনন কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

নীতি-ব:ড্রে:/৬ : যত্রতত্র এবং ড্রেনে বর্জ্য ফেলার ব্যাপারে জনসচেতনতা তৈরী করা।

যৌক্তিকতা: আবর্জনায় ড্রেন ও খাল ভরাট হয়ে যাওয়া জলাবদ্ধতার অন্যতম প্রধান কারণ। এ জন্য জনসচেতনতা তৈরী করতে হবে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: পৌরসভা, এনজিও, সিবিও

বাস্তবায়ন পদ্ধতি : স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আলোচনার মাধ্যমে জনমত তৈরী করতে হবে এবং তাদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এ কাজে এনজিও ও সিবিও সমূহের সহায়তা নিতে হবে। পৌরসভার উদ্যোগে এবং এনজিও ও সিবিও এর সহায়তায় স্থানীয় জনগণের অংশ গ্রহণের মাধ্যমে নিয়মিত ড্রেন পরিষ্কার ও খাল খননের ব্যবস্থা নিতে হবে ।

৩.২ পরিকল্পনার সাথে সম্পর্কিত নীতিমালাসমূহ

৩.২.১ বাংলাদেশে নগর পরিকল্পনার সাথে সম্পর্কিত নীতিমালা, বিধিমালা,আইনও প্রবিধিসমূহ

স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ -এ পৌরসভা কর্তৃক প্রণীতব্য মহাপরিকল্পনার প্রস্তুত প্রক্রিয়া ও ধরন সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয় নি। উক্ত আইনের সংশ্লিষ্ট ধারা মহাপরিকল্পনার সাথে সঙ্গতিপূর্ন না হওয়ায় পরিকল্পনা প্রণয়নের বিস্তারিত প্রক্রিয়া ও মেয়াদ উল্লেখপূর্বক আইনটি সংশোধন করা প্রয়োজন। আইনগত বৈধতা প্রদানের মাধ্যমে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের বিস্তারিত প্রক্রিয়াও উক্ত আইনে থাকতে হবে। নগর আইনের অধীনে সরকারী ও বেসরকারী উভয়খাতে উন্নয়ন কাজের অনুমোদন প্রদানের সর্বোচ্চ ক্ষমতা পৌর কর্তৃপক্ষের থাকতে হবে। অনুমোদিত পরিকল্পনা অনুযায়ী উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম কঠোরভাবে সম্পাদনের আইনী সহায়তাও প্রদান করতে হবে।

উপর্যুক্ত আইন ছাড়াও নিম্নলিখিত নীতিমালা ও আইনসমূহ অনুসরন করার জন্য সুপারিশ করাহলঃ

- ন্যাশনালআরবানসেক্টরপলিসি, ২০১১
- জাতীয় কৃষি নীতি, ১৯৯৯
- জাতীয় শিল্প নীতি, ২০১০
- বাংলাদেশ জনসংখ্যা নীতি, ২০০৪
- জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি, ২০১০
- জাতীয় পর্যটন নীতিমালা, ২০০৯
- জাতীয় বনায়ন নীতি, ১৯৯৪
- জাতীয় গৃহায়ন নীতিমালা, ১৯৯৩ (সংশোধিত ২০০৮)
- জাতীয় সড়ক পরিবহন নীতিমালা, ২০০৪
- জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি, ২০০১
- পরিবেশ নীতি, ১৯৯২
- মহানগরী, বিভাগীয় শহর ও জেলা শহরের পৌর এলাকাসহ দেশের সকল পৌর এলাকার খেলার মাঠ, উন্মুক্ত স্থান, উদ্যান এবং প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষণ আইন, ২০০০
- বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড (বিএনবিসি), ২০০৬
- ভবন নির্মাণ আইন, ১৯৫২ (সংশোধনী ২০০৬)
- বেসরকারি আবাসন প্রকল্পের ভূমি উন্নয়ন বিধিমালা, ২০০৪ (সংশোধিত ২০১২)
- প্রতিবন্ধী এবং অটিস্টিক ব্যক্তিদের জন্য জাতীয় কর্মপরিকল্পনা, ২০০৫
- স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯

৩.২.১.১ ন্যাশনাল আরবান সেক্টর পলিসি, ২০১১

খসড়া ন্যাশনাল আরবান সেক্টর পলিসি, ২০১১ এর লক্ষ্য হচ্ছে নগরায়নের বিভিন্ন খাতকে শক্তিশালী করা এবং একইসাথে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে এর খারাপ দিকগুলোকে সঠিকভাবে মোকাবেলা করা। এক্ষেত্রে নগরায়নের বিকাশ এবং নগর-গ্রামের সংযোগ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এজন্য প্রয়োজন কেন্দ্রীয় সরকার থেকে স্থানীয় সরকারে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ। এই পলিসির মূল উদ্দেশ্য সমূহ হচ্ছেঃ বিস্তৃত উন্নয়ন এবং উচ্চক্রম অনুসারে কাঠামোগত নগর ব্যবস্থার মাধ্যমে অঞ্চলভিত্তিক সুষম নগরায়ন নিশ্চিত করা; সঠিক নীতিকাঠামো এবং অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, বৈষম্য দূরীকরণ এবং দারিদ্রতা দূরীকরণ সহজতর করা; ভূ-সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং ব্যক্তিগত ও সরকারি খাতের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে আবাসন ও নাগরিক সেবার ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ করা; নগর পরিবেশ বিশেষ করে জলাশয় সংরক্ষণ, রক্ষা ও উন্নয়ন করা; স্থানীয় নগর খাতে ক্ষমতা বর্তানো এবং স্থানীয় সরকারকে পর্যাপ্ত ক্ষমতা, সম্পদ ও সামর্থ্য প্রদান যাতে তারা পরিকল্পনা, অবকাঠামো উন্নয়ন, সেবা প্রদান এবং আইনের প্রয়োগে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে; সমাজের সকল স্তরের মানুষকে সিদ্ধান্তগ্রহণ ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করা; বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে জীবিকা অর্জনের বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা, ভোগদখল ও প্রধান সেবাসমূহ নিশ্চত করা; নীতিমালা তৈরি ও বাস্তবায়নে মহিলা, পুরুষ, শিশু, যুবক বয়জ্যেষ্ঠ এবং প্রতিবন্ধীদের বিশেষ চাহিদাসমূহের দিকে নজর দেওয়া; অপরাধ ও সহিংসতা কমাতে স্তরভিত্তিক উদ্যোগের মাধ্যমে স্বাস্থ্য এবং সব নাগরিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা; শহরের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ, রক্ষা ও উন্নয়ন করা এবং এগুলোর নান্দনিক সৌন্দর্যবর্ধন করা; নগর ব্যবস্থাপনা কৌশল এবং শাসন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নে নগর ও গ্রাম অঞ্চলের পরিপূরক ভূমিক নিশ্চিত করা; স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করে সুশাসন নিশ্চিত করা।

৩.২.১.২ জাতীয় কৃষি নীতি, ১৯৯৯

বাংলাদেশের কৃষি নীতি ১৯৯৯ সালে প্রণীত হয়েছে। বর্তমান সরকারের অধীনে একটি নতুন কৃষিনীতি প্রণয়নের পর্যায়ে রয়েছে। নিম্নে ১৯৯৯ সালের কৃষি নীতিমালা পর্যালোচনা করা হল। এই নীতিতে যেসকল প্রধান প্রধান বিষয় আলোচিত হয়েছে সেগুলো হল বীজ, সার, সেচকাজ, পোকামাকড় নিয়ন্ত্রণ, কৃষি গবেষণা, কৃষি সম্প্রসারণ কার্যক্রম, কৃষিপণ্যের বাজার, ভূমি ব্যবহার, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, কৃষি ও পরিবেশ, কৃষিতে নারী, কৃষি উন্নয়নে নিয়োজিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সমন্বয় ইত্যাদি।

জাতীয় কৃষি নীতির সার্বিক উদ্দেশ্য হচ্ছে সকল খাদ্যশস্য সহ সকল প্রকারের শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা এবং সবার জন্য দেশে একটি নির্ভরযোগ্য খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

শস্য উৎপাদন নীতি

শস্য উৎপাদন সম্পর্কে নীতিতে বলা হয়ছে যে বর্তমান একটি শস্য, ধান, এর উপর থেকে নির্ভরতা কমিয়ে আনতে হবে। তবে বর্ধিত চাহিদা পূরণে এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ধানের উৎপাদনে অগ্রাধিকার প্রদান করা চালু থাকবে।

বীজ নীতি

- সরকার সরকারি ও বেসরকারি খাতে বীজ উৎপাদন, আমদানি ও বাজারজাতকরণে প্রদত্ত সুবিধা সমূহ চালু রাখবে।
- কৃষকদের দ্বারা বীজ উৎপাদন এবং সংরক্ষণ কার্যক্রম চালু থাকবে যাতে কৃষকরা সহজেই ভাল মানের বীজ সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়।
- এরইমধ্যে চালুকৃত বীজের বাফার স্টক ব্যবস্থা চালু থাকবে যাতে প্রাকৃতিক দুর্যোগ অথবা অন্যান্য দুর্যোগের সময় প্রধান প্রধান শস্যের বীজের স্বাভাবিক সরবরাহ নিশ্চিত করা যায়।

সার নীতি

চাহিদা পূরণে সময়মত সারের সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। সুষম সারের ব্যবহারের বিকাশ করে জমির উর্বরতা রক্ষা করতে হবে। জৈব সার, জীবাণু সার এবং মিশ্র সারের ব্যবহার উৎসাহিত করা হবে। মাটির জন্য ক্ষতিকর প্রমাণিত সারের উৎপাদন, আমদানিকরণ, বিক্রয় ও বাজারজাতকরণ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করতে হবে।

ক্ষুদ্র সেচ

সঠিকভাবে পরিকল্পিত একটি সেচ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম চালু করা হবে। সেচ যন্ত্রপাতি আমদানী কাজে একটি স্বাধীন আমদানী নীতি প্রণয়ন করা হবে। সেচ ব্যবস্থাপনার কাজ বেসরকারি খাতকে অন্তর্ভুক্ত করা। সিটিং নিষেধাজ্ঞা এবং সেচ যন্ত্রপাতির নির্দিষ্ট মান প্রমিতকরণ বাতিল করতে হবে। বর্তমানে সেচের অধীন জমির পরিমাণ অনেক বেড়েছে যার ফলে খাদ্যশস্য বিশেষ করে ধান ও গমের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।

পোকা নিয়ন্ত্রণ

সমন্বিত পোকামাকড় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা (আইপিএম) পোকামাকড় ও রোগবালাই নিয়ন্ত্রণে মূল নীতি হিসেবে কাজ করবে। যখন আইপিএম-এর মাধ্যমে পোকামাকড় নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব না হলে তখনই রাসায়নিক কিটনাশক ব্যবহৃত হবে।

কৃষির যান্ত্রিকীকরণ

প্রাণি-শক্তির প্রাপ্যতা ভয়াবহভাবে কমে যাওয়ায় কৃষির উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যান্ত্রিক শক্তির ব্যবহারকে উৎসাহিত করা হবে।

কৃষি সম্প্রসারণ

কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকান্ডের উন্নয়ন করা হবে যাতে কৃষি জমি যথার্থ ব্যবহার নিশ্চিত হয় এবং জমির উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) কৃষকদেরকে সঠিক প্রযুক্তির তথ্য জানানো; তাদেরকে সঠিক পরামর্শ ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষিত করা এবং এভাবে তাদেরকে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারে উৎসাহিত করতে কাজ করবে।

ভূমি ব্যবহার

ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। যেহেতু জমি সাধারণত একটি ব্যক্তিগত মালিকানা সম্পত্তি, তাই এর ব্যবহার সার্বিক সামাজিক ও সেবা প্রদানের লক্ষ্য পূরণে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। তার উপর, যেহেতু দেশের কৃষকদের বেশিরভাগই ক্ষুদ্র প্রান্তিক চাষী এবং বর্গাচাষী, তাই তাদের চাহিদা পূরণে বিশেষভাবে সচেষ্ট হতে হবে।শস্য উৎপাদনে জমির পরিকল্পিত ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমূহ নেওয়া যেতে পারেঃ

- অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইন্সটিটিউট (এসআরডিআই)-কে ভূমির অঞ্চলীকরণের কাজ হাতে নিবে। এসআরডিআই এর সমন্বিত পদক্ষেপ এর কাজকে ভবিষ্যতে শক্তিশালী করবে।

- জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে, মৌজা অথবা গ্রাম লেভেল থেকে শুরু করে জনগণের অংশগ্রহণে বটম আপ পদ্ধতিতে পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করা হবে।
- অনেক এলাকায় একই জমি একের অধিক শস্য উৎপাদনের জন্য উপযুক্ত। সুতরাং, সেসব এলাকায় কৃষকদের ধান-ধান চাষ পদ্ধতি থেকে বেরিয়ে বেশি লাভজনক শস্য উৎপাদনে উৎসাহিত করা হবে।
- উর্বর কৃষি জমিতে ব্যক্তিগত নির্মাণ, বাড়িঘর নির্মান, ইটভাট প্রভৃতি অকৃষি ব্যবহারের কারণে এর পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে। সরকারের ভূমি নীতির আলোকে এই ধারা বন্ধে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।
- প্রধান শস্যের সাথে ইন্টার-ক্রপিং ব্যবস্থার বিকাশের মাধ্যমে জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে।
- অকৃষি কাজের জন্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভূমি অধিগ্রহণকে নিরুৎসাহিত করা হবে।
- জমির মালিকরা যাতে কোনও সন্তোষজনক কারণ ব্যতীত তাদের জমি অব্যবহৃত অবস্থায় ফেলে না রাখেন সেজন্য তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
- ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী এবং বর্গাচাষীদের স্বার্থ নিশ্চিত করতে এবং যাতে কৃষিজমি অনেকদিন ধরে পতীত না থাকে সেজন্য ভূমি নীতির আলোকে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

কৃষিশিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

কৃষিশিক্ষা শাখায় দক্ষ জনবল গড়ে তোলা হবে যাতে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে টেকসই ভাবে কৃষিতে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

৩.২.১.৩ জাতীয় শিল্পনীতি, ২০১০

জাতীয় শিল্পনীতিতে বর্ণিত প্রধান বিষয়সমুহ এবং সুপারিশ ভৌত পরিকল্পনায় যার প্রভাব বিদ্যমান সেগুলো নিচে বর্ণিত হলঃ

- অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে অপরিকল্পিতভাবে শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠা নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যে উৎপাদিত শিল্পপণ্যের অভ্যন্তরীণ প্রকৃত চাহিদা ও বহির্বিশ্বে রপ্তানি সম্ভাব্যতার নিরিখে পরিকল্পিতভাবে শিল্প প্রতিষ্ঠা করা বর্তমান শিল্পনীতির অন্যতম উদ্দেশ্য।
- মুক্তবাজার অর্থনীতি ও বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে বেসরকারি উদ্যোগকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম চালিকাশক্তি হিসেবে গ্রহণ করে দেশে সুষ্ঠু শিল্পায়নে বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে সরকারের সহায়ক ভূমিকা তুলে ধরা।
- শিল্পায়নের যেসব ক্ষেত্রে বেসরকারি শিল্পোদ্যোক্তাগণ এগিয়ে আসছেনা কিন্তু অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে রাষ্ট্রীয় স্বার্থে এসব শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হচ্ছে সেক্ষেত্রে সরকার বেসরকারি উদ্যোক্তাদের সমন্বয়ে কিংবা সেটা সম্ভব না হলে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে এককভাবেই শিল্প প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে।
- স্থানীয় ও রপ্তানি বাজারে দেশে উৎপাদিত পণ্য সামগ্রীর প্রসার এবং ভোক্তার রুচিসম্মত শিল্পপণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে (ক) বিশ্বমানের পণ্য উৎপাদন (খ) পণ্য বহুমুখীকরণ (গ) পণ্য উৎপাদনে ব্যয়সাশ্রয়ী ব্যবস্থাপনার অনুসরণ (ঘ) শিল্পক্ষেত্রে অধিকতর মূল্য সংযোজন এবং (ঙ) ধারাবাহিক, যথোপযুক্ত ও উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান।
- দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কুটির এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি (এসএমই) শিল্পের দ্রুত সম্প্রসারণ এবং এ খাতে বিনিয়োগ উৎসাহিত করে নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বেকারত্ব হ্রাস করে দারিদ্র্য বিমোচনের কর্মসূচী সাফল্যজনকভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।
- কৃষিভিত্তিক এবং কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে অগ্রাধিকার প্রদান এবং কৃষিভিত্তিক শিল্প হিসেবে হাস-মুরগি, দুগ্ধ এবং ছাগল-ভেড়ার খামার অধিক হারে সম্প্রসারণে সহায়তা প্রদান।
- মহিলা শিল্পোদ্যোক্তাদের বিভিন্নক্ষেত্রে বর্ধিত হারে শিল্পকারখানা স্থাপনে সম্ভাব্য সকল প্রকার সহায়তা প্রদান।
- শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, লাগসই প্রযুক্তি উন্নয়ন ও প্রয়োগের মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে উচ্চতর মূল্য সংযোজিত পণ্য উৎপাদন ও পণ্যের বহুমুখীকরণ এবং রপ্তানি বহুমুখীকরণের মাধ্যমে রপ্তানি বৃদ্ধি।
- শিল্পক্ষেত্রে দূষণমুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে পরিবেশবান্ধব শিল্পপণ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সকল প্রকার সহায়তা প্রদান করা।
- দেশের স্থানীয় বাজার সম্প্রসারণ এবং অধিক হারে উচ্চমূল্য সংযোজিত রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাকশিল্প সহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট শিল্প উপখাতে রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে বর্ধিত হারে পশ্চাৎ সংযোগকারী শিল্প প্রতিষ্ঠা।
- দেশের বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ ও খনিজসম্পদ সমূহ যথাযথ ব্যবহার করে শিল্পখাতকে আরোও সমৃদ্ধ করা।

৩.২.১.৪ বাংলাদেশ জনসংখ্যা নীতি, ২০০৪

২০০৪ সালে তৈরিকৃত বাংলাদেশ জনসংখ্যা নীতি এখানকার জনসংখ্যার জটিল সমস্যা সমূহকে সার্বিকভাবে মোকাবিলায় সহায়তা প্রদান করে। এই সমস্যার ব্যাপারে সরকার, জনগণ, সুশীল সমাজ এবং এনজিওদের মধ্যে জাতীয় ঐক্যমত্য ও সমন্বয় নিশ্চিত করাও এই নীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য।

জনসংখ্যা নীতির উদ্দেশ্য

জাতীয় জনসংখ্যা নীতির উদ্দেশ্য হলো পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য পরিচর্যাসহ প্রজনন স্বাস্থ্যের উন্নয়ন এবং সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এবং অন্তবর্তীকালীন দারিদ্র বিমোচন কৌশল পত্রের (আইপিআরএসপি) আলোকে জনসংখ্যা এবং উন্নয়নের মধ্যে প্রত্যাশিত পর্যায়ে সমতা বিধানের মাধ্যমে জনগণের সার্বিক জীবনমান উন্নত করা।
জনসংখ্যা নীতির প্রস্তাবনাসমূহ নিম্নবর্ণিত চারটি খাতে ভাগ করা যায়ঃ

মানব সম্পদ উন্নয়ন

জনসংখ্যা নীতির লক্ষ্য হলো শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কৌশলে গুরুত্ব প্রদান করে একটি বৃহৎ দক্ষ কর্মীবাহিনী তৈরি করা। এটি বিভিন্ন স্তরের পাঠ্যক্রমে জনসংখ্যা, জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য বিজ্ঞান শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করার আহবান জানায়। চিকিৎসা শিক্ষা কার্যক্রমের বিভিন্ন পাঠ্যক্রমে জনসংখ্যা, পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য এবং প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়াবলী সন্নিবেশিত করার উদ্যোগ নেয়। পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য এবং প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা সন্নিবেশিত করে ব্যবস্থাপক ও সেবা প্রদানকারীদের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা। এ লক্ষ্যে বর্তমান মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুষদ ও পাঠ্যক্রম উন্নয়ন কার্যক্রম শক্তিশালী করা।

জনসংখ্যা কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণ

জনসংখ্যা কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণ জনসংখ্যা নীতির আরেকটি প্রস্তাবনা। জনসংখ্যা কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণ এবং পুষ্টি ও স্বাস্থ্য কার্যক্রমে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, উপজেলা থেকে নিম্ন পর্যায়ে অধিকতর ক্ষমতা প্রদানের মাধ্যমে সেবাকে বিকেন্দ্রীকরণ করা এই প্রস্তাবনার একটি উদ্দেশ্য। এর আরোও উদ্দেশ্য হলঃ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি, জনমত সৃষ্টিকারী ও সমাজের দরিদ্র শ্রেণির মহিলা প্রতিনিধিসহ স্থানীয় সরকারি কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করা; প্রজনন স্বাস্থ্য সেবার সুযোগ বৃদ্ধি ও মান উন্নয়নের লক্ষ্যে তহবিল সংগ্রহ ও তার যথাযথ ব্যবহার করার জন্য স্থানীয় পর্যায়ের (উপজেলা ও ইউনিয়ন) কমিটিসমূহকে ক্ষমতা প্রদান করা; স্বচ্ছ প্রশাসন ও জনগণের অংশগ্রহণের জন্য স্থানীয় সরকারের ভূমিকা শক্তিশালী করা; ইউনিয়ন ও মাঠপর্যায়ে মাতৃমঙ্গল ক্লাব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মায়েদের পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য এবং প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে অবহিত করা।

বেসরকারি ও ব্যক্তি খাতের অংশগ্রহণ

জনসংখ্যা সংক্রান্ত সরকারের প্রাথমিক দায়িত্ব হলো নীতি নির্ধারণ, কর্মসূচি প্রণয়ন এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে দিক নির্দেশনা প্রদান ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা। এক্ষেত্রে বেসরকারি ও ব্যক্তিখাত গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার।

এজন্য বিভিন্ন স্তরে এসকল সংস্থাগুলোর আরোও সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে নিম্নোক্ত কৌশল অবলম্বন করাঃ

- নিবন্ধীকৃত বেসরকারী সংস্থাকে স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা কার্যক্রমের ক্ষেত্রে সেবা বঞ্চিত এলাকাসমূহে কাজ করার সুযোগ প্রদান করা
- গরীব এবং দুস্থদের সেবা প্রদান ও উদ্বুদ্ধকরণে বেসরকারি সংস্থাসমূহকে উৎসাহিত করা
- বিলম্বে বিবাহ ও দেরিতে সন্তান নেয়ার সুফল এবং স্বাস্থ্য ও পুষ্টিসহ যৌনরোগ, প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ এবং এইচআইভি/এইডস সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য বেসরকারি ও ব্যক্তিখাতকে উৎসাহিত করা;
- জনসংখ্যা, পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য এবং প্রজনন স্বাস্থ্য কার্যক্রমে জনগণের অংশগ্রহণের জন্য বেসরকারি এবং ব্যক্তিখাতের প্রতিষ্ঠানসমূহকে কার্যকরভাবে ব্যবহার করা এবং
- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে বেসরকারি ও ব্যক্তিখাতের প্রতিষ্ঠানের ঘনিষ্ট যোগাযোগ, দ্বৈততা পরিহার এবং সমন্বয় নিশ্চিত করা।

পরিকল্পিত পরিবার গঠন

দেশের সীমিত সম্পদের বিষয়টি বিবেচনা করে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রিত করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে দুটি সন্তানের বেশি নয়, একটি হলে ভাল হয়' এ শ্লোগানকে জনপ্রিয় ও প্রতিষ্ঠিত করা এই নীতির একটি উদ্দেশ্য। জনসংখ্যা নীতির বাস্তবায়নে চিকিৎসকদের অংশগ্রহণ প্রয়োজন। (ক) জনসংখ্যা কার্যক্রম বাস্তবায়নে সরকারি ও বেসরকারি চিকিৎসকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা; (খ) প্রজনন স্বাস্থ্যের নিশ্চয়তা বিধানকল্পে প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ ও যৌন রোগের সংক্রমণ হ্রাস করা এবং এইচআইভি/এইডস এর বিস্তার রোধে সরকারি/বেসরকারি চিকিৎসকদের অংশগ্রহণ; (গ) জনগণের সেবায় নিয়োজিত চিকিৎসকগণ তাঁদের রোগীদের প্রয়োজনমত পরিবার পরিকল্পনা তথ্য ও শিক্ষা

প্রদানসহ উদ্বুদ্ধকরণের পাশাপাশি পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদানে ভূমিকা রাখা; (ঘ) সকল সরকারি ও বেসরকারি চিকিৎসালয়ে নিয়মিতভাবে মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবাসহ পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদানের ব্যবস্থা রাখা প্রভৃতি এই নীতি বাস্তবায়নের অন্তর্ভুক্ত কিছু কৌশল।

আইনগত ও সামাজিক ব্যবস্থা

জনসংখ্যা নীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন এবং এ সম্পর্কিত কর্মকৌশল বাস্তবায়নের জন্য কিছু আইনগত ও সামাজিক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব এই নীতিতে করা হয়েছে।

৩.২.১.৫ জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি, ২০১০

নিম্নে জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি, ২০১০-র সর্বশেষ খসড়ার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হলঃ

দর্শন

২০১০ সালে প্রণীত বাংলাদেশ জাতীয় স্বাস্থ্যনীতিতে স্বাস্থ্যকে একটি প্রধান/মূল মানবাধিকার হিসেবে চিহ্নিত করার কথা বর্ণিত হয়েছে। স্বাস্থ্যসেবার মূল দর্শন সেবা পাওয়ার সমান সুযোগ, লিংগভিত্তিক সমতা এবং নৈতিকতা প্রভৃতি সামাজিক মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। স্বল্প আয়ের মানুষের কাছে স্বাস্থ্য সেবা পৌঁছে দেবার অঙ্গিকারের মাধ্যমে এই দর্শন দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে কাজ করে।

লক্ষ্য

জনগণ বিশেষ করে দরিদ্র এবং অরক্ষিত জনগণ (মহিলা, শিশু ও বয়োবৃদ্ধ)-এর স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং পারিবারিক কল্যাণ নিশ্চিত করে জনস্বাস্থ্য সেবাকে বিকশিত করা এবং আর্থসামাজিক মুক্তি ও শারীরিক ও মানসিক মঙ্গলের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

নীতিমালা

নিম্নে জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি (খসড়া) ২০১০ এর নীতিসমূহ বর্ণিত হলঃ

- মিডিয়ার মাধ্যমে ধর্ম, বর্ণ, আয়, লিংগ এবং অঞ্চলভিত্তিক অবস্থান নির্বিশেষে সকল জনগণকে, বিশেষ করে মহিলা ও শিশুদের, স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং প্রজনন স্বাস্থ্য সুবিধা সম্পর্কে সচেতন ও সক্ষম করা; যা সামাজিক ন্যায়বিচার ও সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।
- দেশের সকল অঞ্চলে বসবাসরত মানুষের কাছে স্বাস্থ্য সেবা পৌঁছে দেওয়া।
- জরুরী স্বাস্থ্যসেবা বঞ্চিত, দরিদ্র, প্রান্তিক, বয়োজ্যেষ্ঠ এবং বেকার জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছে দিতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সম্পদের বন্টন করা।
- স্বাস্থ্যসেবার বিকেন্দ্রীকরণে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
- সরকারি-বেসরকারি অংশিদারিত্বের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা এবং বিভিন্ন কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করা।
- জন্মনিয়ন্ত্রণের লক্ষ্য অর্জনে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমকে সম্প্রসারিত, সমন্বিত ও শক্তিশালী করা।
- সেবার মানোন্নয়নে স্বাস্থ্য প্রশাসন, সেবার পদ্ধতি, সেবার বিকেন্দ্রীকরণ এবং মানবসম্পদ উন্নয়নে প্রয়োজনীয় কৌশল গ্রহণ করা।
- আধুনিক ও কার্যকর প্রযুক্তি আনয়নের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা, পুষ্টি এবং প্রজনন স্বাস্থ্য প্রদানের পদ্ধতিকে শক্তিশালী করা।
- স্বাস্থ্য সেবা, সুবিধা, দায়িত্ব এবং বিধিনিষেধ সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করা।
- বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর জন্য স্বাস্থ্যসেবার অধিকতর একসেস নিশ্চিত করতে নতুন ধরণের সেবা যথা; স্বাস্থ্যবীমা, চাহিদা ভিত্তিক অর্থায়ন, টেলিমেডিসিন প্রভৃতি চালু করা।
- জনসংখ্যাজনিত পরিবর্তন এবং পরিবেশগত পরিবর্তনের কারণে নতুন রোগ এবং পুনরুজ্জীবিত হওয়া রোগের মুখোমুখি হওয়া।
- ঔষধ সরবরাহ, স্বাস্থ্যসেবা এবং দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের নিকট স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছানো প্রভৃতি খাতে কার্যকর হেলথ লাইন তৈরি করা।
- জাতীয় স্বাস্থ্যনীতির লক্ষ্য অর্জনে স্বাস্থ্য সেবার সকল স্তরে কার্যকর কর্মজীবি এবং দক্ষ জনবল তৈরি করা।
- বিকল্প স্বাস্থ্যসেবা (ইউনানী, হোমিওপ্যাথি এবং আয়ুর্বেদিক) সমূহের কর্মপরিধি বৃদ্ধি করা।
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়নের মাধ্যমে মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা।
- মানসম্পন্ন ঔষধের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করা এবং দেশীয় ঔষধের উন্নয়ন ও বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

- স্বাস্থ্য সম্পর্কিত গবেষণা এবং স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থার উন্নয়নে কার্যকর আঞ্চলিক যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
- স্বচ্ছতা, দায়িত্বশীলতা এবং জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা খাতে সুশাসন নিশ্চিত করা।

৩.২.১.৬ জাতীয় পর্যটন নীতিমালা, ২০০৯

বাংলাদেশ সরকারের অধীনে এদেশে পর্যটন খাতের উন্নয়ন ১৯৭২ সালে স্বাধীনতার পর শুরু হয়। এদেশের মূল পর্যটন আকর্ষণগুলো হচ্ছে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, বৌদ্ধধর্মের নিদর্শন এবং বিভিন্ন ইকো-টুরিজম সাইট, বিশ্বের সর্ববৃহত প্রাকৃতিক সমুদ্র সৈকত প্রভৃতি। দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে পর্যটন শিল্পের ভূমিকা বিবেচনায় বাংলাদেশ সরকার ১৯৯২ সালে জাতীয় পর্যটন নীতিমালা প্রণয়ন করে। পর্যটন নীতিমালায় বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের বর্তমান অবস্থা আলোচিত হয়েছে। একইসাথে এখানে নীতিমালা লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণিত হয়েছে এবং তা বাস্তবায়নে কৌশল প্রস্তাবিত হয়েছে। জাতীয় পর্যটন নীতিমালার উদ্দেশ্য সমূহঃ

- জনসাধারণের মধ্যে পর্যটনের প্রতি উৎসাহ বৃদ্ধিকরণ;
- পর্যটন সম্পদের উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ;
- বেশি সংখ্যক নাগরিকের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ;
- বিদেশে দেশের ইতিবাচক ভাবমূর্তি গড়ে তোলা;
- বেসরকারি পুঁজির জন্য একটি স্বীকৃত বিনিয়োগের ক্ষেত্র উন্মোচন করা;
- চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করা;
- জাতীয় সংহতি ও ঐক্যমত সুদৃঢ় করা।

এই নীতি পর্যটনকে একটি বহুমাত্রিক শিল্প হিসেবে চিহ্নিত করেছে এবং বিভিন্ন সরকারি মন্ত্রণালয়, দপ্তর, এজেন্সি এবং সুশীল সমাজের মধ্যে সমন্বয়ের রূপরেখা প্রদান করেছে।

জাতীয় পর্যটন নীতির প্রস্তাবনা অনুসারে; প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি 'জাতীয় টুরিজম কাউন্সিল' এবং বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি 'আন্ত মন্ত্রণালয় সমন্বয় কমিটি' গঠন করা হয়েছে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, দুটি কমিটিই ফলত কার্যহীন অবস্থায় আছে। এখন পর্যন্ত জাতীয় টুরিজম কাউন্সিলের মাত্র দুটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পর্যটন নীতিমালা দেশে ও বিদেশে পর্যটন শিল্পের বলিষ্ঠ প্রচারে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যদিও এগুলোর বেশির ভাগই বাস্তবায়িত হয়নি। পর্যটন শিল্পে বেসরকারি খাতের বর্তমান উত্থানে ১৯৯২ সালে করা এই নীতিমালার হালনাগাদ করা জরুরি বলে প্রতিয়মান হয়।

পর্যটন মহাপরিকল্পনা

১৯৮৮ সালে ইউএনডিপি/আইএলও এর সহায়তায় প্রণীত বাংলাদেশ পর্যটন মহাপরিকল্পনায় পর্যটন শিল্পের বিভিন্ন অন্তরায় বর্ণিত হয়েছে এবং এর বাংলাদেশে পর্যটনের উন্নয়নে বিভিন্ন পন্থার সুপারিশ করা হয়েছে। মহাপরিকল্পনায় বাংলাদেশের পর্যটনের প্রচারের জন্য স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ-মেয়াদী পরিকল্পনা কৌশল কল্পনা করেছে। স্বল্প ও মধ্য মেয়াদী কৌশলসমূহ ১০ বছর মেয়াদের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছিল। স্বল্প মেয়াদী কৌশল বিস্তৃতভাবে তৃতীয় এবং চতুর্থ জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় বর্ণিত হয়েছে এবং মধ্যমেয়াদী কৌশলসমূহ পাঁচ বছর জুড়ে বিস্তৃত। সরকারি খাতের সম্পদের ঘাটতি এবং ব্যক্তিখাতে পর্যটন সংশ্লিষ্ট প্রকল্পে বিনিয়োগে সাবধানতার অবলম্বনের সম্ভাবনা থাকায়; এ খাতের উন্নয়ন কার্যক্রম প্রকল্পগুলোকে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদে বিন্যস্ত করা হয়েছে। যদিও স্বল্পমেয়াদে বাংলাদেশে ছোটখাট প্রকল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে পর্যটকদের আগমন বৃদ্ধি করা সম্ভব কিন্তু মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদে পর্যটক সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্য পূরণে বৃহত প্রকল্প গ্রহণ করা প্রয়োজন। বৃহৎ প্রকল্প উন্নয়ন কৌশলের মধ্যে রয়েছে 'নদী উন্নয়ন প্রকল্প', 'গ্রাম পর্যটন উন্নয়ন', 'সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য (প্রত্নতাত্ত্বিক এলাকা, ঐতিহাসিক ভবন এবং স্মৃতিস্তম্ভ, জাদুঘর, ললিত কলা, করণ শিল্প প্রভৃতি) উন্নয়ন', 'বন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন' এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প অনুসন্ধান।

হতাশাজনক হল যে ১৯৭১ সালের বিধ্বংসী মুক্তিযুদ্ধের পর বাংলাদেশ প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা ও মহামারী প্রভৃতি নেতিবাচক ঘটনার দেশ হিসেবে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে প্রচার লাভ করেছে। এর ফলে দেশে পর্যটকের আগমনের উপর খারাপ প্রভাব পড়েছে। এই ধারা সাম্প্রতিক বছরগুলোতেও দেখা যায়। ২০০৬ সাল পর্যন্ত পরপর তিনটি বছর বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক পর্যটকের আগমনে গুরুত্বপূর্ণ বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়। এই ধারা পরবর্তীতে আরোও বাড়বে বলে আশা করা হয়। আরোও আশা করা হয় যে ইকো-টুরিস্ট এবং অন্যান্য বিশেষ ক্ষেত্রের টুরিস্টরাও বাংলাদেশকে তাদের ভ্রমণের লক্ষ্য হিসেবে নির্বাচন করবে। ট্যুর অপারেটরা এদেশে আরোও বেশি সংখ্যক পর্যটকের দল আনবেন এবং আরোও বেশি প্যাকেজ ঘন্টাতে ট্যুর আয়োজন করবেন এটি এই মহাপরিকল্পনায় আশা করা হয়েছে। পর্যটন পণ্যের বিকাশে এদেশে ইতমধ্যে কুয়াকাটাতে দ্বিতীয় অবকাশ যাপন কেন্দ্র স্থাপন করা শুরু হয়েছে যা সুন্দরবন থেকে মাত্র আধা দিনের দূরত্বে অবস্থিত। প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায় যে বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে বেশি পর্যটক

আগমনকারী দেশ হচ্ছে ভারত, তারপর আছে যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্র। ঐতিহ্যগতভাবে পর্যটকদের বাজার বলে পরিচিতিপ্রাপ্ত জার্মানি, ফ্রান্স এবং স্ক্যান্ডিনেভিয়ার দেশগুলো থেকে এদেশে পর্যটক আগমনের ধারা ইতিবাচক। জাপান থেকে পর্যটক আগমনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ 'পছন্দের দেশ' হিসেবে পরিচিতি পেতে পারে। পর্যটন পরিকল্পনা মোটামুটিভাবে রাষ্ট্রের দায়িত্ব। এদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা বৃহৎ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (এডিপি) আকারে তৈরি করা হয়ে থাকে। জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার শীর্ষে রয়েছে একটি পরিকল্পনা কমিশন। উন্নয়ন প্রকল্পগুলো এজেন্সি, ডিভিশন, ডিপার্টমেন্ট, স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষসমূহ এসব স্তরে তৈরি হয়ে থাকে। এরপর এগুলো সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশনের নির্দিষ্ট বিভাগ ও শাখায় পাঠানো হয়। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়গুলো প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহ একটি নির্দিষ্ট ব্যয়সীমার মধ্যে, পরিকল্পনা কমিশনের ছাড়পত্র অনুসারে, অনুমোদন প্রদান করে। ব্যয়সীমার বেশি হলে প্রকল্পগুলো পরিকল্পনা কমিশনের বিবেচনা, অনুমোদন ও বরাদ্দের জন্য দেয়া হয়। প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম পর্যালোচনার জন্য পরিকল্পনা কমিশনে দায়িত্বপ্রাপ্ত একটি অংগ রয়েছে; যেখানে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহ মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভার মাধ্যমে প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়ন পর্যালোচনা করে থাকে। পর্যটন উন্নয়ন পরিকল্পনা জাতীয় পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে থাকে। এই খাতের উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রকৃতি অনুসারে এখানকার উন্নয়নে বিভিন্ন এজেন্সি ও মন্ত্রণালয় অন্তর্ভুক্ত থাকে। উদাহরণসরূপ, সড়ক ও মহাসড়কের মত অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মকান্ড সমূহ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতায় হয়ে থাকে, যেখানে অনেক ক্ষেত্রে এধরণের কর্মকান্ড স্থানীয় সরকার, জেলা প্রশাসন অথবা অন্যান্য কোনও স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষের আওতায় হতে পারে।

১৯৮৮ সাল থেকে বাংলাদেশ সরকার পর্যটনের জন্য একটি কৌশলগত মহাপরিকল্পনা তৈরি করে। মহাপরিকল্পনাটি ইউএনডিপির অর্থায়নে বিশ্ব পর্যটন সংস্থা (ডব্লিউটিও) দ্বারা যুক্তরাজ্যের এমআইএস প্যানেল কার এবং তার সহযোগীদের পরামর্শক্রমে প্রস্তুত করা হয়। বর্তমানে এই মহাপরিকল্পনার প্রস্তাবনাসমূহ আলাদা প্রকল্প হিসেবে বাস্তবায়নের জন্য বিবেচনাধীন আছে। তবে, কৌশগত মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন থেকে যে সময় অতিবাহিত হয়েছে তা বিবেচনায় মহাপরিকল্পনার বিভিন্ন বিষয়সমূহ হালনাগাদ করার বিষয়টি বর্তমানে বিবেচনাধীন রয়েছে।

অনিয়মিত বিভিন্ন সভা এবং কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ব্যতীত, এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে পর্যটন শিল্পের বিকাশে তেমন কোনও উন্নতি পরিলক্ষিত হয়না। নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ বাংলাদেশে পর্যটন শিল্পের বিকাশের প্রধান অন্তরায় হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

পরিবহন সংযোগের অভাব
আকাশ, রেল, সড়ক ও সমুদ্রপথে প্রধান পর্যটক গন্তব্যগুলোর সংযোগ।

বাংলাদেশকে একটি সাধারণ পর্যটন স্থান হিসেবে উন্নীত করতে আন্তরিকতা ও রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব
এই ব্যপারটি বিভিন্ন পর্যটক আকর্ষণে বিভিন্ন দেশের মধ্যে প্রতিযোগিতার কারণে উদ্ভুত হয়। কারণ প্রতিটি দেশই মূলত একই ধরণের পর্যটন পণ্য পেশ করে থাকে এবং পর্যটক আকর্ষণের জন্য একই বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়ে থাকে।

অর্থায়ন ও কারিগরী দক্ষতার অভাব
বাংলাদেশ টুরিজম ফান্ডের যে সামান্য অর্থ রয়েছে তা দিয়ে প্রধান কাজগুলো শুরু করা যায়। যেমন, প্রচারণামূলক উপাদান প্রকাশ এবং পরিচিতিমূলক ভ্রমণ।

কার্যকরী সমন্বয়ের অভাব
বাংলাদেশের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, এজেন্সি এবং ডিপার্টমেন্টের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব পর্যটন শিল্পের বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে।

জটিল ভিসা ও সীমান্তের আনুষ্ঠানিকতা
এটি পর্যটন শিল্পের বিকাশে বাধা দানকারী একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর যা মূলত আন্ত-আঞ্চলিক পর্যটনকে বাধাগ্রস্ত করে। যদিও এব্যাপারে অনেক আলোচনা হচ্ছে তবুও অবস্থার সহজীকরণে কোনও কার্যকর পদক্ষেপ আজও পর্যন্ত নেওয়া হয়নি।

বাংলাদেশে হোটেল আবাসন এবং খাদ্য সুবিধার উপর সরকারি কর
এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি) এর একটি প্রতিবেদন অনুসারে-উচ্চ করের হারের কারণে বাংলাদেশে আশেপাশের বিভিন্ন দেশ থেকে হোটেলের ভাড়া তুলনামূলক বেশি।

সরকারি নীতিমালার অভাব
অন্যান্য খাতের মত পর্যটন শিল্পের জন্যও এটি একটি সমস্যা। এর ফলে বোঝা যায় যে আমাদের পর্যটন শিল্পে সঠিক পথনির্দেশের অভাব রয়েছে।

দুর্নীতি
বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট সবচেয়ে বড় সমস্যাগুলোর একটি হচ্ছে দুর্নীতি। একারণে বাংলাদেশে কিছু কিছু বিদেশি পর্যটক তাদের ভ্রমণকালে সমস্যার মধ্যে পতীত হন।

৩.২.১.৭ জাতীয় বনায়ন নীতি, ১৯৯৪
১৯৭৯ সালের বন নীতি সংশোধন করে ১৯৯৪ সালে বর্তমান জাতীয় বনায়ন নীতি গৃহীত হয় যা আনুষ্ঠানিকভাবে ৩১ মে, ১৯৯৫ এ (বাংলাদেশ গেজেট, জুলাই ৬, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা ২৪১-২৪৪) প্রকাশিত হয়। এই নীতি ২০ বছর মেয়াদী একটি বনায়ন মহাপরিকল্পনা (এফএমপি) কার্যক্রম শুরু করতে গৃহীত হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এবং জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির সহায়তায়, এই বনায়ন মহাপরিকল্পনাটি প্রস্তুত করেছে যাতে দেশের বনজ সম্পদের সংরক্ষণ এবং উন্নয়ন সাধন করা যায়। এই পরিকল্পনা পরিবেশগত অবস্থা স্থিতিশীল রাখতে এবং আর্থ সামাজিক উন্নয়নের জন্য বনায়ন খাতের সামর্থকে ব্যবহারের একটি কাঠামো প্রদান করে। এক্ষেত্রে তিনটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় চিহ্নিত করা হয়েছে; সাসটেইনেবিলিটি, দক্ষতা এবং জনগণের অংশগ্রহণ (এফএমপি, ১৯৯৪)। এই বিষয়সমূহ ১৯৯২ সালে ব্রাজিলে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের পরিবেশ ও উন্নয়ন শীর্ষক সম্মেলনের এজেন্ডা ২১ এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

জাতীয় বনায়ন নীতি, ১৯৯৪ এর উদ্দেশ্যসমূহঃ

- বর্তমান এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের মৌলিক চাহিদা পূরণে বনের জমি, পতিত জমি, কৃষির অনুপযুক্ত জমি, পশ্চাভূমি এবং অন্যান্য সম্ভাব্য এলাকায় বিভিন্ন বনায়ন কর্মসূচির সূচনা করে দেশের মোট এলাকার প্রায় ২০% বনে পরিণত করা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন বনায়নের বৃহত্তর প্রভাব নিশ্চিত করা;
- বর্তমান বন যেগুলোর অবস্থা ভালো নয় সেগুলোর জীববৈচিত্র্য রক্ষায় পশু পাখির বিদ্যমান প্রাকৃতিক আবাসন রক্ষা করার ব্যবস্থা করা;
- বন উন্নয়নের সাথে সম্পর্কযুক্ত কৃষি কর্মকান্ডের উন্নয়ন, বিশেষ করে ভূমি ও জলজ সম্পদ রক্ষার কর্মকান্ড, এগুলোকে সহায়তা করা;
- বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে বৈশ্বিক উষ্ণতা, মরুকরণ এবং বন্য পশুপাখির কেনাবেচা নিয়ন্ত্রণে সরকার কর্তৃক সাক্ষরিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তি বাস্তবায়ন করে জাতীয় দায়িত্ব এবং প্রতিজ্ঞা রক্ষায় পদক্ষেপ নেওয়া;
- স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে বনভূমির অবৈধ দখল, বনের গাছ কাটা এবং বন্য পশুপাখির শিকার করা বন্ধ করা;
- সরকারি ও বেসরকারি জমিতে বনায়ন কররমসূচি বাস্তবায়নে পদক্ষেপ নেওয়া এবং বাস্তবায়ন করা।

জাতীয় বনায়ন নীতি, ১৯৯৪ এর বিবৃতিঃ
অংশগ্রহণমূলক বনায়নের সাথে সম্পর্কযুক্ত বনায়ন নীতিতে যেসব বিবৃতি রয়েছে তা নিম্নরূপঃ

- সামাজিক বনায়ন এবং সামাজিকভাবে পরিচালিত ভাড়াভিত্তিক বনায়নের বিস্তার করতে হবে। ভাড়াভিত্তিক সামাজিক বনায়নে ভাড়ার চুক্তি করার সময় দরিদ্র জনগোষ্ঠী এবং সমাজের দরিদ্রতম সদস্যদের অগ্রাধিকার প্রদান করতে সচেষ্ট হতে হবে;
- মহিলা এবং দরিদ্র জনগণ যাদের ভূমি-ভিত্তিক জীবিকার কোনও উৎস নেই তাদেরকে নার্সারি, বৃক্ষরোপন, বন ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ, চাষাবাদ এবং শিল্প কারখানার বিভিন্ন কাজে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিয়োগ প্রদান করতে হবে;
- সমাজ, স্থানীয় জনগোষ্ঠী অথবা কোনও পরিবারকে রাস্টার পাশে, গাছের সারি, নদী/খালের তীর এবং অন্যান্য প্রান্তিক ভূমিতে গাছ লাগানোকে এনজিও এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রসারিত করতে হবে;
- কৃষিজমি এবং ব্যক্তিগত জমিতে বৃক্ষরোপন কর্মকান্ড জমির মালিকের অথবা দায়িত্বপ্রাপ্ত বৃক্ষ পরিচর্যাকারীর অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে পরিচালিত হবে;
- সংরক্ষিত এলাকার বাফার (**Buffer**) অঞ্চলে কৃষিকাজ অথবা এগো-ফরেস্ট্রির জন্য দীর্ঘমেয়াদী লিজ প্রদান করা যেতে পারে;
- বসতবাড়িতে বনায়নের জন্য সরকার কারিগরী ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করবে;

- গ্রাম এলাকায় অবস্থিত কুটির এবং শ্রম-নিবিড় ছোটখাট কারখানা যেগুলো স্থানীয় অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখে এবং যাতে কাঠ এবং বনের অন্যান্য উপাদান কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয় সেগুলোর বিকাশে সরকার সহযোগীতা করবে;
- আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহায়তার মাধ্যমে অর্থায়ন করে বৃক্ষরোপনকারী কৃষক অথবা বনায়ন এবং অন্যান্য বন এবং বৃক্ষ-ভিত্তিক গ্রামীণ উন্নয়নে সংযুক্ত ব্যক্তিদেরকে সরাসরি সহায়তার ব্যবস্থা উত্তোরত্তর বৃদ্ধি করা;
- বনবিভাগ বাংলাদেশের জাতীয় বনসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনার দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা। তবে যেখানে স্থানীয় চাহিদা বেশি সেখানে স্থানীয় জনগণকে অংশীদারী ব্যবস্থাপনার ভিত্তিতে অন্তর্ভুক্ত করে তাদের চাহিদা সংকুলান করা;
- চিহ্নিত বনের অভ্যন্তরে এবং আশেপাশে বসবাসরত মানুষদের ঐতিহ্যগত অধিকার এবং বনভিত্তিক তাদের ঐতিহ্যগত ও ধর্মীয় মূল্যবোধকে সম্মান প্রদান করতে হবে;
- বন ধ্বংসকারী কর্মকান্ড অনুৎসাহিত করতে এবং কৃষি বনায়ন উৎসাহিত করতে সরকার ভূমি ব্যবহার পরিবর্তন করবে, কৃষি, ব্যবসা, অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য নীতিমালা এবং সংশ্লিষ্ট আইনকানুন প্রয়োজনীয় সংশোধন করবে;
- সামাজিক বনায়নকে প্রসারিত করতে বনবিভাগকে পুনর্গঠন এবং শক্তিশালী করা হবে।

৩.২.১.৮ জাতীয় গৃহায়ন নীতিমালা, ১৯৯৩ (সংশোধিত ২০০৮)

বাংলাদেশ জাতীয় গৃহায়ন নীতিমালা (১৯৯৩) শহর ও গ্রামাঞ্চল সমূহের মানব বসতিকে এর সংস্কৃতি, পরিকল্পনা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে। ১৯৮৮ সালে জাতিসংঘ (ইউএন) কর্তৃক জাতিসংঘের বৈশ্বিক আবাসন কৌশল (জিএসএস) এবং জুন, ১৯৯২-এ ব্রাজিলের শহর রিও ডি জেনেরিও-তে অনুষ্ঠিত পরিবেশ ও উন্নয়ন বিষয়ক জাতিসংঘ সম্মেলন অনুসারে সরকার মানব বসতি স্থাপনে একটি সক্রিয় পদ্ধতি প্রস্তাব করেছে। বসতি স্থাপনে পরিবেশ রক্ষা ও দুর্যোগ মোকাবেলার মাধ্যমে সরকার এই কৌশলের লক্ষ্য অর্জন করবে।

১৯৯০ সালে অন্তর্বর্তিকালীন সরকার ২৬ টি টাস্ক ফোর্স গঠন করে যাদের কাজ ছিল উন্নয়ন পরিকল্পনার সকল খাতের উপর প্রতিবেদন তৈরি করা। এক্ষেত্রে নগরায়নের সামাজিক প্রভাবের উপর প্রতিবেদনটি একটি সমন্বিত প্রতিবেদন। ১৯৯ত সালে জাতীয় গৃহায়ন নীতিমালা প্রণয়নের পর, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এবং ইউএনডিপি/ইউনিসেফ 'আবাসন খাতের প্রতিষ্ঠানের শক্তিশালীকরণ' প্রকল্প সমূহের মাধ্যমে এর বাস্তবায়নে সহায়তা করে। একইসাথে, 'আরবান শেলটার সেক্টর রিভিউ' এর পর্যালোচনায় ইউএনডিপি বাংলাদেশ সরকারকে আরবান সেক্টর প্রোগ্রাম ডকুমেন্ট (এনপিডি) তৈরিতে সহায়তা করে। এসময় সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি খাত ও এনজিও সমূহের সাথে বিশদ আলোচনা করা হয়। নগর জনসংখ্যার বৃদ্ধি, নগরের অর্থনীতি ও দারিদ্রের অবস্থা, আবাসন, ভূমি ও সেবা, যাতায়াত এবং নগরের পরিবেশের উপর ভিত্তি করে 'এনপিডি' কিছু অগ্রাধিকারভিত্তিক বিষয় চিহ্নিত করে।

অগ্রাধিকারভিত্তিক বিষয় সমূহ

সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কিত বিভিন্ন পদক্ষেপ; বিশেষ করে ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও আবাসন খাতের পরিকল্পনার সাথে সম্পর্কযুক্ত কার্যক্রম; অগ্রাধিকারভিত্তিক বিষয় সমূহের অনুসারে নেওয়া হয়। এই বিষয়সমূহ হলঃ

- জাতীয় মানব বসতি নীতি প্রণয়ন;
- অবকাঠামো ও পরিবেশ সংরক্ষণ;
- দরিদ্র জনগোষ্ঠীতে বিশেষ করে দরিদ্র মহিলাদেরকে প্রধান নাগরিক সুবিধাদি প্রদান এবং আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ;
- আবাসন, ভূমি ও অর্থায়নে অধিকার প্রতিষ্ঠা করা যাতে মাতৃপ্রধান পরিবারসহ দরিদ্র পরিবারসমূহ বিশেষ অগ্রাধিকার পায়;
- মহিলাদের প্রয়োজন বিবেচনা শহরের সামাজিক সেবাসমূহ প্রদান করা। যেমন, বাণিজ্যিক ও শিল্প এলাকা এবং উদ্যানে মহিলাদের জন্য পাবলিক টয়লেটের ব্যবস্থা রাখা;
- মহিলাদের জন্য বিশেষ সুবিধা সহকারে আয় ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে পদক্ষেপ গ্রহণ;
- নগর গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন;
- নগর ব্যবস্থাপনা ও স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার শক্তিশালী করা; এবং
- যানবাহনে সকলের অভিগম্যতা সহজতর করা।

৩.২.১.৯জাতীয় সড়ক পরিবহন নীতিমালা, ২০০৪

পরিবহন খাতের সরকারি নীতি ২০০৪ সালে অনুমোদিত জাতীয় সড়ক পরিবহন নীতিমালাতে বর্ণিত হয়েছে। এই নীতির উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে রয়েছে; নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য পরিবহন সেবা প্রদান এবং আইনী কাঠামোর উন্নয়ন। এই

নীতি এমনভাবে তৈরি যাতে ইহা এদেশের রফতানি পণ্যের পরিবহন খরচ কমিয়ে বিশ্ববাজারে বাংলাদেশি পণ্যের প্রতিযোগিতামূলক মূল্য ধরে রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়। এই পলিসি সড়ক, রেল ও জনপথ একসাথে করে একটি সমন্বিত মাল্টিমোডাল পরিবহন ব্যবস্থা প্রস্তাব করে। পূর্বে একটি খসড়া মাল্টিমোডাল পরিবহন নীতির খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছিল যা এখনও অনুমোদিত হয়নি। এই নীতিটি সড়ক পরিবহন নীতির ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছিল যাতে এটি বিভিন্ন পরিবহন পদ্ধতির ভারসাম্যপূর্ণ বিনিয়োগ নিশ্চিত করতে সাহায্য করে এবং এগুলোর মধ্যে উন্নত সমন্বয় নিশ্চিত করে।

তবে ট্রান্সপোর্ট সেক্টর পলিসির বাস্তবায়ন এ খাতের পরিচালনায় নিয়োজিত দুর্বল প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর কারণে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। যেখানে তিনটি মন্ত্রণালয় এবং অনেকগুলো সরকারি প্রতিষ্ঠান পরিবহন খাতের নীতি ও উনয়ন তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত; সেখানে ভারসাম্যপূর্ণ ও সমন্বিত পরিবহন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। কারণ সরকারের এই খন্ডিত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যে উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং বাজেট সমন্বয় করার কোনও ব্যবস্থা নেই।

সড়কের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে স্থাপিত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এখনো দেশের উচ্চ দুর্ঘটনার হারের উপর প্রভাব সক্ষম হয়নি। আরোও গতিশীল এবং কর্ম সম্পর্কীয় বহু-প্রাতিষ্ঠানিক সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত একটি সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা নেওয়া প্রয়োজন যা সড়কের নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখবে।

অংশত নিয়ন্ত্রক কাঠামোর অভাব এবং পরিবহন অবকাঠামোর অর্থায়ন ও ব্যবস্থাপনায় সরকারি-বেসরকারি অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে সরকারের প্ররোচক পদক্ষেপের অভাবের কারণে বাংলাদেশের পরিবহন খাতে ব্যক্তি খাতের অংশগ্রহণ প্রতিবেশী দেশসমূহের তুলনায় নগণ্য।

৩.২.১.১০ জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি, ২০০১

দেশের ভূমি সম্পদ বিশেষ করে মূল্যবান কৃষিজমি রক্ষায় সরকার ২০০১ সালে জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি প্রণয়ন করে। এই নীতি দেশের স্বল্প ভূসম্পদের সর্বোচ্চ এবং সর্বোত্তম ব্যবহারের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। এই নীতির একটি উদ্দেশ্য অনুসারে (উদ্দেশ্য 'খ'); এই নীতি ভূমির নির্দিষ্ট চরিত্র অনুসারে এর 'ভূমি ব্যবহারের জোনিং'-কে প্রবর্তন করে, যাতে ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত হয়, আবাসিক এলাকার অপরিকল্পিত সম্প্রসারণ প্রতিরোধ হয় এবং শিল্প ও বাণিজ্যিক কর্মকান্ডের স্বতঃস্ফূর্ত ও অপরিকল্পিত বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করা। এই নীতি ভূমির পরিকল্পিত ও সর্বোত্তম ব্যবহারের আহবান জানায়।

ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার মূলমন্ত্র

ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা একটি পদ্ধতি যা সুশৃংখলভাবে মানুষের কর্মকান্ড ভু-সংশ্লিষ্ট করে তা বাস্তবায়ন ও তৈরি করতে সহায়তা করে। এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে এধরণের কর্মকান্ড এমনভাবে সম্পন্ন করা যাতে তা অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে এবং ভূমি ব্যবহার ও পরিবেশগত ভারসাম্যের মধ্যে নিরাপদ, সুন্দর এবং সাদৃশ্য নিশ্চিত করে।

ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা সাধারণত নির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণে জাতীয়, আঞ্চলিক এবং স্থানীয় লেভেলে প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। ভৌত উন্নয়ন পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হচ্ছে নগর ও গ্রামীণ পরিকল্পনাকে সমন্বয় করে উন্নয়নকে একটি পরিকল্পিত রূপরেখা প্রদান করা। অধিকন্তু, এধরণের পরিকল্পনায় জনবসতির জন্য সার্ভিস সেন্টার, গ্রোথ সেন্টার, যোগাযোগ নেটওয়ার্ক, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং গ্রামীণ উন্নয়ন অন্তর্ভুক্ত থাকে।

এটা স্বীকৃত যে, ভূমি ও ভূসম্পদের দক্ষ ও টেকসই ব্যবহার এবং ব্যবস্থাপনার জন্য ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়ন করা জরুরী। তবে, কার্যকরভাবে এধরণের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সামান্যই প্রচেষ্টা করা হয়েছে। এটি মূলত পরিকল্পনা প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষ এবং সরকারি সংস্থাগুলোর কার্যক্রমের পরিষ্কার সমন্বয়হীনতা, স্থানীয় কর্তৃপক্ষের পর্যাপ্ত কারিগরী ও প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্যের অভাব, ভৌত পরিকল্পনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়ের অপর্যাপ্ত জনবল কাঠামো, পরিকল্পনার প্রস্তাবনা এবং নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে একটি কার্যকর সমন্বয় পরিকাঠামোর অভাব প্রভৃতি কারণে হয়ে থাকে। জাতীয় ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার অভাব এই অবস্থাকে আরোও খারাপ করে তুলেছে। নগরের অপরিকল্পিত বিস্তার, ভূমি ব্যবহারসমূহের অসামঞ্জস্যতা, পরিবেশের অবনমন, বস্তির সংখ্যা ও বিস্তার বৃদ্ধি এবং ভূমির অপর্যাপ্ত ব্যবহার প্রভৃতি সমস্যা এই পরিকল্পনার অভাবে পরিকলক্ষিত হয়।

এসব সমস্যা সমাধানে সরকারকে জাতীয়, আঞ্চলিক এবং স্থানীয় স্তরে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়নে যথাযথ পরিকাঠামো প্রস্তুত করে দিতে হবে যাতে পরিকল্পনা প্রণয়নের পদ্ধতি সমন্বিত ও অংশিদারী হয় এবং সুবিধাভোগীদের চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হয়। অধিকন্তু, সরকারকে ভূমি ব্যবহারের ব্যবস্থাপনার সুবিধার জন্য জাতীয় ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।

জাতীয় এবং আঞ্চলিক পরিকল্পনা
সরকারকে নিম্নলিখিত কার্য সম্পাদন করতে হবে:
ক. জাতীয়, আঞ্চলিক এবং স্থানীয় লেভেলে ভৌত পরিকল্পনা প্রণয়ন নিশ্চিত করতে হবে;
খ. এমন ব্যবস্থার সৃষ্টি যার মাধ্যমে পরিকল্পনার শুরু, প্রস্তুতকরণ, অনুমোদন ও বাস্তবায়ন অংশিদারী ভিত্তিতে হয়;
গ. অবকাঠামো সহজভাবে প্রদানের জন্য গুচ্ছ বসতি বাস্তবায়নে পরিকল্পনা সম্পৃক্ত বিদ্যমান আইনকানুন সংশোধন করতে হবে।

শহর ও প্রান্তিক শহরের ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা
শহর এলাকায় ভূমির উন্নয়ন দুর্বল পরিকল্পনা, উপশহর এলাকার দ্রুত নগরায়ন, ছড়ানো নগরায়ন এবং অবকাঠামোর অপর্যাপ্ততা দ্বারা বাধাগ্রস্ত হয়। সঠিক পরিকল্পনা আবাসিক, বাণিজ্যিক, শিল্প এবং অবকাঠামোর সমন্বিত উন্নয়নের মাধ্যমে জীবনযাত্রা এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের পরিবর্তনকে পৃষ্ঠপোষণ করা।

সরকারকে দেশের সকল শহর এবং প্রান্তিক শহর এলাকার জন্য স্থানীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা (নগর পরিকল্পনা) প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

স্বতঃস্ফুর্ত (অনানুষ্ঠানিক) বসতি পরিকল্পনা
নিম্নোক্ত মূলনীতির বাস্তবায়নের মাধ্যমে অনানুষ্ঠানিক বসতি স্থাপন সমস্যার মোকাবেলা করা যায়ঃ
ক. বিদ্যমান বস্তিগুলোর জন্য জমি ভোগদখলের একটি নিরাপদ পন্থা গ্রহণের মাধ্যমে বস্তি উন্নয়ন ও পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালনা করা।
খ. ভবিষ্যতে বস্তির গড়ে ওঠা বন্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

নগর কৃষি ও বনায়ন
নগর কৃষি যার দ্বারা গাছপালা, শস্য, মৎসচাষ ও গবাদিপশু পালনের মাধ্যমে খাদ্য ও খাদ্য বহির্ভূত উপাদান উৎপাদন বোঝায় সে ধরণের কার্যক্রম শহর এবং প্রান্তিক শহর এলাকায় সঠিক বিধিমালা এবং সুযোগ-সুবিধার অভাবে বিকশিত হতে পারেনি।

নিম্নোক্ত মুলনীতি বাস্তবায়ন করতে হবেঃ
ক. বহুমুখী নগর ভূমি ব্যবহারের বিকাশ ঘটানো এবং
খ. কৃষি ও বনায়ন নিয়ন্ত্রণ ও প্রশাসিত করতে আইনগত পরিকাঠামো তৈরি করা।

পরিকল্পনা ও উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ
আইন প্রয়োগে পর্যাপ্ত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং প্রশাসনিক কাঠামোর উপস্থিতি এবং অনুমোদিত পরিকল্পনা, নীতিও কৌশলসমূহ বাস্তবায়ন হল কার্যকর ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার চাবিকাঠি। বাংলাদেশে এই দায়িত্ব থাকে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের হাতে যা বিভিন্ন স্থানীয় সরকার আইনের অধীনে পরিচালিত হয়।

উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণের বাধাসমূহ হচ্ছে দুর্বল ও অপর্যাপ্ত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং প্রধান আইনসমূহ যা পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সেগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাব। একইসাথে, পরিকল্পনার সেকেলে মানদন্ড এবং বিধিবিধান, সরকারি ও ব্যক্তিখাতের প্রতিষ্ঠানসমূহের নিজেদের ও একে অপরের মধ্যকার সমন্বয়ের অভাব এই সমস্যাকে আরোও বৃদ্ধি করে। অতএব, পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণের মধ্যে একটি সংযোগহীনতা বিদ্যমান।

কার্যকর ভূমি ব্যবস্থাপনার কৌশল হিসেবে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার প্রয়োগ নিশ্চিত করতে, সরকার নিম্নলিখিত সুবিধাদি প্রদান করবে;

ক. সরকারি কাঠামো, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া, পরিকল্পনার মানদন্ড ও বিধিবিধানের সাযুজ্য নিশ্চিত করতে সরকার এসংশ্লিষ্ট আইনসমূহের রিভিউ করবে;
খ. স্থানীয় কর্তৃপক্ষের প্রাতিষ্ঠানিক এবং জনবলের উন্নয়ন করবে;
গ. বিভিন্ন পরিকল্পনা প্রণয়ন কর্তৃপক্ষ ও নাগরিকদের মধ্যে পরিকল্পনা সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত প্রয়োগে সমন্বয়কারী পদ্ধতির একটি কাঠামো প্রণয়ন।

৩.২.১.১১ পরিবেশ নীতি, ১৯৯২
পরিবেশ নীতি, ১৯৯২ সকল সংশ্লিষ্ট খাতকে তাদের কর্মকান্ড পরিবেশবান্ধব উপায়ে সম্পন্ন করতে সাধারণ পথনির্দেশনা প্রদানকারী নীতি বর্ণিত প্রধান দলিল। এই নীতির মূল্য উদ্দেশ্য সমূহ হলঃ

১.পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্য সংরক্ষণ ও সার্বিক উন্নয়ন।
২. দেশকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ হতে রক্ষা।
৩. সকল প্রকার দূষণ ও অবক্ষয়মূলক কর্মকান্ড সনাক্তকরণ ও নিয়ন্ত্রণ।
৪. সকল ক্ষেত্রে পরিবেশ সম্মত উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ।
৫. সকল জাতীয় সম্পদের টেকসই, দীর্ঘমেয়াদী ও পরিবেশ সম্মত ব্যবহারের নিশ্চয়তা বিধান।

১৯৯২ সালের এই নীতিতে দেশের সংশ্লিষ্ট সকল খাতে এর সার্বিক উদ্দেশ্য পূরণে কিছু সাধারণ নীতি উল্লেখ করা হয়েছে। সেগুলো হলঃ
১. কৃষি উন্নয়ন ও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে গৃহীত সকল প্রচেষ্টা ও প্রযুক্তি পরিবেশ সম্মতকরণ।
২. কৃষি ক্ষেত্রে যেসকল রাসায়নিক ও কৃত্রিম উপকরণ ও উপাদান ভূমির উর্বরতা ও জৈবগুণ বিনষ্ট করাসহ মানুষ ও অন্যান্য প্রাণির উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে থাকে সেগুলোর ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ এবং উক্ত উপকরণসমূহ ব্যবহারকালে কৃষি শ্রমিকের নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাগ্রহণের বিধান রাখা।

বন, বন্যপ্রাণি ও জীববৈচিত্র খাতের প্রদান নীতিসমূহ নিম্নরূপঃ
১. দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশগত ভারসাম্য ও আর্থ-সামাজিক প্রয়োজন ও বাস-বতার প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় বন ও বৃক্ষ্যদি সংরক্ষণ, সমপ্রসারণ ও উন্নয়ন।
২. দেশের বন্য প্রাণী ও জীববৈচিত্র সংরক্ষণ, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে গবেষণা জোরদারকরণ এবং এতদসংক্রান-জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার বিনিময়ে সহায়তা প্রদান।
৩. দেশের জালাভূমি ও অতিথি পাখীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন।

খাদ্য খাতের প্রধান নীতিসমূহ নিম্নরূপঃ
১. খাদ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বন্টন পদ্ধতি স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্মতভাবে নিষ্পন্ন হওয়া নিশ্চিতকরণ।
২. জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিতে পারে এইরূপ খাদ্যদ্রব্য আমদানী নিষিদ্ধকরণ ।

১৯৯২ সালের এই নীতি পরিবেশ সংরক্ষণ এবং সম্পদের টেকসই ব্যবহারের ক্ষেত্রে জনসচেতনতা বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব প্রদান করেছে। পরিবেশ সম্পর্কিত তথ্য এবং জনতার অংশগ্রহণও এখানে অনেক গুরুত্ব পেয়েছে। পরিবেশ নীতিতে সুপারিশ করা হয়েছে যে; পরিবেশ রক্ষা, প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ এবং পরিবেশ দূষণ ও অবনমন নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত সকল আইনকানুন পরিবর্তন করতে হবে। যখনই প্রয়োজন একটি নতুন আইন প্রণয়ন করতে হবে। যা গুরুত্বপূর্ণ তা হল এই খাতের সংশ্লিষ্ট সকল আইনকানুন ও নীতিমালার সঠিক প্রয়োগ নিশ্চিত করা এবং ব্যাপকভাবে বিস্তৃত জনসচেতনতা তৈরি করা। পরিবেশের বৈশ্বিক বিষয়সমূহের সাথে সম্পর্কিত হতে এই নীতি সংশ্লিষ্ট সকল আন্তর্জাতিক সম্মেলন এবং প্রটোকলের সাথে সংযুক্ত হওয়ার সুপারিশ প্রদান করে।

৩.২.১.১২ মহানগরী, বিভাগীয় শহর ও জেলা শহরের পৌর এলাকাসহ দেশের সকল পৌর এলাকার খেলার মাঠ, উন্মুক্ত স্থান, উদ্যান এবং প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষণ আইন, ২০০০
নিম্নে এই আইনের প্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহের পর্যালোচনা এবং পর্যবেক্ষণ দেওয়া হলঃ

মহাপরিকল্পনার বহুল প্রচার (ধারা ৪)
এই আইনে কোন শহরের জন্য প্রবর্তিত মহাপরিকল্পনার বহুল প্রচারের কথা বলা হয়েছে। এতে নির্দিষ্ট ফি প্রদানের মাধ্যমেও এই পরিকল্পনার প্রতিলিপি প্রদানের কথা বলা আছে। পরিকল্পনার বিষয়বস্তু সকল জনগণের অবহিত থাকা উচিত যাতে তারা উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিকল্পনা অনুসারে গ্রহণ করতে পারে।

খেলার মাঠ, উন্মুক্ত স্থান, উদ্যান ও প্রাকৃতিক জলাধারের শ্রেণি পরিবর্তনে বাধা-নিষেধ (ধারা ৫)
এই আইনের ধারা ৫ অনুসারে, খেলার মাঠ, উন্মুক্ত স্থান, উদ্যান এবং প্রাকৃতিক জলাধার হিসেবে চিহ্নিত জায়গার শ্রেণি পরিবর্তন করা যাবেনা।

আবেদন (ধারা ৬)
তবে, উপরে উল্লিখিত কোনও জায়গা বা জায়গার অংশবিশেষের শ্রেণি পরিবর্তন করার প্রয়োজন হলে উক্ত জায়গার মালিক সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করতে পারেন। কর্তৃপক্ষ আবেদনের ফলাফল আবেদন করার ৬০ দিনের মধ্যে জানিয়ে দিবেন।

শাস্তিমূলক ব্যবস্থা (ধারা ৮)
কোন ব্যক্তি এই আইনের কোন বিধান লঙ্ঘন করলে তিনি অনধিক ৫ বছরের কারাদন্ড বা অনধিক ৫০,০০০ টাকা অর্থদন্ড অথাবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হবেন।

মন্তব্য

- আইনটির বাস্তবায়ন কার্যকর নয়। এই আইন থাকা সত্ত্বেও এর লঙ্ঘন এখনও হ্রাস পায়নি।
- বেশিরভাগ নগর এলাকায় ভূমি ব্যবহার অথবা মহাপরিকল্পনা না থাকায় সেখানে কোনও ভূমি ব্যবহারের অঞ্চলীকরণ করা হয়নি। আর তাই এই আইনটি বাস্তবায়ন করা যায়না।
- শহর, নগর অথবা পৌরসভায় মহাপরিকল্পনা না থাকলেও এই আইনটি খেলার মাঠ, উন্মুক্ত স্থান, উদ্যান ও প্রাকৃতিক জলাধার রক্ষার জন্যও প্রযোজ্য।

৩.২.১.১৩ বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড (বিএনবিসি), ২০০৬
১৫ই নভেম্বর বহুলআলোচিত গ্যাজেট বিজ্ঞপ্তি আকারে আলোচিত বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড (বিএনবিসি), ১৯93 প্রণীত হয়। পেশাজীবি স্থপতি, প্রকৌশলী, পরিকল্পনাবিদ এবং অন্যান্য পেশাজীবিদের একটি দল জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির অধীনে ১৯93 সালে বিএনবিসি তৈরি করেন। পরবর্তীতে সরকার ইমারত নির্মাণ (পরিবর্তিত) আইন, ২০০৬ এর অধীনে এই কোডকে প্রয়োগযোগ্য করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড (বিএনবিসি), ২০০৬
বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড (বিএনবিসি), ২০০৬-তে ভূমিকম্প প্রতিরোধী নকশা সহ ইমারত নির্মাণের নকশা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ভবন নির্মাণের যে বিভিন্ন দিক এখানে তুলে ধরা হয়ছে তা নিম্নে দেওয়া হলঃ
কাঠামোগত নকশা পদ্ধতি

ক. ফরম্যাট

- ওয়ার্কিং স্ট্রেস ডিজাইন: এলাওয়েবল স্ট্রেস ≧ একচুয়াল স্ট্রেস
- আলটিমেট ডিজাইন স্ট্রেংথ: আলটিমেট মেম্বার স্ট্রেংথ ≧ রিকোয়ার্ড মেম্বার স্ট্রেংথ
- লিমিট স্টেট ডিজাইন: আলটিমেট ল্যাটারাল স্ট্রেংথ ≧ রিকোয়ার্ড ল্যাটারাল স্ট্রেংথ
- অন্যান্য নকশা পদ্ধতি

খ. ম্যাটেরিয়াল স্ট্রেংথ (কংক্রিট ও স্টিল)

- সকল লোডিং লিমিটের জন্য ওয়ার্কিং স্ট্রেস ডিজাইনে কংক্রিটের এলাওয়েবল স্ট্রেস হবে নির্দিষ্ট কংক্রিটের স্ট্রেংথ এর ০.৪৫ এবং স্টিলের জন্য স্পেসিফাইড ইল্ড (Yield) স্ট্রেংথ হবে ০.৫।
- স্ট্রেংথ রিডাকশন ফ্যাকটর সমূহ;
- গ্রাভিটি লোডিং এবং লোড কম্বিনেশনের জন্য লোড ফ্যাকটর;
- সাধারণ লাইভ লোড মানসমূহ:
  - অফিস বিল্ডিং ৩ কি.নিউটন/বর্গমিটার
  - আবাসিক ভবন ২ কি.নিউটন/বর্গমিটার
- কাঠামোগত নকশা পদ্ধতির বিশেষ বিষয়সমূহ;
- ম্যাসোনারি ইমারতের বিশদ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে;
- রিইনফোর্সড কংক্রিটের ভবনের বিশদ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে;
- স্টিল নির্মিত ভবনের বিশদ বর্ণিত আছে।

৩.২.১.১৪ ভবন নির্মাণ আইন, ১৯৫২ (সংশোধনী ২০০৬)
১৯৫২ সালে এই আইন বাংলাদেশের কিছু এলাকায় অনিয়ন্ত্রিত ভবন নির্মাণ এবং পুকুর কাটা বন্ধে প্রণীত হয়েছিল। এই আইনটি সাধারণত স্থানীয় নগর সরকার ব্যবস্থার অধীনের এলাকাসমূহে প্রয়োগ করা হয়। আইনটি যেখানে প্রয়োগ করা হয় সেখানে এটি নগর এলাকায় ভবন নির্মাণে কিছু শর্ত প্রদান করে। এই আইনের কিছু মূল বিষয় নিম্নে বর্ণিত হলঃ

মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন

এই আইনে ভবনের নকশা অনুমোদনের পূর্বে সংশ্লিষ্ট এলাকার মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের কথা বলা হয়েছে। মহাপরিকল্পনায় ঐ এলাকার ভবিষ্যৎ ভূমি ব্যবহার দেখানো থাকবে। পরিকল্পনায় অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার অনুসারে ভবনের নকশা ও ব্যবহার অনুমোদিত হবে।

ইমারত নির্মাণ বিধিমালা

এই আইনের ১৮ ধারায় স্বাস্থ্যকর ও পরিবেশ সম্মত উন্নয়ন নিশ্চিত করতে ইমারত নির্মাণ বিধিমালা তৈরির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সর্বশেষ ভবন নির্মাণ বিধিমালা ১৯৯৬ এ তৈরি করা হয়েছিল। তবে ঢাকা শহরের ভবনসমূহের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কথা বিবেচনা করে ঢাকা শহরের জন্য ২০০৮ সালে একই আইনের অধীন আরেকটি ভবন নির্মাণ বিধিমালা প্রস্তুত করা হয়েছিল।

নির্মাণ অপসারণের অধিকার (ধারা ৩খ)

এই আইনের মাধ্যমে পরিকল্পনা অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষকে যেকোনও ভবন যা এই আইনের অধীনে প্রস্তুতকৃত বিধিমালা অনুসরণ করে তৈরি হয়নি সেই ভবন অথবা কোন ভবন মালিক যে ভবনের নকশা অনুমোদনের পরে বিধিমালা ভঙ্গ করে সেই ভবন অপসারণের অধিকার প্রদান করে।

পাহাড় কাটার উপর বিধিনিষেধ

এই আইন যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত যেকোন ধরণের পাহাড় কাটাকে নিষিদ্ধ করেছে।

অননুমোদিত ভবনের অপসারণ (ধারা ৭)

এই আইন ইমারত নির্মাণ বিধিমালা লঙ্ঘন করে নির্মিত যেকোন ভবন অপসারণে কর্তৃপক্ষকে ক্ষমতা প্রদান করে।

আবেদন

তবে এই আইনে যদি কোন ভবন মালিক, কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তে অসম্মত হলে তাকে আবেদন করার সুযোগ প্রদান করা হয়েছে।

৩.২.১.১৫ বেসরকারি আবাসন প্রকল্পের ভূমি উন্নয়ন বিধিমালা, ২০০৪ (সংশোধিত ২০১২)

বেসরকারি আবাসন প্রকল্পের ভূমি উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণে এটি একটি আইনী দলিল হিসেবে কাজ করে। পরিবেশ রক্ষা করে ইহা ভূমি উন্নয়ন কার্যক্রম ও মূলনীতি বর্ণনা করে। একইসাথে ইহা কত শতাংশ জমি সামাজিক সেবায়, কতটুকু বিক্রিযোগ্য, কতটুকু স্কুলের জন্য, রাস্তার জন্য এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা মানদন্ড, যথা; ১০০০ জনের জন্য প্রয়োজনীয় জমির পরিমাণ উল্লেখ করে। পরিবেশ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ নীতিসমূহ নিম্নে বর্ণিত হলঃ

- ইউটিলিটি ও নাগরিক সুবিধাদির জন্য প্রকল্পের ৩০ ভাগ জমি সংরক্ষণ করতে হবে।
- লেআউট প্ল্যান তৈরি করতে আশেপাশের এলাকার পরিবেশ, সৌন্দর্য, যোগাযোগ ব্যবস্থা, জলাবদ্ধতা, পানি ও পয়ঃ নিষ্কাশন এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ বিবেচনা করতে হবে।
- ভূমি উন্নয়ন প্রকল্পে মানদন্ড অনুসারে নিম্নলিখিত সামাজিক সুবিধাদির ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করতে হবে।
  - কাঁচাবাজার, বিপণিবিতান, কমিউনিটি সেন্টার, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, গোরস্থান;
  - স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ক্লিনিক, হাসপাতাল;
  - খেলার মাঠ, উদ্যান, উন্মুক্ত স্থান;
  - নার্সারি স্কুল, প্রাথমিক বিদ্যালয়, উচ্চ বিদ্যালয়, কলেজ।
- ইউটিলিটি সার্ভিস প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় জায়গা।

৩.২.১.১৬ প্রতিবন্ধী এবং অটিস্টিক ব্যক্তিদের জন্য জাতীয় কর্মপরিকল্পনা

প্রতিবন্ধী এবং অটিস্টিক ব্যক্তিদের সাথে সম্পর্কিত সামাজিক বিষয়সমূহ বিবেচনায় সমাজসেবা মন্ত্রণালয়ের অধীন সমাজসেবা অধিদফতরের সরকারি নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ দর্শন ও কর্মকান্ড বিদ্যমান। বাংলাদেশে প্রতিবন্ধীদের জন্য ১৯৯৫ সালে জাতীয় নীতি তৈরি হয় যা তাদের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে এবং সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীর অধিকার প্রদান করে। একইসাথে মন্ত্রণালয় একটি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা তৈরি করে। বর্তমানে প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিকদের জন্য গতিশীল ও টেকসই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে যা নিম্নরূপঃ

- রেলস্টেশন, বাস কাউন্টার, নদী বন্দর, স্টীমার টার্মিনাল, বিমানবন্দর এবং বিমান অফিস প্রভৃতিতে প্রতিবন্ধীদের জন্য আলাদা টিকেট কাউন্টারের ব্যবস্থা করা যাতে তাদের টিকেট পাওয়া সহজতর হয়।
- সড়ক, রেল ও জলপথে প্রতিবন্ধীদের জন্য আসন সংরক্ষিত রাখা।

- এতীম এবং প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি চাকুরিতে ১০ ভাগ আসন সংরক্ষণ করা।
- সরকারি প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির চাকুরিতে প্রতিবন্ধীদের যোগদানের বিদ্যমান নিষেধাজ্ঞা উহ্য করা।
- সকল জাতীয় বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে প্রতিবন্ধীদের বিশেষ ঋণের ব্যবস্থা করা।

মন্তব্য

প্রতিবন্ধীদের ব্যাপারে সমাজসেবা মন্ত্রণালয় সরকারি ও বেসরকারি হস্তক্ষেপের ক্ষেত্রে মূল সমন্বয়কারীর ভূমিকা পালন করে। বর্তমানে অটিজম বাংলাদেশের নীতিতে গুরুতর ভূমিকা রাখছে। বিভিন্ন পদক্ষেপের মাধ্যমে বছরের পর বছর ধরে এদেশ অটিজমের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশে বলিষ্ঠ সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম বিদ্যমান যা অটিস্টিক শিশুদের বিভিন্ন ধরণের ঝুঁকি ও দুর্বলতা নিয়ে কাজ করে।

৩.২.১.১৭ স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯

ষাটের দশক থেকে বর্তমান পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে পৌরসভা অধ্যাদেশ-গুলোতে পৌরসভা স্থাপনের সাথে এর পরিকল্পিত পৌর উন্নয়নের জন্য মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের আবশ্যকতার কথা বারংবার বলা হয়েছে। এখন পর্যন্ত ১৯৬০, ১৯৭৭ এবং ২০০৮ সালে এই অধ্যাদেশ জারি করা হয়েছিল।

পৌরসভা আইন ২০০৯ অনুসারে পৌরসভার কার্যাবলী

পৌরসভা অধ্যাদেশ ২০০৮ এবং পৌরসভা অধ্যাদেশ ১৯৭৭ এর উত্তরসুরী পৌরসভা আইন ২০০৯ পৌরসভা স্থাপনের পাঁচ বছরের মধ্যে এর মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন আবশ্যক করেছে। পৌরসভার কার্যাবলীতে পরিকল্পিত উন্নয়ন নিশ্চিত করতে আইনের নীতি অনুসারে কাজ করতে বলা হয়েছে।

মহাপরিকল্পনাতে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ অন্তর্ভূক্ত থাকবেঃ

- ইতিহাসের জরিপ, বিস্তৃত পরিসংখ্যান, সরকারি সেবা সমূহ এবং পৌরসভা সম্পর্কে উল্লিখিত অন্যান্য বিষয়সমূহ;
- পৌরসভার অভ্যন্তরে যেকোনও স্থানের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ।
- পৌরসভার অভ্যন্তরে যেকোন ভূমি উন্নয়ন, ভবন নির্মাণ এবং পুনর্নির্মাণ নিয়ন্ত্রণ ও পথনির্দেশ।

৩.২.২ ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-২০১৫)

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (এসএফওয়াইপি) প্রকাশ করে যে ১৯৭০ থেকে ২০০৫ এর মধ্যে বাংলাদেশের ৭.৬% থেকে ২৫% পর্যন্ত যে দ্রুত নগরায়ন হয়েছে তা বিশেষত আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, জনতাত্তিক কিছু বিষয়ের সমন্বিত প্রভাবে হয়েছে। দুর্বল নগর ব্যবস্থাপনা, অদক্ষতা, বিশাল দুর্নীতি, দুঃস্বপ্নের মত যানবাহনের সংখ্যা, পানি ও বায়ু দূষণ এবং আইনশৃংখলা পরিস্থিতির অবনতির কারণে অবস্থা ধীরে ধীরে খারাপের দিকে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, এখানে ভিন্ন ভিন্ন শহরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ভিন্ন ভিন্ন হয়। নগর জনসংখ্যার একটি বড় অংশ জেলা শহর ও পৌরসভাগুলিতে বসবাস করছে। এর প্রধান কারণ হচ্ছে যে কৃষিখাত বর্তমানে প্রতিবছর অর্থনীতিতে যে জনশক্তির আগমন ঘটছে তার আর পৃষ্ঠপোষকতা করতে সক্ষম হচ্ছেনা। কিন্তু শহর এলাকায় জাতীয় অর্থনৈতিক উৎপাদনের একটি অনুপাতহীন ভাগ বিদ্যমান এবং যা অর্থনৈতিক বিকাশের মূল উৎস।

নগর পরিকল্পনা

পৌরসভা আইন ২০০৯ পৌরসভাকে নগর পরিকল্পনা ও উন্নয়ন, জনস্বাস্থ্য ও পয়ঃনিষ্কাশন, পানি সরবরাহ ও বর্জ্য জল নিষ্কাশন, সরকারি অবকাঠামো ও প্রতিষ্ঠানের রক্ষণাবেক্ষণ প্রভৃতি খাতে ব্যাপক দায়িত্ব প্রদান করেছে। এখন পৌরসভার (পুরাতন ও নতুন স্থাপিত পৌরসভা) জন্য আইনটি প্রণয়নের তারিখ ৫ বছরের মধ্যে মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

বাংলাদেশের এলোমেলো উন্নয়নের একটি মূল কারণ হচ্ছে যথাযথ পরিকল্পনার অভাব। পৌরসভা আইন পৌরসভাগুলোকে উন্নয়ন মহাপরিকল্পনা, এর এখতিয়ারভূক্ত এলাকায় যেকোন উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ, নিষেধাজ্ঞা আরোপ, এলাকার উন্নয়নে প্রতিদান ও বিধিবিধান প্রয়োগ এবং ভবন নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণে আইন প্রয়োগের ক্ষমতা প্রদান করে। কিন্তু কারিগরী জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ জনবল এবং যন্ত্রপাতির অভাবে কোন পৌরসভাই নিজে নিজের মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়নি। স্থানীয় সরকার বিভাগ এর অধীন সংস্থা স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করে পৌরসভাগুলোকে মহাপরিকল্পনা প্রণয়নে সহযোগিতা করছে।

প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

বাংলাদেশের নগর প্রশাসন এবং ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো কেন্দ্রীয় সরকারি প্রতিষ্ঠান, বিশেষ উদ্দেশ্যে স্থাপিত কর্তৃপক্ষ, স্থানীয় নগর সরকার এবং উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ দ্বারা গঠিত যারা বিভিন্ন ধরণের বিশেষায়িত কর্মকান্ডের জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত।

এসএফওয়াইপি এর অধীনে নগরায়ন কৌশল

এসএফওয়াইপি স্বীকার করে যে বাংলাদেশের ভবিষ্যত নগরায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় নগরায়নের কৌশলের যথেষ্ট পরিবর্তন প্রয়োজন। এতে নিম্নলিখিতি সুপারিশ সমূহ করা হয়েছে।

ক. নগরের শাসনব্যবস্থার উন্নতি

স্থানীয় নগর সংস্থা ব্যক্তিগত বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে এবং সেবার মানের ভিত্তিতে সরকারি সম্পদের ব্যবহার করতে এবং শহুরে পরিবেশের মান ধরে রাখতে সক্ষম হবে। এই বিষয়ে সরকার নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেঃ

- প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার এবং দায়িত্ব ও সম্পদের স্থানীয় কর্তৃপক্ষে বিকেন্দ্রীকরণ;
- স্থানীয় অগ্রাধিকার ভিত্তিক কর্মকান্ডে নকশা, বাস্তবায়ন ও পর্যবেক্ষণে নারীসহ সুশীল সমাজকে অগ্রাধিকার প্রদান;
- সিদ্ধান্তগ্রহণ ও নগর উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অবদান রাখার জন্য এর সকল ক্রীড়নকের (প্রতিষ্ঠান, দল ও ব্যক্তি) সক্ষমতা নিশ্চিতকরণ;
- সব পর্যায়ে নেটওয়ার্কিং সুবিধা প্রদান।

খ. নগরে সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত করা

- প্রধান কেন্দ্র থেকে দূরে অর্থনৈতিক কার্যক্রমের জন্য নতুন কেন্দ্র নির্বাচন;
- এই কেন্দ্রে অর্থনৈতিক ভিত্তি এবং সহায়ক অবকাঠামো ও সেবা সুদৃঢ় করা।

গ. নগর সম্পদের বৃদ্ধি

- অর্থায়নের নতুন উৎস গঠন করা;
- প্রপার্টি ট্যাক্স ভালভাবে আদায় করা;
- প্রধান নাগরিক সেবা থেকে ব্যয় পুনরুদ্ধারের সক্ষম ব্যবস্থা গ্রহণ।

ঘ. রিয়েল এস্টেটের একটি নির্ভরযোগ্য বাজার গড়ে তোলা

- ব্যক্তিখাতের আবাসনকে উৎসাহিত করা।

ঙ. আবাসন খাতে এনজিও-এর সম্পৃক্ততা সহজতর করা

চ. শহরের ভূমি ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

- টেকসই ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা;
- সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নীতি।

ছ. পরিবেশ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

- প্রতিরোধমূলক রাজনীতির বিকাশ;
- অংশগ্রহণভিত্তিক পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা;
- সরকারি-বেসরকারি অংশগ্রহণ;
- দক্ষতা বৃদ্ধি;
- ব্যয় পুনরুদ্ধার।

জ. টেকসই নগর পরিবহন ব্যবস্থার বিকাশ

- পরিবহন ও যোগাযোগ অবকাঠামোর উন্নয়ন;
- টেকসই নগর উন্নয়নে সহায়তা প্রদান;
- সমন্বিত ও সুষম যোগাযোগ ব্যবস্থার বিকাশ।

ঝ. অবকাঠামো ও সেবা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ

- কমিউনিটির জন্য মৌলিক অবকাঠামো ও সেবা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ।

ঞ. নগরের দারিদ্র বিমোচন

- অর্থনৈতিক উন্নয়নের অধিক ‘দারিদ্র বিমোচন’ পদক্ষেপ গ্রহণ;
- সেবাতে সকলের সমান অধিকার নিশ্চিতকরণ;
- ন্যায়সঙ্গত ও সাম্যবাদের ভিত্তিতে সেবা প্রদান।

পৌরসভা সম্পর্কিত এসএফওয়াইপি-এর উদ্দেশ্য ও কৌশল সমূহ
এসএফওয়াইপি-তে পৌরসভা সম্পর্কিত মূল উদ্দেশ্য সমূহ হচ্ছে নিম্নরূপঃ
ক. যানজটমুক্ত, নিরাপদ ও সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে কার্যকর সড়ক নেটওয়ার্ক স্থাপন;
খ. শহরে হাঁটার স্থানের উন্নয়ন;
গ. যানবাহনের দুর্ঘটনা হ্রাস;
ঘ. উন্নত ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার জন্য স্বয়ংক্রিয় সিগনাল ব্যবস্থা প্রণয়ন;
ঙ. টেকসই পার্কিং ব্যবস্থাপনা;
চ. বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন সাধন;
ছ. নাগরিকদের জন্য পানি সরবরাহ ব্যবস্থা স্থাপন;
জ. বিনোদন সুবিধার বিকাশ;
ঞ. আধুনিক সড়কবাতি স্থাপন;
ট. প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থার উন্নয়ন;
ঠ. জলাবদ্ধতা সমস্যা দূরীকরণে ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নতিসাধন;
ড. অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের বিকাশে বাণিজ্যিক কেন্দ্র স্থাপন;
ঢ. স্বল্প আয়ের মানুষের আবাসনের জন্য অবকাঠামো উন্নয়ন।

নিম্নোক্ত কৌশল সমূহের মাধ্যমে উপরোক্ত উদ্দেশ্য সমূহ অর্জন করা হবেঃ
ক. শক্তিশালী নির্বাচিত পৌরসভা কর্তৃপক্ষ গঠন;
খ. প্রপার্টি ট্যাক্স ব্যবস্থার পুনর্গঠন;
গ. পৌরসভার উন্নয়নে সহায়তা প্রদানে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা কমিশনের ক্ষমতা বৃদ্ধি;
ঘ. সড়ক অবকাঠামো উন্নয়ন ও গণপরিবহন ব্যবস্থার পরিকল্পনা প্রণয়ন;
ঙ. সকল নাগরিক সুবিধা নিয়ে ব্যাপক বিন্যস্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন;
চ. কঠিন বর্জ্য অপসারণ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে নগর পরিবেশের উন্নতিসাধন;
ছ. অবকাঠামো উন্নয়ন ও নাগরিক সেবা প্রদানে সমন্বয় সাধন করা; এলজিইডি ও পৌরসভাতে নগর পরিকল্পনা সম্পর্কিত একটি তথ্যভান্ডার গড়ে তোলা;
জ. আবাসন সমস্যা বিশেষ করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আবাসন সমস্যা সমাধানে সরকারি খাস জমির ব্যবহার;
ঝ. আবাসন সমস্যা সমাধানে পরিত্যক্ত বাড়িঘরের স্থলে উঁচু ভবন নির্মাণ করা;
ঞ. ১৯৯৩ এর বিল্ডিং কোড কঠোরভাবে প্রয়োগ করা;
ট. দরিদ্রদের আবাসনের জন্য সহজ শর্তে ঋণের ব্যবস্থা করা;
ঠ. কর্মজীবি মহিলাদের জন্য বাড়ি তৈরি;
ড. হাসপাতাল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ;
ঢ. বেতন বৈষম্য হ্রাস করা।

সুতরাং, এটা স্পষ্ট যে এসএফওয়াইপি শহর এলাকার পরিকল্পনা প্রণয়নকে বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করেছে এবং এজন্য বিশদ উদ্দেশ্য ও কৌশল বর্ণনা করেছে যা মহাপরিকল্পনা প্রণয়নে মূল্যবান পথনির্দেশনা হিসেবে কাজ করবে।

৩.৩ উন্নয়ন নিয়ন্ত্রন ও ব্যবস্থাপনা

ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনার সমস্যা সমূহের কারণে একটি শহরের জন্য গৃহীত পরিকল্পনার বাস্তবায়ন মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত হয়। জমির মালিকানা, ঐতিহ্যগতভাবে এর মালিকের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হিসেবে এর সাথে মালিকের মানসিক সংযোগ অত্যন্ত গভীর থাকে। উন্নয়ন পরিকল্পনার ভিত্তিতে উন্নয়নকে পরিচালিত করা কখনই ইতিবাচকভাবে দেখা হয়না। এটিকে নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের লঙ্ঘন হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এমতাবস্থায় ভূমি ব্যবস্থাপনার সমস্যাসমূহ বর্ণিত হল।

ক. সহজ মনে হলেও আসলে কঠিন
জমি হচ্ছে সকল ধরণের ভৌত উন্নয়ন কর্মকান্ডের মুখ্য উপাদান। আবাসন, অবকাঠামো, সামাজিক সেবা, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি সকল প্রকার উন্নয়ন কর্মকান্ডে জমির প্রয়োজন হয়। এধরণের উন্নয়ন কর্মকান্ড জমি ছাড়া সম্ভব নয়। এদেশের জমির বেশিরভাগই ব্যক্তিমালিকানাধীন। যে সামান্য পরিমাণ খাস জমি আছে তাও অবস্থানগত সমস্যার কারণে ব্যবহার করা সম্ভব হয়না। এমতাবস্থায় জমির চাহিদা ব্যক্তিমালিকানাধীন জমি অধিগ্রহণের মাধ্যমে পূরণ করা হয়। ভূমি অধিগ্রহণ ছাড়াও উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য জমির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন পদ্দতি যেমন; জমির পুনর্বিন্যাস, জমির নির্দেশিত উন্নয়ন এবং জমির হাতবদল; প্রভৃতি এদেশে এখনও ব্যবহৃত হয়নি। আবাসন প্রকল্পের জন্য জমির পুনর্বিন্যাস ও জমির নির্দেশিত উন্নয়ন পদ্ধতি উপযুক্ত। ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ ও ইউটিলিটি স্থাপনের মত ছোট ছোট প্রকল্পের জন্য জমির হস্তান্তরের পদ্ধতিটি বিশেষভাবে কার্যকর। তবে উন্নয়ন কাজে নিয়োজিত সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ

একটি নির্দিষ্ট এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সাথে তাদের কাজের সমন্বয় সাধন করেনা। উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের কোনও সিদ্ধান্তই প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মধ্যে বোঝাপড়ার মাধ্যমে নেয়া হয়না। এজন্য প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু থেকেই বাধাগ্রস্ত হয় এবং যার ফলে তা বাজেট ও নির্ধারিত সময় ছাড়িয়ে যায়।

খ. ভূমি অধিগ্রহণের জটিলতা এবং পুনর্বাসন

সরকারি খাতের প্রায় সকল প্রকল্পই জমি সংগ্রহে অধিগ্রহণের উপর নির্ভরশীল। ভূমি অধিগ্রহণে পদ্ধতি সাধারণত ধীর এবং অধিগ্রহণের পূর্বে অনেকগুলো ধাপ পেরোতে হয়। দেখা যায় যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত জমি অধিগ্রহণ করা হয়। এজন্য প্রাথমিক পর্যায়ে কাজ করা কঠিন হয়ে পড়ে। অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ার শুরুতে ‘জমি বরাদ্দ কমিটি’ প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমান জমি অধিগ্রহণের অনুমতি প্রদান করে। ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণ অনেক সময় বড় আকারের আন্দোলনের মাধ্যমে অধিগ্রহণের কঠোর বিরোধিতা করে। অনেক সময় তারা আইনী প্রক্রিয়ার স্মরণাপন্ন হয়, যার ফলে আদালতের সিদ্ধান্ত আসতে অনেক সময়ক্ষেপন হয়। ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ও পুনর্বাসন, এই প্রক্রিয়াকে আরোও কঠিক করে তোলে। অনেক সময় জমির মালিকরা যারা উত্তরাধিকারসূত্রে মালিকানা পেয়েছেন তারা মালিকানার কাগজপত্র উত্থাপন করতে পারেনা এবং ফলে ক্ষতিপূরণের টাকা পেতে অনেক বিড়ম্বনার মুখোমুখি হন। অধিগ্রহণের বিভিন্ন ধাপে কর্মকর্তা-কর্মচারিদের অসাধু কর্মকান্ডের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের কষ্ট আরোও বৃদ্ধি পায়। অধিগ্রহণের মাধ্যমে ভূমি আহরণে দেরি হওয়ার কারণে প্রকল্পের সময় ছাড়িয়ে যায়; যার ফলে ব্যয়ও বাড়ে। যেসকল প্রকল্পে বিশাল পরিমাণ জমি প্রয়োজন সেসব প্রকল্পে জমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসনের জটিলতা একতি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।

গ. উন্নয়ন অর্থায়নে তহবিল সংকট

বাংলাদেশ একটি সীমিত সম্পদের দেশ। বেশিরভাগ সময়ই এটি অভ্যন্তরীণ খাত থেকে পর্যাপ্ত তহবিল সংগ্রহ করতে পারেনা। রেভিনিউ আয় রেভিনিউ ব্যয়ের পেছনে খরচ করতে হয় যার ফলে উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য অত্যন্ত অল্প পরিমাণ তহবিল বাকি থাকে। বর্তমানে জাতীয় পর্যায়ের প্রকল্পের জন্য বিশাল আকারের অর্থ ব্যয়িত হচ্ছে। সরকার এই প্রকল্প এলাকার মত স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষগুলোকে বড় আকারের টাকা বরাদ্দ দিতে পারেনা। অন্যদিকে রেভিনিউ থেকে পৌরকর্তৃপক্ষের সারপ্লাসের পরিমাণ অত্যন্ত নগণ্য যার ফলে তা দিয়ে পৌরসভা নিজস্ব উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করতে পারেনা। এটি বর্তমানে সুস্পষ্ট যে পৌর কর্তৃপক্ষ তার উন্নয়ন ও প্রতিস্থাপন ব্যয় যোগান করতে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে বড় আকারের অর্থ সহযোগিতা প্রয়োজন। প্রকল্প এলাকার এখতিয়ারভুক্ত এলাকায় বিশাল কৃষিজমি বিদ্যমান। ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসতবাড়ি গড়ে উঠার কারণে, নাগরিক সুবিধা প্রদান করা অর্থনৈতিকভাবে অনেক কঠিন হয়ে পড়ে। নিকট ভবিষ্যতে এই সমস্যার উন্নয়নের কোন সম্ভাবনা নেই। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে অসামঞ্জস্যপূর্ণ অর্থ সহায়তা আশা করা হয়না, কারণ আরোও অনেক স্থানীয় কর্তৃপক্ষেরও প্রচন্ড আর্থিক ঘাটতি রয়েছে।

ঘ. বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয়হীনতা

বাংলাদেশ খাতওয়ারী পদ্ধতিতে উন্নয়ন প্রকল্পের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে থাকে। এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীনে অনেকগুলো সরকারি সংস্থা তৈরি করা হয়েছে। বেশিরভাগ সংস্থারই কার্যক্রম ওভারল্যাপ করে। সংস্থাগুলোর মধ্যে কোনও সমন্বয় না থাকায় তা অপ্রয়োজনীয় দ্বিত্বতা এবং অব্যবস্থাপনার দিকে এগিয়ে যায়। এই সংস্থাগুলো একে অপরের সাথে কাজ করেনা। এই অবস্থার অবশ্যম্ভাবী ফলাফল হচ্ছে অব্যবস্থাপনা এবং মূল্যবান সম্পদের ক্ষতি। প্রায়সই দেখা যায় যে একই ধরণের প্রকল্প বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। এসব সংস্থার মাধ্যমে কোন স্তরেই কোন সমন্বয় দেখা যায় না। সবচেয়ে বড় ব্যাপার হল নগর উন্নয়ন সম্পর্কিত বড় বড় কাজ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মধ্যে কোনও নেতৃত্ব দানকারী মন্ত্রণালয় ছাড়াই বিভক্ত করা হয়েছে।

ঙ. উন্নয়নকারী কর্মকর্তাদের পরিকল্পনা সম্পর্কিত জ্ঞানের অভাব

বাংলাদেশে নগর উন্নয়ন এবং উন্নয়ন কর্মকান্ড ছাড়া ছাড়া ও সমন্বয়হীন। একই কাজ সম্পাদনে নিযুক্ত সরকারি সংস্থার সংখ্যাধিক্য এই অবস্থার একটি বড় প্রমাণ। ভৌত পরিকল্পনা প্রণয়ন হল উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ সমুহে, নগর উন্নয়ন অধিদফতর এবং স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের দায়িত্ব। সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভাকেও পরিকল্পনা প্রণয়নের আইনগত দায়িত্ব দেওয়া রয়েছে। অন্যদিকে প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্ব বিভিন্ন খাতের সরকারি সংস্থার হাতে ন্যস্ত। এই সংস্থাগুলো যেকোন প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রণীত মহাপরিকল্পনা অনুসরণ না করে তাদের নিজস্ব পরিকল্পনা অনুসরণ করে। কোন উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ অথবা খাতভিত্তিক সংস্থা একে অপরের এজেন্ডার ব্যাপারে ওয়াকিবহাল হয়না। একে অপরের প্রকল্পের সামঞ্জস্য সাধনের আইনগত বাধ্যবাধকতা না থাকায় কর্মকর্তা-কর্মচারীরা মহাপরিকল্পনার প্রস্তাবনা অনুসরণে সচেষ্ট হয়না। কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অনেক সময়ই জনগণের সুবিধার জন্য প্রণীত পরিকল্পনার সিদ্ধান্তসমূহ উপেক্ষা করেন যার ফলে জনগণকে দীর্ঘমেয়াদী ভোগান্তি পোহাতে হয়।

চ. বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলোর দুর্বল আইনী বাধ্যবাধকতা

একই খাতে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন একের অধীক সংস্থাকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এসকল সংস্থা একে অপরকে সমান স্তরের বলে মনে করে। এই অবস্থা একটি সংস্থার আনুষঙ্গিক কাজের মাধ্যমে আরেকটি সংস্থার প্রধান কাজ বাধাগ্রস্ত

করতে উৎসাহিত করে। কাজের ক্ষেত্রের আইনগত সীমা নির্দিষ্ট না থাকায় সকল খাতের সরকারি সংস্থাই এধরণের কর্মকান্ডে জড়িত হয়ে পড়ে।

৩.৩.১ ভূমি ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি ও কৌশল

বিভিন্ন ধরণের পন্থায় ও কৌশলে ভূমি উন্নয়ন ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম পরিচালিত হয়। অধিগ্রহণের মাধ্যমে ভূমির উন্নয়ন এর মধ্যে অধিকতর পছন্দনীয়। বাংলাদেশ অংশিদারী পদ্ধতি যাতে জমির মালিককেও ভূমি উন্নয়ন কর্মকান্ডে অন্তর্ভুক্ত করা হয় এরকম প্রকল্প এখনও নেওয়া হয়নি।

৩.৩.১.১ সরাসরি উন্নয়ন পদ্ধতি

অধিগ্রহণের মাধ্যমে ভূমির উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা হচ্ছে ভূমির সরাসরি উন্নয়ন পদ্ধতির মূলমন্ত্র। প্রকল্প এলাকায় এখনও এরকম কোনও প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়নি।

৩.৩.১.২ অংশিদারী পদ্ধতি

এই পদ্ধতিতে জমির মালিকরা অংশিদারী ভূমি উন্নয়ন পদ্ধতিতে অংশীদার হয়ে যান যেখানে তারা তাদের ভূমির সমান অংশিদারিত্ব ভোগ করেন। পূর্ব এশিয়া এবং দূরপ্রাচ্যের দেশসমূহে অংশিদারী ভূমি উন্নয়ন পদ্ধতি অত্যন্ত জনপ্রিয়। কিন্তু বাংলাদেশে এটি এখনও চর্চা করা হয়নি।

অংশিদারী পদ্ধতির বিভিন্ন পন্থার মধ্যে নিম্নে দুটি পদ্ধতির সংক্ষেপে বর্ণনা দেওয়া হল।

- জমি পুনর্বিন্যাস(Land Readjustment);
- জমির নির্দেশিত উন্নয়ন (Guided Land Development)

ভূমি পুনর্বিন্যাস***(Land Readjustment)***

জমি পুনর্বিন্যাস (এলআর) এমন একটি পদ্ধতি যাতে এই প্রকল্পের আওতায় জমিকে পুনর্বিন্যস্ত করে সংশ্লিষ্ট ভূমির মালিকদের কাছে হস্তান্তর করা হয় অথবা সকল জমিকে একত্র করে প্রকল্পের লেআউট এবং ভূমি ব্যবহার অনুসারে হস্তান্তর করা হয়।

সাধারণভাবে জমির পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় প্লটের হাতবদলকেই বুঝায়। এর মানে হল যে, জমি পুনর্বিন্যাস প্রকল্পে কর্তৃপক্ষ অথবা বিনিয়োগকারীকে কোনও জমি অধিগ্রহণ করতে হয়না এবং এখানে কোনও অন্তবর্রতীকালীন অর্থায়ন প্রয়োজন হয়না অথবা বিল্ডিং প্লটের রি-প্রাইভেটাইজিং (re-privatizing)-এরও কোন অবকাশ থাকেনা। এই পদ্ধতিতে সাধারণ পন্থা হচ্ছে প্রকল্প এলাকার অধীনের সকল জমিকে একত্র করে একটি জমি পুনর্বিন্যাসের জন্য একটি খন্ডে পরিণত করা হয়। কিন্তু এটি শুধুমাত্র কাগজে কলমে হয়, প্রকল্প এলাকাতে শুধুমাত্র একটি প্লট তৈরির মাধ্যমে করা হয় না। জমি পুনর্বিন্যাস (এলআর) নগর অবকাঠামো অথবা ভূমি উন্নয়নের একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে ইউটিলিটি/জমির মূল্য বৃদ্ধি পায়। সুতরাং এলআর জমি অধিগ্রহণের কোনও পন্থা নয় কিন্তু জমি একত্রিকরণের একটি পদ্ধতি যাকে বলা হয় 'ল্যান্ড রিপ্লটিং' ।কোন নির্দিষ্ট এলাকায় এলআর প্রকল্পের বাস্তবায়নেঃ

- নাগরিক সুবিধায় জমি প্রদানের মাধ্যমে লেআউট প্ল্যান অনুসারে নগর অবকাঠামো স্থাপন এবং;
- জমি প্রদানের মাধ্যমে প্রকল্পের অর্থায়ন, যেখানে সমস্ত জমি লেআউট এবং ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা অনুসারে রিপ্লট করা হয়েছে এবং সকল জমির মালিকানা আইনসিদ্ধ প্রক্রিয়ায় জমির রিপ্লটিং-এর বিন্যাসের মাধ্যমে নতুন রিপ্লটে স্থানান্তর করা হয়েছে;
- সুতরাং, এলআর পদ্ধতিতে 'ল্যান্ড রিপ্লটিং' এবং 'জমি প্রদান' প্রধান উপাদান হিসেবে কাজ করে।

জমির নির্দেশিত উন্নয়ন (**Guided Land Development**)

জমির নির্দেশিত উন্নয়ন পদ্ধতি ল্যান্ড পুলিং পদ্ধতির অনুরূপ তবে এতে সরকারি খাতের সম্পৃক্ততা তুলনামূলক কম। সরকার সেকেন্ডারি সড়ক ব্যবস্থা তৈরি করে দেয় এবং জমির মালিকগণ অনুমোদিত পরিকল্পনা ও ভবন নির্মাণের মানদন্ড অনুসারে তাদের ভূমি উন্নয়ন করেন। জমির নির্দেশিত উন্নয়ন পদ্ধতি অবকাঠামো প্রদানের মাধ্যমে নগর উন্নয়নকে সঠিক পথে পরিচালনার একটি পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহার করে। জমির মালিকদের সাথে অংশিদারী ভিত্তিতে ইহা করা হয় যেখানে মালিকগণ তাদের জমিতে নাগরিক অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে সেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য জমি প্রদান অথবা কিছু ক্ষেত্রে উন্নয়ন কর প্রদান করেন।

৩.৩.২ উন্নয়ন অর্থায়নের বিকল্পসমূহ

ভূমির উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় প্রকল্পের অর্থায়ন আরেকটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পূর্বে যেখানে জমির দাম প্রকল্পের একটি ক্ষুদ্র অংশ ছিল আজ সেখানে জমির দাম ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বর্তমানে তা আকাশ স্পর্শ করেছে। এজন্য বর্তমানে যার যার সামর্থ্য অনুসারে সকল আয়ের মানুষকে সার্ভিস সহ প্লট প্রদান করা প্রায় অসম্ভব।

৩.৩.২.১ ব্যক্তি পর্যায়ে উন্নয়ন অর্থায়ন

বাংলাদেশে ব্যক্তি পর্যায়ে একজনের উন্নয়ন কর্মকান্ডে বিনিয়োগের মাধ্যমে ভূমির উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা সবচেয়ে জনপ্রিয় পন্থা। একজন ব্যক্তি একটি জমি ক্রয় করে এবং নিজের অর্থে তা উন্নয়ন করেন। এক্ষেত্রে যদি তিনি কোন ব্যাংক, অর্থায়ন সংস্থা অথবা আরেকজন ব্যক্তির নিকট থেকে অর্থ ঋণ করেন তবে তা তার নিজের দায়বদ্ধতা হয়ে দাঁড়ায়। এধরণের উন্নয়ন কার্যক্রমের ফলে অপর্যাপ্ত সড়ক ও সেবা ব্যবস্থাসহ অসামঞ্জস্যপূর্ণ ভূমি ব্যবহার দ্বারা পরিচায়িত বর্তমান শহরগুলোতে ছড়ানো এবং স্বতঃস্ফূর্ত উন্নয়ন পরিলক্ষিত হয়।

৩.৩.২.২ কমিউনিটির ভূমি প্রদানের মাধ্যমে উন্নয়নে অর্থায়ন

এই পদ্ধতিতে ব্যক্তিখাতে ছোট ছোট অনেক আবাসন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ ধরণের প্রকল্পে অনেক কম মানুষের একটি দল বিচ্ছিন্ন কোন গ্রাম এলাকা যেখানে উন্নয়নের কোন চাপ নেই এবং জমির দাম তুলনামূলক কম সেখানে জমি কেনেন। জমির মালিকগণ জমি প্রদানের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ সড়কের জন্য জায়গা রেখে দেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই জমির মালিকরা সড়কের জন্য যে পরিমাণ জায়গা রাখেন তা একদম সর্বনিম্ন। এই ধরণের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় প্রকৃত চাহিদা এবং জনসংখ্যার ঘনত্ব উপেক্ষা করা হয়। উদ্যান, বিদ্যালয়, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং ইউটিলিটির জন্য প্রয়োজনীয় জায়গা না রাখায় এধরণের আবাসন প্রকল্প নগর আবাসনের সেবা থেকে বঞ্চিত হয়।

৩.৩.২.৩ সরকারি জামিনে মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে বেসরকারি খাতের বিনিয়োগের মাধ্যমে অর্থায়ন

সরকারি জামিনে বন্ড এর মাধ্যমে ভূমি উন্নয়ন প্রকল্পে অর্থায়ন করা যায়। সরকারের অধীনে যেকোন ব্যক্তি ভূমি উন্নয়ন প্রকল্পে বিনিয়োগ করতে পারেন। যেকোন সরকারি সংস্থা ভূমি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করে; ভূমি উন্নয়নের তহবিল যোগানে সরকারি বন্ড ব্যবহার করতে পারে। এধরণের প্রকল্প নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়িত হতে হবে। প্রকল্প সম্পন্নের পর, ব্যক্তিখাতের বিনিয়োগকারীকে লাভ সহ অর্থ, উন্নয়ন করা জমি বিক্রির মাধ্যমে ফেরত দেওয়া হবে। এক্ষেত্রে সময়মত জমি ক্রয় এবং প্রকল্পের বাস্তবায়নের জন্য অনেক উচ্চমানের ব্যবস্থাপনা দক্ষতা প্রয়োজন।

৩.৩.২.৪ সরকারি-বেসরকারি অংশিদারিত্ব

সরকারি-বেসরকারি অংশিদারিত্বের (পিপিপি) স্কিম বিশেশ উদ্দীপনা প্রদান করা হয়। এটি, উন্নয়ন প্রকল্প বিশেষ করে অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পে অর্থায়নের গুরুত্বপূর্ণ উৎস হয়ে উঠতে পারে। পিপিপি কে ব্যক্তিখাতের সাথে সরকারি খাতের কোন সংস্থা/উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভার মধ্যে একটি চুক্তি হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে যেখানে বেসরকারি খাত প্রকল্পের নকশা প্রণয়ন, অর্থায়ন, তৈরি এবং বাস্তবায়নের সময় অর্থসংক্রান্ত, কারিগরী এবং ব্যবস্থাপনার বেশিরভাগ ঝুঁকি গ্রহণ করে।

৩.৩.২.৫ সরকারি খরচে উন্নয়ন

এদেশে সরকারি খাতের উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থায়নে এই খাতের তহবিলই মূল উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন খাতের সরকারি সংস্থাগুলো অনুমোদিত পদ্ধতিতে উন্নয়ন প্রকল্পের প্রস্তাবনা তৈরি করে প্রকল্পের আকার অনুসারে নির্দিষ্ট প্রক্রিয়াতে সম্পন্ন করা হয়। অনুমোদিত হলে সবশেষে সরকারি খাতের উন্নয়ন প্রকল্প হিসেবে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করে বাজেটে অর্থ বরাদ্দ রাখা হয়। মহাপরিকল্পনার ফলাফল হিসেবে গৃহীত বৃহৎ প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের পূর্বে এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হবে।

৩.৩.৩ পুনর্বাসন পরিকল্পনা

পুনর্বাসন পরিকল্পনা এমনভাবে পরিকল্পিত হয়েছে যাতে সড়ক উন্নয়নের বিভিন্ন ধাপ সহ নগর উন্নয়ন কার্যক্রমের ফলে যে নেতিবাচক সামাজিক প্রভাব তৈরি হয় তা প্রশমিত করে এবং ক্ষতিগ্রস্ত জনগণ যথেষ্ট পরিমাণ ক্ষতিপূরণ এবং সহায়তা পায়। এই পরিকল্পনা প্রকল্প এলাকার বর্তমান ২৭টি বস্তিতে বসবাসকারী ২০৮৯ টি পরিবারের পুনর্বাসনের জন্যও তৈরি। এই পুনর্বাসন পরিকল্পনা জীবিকার সুযোগ সুবিধা, ডে-কেয়ার এবং হেলথ সেন্টার, পুলিশ, সড়ক, বাজার, বিদ্যুৎ এবং পানি, বেষ্টনী, বিদ্যালয়গামী বাচ্চাদের পরিবহন ব্যবস্থা এবং সকল বাসিন্দার জন্য পরিবহনে অভিগম্যতা নিশ্চত করবে।

৩.৩.৩.১ পুনর্বাসন পরিকল্পনার উদ্দেশ্য

পুনর্বাসন পরিকল্পনার উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপঃ

ক. নগর উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা;

খ. প্রকল্প এলাকার ২৭টি বস্তিতে বসবাসরত ২০৮৯ পরিবারকে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা;

গ. উপরোক্ত উদ্দেশ্যগুলো বাস্তবায়ন করতে সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় এবং সমাজের স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার মাধ্যমে ব্যয় হ্রাস করা।

ঘ. এমন একটি পুনর্বাসন পদ্ধতি ব্যবহার করা যার মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের চাহিদা পূরণ হয়।

৩.৩.৩.২ পুনর্বাসন পরিকল্পনার ধাপ

পুনর্বাসন পরিকল্পনা সাধারণত কিছু ধাপ অনুসরণে হয়ে থাকে। সেগুলো নিম্নরূপঃ

১. পুনর্বাসন ও জমি অধিগ্রহণে প্রকল্পের নীতিমালা গ্রহণ

২. প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো স্থাপন
৩. প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের জীবিকা ও পুনর্বাসনসহ সহায়ক উপাদানের ব্যবস্থা করা
৪. দুঃখ মোচন কৌশল
৫. বাস্তবায়নের সময়সূচি নির্ধারণ
৬. ব্যয় প্রাক্কলন
৭. পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা পরিকল্পনা

৩.৩.৩.৩ ক্ষতিপূরণ প্রদানের পদ্ধতি

প্রকল্প তৈরির সময়, প্রকল্প ব্যায় প্রাক্কলনে নিয়োজিত কর্তৃপক্ষকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের পদ্ধতি নির্ধারণ করতে হবে। সাধারণ ক্ষতিপূরণ নিম্নবর্ণিত পন্থায় দেওয়া হয়ঃ
ক. সরাসরি নগদ ক্ষতিপূরণ (করমুক্ত)
খ. বিনিময়/হস্তান্তর (নিবন্ধন ফি মুক্ত)
তিনটি ক্যাটাগরিতে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবেঃ

- জমির ক্ষতিপূরণ
- ভবনের ক্ষতিপূরণ
- সম্পদ যথা; ফসল, গাছ প্রভৃতির ক্ষতিপূরণ

৩.৩.৩.৪ বিবেচনাযোগ্য বিষয়সমূহ

পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সময় নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনা করতে হবেঃ
১. প্রকল্পতে একটি বাড়ি ও একটি লটের জন্য ঋণ প্রদানের একটি ব্যবস্থা থাকবে;
২. প্রকল্পের সকল প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য একটি ওয়ান-স্টপ-সার্ভিস সেন্টার স্থাপন করা হবে;
৩. প্রকল্পটি তাদেরকে জীবিকা অর্জনে/কর্মসংস্থানে সহযোগিতা করবে;
৪. বিশেষ করে মহিলাদের জন্য জীবিকার ব্যবস্থা করবে;
৫. পুনর্বাসন এলাকায় যারা যেতে পারবেনা তাদের বিষয় বিশেষভাবে বিবেচনা করা হবে;
৬. কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার একটি ব্যবস্থা থাকবে;
৭. পুনর্বাসন এলাকায় প্রকল্পের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত নয় এমন কিছু লোকের জন্যও প্লটের ব্যবস্থা রাখা।

৩.৩.৪ নগর সংস্কার পরিকল্পনা

নগর সংস্কার (Urban Renewal) হল মাঝারি অথবা উচ্চ জনঘনত্বসম্পন্ন ভূমি ব্যবহারসম্পন্ন নগর এলাকার ভূমি উন্নয়নের এমন একধরণের পন্থা। ব্যবসাপাতির স্থানান্তর, ভবনের ধ্বংস, জনগণের স্থানচ্যুতি, শহর-কেন্দ্রিক উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য বেসরকারি জমি অধিগ্রহণে (সরকারি কাজে সরকার কর্তৃক জমি ক্রয়) সরকারের ক্ষমতাকে আইনসিদ্ধ পন্থা হিসেবে ব্যবহার প্রভৃতি এই পন্থার সাথে জড়িত। কিছু কিছু ক্ষেত্রে নগরের সংস্কারের ফলে ইহা আরবান স্প্রল (Urban Sprawl)-এ পরিণত হয় এবং শহরের বিভিন্ন এলাকায় যখন এক্সপ্রেসওয়ে এবং ফ্রিওয়ে স্থাপন করা হয় তখন যানজট হ্রাস পায়। নগর সংস্কারকে অর্থনীতির চাকা এবং একটি সংশোধন প্রক্রিয়ার প্রবক্তা হিসেবে এবং সমালোচকদের দ্বারা নিয়ন্ত্রণের একটি পদ্ধতি হিসেবে দেখা হয়। এটি বর্তমান সমাজের উন্নয়ন সাধন করতে পারে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিছু বসতি ধ্বংস করে দিতে পারে।নগর সংস্কার পরিকল্পনার মূল কাজগুলো হলঃ

ক. জরাজীর্ণ ভবনের পুনর্নির্মাণ;
খ. টার্গেট এলাকার মধ্যের পুরাতন ভবনগুলো পুনর্বাসন;
গ. নগরোন্নয়ন প্রকল্পের স্থানে অবস্থিত ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক অথবা স্থাপত্যগত কারণে মূল্যবান ভবনসমূহ সংরক্ষণ করা।

১৯৭০ এবং ৮০-র দশকে অবৈধ দখল উচ্ছেদে সরকার দখলকারি ঘরবাড়ির উচ্ছেদকে একটি পন্থা হিসেবে ব্যবহার করত। কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, এধরণের কর্মকান্ড সমন্বিত দারিদ্র বিমোচন কৌশল এবং বৃহৎ পর্যায়ের নগরায়ন কৌশলের সাথে প্রায়সই অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। প্রায় সকল ধরণের উচ্ছেদে দরিদ্র লোকেরাই সবচেয়ে বড় পরাজিত দল হয়ে থাকে। তারা তাদের বাড়িঘর হারায় আবার অনেক সময় চাকুরি, বিষয়সম্পত্তি, তাদের ভবন নির্মাণের উপাদান, সামাজিক সহায়তার ক্ষেত্র সময় সময় সঞ্চয় ও ধার প্রভৃতির রূপে তাদের বিনিয়োগ হারায়। এছাড়া, অনানুষ্ঠানিক আবাসনের উচ্ছেদে শহর এফোর্ডেবল আবাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সঞ্চয় হারায়। সমস্যা সমাধানের বদলে এর কারণে সমস্যা অন্য স্থানে স্থানান্তরিত হয়।

উচ্ছেদের তিনটি প্রধান বিকল্প রয়েছে, যেগুলো প্রায় সমসাময়িক এবং বেশিরভাগ নগর উন্নয়ন কার্যক্রমে একই সময়ে করা হয়ঃ (১) সুরক্ষিত মালিকানা এবং অন-সাইট উন্নয়ন; (২) জমি শেয়ার এবং (৩) ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের স্বেচ্ছা-পুনর্বাসন। আবাসনের পাশাপাশি সেবা প্রদানেও এই তিনটি বিকল্প ব্যবহার করা যায়। যেখানে উচ্ছেদ প্রক্রিয়ার মধ্যে

সর্বোত্তম হচ্ছে সেটি যেখানে বস্তিবাসিরা এখন বসবাস করছে সেখানেই তাদের থাকতে দেয় এবং তাদের কাছে জমির মালিকানা হস্তান্তর করে; সেখানে নগর এলাকাতে জমির বিশাল অভাব থাকায় বাংলাদেশে তা অকার্যকর। দ্বিতীয় বিকল্প হচ্ছে জমির শেয়ারিং-যেখানে বস্তির বাসিন্দা এবং ব্যক্তিখাতের ডেভেলপার এবং/অথবা সরকার একটি স্থান শেয়ার করে। সরকার ব্যক্তিখাতের জন্য প্রণোদনা হিসেবে কিছু লাভ প্রদান করে যাতে তারা বস্তিবাসিকে নতুন তৈরিকৃত প্লটে অন্তর্ভুক্ত করে। এই পদ্ধতি বাংলাদেশের দরিদ্র মানুষের জন্য ক্রয়যোগ্য আবাসন এবং জরুরী অবকাঠামো উন্নয়নে ব্যবহার করা যেতে পারে। সবশেষে যেখানে বস্তিসমূহ পরিবেশগতভাবে ঝুঁকিপূর্ণ ভূমিতে অবস্থিত, অথবা যেখানে জমির মালিকানা নিশ্চিতকরণের কোনও বিকল্প নেই, সেখানে বস্তিবাসীর স্বেচ্ছা-পুনর্বাসন উচ্ছেদের একটি বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

জমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়ার সমস্যাসমূহের সমাধানে অংশিদারী পদ্ধতির তৈরি করা হয়েছে, যেখানে, উচ্ছেদের বদলে কমিউনিটিকে তাদের বর্তমান জায়গায় তাদের জমির একটা অংশ প্রদানের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্ত করে বিদ্যমান অপরিকল্পিত এলাকাকে পরিকল্পিত এলাকায় রূপান্তরিত করা হয়। সরকারি কর্তৃপক্ষ অবকাঠামো উন্নয়ন করে এবং মানসম্মত সেবা প্রদান করে। বিদ্যমান বাজারদরে কিছু অতিরিক্ত জমি বিক্রয় করে উন্নয়নের ব্যয় মেটানো হয়।

৩.৩.৪.১ ভূমির পুনর্বিন্যাস কৌশল

জমির পুনর্বিন্যাস/পুনর্বিভাজন পদ্ধতি (এলআর) স্বতঃস্ফূর্তভাগে গড়ে ওঠা একটি এলাকাকে মূলত ওই এলাকার বাসিন্দাদের জন্য পরিকল্পিত আবাসিক এলাকাতে রূপান্তরিত করে। পুনর্বিন্যাস এবং পুনর্বিভাজন শব্দ দুটি শুধুমাত্র তাদের স্কেলের বিচারে আলাদা। যদি আকাঙ্খিত পুনর্বিন্যাসে বাসিন্দাদের ন্যূনতম পরিমাণ পরিবর্তন অথবা স্থানচ্যুতির প্রয়োজন হয় তবে সেটিকে পুনর্বিন্যাস বলা হয়। আর যখন পরিবর্তন বা স্থানচ্যুতির হার বিশাল হয় তখন একে পুনর্বিভাজন বলা হয়।

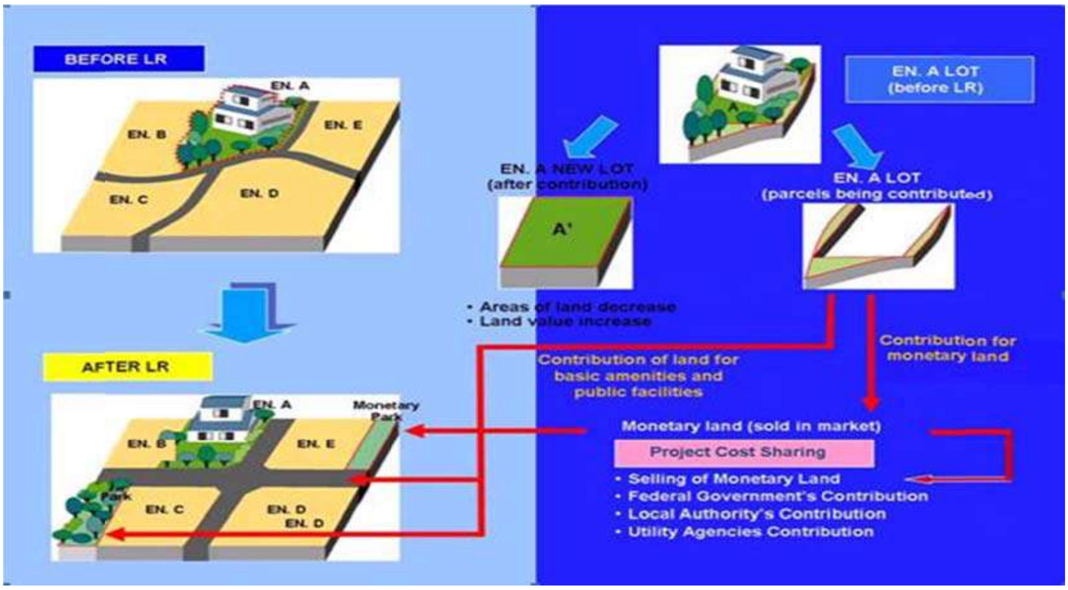

চিত্র ৩.১ জমি পুনর্বিন্যাস ধারণার সচিত্র উপস্থাপন

এলআর পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো, নাগরিক সুযোগ সুবিধা, সামাজিক সুবিধা ও সেবা প্রভৃতি; যা বর্তমানে অনুপস্থিত অথবা সমাজের সঠিক পরিচালনার জন্য অপর্যাপ্ত; সেগুলোকে ঐ এলাকায় বসবাসকারীদের প্রদানকৃত জমির কিছু অংশ ব্যবহারের মাধ্যমে প্রদান করে। উন্নয়নের ব্যয় মেটাতে কিছু সার্ভিস সহ জমি বাজারদরে বিক্রি করা হয় এবং বাকি জমি জমির পুনর্বিন্যাস এবং জমির নতুন বিভাজন দুইক্ষেত্রে যথাক্রমে মালিকদের নিকট তাদের বাড়ির জন্য অনেক ক্ষেত্রেই তার নিজের জমিতে অথবা একই কমিউনিটিতে ভিন্ন অবস্থানে ফিরিয়ে দেওয়া হয় । এক্ষেত্রে সরকারের জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে নগণ্য পরিমাণ অর্থায়ন প্রয়োজন হয়। এটি অংশিদারী পদ্ধতির প্রকল্পের একটি ধারা যেখানে, জমির মালিকগণ তাদের জমি প্রদানের মাধ্যমে অংশগ্রহণ করেন।

৩.৩.৪.২ পুনর্বাসন কৌশল

শহরের নাগরিকদের এবং এর সুবিশাল পশ্চাদ্ভূমিতে বসবাসরত মানুষদের চাহিদা পূরণে বৃহৎ আকারের নাগরিক সেবা যেমন; উদ্যান, শহরকেন্দ্র, স্টেডিয়াম, জলাধার এবং জলাধার সম্মুখের উন্নয়ন প্রভৃতি এই পরিকল্পনায় প্রস্তাবিত হয়েছে। পাশাপাশি, প্রধান সড়ক এবং ড্রেনেজ নেটওয়ার্ক প্রস্তাবনা সমস্ত শহরের জন্য তৈরি করা হয়েছে যাতে বিশাল পরিমাণে বিদ্যমান সড়কের সম্প্রসারণে এবং নতুন সড়ক নির্মাণ ও খাল খনন করতে হবে। অবস্থানগত সুবিধার

কারণে, অত্যন্ত সতর্ক চেষ্টার পরও, কিছু পরিবারের অনৈচ্ছিক স্থানচ্যুতি এড়ান যায়নি। যেহেতু তাদের অবদান শহরের জীবনযাত্রার মানের সরাসরি উন্নয়ন ঘটায়, তাই তাদেরকে সঠিকভাবে একটি নতুন স্থানে স্থানান্তর করাটাই সর্বোত্তম। এধরণের পুনর্বাসন প্রকল্পতে নির্বাচিত স্থানে ইতিমধ্যে বসবাসরত পরিবারদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

পুনর্বাসন বিবেচনাধীন ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার সমূহের জমি ও স্থাবর সম্পত্তির তালিকা প্রস্তুতের মাধ্যমে এই প্রক্রিয়া শুরু হয়। একইভাবে, প্রস্তাবিত পুনর্বাসন স্থানে বসবাসরত পরিবারগুলোর একই তথ্য সংগ্রহ করা হয়। উভয় প্রকার পরিবারের জন্য প্লটের সাথে সাথে মানসম্মত অবকাঠামো, নাগরিক সুযোগ-সুবিধা এবং সামাজিক সেবা ও সুবিধা সহ একটি ব্যাপক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। মূলনীতি অনুসারে পুনর্বাসন প্রকল্প বাস্তবায়ন 'সাইট ও সার্ভিস' প্রকল্পের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তবে এটি 'সাইট ও সার্ভিস' প্রকল্প থেকে আলাদা কারণ এখানে শুধু প্রকল্প দ্বারা উৎক্ষাত হওয়া এবং পুনর্বাসন স্থানে বসবাসকারী পরিবারই অন্তর্ভুক্ত। পুনর্বাসন প্রক্রিয়া অত্যাবশ্যকীয় নগর সুবিধাদি, যা অন্যসময় হলে বিশাল সরকারি বিনিয়োগ এবং মাটির সন্তানদের নিদারূণ যন্ত্রণা প্রদান করে তাদের বাড়িঘর ও সমাজ থেকে স্থানচ্যুতির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হত, এগুলোর নিজস্ব উপযুক্ত স্থানে স্থাপনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৩.৩.৫ উন্নয়ন ছাড়পত্র

বাংলাদেশে কঠোরভাবে পরিকল্পনা অনুসরণ করার কোন আন্তরিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়না। যার ফলে দেখা যায় যে শিথিল এবং অকার্যকর উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ কৌশল পরিচালিত হচ্ছে। জনগণ পৌর কর্তৃপক্ষের অধীনে ভূমির ব্যবহার সম্পর্কিত বিধিসমূহ মান্য করতে যত্নহীন থাকে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের আইন প্রয়োগে দুর্বলতার কারণেই এটা হয়ে থাকে। নাগরিকদের অজ্ঞানতাও এক্ষেত্রে কাজ করে থাকে। যেহেতু নগর পরিকল্পনা দৈনন্দিন জীবনের অংশ হিসেবে পরিগণিত হয়না তাই কেউই অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার অনুসারে ভূমি উন্নয়নের তোয়াক্কা করে না এবং ব্যক্তির খেয়াল-খুশীমত প্লটের উন্নয়ন করা হয়।

৩.৩.৫.১ নদী, খাল, সড়কের জমি দখল

যেসকল এলাকায় নদী ও খাল শুকিয়ে যাচ্ছে সেসব এলাকায় মানুষ এগুলো দখল করার চেষ্টা করে। নদী অথবা খালের তীরের জমির মালিকরা তাদের জমির আয়তন বৃদ্ধিতে তা দখল করে থাকেন। বালি, ইট, পাথর প্রভৃতি নির্মাণ সামগ্রী ফেলে নদীর তীর দখল করা হয়। কিন্তু সবচেয়ে সাধারণ দখল হল সড়কের অব্যবহৃত জায়গার অবৈধ দখল। প্রায়ই সড়কের জায়গায় এর সাথে দোকান অথবে অনেক সময় শিল্প কারখানা নির্মাণ করে তা দখল করা হয়। নদীর অবৈধ দখল এর অবাধ প্রবাহকে বিনষ্ট করে যার ফলে নদীভাঙ্গন অথবা আশেপাশের এলাকায় অন্যান্য প্রতিকূল হাইড্রোলজিকাল ইফেক্ট দেখা যায়। সড়কের জায়গায় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দখল এর প্রশস্তকরণের সকল সম্ভাবনা পুরোপুরি নষ্ট করে দেয়। প্রকল্প এলাকায় সড়কের জায়গা, নদী, খাল প্রভৃতিতে অবৈধ দখল পরিকলক্ষিত হয়।

৩.৩.৫.২অসামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নয়ন

অকার্যকর উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের ফলে ভূমি ব্যবহার জোনের লঙ্ঘন একটি সাধারণ চর্চার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এধরণের লঙ্ঘনে একটি জোনে অননুমোদিত ব্যবহারের ভবন নির্মিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, আবাসিক অথবা বাণিজ্যিক এলাকায় শিল্প কারখানা স্থাপনকে বলা যায়। একটি জোনের ব্যবহারের লঙ্ঘনের ফলে সেই জোনের ব্যবহার মূল্য অনেক হ্রাস পায় যার ফলে শহরের আবাসন এবং কাজের পরিবেশে অনেক প্রতিকুলতা সৃষ্টি হয়।

৩.৩.৫.৩ অননুমোদিত উন্নয়ন

পৌরসভার এখতিয়ারভুক্ত যেকোন এলাকায় ভবন নির্মাণে এর অনুমোদন গ্রহণে আইনী বাধ্যবাধকতা বিদ্যমান। অনেক সময় ছাড়পত্র না নিয়ে জোনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ভবন নির্মিত হয়। পৌর কর্তৃপক্ষের দুর্বল উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ এধরণের লঙ্ঘনকে উৎসাহিত করে। অন্যদিকে হয়রানি, ঘুষ এবং সময়ের অপ্রয়োজনীয় অপচয় জনগণকে উন্নয়ন ছাড়পত্র নিরুৎসাহিত করে।

৩.৩.৫.৪ নির্মাণের সময় অনুমোদিত পরিকল্পনা থেকে বিচ্যুতি

উন্নয়ন ছাড়পত্রের যে ধরনের লঙ্ঘন সবচেয়ে বেশি হয় তা হল, নির্মাণের সময় অনুমোদিত পরিকল্পনা থেকে বিচ্যুতি। নির্মাণের সময় পরিকল্পনা থেকে বিচ্যুত হয়নি এমন ভবন পাওয়া প্রায় অসম্ভব। সেট-ব্যাক বিধি মানতে অপারঙ্গমতা এধরণের লঙ্ঘনের একটি বড় কারণ। যদিও স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এ এধরণের বিচ্যুতি নিয়ন্ত্রণে পদক্ষেপের কথা বলা আছে; কিন্তু সেটার প্রয়োগ করা হয় না। অন্যদিকে জনবলের ঘাটতি এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অসাধু কর্মকান্ডও এধরণের লঙ্ঘনের জন্য দায়ী।

৩.৩.৫.৫ভবনের ব্যবহারে অননুমোদিত পরিবর্তন

অননুমোদিত ব্যবহারে ভবনের ব্যবহার পরিবর্তন আইনের আরেক ধরণের লঙ্ঘন। এধরণের লঙ্ঘনের ফলে আবাসিক এলাকায় অবস্থিত আবাসিক ভবনের ব্যবহার বাণিজ্যিক অথবা শিল্পে পরিবর্তিত করা হতে পারে। একইভাবে একটি সাধারণ শিল্প কারখানা ভবন বিপদজনক শিল্প কারখানা ভবনে রূপান্তরিত করা হতে পারে। একটি নির্দিষ্ট ভূমি ব্যবহার

অঞ্চলে ভূমির পরিমাণের ঘাটতির কারণে এধরণের ঘটনা ঘটে থাকে। এধরণের লঙ্ঘনের আরেকটি কারণ হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে উচ্চ ভাড়ার ভবন। কম ভাড়ার ভবনও অনেক সময় অসামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবহারের বলি হয়।

৩.৩.৫.৬ নিয়ন্ত্রণের ধাপসমূহ

পরিকল্পনার লঙ্ঘন চালু থাকার সুযোগ দেওয়া উচিত নয়। এসব লঙ্ঘন বন্ধ করতে বিভিন্ন স্তরে উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। কিশোরগঞ্জ পৌরসভা এখনো এর সম্পূর্ণ এলাকায় এসকল নিয়ন্ত্রণমূলক কর্মকান্ড পালন করতে সক্ষম নয়। তবে, আইনের লঙ্ঘন নিয়ন্ত্রণ নিম্নলিখিত ধাপসমূহে হতে পারে;

- সাইট নির্বাচন ধাপ
- নকশা প্রণয়ন সম্পন্ন এবং ইমারত অনুমোদন ধাপ
- নির্মাণ ধাপ
- ব্যবহার ধাপ

৩.৩.৫.৭যথাযথ সময় অন্তর অন্তর পরিকল্পনা পর্যালোচনা

পরিকল্পনা নিয়মিতভাবে পর্যালোচনা করার প্রয়োজন কারণ গতিশীল বিকাশের কারণে আর্থসামাজিক অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে। এই পরিবর্তনের ফলে আবাসন ও সেবার ব্যক্তিচাহিদাও পরিবর্তিত হয়। কিশোরগঞ্জ পৌরসভাকে যথাযথ সময়ে পরিকল্পনা পর্যালোচনার মাধ্যমে পরিকল্পনায় পরিবর্তন আনার ব্যবস্থা নিতে হবে।

৩.৩.৬ সড়কে নিরাপত্তা ও লেভেল অফ সার্ভিস

বিভিন্ন রুটে অননুমোদিত যানবাহন, যেমন, পাওয়ার টিলার/নসিমন/করিমন/টমটম-এর চলাচল গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি করে এবং বেশিরভাগ সময়েই সড়ক দুর্ঘটনার জন্ম দেয়। এই যানবাহন গুলোর কোনও ব্রেক থাকেনা। কম ভাড়ার কারণে গ্রামাঞ্চলে বসবাসরত জনগণ/প্যাসেঞ্জাররা এই বাহনগুলোতে আরোহন করে থাকে।

সিএনবি ঘাট মোড়ে বক্রাকার টার্নিং লেন সহ গোলচক্কর রয়েছে। এই মোড়ে কোন ট্রাফিক পুলিশ অথবা ট্রাফিক সংকেত দেখা যায়না। দৃষ্টি দূরত্বের অভাবের কারণে বর্তমানে এই মোড়ে অথবা মোড়ের কাছে বাস/ট্রাকের দুর্ঘটনা হয়ে থাকে। রাস্তার পূর্বপাশের ভবনসমূহে চালকদের স্বাভাবিক দৃষ্টি দূরত্ব বাধাপ্রাপ্ত হয়। তার উপর, গোলচক্করের সরু লেনের কারণে সাধারণ যানবাহনের গতি এবং রাস্তার ধারণক্ষমতা কমে যায়। আরেকটি সমস্যাসঙ্কুল এলাকা পাওয়া গেছে গৌরাঙ্গবাজার মোড়ে। রাস্তার এসব সংযোগ ডিজাইনে বিশেষভাবে যত্নবান হওয়া উচিত। এলজিইডির বেশিরভাগ রাস্তারই অ্যাকসল লোড (অক্ষাগ্রের ভার) বহন করার ক্ষমতা কম। তাই উচ্চ ভরের যানবাহনের চলাচলের কারণে রাস্তায় গর্ত তৈরি হয় এবং সাব-বেজ স্থানচ্যুত হয়ে পড়ে।

যানবাহনের ঘনত্ব অনুসারে একটি সড়কের সেবার মান ব্যবহারকারির নিকট পরিবর্তিত হতে পারে। হাইওয়ে ক্যাপাসিটি ম্যানুয়াল এক্ষেত্রে 'লেভেল অফ সার্ভিস' নামক ধারণা চালু করেছে যার মাধ্যমে একজন ব্যবহারকারি ভিন্ন ভিন্ন পরিচালনা পদ্ধতি ও যানবাহনের ঘনত্বে একটি সড়কের সেবার মান নির্ধারিত হয়। সর্বোচ্চ লেভেল 'এ' থেকে সর্বনিম্ন লেভেল 'এফ' পর্যন্ত ছয়টি লেভেল অফ সার্ভিসের ধাপে হাইওয়ে ম্যানুয়াল অনুসারে একটি সড়কের পরিচালনার অবস্থা ও সেবার মান নির্ধারিত হয়।

দেখা যায় যে, প্রকল্প এলাকায় মাত্র ১০ শতাংশ প্রধান সড়কের লেভেল অফ সার্ভিস 'এ' শ্রেণিতে পড়ে। প্রায় ৪২ শতাংশ প্রধান সড়কের লেভেল অফ সার্ভিস 'বি' ও 'সি' শ্রেণিতে পড়ে। বড় বাজার এবং গৌরাঙ্গ বাজারের সংযোগ সড়কে অপর্যাপ্ত প্রশস্ততা এবং উচ্চ যানবাহন ঘনত্বের কারণে সবচেয়ে খারাপ লেভেল অফ সার্ভিস পাওয়া গেছে। তার উপর, ব্যস্ত সড়কের উপর পার্কিং এবং সরু সড়কের মধ্যখানে সড়কবাতি স্থাপনের কারণে এই সড়কের কার্যকর প্রস্থ আরোও কমে গেছে। তাই, এসব সংযোগ সড়কে প্রায়সই যানজট দেখা যায়।

৩.৩.৭ পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা

এই পরিকল্পনায় প্রকল্প এলাকা ও তার আশেপাশের জন্য আগামী ২০ বছরের পরিবেশ ব্যবস্থাপনার নীতিমালা ও কৌশলসমূহ বর্ণিত হয়েছে। এই পরিকল্পনা পুরো শহরের বিদ্যমান ড্রেনেজ ব্যবস্থার অসম্পূর্ণতা চিহ্নিত ও বিশ্লেষণ করে; ভবিষ্যতে শহরের চাহিদা পূরনে ড্রেনেজ ব্যবস্থার নির্মাণের জন্য ধারণার একটি তালিকা প্রদান করে এবং অগ্রাধিকারভিত্তিক প্রকল্প চিহ্নিত করতে তার বৈশিষ্ট ঠিক করে দেয়। একটি এলাকার প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর ভৌত উন্নয়ন কর্মকান্ডের প্রভাব বিদ্যমান। নেতিবাচক প্রভাব পরিহার করতে যেসকল উপাদান ভৌত পরিবেশকে প্রভাবিত করে সেগুলোকে অবশ্যই পরীক্ষা-নীরিক্ষা করতে হবে যার ভিত্তিতে এগুলোর প্রভাব হ্রাস করতে পদক্ষেপ নিতে হবে যাতে প্রতিকূল প্রভাবসমূহ পরিবেশের জন্য ক্ষতিকারক না হয়। পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় পরিবেশগত বিশ্লেষণ করে সে অনুসারে পদক্ষেপ গ্রহন করলে উন্নয়ন কর্মকান্ড টেকসই এবং জনগণ ও সমাজের জন্য উপকারী হয়। এভাবে প্রণীত পরিকল্পনায় নগর উন্নয়নকে অন্তর্ভুক্ত করে বন্যার ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে বাস্তুতন্ত্রের উন্নয়ন সাধন করা হয়। ড্রেনেজ

ডিজাইনের মানদন্ড, ড্রেনেজ এলাকার বর্ণনা, বৃষ্টি প্রবাহের হিসাব, ড্রেন/খাল উন্নয়নের সুপারিশ, প্রস্তাবিত ড্রেনেজ অবকাঠামো এবং ব্যয়ের প্রাক্কলন এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

৩.৩.৭.১ পরিবেশ ব্যবস্থাপনার নীতি

ভূগর্ভের পানি সেচকাজ ও পান উভয় ক্ষেত্রেই একমাত্র উৎস। এমতাবস্থায় পানির অতিরিক্ত উত্তোলন নিয়ন্ত্রণে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ভূগর্ভের পানি রিচার্জের জন্য যথাযথ সম্ভব সফট সারফেস রাখতে হবে। ভূগর্ভের পানির দূষণ রোধে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

লাল শ্রেণির শিল্পকারখানা গুলোকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব লাল শ্রেণির শিল্পাঞ্চলে স্থানান্তরিত করতে হবে। লাল শ্রেণির শিল্প স্থাপন, পরিবেশগত আইন অনুসারে বর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা সহ করতে হবে। আইনের লঙ্ঘন নিয়ন্ত্রণে এই শ্রেণির কারখানার নিয়মিত নিবিড় পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

বসতি এলাকার এবং মানুষের কর্মকান্ড বৃদ্ধির কারণে শব্দ দূষণ বৃদ্ধি পেতে পারে। হাইড্রলিক হর্ন নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও অনেক যানবাহন তা ব্যবহার করে এবং ফলশ্রুতিতে মহাসড়কে কিছুটা শব্দদূষণ পরিলক্ষিত হয়। শব্দ দূষণ থেকে মুক্তি পেতে যানবাহনের হর্ন, এম্বুলেন্স এবং মাইকিং-এর জন্য শব্দমাত্রা নির্দিষ্ট করে দিতে হবে এবং তা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। আবাসিক এলাকা থেকে শিল্প কারখানা সরিয়ে ফেললে ও হাসপাতাল এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশে নীরব এলাকা প্রতিষ্ঠা করলে শহরের শব্দ দূষণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

ইট ভাটা পরিবেশ দূষণে ভূমিকা রাখে। বেশি মাত্রার জমি, বায়ু, পানি দূষণ এবং বৃক্ষের সংখ্যা হ্রাস নিয়ন্ত্রণ করতে ইটভাটাকে আইন অনুসারে পরিবেশগত মানদন্ড মেনে চলতে হবে।

৩.৩.৭.২ পানযোগ্য পানির উৎস হিসেবে ভূ-পৃষ্ঠের উপরের পানি

বর্তমানে শহরে পানের পানি হিসেবে ভূ-পৃষ্ঠের উপরের পানি ব্যবহার করা হয়না। অন্যদিকে এখানে ব্যবহারযোগ্য তেমন কোনও পানির উৎস ভূ-পৃষ্ঠে নেই। এমতাবস্থায় পরিশোধনের মাধ্যমে পানের জন্য লেকের মধ্যে পানি সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। এই জলাধারগুলো গৃহস্থালী বর্জ্য অথবা শিল্প কারখানার বর্জ্য থেকে মুক্ত রাখতে হবে।

৩.৩.৭.৩ বিপদজনক শিল্পকারখানা সমূহ একসাথে করা

পরিবেশ অধিদপ্তর কিছু শিল্পকে ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করে লাল শ্রেণির করেছে। এই শিল্পগুলো বিপজ্জনক বর্জ্য নিষ্কাশন করে। এই বর্জ্যকে পরিশোধন না করে ফেললে তা মাটি, পানি, জল প্রভৃতির দূষণের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই দূষণের ফলে কৃষি জমি হ্রাস পায় ও জনস্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়। এই পরিবেশ দূযণকে একটি নির্দিষ্ট এলাকায় আবদ্ধ রাখতে শিল্পগুলোকে শুধুমাত্র নির্দিষ্ট স্থানে কেন্দ্রীয় বর্জ্য শোধনাগার সহ স্থাপনের অনুমতি প্রদানে প্রস্তাব করা হয়েছে। পরিশোধন ছাড়া কোনও বর্জ্য অপসারণ করা যাবেনা।

৩.৩.৭.৪ কঠিন বর্জ্য অপসারণ না করে পুনরুদ্ধার

এই পরিকল্পনায় কঠিন বর্জ্য অপসারণ না করে এর পুনরুদ্ধারে জোর দেওয়া হয়েছে। মহিনন্দা এলাকায় ১২.৩২ একর আকারের একটি বর্জ্য পুনরুদ্ধার এলাকা প্রস্তাব করা হয়েছে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কেননা এটি মানুষের জীবনে নিম্নলিখিত প্রভাব রাখেঃ

- স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে
- আর্থসামাজিক অবস্থার ক্ষতি করে
- জলাশয়ের ক্ষতি করে
- কৃষিজমির ক্ষতি করে
- পরিবেশ ও জলবায়ুর ক্ষতি করে

চিত্র ৩.২ বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উচ্চক্রম

বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় নিম্নলিখিত পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারেঃ

- বর্জ্যের পরিমাণ হ্রাস
- উৎসে পৃথকীকরণ
- মিশ্রসারে পরিণত করা
- পুনরুদ্ধার ও পুনর্ব্যবহার
- দক্ষভাবে বর্জ্য সংগ্রহ
- পরিবেশসম্মত অপসারণ ব্যবস্থা

৩.৩.৮ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

কিশোরগঞ্জ পৌরসভা মৌসুমী বন্যা থেকে মুক্ত। অন্যান্য দুর্যোগও এখানে নগণ্য। তবে এখানে ভূমিকম্প ঝুঁকি রয়েছে।

৩.৩.৮.১ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার নীতিসমূহ

- বিএনবিসি আইন অনুসারে ভবন নির্মাণ করতে হবে।
- উঁচু ভবনসমূহের মধ্যে পর্যাপ্ত দূরত্ব নিশ্চিত করতে হবে।
- ভূস্তরের মাটির প্রকৃতি নিম্নমানের হলে উঁচু ভবন নির্মাণ থেকে বিরত থাকা অথবা প্রয়োজন হলে জিও-টেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের সহায়তা গ্রহণ করা।
- নদী ভাঙ্গন থেকে রক্ষা পেতে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে।
- ভূ-গর্ভের পানি নিয়মিত পরীক্ষার মাধ্যমে আর্সেনিক ও আয়রনের পরিমাণ পর্যবেক্ষণ করা।
- অগ্নিকান্ডের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে পানির উৎস নিশ্চিত করতে হবে।
- আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনবল নিয়োগ করতে হবে।

চতুর্থ অধ্যায়: ৪

ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা

৪.১ ধারনা

৪.১.১ সূচনা

বর্তমান পরিকল্পনা পদ্ধতি ও উন্নয়ন পরিচালনা করার ক্ষেত্রে মহাপরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা। ২য় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ের শুরু থেকেই ভৌত পরিকল্পনার একটি অংশ হিসেবে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার দুইটি প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে: বিশেষ করে, ভূমি ব্যবহার উন্নয়ন ব্যবস্থাপনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সুন্দর পরিবেশের মাধ্যমে নগরায়নের বৃদ্ধি নিশ্চিত করা এবং এ উদ্দেশ্য অর্জন করার জন্য সঠিকভাবে উন্নয়ন ও নির্মাণের জন্য ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র প্রদান করা।

প্রকল্প এলাকা কিশোরগঞ্জ জেলার সদর উপজেলায় অবস্থিত। এখানকার ভূমি ব্যবহার এ অঞ্চলের বিভিন্ন কর্মকান্ডের প্রতিচ্ছবি প্রকাশ করবে। কিশোরগঞ্জের নগর এলাকা এবং এর প্রান্তবর্তী এলাকাসমূহ ক্রমশ পরিবর্তীত হচ্ছে। সেহেতু উক্ত এলাকার ভূমি ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য গ্রামীন হবে না বলে আশা করা যাচ্ছে এবং নগর জীবনের ছোঁয়া এখানে দেখা যাবে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রকল্প এলাকার স্থানিক গঠন এবং ভূমি ব্যবহারের ধরণ প্রাকৃতিকভাবে বৃদ্ধির পেয়েছে। তাই গত এক দশকে উন্নয়ন ঘটলেও প্রকল্প এলাকা এখনও প্রধানত কৃষি ভিত্তিক। রাস্তার দুইপাশে এবং প্রকল্প এলাকার মধ্য অংশেই মূলত শহুরে এলাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। টেকসই উন্নয়ন ও শহরের অধিবাসীদের জন্য একটি বাসযোগ্য নগর গঠনই ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার উদ্দেশ্য।

৪.১.২ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

লক্ষ্য

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং সামাজিক সুসংহতির জন্য একটি স্বস্তির বাসযোগ্য শহর তৈরি করা।

উদ্দেশ্য

- সহজ চলাফেরা এবং স্বাচ্ছন্দ্যদাসারণি জীবনযাত্রার জন্য অবকাঠামো প্রদান।
- জীবনমান উন্নয়ন ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য স্থানিক ভূমি ব্যবহার তৈরি করা।
- নগর উন্নয়নের জন্য কৌশল ও নীতিমালা তৈরি করা।

৪.২ বর্তমান এবং প্রাক্কলিত ভূমি ব্যবহার

৪.২.১ বর্তমান ভূমি ব্যবহারের প্রকারভেদ ও বিন্যাস

প্রকল্প এলাকার বর্তমান ভূমি ব্যবহারকে ১৬ টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এর মধ্যে কৃষি জমির ব্যবহার সবচেয়ে বেশি বলে প্রতিপাদিত হয়েছে এবং এর পরিমাণ মোট ভূমির ৫১% যা প্রকল্প এলাকাকে কৃষি ভিত্তিক হিসেবে প্রতীয়মান করেছে। দ্বিতীয় সর্ব্বোচ্চ ভূমি ব্যবহার হচ্ছে আবাসিক যার পরিমাণ ৩৫% ।এছাড়া জলাশয় রয়েছে মোট ভূমির ৬.৬৭%। পরিবহন ও যাতায়াত প্রকল্প এলাকার আরেকটি উল্লেকযোগ্য ভূমি ব্যবহার যার পরিমাণ মোট ভূমির ৩%। প্রকল্প এলাকার বাণিজ্যিক ও শিক্ষা সংক্রান্ত ভূমির ব্যবহার উভয়ই ০.৬৭%। বর্তমান ভূমি ব্যবহার সারণি ৪.১ ও মানচিত্র ৪.১ এ দেখানো হল।

সারণি ৪.১: প্রকল্প এলাকার সাধারন ভূমি ব্যবহারের প্রকারভেদ

ক্রমিক নং	ভূমি ব্যবহার	আয়তন (একর)	আয়তন (বর্গ কি.মি.)	শতকরা হার (%)
১.	প্রাতিষ্ঠানিক	৮৮.৯৬	০.৩৬	০.৮১
২.	কৃষি	৫৬২৭.৮৪	২২.৭৮	৫০.৯৬
৩.	বাণিজ্যিক	৭৪.০৯	০.৩০	০.৬৭
৪.	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	৭৪.১৩	০.৩০	০.৬৭
৫.	কবরস্থান	৭.৪১	০.০৩	০.০৭
৬.	স্বাস্থ্য সেবা	৯.৮৮	০.০৪	০.০৯
৭.	শিল্প কারখানা	৮১.৮৯	০.৩৩	০.৭৪
৮.	বিবিধ*	২.৪৭	০.০১	০.০২
৯.	মিশ্র ব্যবহার	১২.৩৬	০.০৫	০.১১
১০.	উন্মুক্ত স্থান	৫৭.৮৭	০.২৩	০.৫২
১১.	ধর্মীয় স্থান/উপাসনালয়	২৪.৭১	০.১০	০.২২
১২.	বিনোদন সুবিধা	১৪.৮৩	০.০৬	০.১৩
১৩.	আবাসিক	৩৮৬০.৬৫	১৫.৬২	৩৪.৯৬
১৪.	প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা	৩৯.৫৪	০.১৬	০.৩৬

ক্রমিক নং	ভূমি ব্যবহার	আয়তন (একর)	আয়তন (বর্গ কি.মি.)	শতকরা হার (%)
১৫.	যাতায়াত ও পরিবহন (সড়ক ও রেল)	৩৩১.১২	১.৩৪	৩.০০
১৬.	জলাশয়	৭৩৬.৩৭	২.৯৮	৬.৬৭
মোট		১১০৪৪.১২	৪৪.৬৯	১০০.০০

* জলাধার, পানির পাম্প ও অন্যান্য অর্ন্তভূক্ত.
তথ্য সূত্রঃBETS কর্তৃক সম্পাদিত ভূমি ব্যবহার জরিপ, ২০১৩

৪.২.২ বিভিন্ন ভূমি ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় ভূমি প্রাক্কলন

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে DTIDP পরিকল্পনার যে মানদন্ড নির্দিষ্ট করা হয়েছে তা কোন নির্দিষ্ট সেবার জন্য সর্বনিম্ন ভূমি ব্যবহার। পরামর্শকগণ এই মানদন্ডের সামান্য পরিবর্তন করেছেন অনুমোদিত মানদন্ড ও বিভিন্ন পরিকল্পনা প্রকল্পের ব্যবহারিক ভিত্তিতে। মানদন্ড পরিবর্তনের কারণগুলো নিম্নরূপ:

- অনুমোদিত পরিকল্পনাা মান প্রতিটি সেবা বাস্তবায়ন করার প্রয়োজনীয় সর্বনিম্ন জমি
- বিভিন্ন অনুপস্থিত পরিকল্পনার উপাদান
- নির্দিষ্ট এলাকার সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় উপাদান
- কিশোরগঞ্জ পৌরসভায় ব্যবহৃত মানদন্ড ও প্রয়োজনীয় ভূমির ব্যবহার ওয়ার্ড ভিত্তিক করে হিসাব করা হয়েছে।

সারণি-৪.২: প্রকল্প এলাকার পরিকল্পনার মানদন্ড

ক্রমিক নং	ভূমি ব্যবহার প্রকারভেদ	কমিউনিটি সুবিধাসমূহ জন্য মানদন্ড		
১.	আবাসিক	সাধারন আবাসিক	একর প্রতি মোট ঘনত্ব ১৫০-২০০ জন	
		রিয়েল এস্টেট(প্রাইভেট/পাবলিক)	সর্বোচ্চ ৩০ একর; ১ একর/১৫০-২০০ জন: বেসরকারি আবাসন প্রকল্প ভূমি উন্নয়ন বিধিমালা, ২০০৪ অনুসরন করতে হবে	
		নেইবারহুড সেন্টার/পাড়া কেন্দ্র	০.৩ একর	
২.	বাণিজ্যিক	পাইকারী বাজার	সেবা/মেরামত ও সরবরাহ সহ শহর কেন্দ্র প্রতি ৬ একর	
		খুচরা বাজার	মার্কেট প্লাজা, অস্থায়ী দোকানসহ ৫ একর	
		কোণার দোকান	০.২ একর প্রতি ২৫০০ জন	
		খুচরা কাঁচা বাজার	- প্রতি ওয়ার্ডে ১টি এবং প্রতি ২০,০০০ লোকের জন্য - প্রতিটি বাজারের জন্য কমপক্ষে ০.৩ একর	
		নেইবারহুড মার্কেট	০.৫ একর প্রতি ১০,০০০ লোকের জন্য	
		সুপার মার্কেট (নিউ মার্কেট)	পৌরসভা প্রতি ১.৫-২.৫ একর	
৩.	মিশ্র ব্যবহার	প্রতিটি শ্রেণীর বিশেষ ভূমি ব্যবহার মান অনুসরণ করা আবশ্যক		
৪.	পরিবহন	সড়ক নেটওয়ার্ক		
		<u>শ্রেণি</u>	সড়ক প্রশস্থকরণ ROW(মিটারে)	নতুন সড়ক নির্মাণ ROW(মিটারে)
		পৌরসভা প্রাইমারী সড়ক	১৮-২৪ মিটার	৩৬-৪৫ মিটার
		পৌরসভা সেকেন্ডারী সড়ক	১৩-১৬ মিটার	১৮-২০ মিটার
		পৌরসভা টারশিয়ারি সড়ক	৯-১২ মিটার	১২-১৫ মিটার
		একসেস সড়ক	৬-৮ মিটার	৬-৮ মিটার
		ফুটপাথ	২-৩ মিটার	
		বাস টার্মিনাল	টার্মিনাল প্রতি নূন্যতম ৩ একর ১ একর/১,০০,০০০ জন	
		ট্রাক টার্মিনাল	টার্মিনাল প্রতি নূন্যতম ৩ একর	
		টেম্পো স্ট্যান্ড	স্ট্যান্ড প্রতি ০.৫ একর	
		রিক্সা স্ট্যান্ড	স্ট্যান্ড প্রতি ০.৩ একর	
		জলপথ ও নৌবন্দর	ল্যান্ডিং স্টেশন ও অফিসের জন্য নূন্যতম ২ একর	
			তীরবর্তী ভূমির ক্ষেত্রে: ল্যান্ডিং স্টেশন উভয় পক্ষের ৫০০ মিটার	
		রেলপথ ও রেল স্টেশন	- এক সংকেত থেকে অন্য সংকেতের: দৈর্ঘ্য ৩,০০০ ফুট ও প্রস্থ ৫০০ ফুট এবং - মিটার গেজের (বাঁধের গড় উচ্চতা ১০ ফুট) জন্য ৯০ ফুট - ডবল লাইন প্রতিষ্ঠার জন্য নূন্যতম জমি প্রস্থ: জন্য জামিন জন্য ১২৫ ফুট ব্রড গেজ এবং ১১৫ ফুট মিটার গেজ	
		সড়ক ও জনপথ	পৌরসভার মধ্যে সওজ এর সড়ক নেটওয়ার্ক সওজ বিধি অনুযায়ী অনুসরণ করতে হবে	
৫.	শিল্প কারখানা	পৌরসভা প্রতি বিসিক এলাকা সর্বনিম্ন ১৫ একর		
৬.	কৃষি			
৭.	শিক্ষা	নার্সারি	০.৪০ একর/৫০০০ জন; শিক্ষার্থী: ১৬০; স্কুলের হাঁটার দূরত্ব সাধারণত ০.৫ কিমি হতে হবে	
		প্রাথমিক বিদ্যালয়	- ৫০০০ লোকসংখ্যার জন্য ১.৬০ একরের প্রাথমিক বিদ্যালয়; ভবনের জন্য ০.৬০ একর এবং খেলার মাঠ ১ একর - শিক্ষার্থী সংখ্যা ২০০ জন; ২ টি শিফট - ২টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মধ্যবর্তী দূরত্ব ১.৫কি.মি.	
		মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১০,০০০ লোকসংখ্যার জন্য ২-২০৫ একরের মাধ্যমিক বিদ্যালয়; ভবনের জন্য ০.৬০ একর এবং খেলার মাঠ ১.৪০ একর শিক্ষার্থী সংখ্যা ৭২০ জন; ২ টি শিফট ২টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মধ্যবর্তী দূরত্ব ২ কি.মি.	

ক্রমিক নং	ভূমি ব্যবহার প্রকারভেদ	কমিউনিটি সুবিধাসমূহ জন্য মানদন্ড	
		আলিম ও দাখিল মাদ্রাসা	পৌরসভার মধ্যে সর্বনিম্ন ০.৭৫ একর
		ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসা	পৌরসভার মধ্যে সর্বনিম্ন ১ একর
		টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ	- ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য নূন্যতম ভূমি ৮ একর - পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এর জন্য নূন্যতম ভূমি ৫ একর - টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ এর জন্য নূন্যতম ভূমি ২ একর
		উচ্চ মাধ্যমিক/ডিগ্রী কলেজ	৪-৬ একর/২০,০০০ জন; সিট/কলেজ:১৫০০; ২ শিফট
		বিশ্ববিদ্যালয়	বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য নূন্যতম ভূমি ২ একর
		অন্যান্য (মাদ্রাসা)	৩-৫ একর/২০,০০০ জন; ১০০০ সিট
৮.	স্বাস্থ্য	উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্র/হাসপাতাল	৪ একর/৫০,০০০ জন; ৫০০জন/বেড
		ক্লিনিক/স্বাস্থ্য কেন্দ্র/মাতৃসেবা কেন্দ্র	০.৬০ একর/৫০০০ পরিবার; মৌলিক স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সেবা বাসস্থানের ১-২ কিমি এর মধ্যে
৯.	উন্মুক্ত স্থান ও বিনোদনসমূহ	মোটেল	সর্বনিম্ন ২ একর
		খেলার মাঠ	২ একর/২৫,০০০ জন; নূন্যতম হাঁটার দূরত্ব ১.৫ কিমি
		পার্ক	২ একর/১০,০০০ জন
		উন্মুক্ত স্থান	১.৭৫ একর/১,০০০ জন
		স্টেডিয়াম	৫ একর/৫০,০০০ জন
		সিনেমা হল/থিয়েটার	০.৫০ একর/২৫,০০০ জন
১০.	উপাসনালয়	মসজিদ/গির্জা/মন্দির	১ একর/১০,০০০ জন
		ঈদগাহ্	০.৫০ একর/২০,০০০ জন
		কবরস্থান	৫ একর/২০,০০০ জন
১১.	জলাশয়	০.২৫ একর এর উপরে সব জলাশয় সংরক্ষণ করতে হবে	
১২.	পরিসেবা	ফায়ার সার্ভিস	"এ" শ্রেণীর জন্য সর্বনিম্ন ৫০ শতাংশ ভূমি "বি" শ্রেণীর জন্য সর্বনিম্ন ৩০ শতাংশ ভূমি
		পোস্ট অফিস	১ একর/২০,০০০ জন
		বর্জ্য স্থানান্তর কেন্দ্র	ওয়ার্ড প্রতি সর্বনিম্ন ২০ শতাংশ
		বর্জ্য নিষ্পত্তি এলাকা	পৌরসভা প্রতি সর্বনিম্ন ৫ একর
১৩.	কমিউনিটি সুবিধা	কমিউনিটি সেন্টার	১ একর/২০,০০০ জন

সূত্র: DTIDP, LGEDএর পরিকল্পনার মান যা বেসরকারি হাউজিং প্রকল্প, ২০০৪ ভূমি উন্নয়ন বিধিমালা; শিক্ষা অধিদপ্তর; বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড; বিআইডব্লিউটিএ; যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর; বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন; বাংলাদেশ রেলওয়ে; বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন; বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন; UDD; সওজ; DMDP; ডিএপি; কেডিএ মাস্টার প্ল্যান ইত্যাদি থেকে সংকলিত

৪.২.৩ ভবিষ্যত ভূমি ব্যবহার নিরুপন

৪.২.৩.১ নিরুপনের ভিত্তি

মহাপরিকল্পনায় প্রতিটি জমি ব্যবহারের শ্রেণি নির্ণয়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হল বিভিন্ন সময়ে জনসংখ্যার আকার নিরুপণ। বিদ্যমান ভূমি ব্যবহার বন্টন ভবিষ্যতে জমির মোট প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে অনুমান করা হয়েছে। ভবিষ্যতে চাহিদার ভিত্তিতে প্রতিটি বিভাগের জন্য বিভিন্ন ভূমি ব্যবহারের জন্য নিরুপন করে নির্ধারিত হয়েছে।

৪.২.৩.২ আবাসন এলাকার জন্য প্রয়োজনীয় ভূমি নিরুপন

প্রায় ২.৭৫% জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ধরে প্রকল্প এলাকার বর্তমান জনসংখ্যা (২০১৩) ২৪২,৪৭০ প্রাক্কলিত হয়েছে। ভবিষ্যত আবাসিক ব্যবহারের জন্য প্রতি একরে ১৫০ জনের বসবাসের মানদন্ড ধরা হয়েছে। ২০৩৩ সালের জন্য প্রাক্কলিত জনসংখ্যার পরিমাণ ৪১৬, ৭৯৪ জন। সুপারিশকৃত মানদন্ডের সাহায্যে ২০৩৩ সালের জন্য প্রাক্কলিত জনসংখ্যার জন্য প্রায় ২৭৭৮.৬৩ একর ভূমি প্রয়োজন। কিন্তু বর্তমান আবাসিক ভূমি ব্যবহারের পরিমাণ ৩৮৬০.৬৫ একর এবং জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি একরে ৬৩ জন। তাই পরিকল্পনার সময়সীমার মধ্যে অতিরিক্ত আবাসিক জমির প্রয়োজন নেই।

সারণি-৪.৩: প্রকল্প এলাকার প্রাক্কলিত আবাসিক ভূমি ব্যবহার

ভূমি ব্যবহার	সুপারিশকৃত মানদন্ড	প্রয়োজনীয় মোট ভূমি নিরুপন (একর)	বর্তমান ভূমি (একর)	অতিরিক্ত প্রয়োজনীয় ভূমি (একর)
		২০৩৩	২০১৩	২০৩৩
সাধারণ আবাসিক	১.০০ একর/১৫০ জন	২৭৭৮.৬৩	৩৮৬০.৬৫	--
রিয়েল এস্টেট-পাবলিক/প্রাইভেট	বেসরকারী আবাসন ভূমি উন্নয়ন বিধিমালা, ২০০৪	--	--	--

সূত্র: পরিকল্পনার মানদন্ড, ডিটিআইটিপি, এলজিইডি ও পরামর্শক কর্তৃক প্রাক্কলিত

সারণি-৪.৪: কিশোরগঞ্জ পৌরসভার জন্য বেসরকারী আবাসন আবাসিক প্রকল্পের ভূমি উন্নয়ন বিধিমালা

কমিউনিটি সুবিধা (একরে)	লোকসংখ্যা									১০০০ জনসংখ্যা প্রতি সুবিধা
	২,৫০০	৫,০০০	১০,০০০	১৫,০০০	২০,০০০	২৫,০০০	৫০,০০০	১০০,০০০	১৫০,০০০	
শিক্ষা										
নার্সারি	০.২	০.৪	০.৮	১.২	১.৬	২	৪	৮	১২	০.০৮
প্রাথমিক বিদ্যালয়	০.৩	০.৬	১	১.২	১.৬	২	৪	৮	১২	০.০৮
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	-	-	১.২	১.৫	২	২.৫	৫	১০	১৫	০.১

কমিউনিটি সুবিধা (একরে)	লোকসংখ্যা									১০০০ জনসংখ্যা প্রতি সুবিধা
	২,৫০০	৫,০০০	১০,০০০	১৫,০০০	২০,০০০	২৫,০০০	৫০,০০০	১০০,০০০	১৫০,০০০	
কলেজ	-	-	-	১.২	১.৬	২	৪	৮	১২	০.০৮
স্বাস্থ্য										
ছোট ক্লিনিক	-	-	-	০.৬	০.৮	১	২	-	-	০.০৪
হাসপাতাল	-	-	-	-	-	-	-	৪	৬	০.০৪
কমিউনিটি অর্গানাইজেশন										
কমিউনিটি সেন্টার/মসজিদ	০.১	০.২	০.৫	০.৬	০.৮	১	২	৪	৬	০.০৪
বিনোদন										
খেলার মাঠ	০.৫	১	১	১.২	১.৬	২	৪	৮	১২	০.০৮
পার্ক	০.৫	১	১.৫	১.৮	২.৪	৩	৬	১২	১৮	০.১২
বাণিজ্যিক										
কর্ণার শপ/মার্কেট/কাঁচা বাজার	০.২	০.৩	০.৫	০.৬	০.৮	১	২	৪	৮	০.০১
সড়ক										
আবাসিক সড়ক	০.৯	১.৭	৩.৫	৫	৬.৮	৮.৫	১৭	৩৪	৫১	০.৩১
মোট আয়তন কমিউনিটি সেবা (নূন্যতম)	২.৭	৫.২	১০	১১.৫	২০	২৫	৫০	১০০	১৫০	১
নেট আবাসিক এলাকা	৪.৪৪	৯.০৮	১৮.৫	২৭.৯৫	৩৭.১৪	৪৬.৪৩	৯২.৮৫	১৮৫.৭১	২৭৮.৩৭	-
সর্বমোট আবাসিক এলাকা	৭.১৪	১৪.৩৮	২৮.৫৭	৪২.৮৫	৫৭.১৪	৭১.৪৩	১৪২.৮৩	২৮৫.৭১	৪২৮.৩৭	-
প্রতি একরে লোকসংখ্যা	৩৫০	৩৫০	৩৫০	৩৫০	৩৫০	৩৫০	৩৫০	৩৫০	৩৫০	-

সূত্র: বেসরকারি আবাসন প্রকল্প, ভূমি উন্নয়ন বিধিমালা, ২০০৪

ম্যাপ ৪.১ঃ প্রকল্প এলাকার বর্তমাণ ভূমি ব্যবহার

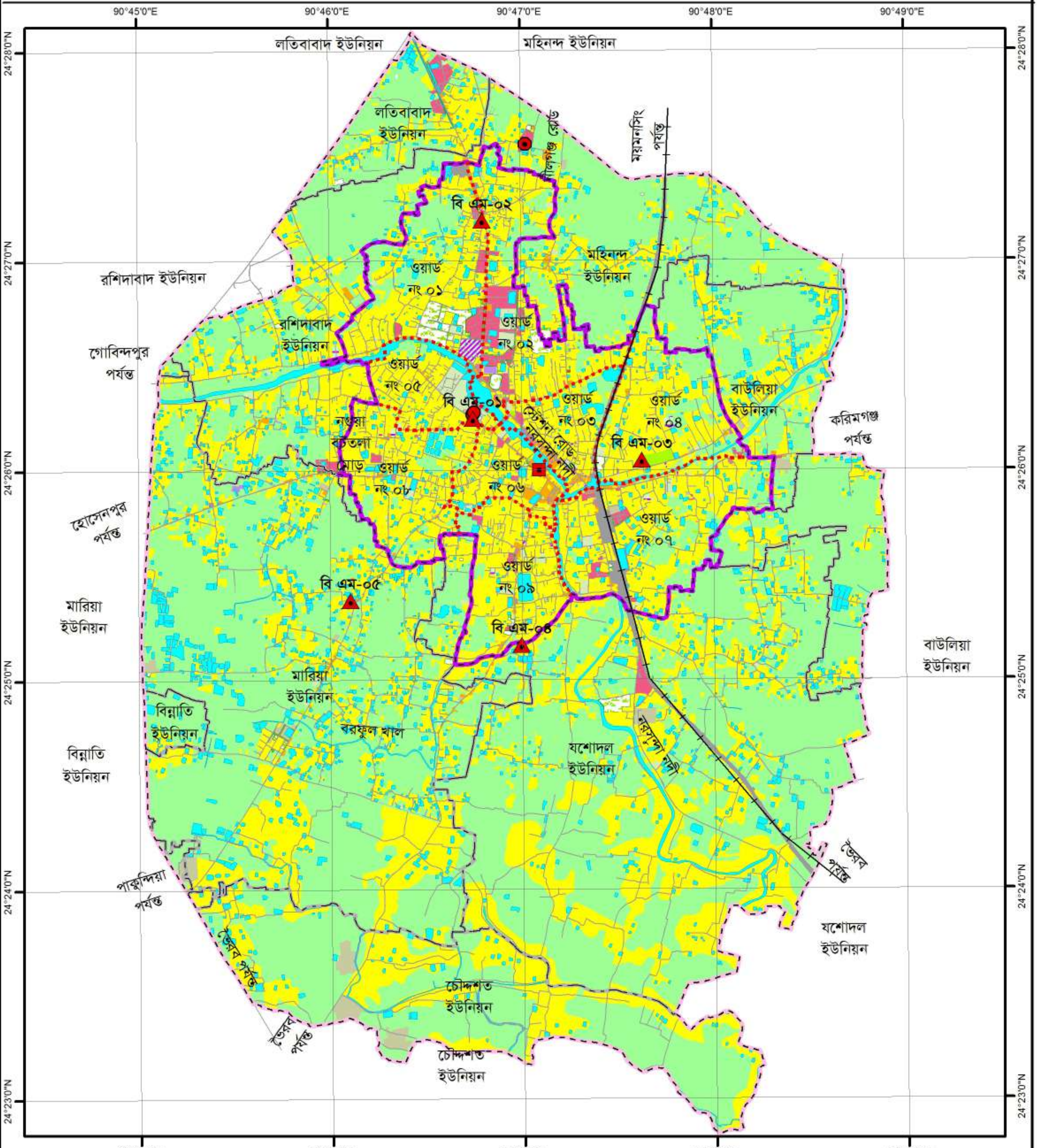

সাংকেতিক চিহ্নঃ

- বি এম পিলার
- ডিসি অফিস
- উপজেলা সদরদপ্তর
- পৌরসভা কার্যালয়
- প্রকল্প এলাকা সীমানা
- পৌরসভা সীমানা
- ওয়ার্ড সীমানা
- ইউনিয়ন সীমানা
- রেল লাইন
- প্রশাসনিক
- কৃষি
- বাণিজ্যিক
- শিক্ষাগত
- কবরস্থান
- স্বাস্থ্য
- শিল্প
- বিবিধ
- মিশ্র ব্যবহার
- খোলা জায়গা
- উপাসনালয়
- বিনোদন
- আবসিক
- সংরক্ষিত
- পরিবহণ
- জলাশয়

N

0 500 1,000 2,000 Meters

1:46,000

গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের (ডি টি আই ডি পি) আওতায়
কিশোরগঞ্জ পৌরসভার মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন

পরামর্শক প্রতিষ্ঠান

BETS Consulting Services Ltd.
House No. 10, Road No. 135, Gulshan-1, Dhaka-1212, Bangladesh.
Phone: 9889923-24, Fax: +88029889967, E-mail: bets@betsbd.com

৪.২.৩.৩ বাণিজ্যিক এবং মিশ্র ব্যবহার এলাকার জন্য ভূমি নিরুপন

বাজার ও ব্যবসা-বাণিজ্যের এলাকাসহ বর্তমান বাণিজ্যিক ভূমি ব্যবহারের পরিমাণ ৭৪.৯০ একর। বাজার সুবিধা সাধারণত পণ্য বিক্রয়ের প্রবণতার উপর নির্ভর করে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ব্যক্তিগতভাবে প্রদান করা হয়। তাই এসকল ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট মানদন্ড প্রদান করা সম্ভব নয়। মাঠ পর্যায়ের জরিপে দেখা গিয়েছে যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাণিজ্যিক এলাকা প্রকৃতপক্ষে মিশ্র এলাকা যা আবাসিক ও ক্ষুদ্র শিল্পের সমন্বয়ে গঠিত। তাই একচেটিয়াভাবে বাণিজ্যিক ব্যবহারের পরিবর্তে এই এলাকায় মিশ্র ব্যবহার এলাকা হিসেবে বিকশিত হতে পারে।

বর্তমান পরিকল্পনার প্রেক্ষিতে, পরামর্শকগণ বাণিজ্যিক জমি ব্যবহারের জন্য মান অনুযায়ী যথাযথ স্থানে জমি বাণিজ্যিক নির্দিষ্ট করেছেন যা কিনা ব্যক্তিগত বা সরকারীভাবে উন্নত করা যেতে পারে। অতিরিক্ত ৫০.৬৭ একর সহ প্রয়োজনীয় বাণিজ্যিক ভূমির পরিমান মাত্র ১০৭.৯৪ একর যেখানে বর্তমান বাণিজ্যিক ভূমির ব্যবহার ৭৪.২৯ একর ও মিশ্র ব্যবহার ১২.৩৬ একর।

সারণি-৪.৫: প্রকল্প এলাকার বাণিজ্যিক এবং মিশ্র ব্যবহার এলাকার প্রাক্কলন

ভূমি ব্যবহার/সেবাসমূহ	সুপারিশকৃত মানদন্ড	প্রয়োজনীয় মোট ভূমি নিরুপন (একর)	বর্তমান ভূমি (একর)	অতিরিক্ত প্রয়োজনীয় ভূমি (একর)
		২০৩৩	২০১৩	২০৩৩
বাণিজ্যিক				
পাইকারী বাজার	৬ একর/টাউন সেন্টার	৬	১৮.৬৭	-
খুচরা বাজার	৫ একর	৪৫	৩১.৯৬	১৩.০৪
কোণার দোকান	০.২ একর/২৫০০লোকসংখ্যা	৩৩.৩৪	১৫.৭২	১৭.৬২
খুচরা কাঁচা বাজার	প্রতি ওয়ার্ডে ১ টি করে এবং ০.৩ একর/২০০০০লোকসংখ্যা	৫.১	৩.৫৯	১.৫১
পাড়ার বাজার	১ একর/পাড়ার বাজার	১৭.০০	-	১৭
সুপার মার্কেট	১.৫০ একর/সুপার মার্কেট	১.৫০	-	১.৫
অন্যান্য বাণিজ্যিক	-	-	৪.৩৫	-
মোট		**১০৭.৯৪**	**৭৪.২৯**	**৫০.৬৭**
মিশ্র ব্যবহার	-		**১২.৩৬**	-

সূত্র: পরিকল্পনার মানদন্ড, ডিটিআইটিপি, এলজিইডি ও পরামর্শক কর্তৃক প্রাক্কলিত

৪.২.৩.৪ শিল্পের জন্য ভূমি নিরূপণ

পরিকল্পনা মান অনুযায়ী, ২০৩৩ সালের মধ্যে, শিল্প উৎপাদন কারখানার জন্য প্রাক্কলিত ভূমির পরিমাণ হল ৩০৫.৯৬ একর যার মধ্যে রয়েছে বিসিক এলাকার জন্য ১৫ একর, কুটির ও কৃষিভিত্তিক শিল্পের জন্য ৪৮.৪৯ একরএবং মাঝারী ও ভারী শিল্পের জন্য ২৪২.৪৭ একর। যেহেতু এরূপ ভূমি ব্যবহারের পরিমাণ বর্তমানে ৮১.৮৯ একর তাই ভবিষ্যতে কুটিরশিল্পও কৃষিভিত্তিক শিল্প এবংমাঝারী ও ভারী শিল্পের জন্য অতিরিক্ত ২২৭.৯৯ একর ভূমির প্রয়োজন।

সারণি-৪.৬: প্রকল্প এলাকার প্রাক্কলিত শিল্প ভূমি ব্যবহার

ভূমি ব্যবহার/সেবাসমূহ	সুপারিশকৃত মানদন্ড	প্রয়োজনীয় মোট ভূমি নিরুপন (একর)	বর্তমান ভূমি (একর)	অতিরিক্ত প্রয়োজনীয় ভূমি (একর)
		২০৩৩	২০১৩	২০৩৩
ক্ষুদ্র শিল্প	১৫ একর নিয়ে বিসিক এলাকা	১৫	১৮.৯২	-
কুটির এবং কৃষিভিত্তিক	১ একর/৫০০০ লোকসংখ্যা	৪৮.৪৯	১.০৩	৪৭.৪৬
মাঝারী ও ভারী শিল্প	১ একর/১০০০ লোকসংখ্যা	২৪২.৪৭	৬১.৯৪	১৮০.৫৩
মোট		**৩০৫.৯৬**	**৮১.৮৯**	**২২৭.৯৯**

সূত্র: পরিকল্পনার মানদন্ড, ডিটিআইটিপি, এলজিইডি ও পরামর্শক কর্তৃক প্রাক্কলিত

৪.২.৩.৫ শিক্ষা সেবার জন্য ভূমি নিরুপণ

মানদন্ড অনুযায়ী শিক্ষা সেবার জন্য ২০৩৩ সালের মধ্যে প্রয়োজনীয় ভূমির পরিমান ২৪৫.৭৯ একর যেখানে বর্তমানে রয়েছে ৭৪.১৩ একর। তাই শিক্ষা সেবার জন্য আরো ২০৭.২৫ একর অতিরিক্ত ভূমির প্রয়োজন।

সারণি-৪.৭: প্রকল্প এলাকার প্রাক্কলিত শিক্ষা ভূমি ব্যবহার

ভূমি ব্যবহার/সেবাসমূহ	সুপারিশকৃত মানদন্ড	প্রয়োজনীয় মোট ভূমি নিরুপন (একর)	বর্তমান ভূমি (একর)	অতিরিক্ত প্রয়োজনীয় ভূমি (একর)
		২০৩৩	২০১৩	২০৩৩
নার্সারি	৫০০০ লোকসংখ্যার জন্য ০.৪ একর	৩৩.৩৪	০.৮৫	৩২.৪৯
প্রাথমিক বিদ্যালয়	- ২০০০ লোকসংখ্যার জন্য ০.৩ একরের প্রাথমিক বিদ্যালয় - ক্লাসের সর্বনিম্ন শিক্ষার্থী সংখ্যা ১৫০ জন (১ম থেকে ৫ম শ্রেণী) - প্রতিটি বিদ্যালয়ের ভূমির সর্বনিম্ন পরিমাণ ১২ শতাংশ - ২টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব ২ কি.মি.	৬২.৫২	১০.৭৩	৫১.৭৯
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২-২.৫ একর/১০,০০০ লোকসংখ্যা; সিট সংখ্যা: ৭২০; ২ টি শিফট; ০.৬ একর এ অবকাঠামো ও ১.৪ একর এ খেলার মাঠ। বিধ্যালয়ের দূরত্ব কমপক্ষে ২	৮৩.৩৬	১২.৮২	৭০.৫৪

ভূমি ব্যবহার/সেবাসমূহ	সুপারিশকৃত মানদন্ড	প্রয়োজনীয় মোট ভূমি নিরুপন (একর)	বর্তমান ভূমি (একর)	অতিরিক্ত প্রয়োজনীয় ভূমি (একর)
		২০৩৩	২০১৩	২০৩৩
	কি.মি. এর ভিতরে হবে			
উচ্চ মাধ্যমিক/ডিগ্রী কলেজ	১ টি কলেজের জন্য ২ একর/১৫০০০ জনসংখ্যার জন্য ১ টি কলেজ	৫৫.৫৭	১১.৫২	৪৪.০৫
টেকনিক্যাল ইন্সটিউট	- ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের জন্য কমপক্ষে ৮ একর ভূমি - পলিটেকনিক ইন্সটিউটের জন্য ৫ একর - টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজের জন্য ২ একর	৮	১.৬২	৬.৩৮
আলিম ও দাখিল মাদ্রাসা	কমপক্ষে ০.৭৫ একর ভূমি	১	২০.৪	০
ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসা	কমপক্ষে ১ একর			
মেডিক্যাল কলেজ		-	১৬.১৯	০
বিশ্ববিদ্যালয়	প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য কমপক্ষে ২ একর ভূমি	২	-	২
মোট		**২৪৫.৭৯**	**৭৪.১৩**	**২০৭.২৫**

সূত্র: পরিকল্পনার মানদন্ড, ডিটিআইটিপি, এলজিইডি ও পরামর্শক কর্তৃক প্রাক্কলিত

৪.২.৩.৬ স্বাস্থ্য সেবার জন্য ভূমি নিরুপণ

এখানে ৩.৬ একর জায়গা নিয়ে কিশোরগঞ্জ সদর হাসপাতাল বিদ্যমান। প্রাক্কলন অনুযায়ী মানদন্ড অনুসারে হাসপাতালের জন্য অতিরিক্ত ১২.৩৪ একর ভূমির প্রয়োজন। পরামর্শকবৃন্দের মতে কিশোরগঞ্জ পৌরসভায় আরো একটি হাসপাতালের প্রয়োজন। ভবিষ্যতে জনসংখ্যা ও জনঘনত্ব বৃদ্ধি পেলে স্থানীয় স্বাস্থ্য সেবার চাহিদাও বৃদ্ধি পাবে। তাই স্বাস্থ্য সেবার জন্য আরো ১০৬.৮৩ একর ভূমির প্রয়োজন।

সারণি-৪.৮: প্রকল্প এলাকার স্বাস্থ্য সেবার প্রাক্কলিত ভূমি ব্যবহার

ভূমি ব্যবহার/সেবাসমূহ	সুপারিশকৃত মানদন্ড	প্রয়োজনীয় মোট ভূমি নিরুপন (একর)	বর্তমান ভূমি (একর)	অতিরিক্ত প্রয়োজনীয় ভূমি (একর)
		২০৩৩	২০১৩	২০৩৩
হাসপাতাল	১০০,০০০ লোকসংখ্যার জন্য ৪ একর এবং কমপক্ষে ১০০ শয্যা/হাসপাতাল	১৬.৬৭	৪.৩৩	১২.৩৪
ক্লিনিক	৫০০০ লোকসংখ্যার জন্য ০.৬ একর	৫০.০২	২.২৮	৪৭.৭৪
স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র/ মাতৃসেবা কেন্দ্র	৫০০০ লোকসংখ্যার জন্য ০.৬ একর	৫০.০২	৩.২৭	৪৬.৭৫
মোট		**১১৬.৭১**	**৯.৮৮**	**১০৬.৮৩**

সূত্র: পরিকল্পনার মানদন্ড, ডিটিআইটিপি, এলজিইডি ও পরামর্শক কর্তৃক প্রাক্কলিত

৪.২.৩.৭ উন্মুক্ত স্থান ও বিনোদনের জন্য ভূমি নিরুপণ

মাঠ পর্যায়ের জরিপে দেখা গিয়েছে যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের খেলার মাঠ ব্যতিত পৌরসভায় প্রায় ৩.৩৩ একর পাবলিক পার্ক ও ৩.৭৪ একর খেলার মাঠ বিদ্যমান। বিভিন্ন সুবিধা সম্বলিত খেলার মাঠ, পার্ক ও স্টেডিয়াম/স্পোর্টর্স সেন্টারসহ প্রকল্প এলাকায় সুপারিশকৃত মোট বিনোদন মূলক সুবিধার পরিমাণ ১৭৫.০৬ একর। মানদন্ড অনুযায়ী পৌরসভার জন্য উন্মুক্ত স্থানের প্রয়োজন ৭২৯.৩৯ একর যার মধ্যে বর্তমানে রয়েছে মাত্র ৪৪.৭৯ একর। তাই ভবিষ্যতে উন্মুক্ত স্থানের জন্য অতিরিক্ত ৬৮৪.৬০ একর ভূমির প্রয়োজন হবে।

সারণি-৪.৯: প্রকল্প এলাকার উন্মুক্ত এলাকা ও বিনোদন সুবিধার প্রাক্কলিত ভূমি ব্যবহার

ভূমি ব্যবহার/সেবাসমূহ	সুপারিশকৃত মানদন্ড	প্রয়োজনীয় মোট ভূমি নিরুপন (একর)	বর্তমান ভূমি (একর)	অতিরিক্ত প্রয়োজনীয় ভূমি (একর)
		২০৩৩	২০১৩	২০৩৩
খেলার মাঠ	২ একর/২০০০০ জন, সর্বনিম্ন ১.৫ কি.মি. হাঁটার দূরত্বে	৪১.৬৮	৩.৭৪	৩৭.৯৪
পার্ক	২ একর/১০০০০ জন	৮৩.৩৬	৩.৩৩	৮০.০৩
স্টেডিয়াম/স্পোর্টর্স সেন্টার	৫ একর/৫০০০০ জন.	৪১.৬৮	৯.৬৫	৩২.০৩
সিনেমা হল/থিয়েটার	০.৫ একর/২৫০০০ জন	৮.৩৪	০.২০	৮.১৪
মোট		**১৭৫.০৬**	**১৬.৯২**	**১৫৮.১৪**
উন্মুক্ত স্থান	১.৭৫ একর/১০০০ জন	৭২৯.৩৯	৪৪.৭৯	৬৮৪.৬

সূত্র: পরিকল্পনার মানদন্ড, ডিটিআইটিপি, এলজিইডি ও পরামর্শক কর্তৃক প্রাক্কলিত

৪.২.৩.৮ পরিবহন সুবিধার জন্য ভূমি নিরুপণ

পরিবহন ও যাতায়াত ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্থাপনার জন্য পরামর্শকগণ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা যেমন বাস টর্মিনাল, ট্রাক টার্মিনাল, নির্দিষ্ট স্থানে রিক্সা, টেম্পো স্ট্যান্ড এবং যাত্রী ছাউনির প্রস্তাবনা দিয়েছেন। যদিও বিভিন্ন প্রস্তাবনামসূহ এখন পরিপক্ক মনে না হলেও ভবিষ্যতে তা প্রয়োজনীয় হবে। এসকল সুবিধার জন্য জমি অধিগ্রহণ যদি বিলম্বিত হয় তবে ভবিষ্যতে এ ধরনের সুবিধা প্রদানের জন্য জমি সহজলভ্য নাও হতে পারে।

সারণি-৪.১০: প্রকল্প এলাকার প্রাক্কলিত যাতায়াত ও পরিবহন ভূমি ব্যবহার

ভূমি ব্যবহার/সেবাসমূহ	সুপারিশকৃত মানদন্ড	প্রয়োজনীয় মোট ভূমি নিরুপন (একর)	বর্তমান ভূমি (একর)	অতিরিক্ত প্রয়োজনীয় ভূমি (একর)
		২০৩৩	২০১৩	২০৩৩
বাস টর্মিনাল	প্রতিটি টার্মিনালের জন্য কমপক্ষে ৩ একর, ৩ একর/১০০০০০ জন	১২	৭.৬৩	৪.৩৭
ট্রাক টার্মিনাল	প্রতিটি টার্মিনালের জন্য কমপক্ষে ৩ একর	৩	০	৩
টেম্পো স্ট্যান্ড	প্রতিটি স্ট্যান্ডের জন্য কমপক্ষে ০.৫একর	৮.৫	০	৮.৫
রিক্সা স্ট্যান্ড	প্রতিটি স্ট্যান্ডের জন্য কমপক্ষে ০.৩একর	৫.১	০	৫.১
মোট		২৮.৬	৭.৬৩	২০.৯৭

সূত্র: পরিকল্পনার মানদন্ড, ডিটিআইটিপি, এলজিইডি ও পরামর্শক কর্তৃক প্রাক্কলিত

৪.২.৩.৯ প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানের জন্য ভূমি নিরুপণ

প্রশাসনিক ব্যবহারের ভূমি বলতে সরকারী অফিস-আদালতের জমি বুঝায়। জেলা শহর পৌরসভা হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ সকল সরকারী অফিস প্রকল্প এলাকায় বিদ্যমান যা তাদের কার্যক্রম অনুযায়ী চলমান। বর্তমান পৌরসভা অফিস প্রায় ৩ একর জায়গার উপর অবস্থিত যা কিনা সঠিক মানে তৈরী করা হয়েছে। তাই এক্ষেত্রে ভূমি নিরুপনের খুবই সামান্য সুযোগ রয়েছে।

৪.২.৩.১০ কমিউনিটি সুবিধার ভূমি নিরুপণ

বিভিন্ন ধর্মীয় সবিধাসমূহ যেমন মসজিদ, গির্জা, মন্দির, ঈদগাহ্, কবরস্থান, থানা, ফায়ার সার্ভিস, পোস্ট অফিস ইত্যাদি কমিউনিটি সুবিধার অর্ন্তগত। মানদন্ড অনুযায়ী ভবিষ্যতের জন্য ১৫০ একর ভূমি প্রয়োজন যেখানে বর্তমানে আছে ৪২ একর। তাই এক্ষেত্রে অতিরিক্ত ১২৮.৩০ একর ভূমি প্রয়োজন।

সারণি-৪.১১: প্রকল্প এলাকার কমিউনিটি সুবিধার প্রাক্কলিত ভূমি ব্যবহার

ভূমি ব্যবহার/সেবাসমূহ	সুপারিশকৃত মানদন্ড	প্রয়োজনীয় মোট ভূমি নিরুপন (একর)	বর্তমান ভূমি (একর)	অতিরিক্ত প্রয়োজনীয় ভূমি (একর)
		২০৩৩	২০১৩	২০৩৩
মসজিদ/গির্জা/মন্দির	০.১০ একর/১০০০০ জন	৪.১৭	২৪.১২	-
ঈদগাহ	০.৫০ একর/২০০০০ জন	১০.৪২	৭.০৯	৩.৩৩
কবরস্থান	৫ একর/২০০০০ জন	১০৪.১৯	৭.৫১	৯৬.৬৮
কমিউনিটি সেন্টার	১ একর/২০০০০ জন	২০.৮৪	০.৫১	২০.৩৩
থানা	১ একর/পৌরসভা	১	১.৩৮	-
ফায়ার সার্ভিস	০.৫০ একর/পৌরসভা	০.৫	১.১০	-
পোস্ট অফিস	০.৪০ একর/২০০০০ জন	৮.৩৪	০.৩৮	৭.৯৬
মোট		১৪৯.৪৬	৪২.০৯	১২৮.৩

সূত্র: পরিকল্পনার মানদন্ড, ডিটিআইটিপি, এলজিইডি ও পরামর্শক কর্তৃক প্রাক্কলিত

৪.২.৪ বিদ্যমান ও প্রাক্কলিত ভূমি ব্যবহারের সংক্ষিপ্ত চিত্র

নিম্লোক্ত সারণিতে বর্তমান ও প্রাক্কলিত ভূমি ব্যবহারের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে যেখানে দেখা যাচ্ছে যে ভবিষ্যতে অকৃষিজ ভূমি ব্যবহারের জন্য মোট ১৫০৫ একর ভূমির প্রয়োজন।

সারণি-৪.১২: বিদ্যমান এবং প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবহারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তালিকা

ক্রমিক নং.	ভূমি ব্যবহার/সেবাসমূহ	প্রয়োজনীয় মোট ভূমি নিরুপন (একর)	বর্তমান ভূমি (একর)	অতিরিক্ত প্রয়োজনীয় ভূমি (একর)
		২০৩৩	২০১৩	২০৩৩
১.	আবাসিক	২৭৭৮.৬৩	৩৮৬০.৬৫	-
২.	বাণিজ্যিক	১০৭.৫	৭৪.২৯	৩৩.২১
৩.	মিশ্র ব্যবহার	-	১২.৩৬	-
৪.	কল-কারখানা	৩০৫.৯৬	৮১.৮৯	২২৪.০৭
৫.	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	২৪৫.৭৯	৭৪.১৩	১৭১.৬৬
৬.	স্বাস্থ্য	১১৬.৭১	৯.৮৮	১০৬.৮৩
৭.	উন্মুক্ত স্থান ও বিনোদনমূলক	৯০৪.৪৫	৬১.৭১	৮৪২.৭৪
৮.	যাতায়াত ও পরিবহন	২৮.৬	৭.৬৩	২০.৯৭
৯.	প্রাতিষ্ঠানিক	-	৮৮.৭১	-
১০.	কমিউনিটি সেবা	১৪৭.৫	৪২.০৯	১০৫.৪১
	মোট	৪৬৩৫.১৪	৪৩১৩.৩৪	১৫০৪.৮৯

৪.৩ ভূমি ব্যবহার প্রস্তাবনাসমূহ

৪.৩.১ ভবিষ্যত ভূমি ব্যবহার নির্দিষ্টকরণ

অনুমোদিত সূচিপত্র অনুযায়ী (১) খাত ভিত্তিক প্রকল্প (২) বাস্তবায়নের পন্থা ও (৩) দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থার তথ্য জানতে চাওয়া হয়েছে যে কারণে ভবিষ্যতের জন্য সুনির্দিষ্ট ভূমি ব্যবহার (ভূমি ব্যবহার জোনিং) নির্দিষ্ট করা হয়েছে। স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্ত (পৌরসভা আইন ২০০৯ এর ধারা ৬৭) অনুসারে নগর ব্যবস্থাপনা ও সেবা দায়িত্ব নিম্নরূপ:

সারণি-৪.১৩: স্থায়ী কমিটি কর্তৃক গৃহীত নগর ব্যবস্থাপনা ও সেবা সমূহের দায়িত্বভার

ক্রমিক নং	খাত	কার্যাবলী/সেবা	বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা	উৎস (পৌরসভা আইন ২০০৯ অনুযায়ী)
১	পরিকল্পনা ও উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ	- কৌশল কাঠামো - পরিকল্পনা - অঞ্চলভিত্তিক পরিকল্পনা - বহুমুখী পরিকল্পনা/মহা পরিকল্পনা	- পৌরসভা - পৌরসভা - পৌরসভা	- ধারা ৫৩-৫৪ - ধারা ৩২ - ঐ
২	পানি, স্যানিটেশন ও ড্রেনেজ	- পানি সরবরাহ - ড্রেনেজ - বন্যা নিয়ন্ত্রণ	- পৌরসভা/জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল - ঐ - পানি উন্নয়ন বোর্ড/পৌরসভা	- ধারা ৫৩, উপধারা (২)¸ ধারা ১০ - ঐ - (৩) ও ধারা ১২ - ঐ, ধারা ২ ও ধারা ৪৭
৩	অন্যান্য পরিসেবা	- বিদ্যুৎ - গ্যাস - টেলিফোন	- পিডিবি, আরইবি - পৌরসভা/তিতাস গ্যাস - বিটিসিএল	
৪	সড়ক ও পরিবহন	- প্রধান সড়ক - অন্যান্য সড়ক - সড়ক বাতি - পরিবহন ব্যবস্থাপনা - পরিবহন নিয়ন্ত্রণ - বাস টার্মিনাল - রেলওয়ে ও রেল স্টেশন	- পৌরসভা/সড়ক ও জনপথ - পৌরসভা/এলজিইডি - পৌরসভা - পৌরসভা/পুলিশ - পুলিশ - বিআরটিসি/বেসরকারী/অন্যান্য - বাংলাদেশ রেলওয়ে	- ধারা ৩৮, ৫৩(২) - ঐ, ধারা ৩৯ - সূচি ২ ধারা ৪১ - ধারা ৪০-৪৪ - ধারা ৪৩ - ধারা ৫৩(২)
৫	পৌর সেবা	- কঠিন বর্জ্য - রাস্তা ঝাঁড়ু - মার্কেট - কসাইখানা - পার্ক	- পৌরসভা - পৌরসভা - পৌরসভা - পৌরসভা - পৌরসভা	- ধারা ৫৩(১) - ঐ - ধারা ২১, সূচি ২ - ঐ - ধারা ২৩, সূচি ২,
৬	নিরাপত্তামূলক সেবা	- পুলিশ - ফায়ার সার্ভিস	- পুলিশ/পৌরসভা - সিভিল ডিফেন্স	- ধারা ৫৩(১) - ধারা ৪৫
৭	আবাসন ও ভূমি উন্নয়ন পরিকল্পনা	- সরকারী স্থাপনা - উচ্চ বিত্তের জন্য আবাসন/নিম্নবিত্তের জন্য আবাসনও ভূমি উন্নয়ন এলাকা উন্নয়ন - শিল্প এলাকা - বাণিজ্যিক এলাকা - ভূমি অধিগ্রহণ	- পি.ডব্লিউ. ডি - বেসরকারী - পৌরসভা/এনজিও/প্রাইভেট - বিসিক/বেপজা - পৌরসভা/বেসরকারী/অন্যান্য - এডিসিএলএ/সিএলএসি/ডিল্যাক	- ধারা ২, ধারা ৩২, ধারা ৩৪ - ঐ - ধারা ৩৩, সূচি (২), - ধারা ৬২ - সূচি (২) - ধারা ৬৪
৮	সমাজ সেবা, শিক্ষা এবং সংস্কৃতি	- শিক্ষা - সংস্কৃতি - পাঠাগার - স্বাস্থ্য কেন্দ্র - হাসপাতাল - সমাজ কল্যাণ - জনস্বাস্থ্য/পয়:নিষ্কাশন	- জেলা শিক্ষা অফিস - পৌরসভা - কারিগরী শিক্ষা বোর্ড - পৌরসভা - পৌরসভা - জেলা সিভিল সার্জন অফিস/পৌরসভা - জেলা সিভিল সার্জন অফিস - সমাজ কল্যাণ অধিদপ্তর/পৌরসভা - জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল/পৌরসভা	- সূচি (২), ধারা ৫৬-৬১ - সূচি (২), ধারা ৫৯ - সূচি (২), ধারা ৬০ - সূচি (২), ধারা ৯, ৫৬-৫৭ - সূচি (২), ধারা ৮ - সূচি (২), ধারা ৬১, ৬৩ - সূচি (২), ধারা ১-৯ - ঐ

৪.৩.২ প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবহার শ্রেণীবিন্যাস

বর্তমান পৌরসভা মহাপরিকল্পনায় নিম্নোক্ত ভূমি ব্যবহার সমূহ সুপারিশ/প্রস্তাব করা হয়েছে:

ক. প্রশাসনিক
খ. কৃষি
গ. বাণিজ্যিক
ঘ. কমিউনিটি সুবিধাসমূহ
ঙ. শিক্ষা
চ. স্বাস্থ্য সেবা
ছ. শিল্প কারখানা
জ. মিশ্র ব্যবহার
ঝ. উন্মুক্ত স্থান ও বিনোদনমূলক
ঞ. আবাসিক
ট. প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা

ঠ. পরিবহন ও যাতায়াত
ড. জলাশয়
ঢ. নগর সংরক্ষিত এলাকা
ণ. ইউটিলিটি সার্ভিস

নিচের সেকশনে, প্রতিটি ভূমি ব্যবহার জোন অধীনে সাধারণ ব্যবহার এর সংজ্ঞা এবং অনুমোদিত এবং শর্তসাপেক্ষে অনুমোদিত ব্যবহারসমূহের বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে। যেসকল ব্যবহার এখানে তলিকাভূক্ত করা হয়নি সেকল ব্যবহার এর উপর বিধি-নিষেধ আছে বলে গণ্য হবে এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সর্বসম্মতিক্রমের সিদ্ধান্ত ব্যতিত অনুমতি দেওয়া যাবে না। এই পরিস্থিতিতে ঐ ভূমি ব্যবহার নতুন ব্যবহারের বিষয়শ্রেণীতে অনুমতি পেতে হবে। নিম্নোক্ত সারণিতে ২০৩৩ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবহারের আয়তন দেখানো হয়েছে।

সারণি-৪.১৪: প্রস্তাবিত বিভিন্ন ভূমি ব্যবহার শ্রেণিবিন্যাস

ক্রমিক নং	ভূমি ব্যবহার শ্রেণিবিন্যাস	বর্তমান		প্রস্তাবিত	
		আয়তন (একর)	(%)	আয়তন (একর)	(%)
১	প্রশাসনিক	৮৮.৯৬	০.৮১	১২৯.৮৮	১.১৮
২	কৃষি	৫৬২৭.৮৪	৫০.৯৬	৪৩৪৯.৩৭	৩৯.৩৯
৩	বাণিজ্যিক	৭৪.০৯	০.৬৭	৫৭.৬৭	০.৫২
৪	কমিউনিটি সুবিধাসমূহ	৩২.০৬	০.২৯	৫৩.৫৮	০.৪৯
৫	শিক্ষা	৭৪.১৩	০.৬৭	২১৩.৮৮	১.৯৪
৬	স্বাস্থ্য সেবা	৯.৮৮	০.০৯	১৭.৯৭	০.১৬
৭	শিল্প কারখানা	৮১.৮৯	০.৭৪	১০০.৮০	০.৯১
৮	মিশ্র ব্যবহার	১২.৩৬	০.১১	২১.২৭	০.১৯
৯	উন্মুক্ত স্থান ও বিনোদনমূলক	৭২.৭০	০.৬৫	২৯১.০৩	২.৬৪
১০	আবাসিক	৩৮৬০.৬৫	৩৪.৯৬	৩৫২১.২২	৩১.৮৯
১১	প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা	৩৯.৫৪	০.৩৬	৩৬.৮৫	০.৩৩
১২	পরিবহন ও যাতায়াত	৩৩১.১২	৩.০০	১১৭৯.৯৩	১০.৬৮
১৩	জলাশয়	৭৩৬.৩৭	৬.৬৭	৫১৯.৪৩	৪.৭০
১৪	নগর সংরক্ষিত এলাকা	-	-	৫২৯.৬২	৪.৮০
১৫	ইউটিলিটি সার্ভিস	২.৫৩	০.০২	২০.৪৮	০.১৯
	মোট	১১০৪২.৯৬	১০০.০০	১১০৪২.৯৬	১০০.০০

মানচিত্র ৪.২ এ কিশোরগঞ্জ পৌরসভার প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার মানচিত্র দেখানো হয়েছে। নিম্নলিখিত সুপারিশসমূহ ভূমি ব্যবহারের বিভিন্ন অঞ্চলের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

আবাসিক

প্রস্তাবিত আবাসিক ব্যবহারের জন্য মোট ভূমি পরিকল্পিত এলাকার **৩১.৮৯%** যার পরিমাণ প্রায় **৩৫২১** একর। উন্নয়ন পরিকল্পনায় আবাসিক ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন শ্রেণির আবাসন এলাকার প্রস্তাবনা দেওয়া হয়েছে। এই বিভাগ সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগের মাধ্যমে আবাসন নির্মাণের জন্য তৈরি করা হয়েছে। আবাসিক বিষয়শ্রেণীতে ভবিষ্যতে আবাসিক উন্নয়ন, পাবলিক হাউজিং এবং হোটেল ও বাসাবাড়ি এবং বিদ্যমান হাউজিং এলাকা অর্ন্তভূক্ত।

বিভিন্ন সরকারী সংস্থা বিদ্যমান কর্মীদের আবাসন এলাকাসমূহ পাবলিক হাউজিং হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ইষ্ট বেঙ্গল বিল্ডিং কোড **১৯৫২** আইন অনুযায়ী ভবন নির্মানের পূর্বেই সব ধরনের ইমারত নির্মাণের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিতে হবে। অতএব, সরকারী ভবন নির্মাণের আগেও পৌরসভা অনুমোদন নেওয়া উচিত।

ম্যাপ ৪.২ঃ প্রকল্প এলাকার প্রস্তবিত ভূমি ব্যবহার

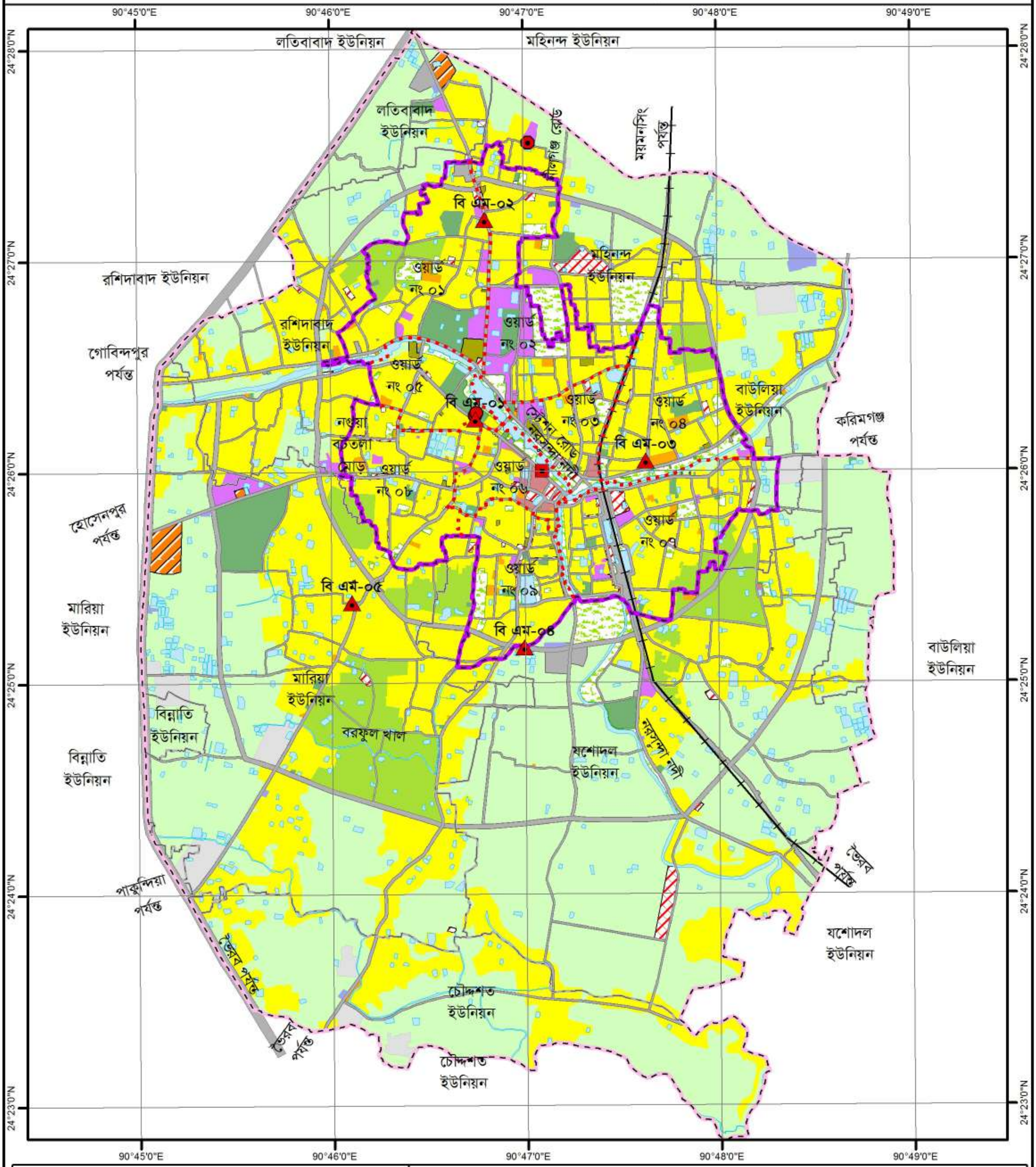

সাংকেতিক চিহ্নঃ

- বি এম পিলার
- ডিসি অফিস
- উপজেলা সদরদপ্তর
- পৌরসভা কার্যালয়
- প্রকল্প এলাকা সীমানা
- পৌরসভা সীমানা
- ওয়াড সীমানা
- ইউনিয়ন সীমানা
- রেল লাইন

- প্রশাসনিক
- কৃষি
- শিক্ষাগত
- বাণিজ্যিক
- সামাজিক সুবিধাদি
- স্বাস্থ্য
- শিল্প
- মিশ্র ব্যবহার
- খোলা জায়গা
- আবসিক
- সংরক্ষিত
- পরিবহণ
- সংরক্ষিত নগর এলাকা
- উপযোগমূলক সেবা
- জলাশয়

গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের (ডি টি আই ডি পি) আওতায়
কিশোরগঞ্জ পৌরসভার মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন

N
0 500 1,000 2,000 Meters
1:46,000

পরামর্শক প্রতিষ্ঠান

BETS Consulting Services Ltd.
House No. 10, Road No. 135, Gulshan-1, Dhaka-1212, Bangladesh.
Phone: 9889923-24, Fax: +88029889967, E-mail: bets@betsbd.com

মিশ্র ব্যবহার

মিশ্র ব্যবহার এলাকা উন্নয়নে অনুমতির ক্ষেত্রে কিছু নমনীয় সুপারিশ করা হয়েছে। কিশোরগঞ্জ পৌরসভায় একচেটিয়া বাণিজ্যিক ভূমি ব্যবহারের সম্ভাবনা খুবই কম। বিভিন্ন ভূমি ব্যবহারের সংমিশ্রণ উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত না করে বরং ত্বরান্বিত করবে। বিদ্যমান ও প্রস্তাবিত উভয় ভূমি ব্যবহার নিয়ে সর্বমোট ৩১.৭০ একর মিশ্র ব্যবহারের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে। এই অঞ্চল আবাসিক কাঠামোর সঙ্গে বাণিজ্যিক ব্যবহারের অনুমতি দিবে।

মিশ্র ভূমি ব্যবহার এলাকা মূলত বাণিজ্যিক এলাকা হিসেবে ব্যবহৃত হয় যেখানে প্রধানত অফিসিয়াল কাজ হয়ে থাকে। এছাড়া অন্যান্য ব্যবসায়িক কার্যক্রমও এখানে পরিচালিত হয়। বড় মাপের স্থাপনা এবং গাড়ী ব্যবহারকারী ও ডেলিভারী যানবাহনের জন্য উচ্চ সুবিধা সম্পন্ন যাতায়াত ব্যবস্থা ও পার্কিং এলাকা এধরনের ভূমি ব্যবহারের জন্য প্রয়োজন। বিদ্যমান বাণিজ্যিক এলাকাসমূহ এবং ভবিষ্যতে বাণিজ্যিক উন্নয়নের জন্য সম্ভাব্য এলাকাসমূহ বাণিজ্যিক ব্যবহারের অধীন স্থাপন করা হয়েছে।

অন্যান্য ব্যবসায়ী এলাকা সাধারণত এক বা একাধিক ব্যবসায়িক ব্যবহারের জন্য যেমন অফিস, হোটেল এবং ক্ষুদ্র পরিসরে খুচরো ব্যবসার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। প্রধানত বাজার এলাকার গুচ্ছায়ন এ শ্রেণিতে পরে।

পরিবহন ও যোগাযোগ

প্রাক্কলন করে দেখা গিয়েছে যে প্রায় ১১৮০ একর ভূমি বর্তমান ও প্রস্তাবিত সড়ক ব্যবস্থা ও অবকাঠামো ব্যবস্থায় ব্যবহৃত হবে যা সমগ্র পরিকল্পনা এলাকার ১০.৬৮%। অন্যান্য পরিবহন সেবা যেমন বাস ও ট্রাক টার্মিনাল ইত্যাদি এই জোনের অর্ন্তভুক্ত।

শিল্প কারখানা

যথাযথ স্থানে শিল্প কারখানা স্থাপনের উদ্দেশ্য হচ্ছে বিভিন্ন হালকা ও ভারী শিল্প কারখানা সমূহের কার্যক্রম যেন পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য বিপদজনক না হয়। সাধারণ শিল্প অঞ্চল ও ক্ষতিকারক শিল্প অঞ্চল এ দুই ভাগে শিল্প অঞ্চলকে ভাগ করা হয়েছে। যে সকল এলাকা ইতিমধ্যে শিল্প এলাকা হিসেবে গড়ে উঠেছে, শিল্প কারখানার সমষ্টি এবং ভবিষ্যতে শিল্প উন্নয়নের জন্য সম্ভাব্য এলাকাসমূহ শিল্প ভূমি ব্যবহার অঞ্চলের অর্ন্তভূক্ত। সাধারণ ও ক্ষতিকারক শিল্প অঞ্চল নিয়ে গঠিত মোট ভূমি ব্যবহারের পরিমাণ ১০১ একর যা কিনা পরিকল্পনা এলাকার ০.৯১%। এই অঞ্চলে সব ধরনের শিল্প এবং শিল্প-বহির্ভূত সহায়ক ভূমি ব্যবহারের অনুমোদন দেওয়া হবে এবং শর্তাধীনে অন্যান্য ভূমি ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হবে।

শিক্ষা

সব ধরনের শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান এই শ্রেণিবিভাগের অর্ন্তভূক্ত যার মধ্যে মেডিকাল কলেজ, বিশ্ববিদ্যলয়ও রয়েছে। এই ভূমি ব্যবহারের অধীন মোট ভূমির পরিমাণ ২১৪ একর যা সমীক্ষা এলাকার ১.৯৪%।

স্বাস্থ্য

স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের সুবিধার জন্য প্রস্তাবিত ও বিদ্যমান সকল স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠান এ এলাকায় থাকবে এ ভূমি ব্যবহারের মোট পরিমাণ ১৮ একর (০.১৬%)।

প্রশাসনিক

প্রশাসনিক এলাকায় শহরের মধ্যেকার সব ধরনের সরকার ও বেসরকারি অফিস নিয়ে গঠিত। এই ব্যবহারের অধীনে বিদ্যমান এবং প্রস্তাবিত মোট ভূমি ব্যবহার এলাকা ১৩০ একর প্রাক্কলন করা হয়েছে।

উন্মুক্ত স্থান ও বিনোদন সেবা

পরিকল্পনা এলাকায় অল্পকসোরণি আনুষ্ঠানিক উন্মুক্ত স্থান আছে। পার্ক, খেলার মাঠ এবং বর্তমান উন্মুক্ত স্থান যেমন বন, পার্ক ইত্যাদি এ শ্রেণির অর্ন্তভুক্ত। প্রস্তাবিত বিনোদনমূলক সুবিধাদি পরিকল্পনা এলাকায় শহুরে অবকাশ বৃদ্ধি করবে। বিনোদনমূলক মোট ভূমির পরিমাণ ১৯১ একর যা পরিকল্পনা এলাকার মোট ভূমির ২.৬৪%।

জলাশয়

পরিকল্পনা এলাকায় পৌরসভা মধ্যে জলাশয়ের পরিমাণ ৫১৯ একর। পরিকল্পনায় অধিকাংশ জলাশয় সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে যার দুটি উদ্দেশ্য; এক, পানির উৎস হিসেবে ব্যবহার এবং দুই, বর্ষার সময় পানি ধরে রাখা। ০.২৫ একরের সমান বা অধিক মাপের পুকুর ও ডোবা জলাধার হিসেবে সংরক্ষণ করতে হবে। এই অঞ্চলে অনুমোদিত ব্যবহার হতে হবে এবং কিছু অন্যান্য শর্তসাপেক্ষে ব্যবহার করে অনুমতি দেওয়া যাবে।

কৃষি বা নগর সংরক্ষিত এলাকা

পৌরসভাতে বিপুল পরিমাণ কৃষি জমি রয়েছে যা একটি পৃথক জোন করার দাবি রাখে যেমন নগর সংরক্ষিত এলাকা। শহুরের বৃদ্ধি সীমানাও এই ধরণের ভূমি ব্যবহারের অর্ন্তভূক্ত যা নগর সংরক্ষণ সীমানা দ্বারা বেষ্টিত। এই ব্যবহারের অধীনে

মোট ৪৩৪৯ একর এলাকা প্রস্তাব করা হয়েছে যা বিদ্যমান এবং প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবহার নিয়ে গঠিত। উক্ত এলাকায় নিম্নলিখিত ব্যবহার সমূহ অনুমোদিত হবে:

- কৃষি, প্রাণি ভিত্তিক
- কৃষি, গাছপালা ভিত্তিক (মাশরুম খামার অনুমোদিত করা হবে না)
- বিদ্যমান সুবিধাসমূহ যা মহাপরিকল্পনার গেজেট বিজ্ঞপ্তি দ্বারা আপডেট করা। তবে শর্ত থাকে যে, সম্প্রসারণের অনুমতি দেওয়া হবে না।

কমিউনিটি সেবা

মসজিদ, মন্দির, গির্জা, ঈদগাহ, কবরস্থান ও কমিউনিটি সেন্টার মত ইত্যাদি ধর্মীয় সুবিধা নিয়ে এই ভূমি ব্যবহার গঠিত। মহাপরিকল্পনা এলাকার সর্বত্র এ ধরনের ভূমি ব্যবহার বিদ্যমান। মোট ৫৪ একর ভূমি নিয়ে কমিউনিটি সেবা বিদ্যমান।

সুরক্ষা ও নিরাপত্তা

বিদ্যমান গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ও জেলখানা এই ব্যবহারের অধীন যার মোট আয়তন ৩৭ একর।

নগর সংরক্ষিত এলাকা

২০৩৩ সাল পরবর্তী ভবিষ্যত উন্নয়নের জন্য নির্দিষ্ট নগর এলাকা সংরক্ষণ করা হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে এই এলাকা কৃষি ভূমি ব্যবহার অনুমোদিত। এই ব্যবহারের অধীন মোট নিরুপিত এলাকা ৫৩০ একর যা মোট ভূমির ৪.৮% এর সমতুল্য।

৪.৩.৩ ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ভূমি উন্নয়ন বিধিমালা

৪.৩.৩.১ ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের নীতিমালা

স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর নীতিসমূহ নিম্নরূপ :
দ্বিতীয় তফসিলের ৩২ নং সেকশনের ৫০-৭২ ধারা অনুযায়ী :

মহাপরিকল্পনা

পৌরসভা ইহা গঠনের অথবা এই আইন বলবৎ হইবার অনূর্ধ্ব ৫ (পাঁচ) বৎসরের মধ্যে পৌর এলাকার জন্য একটি মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করিবে এবং প্রচলিত বিধি বিধানের সহিত প্রণীতব্য মহাপরিকল্পনা সঙ্গতিপূর্ণ হইতে হইবে, যাহাতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে থাকিবেঃ

(ক) পৌর এলাকার ইতিহাস, পরিসংখ্যান, জনসেবামূলক এবং অন্যান্য নির্ধারিত বিষয়াদির বিবরণ সম্বলিত একটি জরিপ;
(খ) পৌর এলাকার কোন স্থানের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ, উন্নতিসাধন ; এবং
(গ) পৌর এলাকার মধ্যে কোন এলাকায় জমির উন্নতিসাধন, ইমারত নির্মাণ বা পুনঃনির্মাণ সম্পর্কে বিধি নিষেধ ও নিয়ন্ত্রণ।

ভূমি উন্নয়ন প্রকল্প কার্যকর

১) ভূমি উন্নয়ন প্রকল্প পৌরসভার পরিদর্শনাধীন নিয়ন্ত্রণ ও বাস্তবায়িত হইবে, এবং তাহা বাস্তবায়নের বিষয়ে পৌরসভা প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।
২) যদি ভূমি উন্নয়ন প্রকল্পের বিধানের লংঘন করিয়া কোন এলাকা, কোন জায়গা উন্নয়ন করা হয়, তাহা হইলে পৌরসভা নোটিশ দ্বারা জমির মালিককে অথবা বিধান খেলাপকারী ব্যক্তিকে নোটিশে উল্লিখিতভাবে জায়গাটিতে পরিবর্তন সাধন করিবার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে; এবং যদি নির্দেশ মোতাবেক পরিবর্তন সাধন করা না হয়, তাহা হইলে পৌরসভা প্রবিধান অনুসারে আপত্তিকর নির্মাণ কার্য ভাঙ্গিয়া ফেলিবার নির্দেশ দিতে পারিবে এবং অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ঐরূপ ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্য কোন ক্ষতিপূরণ প্রদেয় হইবে না এবং পৌরসভা কর্তৃক ভাঙ্গিয়া ফেলা সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হইতে আদায় করা হইবে।
৩) যদি ভূমি উন্নয়ন প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত কোন ভূমিরপ্রকল্প নির্ধারিত সময়ের মধ্যে, উন্নয়ন সাধন করা না হয় এবং পৌরসভা তজ্জন্য সময় বর্ধিত না করে অথবা ভূমিটির উন্নয়ন উক্ত প্রকল্পের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয়, তাহা হইলে পৌরসভা প্রবিধান অনুসারে ভূমিটির উন্নয়নের ভার স্বয়ং গ্রহণকরতঃ প্রয়োজনীয় নির্মাণ কাজ সমাধান করিতে পারিবে, এবং পৌরসভা কর্তৃক ব্যয়িত অর্থ জমির মালিকের নিকট হইতে তাহার উপর এই আইনের অধীন আরোপিত কর হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

দ্বিতীয় তফসিলের ৩৫ এর সেকশনের ৫০-৭২ ধারা অনুযায়ী :

ইমারত নির্মাণ এবং পুন:নির্মাণ

১) পৌরসভা কর্তৃক ইমারতের জায়গা (সাইট) এবং ইমারতের নকশা অনুমোদিত না হওয়া পর্যন্ত, কোন ব্যক্তি ইমারত নির্মাণ অথবা পুনঃনির্মাণ করিবেন না অথবা ইমারত নির্মাণ অথবা পুনঃনির্মাণ শুরু করিতে পারিবেন না।
২) ইমারত নির্মাণ অথবা পুনঃনির্মাণে ইচ্ছুক ব্যক্তি অনুমোদনের জন্য প্রবিধানে উল্লিখিত পদ্ধতিতে আবেদন করিবেন এবং পৌরসভা কর্তৃক ধার্যকৃত ও নির্ধারিত কতৃর্পক্ষ পূর্বানুমোদিত ফিস প্রদান করিবেন।

৩) এই ট্রমিকের অধীন উপস্থাপিত সকল ইমারত নির্মাণের আবেদন প্রবিধানে উল্লিখিত পদ্ধতিতে নিবন্ধিত করিতে হইবে, এবং নিবন্ধিকরণের তারিখ হইতে ষাট দিনের মধ্যে এতদ্সম্পর্কিত আবেদন করিতে হইবে। কোন আবেদন নিবন্ধিকরণের ষাট দিনের মধ্যে দাখিল করা হইলে এবং উক্ত সময়ের মধ্যে পৌরসভা কর্তৃক কোন সিদ্ধান্ত প্রদান করা না হইলে, উহা অনুমোদিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে, যদি না তাহা প্রচলিত বিধি-বিধান অথবা মহাপরিকল্পনা অথবা ভূমি উন্নয়ন স্কীমের (যদি থাকে) শর্তাবলীকে লজ্ঘন না করে।

৪) পৌরসভা লিখিতভাবে কোন কারণবশতঃ কোন সাইট নক্শা অথবা ইমারত নক্শা প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবে; তবে সংক্ষুব্ধ কোন ব্যক্তি আদেশ প্রত্যাখাত হইবার তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট আপিল করিতে পারিবেন, এবং আপিলের ক্ষেত্রে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের প্রদত্ত আদেশই চূড়ান্ত হইবে।

৫) সংশোধন সাপেক্ষে অথবা অনুমোদন আদেশে নির্দেশিত শর্তে, পৌরসভা সাইট নক্শা অথবা ইমারত নক্শা অনুমোদন করিতে পারিবে।

৬) পৌরসভা প্রবিধান দ্বারা কোন কাজ সংযোজন অথবা পরিবর্তন অথবা অব্যাহতি ঘোষণা করিলে এই ট্রমিকের অধীন কোন কিছুই তাহাতে প্রযোজ্য হইবে না।

দ্বিতীয় তফসিলের ৩৬ এর সেকশনের ৫০-৭২ ধারা অনুযায়ী :

ইমারত সমাপন, ইমারত পরিবর্তন, ইত্যাদি

(১) ইমারত নির্মাণ অথবা পুনঃনির্মাণকারী প্রত্যেক ব্যক্তি ইমারত নির্মাণ সমাপনের ত্রিশ দিনের মধ্যে এইরূপ সমাপনের প্রতিবেদন পৌরসভার নিকট দাখিল করিবেন।

(২) পৌরসভা সমাপনকৃত প্রত্যেকটি ইমারত পরিদর্শন করিতে পারিবে এবং এই অধ্যাদেশে অথবা বিধির অথবা প্রবিধি অথবা ভূমি উন্নয়ন স্কীমের মহাপরিকল্পনার, যদি থাকে, কোন শর্তের অতিট্রমন অথবা লজ্ঘন করিয়া যদি কোন ইমারত নির্মাণ করা হইয়া থাকে তবে শর্তের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ না হইবার জন্য পৌরসভা ইমারতটি পরিবর্তনের নির্দেশ দিতে পারিবে এবং যেক্ষেত্রে এইরূপ পরিবর্তন সম্ভব নহে সেইক্ষেত্রে পৌরসভা ইমারতটি অথবা এইরূপ ইমারতের মালিকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে অপরাধের আপোষ মীমাংসা করিতে পারিবে ঃ তবে শর্ত থাকে যে, মহাপরিকল্পনা অথবা অনুমোদিত ভূমি উন্নয়ন স্কীমের শর্তেও অতিট্রমন অথবা লজ্ঘনজনিত কোন অপরাধ এইরূপে আপোষ মীমাংসা করা যাইবে না।

(৩) দফা (২) এর শর্তের অধীনে যদি কোন ইমারত ভাঙ্গিয়া ফেলিবার প্রয়োজন হয় এবং এইরূপ প্রয়োজন যদি নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে পালিত না হয়, তাহা হইলে পৌরসভা নিজস্ব অনুসংগঠনের (এজেন্সী) মাধ্যমে ইমারত ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারিবে এবং তাহাতে পৌরসভা কর্তৃক ব্যয়িত অর্থ এই আইনের অধীনে ইমারত মালিক অথবা দখলকারের উপর আরোপিত কর হিসেবে গণ্য হইবে।

দ্বিতীয় তফসিলের ৩৭ এর সেকশনের ৫০-৭২ ধারা অনুযায়ী :

ইমারত নিয়ন্ত্রণ

(১) যদি পৌরসভার নিকট কোন ইমারত অথবা তাহাতে স্থাপিত কোন কিছু ধ্বংসোন্মুখ অবস্থায় আছে, অথবা ধ্বসিয়া পড়ার সম্ভাবনা আছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়, অথবা কোন প্রকারে এইরূপ ইমারতের কোন বাসিন্দার অথবা পার্শ্ববর্তী কোন ইমারত অথবা তাহার কোন দখলকারের অথবা পথচারীদের জন্য বিপজ্জনক বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহা হইলে পৌরসভা এইরূপ ইমারতের মালিক অথবা দখলকারের নোটিশের মাধ্যমে, নোটিশে নির্ধারিত পদ্ধতিতে ইমারত সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে, এবং যদি ইহার কোন ব্যত্যয় হয়, তাহা হইলে পৌরসভা নিজে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবে এবং তাহাতে পৌরসভা কর্তৃক ব্যয়িত অর্থ এই আইনের অধীনে ইমারতের মালিক অথবা দখলদারের উপর আরোপিত কর হিসাবে গণ্য হইবে।

(২) যদি কোন ইমারত বিপজ্জনক অবস্থায় থাকে, অথবা কোনভাবে তাহা মানুষ বসবাসের অনুপযুক্ত হয়, তাহা হইলে পৌরসভার সন্তুষ্টি অনুসারে তাহা যথোপযুক্তভাবে মেরামত না হওয়া পর্যন্ত এইরূপ ইমারতের বসবাস পৌরসভা নিষিদ্ধ করিতে পরিবে।

স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর সাহায্যে প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবহার বাস্তবায়ন করা যাবে।

৪.৩.৩.২ বিভিন্ন ভূমি ব্যবহারের নীতিমালা

কিশোরগঞ্জ পৌরসভার জন্য বিভিন্ন ভূমি ব্যবহার শ্রেণীর অনুমোদিত ও শর্তাধীন ব্যবহারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

সারণি-৪.১৫: বিভিন্ন ভূমি ব্যবহার বিষয়শ্রেণীতে অনুমোদিত ও শর্তাধীন ব্যবহারের তালিকা

অনুমোদিত ব্যবহার O শর্তাদীন ব্যবহার C পরিকল্পনার মূল্যায়ন প্রয়োজন P অনুমোদিত নয় N	আবাসিক	বাণিজ্যিক	মিশ্র ব্যবহার	পরিবহন ও যাতায়াত	সাধারণ শিল্প এলাকা	ক্ষতিকর শিল্প এলাকা	কৃষি এলাকা	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	স্বাস্থ্য সেবা	প্রশাসনিক	উন্মুক্ত স্থান ও বিনোদন সুবিধা	কমিউনিটি সুবিধা	জলাশয়	প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা	নাগরিক সেবা	উন্নয়ন বিলম্বিত এলাকা
ভূমি ব্যবহার																
কৃষি, বন ও গোচারণ	N	N	N	C	N	N	O	N	N	N	O	C	O	O	C	O
জলজ ও মৎস্য	N	N	N	C	N	N	O	N	N	N	O	C	O	O	C	O
ইটভাটা	N	N	N	N	N	N	C	N	N	N	C	N	C	N	N	O
কবরস্থান	C	N	C	C	C	C	O	N	C	N	C	O	N	O	O	O
সিনেমা হল	N	O	C	O	N	N	N	N	N	C	N	O	N	O	N	N
ক্লিনিক	C	O	O	O	O	C	N	C	O	C	N	O	N	O	C	C
প্রাইভেট ক্লাব	C	O	O	C	C	N	N	N	C	C	N	O	N	O	C	N
কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়	C	C	P	N	N	N	C	O	C	C	N	O	N	N	N	N
গ্রাম্য আবাসন	O	N	O	N	N	N	O	N	N	N	O	N	C	N	N	O
বসবাসকারী, ক্ষুদ্র আবাসন	O	N	O	N	C	N	O	N	N	N	N	N	C	C	C	C
বসবাসকারী, একক/একাধিক পরিবার	O	N	O	N	N	N	N	O	C	C	N	O	N	N	C	C
বন্যা ব্যবস্থাপনা স্থাপনা	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
হাসপাতাল (মর্গ সহ)	N	C	P	C	N	N	C	N	O	N	N	C	N	O	N	N
গেষ্ট হাউজ	N	O	O	O	N	N	N	N	C	C	N	O	N	N	C	N
আর্ন্তজাতিক মানের হোটেল	N	O	O	O	N	N	N	N	N	C	N	O	N	N	N	N
কমলা-এ শ্রেণির শিল্প	N	C	C	C	O	C	N	C	C	C	N	C	N	C	C	C
কমলা-বি শ্রেণির শিল্প	N	N	N	N	O	C	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
লাল শ্রেণির শিল্প	N	N	N	N	N	O	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
প্রতিষ্ঠান	C	O	O	N	O	N	N	O	C	O	N	O	N	C	N	N
গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন	C	C	C	O	C	C	C	C	C	O	C	O	O	O	O	O
অফিস	C	O	O	O	C	C	N	C	C	O	N	O	N	C	O	N
পার্কিং সুবিধা, বাণিজ্যিক	C	O	C	O	O	O	N	C	C	O	C	O	C	C	O	N
পেট্রল স্টেশন	N	O	C	O	O	O	N	N	N	O	N	O	N	N	O	N
পাবলিক ব্যবহার ও স্থাপনা	C	O	O	O	O	O	N	C	C	O	C	O	O	N	O	N
বর্হিবিনোদন	O	O	O	O	O	N	O	C	C	C	O	O	O	N	C	O
ধর্মীয় ব্যবহার ও স্থাপনা	O	O	O	O	O	C	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
মেরামতের দোকান, মূখ্য	N	O	N	N	O	O	N	N	N	N	N	C	N	N	N	N
মেরামতের দোকান, গৌণ	C	O	O	C	O	O	N	C	N	C	N	O	C	C	C	N
খুচরো দোকান ও রেস্তোরাঁ	C	O	O	O	C	C	N	C	C	O	O	O	C	O	C	N
মালিকানাধীন বিদ্যালয়	O	C	C	N	N	N	N	O	N	C	N	O	N	O	N	N
সরকারী বিদ্যালয়	O	C	O	N	N	N	N	O	N	C	N	O	N	O	N	N
কপিং সেন্টার/বৃহৎ মার্কেট	N	O	P	N	N	N	N	N	N	N	N	C	N	N	C	N
স্টেডিয়াম	N	C	P	N	N	N	N	N	N	N	O	C	N	N	C	N
বাস/রেল/ট্রাক টার্মিনাল	N	O	P	O	N	N	N	N	N	N	O	O	O	N	O	N
বাণিজ্যিক কেন্দ্র	N	O	P	N	N	N	N	N	N	N	N	O	N	N	N	N
পরিসেবা স্থাপন	C	C	P	C	C	C	C	C	C	C	C	O	C	C	O	C
গুদাম ঘর	N	O	C	O	O	O	N	N	N	N	N	C	C	N	C	N
বর্জ্য নিষ্পত্তি ও প্রক্রিয়াকরণ	N	N	N	C	C	O	C	N	C	C	C	O	N	C	O	O

৪.৪ ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার বাস্তবায়ন, পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

৪.৪.১ বাস্তবায়ন কৌশল

প্রথাগতভাবে, জটিলতার কারণে সরকার কোনো প্রকল্পের পরিকল্পনা এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় মানুষকে জড়িত করে না এবং জমি অধিগ্রহণের মাধ্যমে নিজের বা সংগৃহীত তহবিলের মাধ্যমে এটি বাস্তবায়নের চেষ্টা করে। এই ধরনের নীতির কিছু অন্তর্নির্মিত সমস্যা আছে যা কখনও কখনও দৃঢ়ভাবে তার বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াকে প্রতিহত করে।

পরিকল্পনা সম্পর্কে মানুষের জানার অধিকার আছে যেহেতু তা তাদের জীবনযাত্রা ও সম্পদের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত। ভাল মানের পরিকল্পনা তৈরী না হলে সেটি ঐ এলাকার লোকজনদের তাদের বাড়িঘর থেকে বিতাড়িত করে। এ কারণে তারা কখনও কখনও সবাই মিলে একত্রিত হয়ে একটি শক্তিশালী ঐক্যবদ্ধ শক্তি গঠন করে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াকে প্রতিহত করে।

আমাদের দেশে, জমি ক্রয় করার সময় মানুষ প্রকৃত মূল্যের তুলনায় যথেষ্ট কম মূল্যে জমি সংগ্রহ করে যা কিনা পরবর্তীতে সরকার কর্তৃত ভূমি অধিগ্রহনের সময় জমির মালিককে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন করে। বিশ্বেব্যাপী ক্ষতিপূরণ একটি জটিল প্রক্রিয়া। দালালরা সরকার ও নিরীহ মানুষের মাঝে একটি সম্পর্কের সেতুবন্ধন তৈরি কওে কারণ অর্থ দালালদের হাতে

থাকে। পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সক্রিয় কমিউনিটি অংশগ্রহন এক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল। তাই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে পরিকল্পনায় জড়িত সুবিধাভোগদের জন্য বিশেষ পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

৪.৪.২ ভূমি ব্যবস্থাপনা

কার্যকর ভূমি ব্যবস্থাপনা স্থানিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সরঞ্জাম। বর্তমান উচ্চ ও মধ্য ঘনত্ব বিশিষ্ট শহর এলাকার জন্য সবচেয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা হচ্ছে শহুরে পুনর্বাসন/আপগ্রেড এবং জমি ভাগ করে নেওয়ার পদ্ধতি। বিপরীতভাবে, বিদ্যমান অপেক্ষাকৃত কম ঘনত্বের শহরাঞ্চলে জন্য সরকারি সংস্থাগুলো নিম্ন আয়ের পরিবারে জন্য জমি অধিগ্রহণ করে অবকাঠামো ও শহুরে সেবা ব্যবস্থা নির্মাণের মাধ্যমে এবং সাইট ও পরিষেবা স্কিম বাস্তবায়নের মাধ্যমে কম খরচে প্লট দিতে পারে। অনগ্রসর গোষ্ঠীর জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থিক সমর্থনের জন্য ব্যবস্থাসমূহ নেওয়া যেতে পারে যেমন ভর্তুকি ইত্যাদি।

৪.৪.৩ ভূমি ব্যবস্থাপনার কৌশল

যে সকল এলাকায় মানুষের বসবাস ঝুকিঁপূর্ণ ও ক্ষতিতকারক সে সকল শহুরে এলাকার জন্য নগর পুর্ননবায়ন খুবই প্রয়োজন। নগর নবায়ন মূল এলাকার জন্য প্রয়োজন হবে। যে সকল এলাকা ইতিমধ্যেই জনসংখ্যা, ঘনবসতি এবং অপরিকল্পিত উন্নয়ন ছাড়াও এলোমেলো, অগোছালো এবং বেমানান ভূমি ব্যবহারের কারণে ভৌত পরিবেশের অবনতি দ্বারা হুমকির সম্মুখীন সেসকল এলাকার জন্য নগর পুর্ননবায়ন প্রয়োজন। যেখানে ঐতিহ্যের অস্তিত্ব হুমাকির মুখে এবং ক্ষয়িষ্ণু পর্যায়ে বিদ্যমান, সেসকল এলাকা যথাযথ অবকাঠামো ও পরিসেবা নেই বললেই চলে।

সাইট ও সার্ভিস স্কীমস

সাইট ও সার্ভিস স্কীম সমূহ বেসরকারী ডেভেলপারদের দেওয়া হবে যার মধ্যে ভর্তুকি অর্ন্তভূক্ত। বৃহৎ এলাকার উন্নয়নের জন্য এ ধরনের স্কীম শর্ত হিসেবে কাজ করে। প্রাতিষ্ঠানিক বিধানাবলী এই স্থানিক ভূমি ব্যবস্থাপনা কৌশল কাজে খুব কার্যকরভাবে প্রয়োজন হয়। সাইট এবং সার্ভিসেস স্কিমের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রত্যাশিত সুবিধাভোগীদের জন্য প্লট বন্টন। সরকারী নগর উন্নয়ন সংস্থার দায়িত্ব হবে সহায়তাকারী এবং ব্যবহারকারীদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে বিদ্যমান শহর ও শহরের প্রান্তবর্তী এলাকার নিম্ন আয়ের (অতি-দরিদ্র্য) মানুষদের জন্য আবাসন সুবিধার জন্য কমিউনিটি ভিত্তিক উন্নয়ন। অন্যান্য বিষয়ে মধ্যে, একটি সাইট ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প নিম্নবর্ণিত সুবিধা প্রদান করতে পারে-

ক) সাইটের মধ্যে প্লট বিভাজন;
খ) রাস্তা, ড্রেন এবং খোলা জায়গা প্রদান করা;
গ) ভূমি পাবলিক উদ্দেশ্যে সংরক্ষিত করা হবে এবং পৌরসভার কাছে স্থানান্তর করা;
ঘ) জমি পৌরসভা দ্বারা অধিগৃহীত হবে;
ঙ) প্লটের দাম;
চ) জমির মালিকদের নিজ খরচে সাইট উন্নয়নের কাজ শেষ করতে হবে;
ছ) এলাকা উন্নয়নের সমসারণীাল।

ভূমি পুনর্বিন্যাস/নির্দেশিত ভূমি উন্নয়ন

ভূমি পুনর্বিন্যাস এবং নির্দেশিত ভূমি উন্নয়ন উভয়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভূমির ব্যবহারযোগ্যতার উন্নয়ন এবং সরকারী সংস্থা দ্বারা (বাধ্যতামূলক) জমি অধিগ্রহণ ছাড়াই ভাল সেবা প্রদান। এই ধরনের পরিকল্পনায়, জমির মালিক এবং অন্যান্য সেবা প্রদান সংস্থার সঙ্গে সহযোগিতা করে উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ পরিকল্পনা ও উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। সাফল্যের এই কাজের জন্য ভালোভাবে জমির পরিমাণ সীমিত রাখা প্রয়োজন। অতএব, সম্পূর্ণ নতুন সড়ক নির্মাণের তুলনায় বিদ্যমান সড়ক স্বক্ষমতা উন্নত করে (এবং কিছু অনুপস্থিত লিঙ্ক প্রদান) ব্যবহারযোগ্যতার উন্নতি প্রসারই মূল লক্ষত হওয়া উচিত। অনুরূপভাবে, সেবা ব্যবস্থার সর্বনিম্ন মান অতিক্রম করা উচিত নয়। সদ্য উন্নয়নশীল অঞ্চলে প্রস্তাবিত নতুন শহর কেন্দ্রগুলো (যেখানে অধিকাংশ সেবা কেন্দ্রীভূত করা উচিত) বিদ্যমান মূল শহরের বাইরে হতে পারে যাতে তারা ঐ নতুন উন্নয়ন এলাকা ও বিদ্যমান এলাকা উভয়কেই সেবা প্রদান করতে পারে। ভাল ব্যবহারযোগ্যতার জন্য এই কেন্দ্রগুলো প্রধান সড়ক নেটওয়ার্ক জংশনের কাছাকাছি অবস্থিত হওয়া উচিত। শহুরে জন্য সর্বনিম্ন মান আরবান এরিয়া পরিকল্পনায় দেওয়া হয়েছে। অন্যান্য সেবাসমূহের জন্যও মানদন্ড তৈরি করা হয়েছে। নির্দেশিত ভূমি উন্নয়ন কর্মসূচি ও জমি পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে কিছু স্থান নতুন উন্নয়নের জন্য পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু বিদ্যমান পরিস্থিতির উন্নতি আরো মনোযোগের দাবী রাখে। এখানে, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল স্যানিটেশন, পানি সরবরাহ এবং আবর্জনা নিস্পত্তি সহ (ক্ষুদ্র ঋণ, সস্তা বিল্ডিং উপকরণ, ভোগদখলের নিরাপত্তা) ভোগদখলকারীদের তাদের নিজস্ব আশ্রয় মান উন্নয়রে সমর্থন প্রদান করা।

৪.৪.৪ উপযুক্ত ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি ব্যবহার

ভূমি উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার আরেকটি সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থায়ন। অতীতে প্রকল্পের ভূমি মূল্য একটি ক্ষুদ্র অংশ গঠন করত কিন্তু বর্তমানে আকাশচুম্বি ভূমির মূল্য এখন গুরুতর উদ্বেগের ব্যাপার হয়ে দাড়িয়েছে। তাই সামর্থ অনুযায়ী সব আয়ের গ্রুপের জন্য সার্ভিসিং প্লট প্রদান করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে।

বেসরকারি খাতের সাহায্যে উন্নয়ন

বাংলাদেশে ব্যক্তিগত বিনিয়োগের মাধ্যমে ভূমি উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা সবচেয়ে জনপ্রিয় পন্থা। একজন ব্যক্তি প্লট/ভূমি ক্রয় করে নিজস্ব অর্থায়নেই তা উন্নয়ন করে থাকেন। তিনি যদি ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা কোন ব্যক্তির কাছ থেকে টাকা

ঋণ নিয়ে থাকেন তবে এটা তার ব্যক্তিগত দায় হয়ে যায়। উন্নয়নের এই ধরনের ধারা বর্তমান এলাকার অপ্রতিহত বিস্তার এবং অপর্যাপ্ত রাস্তা এবং সেবা সুবিধা দ্বারা পরিবেশিত ভিন্নধর্মী ভূমি ব্যবহার করে চিহ্নিত করো আমাদের শহরের স্বতঃস্ফূর্ত উন্নয়নে অবদান রাখছে।

ভূমি অবদানের মাধ্যমে কমিউনিটি অর্থায়নে উন্নয়ন

বেসরকারি খাতে অনেক ছোট হাউজিং প্রকল্প এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উন্নত করা হয়েছে। এধরনের প্রকল্পের ক্ষেত্রে একটি ছোট গ্রুপ যেখানে উন্নয়নের চাপ এবং জমির মূল্য কম এমন দূরবর্তী কোন গ্রামাঞ্চলে ভূমি ক্রয় করে। ভবিষ্যতের সড়ক নেটওয়ার্কের পথ সুরক্ষিত করার জন্য ভূমির মালিকগণ জমি দান করে থাকেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভূমি মালিকদের দ্বারা সরবরাহিত রাস্তার জমি ন্যূনতম হয়। এক্ষেত্রে উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা ও জনঘনত্ব অভিক্ষেপ উপেক্ষা করা হয়। এসকল হাউজিং ব্যবস্থায় পার্ক, স্কুল, ধর্মীয় স্থাপনা বা ইউটিলিটি সেবার জন্য ভূমি বরাদ্দ করা করা হয় না বলে শহুরে জীবনযাত্রার বিভিন্ন সেবা বর্জিত হয়।

সরকারী জামানতের বিপরীতে উন্নয়ন অর্থায়নের জন্য বেসরকারি বিনিয়োগ

সরকার গ্যারান্টি বিপরীতে বন্ড আকারে সাবস্ক্রিপশনের মাধ্যমে ভূমি উন্নয়ন প্রকল্প অর্থায়ন করা যাবে। বেসরকারি ব্যক্তিগণ সরকারের অধীনে ভূমি উন্নয়ন প্রকল্পে বিনিয়োগ করতে পারবে। কোন মনোনীত পাবলিক সংস্থা একটি জমি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করতে পারবে এবং সরকারী বন্ডের বিপরীতে জনসাধারণের কাছ থেকে ভূমি উন্নয়ন খরচ বাড়াতে তহবিল গঠন করতে পারবে। এই ধরনের প্রকল্প নির্ধারিত তারিখ মধ্যে বাস্তবায়িত করতে হবে। প্রকল্প সমাপ্তির পর উন্নয়নকৃত জমি বিক্রির মাধ্যমে বিনিয়োগকারী ব্যক্তিকে তাঁর অর্থ মুনাফাসহ প্রদান করতে হবে। ভূমি সময়মত ক্রয় এবং প্রকল্প পরবর্তী বাস্তবায়নের জন্য অত্যন্ত উচ্চ দক্ষ ব্যবস্থাপনাগত দক্ষতা প্রয়োজন হবে।

পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ

পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) প্রকল্প গ্রহণ করার জন্য বিশেষভাবে উদ্দীপনা দেওয়া হয়েছে। এই উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থায়নের জন্য বিশেষ করে অবকাঠামো উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ন উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়। পিপিপি হচ্ছে পাবলিক সেক্টর সংস্থা/উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা এবং প্রাইভেট পার্টি একটি প্রকল্পের নকশা, অর্থায়ন, নির্মাণ এবং অপারেশন বেশী, আর্থিক প্রযুক্তিগত এবং প্রশাসনিক ঝুঁকি করেন যাহাতে একটি প্রাইভেট পার্টি মধ্যে একটি চুক্তি হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে।

সরকারী তহবিলের সাহায্যে উন্নয়ন

দেশে সরকারী তহবিল হতে প্রাপ্ত অর্থের মাধ্যমে উন্নয়ন, পাবলিক সেক্টর প্রকল্পের অর্থায়ন প্রধান উৎস। নিজ নিজ মন্ত্রণালয়ের সেক্টর/সংস্থা সমূহ প্রকল্পের আকারের উপর নির্ভর করে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্ধারিত পদ্ধতিতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব প্রস্তুত করে থাকে যা চূড়ান্ত অনুমোদনের লক্ষ্যে সরকারী খাতের উন্নয়ন প্রকল্প হিসাবে বাজেটে বরাদ্দের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন প্রোগ্রাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়। মহা পরিকল্পনার ফলাফল হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ প্রধান উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের আগে এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হবে।

ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্রে উপর বিধিনিষেধ ও অবকাঠামোর জন্য জমি সংরক্ষণ

মহাপরিকল্পনার নীতিমালায় অবকাঠামোর জন্য নির্দিষ্ট ভূমি সংরক্ষণের সুপারিশ করা হয়েছে (বর্তমান পরিকল্পনায় অগ্রিম ভূমি অধিগ্রহণ করার প্রস্তাব করা হয়েছে)। সম্পদের স্বল্পতা থাকার কারণে স্বল্প সময়ের মধ্যে সব উন্নয়ন প্রস্তাব বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে না। সুতরাং, অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য নির্দিষ্ট ভূমি সংরক্ষণ করতে হবে। নির্দিষ্ট এলাকা/সীমানা চিহ্নিত করার মাধ্যমে ভূমি সংরক্ষণ করা যেতে পারে। এছাড়া, ঐ এলাকায় প্রস্তাবিত উন্নয়ন পরিকল্পনা ছাড়া ছাড়া অন্য কোন উন্নয়ন প্রস্তাবনা অনুমোদন করার ক্ষেত্রে কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। তবে, এজন্য স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও দাবি আইন সংশোধন অবশ্যম্ভাবী।

বিশেষ এলাকা ব্যবস্থাপনা

মহাপরিকলপনায় কিছু বিশেষ এলাকার জন্য "বিশেষ ব্যবস্থা" নেওয়ার কথা বলা হয়েছে যাতে করে "ঐ এলাকার বর্তমান কার্যকারিতা ও ভবিষ্যত সম্প্রসারণ সুরক্ষিত হয়"। জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহ্যবাহী স্থান, নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি এর অর্ন্তভূক্ত। ইমারত নিমার্ণ বিধিমালা, ২০০৮ (অনুচ্ছেদ ৬১, পৃষ্ঠা ৩০৫৮) এর মধ্যেও গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান এবং ঐতিহ্যবাহী ভবন সংরক্ষণের জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে যার মধ্যে উক্ত প্রতিষ্ঠান সমূহের সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ ও সংরক্ষণের আইনকানুনের প্রস্তাবনার কথা উল্লেখ রয়েছে।

৪.৪.৫ উন্নয়ন অনুমোদন

কার্যকর অনুমোদন পদ্ধতির মাধ্যমে উন্নয়নের ধারাকে কাংখিত লক্ষ্যে দিক নির্দেশনা দেওয়া ব্যতিত মহাপরিকল্পনার কোন মূল্য থাকবে না। বিশ্ব মানের বিভিন্ন কম্পিউটার সফটওয়্যার ও জিআইএস ডাটাবেইস এর সাহায্যে মহাপরিকল্পনাটি তৈরি করা হয়েছে। এই ডাটাবেইস/তথ্যভান্ডার পরিচালনা করতে সক্ষম পরিকল্পনাবিদ এদেশে পর্যাপ্ত রয়েছে। এই সমন্বয় পৌরসভাকে পরিকল্পনা অনুমোদন পদ্ধতিকে দ্রুত, দক্ষতার সাথে এবং স্বচ্ছভাবে করার এক অনন্য সুযোগ করে দেয় যা বর্তমান সরকারের ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ ধারণা সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

অনুমতি পদ্ধতির এ কম্পিউটারাইজেশান

পৌরসভা এখতিয়ারভূত সব উন্নয়ন কার্যক্রমের তথ্য নিয়ন্ত্রণ একটি বৃহৎ কাজ এবং বর্তমান ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে এগুলো রক্ষা করা সম্ভবও না এবং তার প্রয়োজনও নেই। পরামর্শকগণ এ জন্য কাস্টমাইজ সফটওয়্যার উন্নয়নের বিশেষ পরামর্শ দিচ্ছে। সময়, ব্যয়, ব্যবস্থাপনা কর্ম, তথ্য আপগ্রেড করা, দুর্নীতির হার হ্রাস ইত্যাদি ক্ষেত্রে এ ধরনের ব্যবস্থা উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে।

ভূমি ব্যবহার অনুমতিঃ

পৌরসভার তার এখতিয়ারভুক্ত এলাকার নাগরিকদের কল্যাণের জন্য পরিকল্পনা তৈরী এবং যথাযথ নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া মাধ্যমে সব ধরনের উন্নয়নের বিকাশ সাধন করার আইনগত বাধ্যবাধকতা রয়েছে। পৌরসভা কর্তৃক উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন বিধি-বিধান গঠন করা হয় যা ব্যক্তিগতভাবে ভূমি উন্নয়নের সময় পরিকল্পনা অনুমতি পত্র পাবার ক্ষেত্রে জমির মালিক/ডেভেরপারদের মেনে চলতে হয়। পৌরসভার নগর পরিকল্পনাবিদ মহাপরিকল্পনা অনুযায়ী উন্নয়ন প্রস্তাবের জন্য অনুমতি পত্র প্রদান করবেন। প্রস্তাব পর্যালোচনার প্রয়োজন হলে পৌরসভার নগর পরিকল্পনাবিদ এটি পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্তের জন্য যথাযথ কমিটির কাছে সুপারিশসহ জমা দিবেন।

জোনিং

জোনিং উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ নীতিমালার একটি অংশমাত্র। পৌরসভার ডেভেলপারদেরকে বিভিন্ন আইন ও বিধিমালা, যেমনঃ ইস্ট বেঙ্গল বিল্ডিং নির্মাণ আইন, ১৯৫২ অনুযায়ী ইমারত নির্মাণ বিধিমালা, ১৯৯৬; বাংলাদেশ জাতীয় বিল্ডিং কোড, ১৯৯৩ এবং নির্মাণের অন্যান্য শর্ত নির্মাণ পদ্ধতি, নিরাপত্তা এবং সংশ্লিষ্ট বিষয় মেনে চলতে হয়।

একটি শহরের সমগ্র এলাকায় অনুকূল এবং বাসযোগ্য পরিবেশ তৈরি করা এবং উন্নত উপযুক্ত জমি ব্যবহার অঞ্চলে বিভক্ত করাই হল ভূমি ব্যবহার জোনিং। বাংলাদেশে ভূমি ব্যবহার জোনিং মহাপরিকল্পনা/ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা/শহুরে এলাকা পরিকল্পনার একটি অংশ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত। অনুমোদনের জন্য ভবন পরিকল্পনা জমা দেওয়ার পূর্বেই আবেদনকারীকে পৌরসভা থেকে ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র নিশ্চিত করতে হয়। ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্রের জন্য, আবেদনকারীর প্রস্তাবিত ইমারতের ব্যবহার অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার জোনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। ভূমি ব্যবহার জোনিং বিভিন্ন বিকল্প উন্নয়ন ব্যবস্থার মাধ্যমে কোন জমির উপর চলমান কার্যক্রমের সীমানা নির্ধারন করে। ভূমি ব্যবহার জোনিং একটি আইনি উপাদান যার মাধ্যমে একটি পৌরসভা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে;

ক) ইমারতের উচ্চতা,
খ) যে সকল ভূমি ফাঁকা রাখা হবে তার আয়তন, এবং
গ) একটি ভবনের ব্যবহার এবং ভূমির ভোগদখল প্রকৃতি।

জোনিং তিন ধরনের হতে পারে যথা এলাকা জোনিং, জনঘনত্ব জোনিং এবং উচ্চতা জোনিং।

এরিয়া জোনিং

এরিয়া জোনিং এর মাধ্যমে একটি এলাকাকে ঐ নির্দিষ্ট এলাকার জন্য উপযুক্ত অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়। এ ধরনের জোনিং করার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার পাশাপাশি অন্যান্য সামাজিক সুবিধা নিশ্চিত করা।

জনঘনত্ব জোনিং

জনসংখ্যার ঘনত্ব নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কোন নির্দিষ্ট এলাকার জনসংখ্যার পরিসীমা নির্ধারনই হচ্ছে জনঘনত্ব জোনিং এর উদ্দেশ্য। জনসংখ্যার আকার কোন নির্দিষ্ট এলাকার, বিশেষ করে আবাসিক এলাকায়, পরিকল্পিত ইউটিলিটি সুযোগ সুবিধা, পরিবহনের সংখ্যা এবং মানুষের ভীড় বহন করে। এই ধরনের অঞ্চলবিভাজন একটি সুস্থ এবং উপভোগ্য কমিউনিটির জীবন যাপনের মান নিশ্চিত করে।

উচ্চতা জোনিং

উচ্চতা জোনিং কোন নির্দিষ্ট এলাকার ইমারতের উচ্চতার সীমা বেঁধে দেয়। এলাকার সঠিক এবং সুষ্ঠু উন্নয়ন এ ধরনের জোনিং এর লক্ষ্য। বিমান উড্ডয়ন ও অবতরণের জন্য বিমানবন্দর এলাকায় এ ধরনের জোনিং এর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।

৪.৪.৫.১ বিদ্যমান অ-অনুসরণকৃত ব্যবহার/প্রতিষ্ঠান

সাধারণত ভূমি ব্যবহার অঞ্চলবিভাজন পরিকল্পনা আইন প্রবর্তিত হওয়ার পূর্বেই প্রকল্প এলাকায় যথেষ্ট উন্নয়ন হয়েছে। ভূমি ব্যবহার অঞ্চলবিভাজন পরিকল্পনা আইন প্রবর্তিত হওয়ার পর কিছু উন্নয়ন কর্মকান্ড উক্ত জোনের অনুমোদিত ব্যবহারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নাও হতে পারে যা অ-অনুসরণকৃত ব্যবহার জোন হিসেবে চিহ্নিত হবে। এ সকল কাঠামো সেবা "ওভারলে" বা "অ-অনুসরণকৃত" ব্যবহার বলে চিহ্নিত।

ক. ওভারলে

কিছু জমির ব্যবহার ঐ এলাকার প্রধান ভূমি ব্যবহারের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয় কিন্তু বহুদিন ধরে ঐ স্থানে রয়েছে। কিন্তু ঐ এলাকার প্রয়োজনে বা সামাজিক প্রয়োজনে ঐ ব্যবহারটিকে ওখানেই রাখতে হবে। এসকল ভূমি ব্যবহার ওভারলে নামে পরিচিত।

তবে, গঠন ব্যবহারের অবস্থা, আকার, শর্ত বা ওভারলে সুবিধা জমির রক্ষণাবেক্ষণ এবং ছোটখাট মেরামতের কাজ নির্দিষ্ট পদ্ধতির সঙ্গে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি না নিয়ে কোন ফর্ম পরিবর্তন করা যাবে না।

ওভারলে সাইট/সুবিধা চিহ্নিত করা প্রয়োজন, সম্পূর্ণ বিস্তারিত তালিকা প্রস্তুত এবং নিরীক্ষণের উদ্দেশ্যে নিয়মিত অবস্থা পর্যক্ষেণ করা উচিত।

খ. অসঙ্গতিপূর্নভূমি ব্যবহার

কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভূমি ব্যবহার বা ইমারত ঐ এলাকার নতুন ভূমি ব্যবহারের সাথে সংগতিপূর্ণ নাও হতে পারে কিন্তু তা ঐ এলাকার ভূমি ব্যবহারের অর্ন্তভূক্ত থাকতে পারে যা অ-অনুসরণকৃত ব্যবহার নামে পরিচিত। এই সকল কাঠামো পরিকল্পনা অনুমতি অবস্থার উপর নির্ভর করে বৈধ বা অবৈধ হতে পারে। এক্ষেত্রে ঐসকল কাঠামো বিদ্যমান ব্যবহার জোন থেকে বিরত রাখতে হবে এবং একটি অনুমোদিত অঞ্চলে স্থানান্তর করতে হবে।

তবে, গঠন ব্যবহারের অবস্থা, আকার, শর্ত বা ওভারলে সুবিধা জমির রক্ষণাবেক্ষণ এবং ছোটখাট মেরামতের কাজ নির্দিষ্ট পদ্ধতির সঙ্গে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি না নিয়ে কোন ফর্ম পরিবর্তন করা যাবে না।

অ-অনুসরণকৃত ব্যবহার সাইট/সুবিধা চিহ্নিত করা প্রয়োজন, সম্পূর্ণ বিস্তারিত তালিকা প্রস্তুত এবং নিরীক্ষণের উদ্দেশ্যে নিয়মিত অবস্থা পর্যক্ষেণ করা উচিত।

সাধারণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা

অ-অনুসরণকৃত কাঠামো সমূহ নিম্নক্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দ্বারা পরিচালিত হবে:

- সর্বোচ্চ ৫ বছর সময়ের মধ্যে অ অনুসারী ব্যবহার যারা একটি নির্দিষ্ট অনুমোদিত ব্যবহার জোনে স্থানান্তর করতে হবে। তবে এই সময়ের ব্যপ্তি কর্তৃপক্ষ বাস্তব পরিস্থিতির উপর বিবেচনা করে নিতে পারবে। তবে, সর্বোচ্চ ৫ বছর সময় অনুমোদিত হতে পারে।
- কিশোরগঞ্জ পৌরসভা এই সম্ভবপর সময় সীমার মধ্যে পরিবর্ধন, পরিবর্তন এবং যারা ব্যবহার সম্প্রসারণ সীমিত করার জন্য কঠোর থাকবে।
- কিশোরগঞ্জ পৌরসভা অনুমোদিত জোনে স্থানান্তর নিশ্চিত করার জন্য কর্তৃপক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন ও নিরীক্ষণ করবে।
- স্থানান্তরের ক্ষেত্রে অধিক কালক্ষেপন করলে অতিরিক্ত উচ্চ ট্যাক্স আরোপন করতে হবে। অন্যদিকে অনুমোদিত অঞ্চলে স্থানান্তরের জন্য উদ্দীপক আকারে ভর্তুকি, কর অবকাশ ইত্যাদি প্রদান করা যেতে পারে।

অসঙ্গতিপূর্নভূমি ব্যবহার এবং কাঠামো সনাক্তকরণ ও নিবন্ধন

কিশোরগঞ্জ পৌরসভা যদি কোনো আইন বা সংশোধনী তারিখ (যদি করা হয়ে থাকে) হতে সব ধরনের অ অনুসারী চিহ্নিত এবং নিবন্ধন করবে। অ অনুসারী ব্যবহার বা কাঠামো চিহ্নিত বা নিবন্ধন করতে ব্যর্থতা বা কর্তৃপক্ষের অবহেলা এই রেগুলেশন আওতার থেকে ব্যতিক্রম না।

অসঙ্গতিপূর্নভূমি ব্যবহার এবং কাঠামোর ধারাবাহিকতা

কোনো অ অনুসারী ব্যবহার বা কাঠামো কর্তৃপক্ষ দ্বারা উপলব্ধ সময়ের মধ্যে করা যেতে পারে:

- এটি অ-অনুসারী হতে হবে যেখানে একটি অবস্থান থেকে সরানো যাবে না।
- ব্যবহারের বা কাঠামো অন্য অ অনুসারী ব্যবহার রূপান্তরিত করা হবে না।
- গঠন বা ব্যবহারের কোনো কারণ থেকে ক্ষতি পরে এমন একটি অ-অনুযায়ী ব্যবহার অন্যান্য স্থানে পুনঃস্থাপন করা হবে না।

রক্ষণাবেক্ষণ

অসঙ্গতিপূর্নভূমি ব্যবহারের একটি বিল্ডিং বা অন্যান্য কাঠামোর রক্ষণাবেক্ষণ কাজে অসঙ্গতিপূর্নভূমি ব্যবহার বৃদ্ধির প্রবণতা যাতে উৎসাহিত না হয় এমন অ-কাঠামোগত মেরামত এবং আনুষঙ্গিক পরিবর্তনেরঅনুমোদন দেওয়া যেতে পারে।

৪.৪.৫.২ পরিকল্পনার নমনীয়তা

উপরে বর্ণিত ভূমি ব্যবহার এবং সংশ্লিষ্ট অনুমোদিত ও শর্ত সাপেক্ষে অনুমোদিত ব্যবহার ছাড়াও কিছু কিছু ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট অঞ্চলে নতুন ভূমি ব্যবহার গ্রহণ করতে হতে পারে। এর মূল কারণ হচ্ছে আর্থ-সামাজিক দিক সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট ভবিষ্যতদ্বাণী করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে পরিস্থিতি অনুযায়ী কার্যকরী বিকল্প নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ক. মতৈক্য

পরিকল্পনা অনুমোদন সংক্রান্ত ক্ষেত্রে প্লট ভিত্তিক বিশেষ করে প্লটের সেট ব্যাক অনুমোদনের ক্ষেত্রে বিশেষ পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে। এই বিচ্যুতি অন্যান্য প্লট বা মোট লেআউট অক্ষুন্ন রেখে অনুমোদিত হয়। এসকল ক্ষেত্রে কর্তপক্ষ ঐ নির্দিষ্ট প্লটের অবস্থান অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহন করবেন এবং নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুযায়ী এসকল ক্ষেত্রে আশেপাশের মানুষজনকে আবশ্যিকভাবে জড়িত করতে হবে।

খ. নতুন ব্যবহার

নতুন ব্যবহার বলতে বোঝায় পাবলিক সার্ভিস, ইউটিলিটি কাঠামো বা কমিউনিটির জন্য উপকারী অন্যান্য ব্যবহারের ভবিষ্যত পরিকল্পনা করার সময় কোন নির্দিষ্ট প্লট বা জমির ব্যবহার উপেক্ষা না করা।

এই ধরনের পরিকল্পনা নমনীয়তা একটি কমিউনিটির জন্য অজানা ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয় সরকারী সেবা এবং ইউটিলিটি বিধান সঠিকভাবে কার্যকরী করার জন্য প্রয়োজন। শুধুমাত্র একটি পদ্ধতির মাধ্যমে প্রাপ্ত আনুষ্ঠানিক অনুমতি নিয়ে একটি নির্দিষ্ট জমির ব্যবহার রূপান্তর করা যেতে পারে।

গ. পরিকল্পনা পর্যালোচনা

ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা গ্রহণ করে ভৌত উন্নয়ন পরিকল্পনা করা হয় এবং সেইজন্য নির্দিষ্ট সময় পরপর পরিকল্পনা পর্যালোচনা করে বাস্তবতার নিরিখে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করার বিশেষ পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। এটা অনিবার্য সমস্যা অতিক্রম করতে সাহায্য করে. যা পরিকল্পনা পর্যায়ে আঁচ করা যায় না।

এই বিধান সর্বশেষ তথ্য এবং মাঠ পর্যায়ে তথ্য ব্যবহার করে যথাযথ পরিকল্পনা বিশেষজ্ঞদের দ্বারা প্রতি ৫ বছর পর পর পরিকল্পনা আনুষ্ঠানিকভাবে পর্যালোচনা করা বাঞ্ছনীয়।

পঞ্চম অধ্যায়: ৫

পরিবহন এবং যাতায়াত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা

৫.১ সূচনা

প্রতিবেদনের অত্র অধ্যায়ে ২০৩৩ সাল পর্যন্ত প্রকল্প এলাকার যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থা পরিকল্পনার প্রস্তাবিত উন্নয়ন পরিকল্পনার বর্ণনা করা হয়েছে। এছাড়া যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার উদ্দেশ্য এবং কাঠামো পরিকল্পনা ও ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার সঙ্গে এর সম্পর্কের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

৫.২ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নরুপ:

১. একমুখী চলাচল ব্যবস্থা, বড় যানবাহনের সীমিত প্রবেশাধিকার, উন্নত পরিবহন সংকেত ব্যবস্থা, সড়ক দ্বীপ, গোল চত্বর, পথচারী পারাপার, মোড় ঘুরার জন্য আলাদা লেন, প্রশস্থ বাঁক, পার্কিং নীতি এবং পথচারী ও রিকশার আলাদা লেনসহ পরিবহন ব্যবস্থাপনার জন্য বিভিন্ন টেকসই সমাধান অধ্যয়ন এবং একটি বাস্তবমুখী স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ।
২. শিশুদের জন্য বিশেষ মনোযোগ দিয়ে পথচারী এবং তাদের নিরাপত্তা বিবেচনা করে প্রস্তাবনা।
৩. সড়ক পরিবহন, বাস ও ট্রাক টার্মিনাল, রেল স্টেশন ইত্যাদির বর্তমান ভূমি ব্যবহার মূল্যায়ন এবং সে অনুযায়ী কার্যক্রম সুপারিশ বিশেষ করে পৌরসভার নিজস্ব জায়গার উপর।
৪. বর্তমান ভূমি বন্ধুরতার উপর ভিত্তি করে সড়ক নেটওয়ার্ক প্রস্তুত করে প্রকল্প এলাকার জন্য বেস ম্যাপ তৈরী করা।
৫. সড়ক যোগাযোগ উন্নয়নের জন্য মানদন্ড সুপারিশ যা কিনা দীর্ঘমেয়াদী ও স্বল্পমেয়াদী সড়ক ব্যবস্থার উন্নয়নে দিক নির্দেশনা হিসেবে কাজ করবে। পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ও যাতায়াতের বিভিন্ন পদক্ষেপের জন্য সুপারিশ।

৫.৩ বর্তমান যাতায়াত সুবিধা এবং ঘাটতিসমূহ

৫.৩.১ বর্তমান যাতায়াত ব্যবস্থা এবং আবকাঠামো (সড়ক, রেলপথ, নদীপথ ও আকাশপথ)

ংভৌত জরিপ অনুযায়ী কিশোরগঞ্জ পৌরসভায় মোট ২৫৮.৯২৮ কি.মি সড়ক বিদ্যমান। এর মধ্যে প্রায় ১৫৯.৮৪ কি.মি পাকা সড়ক, প্রায় ৯৩.১৯ কি.মি কাঁচা সড়ক এবং প্রায় ৫.৮৯ কি.মি সেমি পাকা সড়ক রয়েছে। এছাড়া মাঠ পর্যায় জরিপে ২২ টি ব্রীজ/সেতু, ১০৫ টি বক্স কালভার্ট ও ১০ টি পাইপ কালভার্ট পাওয়া গিয়েছে। পৌরসভা এলাকায় একটি রেলব্রীজও পাওয়া গিয়েছে।

বাস টার্মিনাল

প্রকল্প এলাকায় তিনটি বাস টার্মিনাল রয়েছে। ময়মনসিংহ রোড পাশে গাইতাল বাস টার্মিনাল অবস্থিত এবং অন্য দুটি বাস স্ট্যান্ড, বত্রিশ ও একরামপুর বাস স্ট্যান্ড শহরের অন্য জায়গায় অবস্থিত। এছাড়া বিভিন্ন পেট্রোল পাম্পের আশেপাশে অস্থায়ী বাস স্ট্যান্ড রয়েছে।

আন্তঃনগর বাস টার্মিনাল হিসেবে বত্রিশ ও গাইতাল বাস টার্মিনালদ্বয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গাইতাল বাস টার্মিনাল থেকে ছেড়ে যাওয়া বাসসমূহ মূল শহরের পরিবহন রুটকে বাধাগ্রস্ত না করে ঢাকার উদ্দেশ্যে বাইপাস দিয়ে চলাচল করে। করিমগঞ্জ ও একরামপুর বাস স্ট্যান্ড মূলত আন্তঃথানার মধ্যে যাতায়াতে ব্যবহৃত হয়। করিমগঞ্জ ও চামড়াঘাট থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে ছেড়ে আসা প্রায় সব ধরণের বাস কিশোরগঞ্জ শহরের মধ্যে দিয়ে চলাচল করে। এসকল বাস সমূহ বত্রিশ ও একরামপুর বাস স্ট্যান্ডে থেমে যাত্রী ওঠানামা করায়।

ট্রাক টার্মিনাল

কিশোরগঞ্জ পৌরসভায় কোন ট্রাক টার্মিনাল নেই। সব ধরনের ট্রাক প্রধান সড়কের আশেপাশে যত্রতত্র মালামাল ওঠানামা করিয়ে যানবাহন চলাচলকে বিঘ্নিত করে। খাদ্য সামগ্রীর প্রধান কেন্দ্র, বড়বাজার এলাকায় ট্রাকের পণ্য ওঠা-নামা করানোর ফলে ভ্রপক যানজটের সৃষ্টি হয়।

রেলপথ

কিশোরগঞ্জ পৌরসভায় মোট ২.৮২৩ কিমি রেলপথ রয়েছে যার রাইট অফ ওয়ের পরিমাণ ১১-৯৫ মিটার। ময়মনসিংহ ও জামালপুর জেলা, ভৈরব বাজার, গাজীপুর, ঢাকা এবং দেশের অন্যান্য শহরের সাথে কিশোরগঞ্জ পৌরসভার অঞ্চলিক রেল যোগাযোগ স্থাপন করেছে এই রেলপথ। কিশোরগঞ্জ রেল স্টেশন কিশোরগঞ্জ শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত। কৃষি, ব্যবসাসিারণি সামগ্রী ও অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রী পরিবহনের পাশাপাশি যাত্রী পরিবহনেও এই রেল স্টেশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলছে যা কিনা পৌরসভার আঞ্চলিক যোগযোগ বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে।

নদীপথ

যদিও নরসুন্দা নদী সমগ্র প্রকল্প এলাকার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে, কিন্তু তা জলপথ হিসেবে ব্যবহৃত হয় না। ঐতিহাসিক পটভূমি বিবেচনা করে বলা যায় যে মানুষ বা পণ্য পরিবহনের জন্য এ নদীর অনেক সম্ভাবনা রয়েছে যদি সঠিক এর রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়।

আকাশপথ

কিশোরগঞ্জ জেলা ঢাকা এবং সিলেটের অতি নিকটবর্তী। উভয় শহরে একটি করে আর্ন্তজাতিক বিমানবন্দর রয়েছে। সুতরাং, কিশোরগঞ্জে কোন বিমান বন্দর বা এ ধরনের সুবিধার প্রয়োজনীয়তা না থাকাইস্বাভাবিক। কিন্তু একটি জেলা শহর হিসেবে কিশোরগঞ্জের এধরনের সুবিধা প্রয়োজন এবং বর্তমানে নতুন স্টেডিয়াম হেলিপ্যাড হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে যা কিছু সময়ের জন্য যথেষ্ট।

৫.৩.২ সড়কের বৈশিষ্ট্য এবং কার্যক্রমের শ্রেণিবিভাগ

দুইটি আঞ্চরিক মহাসড়ক ও জেলা সড়ক পৌরসভার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেছে। কোন জাতীয় মহাসড়ক এ শহরের মধ্যে দিয়ে অতিক্রান্ত হয়নি। সড়কের বৈশিষ্ট্য, দৈর্ঘ্যসহ আন্তঃজেলা ও আন্তঃশহরের যানবাহন পরিবহনকারী বর্তমান সড়ক এবং আঞ্চলিক মহাসড়ক সমূহের বর্ণনা নিম্নে দেওয়া হল। **মানচিত্র ৫.১** এ কিশোরগঞ্জ পৌরসভায় বিদ্যমান সড়ক যোগাযোগের চিত্র দেখানো হয়েছে।

সারণি-৫.১: প্রকল্প এলাকার গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা সমূহ

রাস্তার প্রকার	রাস্তার আই ডি	রাস্তার নাম	দৈর্ঘ্য (কি.মি.)	Carriagewayপ্রস্থ (মি.)	ROW প্রস্থ (মি)
আঞ্চলিক মহাসড়ক	R-৩৬০	রঘুরামপুর-কিশোরগঞ্জ-ভৈরব বাজার সড়ক	১০.০২	৫.৫০ মি-৬.৪৯ মি	১০.৯৭ মি-১৭.০৬স
	R-৩৬৪	রঘুরামপুর-কিশোরগঞ্জ (বটতলী সংযোগ সড়ক) সড়ক	৩.১৬	৫.৫০ মি-৬.৪৯ মি	১০.৯৭ মি-১৮.০০ মি
		মোট	**১৩.১৮**		
জেলা মহাসড়ক	Z-৩৬০২	কিশোরগঞ্জ_নিকলী সড়ক	২.৫৯	৪.৫৭ মি	৭.৬২ মি-৯.১৪ মি
	Z-৩৬০৩	কিশোরগঞ্জ-করিমগঞ্জ-চামড়াঘাট-মিঠামইন সড়ক	২.৫২	৫.৪৫ মি	৬.৭০ মি-১২.১৯ মি
	Z-৩৬০৪	কিশোরগঞ্জ-হোসেনপুর সড়ক	২.৭৯	৬.৭০ মি	৮.৮৪ মি-১৪.৩২ মি
	Z-৩৬১৬	মঠখোলা-পাকুন্দিয়া-কিশোরগঞ্জ সড়ক	৪.৩৬	৪.৫৭ মি	৭.৬২ মি-১০ মি
		মোট	**১২.২৬**		
প্রাইমারী সড়ক		নীলগঞ্জ সড়ক	০.৬৪	৩.০৫ মি	৫.৪৫ মি-৬.৭০ মি
		মনিপুরীঘাট সড়ক	০.৫৫	৩.৬৮ মি	৯ মি
		জলসা মোড়-এতিমখানা সড়ক	০.৭৯	৩.৬৮ মি	৮ মি
		নাবুয়া লাইব্রেরী-মোরগ মহল মোড়	০.৬৫	৩.৬৮ মি	৮.৫ মি
		ফিসারি রোড	০.৫৮	৩.০৫ মি	৮ মি

সূত্র: সড়ক ও জনপথ বিভাগ, কিশোরগঞ্জ, ২০১৩

সড়কের কার্য বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে প্রকল্প এলাকার সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থাকে নিম্নে বর্ণিত ৪ টি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে:

- আঞ্চলিক সড়ক
- প্রাইমারী সড়ক/জেলা সড়ক
- সেকেন্ডারী
- লোকাল সড়ক

প্রকল্প এলাকার সড়ক সমূহকে প্রাইমারী সড়ক, সেকেন্ডারী সড়ক ও লোকাল সড়কে বিভক্ত করা হয়েছে। যাতায়াত ও পরিবহন জরিপ থেকে দেখা গেছে যে পৌরসভায় মোট সড়কের দৈর্ঘ্য প্রায় ৩৬৭.৬১ কি.মি. যার মধ্যে প্রাইমারী সড়কের দৈর্ঘ্য ৭৩.২৬ কি.মি., সেকেন্ডারী সড়কের দৈর্ঘ্য ৬৬.৪৯ কি.মি., লোকাল সড়কের দৈর্ঘ্য ৩৬.১৪ কি.মি. এবং অবশিষ্ট একসেস্ সড়ক। সারণি ৫.২ এ প্রকল্প এলাকার সড়কের শ্রেণীবিন্যাস দেখানো হয়েছে।

সারণি-৫.২: প্রকল্প এলাকার বিদ্যমান সড়কের শ্রেণিবিন্যাস

সড়কের শ্রেণি	দৈর্ঘ্য (কিমি)	শতকরা হার
আঞ্চলিক	১০.০২	৫.০৩
প্রাইমারী	৭৩.০৩	৩৬.৬৩
সেকেন্ডারী	৬৩.৪০	৩১.৮০
লোকাল	৫২.৯০	২৬.৫৩
মোট	**১৯৯.৩৫**	**১০০**

সূত্র: BETS কর্তৃক সম্পাদিত পরিবহন ও যানবাহন জরিপ, ২০১৩

ম্যাপ ৫.১ঃ প্রকল্প এলাকায় বর্তমান সড়ক ব্যবস্থার শ্রেনীবিন্যাস

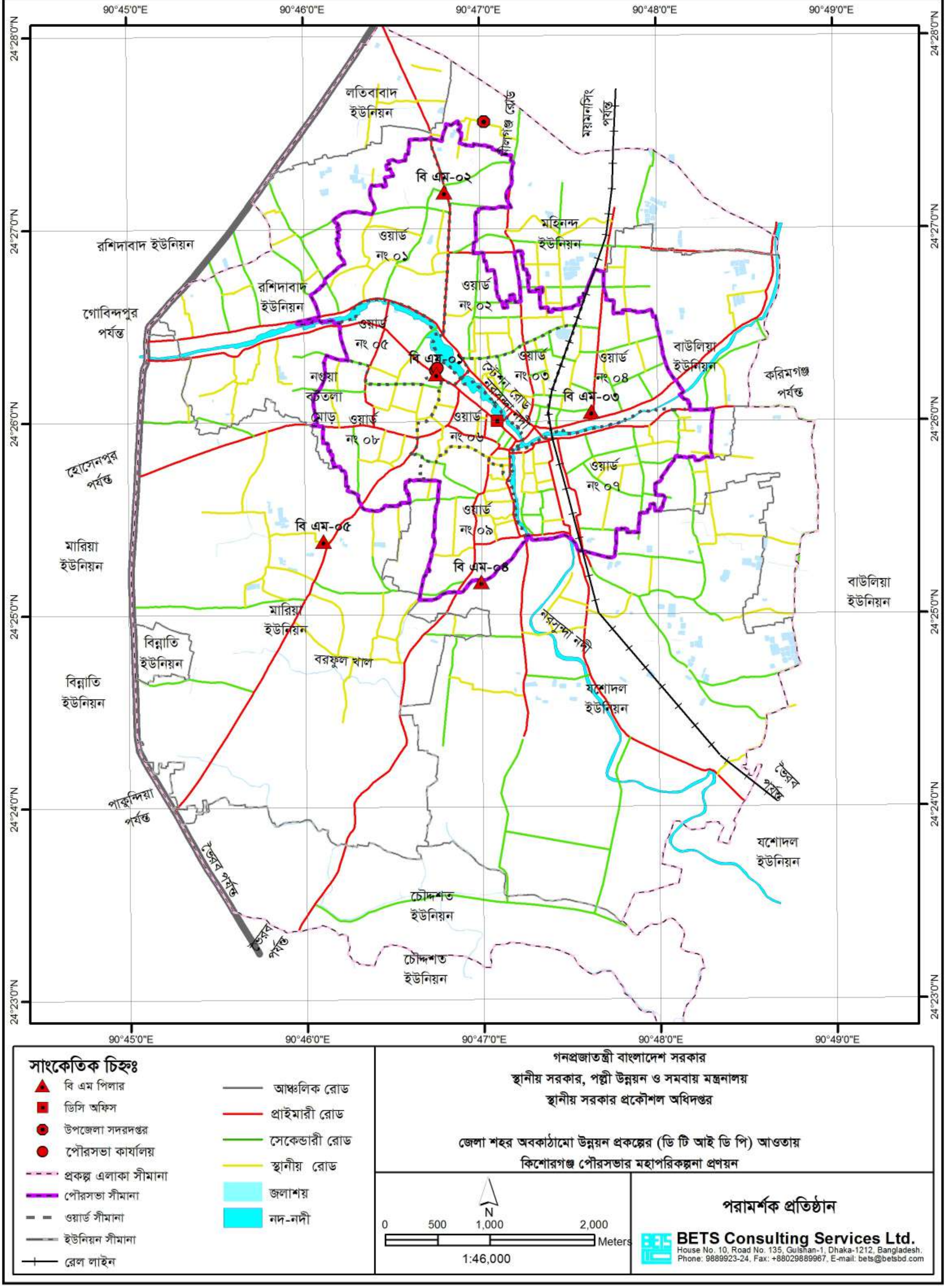

৫.৩.৩ যানবাহনের প্রকৃতি

কিশোরগঞ্জ পৌরসভায় সড়ক যোগাযোগের ক্ষেত্রে সব ধরনের মাধ্যমই উপস্থিত রয়েছে। সাধারণত এক্ষেত্রে কার, জীপ, মাইক্রোবাস, অটোরিক্সা/টেম্পো, মোটর সাইকেল, বাস, ট্রাক, মিনিবাস, রিক্সা, রিক্সা ভ্যান, ঠেলাগাড়িএবং বাইসাইকেল ব্যবহৃত হয়। নিম্নলিখিত পরিসংখ্যান প্রকল্প এলাকার আটটি প্রধান জংশনের মধ্যে মোডাল শেয়ার প্রদর্শন করছে।

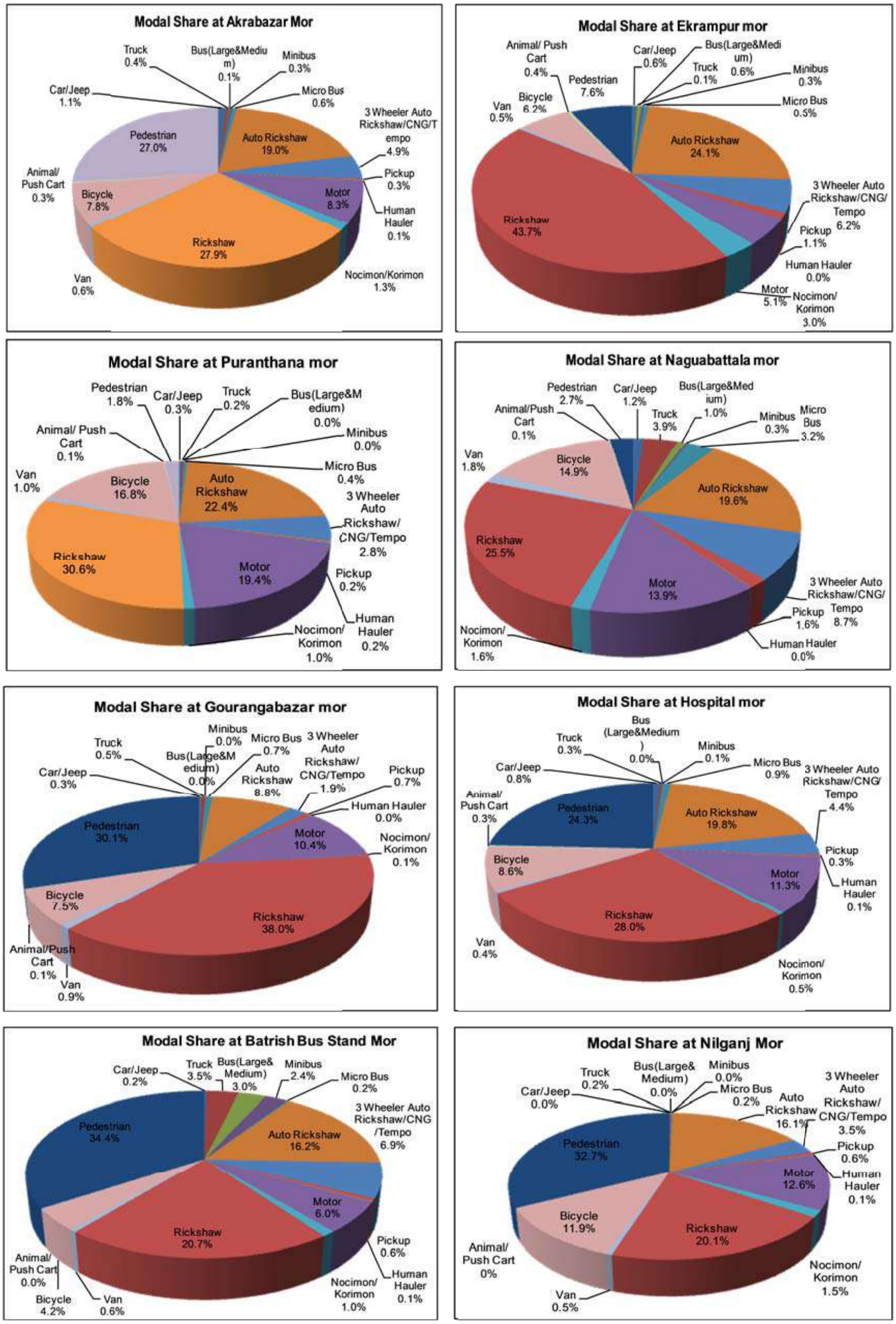

চিত্র-৫.১: প্রকল্প এলাকার আটটি প্রধান জাংশনের মোডাল শেয়ার

৫.৩.৪ পরিবহনের তীব্রতা ও প্রধান যানজটের কেন্দ্র

প্রধান সংযোগস্থল

নীলগঞ্জ মোড় দিয়ে প্রতিদিন সব ধরনের যানবাহন চলাচল করে থাকে। শনিবার থেকে শুক্রবার প্রচুর পরিমাণে বাণিজ্যিক যানবাহন এ এলাকায় চলাচল করে। ফলে অত্র অঞ্চলে সবসময় যানজট লেগে থাকে।

গৌড়াঙ্গ বাজার মোড় ৩টি সড়কের সংযোগস্থল। এখানে কোন ট্রাফিক কন্ট্রোল ব্যবস্থা নেই। সবচেয়ে ব্যস্ত পাইকারী বাজার, শপিং সেন্টার ইত্যাদির কারণে এ এলাকা সবসময় ব্যস্ত থাকে। বড়বাজার, মোরগমল, কাঁচা বাজার এ এলাকাকে সবচেয়ে ব্যস্ত জায়গা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

বত্রিশ বাস স্ট্যান্ড মোড়টি বাস স্ট্যান্ড সংলগ্ন। ভৈরব, ঢাকাগামী সব ধরণের যানবাহন এ এলাকা দিয়ে চলাচল করে। এটি আন্ত: উপজেলা বাস স্ট্যান্ড হিসেবেও ব্যবহৃত হয়।

সারণি-৫.৩: পৌরসভার বিভিন্ন স্থানের ADT এবং PCU

ক্রমিক নং	সংযোগ স্থল/মোড়	সংযোগ সড়কের নাম	PCU	দৈনিক পরিবহন গড় (ADT)
১	নীলগঞ্জ মোড়	নীলগঞ্জ মোড় – কানিকাটা সড়ক	৩২৮৮	৩৯৯০
		নীলগঞ্জ মোড় – কলাপাড়া সড়ক	৪৬৬২	৫৮০২
		নীলগঞ্জ মোড়-খড়মপট্টি সড়ক	৪১৭৮	৫৭২৮
		নীলগঞ্জ মোড় – শহিদী মসজিদ	৩১০০	৩২৫৭
২	আকরাবাজার মোড়	আকরাবাজার– পিটিআই মোড়	৪৭৯২	৭৪৩৫
		আকরাবাজার -নাগুয়া	১১৭৭	১৫৭২
		আকরাবাজার-বড় বাজার	৩৩৭৯	৪১৫৭
		আকরাবাজার-কালির বাজার	২৬২৬	৩৪৯৮
৩	বত্রিশ বাস স্ট্যান্ড মোড়	বত্রিশ বাস স্ট্যান্ড মোড় – মনিপুর ঘাট	৩০৮৮	৪২৮৫
		বত্রিশ বাস স্ট্যান্ড মোড় – জিলা স্বরণী	২৭০৫	৪২১৫
		বত্রিশ বাস স্ট্যান্ড মোড় – আমরিটোলা	১৫০৬৯	৩৯০৭
৪	গৌড়াঙ্গ বাজার মোড়	গৌড়াঙ্গ বাজার মোড় – বড় বাজার	১৫৪৮১	২২৯০৮
		গৌড়াঙ্গ বাজার মোড় – পৌরসভা	১২১৯০	২১৫২১
		গৌড়াঙ্গ বাজার মোড়-স্টেশন রোড	১৫০৬৯	১৯৩৪১
৫	পুরাতন থানা মোড়	পুরাতন থানা মোড় -করিমগঞ্জ	১১৯১২	১৩১৩৪
		পুরাতন থানা মোড় – শোলাকিয়া সড়ক	১২১৯০	১৮৯২২
		পুরাতন থানা মোড় – ময়মনসিংহ সড়ক	১৫০৬৯	২২৪১০
৬	হসপিটাল মোড়	হাসপাতাল-স্টেশন রোড	১০৯৬৯	১৫৯৫৫
		ময়মনসিংহ-হসপিটাল মোড়	১০৭০৭	১৭২৯১
		পাগলা মসজিদ-হসপিটাল মোড়	৭১৯৫	১৩৮৪৩
৭	নাগুয়া বটতলা মোড়	নাগুয়া বটতলা-আকরাবাজার	৭১৭৫	৮১২২
		নাগুয়া বটতলা-ওয়ার্ড ৮	১৫৬৮	২৩৫৫
		নাগুয়া হতে বটতলা	৫৬৫৭	৬৭৩৬
		নাগুয়া বটতলাহতে হোসেনপুর	৫১১৩	৫৮৫৬
৮	একরামপুর মোড়	একরামপুর মোড়-বড় বাজার	১৫৪৮১	২২৯০৮
		একরামপুর মোড়-পৌরসভা	১২১৯০	২১৫২১
		একরামপুর মোড়- ষ্টেশন রোড	১৫০৬৯	১৯৩৪১

সূত্র: BETS কর্তৃক সম্পাদিত পরিবহন ও যানবাহন জরিপ, ২০১৩

যানবাহনের প্রধান উৎপত্তিস্থল এবং যানজট প্রবণ এলাকা

কিশোরগঞ্জ পৌরসভার বেশ কয়েকটি স্থান হতে যানবাহন পরিচালিত হয়। পৌরসভার কেন্দ্রীয় এলাকা যানবাহনের প্রধান উৎপত্তিস্থল। এছাড়া বিভিন্ন সরকারী দপ্তর, সিনেমা হল, শপিং সেন্টার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি যানবাহনের উৎপত্তিস্থল হিসেবে কাজ করে। মূলতঃনিম্নোক্ত মোড়গুলোতে যানজটের সৃষ্টি হয়।

১. নীলগঞ্জ মোড়
২. গৌড়াঙ্গ বাজার মোড়
৩. আকরাবাজার মোড়
৪. নাগুয়া বটতলা মোড়
৫. হসপিটাল মোড়
৬. পুরাতন থানা মোড়
৭. বত্রিশ বাস স্ট্যান্ড
৮. একরামপুর বাস টার্মিনাল মোড়

৫.৩.৫ লেভেল অফ সার্ভিস: যানজট ও বিলম্বের মাত্রা

সড়কের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও চলাচলকৃত যানবাহনের সংখ্যা নির্ণয়ের মাধ্যমে সড়কের সুবিধা-অসুবিধা বের করার জন্য লেভেল অফ সার্ভিস ব্যবহৃত হয়। সড়কে চলাচলকৃত যানবাহনের পরিমাণ ও সড়কের ধারণ ক্ষমতার অনুপাত হিসাব করে জরিপকৃত সড়কের লেভেল অফ সার্ভিস নির্ণয় করা হয়েছে।

সারণি-৫.৪: লেভেল অফ সার্ভিসের মানদন্ড

লেভেল অফ সার্ভিস		V/C অনুপাত
লেভেল অফ সার্ভিস A	মুক্ত প্রবাহ অঞ্চল	≤ ০.৩৩
লেভেল অফ সার্ভিস B	স্থিতিশীল প্রবাহ অঞ্চল	≤ ০.৫০
লেভেল অফ সার্ভিস C	স্থিতিশীল প্রবাহ অঞ্চল	≤ ০.৬৫
লেভেল অফ সার্ভিস D	পরিবর্তনশীল প্রবাহ	≤ ০.৮০
লেভেল অফ সার্ভিস E	পরিবর্তনশীল প্রবাহ	≤ ১.০
লেভেল অফ সার্ভিস F	কম গতিতে বাধ্য প্রবাহ	> ১

সারণি-৫.৫: বিভিন্ন সড়কের লেভেল অফ সার্ভিস মূল্যায়ন

ক্রমিক নং	সড়কের নাম	Traffic volume PCU** /peak hour (V)	Crest width (m)	Capacity (C)	V/C ratio	Level of Service
১.	নীলগঞ্জ মোড় – কানিকাটা সড়ক	১৪৭.৯৭	৩	৪০০	০.৩৭	B
২.	নীলগঞ্জ মোড় – কলাপাড়া সড়ক	১৪৬.০৪	৩	৪০০	০.৩৭	B
৩.	নীলগঞ্জ মোড়-খড়মপট্টি সড়ক	১৩৬.১৫	৩	৪০০	০.৩৪	B
৪.	নীলগঞ্জ মোড় – শহিদী মসজিদ	৮৬.২৮	৩	৪০০	০.২২	A
৫.	আকরাবাজার-পিটিআই মোড়	৩৭১.৮৬	৩.৫	৪০০	০.৯৩	E
৬.	আকরাবাজার-নাগুয়া	১০৬.৮১	৩	৪০০	০.২৭	A
৭.	আকরাবাজার– বড় বাজার	৩৩২.১	৪	৬০০	০.৫৫	C
৮.	আকরাবাজার-কালির বাজার	৫৪.৫৬	৪	৬০০	০.০৯	A
৯.	বত্রিশ বাস স্ট্যান্ড মোড় – মনিপুর ঘাট	১৫২.৮৬	৩	৪০০	০.৩৮	B
১০.	বত্রিশ বাস স্ট্যান্ড মোড় – জিলা স্বরণী	১৫৬.৯৮	৩.৫	৪০০	০.৩৯	B
১১.	বত্রিশ বাস স্ট্যান্ড মোড় – আমরিটোলা	১১৮.২৪	৪	৬০০	০.২০	A
১২.	গৌড়াঙ্গ বাজার মোড় – বড় বাজার	৭৭৬.২৮	৪	৬০০	১.২৯	F
১৩.	গৌড়াঙ্গ বাজার মোড় – পৌরসভা	৬৪৫.৪৫	৭.৪৪	১২০০	০.৫৪	C
১৪.	গৌড়াঙ্গ বাজার মোড়-স্টেশন রোড	৯৬৩.৬৫	৪	৬০০	১.৬১	F
১৫.	পুরাতন থানা মোড়-করিমগঞ্জ	৯৬১.৫৬	৫.৪৫	৮০০	১.২০	F
১৬.	পুরাতন থানা মোড়-শোলাকিয়া সড়ক	৪৬৭.৩৫	৪	৬০০	০.৭৮	D
১৭.	পুরাতন থানা মোড় –ময়মনসিংহ সড়ক	১১৬৬.৭০	৫.৫	৮০০	১.৪৬	F
১৮.	হাসপাতাল-স্টেশন রোড	৮০৩.৪৪	৪	৪০০	২.০১	F
১৯.	ময়মনসিংহ-হসপিটাল মোড়	৬০৩.৬৩	৪	৬০০	১.০১	F
২০.	পাগলা মসজিদ-হসপিটাল মোড়	২০৭.৪৯	৩	৪০০	০.৫২	C
২১.	নাগুয়া বটতলা-আকরাবাজার	১৮০.৫৬	৩	৪০০	০.৪৫	B
২২.	নাগুয়া বটতলা-ওয়ার্ড ৮	১০৬.৮১	৩.৫	৪০০	০.২৭	A
২৩.	নাগুয়া হতে বটতলা	১৬৭.৩২	৩.৫	৪০০	০.৪২	B
২৪.	নাগুয়া বটতলাহতে হোসেনপুর	৬৬২.৭৫	৬.৭০	১০০০	০.৬৬	D
২৫.	একরামপুরমোড় –বড় বাজার	৩২৮.৭৫	৪	৬০০	০.৫৫	C
২৬.	একরামপুর মোড় –পৌরসভা	৭৮৩.৮৫	৪	৬০০	১.৩১	F
২৭.	একরামপুরমোড়-স্টেশন রোড	৮০৩.৪৪	৬	১০০০	০.৩৭	B

সূত্র: BETS কর্তৃক সম্পাদিত পরিবহন ও যানবাহন জরিপ, ২০১৩

** পরামর্শকদের ৩ দিনের জরিপের উপর ভিত্তি করে,*

*** PCU= যাত্রী গাড়ির একক*

৫.৩.৬ প্রকল্প এলাকার যান্ত্রিক এবং অযান্ত্রিক যানবাহনের তালিকা

প্রকল্প এলাকায় চলাচলকারী বিভিন্ন যানবাহনের প্রকার নির্ণয়ের জন্য যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক যানবাহনের একটি তালিকা তৈরী করা হয়েছে। সারণি ৫.৬ কিশোরগঞ্জ জেলায় ২০১৩ সালে নিবন্ধনকৃত যান্ত্রিক যানবাহনের তালিকা প্রদান করা হল। অপরদিকে, সারণি ৫.৭ ও সারীন ৫.৮ এ যথাক্রমে গত তিন বছরে কিশোরগঞ্জে অযান্ত্রিক যানবাহনের বৃদ্ধির হার ও অনিবন্ধিত রিক্সা, ভ্যান, ইজি-বাইক ও অটোরিক্সা ইত্যাদিও তালিকা দেখানো হয়েছে।

সারণি-৫.৬: জেলা পর্যায়ে রেজিস্ট্রিকৃত যান্ত্রিক যানবাহনের তালিকা

ক্রমিক নং	যানবাহনের শ্রেণী	সংখ্যা
১	মোটর সাইকেল (হ)	৫৯৬৭
২	মোটর সাইকেল (হ)	১১৭৩
৩	অটোরিক্সা (থ)	১৫৩১
৪	মিনিবাস	২১
৫	বাস	৪৫
৬	ভ্যান	২

ক্রমিক নং	যানবাহনের শ্রেণী	সংখ্যা
৭	ট্রাক (৫ টন)	১২
৮	মিনিট্রাক (৫ টনের নিচে)	৩
৯	পিকআপ (ভাড়া)	৩
১০	পিকআপ (ব্যক্তিগত)	২৮
১১	জীপ	৪১
১২	প্রাইভেট কার (গ)	৫
১৩	প্রাইভেট কার (ক)	১
১৪	প্রাইভেট কার (খ)	২
১৫	মাইক্রোবাস (প্রাইভেট)	৩
১৬	মাইক্রোবাস (ভাড়া)	৪৬
১৭	ট্রাক্টর (সেচ)	৪২৫
১৮	ট্রাক্টর (মালটানা)	১৪৪
১৯	অটো রিক্সা	২৮
মোট		৯৪৮০

সূত্র: বিআরটিএ, কিশোরগঞ্জ ২০১৩

সারণি-৫.৭: কিশোরগঞ্জ পৌরসভায় নিবন্ধিত অযান্ত্রিক যানবাহনের তালিকা

ক্রমিক নং	শ্রেণি	সংখ্যা		
		২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪*
০১.	রিক্সা	৩১৯০	১৯১৯	১৫৪৯
০২.	রিক্সা ভ্যান	১৪৬	৫৭	৫২
০৩.	ঠেলাগাড়ী	৩০	-	-
০৪.	অটো রিক্সা	-	১৯০	৩৩১
মোট		৩৩৬৬	২১৬৬	১৯৩২

*সূত্র: কিশোরগঞ্জ পৌরসভা, ২০১৪ * মে, ২০১৪ পর্যন্ত*

সারণি-৫.৮: অনিবন্ধিত রিক্সা, ভ্যান, ইজি-বাইক ও অটোরিক্সা ইত্যাদি

রিক্সা	ভ্যান	ইজি-বাইক ও অটোরিক্সা	টেম্পো	নসিমন/করিমন/ভটভটি
১৪১৯	১৭২	১২৭	৩৬	১৩৯

সূত্র: জেলা পরিসংখ্যান, কিশোরগঞ্জ, ২০১১, বিবিএস

৫.৩.৭ বাস রুট

বত্রিশ ও গাইতল বাস স্ট্যান্ড প্রকল্প এলাকার দুটি গুরুত্বপূর্ণ বাস স্ট্যান্ড যেখান থেকে বিভিন্ন আন্তঃনগর বাস সমূহ যাত্রা করে। কিশোরগঞ্জ পৌরসভায় চলাচলকারী বিভিন্ন বাসের রুট সমূহ সারণি ৫.৯ এ দেখানো হয়েছে।

সারণি-৫.৯: কিশোরগঞ্জ পৌরসভা থেকে বাস রুট

উৎস	গন্তব্য	দৈনিক মোট বাসের সংখ্যা
কিশোরগঞ্জ	ময়মনসিংহ	৪৭
কিশোরগঞ্জ	ঢাকা (মহাখালী)	১৭৫
কিশোরগঞ্জ	ঢাকা (সায়দাবাদ)	১০০
কিশোরগঞ্জ	টাঙ্গাইল	৪
কিশোরগঞ্জ	চট্টগ্রাম	১
মোট		৩২৭

সূত্র: BETS কর্তৃক সম্পাদিত পরিবহন ও যানবাহন জরিপ, ২০১৩; BRTC, কিশোরগঞ্জ, ২০১৩; এবং কিশোরগঞ্জ সড়ক পরিবহন সমিতি, ২০১৩

৫.৩.৮ রেল যোগাযোগ

ময়মনসিংহ ও জামালপুর জেলা, ভৈরব বাজার, গাজীপুর, ঢাকা এবং দেশের অন্যান্য শহরের সাথে কিশোরগঞ্জ পৌরসভার অঞ্চলিক রেল যোগাযোগ স্থাপন করেছে এই রেলপথ। কিশোরগঞ্জ রেল স্টেশন কিশোরগঞ্জ শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত। কৃষি, ব্যবসাসিারণি সামগ্রী ও অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রী পরিবহনের পাশাপাশি যাত্রী পরিবহনেও এই রেল স্টেশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলছে যা কিনা পৌরসভার আঞ্চলিক যোগযোগ বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে।

সারণি-৫.১০: কিশোরগঞ্জ হতে ট্রেনের সময়সূচি

প্রকার	ট্রেনের নাম	ছাড়ার সময়	গন্তব্য
আন্তঃনগর	এগারসিন্দুর প্রভাতী	৬.৪৫	ঢাকা
	এগারসিন্দুর গোধূলি	১২.৪৫	
লোকাল	ঈসাখাঁ এক্সপ্রেস	১০.২৭	
মেইল	ময়মনসিংহ এক্সপ্রেস	৯:২৫	চট্টগ্রাম
লোকাল	-	১:০৫	ভৈরব
লোকাল	-	৮:২৫ ও ৫:২২	ময়মনসিংহ
মেইল	ঈসাখাঁ মেইল ট্রেন	১৮:৪৭	
মেইল	ময়মনসিংহ এক্সপ্রেস	১:৪৫	বঙ্গবন্ধু সেতু পূর্ব

সূত্র: বাংলাদেশ রেলওয়ে, কিশোরগঞ্জ জেলা

সারণি-৫.১১: রেলওয়ের মাধ্যমে পরিবহনকৃত যাত্রী ও পণ্যের তালিকা

অর্থ বছর	যাত্রী		মালামাল	
	সংখ্যা	বৃদ্ধি (%)	পরিমান	বৃদ্ধি (%)
২০০৯-২০১০	২,৬৮,২৬৬	-	৫,১৯৮ কেজি	-
২০১০-২০১১	৩,৫৪,০২২	৩১.৬৭	৫,২৯৬ কেজি	১.৮৯
২০১১-২০১২	৩,৪২,৫৬০	-৩.২৪	৫,২৭৫ কেজি	-০.৩৯
২০১২-২০১৩	৩,৩৬,২৩৩	-১.৮৫	৩,৬৪৩ কেজি	-৩০.৯৪

সূত্র: স্টেশন মাস্টার, বাংলাদেশ রেলওয়ে, কিশোরগঞ্জ জেলা

৫.৩.৯ ট্রাক এবং পণ্য পরিবহন

কিশোরগঞ্জ পৌরসভায় কোন ট্রাক টার্মিনাল নেই। সকল ট্রাক রাস্তার আশেপাশে যত্রতত্র অবস্থান করে পণ্য ওঠানামা করায়। কিশোরগঞ্জ পৌরসভায় প্রাপ্ত ট্রাক রুটের চিত্র সারণি ৫.১১ এ দেখানো হল।

সারণি-৫.১২: কিশোরগঞ্জ পৌরসভা থেকে ট্রাক এর রুট

উৎপত্তি	গন্তব্য	দৈনিক মোট ট্রাক ভ্রমণ সংখ্যা (আনুমানিক)
কিশোরগঞ্জ	ময়মনসিংহ	৩২
কিশোরগঞ্জ	ঢাকা	১৯
কিশোরগঞ্জ	চট্টগ্রাম	৩

সূত্র: ইউএঞঝ কর্তৃক সম্পাদিত পরিবহন ও যানবাহন জরিপ, ২০১৩ ও কিশোরগঞ্জ সড়ক পরিবহন সমিতি, ২০১৩

৫.৩.১০ পথচারী

পথচারীর জন্য সুবিধা বলতে বোঝায় যানবাহন চলাচল সড়কের পাশাপাশি ফুটপাথ ও পার্শ্ব রাস্তার ব্যবস্থা থাকা। এটি শুধুমাত্র পথচারী চলাচলের জন্য বিশেষভাবে নক্সা করা হয়। ফুটপাথ নিরাপদজনক এবং দূর্ঘটনা মুক্ত। দুর্ভাগ্যজনকভাবে কিশোরগঞ্জ পৌরসভায় রাস্তার পাশে কোন ফুটপাথ নেই। সড়ক ব্যবস্থাই প্রধান ফুটপাথ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সড়কের পাশে এ ধরণের অপরিকল্পিত পথচারী চলাচল যানবাহন চলাচলে বাধার সৃষ্টি করে।

৫.৩.১১পার্কিং

কিশোরগঞ্জ পৌরসভায় কোন পার্কিং সুবিধা নেই। সকল ধরণের যানবাহন সড়কের পাশে পার্কিং করে থাকে।

৫.৪ আগামী ২০ বছরের ভ্রমন চাহিদা অনুমান

পৌরসভার প্রধান সড়কসমূহে কিছু সময়ের জন্য যানবাহনের আধিক্য লক্ষ্য করা যায়। সাধারণত, পিক আওয়ার যেমন সকাল ৮ ঘটিকা হতে ১১ ঘটিকা এবং বিকেল ৪.৩০ ঘটিকা হতে ৫.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত যানবাহনের আধিক্য থাকে। এছাড়া পর্যবেক্ষণ করে দেখা গিয়েছে যে পৌরসভার প্রধান সড়ক সমূহের প্রস্থ ২০ ফুটের কম যা কিনা ভবিষ্যত উন্নয়নের জন্য বড় বাধা। তাই পরিকল্পনার মানদন্ড অনুযায়ী সড়কের ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। বর্তমান ভ্রমণ চাহিদার প্রেক্ষিতে পরামর্শকগণ নিম্নোক্ত প্রাক্কলন প্রস্তুত করেছেন।

সারণি-৫.১৩: বিভিন্ন রুটের বাস ও বাস যাত্রীর ভ্রমন চাহিদা অনুমান

ক্রমিক নং	বাস রুট কিশোরগঞ্জ হতে	দৈনিক বাস ট্রিপ	যাত্রী ট্রিপ/দিন	বিভিন্ন রুটের বাস যাত্রী				বিভিন্ন রুটের বাস			
		২০১৩		২০১৮	২০২৩	২০২৮	২০৩৩	২০১৮	২০২৩	২০২৮	২০৩৩
১	ময়মনসিংহ	৪৭	২৩৫০	২৬৫৬	৩০০১	৩৩৯১	৩৮৩২	৫৩	৬০	৬৮	৭৭
২	ঢাকা (মহাখালী)	১৭৫	৮৭৫০	৯৮৮৮	১১১৭৩	১২৬২৫	১৪২৬৭	১৯৮	২২৩	২৫৩	২৮৫
৩	ঢাকা (সায়েদাবাদ)	১০০	৫০০০	৫৬৫০	৬৩৮৫	৭২১৪	৮১৫২	১১৩	১২৮	১৪৪	১৬৩
৪	টাঙ্গাইল	৪	২০০	২২৬	২৫৫	২৮৯	৩২৬	৫	৫	৬	৭
৫	চট্টগ্রাম	১	৫০	৫৭	৬৪	৭২	৮২	১	১	১	২
মোট		৩২৭	১৬৩৫০	১৮৪৭৬	২০৮৭৭	২৩৫৯১	২৬৬৫৮	৩৭০	৪১৮	৪৭২	৫৩৩

সূত্র: ১. BETS কর্তৃক সম্পাদিত পরিবহন ও যানবাহন জরিপ, ২০১৩, BRTC, কিশোরগঞ্জ, ২০১৩; ও কিশোরগঞ্জ সড়ক পরিবহন সমিতি, ২০১৩
২. বাস প্রতি ৫০ জন যাত্রী

সারণি-৫.১৪: ২০ বছরের জন্য বাস যাত্রীর ক্রমযোজিত পূর্বাভাস

বছর	প্রকল্প এলাকার জনসংখ্যা	দৈনিক বাস যাত্রী সংখ্যা	দৈনিক বাস ট্রিপ	নতুন বাস (ক্রমযোজিত)
২০১৩	২৮৬৫০০	১৬৩৫০	৩২৭	--
২০১৮	৩৩২২৪৩	১৮৪৭৬	৩৭০	৪৩
২০২৩	৩৯০০৫৮	২০৮৭৭	৪১৮	৯১
২০২৮	৪৬২৮৩০	২৩৫৯১	৪৭২	১৪৫
২০৩৩	৫৫৪৪৮৫	২৬৬৫৮	৫৩৩	২০৬

উৎস: বিবিএস, ২০১১; পরামর্শক দ্বারা অভিক্ষিপ্ত

প্রাক্কলিত ভ্রমণ চাহিদা প্রকাশ করছে যে ২০৩৩ সালের মধ্যে প্রতিদিন ২৬৬৫৮ জন যাত্রী পরিবহনের জন্য বিভিন্ন রুটে প্রায় ২০৬টি বাসের প্রয়োজন হবে। অপরদিকে, রেলে যাত্রী ও পণ্য পরিবহন দিন দিন উল্লেখযোগ্য হারে কমছে। পরিবহন ও যাতায়াত ক্ষেত্রে বর্তমান চাহিদা মেটানোর জন্য বিদ্যমান রেল সুধিার আধুনিকায়ন অতীব জরুরী।

৫.৫ পরিবহন উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তাবনাসমূহ

৫.৫.১ সড়ক নেটওয়ার্ক উন্নয়ন পরিকল্পনা

৫.৫.১.১ সড়ক নেটওয়ার্ক পরিকল্পনা

কিশোরগঞ্জ পৌরসভায় **প্রস্তাবিত** সড়ক শ্রেণিবিভাগ নিম্নরূপ:

১. আঞ্চলিক সড়ক
২. সার্কুলার সড়ক
৩. প্রাইমারী সড়ক
৪. সেকেন্ডারি সড়ক
৫. লোকাল সড়ক

পরামর্শকবৃন্দ কর্তৃক সড়ক নেটওয়ার্ক পরিকল্পনা প্রনয়ণ করার সময় পরিকল্পনার নিম্নলিখিত মানদন্ড অনুসরণ করা হয়েছেঃ

সারণি-৫.১৫: প্রকল্প এলাকায় সড়কের মানদন্ড প্রস্তাবনা

পরিবহন সুবিধার জন্য সড়ক নেটওয়ার্কেরস্থানিক মানদন্ড		
সড়কের শ্রেনী	প্রশস্থতা-ROW (মি)	নতুন নির্মাণ-ROW (মি)
পৌরসভা প্রাইমারী সড়ক	২৪ মিটার	৪০ মিটার
পৌরসভা সেকেন্ডারী সড়ক	১৫ মিটার	২০ মিটার
পৌরসভা লোকাল সড়ক	১২ মিটার	১৪ মিটার
আঞ্চলিক সড়ক	৮০ মিটার	
জেলা সড়ক	৫০ মিটার	
ফুটপাথ	২-৩ মিটার	
সওজ	পৌরসভা মধ্যে সওজ এর সড়ক নেটওয়ার্ক সওজ এর নিয়ম অনুযায়ী হবে	

আঞ্চলিক সড়ক

আঞ্চলিক মহাসড়ক (R-৩৬০) ভৈরব বাজারে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের সাথে প্রকল্প এলাকাকে সংযুক্ত করেছে। প্রকল্প এলাকার পশ্চিম অংশ গাজীপুর, কিশোরগঞ্জ ও ময়মনসিংহ জেলাগুলোকে সংযোগ করে আঞ্চলিক সড়ক হিসেবে থাকবে।

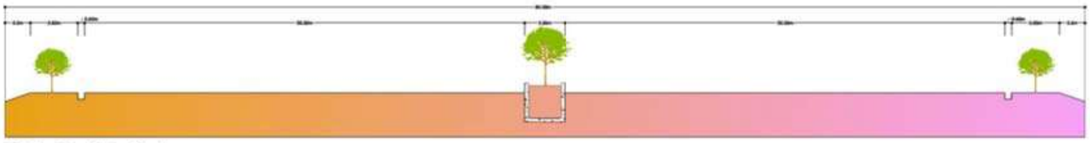

Regional Road (Row=80m)

চিত্র-৫.২: আঞ্চলিক সড়কের ক্রস সেকশন (RoW = ৮০ মিটার)

সার্কুলার সড়ক

সার্কুলার সড়ক হচ্ছে প্রধান রুট যা বিশেষভাবে বাধা ছাড়াই এক স্থান থেকে অন্য অধিক দূরত্বের স্থানে চলাচলের জন্য অধিক সংখ্যক পরিবহনকে পারাপার করে।

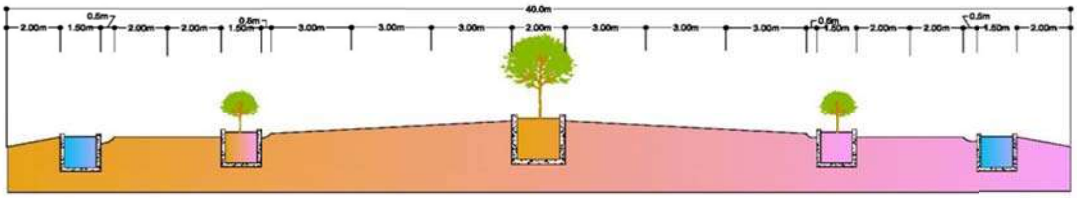

Circular Road (Row=40m)

চিত্র-৫.৩: সার্কুলার সড়কের ক্রস সেকশন (RoW = ৪০ মিটার)

প্রাইমারী সড়ক

পরবর্তী স্তরের সড়ক সমূহ স্থানীয় সরকারী অফিস, গ্রোথ সেন্টার ও অন্যান্য কর্মচঞ্চল এলাকাগুলোকে সংযুক্ত করবে। যেহেতু এ ধরনের সড়ক ব্যবস্থা প্রকল্প এলাকার গুরুত্বপূর্ণ এলাকাসমূহকে সংযুক্ত করবে তাই এ ধরনের সড়কগুলোকে “প্রাইমারী সড়ক” হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। শহরের এই প্রধান সংযোগ সড়কসমূহ কৃষি জমি এবং বিক্ষিপ্ত জনবসতি মধ্য দিয়ে বিশেষ করে গ্রোথ সেন্টারগুলোকে সংযুক্ত করে অতিবাহিত হয়েছে। আদর্শ সড়কের সেকশন চিত্র ৫.৪ এ দেওয়া হল।

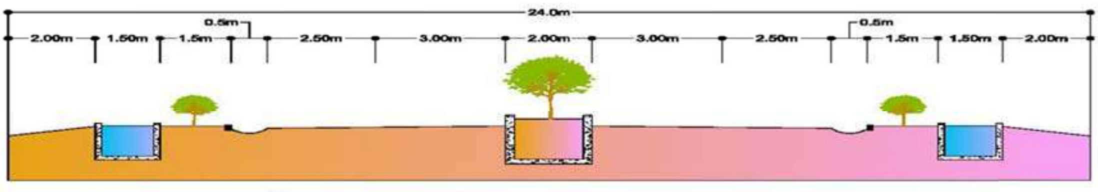

Primary Road (Row=24m)

চিত্র-৫.৪: প্রাইমারী সড়কের ক্রস সেকশন (RoW = ২৪ মিটার)

সেকেন্ডারী সড়ক

সেকেন্ডারী সড়ক স্বল্প দূরত্বের স্কুল, দোকান এবং বিনোদন কেন্দ্রে যাতায়াতের জন্য প্রদান করা হয়।

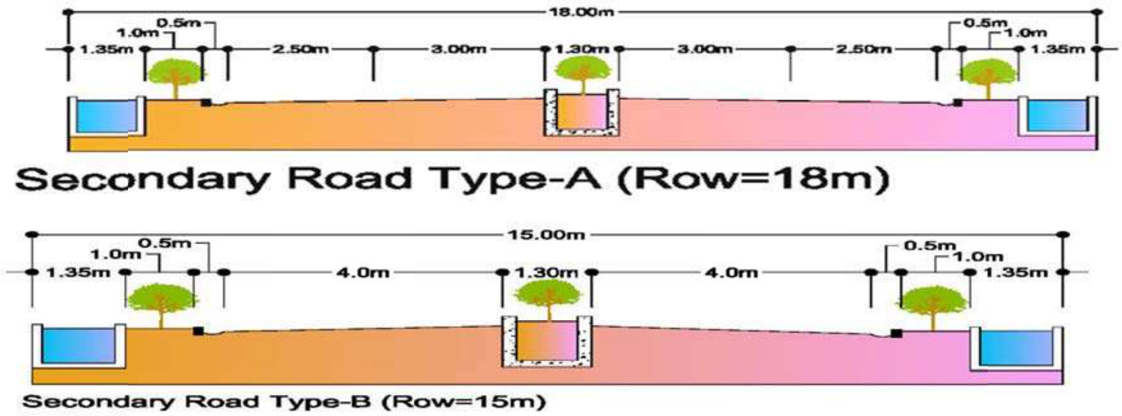

চিত্র-৫.৫: সেকেন্ডারী সড়কের ক্রস সেকশন (RoW = ১৫ মিটার-১৮ মিটার)

লোকাল সড়ক

আবাসিক এলাকা থেকে সেকেন্ডারী সড়কে যেতে লোকাল সড়ক ব্যবহার করা হয়।

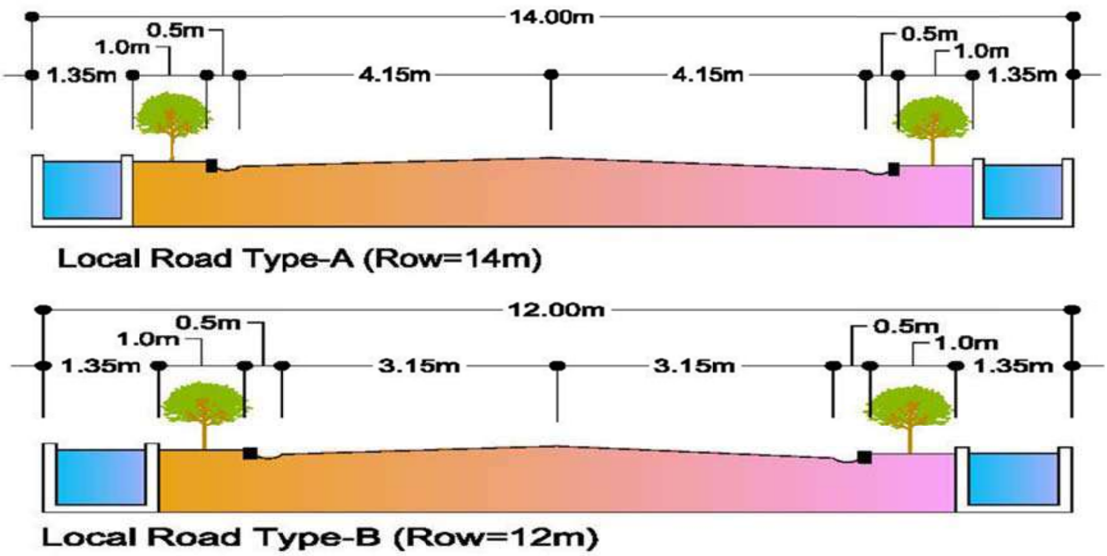

চিত্র ৫.৬: লোকাল সড়ক (RoW = ১২মি-১৪মি)

একসেস সড়ক

একসেস সড়ক আবাসিক এলাকায় গমনাগমন প্রদান করে।

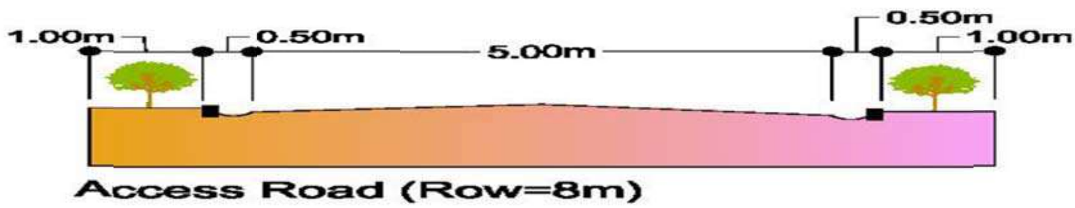

চিত্র ৫.৭: একসেস সড়ক (RoW = ৮ মিটার)

সড়ক ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য নিম্নোক্ত নির্দেশনা সমূহ অনুসরণ করতে হবে:

- সড়কের প্রস্তাবিত শ্রেণিবিভাগ অবশ্যই মেনে চলতে হবে;
- প্রতিটি সড়ক অবশ্যই ঐ শ্রেণির সড়কের সাথে অথবা শ্রেণিবিন্যাসের উপরের বা নিচের শ্রেণির সাথে যুক্ত হতে হবে;
- শুধুমাত্র সেকেন্ডারি সড়ক প্রাইমারী সড়কের সাথে সংযুক্ত হতে পারবে এবং এসকল সংযোগ স্থল T-জাংশন ও নির্দেশনাযুক্ত হতে হবে;
- ব্যক্তিগত ভূমি থেকে প্রাইমারী সড়কে সরাসরি সংযোগের অনুমোদন দেওয়া যাবে না;
- সড়কের ব্যবহার এবং যানবাহনের গতির উপর ভিত্তি করে প্রতিটি সড়কের নক্সা তৈরী করতে হবে;

- লোকাল সড়ক সমূহ এমনভাবে ডিজাইন করতে হবে যাতে করে সেগুলো যানবাহনের গতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে;
- দুইটি লোকাল সড়কের সংযোগস্থল T-জাংশন হতে হবে এবং সুক্ষকৌণিকY-জাংশন পরিহার করতে হবে;
- সংযোগ স্থলে পর্যাপ্ত দূরত্ব থাকতে হবে;
- পথচারী ও বাইসাইকেল সুবিধা সমূহ অবশ্যই অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।
- সড়ক নেটওয়ার্ক পরিকল্পনার ক্ষেত্রে পরামর্শকগণ নিম্নোক্ত মানদন্ড অনুসরণ করেছেন।

৫.৫.১.২ বর্তমান সড়ক নেটওয়ার্ক উন্নয়ন পরিকল্পনা

কিশোরগঞ্জ পৌরসভার জন্য পর্যায়ক্রমিকভাবে উন্নয়ন পদ্ধতি প্রস্তাব করা হয়েছে যেমন, মূল সড়ক নেটওয়ার্ক অর্জনের জন্য পর্যায় ভিত্তিক ভাবে অবকাঠামোগত উন্নয়ন। নিম্নে সড়কের জন্য পর্যায় ভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রমের চিত্র তুলে ধরা হল।

সারণি-৫.১৬: পর্যায় ভিত্তিক সড়ক প্রশস্থকরণ প্রস্তাবনা

সড়কের শ্রেণি	প্রস্তাবিত RoW (মি.)	দৈর্ঘ্য (কি.মি.)			
		১ম পর্যায়	২য় পর্যায়	৩য় পর্যায়	মোট
আঞ্চলিক মহাসড়ক	৮০	-	-	১০.০২	১০.০২
প্রাইমারী	২৪	৩৬.৯৬	১১.২৩	-	৪৮.১৯
সেকেন্ডারী	১৫	১৪.৬৭	১১.০৩	২২.৫৯	৪৮.২৯
লোকাল	১২	১৮.২৫	১২.৫১	১২.৪৯	৪৩.২৪
মোট	-	**৬৯.৮৭**	**৩৪.৭৮**	**৪৫.১০**	**১৪৯.৭৫**

সারণি ৫.১৭: প্রকল্প এলাকার ওয়ার্ড/ইউনিয়ন ভিত্তিক সড়ক প্রশতার প্রস্তাবনা (মিটারে)

ওয়ার্ড/ইউনিয়ন	দৈর্ঘ্য (কি.মি.)			
	প্রাইমারী	সেকেন্ডারী	লোকাল	মোট
ওয়ার্ড-১	২.২০	২.৯২	২.৬০	৭.৭২
ওয়ার্ড-২	২.১৪	২.৩২	২.৩৪	৬.৮০
ওয়ার্ড-৩	২.২৫	১.৫৯	১.৮৩	৫.৬৬
ওয়ার্ড-৪	২.৬৫	১.৭৩	১.০৯	৫.৪৬
ওয়ার্ড-৫	২.৩৪	০.৯৭	০.৬৩	৩.৯৩
ওয়ার্ড-৬	৩.৩৭	০.৫০	১.৪২	৫.৩০
ওয়ার্ড-৭	৪.৭২	২.০৬	১.৭৪	৮.৫১
ওয়ার্ড-৮	২.১৩	১.৮৮	২.৮৬	৬.৮৭
ওয়ার্ড-৯	২.৫৭	২.০৩	২.৬০	৭.২০
বাউলাই	২.২৭	৪.২৬	২.৫১	৯.০৪
বিন্নাতি	১.২৯	-	-	১.২৯
চৌদ্দশত	১.৯৩	৪.২৪		৬.১৭
যশোদল	৫.৫৯	১০.৭৭	৫.৭৭	২২.১৪
লতিবাবাদ	২.৭৬	০.৮০	১.৩২	৪.৮৮
মহিনন্দ	২.২২	২.০৭	৩.৫১	৭.৮০
মারিয়া	১১.৯৭	৫.৪৬	৮.৮৬	২৬.২৯
রশিদাবাদ	৪.৯৭	৫.৬৫	৪.০৫	১৪.৬৭
মোট	**৫৭.৩৮**	**৪৯.২৪**	**৪৩.১৩**	**১৪৯.৭৫**

ম্যাপ ৫.২ঃ প্রকল্প এলাকার প্রস্তাবিত সড়ক ব্যবস্থা

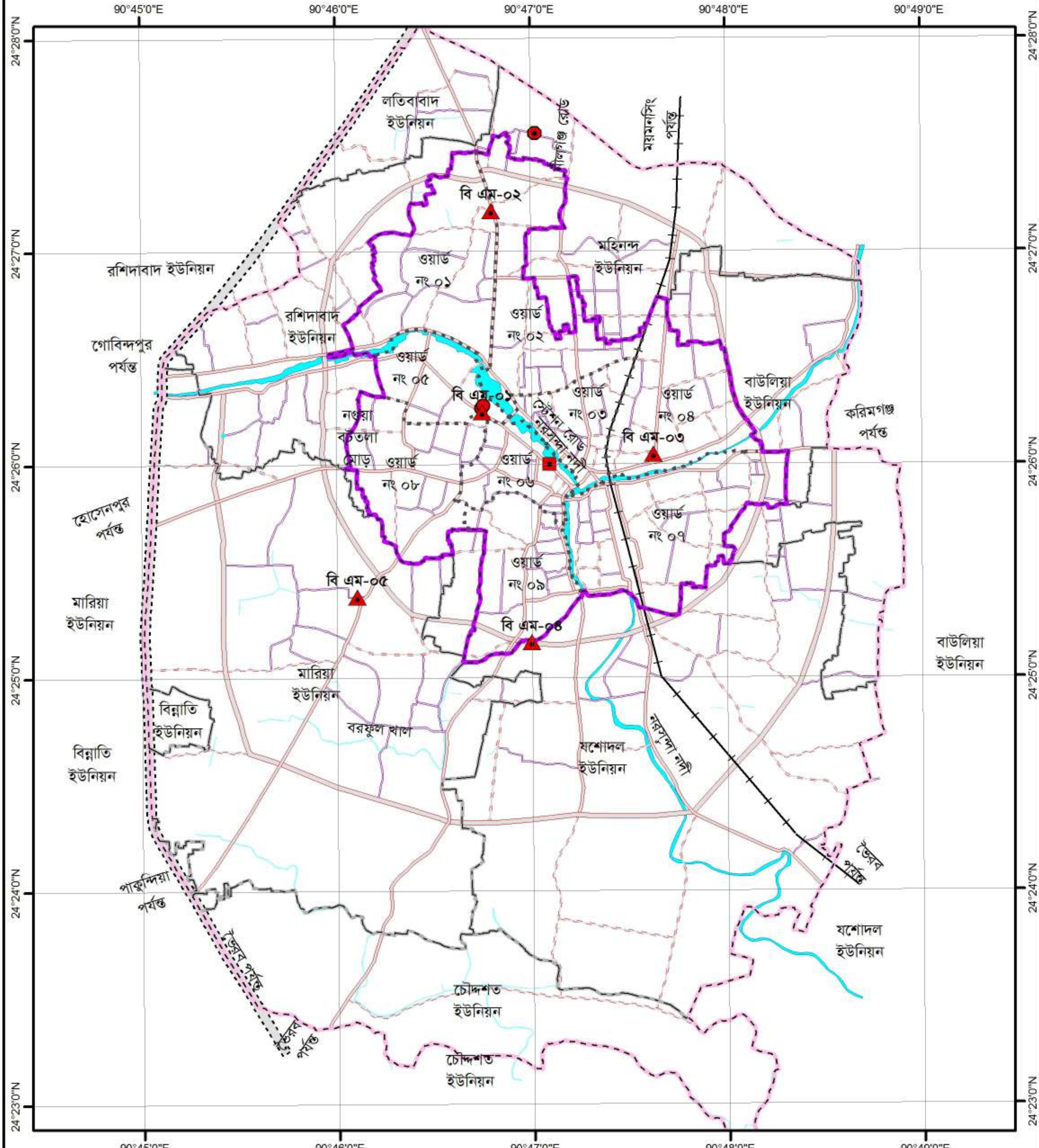

সাংকেতিক চিহ্নঃ

- বি এম পিলার
- ডিসি অফিস
- উপজেলা সদরদপ্তর
- পৌরসভা কার্যালয়
- প্রকল্প এলাকা সীমানা
- পৌরসভা সীমানা
- ওয়ার্ড সীমানা
- ইউনিয়ন সীমানা
- রেল লাইন
- আঞ্চলিক রোড
- প্রধান রোড
- সেকেন্ডারী রোড
- স্থানীয় রোড
- জলাশয়
- নদ-নদী

গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের (ডি টি আই ডি পি) আওতায়
কিশোরগঞ্জ পৌরসভার মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন

N

0 470 940 1,880 Meters

1:46,000

পরামর্শক প্রতিষ্ঠান

BETS Consulting Services Ltd.
House No. 10, Road No. 135, Gulshan-1, Dhaka-1212, Bangladesh.
Phone: 9889923-24, Fax: +88029889967, E-mail: bets@betsbd.com

৫.৫.১.৩ সড়ক নেটওয়ার্কের প্রস্তাবনা

কিশোরগঞ্জ পৌরসভায় একটি চক্রাকার সড়ক ব্যবস্থার প্রস্তাবনা দেওয়া হয়েছে (মানচিত্র ৫.২: প্রস্তাবিত সড়ক নেটওয়ার্ক)। পর্যায়ভিত্তিক প্রস্তাবিত সড়কের তালিকা নিম্নে দেওয়া হল এবং এ সম্পর্কিত বিস্তারিত পরিবহন ও যাতায়াত পরিকল্পনা মানচিত্রে পাওয়া যাবে।

সারণি-৫.১৮: কিশোরগঞ্জ পৌরসভায় পর্যায় ভিত্তিক প্রস্তাবিত নতুন সড়ক

সড়কের শ্রেণি	প্রস্তাবিত প্রস্থ RoW (মি)	দৈর্ঘ্য (কি.মি.)			
		১ম পর্যায়	২য় পর্যায়	৩য় পর্যায়	মোট
প্রাইমারী	২৪	১২.৯৩	-	১১.৯১	২৪.৮৪
সেকেন্ডারী	১৫	৮.১৭	৫.১২	১.৮১	১৫.১১
লোকাল	১২	৬.০৯	৩.২৮	০.২৯	৯.৬৬
মোট		২৭.২০	৮.৪০	১৪.০১	৪৯.৬১

সারণি ৫.১৯: প্রকল্প এলাকার ওয়ার্ড/ইউনিয়ন ভিত্তিক নতুন সড়কের প্রস্তাবনা (মিটারে)

ওয়ার্ড/ইউনিয়ন	প্রাইমারী	সেকেন্ডারী	লোকাল	মোট
ওয়ার্ড-১			১.০৭	১.০৭
ওয়ার্ড-২		২.০৪	০.৭৯	২.৮৪
ওয়ার্ড-৩		০.৪৫		০.৪৫
ওয়ার্ড-৪		১.৭৭	০.৮৪	২.৬১
ওয়ার্ড-৫			০.২৯	০.২৯
ওয়ার্ড-৬			০.১৯	০.১৯
ওয়ার্ড-৭		৩.৯১	২.৩০	৬.২১
ওয়ার্ড-৮			০.২৬	০.২৬
ওয়ার্ড-৯	৩.৪১		১.১৩	৪.৫৪
বাউলাই	৭.২৩	০.৪৪	১.৩০	৮.৯৭
যশোদল	৩.১৫	২.৬৫		৫.৮০
লতিবাবাদ		০.২৮	০.২৯	০.৫৭
মহিনন্দ	৩.৬৩	২.৬১		৬.২৫
মারিয়া	৪.০৪		১.১৯	৫.২৩
রশিদাবাদ	৩.৩৮	০.৯৫		৪.৩৪
মোট	**২৪.৮৪**	**১৫.১১**	**৯.৬৬**	**৪৯.৬১**

৫.৫.২ পরিবহনগত সুযোগ-সুবিধার পরিকল্পনা

৫.৫.২.১ পার্কিং ও টার্মিনাল সুবিধা

পার্কিং

পার্কিং এর জন্য পৃথক কোন বন্দোবস্ত/সুবিধা পৌরসভাতে দেওয়া হয়নি। আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভবন সমূহতে পার্কিং এর ব্যবস্থা করতে হবে্

টার্মিনাল

বাস টার্মিনাল: পৌরসভাতে তিনটি বাস টার্মিনাল রয়েছে। গাইতাল ও একরামপুর বাস টার্মিনাল প্রস্তাবনায় একইরকম রাখা হয়েছে। এদের বর্ধিত করার কোন প্রস্তাবনা দেওয়া হয়নি। এছাড়া পরিবহন পরিকল্পনায় বত্রিশ বাস টার্মিনাল সরিয়ে অন্যত্র স্থাপন করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। যশোদল মৌজায় এ নতুন টার্মিনাল স্থাপন করা হবে।

ট্রাক টার্মিনাল: সড়কের যত্রতত্র ট্রাক পার্কিং এর বিরূপ প্রভাব রয়েছে। সবচেয়ে মারাত্মক হল পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট ও যানবাহনের চলাচলে প্রতিকূলতা বৃদ্ধি। পণ্যের নিরাপত্তাও অন্যতম ভাবনার বিষয়। এজন্য পৌরসভাতে একটি ট্রাক টার্মিনাল প্রয়োজন।

দক্ষভাবে পণ্য খালাস করার জন্য যশোদল মৌজায় একটি ট্রাক টার্মিনাল প্রস্তাব করা হয়েছে।

সারণি-৫.২০: কিশোরগঞ্জ পৌরসভায় প্রস্তাবিত টার্মিনালের তালিকা

টার্মিনাল	এরিয়া (একর)	ইউনিয়ন	মৌজা	জে. এল নং
বত্রিশ বাস টার্মিনাল	৪.৪৯	যশোদল	যশোদল	৬০ (০১)
ট্রাক টার্মিনাল-০১	৮.১২	লতিবাবাদ	মকসুদপুর	১৩ (০০)
ট্রাক টার্মিনাল-০২	৯.২৬	যশোদল	যশোদল	৬০ (০১)

টেম্পো স্ট্যান্ড

পরিকল্পনা এলাকায় সর্বমোট ৮ টি টেম্পো স্ট্যান্ড এর প্রস্তাবনা দেওয়া হয়েছে।

সারণি-৫.২১: প্রস্তাবিত টেম্পো স্ট্যান্ড এর তালিকা

টেম্পো স্ট্যান্ড	আয়তন (একর)	ওয়ার্ড/ইউনিয়ন	মৌজা	জে. এল (সিট নং)
টেম্পো স্ট্যান্ড-১	০.৮৬	ওয়ার্ড ০১	কিশোরগঞ্জ	০৩৩ (০৪)
টেম্পো স্ট্যান্ড-২	০.৯৮	ওয়ার্ড ০১	কিশোরগঞ্জ	০৩৩ (০৩)
টেম্পো স্ট্যান্ড-৩	০.৩৮	ওয়ার্ড ০৮	কিশোরগঞ্জ	০৩৩ (১৪)
টেম্পো স্ট্যান্ড-৪	০.৩৭	মারিয়া	বিন্নাগর	০৩৯(০৩)
টেম্পো স্ট্যান্ড-৫	০.২৬	যশোদল	যশোদল	০৬০ (০১)
টেম্পো স্ট্যান্ড-৬	০.৩৯	যশোদল	যশোদল	০৬০ (০১)
টেম্পো স্ট্যান্ড-৭	০.৩১	ওয়ার্ড ০৭	কিশোরগঞ্জ	০৩৩ (৫৬)
টেম্পো স্ট্যান্ড-৮	০.৩৩	ওয়ার্ড ০৪	কিশোরগঞ্জ	০৩৩ (০৫)

রিক্সা স্ট্যান্ড
সমগ্র প্রকল্প এলাকায় ৪ টি রিক্সা স্ট্যান্ডের প্রস্তাবনা দেওয়া হয়েছে।

সারণি-৫.২২: প্রস্তাবিত রিক্সা স্ট্যান্ড এর তালিকা

রিক্সা স্ট্যান্ড	আয়তন (একর)	ওয়ার্ড/ইউনিয়ন	মৌজা	জে. এল (সিট নং)
রিক্সা স্ট্যান্ড-১	০.৩০	ওয়ার্ড ০২	কিশোরগঞ্জ	০৩৩ (০৫)
রিক্সা স্ট্যান্ড-২	০.৩২	রশিদাবাদ	কিশোরগঞ্জ	০৩৩ (০১)
রিক্সা স্ট্যান্ড-৩	০.৪০	বাউলাই	কিশোরগঞ্জ	০৩৩ (৫৯)
রিক্সা স্ট্যান্ড-৪	০.৫২	মারিয়া	বিন্নাগর	০৩৯(০৩)

৫.৫.২.২ পথচারী, বাইসাইকেল ও রিক্সার জন্য সুবিধার উন্নয়ন

পথচারী
একজন পথচারীর চলাচলের জন্য নিরাপত্তা একটি অনুঘটক হিসেবে কাজ করে। আগামী ২০ বছরে ফুটপাত ধীরে ধীরে পর্যায় ক্রমিকভাবে তৈরী করা হবে।

সারণি-৫.২৩: পথচারী চলাচলের জন্য সুপারিশ

গড়কের শ্রেণি	সুপারিশ
সার্কুলার সড়ক	১.৫ মিটার
প্রাইমারী সড়ক	বহুমুখী সড়ক: ১.৫ মিটার*
সেকেন্ডারী সড়ক	প্রধান ব্যবসা এবং শিল্প এলাকায় ২.৭ মিটার *
	*আবাসিক এলাকায় ২.৪ মিটার**
লোকাল সড়ক	প্রধান ব্যবসা এবং শিল্প এলাকায় ২.৭ মিটার *
	*আবাসিক এলাকায় ১.৮ মিটার**
একসেস সড়ক	কেন্দ্রীয় বাণিজ্যিক এলাকায় ২.৭ মিটার*
	শিল্প এলাকায় ১.৮ মিটার *
	*আবাসিক এলাকায় ১.৮ মিটার**

** * কেন্দ্রীয় বাণিজ্যিক এলাকা এবং শিল্প এলাকায় ফুটপাথের পরিবর্তে সড়কের শেষপ্রান্তে ০.৯ মিটার*

বাইসাইকেল ও রিক্সা: পৌরসভাতে বাইসাইকেল ও রিক্সার জন্য কোন পৃথক লেনের প্রস্তাবনা দেওয়া হয়নি।

৫.৫.২.৩ অন্যান্য পরিবহনগত সুবিধা

বাস-বে :
সঠিকভাবে নক্সাকৃত বাস-বে যাত্রী ওঠানামা করার ক্ষেত্রে সড়কে যান চলাচলকে বিঘ্নিত করাকে বিরত রাখে। নিম্নে বাস-বে এর অবস্থান নির্দেশিকা বর্ণনা করা হল:

- সড়ক সংযোগ স্থলের খুব কাছে বাস থামানো যাবে না। শহর এলাকার জন্য সংযোগ স্থল হতে কমপক্ষে ৭৫ মিটার এবং গ্রামীণ এলাকার জন্য কমপক্ষে ৩০০ মিটার দূরত্ব থাকতে হবে।
- বাস স্টপসমূহ যাত্রীদের নিরাপত্তার জন্য নিদিষ্ট স্থানে হতে হবে।

বাস-বে সম্পর্কে এ্যাকশান প্ল্যানে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

ম্যাপ ৫.৩ঃ প্রকল্প এলাকায় প্রস্তাবিত পার্কিং এবং টারমিনাল সুবিধা

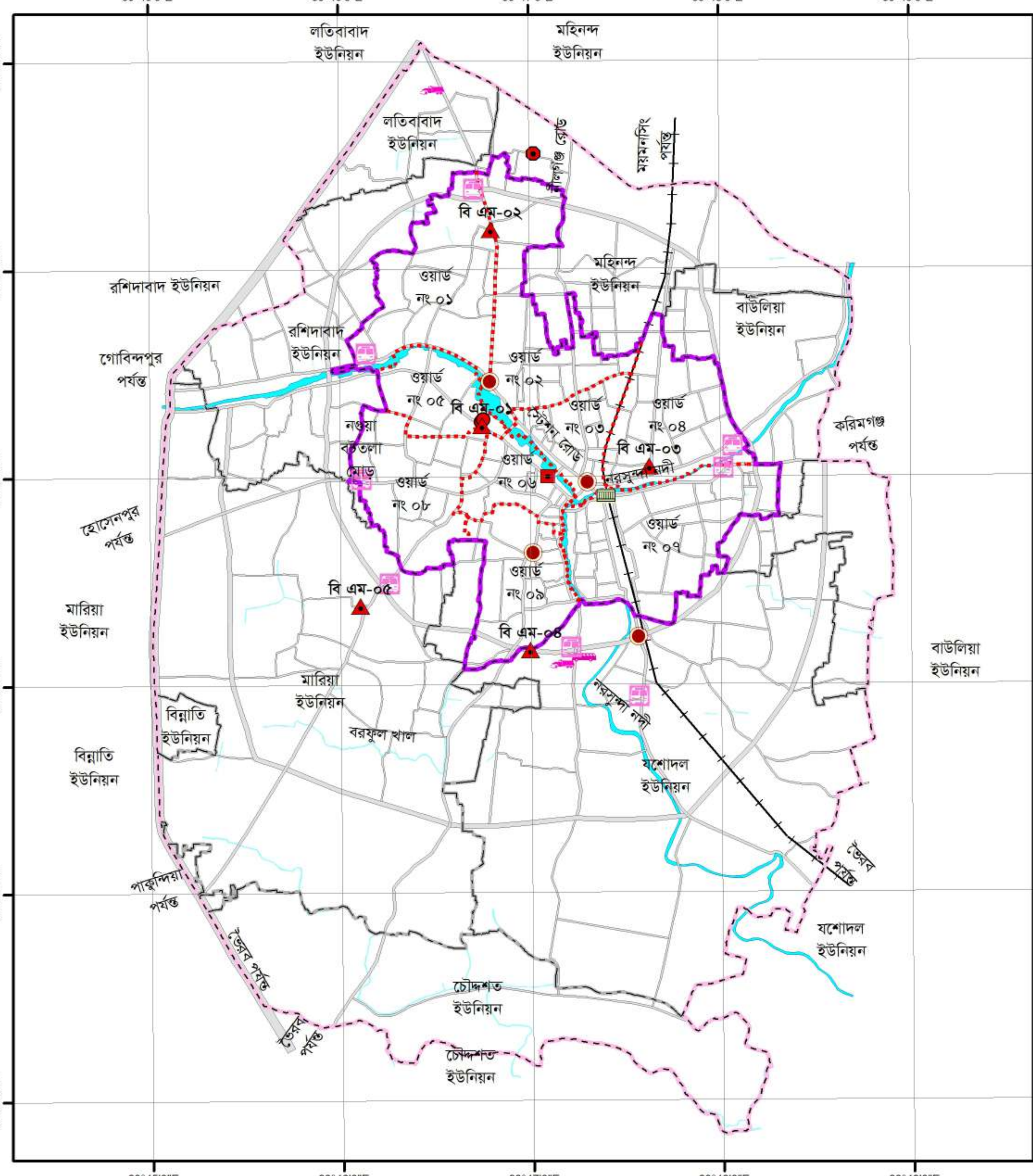

সাংকেতিক চিহ্নঃ

- বি এম পিলার
- ডিসি অফিস
- উপজেলা সদরদপ্তর
- পৌরসভা কার্যালয়
- প্রকল্প এলাকা সীমানা
- পৌরসভা সীমানা
- ওয়ার্ড সীমানা
- ইউনিয়ন সীমানা
- রেল লাইন
- প্রস্তাবিত রাস্তা
- বাস টারমিনাল
- ফ্লাই ওভার
- গোলচত্তর
- টেম্পো ষ্ট্যান্ড
- ট্রাক টারমিনাল
- জলাশয়
- নদ-নদী

গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের (ডি টি আই ডি পি) আওতায়
কিশোরগঞ্জ পৌরসভার মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন

N

0 500 1,000 2,000 Meters

1:48,598

পরামর্শক প্রতিষ্ঠান

BETS Consulting Services Ltd.
House No. 10, Road No. 135, Gulshan-1, Dhaka-1212, Bangladesh.
Phone: 9889923-24, Fax: +88029889967, E-mail: bets@betsbd.com

গোলচত্বর
নিরাপদ ও সুদক্ষভাবে জাংশনে যানবাহন চলাচলের জন্য সঠিক নক্সার গোলচত্বও প্রযোজন। এঃ-জাংশনের তুলনায় গোলচত্বর অধিক পরিমাণে যানবাহন পরিচালন করতে সক্ষম। এক বা দুই লেনের সড়কের জন্য এ ব্যবস্থা সবচেয়ে নিরাপদ। গোলচত্বর এর বিস্তারিত এ্যাকশান প্ল্যান এ বর্ণনা করা হয়েছে।

ফ্লাইওভার
পৌরসভার ব্যস্ত সড়কে অবস্থিত রেল ক্রসিং এর সমস্যা মোকাবেলা করার জন্য ফ্লইওভার ব্যবহার করা যেতে পাওে যা কিনা ভ্রমণ সময় কমিয়ে দিবে। কিশোরগঞ্জ পৌরসভার ৩ নং ওয়ার্ডে (কিশোরগঞ্জ মৌজা, জে. এল নং ০৩৩, সিট নং ৪৪) এরূপ একটি ফ্লাইওভারের প্রস্তাবনা দেওয়া হয়েছে।

T-জাংশন
পরিবহনের নির্বিঘ্ন চলাচলের জন্য সড়ক সংযোগস্থলে T-জাংশন ব্যবহার করা হয়। জাংশনে যানবাহনকে সারিবদ্ধভাবে চলাচলের জন্য সড়ক বিভাজক দেওয়া হয়। প্রায় ৬৩ টি T-জাংশন এর প্রস্তাবনা দেওয়া হয়েছে যার বিস্তারিত এ্যাকশান প্ল্যান এ বর্ণনা করা হয়েছে।

জেব্রা ক্রসিং
পথচারী পারাপারের জন্য জেব্রা ক্রসিং ব্যবহার করা হয়। জাংশনের পূর্বে জেব্রা ক্রসিং স্থাপন করা হয়ে থাকে। জেব্রা ক্রসিং এর বিস্তারিত এ্যাকশান প্ল্যান এ বর্ণনা করা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় সংরক্ষিত এলাকা
বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কেন্দ্রীয় সংরক্ষিত এলাকা ধারণাটি নতুন। কেন্দ্রীয় সংরক্ষিত এলাকা বলতে বোঝায় সড়কের মাঝখানে পৃথক সংরক্ষিত এলাকা যা সড়কের সৌন্দর্য্য বর্ধনে সবুজ বেষ্টনী হিসেবে কাজ করবে। পরিবহন পরিকল্পনায় আঞ্চলিক সড়ক ধরে সংরক্ষিত এলাকার প্রস্তাবনা দেওয়া হয়েছে।

রিফুয়েলিং সুবিধা
প্রকল্প এলাকায় রিফুয়েলিংয়ের জন্য ৫ টি এলাকার প্রস্তাবনা দেওয়া হয়েছে।

সারণি ৫.২৪: প্রকল্প এলাকায় প্রস্তাবিত রিফুয়েলিং স্টেশন

রিফুয়েলিং স্টেশন	আই. ডি. নং	আয়তন (একর)	ওয়ার্ড/ইউনিয়ন	মৌজা	প্লট নং
এলাকা-১	আর. এস-০১	০.৯৪	চৌদ্দশত	সুলতানপুর-৫৫(০০)	৮৫৭, ৮৫৮, ৮৬১, ৮৫৯
এলাকা-২	আর. এস-০২	০.৯৪	যশোদল	যশোদল-৬০(০১)	২৪০-৪১, ২৭২-৭৯, ৩৩১
এলাকা-৩	আর. এস-০৩	০.৭৮	লতিবাবাদ	মকসুদপুর– ১৩ (০০)	১৫১, ১৫৩, ১৮১
এলাকা-৪	আর. এস-০৪	১.০৫	মারিয়া	মারিয়া-৪২(০১)	১৫৫৮, ১৫৬১-৬২,
এলাকা-৫	আর. এস-০৫	২.৪৬	মারিয়া	বিন্নানগর-৩৯ (০২)	৫৫৪৬-৪৯

৫.৬ পরিবহন ব্যবস্থাপনা কৌশল (TSM)

সৃষ্টির ঊষালগ্ন থেকেই পরিবহন ব্যবস্থাপনার মৌলিক রীতি-নীতিপ্রচলিত রয়েছে, উদাহরনস্বরূপ রাস্তার একপাশ (বাম অথবা ডান) দিয়ে চলাচলের বিধান। সেসময় প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল মূলতঃ নিরাপদ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় চলাচল নিশ্চিত করা।যাই হোক, যানবাহনের চলাচল দক্ষতা বৃদ্ধি ও পরিবেশের উন্নতি সাধনও আধুনিক পরিবহন ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। পরিবহন ব্যবস্থাপনার প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলঃ

- সকল ধরনের যানবাহন ও পথচারীর নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করা।
- যানবাহনের প্রবাহের ভিত্তিতে চলাচল দক্ষতার (রাস্তার সংযোগস্থল ও সংযোগ সড়ক)ক্ষেত্রে চলাচল দক্ষতা উন্নতি সাধন করা।
- পরিবেশগত অবস্থার উন্নতি সাধন।

পরিবহন ব্যবস্থাপনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো মূলতঃ বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধার কার্যকর ব্যবহারের সাথে এর সংশ্লিষ্টতা, যা নিম্নোক্তভাবে উল্লেখ করা যেতে পারেঃ

১) সুযোগ-সুবিধা ব্যবহারের নিয়ন্ত্রণমূলক আইন এবং প্রবিধানসমূহ, উদাহরনস্বরূপঃ রাস্তা ব্যাবহারের অধিকার, গতিসীমা ইত্যাদি; এবং

২) যানবাহনের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ ও বিভাজনের পদ্ধতি এবংযন্ত্রের মত স্বল্প পরিসরে নতুন নির্মান কাজ ও উন্নয়ন।

পরিবহন ব্যবস্থাপনার বহুল প্রচলিত পদ্ধতি ও কৌশলসমূহ হলঃ

১) নিয়ন্ত্রণমূলক পদ্ধতিঃ একমুখী চলাচল ব্যবস্থা, পার্কিং নিয়ন্ত্রণ, প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ, যানবাহনব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার ক্ষমতা, চলাচল নিয়ন্ত্রণ, গতি নিয়ন্ত্রণ, ইত্যাদি এই পদ্ধতির অন্তর্ভূক্ত। সরকারীভাবে এ বিধান তৈরী

করা হয়। বাংলাদেশে ৩ ধরনের আইনগত নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থা নেওয়া হয়ঃ বাধ্যতামূলক চিহ্ন, সতর্কীকরন চিহ্ন এবং অবগতিমূলক/উপদেশসূচক চিহ্ন।

২) নক্সাগত পদ্ধতিঃ বিস্তারিত লে-আউট, ক্রস সেকশনের উপাদানসমূহ, লাইটিং উপকরণ, রাস্তার আসবাবপত্রও সরঞ্জামাদিইত্যাদিরব্যবহারচলাচলকারীকে বিভিন্ন পরিবহন সুবিধারব্যবহার সম্পর্কে নিয়মিত তথ্য সরবরাহ করবে।ক্রস-সেকশনের উপাদানসমূহের নক্সা, চৌরাস্তার নক্সা ও চ্যানেলাইজেশন ব্যবস্থায় নক্সার অন্তর্নিহিত বিষয়কেসন্নিবেশ করা যেতে পারে।

৫.৬.১ পরিচালন সুবিধার কৌশল

যানবাহন পরিচালনার জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখতে হবে:

- **অযান্ত্রিক যানবাহনের বিকেন্দ্রীভূত পার্কিং পরিকল্পনা**

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রকল্প ব্যবস্থাপনা অফিসের নির্দেশিত আকার অনুসরন করে টেম্পো/যাত্রীবাহী ছোট যানবাহন ও অন্যান্য বাহনের জন্য বিকেন্দ্রীভূত পার্কিং-এর নক্সা করা হয়েছে। একইভাবে, মালবাহী ও অন্যান্য যানবাহনের টার্মিনালের নক্সার ক্ষেত্রেও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রকল্প ব্যবস্থাপনা অফিসের নির্দেশিত আকার অনুসরন করা হয়েছে।
এসব সুবধাদি কিশোরগঞ্জ পৌরসভার মালিকানাধীন ”লীজ” পদ্ধতিতে পরিচালনা করা যেতে পারে (পৌর মার্কেটের ন্যায়)।

- **গণ-পরিবহন ব্যবস্থা**

পরিবহন ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার বিশ্লেষন থেকে দেখা যায় যে, বড় ধরনের পুঁজি বিনিয়োগ ছাড়াই গণ-পরিবহন ব্যবস্থা চালু করার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। এক্ষেত্রে বাস্তবোপযোগিতা বজায় রাখার জন্য অধিকতর কার্যকর ব্যবস্থাপনা চর্চার প্রয়োজন যাতে এ ব্যাপারে নিশ্চয়তা দেওয়া যায় যে, যানবাহন বহরের সদ্ব্যবহার হবে, প্রশিক্ষিত চালকের মাধ্যমে নিরাপদে গাড়ী চালানো হবে, প্রতিদিন প্রতি যানবাহন কর্তৃক অধিক রাস্তা ভ্রমন করা হবে এবং ভাড়া আদায় ও নিরাপত্তা অধিকতর কার্যকর হবে।

স্পষ্টতঃ গণ-পরিবহন সেবার জন্য অন্ততঃ পাঁচ বছর মেয়াদী (প্রাথমিক পর্যায়ে প্রস্তাবিত বাস-বে ব্যবহার করে বিদ্যমান বাস-ষ্ট্যান্ড থেকে রেল-ষ্টেশন পর্যন্ত) একটি রুট নেটওয়ার্ক প্রয়োজন হবে, যা পর্যায়ক্রমে মহাপরিকল্পনার মেয়াদের মধ্যবর্তী পর্যায়ে মিনিবাসের মত পাবলিক ট্রান্সপোর্ট সার্ভিসে পরিনত হবে। আন্তঃ-নগর/জেলা/উপজেলা বাস সেবা পরিকল্পিত ও নক্সা অনুযায়ী সুপ্রশস্ত বাস স্টপ অনুসরন করে চলাচল করবে।

- **পথচারীর সুবিধা**

কিশোরগঞ্জ পৌরসভায় ফুটপাতের অভাবে পথচারীদের চরম দূর্ভোগ পোহাতে হয়। রাস্তা নির্মান কর্মসূচীতে ফুটপাত সুবিধার বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করা এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে তাদের এখতিয়ার অনুযায়ী অর্থ বরাদ্দ দেওয়া উচিৎ। ফুটপাত সুবিধা উন্নয়নের কৌশল হিসেবে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহন করতে হবেঃ

- ✓ সমস্ত নতুন রাস্তা নির্মান ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা প্রকল্পগুলোর ক্ষেত্রে পথচারীদেরউপর প্রভাব চিহ্নিত করতে হবে এবং নক্সায় প্রয়োজনীয় ফুটপাতের জন্যস্থান সংকুলান করতে হবে।
- ✓ স্কুল ও বাজার এলাকার মত পদচারনা বেশী হয় এমন জায়গায় হ্রাসকৃত গতিসীমা চালু ও প্রয়োগ করতে হবে।
- ✓ রাস্তা আলোকিতকরনের ক্ষেত্রে পথচারী পারাপারের স্থানগুলোকে প্রাধান্য দিতে হবে।
- ✓ যানবাহনের উচ্চ গতির সাথে সমন্বয় করে পথচারীর প্রবাহ বেশী হয় এমন জায়গায় পথচারী পারাপারের অবস্থান নিশ্চিত করতে হবে। এ সমস্ত জায়গায় পথচারী পারাপারের চিহ্ন, calming measures, refuge islandsসরবরাহ করতে হবে। সর্বোচ্চ দৃষ্টিগোচরতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাস স্টপের আগে পথচারী পারাপারের চিহ্ন স্থাপন করতে হবে।

- পার্কিং নিয়ন্ত্রণ

যেসব স্থানে রিক্সা, অটো-রিক্সা ও ট্রাকের যত্রতত্র পার্কিং লক্ষ্যনীয়, বিশেষ করে প্রধান রাস্তা, রাস্তার মোড়, স্কুল গেট এবং বিপনি বিতানগুলোতে যত্রতত্র পার্কিং-এর উপর বিধিনিষেধ আরোপ করতে হবে। যথাযথ সংকেত (স্টপ সংকেত ছাড়া) ও চিহ্ন (হলুদ লাইন মার্ক) প্রদর্শনের পর নিয়ম ভঙ্গ করলে তা অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে এবং এটা কর্তৃপক্ষের জন্য আয়ের উৎস হতে পারে।

৫.৬.২ যানবাহন প্রবাহ ও নিরাপত্তার কৌশল

সাধারনতঃ রাস্তার প্রধান সংযোগস্থলগুলো যাত্রা বিলম্বের মূল উৎস হলেও এসমস্ত মোড়ের মাঝে অসংখ্য স্থান আছে যেখানে নিরাপত্তা সমস্যা ও অকার্যকর পরিবহন ব্যবস্থাপনা লক্ষ্যনীয়।

যানবাহন প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখতে হবে:

- পরিবহন পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা

ট্রাফিক সিগন্যাল ও সটপ চিহ্নের মত পরিচালন পদ্ধতি traffic calming measuresনা হলেও রাইট অফ ওয়ে (ROW) নির্ধারনের জন্য গুরুত্বপূর্ন যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন আইন-কানুন এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানদন্ডের মাধ্যমে এসব পরিচালন পদ্ধতি চালিত হয়। কিশোরগঞ্জ পৌরসভার পরিবহন ব্যবস্থাপনার জন্য একটি উৎকৃষ্ট পন্থা অতীব প্রয়োজন, যার মধ্যে যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক যানবাহনের জন্য পৃথক পৃথক সুবিধা অন্তর্ভূক্ত থাকবে।

- ✓ রাস্তায়, মোড়, বাজার ও স্কুলের আশেপাশে গতি ব্যবস্থাপনা ও নিরাপত্তার জন্য উত্তম সংকেত ও চিহ্ন।
- ✓ পথচারীদের জন্য সংকেত ও চিহ্ন নিশ্চিতকরন।
- ✓ ওয়ার্ডের সংযোগস্থলে যানবাহনের গতিরোধ করা এবং নিরাপত্তার জন্য সংকেতের ব্যবস্থা।
- ✓ যত্রতত্রভাবে বাস থামা ও বিলম্বের কারনে সৃষ্ট যানজট এড়ানোর জন্য উত্তম নক্সা ও ব্যবস্থাপনাসম্পন্ন বাস স্টপের ব্যবস্থা।
- ✓ পথচারী ও পদচালিত যানবাহনকে আনুষ্ঠানিক পারাপার পয়েন্টে চালিত করার জন্য ফুটপাত ও যানবাহন চলাচলকারী রাস্তার মাঝে বেড়ার ব্যবস্থা।

- ট্রাক চলাচল নিয়ন্ত্রণ

নিরাপত্তা জোরদার করার লক্ষ্যে ট্রাক চলাচলের জন্য যথাযথ উপায়ে ট্রাকটার্মিনাল ও আলাদা রুট গঠনের প্রস্তাব করা হচ্ছে। সম্ভাব্য ট্রাক টার্মিনাল নির্মানএ ব্যাপারে গৃহীত উদ্যোগের অন্তর্ভূক্ত। কিন্তু স্বল্পমেয়াদী পদক্ষেপ হিসেবে রাত ৮ টার পূর্বে সরু রাস্তায় ট্রাকের প্রবেশ নিষিদ্ধ করতে হবে এবং পর্যায়ক্রমে সরু রাস্তা থেকে প্রধান রাস্তায় ট্রাকের চলাচল স্থানান্তর করতে হবে।

- অযান্ত্রিক যানবাহনের জন্য লেন সংযুক্তি

কিশোরগঞ্জ পৌরসভার বিশাল জনগোষ্ঠী রিক্সার সেবা গ্রহন করে থাকে। দ্রুত ও স্বল্প গতির যানবাহনের সংমিশ্রন কোন শ্রেনীর রাস্তা ব্যবহারকারীর জন্যই সুফল বয়ে আনে না। স্বল্প গতির রিক্সা দ্রুত গতির লেনে ঢুকে পড়ে এবং যান্ত্রিক বাহনের গতি মন্থর করে দেয়। অন্যদিকে, রাস্তার একই পরিসরে যান্ত্রিক বাহনের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করায় রিক্সা ও সাইকেল-আরোহীরা বিপদের সম্মুখীন হয়। সুতরাং প্রধান রাস্তা ও সওজ-এর রাস্তাগুলোতে স্বল্প গতির ও যান্ত্রিক বাহনের মাঝামাঝি ভৌত প্রতিবন্ধক দেওয়ার জন্য বহিঃবিভাজকের সুপারিশ করা হয়।

- যানবাহনের উপযুক্ততা

কিশোরগঞ্জ পৌরসভায় বিদ্যমান রাস্তার ফলপ্রসূ ব্যবহার নিশ্চিত করতে পরিবহন আইন প্রয়োগেরঅবস্থান প্রয়োজনীয় কার্যকর স্তরের অনেক নীচে রয়েছে। যেসব ড্রাইভার ইচ্ছাকৃতভাবে ট্রাফিক আইন অমান্য করে তাদেরকে আটক করতে ট্রাফিক পুলিশের আরও প্রশিক্ষন, উন্নত সরঞ্জাম ও গতিশীলতা প্রয়োজন।

পরিবহন এবংট্রাফিক ব্যবস্থাপনাপরিকল্পনাবাস্তবায়ন অথবা এর যেকোন অংশের অগ্রগতির জন্য, বিশেষ করে যারা সক্রিয় ব্যবস্থাপনা, যেমন টাফিক নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থার সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত তাদেরকে ট্রাফিক পুলিশের সাথে একযোগে কাজ করতে হবে।

৫.৬.৩ পরিবহন ব্যবস্থাপনা কৌশল

সড়ক ব্যবস্থাপনার দুইটি দিক হচ্ছে :

(১) কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণ

যানজটের অন্যতম উৎস হলো রাস্তার পাশে হকারের সমাগম ও যানবাহনের যত্রতত্র পার্কিং। সেই সাথে টার্মিনালে বাস-ট্রাকের পার্কিংও সওজ এর রাস্তা বরাবর কিছু কিছু জায়গায় যানজটের কারন হয়ে দাঁড়ায়। এক কথায়, যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় সড়ক সংলগ্ন কার্যক্রম ও পার্কিং এর উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণের সুপারিশ করা হয়।

(২) ভূমি ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ

মহাপরিকল্পনায় প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবহার সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়নের জন্য এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

- বাঁকে চলাচল সীমাবদ্ধতা

মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের সময় রাস্তার কোন কোন সংযোগ স্থলে ডানে মোড়, বামে মোড়, U-টার্ন, কিংবা লাল/স্টপ সিগন্যালের বিপরীতে ডানে মোড় নেওয়া যাবে তা নির্ধারন করার এবং নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে সে অনুযায়ী যথোপযুক্ত চিহ্ন ও সংকেত স্থাপনেরজন্য পৌরসভার সাথে একযোগে সওজ(RHD) এবং পুলিশ বিভাগকে ক্ষমতা দেওয়া হয়। বিশেষ করে পৌরসভার আর্টেরিয়াল রোডের জন্য এই কৌশলটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

- একমুখী চলাচল

যান্ত্রিক পরিবহনের স্বচ্ছন্দ প্রবাহকে সহজ করতে প্রধান রাস্তা বরাবর মোড়ের পরিবহন ব্যবস্থাপনা সহায়তা করার জন্য একমুখী চলাচল সুপারিশ করা হয়েছে।

- প্বার্শ রাস্তা বন্ধ করা

সড়ক ও জনপথ বিভাগের আওতাধীন অযান্ত্রিক যানবাহনের জন্য বিকল্প সড়কের ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত প্রধান প্রধান সড়কের পার্শ্ব সড়ক বন্ধ করার সুপারিশ করা হয়েছে ।

- মহাসড়কের সংখ্যা বৃদ্ধি/নতুন রাস্তা সংযোজন

সড়ক নেটওয়ার্কের ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পরিবহন ও যাতায়াত পরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্ত।

৫.৭ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কৌশলসমূহ

৫.৭.১ পরিবহন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের নীতিমালাসমূহ

বিদ্যমান সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবহার ও দক্ষ ব্যবস্থাপনাই পরিবহন ও যাতায়াত পরিকল্পনায় উদ্দেশ্য। অদূর ভবিষ্যতের চাহিদা পূর্ণ করার জন্য বর্তমান পরিবহন অবকাঠামোর সম্প্রসারণ প্রয়োজন। প্রকল্প বিশ্লেষণের সময় পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থাপনা দল নীতিমালার জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলো চিহ্নিত করেছে:

(ক) সকল নতুন সংযোগ সড়ক এবং নতুন উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য সুপারিশমালা অনুযায়ী উন্নত করতে হবে।
(খ) বিদ্যমান রেলপথের Right of Way (ROW) কঠোরভাবে রক্ষা করতে হবে।
(গ) উপধারা ৫.৬.২ এ বর্ণিত সুপারিশ সমূহ অনুসরন করেপরিকল্পনা সমন্বয় ও বাস্তবায়নকরতে হবে।
(ঘ) উপধারা ৫.৬.২ এ বর্ণিত বিশেষায়িতপ্রকল্প অনুসরন করেপরিকল্পনার প্রতিটি ক্ষেত্রের সুপারিশ বাস্তবায়নকরতেহবে।
(ঙ) ধীরগতির ও যান্ত্রিক যানবাহন পৃথক রাখার জন্য স্বল্প মূল্যের বিভাজক রাখতে হবে।
(চ) প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ঃ এই বিষয়টির অন্যতম চালিকাশক্তি হলো, বর্তমানে পরিবহনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থার পরিবহন ব্যবস্থাপনা ও প্রকৌশল কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন এবং গণপরিবহন সেবা খাত নিয়ন্ত্রণের কার্যকর উপায় বের করার জন্য অধিকতর শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তুলতে হবে। কিশোরগঞ্জ পৌরসভার আওতাধীন এলাকার পরিবহন বিষয় পরিচালনার জন্য যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় একটি সেল গঠনের সুপারিশ করা হয়েছে।
(ছ) রাস্তা ব্যবহারকারীর শিক্ষা ও নিরাপত্তা ঃ কিশোরগঞ্জ পৌরসভায়গাড়ী চালকদের জন্য শিক্ষা কর্মসূচীর আয়োজন করা এবং সাধারন আইন-কানুন, চিহ্ন, সংকেতসহ নিরাপত্তার জন্য এবং পথচারী ও চালকের রাস্তা ব্যবহারের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতামূলক নিয়মিত প্রচারাভিযান চালিয়ে যাওয়া বাধ্যতামূলক।

৫.৭.২ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, পর্যবেক্ষণ, মূল্যায়ন এবং সমন্বয়

৫.৭.২.১ বাস্তবায়ন

পরিবহন এবং ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় স্থানীয় সমস্যা বিস্তারিতভাবে পরীক্ষা করা হয়েছে। পরিবহন এবং ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকল্পের প্রথম বছরের শেষে একটি বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনার সাহায্যে কাঁচা সড়ককে পাকা সড়কে রূপান্তর করা প্রয়োজন। পরিবহন এবং ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা টীম বিভিন্ন বিষয়ের জন্য সুনির্দিষ্ট সুপারিশ প্রদান করেছে যা নিম্নরূপ:

- পরিবহন এবং ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় সুপারিশ হিসেবে বিভিন্ন প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে যেমন সড়ক পরিকল্পনা, পরিবহন ব্যবস্থাপনা কৌশল ইত্যাদি।
- পঞ্চবার্ষিক এবং বার্ষিক পরিকল্পনায় এ সুপারিশ হতে প্রাপ্ত প্রস্তাবনা সমূহ অন্তর্ভূক্ত করতে হবে
- পৌরসভা বা সংশিষ্ট সংস্থা, পৌরসভা ও অন্যান্য সংস্থার সাথে সমন্বয় করে মহাপরিকল্পনার প্রতিটি উপাদানের জন্য কর্মপন্থা ও বার্ষিক পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে হবে।
- পরিবহন এবং ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনারর সাথে সম্পর্কিত পরিকল্পনা মহাপরিকল্পনার অন্যান্য পরিকল্পনার সাথে সংগতিপূর্ণ হতে হবে।
- বিদ্যমান সম্পদের ভাল ব্যবস্থাপনা প্রদান করতে দেওয়া হবে

৫.৭.২.২ পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন

পর্যবেক্ষণ হল পদ্ধতিগতভাবে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা যা পরিবহন ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পার ত্রুটি-বিচ্যুতি নির্দেশ করবে। পরিকল্পনা সমন্বয়ের ক্ষেত্রে এসকল তথ্য সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে। মূল্যায়নের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত পর্যবেক্ষণ এবং অন্যান্য তথ্য ব্যবহার করে এবং পরিবর্তন গভীরতা বিশ্লেষণ হয়। এটা পরিবর্তন এবং উন্নতির তথ্য সরবরাহ করে।

- সিদ্ধান্ত পর্যবেক্ষল ও মূল্যায়ন

পরিবহন ও যাতায়াত পরিকল্পনার ক্ষেত্রে, পৌরসভা বা সংশিষ্ট সংস্থা, পৌরসভা ও অন্যান্য সংস্থার সাথে সমন্বয় করে মহাপরিকল্পনার প্রতিটি উপাদানের জন্য কর্মপন্থা ও বার্ষিক পরিকল্পনা প্রস্তুত করবে। প্রতিটি ক্ষেত্রে উন্নয়ন কর্মকান্ডের সময় পরিবর্তন ঘটলে পরিবহন ও যাতায়াত পরিকল্পনার উদ্দেশ্য সাধন ও মহাপরিকল্পনার লক্ষ্য অর্জনের জন্য পরিষ্কারভাবে গবেষণার প্রয়োজন হবে।

পরিকল্পনা বাস্তবায়ন নির্ভর করবে পৌরসভা বা সংশিষ্ট সংস্থার সাথে পৌরসভার সমন্বয়ের উপর। বার্ষিক লক্ষ্য নির্ধারণ ও পর্যালোচনা করে বাস্তবায়নের ফলাফল বিশ্লেষন করতে হবে। মহাপরিকল্পনার সাহায্যে ভবিষ্যত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও পুনমূল্যায়ণ করা যেতে পারে যা ভবিষ্যতে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে।

৫.৭.২.৩ পরিকল্পনার সমন্বয়

প্রকল্প সমন্বয়ের ক্ষেত্রে প্রকল্পের স্টেকহোল্ডারদের প্রত্যক্ষ ভূমিকা রয়েছে। মহাপরিকল্পনার স্বত্বাধিকারী হিসেবে কিশোরগঞ্জ পৌরসভা উক্ত পরিকল্পনার যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় বর্ণিত ও সুপারিশকৃত বিভিন্ন উপাদানের সমন্বয়ের দায়িত্ব নিতে হবে। কিশোরগঞ্জ পৌরসভার দায়িত্ব হচ্ছে প্রকল্পের শুরু থেকে লক্ষ্য বছর ২০৩৩ সালের মধ্যে যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার কৌশলগত ও কৌশলী ব্যবস্থাপনা উভয় বিষয় অন্তর্গত করা। মহাপরিকল্পনায় সুপারিশকৃত যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রস্তাবনাসমূহ নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য, কর্মপরিকল্পনা ও বার্ষিক পরিকল্পনা আকারে পৌরসভা অথবা পৌরসভার সাথে উপযুক্ত সমন্বয়ের মধ্যমে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এবং অন্যান্য কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে প্রস্তুত করা যেতে পারে। সমন্বয় একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ এবং এক্ষেত্রে অংশীদারদের 'লক্ষ্য এবং সর্বোচ্চ প্রত্যার্পণগুলি আদায় করা অত্যাবশ্যক। পরিকল্পনার সফল সমন্বয় ঘটাতে পৌরসভা যে সকল সংস্থা/প্রতিষ্ঠান হতে পরামর্শ গ্রহণ করতে পারে তার একটি তালিকা নিম্নোক্ত সারণিতে বর্ণনা করা হয়েছে। উদাহরনস্বরুপ, ভবিষ্যতে রিকশা সংক্রান্ত পরিবহন ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে একটি পরামর্শমূলক কমিটি (সরকার, রিকশা মালিক এবং রিকশা ইউনিয়নের সমন্বয়ে) গঠন করা যেতে পারে যেখানে এ সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রস্তাবনাসমূহ আলোচনা করা যেতে পারে এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পূর্বে ঐ সকল প্রস্তাবনাসমূহ বিবেচনা করা যেতে পারে।

সারণি-৫.২৫: সমন্বয়কারী সংস্থাসমূহ

খাতের নাম	সংস্থাসমূহ					
পরিবহন সংক্রান্ত সংস্থা	সড়ক ও জনপথ বিভাগ (সওজ)	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর	বাংলাদেশ রেলওয়ে	পরিকল্পনা কমিশন	বিআরটিএ ও বিআরটিসি	পুলিশ বিভাগ
উন্নয়ন মালিকানা	কিশোরগঞ্জ পৌরসভা	----	----	----	----	----
বেসরকারী খাত	মালবাহী ট্রাক মালিক ও শ্রমিকদের সংগঠন	বাস মালিক সমিতি	অন্যান্য পরিবহন মালিক সমিতি	----	----	----
ব্যবসায়ী সমিতি	মার্কেট ও হকার্স সংগঠন	যমুনা ও পদ্মা (জ্বালানি), তিতাস (সিএনজি)	----	----	----	----
সহযোগী সুবিধাভোগী (ইউটিলিটি সার্ভিস প্রোভাইডার)	বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড	টি এন্ড টি	----	----	----	----

পরিবহন ও যাতায়াত পরিকল্পনা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য কিশোরগঞ্জ পৌরসভাকে নিম্নে বর্ণিত সভা গুলো করার জন্য সুপারিশ করা হল:

- বাৎসরিক পর্যালোচনা সভা

প্রকল্প চলাকালীন সময়ে বাৎসরিক ভিত্তিক প্রকল্প অগ্রগতি সভার আয়োজন করতে হবে। এক্ষেত্রে স্টেকহোল্ডারদের উপস্থিতি অত্যাবশ্যক। সভার সিদ্ধান্তসমূহ এক সপ্তাহের মধ্যে প্রস্তুত করতে হবে এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় সেগুলো আমলে নিতে হবে।

- অস্থায়ী সভা

পরিকল্পনায় প্রস্তাবিত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যদি কোন অনাকাঙ্খিত পরিবর্তন আসে বা উল্লেখযোগ্য কোন উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিচালনা করতে হয় তবে পৌরসভা কারিগরী, চুক্তিভিত্তিক বা অন্যান্য বিষয়ের জন্য অস্থায়ী সভার আয়োজন করতে পারে।

- পরিকল্পনা কমিশনের সাথে সভা

যে কোন পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরীর পূর্বেই কিশোরগঞ্জ পৌরসভাকে পরিকল্পনা কমিশনের সাথে সাক্ষাৎ করে মহাপরিকল্পনার অগ্রগতি বিষয়ে আলোচনা করতে হবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ ৬

ড্রেনেজ এবং পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা

৬.১ ড্রেনেজ

৬.১.১ সূচনা

ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রকল্প এলাকার অর্ন্তভূক্ত ৪৪.৬৯ বর্গ. কি.মি. এলাকার বর্তমান ড্রেনেজ ব্যবস্থার পর্যালোচনা করা এবং ভবিষ্যত উন্নয়নের সুযোগ তৈরী করা। ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকল্প এলাকার ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়নে দিক নির্দেশনা হিসেবে কাজ করবে। উপরন্তু, প্রকল্প এলাকার বন্যা, পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা, দূষণ হ্রাস ড্রেনেজ পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া প্রকল্প এলাকার প্রয়োজনীয় প্রধান নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নতির নির্দেশনাও এতে রয়েছে। এই পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় বৃষ্টির পানির প্রভাব হ্রাস করার জন্য কাঠামোগত বা অকাঠামোগত উভয় ব্যবস্থাই বিবেচনা করা হয়েছে।

৬.১.২ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ড্রেনেজ এবং পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার লক্ষ্য উদ্দেশ্য সমূহ নিম্নরূপ:

১. বর্তমান প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম ড্রেন চিহ্নিত করে এগুলোর ড্রেনেজ কৌশল অনুসন্ধান করা। স্থানীয় নদীর বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করে বন্যার চিত্র অনুধাবন করা। একইসাথে দুর্বল ড্রেনেজ ব্যবস্থার কারণে যেসব এলাকায় পানি জমে যায় সেসব এলাকা চিহ্নিত করা।

২. ড্রেনেজ ও পয়ঃনিষ্কাশন (শোধনাগার সহ) ব্যবস্থার জন্য একটি মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন যার মধ্যে থাকবে প্রস্তাবিত ড্রেনের অববাহিকাতে নিষ্কাশনের পরিমাণ, প্রধান ও সেকেন্ডারি ড্রেন/পয়ঃনিষ্কাশন লাইনের আকার, প্রকার এবং নতিমাত্রা নকশাসহ এবং জলধারণ এলাকার অবস্থান সবকিছু প্রাথমিক প্রাক্কলিত ব্যয়সহ উল্লেখ করা।

৩. কসোরণিটি ধাপের একটি ধারণাগত পরিকল্পনা তৈরি করে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সমসারণিল বর্ণনা করা। এক্ষেত্রে পারিপার্শ্বিক বিষয়সমূহ যথা; কারিগরি, পরিবেশগত, প্রাতিষ্ঠানিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্ভাব্যতা বিবেচনা করা।

৬.১.৩ প্রকল্প এলাকার বর্তমান ড্রেনেজ ব্যবস্থা

কিশোরগঞ্জ পৌরসভা এলাকা ভূ-সাংস্থানিকভাবে কম সমতল এবং প্রাকৃতিকভাবে অবনমিত। তবে রেললাইনের পশ্চিম দিকের মধ্যাঞ্চল তুলনামূলকভাবে উঁচু এবং সমতল। পূর্ব থেকে পশ্চিমে প্রবাহিত নরসুন্দা নদীর অববাহিকাই পৌরসভার প্রাথমিক নিষ্কাশন ব্যবস্থা। উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রবাহিত নরসুন্দা নদীর শাখা অন্যান্য প্রাইমারী ড্রেন হিসেবে কাজ করে। কাটাখালী ও বড়ফুল নামক আরো দুটি ছোট খাল পানি নিষ্কাশনের নালা হিসেবে কাজ করে। এছাড়া শহরের আরো অনেক খাল, সেচ নালা এবং নিচু জলাভূমি প্রাথমিক ড্রেন ও জলাধার হিসেবে কাজ করে।প্রকল্প এলাকার জলাশয়ের বন্টন চিত্র **সারণি ৬.১** এ দেখানো হল।

সারণি ৬.১: প্রকল্প এলাকার বিভিন্ন জলাশয়ের বন্টন চিত্র

ওয়ার্ড নং	জলাশয় (একর)							
	মৎস্য চাষ	ডোবা	সেচ নালা	খাল	জলাভূমি	পুকুর	নদী	মোট
ওয়ার্ড নং ০১		৮.১৫০	০.১২১		০.৮৭৫	১১.৯৫৭	৩০.০৮১	**৫১.১৮৪**
ওয়ার্ড নং ০২	১.৫১১	৩.৮২২		০.০৪৮	০.৯৭৪	১৮.২৬৬		**২৪.৬২২**
ওয়ার্ড নং ০৩		৪.৩৩৪			৩.৮৮৩	৪.৫৪৪		**১২.৭৬২**
ওয়ার্ড নং. ০৪		৩.২২৯			০.১১১	১২.১৫৮		**১৫.৪৯৮**
ওয়ার্ড নং ০৫		২.০৫৯			০.২৫৮	২.৮৭০		**৫.১৮৬**
ওয়ার্ড নং ০৬		২.১০৬				৬.২৭৯		**৮.৩৮৪**
ওয়ার্ড নং. ০৭		৭.৬৭১			১.১৪২	২০.৮৬৭	৭১.৯৪৪	**১০১.৬২৫**
ওয়ার্ড নং ০৮		৯.৮৭৩	০.০৪৯		০.১৬৯	১৪.৫৫২		**২৪.৬৪৩**
ওয়ার্ড নং ০৯		০.৮৩৯		৮.০৭৯		১২.৮৩৭		**২১.৭৫৪**
বর্ধিতাংশ	৮৬.৯৭৬	৮৯.২৯৩	০.২৩৩	৫.৫১৫	৭.৫৩১	২৬২.০৬৩		**৪৫১.৬১১**
সর্বমোট	**৮৮.৪৮৭**	**১৩১.৩৭৭**	**০.৪০৩**	**১৩.৬৪১**	**১৪.৯৪৪**	**৩৬৬.৩৯২**	**১০২.০২৫**	**৭১৭.২৭০**

তথ্যসূত্রঃ BETS কর্তৃক সম্পাদিত ভৌত অবকাঠামো জরিপ, ২০১৩

৬.১.৩.১ ড্রেনেজ নেটওয়ার্ক

কিশোরগঞ্জ পৌরসভার ড্রেনেজ ব্যবস্থাকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে যেমন প্রাইমারী ড্রেন, সেকেন্ডারী ড্রেন এবং টারশিয়ারি ড্রেন। ম্যাপ ৬.১ এ প্রকল্প এলাকার জলাশয় এবং ড্রেনেজ নেটওয়ার্ক দেখানো হয়েছে।

প্রাইমারী ড্রেন

নরসুন্দা নদী ও এর শাখা-প্রশাখার উভয় তীরে পৌরসভা এমনভাবে গড়ে উঠেছে যে এসকল জলাশয় চমৎকারভাবে বর্তমান পৌরসভা এবং ভবিষ্যত বিস্তৃত এলাকার প্রাইমারী ড্রেনের উদ্দেশ্য পালন করতে পারবে। শুধু যে দুটি জিনিস নিশ্চিত করতে হবে তা হল জলাশয় সংলগ্ন জমির মালিকদের দ্বারা যেন অবৈধ দখল না হয় এবং এদের নাব্যতা যেন ঠিক থাকে।

সেকেন্ডারী ড্রেন

সেকেন্ডারী ড্রেনেজ ব্যবস্থা প্রাইমারী ড্রেনেজ ব্যবস্থা ও টারশিয়ারি ড্রেনেজ ব্যবস্থা থেকে বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনের অন্তর্বর্তী প্রক্রিয়া হিসাবে কাজ করে যা বড় খোলা ইট বা আরসিসি ড্রেন, নর্দমা, ছোট খাল ও অন্যান্য কাঠামো দ্বারা গঠিত। কিশোরগঞ্জ শহরের সেকেন্ডারী ও টারশিয়ারি ড্রেনেজ ব্যবস্থা কিশোরগঞ্জ পৌরসভা দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে। কিশোরগঞ্জ পৌরসভায় সেকেন্ডারী ড্রেনের সংখ্যা খুবই কম। পৌরসভায় মোট **২৩.৫৯১** কিলোমিটার দৈঘ্যের্র ৭৫ টি সেকেন্ডারী ড্রেন আছে যদিও তা সেকেন্ডারী ড্রেনের উদ্দেশ্য পূরণ করে না কারণ এগুলোর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ পানি নিষ্কাশনের উপযুক্ত নয়। ওয়ার্ড ভিত্তিক সেকেন্ডারী ড্রেনের তালিকা সারণি ৬.২ এ দেখানো হয়েছে।

সারণি-৬.২: ওয়ার্ডভিত্তিক সেকেন্ডারী ড্রেন

ক্রমিক নং	ড্রেনের আই.ডি	ড্রেনের শ্রেণী	প্রস্থ (মি)	দৈঘ্য (কি.মি)	ওয়ার্ড নং
১	SD-০১	সেকেন্ডারী	০.৮০০	০.১২৪	ওয়ার্ড নং ০১
২	SD-০২	সেকেন্ডারী	০.৮০০	০.০২৮	ওয়ার্ড নং ০১
৩	SD-০৩	সেকেন্ডারী	০.৮০০	০.১৩৬	ওয়ার্ড নং ০১
৪	SD-০৪	সেকেন্ডারী	০.৯৯৯	০.২৮১	ওয়ার্ড নং ০১
৫	SD-০৫	সেকেন্ডারী	০.৯৯৯	০.৩২৬	ওয়ার্ড নং ০১
৬	SD-০৬	সেকেন্ডারী	০.৯৯৯	০.২৩৩	ওয়ার্ড নং ০১
৭	SD-০৭	সেকেন্ডারী	০.৯৯৯	০.২৯৩	ওয়ার্ড নং ০১
৮	SD-০৮	সেকেন্ডারী	০.৯৯৯	০.৩৬৬	ওয়ার্ড নং ০১
৯	SD-০৯	সেকেন্ডারী	১.০০০	০.৬০৬	ওয়ার্ড নং ০১
১০	SD-১০	সেকেন্ডারী	১.৪৯৯	০.৫৭৫	ওয়ার্ড নং ০১
১১	SD-১১	সেকেন্ডারী	০.৮০০	১.৪২৪	ওয়ার্ড নং ০২
১২	SD-১২	সেকেন্ডারী	০.৮০০	০.১৭৭	ওয়ার্ড নং ০২
১৩	SD-১৩	সেকেন্ডারী	০.৯৯৯	০.০৫০	ওয়ার্ড নং ০২
১৪	SD-১৪	সেকেন্ডারী	০.৯৯৯	০.১৬৬	ওয়ার্ড নং ০২
১৫	SD-১৫	সেকেন্ডারী	০.৯৯৯	০.৩৫৭	ওয়ার্ড নং ০২
১৬	SD-১৬	সেকেন্ডারী	১.০০০	০.২০৬	ওয়ার্ড নং ০২
১৭	SD-১৭	সেকেন্ডারী	১.০০০	০.১৩৪	ওয়ার্ড নং ০২
১৮	SD-১৮	সেকেন্ডারী	১.৯৯৯	০.২৯৪	ওয়ার্ড নং ০২
১৯	SD-১৯	সেকেন্ডারী	০.৮১১	০.৭৫৬	ওয়ার্ড নং ০৩
২০	SD-২০	সেকেন্ডারী	০.৮৯৯	০.০৯৯	ওয়ার্ড নং ০৩
২১	SD-২১	সেকেন্ডারী	০.৯৪১	০.৩৪৫	ওয়ার্ড নং ০৩
২২	SD-২২	সেকেন্ডারী	০.৯৯৯	০.০৬৩	ওয়ার্ড নং ০৩
২৩	SD-২৩	সেকেন্ডারী	০.৯৯৯	০.২৯১	ওয়ার্ড নং ০৩
২৪	SD-২৪	সেকেন্ডারী	১.০৪৭	০.০৪৮	ওয়ার্ড নং ০৩
২৫	SD-২৫	সেকেন্ডারী	১.০৫৭	১.০৫৪	ওয়ার্ড নং ০৩
২৬	SD-২৬	সেকেন্ডারী	২.০৯০	০.০২০	ওয়ার্ড নং ০৩
২৭	SD-২৭	সেকেন্ডারী	০.৮০০	১.০১৫	ওয়ার্ড নং ০৪
২৮	SD-২৮	সেকেন্ডারী	০.৯০০	০.৪০৯	ওয়ার্ড নং ০৪
২৯	SD-২৯	সেকেন্ডারী	০.৯৯৯	০.০৭৮	ওয়ার্ড নং ০৪
৩০	SD-৩০	সেকেন্ডারী	১.০৯৯	০.৩৯১	ওয়ার্ড নং ০৪
৩১	SD-৩১	সেকেন্ডারী	০.৮০০	০.৩১২	ওয়ার্ড নং ০৫
৩২	SD-৩২	সেকেন্ডারী	০.৮০০	০.২৬৮	ওয়ার্ড নং ০৫
৩৩	SD-৩৩	সেকেন্ডারী	০.৮০২	০.০০৪	ওয়ার্ড নং ০৫
৩৪	SD-৩৪	সেকেন্ডারী	০.৯৯৯	০.২৪৩	ওয়ার্ড নং ০৫
৩৫	SD-৩৫	সেকেন্ডারী	১.০০০	০.২৯৩	ওয়ার্ড নং ০৫
৩৬	SD-৩৬	সেকেন্ডারী	১.০৪৪	০.১৮৬	ওয়ার্ড নং ০৫
৩৭	SD-৩৭	সেকেন্ডারী	১.১৩১	০.১০৭	ওয়ার্ড নং ০৫
৩৮	SD-৩৮	সেকেন্ডারী	৪.৫৯১	০.০১১	ওয়ার্ড নং ০৫
৩৯	SD-৩৯	সেকেন্ডারী	০.৮০০	০.০৪৬	ওয়ার্ড নং ০৬
৪০	SD-৪০	সেকেন্ডারী	০.৮০০	০.১৮৯	ওয়ার্ড নং ০৬
৪১	SD-৪১	সেকেন্ডারী	০.৮০০	০.২৫১	ওয়ার্ড নং ০৬
৪২	SD-৪২	সেকেন্ডারী	০.৮০০	০.১৪৫	ওয়ার্ড নং ০৬
৪৩	SD-৪৩	সেকেন্ডারী	০.৯৯৯	০.৪৯২	ওয়ার্ড নং ০৬
৪৪	SD-৪৪	সেকেন্ডারী	০.৯৯৯	০.১৫০	ওয়ার্ড নং ০৬
৪৫	SD-৪৫	সেকেন্ডারী	১.০৭৪	০.০১৬	ওয়ার্ড নং ০৬
৪৬	SD-৪৬	সেকেন্ডারী	১.১৯৯	০.২৮১	ওয়ার্ড নং ০৬
৪৭	SD-৪৭	সেকেন্ডারী	০.৮০০	০.১৫২	ওয়ার্ড নং ০৭
৪৮	SD-৪৮	সেকেন্ডারী	০.৮০০	০.০৫৯	ওয়ার্ড নং ০৭
৪৯	SD-৪৯	সেকেন্ডারী	০.৮০০	৪.১১৮	ওয়ার্ড নং ০৭
৫০	SD-৫০	সেকেন্ডারী	০.৯৯৯	০.০৭০	ওয়ার্ড নং ০৭
৫১	SD-৫১	সেকেন্ডারী	০.৯৯৯	০.৩০৯	ওয়ার্ড নং ০৭
৫২	SD-৫২	সেকেন্ডারী	০.৯৯৯	০.৫৬৩	ওয়ার্ড নং ০৭
৫৩	SD-৫৩	সেকেন্ডারী	০.৯৯৯	০.০৫০	ওয়ার্ড নং ০৭
৫৪	SD-৫৪	সেকেন্ডারী	০.৯৯৯	১.৩২৭	ওয়ার্ড নং ০৭

ক্রমিক নং	ড্রেনের আই.ডি	ড্রেনের শ্রেণী	প্রস্থ (মি)	দৈর্ঘ্য (কি.মি)	ওয়ার্ড নং
৫৫	SD-৫৫	সেকেন্ডারী	১.০০০	০.০৯৭	ওয়ার্ড নং ০৭
৫৬	SD-৫৬	সেকেন্ডারী	১.০০০	০.১০৫	ওয়ার্ড নং ০৭
৫৭	SD-৫৭	সেকেন্ডারী	১.০৯৯	০.০২৫	ওয়ার্ড নং ০৭
৫৮	SD-৫৮	সেকেন্ডারী	১.০৯৯	০.২৭৬	ওয়ার্ড নং ০৭
৫৯	SD-৫৯	সেকেন্ডারী	১.২১৩	০.২০১	ওয়ার্ড নং ০৭
৬০	SD-৬০	সেকেন্ডারী	৩.৩০৫	০.১১৮	ওয়ার্ড নং ০৭
৬১	SD-৬১	সেকেন্ডারী	০.৯৯৯	০.৫৮১	ওয়ার্ড নং ০৮
৬২	SD-৬২	সেকেন্ডারী	০.৯৯৯	০.৩৩২	ওয়ার্ড নং ০৮
৬৩	SD-৬৩	সেকেন্ডারী	১.০০০	০.১৩২	ওয়ার্ড নং ০৮
৬৪	SD-৬৪	সেকেন্ডারী	০.৮০০	০.৩০১	ওয়ার্ড নং ০৯
৬৫	SD-৬৫	সেকেন্ডারী	০.৯৯৯	০.০৭৬	ওয়ার্ড নং ০৯
৬৬	SD-৬৬	সেকেন্ডারী	০.৮০০	০.০২২	বর্ধিতাংশ
৬৭	SD-৬৭	সেকেন্ডারী	০.৮০০	০.০৫৭	বর্ধিতাংশ
৬৮	SD-৬৮	সেকেন্ডারী	০.৯৯৯	০.১৪৪	বর্ধিতাংশ
৬৯	SD-৬৯	সেকেন্ডারী	০.৯৯৯	০.৪৪৬	বর্ধিতাংশ
৭০	SD-৭০	সেকেন্ডারী	০.৯৯৯	০.১৭৯	বর্ধিতাংশ
৭১	SD-৭১	সেকেন্ডারী	০.৯৯৯	০.০৭৩	বর্ধিতাংশ
৭২	SD-৭২	সেকেন্ডারী	১.০০০	০.১৬৫	বর্ধিতাংশ
৭৩	SD-৭৩	সেকেন্ডারী	১.৫২০	০.০২৩	বর্ধিতাংশ
৭৪	SD-৭৪	সেকেন্ডারী	১.৭৮৩	০.১২৭	বর্ধিতাংশ
৭৫	SD-৭৫	সেকেন্ডারী	২.৯৬২	০.১২৭	বর্ধিতাংশ
মোট				২৩.৫৯১	

তথ্যসূত্র: BETS কর্তৃক সম্পাদিত ড্রেনেজ জরিপ, ২০১৩

টারশিয়ারি ড্রেন

টারশিয়ারি, সেকেন্ডারী ও প্রাইমারী-এই তিন স্তরে ড্রেনেজ ব্যবস্থাকে ভাগ করা হয়েছে। একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ বৃষ্টির পানি অপসারণের জন্য প্রতিটি স্তরের নক্সা করা হয়েছে। টারশিয়ারি ড্রেন স্থানীয় এলাকার ড্রেনেজ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ, সংগ্রহ এবং নিষ্কাশন করে। টারশিয়ারি নিষ্কাশন ব্যবস্থা ভবন, রাস্তা, পার্কিং, উঠান এবং অন্যান্য পাকা স্থান থেকে পানি নিষ্কাশন করে থাকে। একটি সাধারণ টারশিয়ারি ড্রেনেজ ব্যবস্থায় ধারণ ও সংরক্ষণ জলাধার, কালভার্ট, ছোট আকারের খোলা ইটের অথবা কংক্রিটের ড্রেন অন্তর্ভুক্ত থাকে। টারশিয়ারি ড্রেন আবাসিক, বাণিজ্যিক ও শিল্প এলাকায় স্থানীয় পর্যায়ে জালের মত বিস্তার করে এবং বৃষ্টির পানি ও গৃহস্থালির ব্যবহৃত পানি সেকেন্ডারী ও প্রাইমারী ড্রেনে চালিত করে সামগ্রিক পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থায় কার্যকর ভূমিকা রাখে। প্রায় সকল কৃত্রিম ড্রেনই প্রকৃতি অনুসারে টারশিয়ারি হয়ে থাকে। আরসিসি ও ইট দিয়ে তৈরী মোট ৪৩.৩৯৪ কিলোমিটার দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট ২২৮ টি টারশিয়ারি ড্রেন রয়েছে। কিশোরগঞ্জ পৌরসভার ওয়ার্ড ভিত্তিক টারশিয়ারি ড্রেনের তালিকা সারণি ৬.৩ এ দেখানো হয়েছে।

সারণি-৬.৩: ওয়ার্ডভিত্তিক টারশিয়ারি ড্রেন

ক্রমিক নং	ড্রেনের আই.ডি	ড্রেনের শ্রেণী	প্রস্থ (মি)	দৈর্ঘ্য (কি.মি)	ওয়ার্ড নং
১	TD-০১	টারশিয়ারি	০.১৪৯	০.০৩৫	ওয়ার্ড নং ০১
২	TD-০২	টারশিয়ারি	০.১৯৯	০.০৩৭	ওয়ার্ড নং ০১
৩	TD-০৩	টারশিয়ারি	০.২৫০	০.০৪৯	ওয়ার্ড নং ০১
৪	TD-০৪	টারশিয়ারি	০.২৫০	০.১১৪	ওয়ার্ড নং ০১
৫	TD-০৫	টারশিয়ারি	০.২৫০	০.১৯৬	ওয়ার্ড নং ০১
৬	TD-০৬	টারশিয়ারি	০.৩০০	০.০৭৬	ওয়ার্ড নং ০১
৭	TD-০৭	টারশিয়ারি	০.৩০০	০.০৭৫	ওয়ার্ড নং ০১
৮	TD-০৮	টারশিয়ারি	০.৩০০	০.০৭৯	ওয়ার্ড নং ০১
৯	TD-০৯	টারশিয়ারি	০.৩০০	০.১০০	ওয়ার্ড নং ০১
১০	TD-১০	টারশিয়ারি	০.৩০০	০.০৬৯	ওয়ার্ড নং ০১
১১	TD-১১	টারশিয়ারি	০.৩০০	০.০২৮	ওয়ার্ড নং ০১
১২	TD-১২	টারশিয়ারি	০.৩০০	০.০৪৪	ওয়ার্ড নং ০১
১৩	TD-১৩	টারশিয়ারি	০.৩০০	০.১১৩	ওয়ার্ড নং ০১
১৪	TD-১৪	টারশিয়ারি	০.৩৫০	০.১৭০	ওয়ার্ড নং ০১
১৫	TD-১৫	টারশিয়ারি	০.৩৫০	০.০২২	ওয়ার্ড নং ০১
১৬	TD-১৬	টারশিয়ারি	০.৪০০	০.২২০	ওয়ার্ড নং ০১
১৭	TD-১৭	টারশিয়ারি	০.৪০০	১.১২২	ওয়ার্ড নং ০১
১৮	TD-১৮	টারশিয়ারি	০.৪৫০	০.৬৪৭	ওয়ার্ড নং ০১
১৯	TD-১৯	টারশিয়ারি	০.৫০০	০.০৪৭	ওয়ার্ড নং ০১
২০	TD-২০	টারশিয়ারি	০.৫০০	০.৩৪৫	ওয়ার্ড নং ০১
২১	TD-২১	টারশিয়ারি	০.৫০০	০.১৩৬	ওয়ার্ড নং ০১

ক্রমিক নং	ড্রেনের আই.ডি	ড্রেনের শ্রেণী	প্রস্থ (মি)	দৈর্ঘ্য (কি.মি)	ওয়ার্ড নং
২২	TD-২২	টারশিয়ারি	০.৫৯৭	০.১১২	ওয়ার্ড নং ০১
২৩	TD-২৩	টারশিয়ারি	০.৬০০	০.৬৮৬	ওয়ার্ড নং ০১
২৪	TD-২৪	টারশিয়ারি	০.৬০০	০.৩০৬	ওয়ার্ড নং ০১
২৫	TD-২৫	টারশিয়ারি	০.৬০৬	০.২০৫	ওয়ার্ড নং ০১
২৬	TD-২৬	টারশিয়ারি	০.৭০০	১.০১৯	ওয়ার্ড নং ০১
২৭	TD-২৭	টারশিয়ারি	০.২০০	০.০৬৯	ওয়ার্ড নং ০২
২৮	TD-২৮	টারশিয়ারি	০.২৫০	০.০৮৫	ওয়ার্ড নং ০২
২৯	TD-২৯	টারশিয়ারি	০.৩০০	০.১৯২	ওয়ার্ড নং ০২
৩০	TD-৩০	টারশিয়ারি	০.৩০০	০.১১৪	ওয়ার্ড নং ০২
৩১	TD-৩১	টারশিয়ারি	০.৩০০	০.১০৯	ওয়ার্ড নং ০২
৩২	TD-৩২	টারশিয়ারি	০.৪০০	০.০৬২	ওয়ার্ড নং ০২
৩৩	TD-৩৩	টারশিয়ারি	০.৪৯৮	০.২২১	ওয়ার্ড নং ০২
৩৪	TD-৩৪	টারশিয়ারি	০.৫০০	০.৪৪৬	ওয়ার্ড নং ০২
৩৫	TD-৩৫	টারশিয়ারি	০.৫০০	০.২০৪	ওয়ার্ড নং ০২
৩৬	TD-৩৬	টারশিয়ারি	০.৫০০	০.১৯৩	ওয়ার্ড নং ০২
৩৭	TD-৩৭	টারশিয়ারি	০.৫০০	০.০৭৮	ওয়ার্ড নং ০২
৩৮	TD-৩৮	টারশিয়ারি	০.৫০০	০.০৭৩	ওয়ার্ড নং ০২
৩৯	TD-৩৯	টারশিয়ারি	০.৫০০	০.৫৪৬	ওয়ার্ড নং ০২
৪০	TD-৪০	টারশিয়ারি	০.৫০০	০.১২৯	ওয়ার্ড নং ০২
৪১	TD-৪১	টারশিয়ারি	০.৫০০	০.০১৫	ওয়ার্ড নং ০২
৪২	TD-৪২	টারশিয়ারি	০.৫০০	০.৫৩২	ওয়ার্ড নং ০২
৪৩	TD-৪৩	টারশিয়ারি	০.৫০০	০.১৯৯	ওয়ার্ড নং ০২
৪৪	TD-৪৪	টারশিয়ারি	০.৫০০	০.১০০	ওয়ার্ড নং ০২
৪৫	TD-৪৫	টারশিয়ারি	০.৬০০	০.১৫১	ওয়ার্ড নং ০২
৪৬	TD-৪৬	টারশিয়ারি	০.৭০০	০.১২৮	ওয়ার্ড নং ০২
৪৭	TD-৪৭	টারশিয়ারি	০.৭০০	০.৪৬০	ওয়ার্ড নং ০২
৪৮	TD-৪৮	টারশিয়ারি	০.৭০০	০.৪৪৩	ওয়ার্ড নং ০২
৪৯	TD-৪৯	টারশিয়ারি	০.২২৯	০.১৩৫	ওয়ার্ড নং ০৩
৫০	TD-৫০	টারশিয়ারি	০.২৫০	০.০২৬	ওয়ার্ড নং ০৩
৫১	TD-৫১	টারশিয়ারি	০.৩০০	০.২২০	ওয়ার্ড নং ০৩
৫২	TD-৫২	টারশিয়ারি	০.৩০০	০.০২৭	ওয়ার্ড নং ০৩
৫৩	TD-৫৩	টারশিয়ারি	০.৩০০	০.০২৪	ওয়ার্ড নং ০৩
৫৪	TD-৫৪	টারশিয়ারি	০.৩০০	০.০২৭	ওয়ার্ড নং ০৩
৫৫	TD-৫৫	টারশিয়ারি	০.৩০০	০.০২৫	ওয়ার্ড নং ০৩
৫৬	TD-৫৬	টারশিয়ারি	০.৩০০	০.১৫৬	ওয়ার্ড নং ০৩
৫৭	TD-৫৭	টারশিয়ারি	০.৩০০	০.০২৯	ওয়ার্ড নং ০৩
৫৮	TD-৫৮	টারশিয়ারি	০.৩৮০	০.০৬৯	ওয়ার্ড নং ০৩
৫৯	TD-৫৯	টারশিয়ারি	০.৪০০	০.০৪৭	ওয়ার্ড নং ০৩
৬০	TD-৬০	টারশিয়ারি	০.৪০০	০.০৫৫	ওয়ার্ড নং ০৩
৬১	TD-৬১	টারশিয়ারি	০.৪০০	০.১৬৮	ওয়ার্ড নং ০৩
৬২	TD-৬২	টারশিয়ারি	০.৪০০	১.৩৪১	ওয়ার্ড নং ০৩
৬৩	TD-৬৩	টারশিয়ারি	০.৫০০	০.০৮০	ওয়ার্ড নং ০৩
৬৪	TD-৬৪	টারশিয়ারি	০.৫০০	০.১৭৬	ওয়ার্ড নং ০৩
৬৫	TD-৬৫	টারশিয়ারি	০.৫০০	০.০৬৮	ওয়ার্ড নং ০৩
৬৬	TD-৬৬	টারশিয়ারি	০.৫০০	০.০৭২	ওয়ার্ড নং ০৩
৬৭	TD-৬৭	টারশিয়ারি	০.৫০০	০.০৩০	ওয়ার্ড নং ০৩
৬৮	TD-৬৮	টারশিয়ারি	০.৫০০	০.০২১	ওয়ার্ড নং ০৩
৬৯	TD-৬৯	টারশিয়ারি	০.৫০০	০.১৬২	ওয়ার্ড নং ০৩
৭০	TD-৭০	টারশিয়ারি	০.৫০০	০.১০১	ওয়ার্ড নং ০৩
৭১	TD-৭১	টারশিয়ারি	০.৫০০	০.০৫৩	ওয়ার্ড নং ০৩
৭২	TD-৭২	টারশিয়ারি	০.৫০০	০.৬৬৩	ওয়ার্ড নং ০৩
৭৩	TD-৭৩	টারশিয়ারি	০.৫৬৮	০.০৩০	ওয়ার্ড নং ০৩
৭৪	TD-৭৪	টারশিয়ারি	০.৬০০	০.০৯৮	ওয়ার্ড নং ০৩

ক্রমিক নং	ড্রেনের আই.ডি	ড্রেনের শ্রেণী	প্রস্থ (মি)	দৈর্ঘ্য (কি.মি)	ওয়ার্ড নং
৭৫	TD-৭৫	টারশিয়ারি	০.৭০০	১.৬২২	ওয়ার্ড নং ০৩
৭৬	TD-৭৬	টারশিয়ারি	০.৫০০	০.০৭০	ওয়ার্ড নং ০৪
৭৭	TD-৭৭	টারশিয়ারি	০.৫০০	০.১৫৫	ওয়ার্ড নং ০৪
৭৮	TD-৭৮	টারশিয়ারি	০.৫০০	০.০৯৪	ওয়ার্ড নং ০৪
৭৯	TD-৭৯	টারশিয়ারি	০.৫০০	০.২০৮	ওয়ার্ড নং ০৪
৮০	TD-৮০	টারশিয়ারি	০.৫০০	১.৪০৫	ওয়ার্ড নং ০৪
৮১	TD-৮১	টারশিয়ারি	০.৫০০	০.১৫৯	ওয়ার্ড নং ০৪
৮২	TD-৮২	টারশিয়ারি	০.৩০০	০.১৪২	ওয়ার্ড নং ০৫
৮৩	TD-৮৩	টারশিয়ারি	০.৪০০	০.০৪৫	ওয়ার্ড নং ০৫
৮৪	TD-৮৪	টারশিয়ারি	০.৪০০	০.৩৯৪	ওয়ার্ড নং ০৫
৮৫	TD-৮৫	টারশিয়ারি	০.৪০০	০.০৪৮	ওয়ার্ড নং ০৫
৮৬	TD-৮৬	টারশিয়ারি	০.৪০০	০.০৩৪	ওয়ার্ড নং ০৫
৮৭	TD-৮৭	টারশিয়ারি	০.৪৫০	০.৫১৪	ওয়ার্ড নং ০৫
৮৮	TD-৮৮	টারশিয়ারি	০.৫০০	০.০৪৭	ওয়ার্ড নং ০৫
৮৯	TD-৮৯	টারশিয়ারি	০.৫০০	০.০৮৮	ওয়ার্ড নং ০৫
৯০	TD-৯০	টারশিয়ারি	০.৫০০	০.২৬৫	ওয়ার্ড নং ০৫
৯১	TD-৯১	টারশিয়ারি	০.৫০০	০.১৭৭	ওয়ার্ড নং ০৫
৯২	TD-৯২	টারশিয়ারি	০.৫০০	০.২১২	ওয়ার্ড নং ০৫
৯৩	TD-৯৩	টারশিয়ারি	০.৫০০	০.৭৫৩	ওয়ার্ড নং ০৫
৯৪	TD-৯৪	টারশিয়ারি	০.৫০০	০.০৫৫	ওয়ার্ড নং ০৫
৯৫	TD-৯৫	টারশিয়ারি	০.৫০০	০.৪৪৫	ওয়ার্ড নং ০৫
৯৬	TD-৯৬	টারশিয়ারি	০.৬০০	০.২১৯	ওয়ার্ড নং ০৫
৯৭	TD-৯৭	টারশিয়ারি	০.৬০০	০.৮০০	ওয়ার্ড নং ০৫
৯৮	TD-৯৮	টারশিয়ারি	০.৬০০	০.২৩১	ওয়ার্ড নং ০৫
৯৯	TD-৯৯	টারশিয়ারি	০.৬৫৮	০.৩১৯	ওয়ার্ড নং ০৫
১০০	TD-১০০	টারশিয়ারি	০.৭০০	০.১৫০	ওয়ার্ড নং ০৫
১০১	TD-১০১	টারশিয়ারি	০.৭০০	০.১৫৭	ওয়ার্ড নং ০৫
১০২	TD-১০২	টারশিয়ারি	০.৭০০	০.১১৩	ওয়ার্ড নং ০৫
১০৩	TD-১০৩	টারশিয়ারি	০.৭০০	০.০৯৮	ওয়ার্ড নং ০৫
১০৪	TD-১০৪	টারশিয়ারি	০.৩০০	০.২৮৩	ওয়ার্ড নং ০৬
১০৫	TD-১০৫	টারশিয়ারি	০.৩০০	০.১১৮	ওয়ার্ড নং ০৬
১০৬	TD-১০৬	টারশিয়ারি	০.৩০০	০.০৩৯	ওয়ার্ড নং ০৬
১০৭	TD-১০৭	টারশিয়ারি	০.৩০০	০.০৩১	ওয়ার্ড নং ০৬
১০৮	TD-১০৮	টারশিয়ারি	০.৩০০	০.০২৪	ওয়ার্ড নং ০৬
১০৯	TD-১০৯	টারশিয়ারি	০.৩০০	০.০২৭	ওয়ার্ড নং ০৬
১১০	TD-১১০	টারশিয়ারি	০.৩০০	০.০১৫	ওয়ার্ড নং ০৬
১১১	TD-১১১	টারশিয়ারি	০.৩০০	০.০২৬	ওয়ার্ড নং ০৬
১১২	TD-১১২	টারশিয়ারি	০.৩০০	০.০৪৯	ওয়ার্ড নং ০৬
১১৩	TD-১১৩	টারশিয়ারি	০.৪০০	০.০৫২	ওয়ার্ড নং ০৬
১১৪	TD-১১৪	টারশিয়ারি	০.৪০০	০.৩২৭	ওয়ার্ড নং ০৬
১১৫	TD-১১৫	টারশিয়ারি	০.৫০০	০.১৪৮	ওয়ার্ড নং ০৬
১১৬	TD-১১৬	টারশিয়ারি	০.৫০০	০.০৫৮	ওয়ার্ড নং ০৬
১১৭	TD-১১৭	টারশিয়ারি	০.৫০০	০.০৯৫	ওয়ার্ড নং ০৬
১১৮	TD-১১৮	টারশিয়ারি	০.৫০০	০.০৪৯	ওয়ার্ড নং ০৬
১১৯	TD-১১৯	টারশিয়ারি	০.৫০০	০.০৮০	ওয়ার্ড নং ০৬
১২০	TD-১২০	টারশিয়ারি	০.৫০০	০.০৫৬	ওয়ার্ড নং ০৬
১২১	TD-১২১	টারশিয়ারি	০.৫০০	০.১১৮	ওয়ার্ড নং ০৬
১২২	TD-১২২	টারশিয়ারি	০.৫০০	০.০১৯	ওয়ার্ড নং ০৬
১২৩	TD-১২৩	টারশিয়ারি	০.৫০০	০.০২২	ওয়ার্ড নং ০৬
১২৪	TD-১২৪	টারশিয়ারি	০.৫০০	০.০৫১	ওয়ার্ড নং ০৬
১২৫	TD-১২৫	টারশিয়ারি	০.৫০০	০.০৮৭	ওয়ার্ড নং ০৬
১২৬	TD-১২৬	টারশিয়ারি	০.৫০০	০.০৮৮	ওয়ার্ড নং ০৬
১২৭	TD-১২৭	টারশিয়ারি	০.৫০০	০.০২৮	ওয়ার্ড নং ০৬

ক্রমিক নং	ড্রেনের আই.ডি	ড্রেনের শ্রেণী	প্রস্থ (মি)	দৈর্ঘ্য (কি.মি)	ওয়ার্ড নং
১২৮	TD-১২৮	টারশিয়ারি	০.৫০০	০.০২৪	ওয়ার্ড নং ০৬
১২৯	TD-১২৯	টারশিয়ারি	০.৫০০	০.১২২	ওয়ার্ড নং ০৬
১৩০	TD-১৩০	টারশিয়ারি	০.৫০০	০.০৬২	ওয়ার্ড নং ০৬
১৩১	TD-১৩১	টারশিয়ারি	০.৫০০	০.০২৮	ওয়ার্ড নং ০৬
১৩২	TD-১৩২	টারশিয়ারি	০.৫০০	০.০৫৬	ওয়ার্ড নং ০৬
১৩৩	TD-১৩৩	টারশিয়ারি	০.৫০০	০.৩৮৪	ওয়ার্ড নং ০৬
১৩৪	TD-১৩৪	টারশিয়ারি	০.৫০০	০.১১০	ওয়ার্ড নং ০৬
১৩৫	TD-১৩৫	টারশিয়ারি	০.৫০০	০.৩০০	ওয়ার্ড নং ০৬
১৩৬	TD-১৩৬	টারশিয়ারি	০.৫০০	০.০৩৬	ওয়ার্ড নং ০৬
১৩৭	TD-১৩৭	টারশিয়ারি	০.৫০০	০.১৬১	ওয়ার্ড নং ০৬
১৩৮	TD-১৩৮	টারশিয়ারি	০.৫০০	০.২০৭	ওয়ার্ড নং ০৬
১৩৯	TD-১৩৯	টারশিয়ারি	০.৫০০	০.০৭৪	ওয়ার্ড নং ০৬
১৪০	TD-১৪০	টারশিয়ারি	০.৫০০	০.৪০৭	ওয়ার্ড নং ০৬
১৪১	TD-১৪১	টারশিয়ারি	০.৫৯৭	০.০৫৬	ওয়ার্ড নং ০৬
১৪২	TD-১৪২	টারশিয়ারি	০.৬০০	০.৩৯৩	ওয়ার্ড নং ০৬
১৪৩	TD-১৪৩	টারশিয়ারি	০.৬০০	০.২৩৮	ওয়ার্ড নং ০৬
১৪৪	TD-১৪৪	টারশিয়ারি	০.৩০০	২.৩৫৩	ওয়ার্ড নং ০৭
১৪৫	TD-১৪৫	টারশিয়ারি	০.৩০০	০.০৭৫	ওয়ার্ড নং ০৭
১৪৬	TD-১৪৬	টারশিয়ারি	০.৩০০	০.১২০	ওয়ার্ড নং ০৭
১৪৭	TD-১৪৭	টারশিয়ারি	০.৩০০	০.১২০	ওয়ার্ড নং ০৭
১৪৮	TD-১৪৮	টারশিয়ারি	০.৩০০	০.১২৪	ওয়ার্ড নং ০৭
১৪৯	TD-১৪৯	টারশিয়ারি	০.৩০০	০.০৩৭	ওয়ার্ড নং ০৭
১৫০	TD-১৫০	টারশিয়ারি	০.৩০০	০.০৪৯	ওয়ার্ড নং ০৭
১৫১	TD-১৫১	টারশিয়ারি	০.৩০০	০.০৩৩	ওয়ার্ড নং ০৭
১৫২	TD-১৫২	টারশিয়ারি	০.৩০০	০.২৭২	ওয়ার্ড নং ০৭
১৫৩	TD-১৫৩	টারশিয়ারি	০.৩০০	০.২৪৪	ওয়ার্ড নং ০৭
১৫৪	TD-১৫৪	টারশিয়ারি	০.৩৮৯	০.১৭২	ওয়ার্ড নং ০৭
১৫৫	TD-১৫৫	টারশিয়ারি	০.৪০০	০.১০৭	ওয়ার্ড নং ০৭
১৫৬	TD-১৫৬	টারশিয়ারি	০.৪২৮	০.৩৩৫	ওয়ার্ড নং ০৭
১৫৭	TD-১৫৭	টারশিয়ারি	০.৪৯৮	০.১৭৫	ওয়ার্ড নং ০৭
১৫৮	TD-১৫৮	টারশিয়ারি	০.৫০০	০.০৪৮	ওয়ার্ড নং ০৭
১৫৯	TD-১৫৯	টারশিয়ারি	০.৫০০	০.২৭৪	ওয়ার্ড নং ০৭
১৬০	TD-১৬০	টারশিয়ারি	০.৫০০	০.০৪১	ওয়ার্ড নং ০৭
১৬১	TD-১৬১	টারশিয়ারি	০.৫০০	০.১১১	ওয়ার্ড নং ০৭
১৬২	TD-১৬২	টারশিয়ারি	০.৫০০	০.০৩৬	ওয়ার্ড নং ০৭
১৬৩	TD-১৬৩	টারশিয়ারি	০.৫০০	০.৪৫৩	ওয়ার্ড নং ০৭
১৬৪	TD-১৬৪	টারশিয়ারি	০.৫০০	০.১৭০	ওয়ার্ড নং ০৭
১৬৫	TD-১৬৫	টারশিয়ারি	০.৫০০	০.০৫৮	ওয়ার্ড নং ০৭
১৬৬	TD-১৬৬	টারশিয়ারি	০.৫০০	০.০৮৩	ওয়ার্ড নং ০৭
১৬৭	TD-১৬৭	টারশিয়ারি	০.৫২৯	১.০০৮	ওয়ার্ড নং ০৭
১৬৮	TD-১৬৮	টারশিয়ারি	০.৫৫০	০.১৭৯	ওয়ার্ড নং ০৭
১৬৯	TD-১৬৯	টারশিয়ারি	০.৫৭২	০.০২৬	ওয়ার্ড নং ০৭
১৭০	TD-১৭০	টারশিয়ারি	০.৬৮৩	০.০১৫	ওয়ার্ড নং ০৭
১৭১	TD-১৭১	টারশিয়ারি	০.৩০০	০.০১৮	ওয়ার্ড নং ০৮
১৭২	TD-১৭২	টারশিয়ারি	০.৪০০	০.০৩২	ওয়ার্ড নং ০৮
১৭৩	TD-১৭৩	টারশিয়ারি	০.৪৯৯	০.০৯৪	ওয়ার্ড নং ০৮
১৭৪	TD-১৭৪	টারশিয়ারি	০.৪৯৯	০.০৮৪	ওয়ার্ড নং ০৮
১৭৫	TD-১৭৫	টারশিয়ারি	০.৫০০	০.১২৬	ওয়ার্ড নং ০৮
১৭৬	TD-১৭৬	টারশিয়ারি	০.৫০০	০.১৩২	ওয়ার্ড নং ০৮
১৭৭	TD-১৭৭	টারশিয়ারি	০.৫০০	০.৮৫৯	ওয়ার্ড নং ০৮
১৭৮	TD-১৭৮	টারশিয়ারি	০.৫০০	০.১১৮	ওয়ার্ড নং ০৮
১৭৯	TD-১৭৯	টারশিয়ারি	০.৫০০	০.০৪২	ওয়ার্ড নং ০৮
১৮০	TD-১৮০	টারশিয়ারি	০.৫০০	০.০৫২	ওয়ার্ড নং ০৮

ক্রমিক নং	ড্রেনের আই.ডি	ড্রেনের শ্রেণী	প্রস্থ (মি)	দৈর্ঘ্য (কি.মি)	ওয়ার্ড নং
১৮১	TD-১৮১	টারশিয়ারি	০.৫০০	০.১৩৪	ওয়ার্ড নং ০৮
১৮২	TD-১৮২	টারশিয়ারি	০.৫০০	০.৫৬৮	ওয়ার্ড নং ০৮
১৮৩	TD-১৮৩	টারশিয়ারি	০.৫০০	০.০৮৫	ওয়ার্ড নং ০৮
১৮৪	TD-১৮৪	টারশিয়ারি	০.৫০০	০.০২০	ওয়ার্ড নং ০৮
১৮৫	TD-১৮৫	টারশিয়ারি	০.৫০০	০.২২০	ওয়ার্ড নং ০৮
১৮৬	TD-১৮৬	টারশিয়ারি	০.৫০০	০.১১৯	ওয়ার্ড নং ০৮
১৮৭	TD-১৮৭	টারশিয়ারি	০.৫০০	০.১১৬	ওয়ার্ড নং ০৮
১৮৮	TD-১৮৮	টারশিয়ারি	০.৫০০	০.০৫৩	ওয়ার্ড নং ০৮
১৮৯	TD-১৮৯	টারশিয়ারি	০.৭০০	০.১০৫	ওয়ার্ড নং ০৮
১৯০	TD-১৯০	টারশিয়ারি	০.৭০০	০.৪১৯	ওয়ার্ড নং ০৮
১৯১	TD-১৯১	টারশিয়ারি	০.৭২১	০.১৮৮	ওয়ার্ড নং ০৮
১৯২	TD-১৯২	টারশিয়ারি	০.৭৫০	০.২৬৯	ওয়ার্ড নং ০৮
১৯৩	TD-১৯৩	টারশিয়ারি	০.৩০০	০.০৯৩	ওয়ার্ড নং ০৯
১৯৪	TD-১৯৪	টারশিয়ারি	০.৩০০	০.২২৬	ওয়ার্ড নং ০৯
১৯৫	TD-১৯৫	টারশিয়ারি	০.৩০০	০.০৪৪	ওয়ার্ড নং ০৯
১৯৬	TD-১৯৬	টারশিয়ারি	০.৩০০	০.০৬৩	ওয়ার্ড নং ০৯
১৯৭	TD-১৯৭	টারশিয়ারি	০.৩০০	০.০৪৬	ওয়ার্ড নং ০৯
১৯৮	TD-১৯৮	টারশিয়ারি	০.৩০০	০.০২৭	ওয়ার্ড নং ০৯
১৯৯	TD-১৯৯	টারশিয়ারি	০.৪০০	০.০৬৩	ওয়ার্ড নং ০৯
২০০	TD-২০০	টারশিয়ারি	০.৫০০	০.২৫৪	ওয়ার্ড নং ০৯
২০১	TD-২০১	টারশিয়ারি	০.৫০০	০.৩৩০	ওয়ার্ড নং ০৯
২০২	TD-২০২	টারশিয়ারি	০.৫০০	০.১২৩	ওয়ার্ড নং ০৯
২০৩	TD-২০৩	টারশিয়ারি	০.৫০০	০.২০৩	ওয়ার্ড নং ০৯
২০৪	TD-২০৪	টারশিয়ারি	০.৫০০	০.১৯৯	ওয়ার্ড নং ০৯
২০৫	TD-২০৫	টারশিয়ারি	০.৫০০	০.১২৩	ওয়ার্ড নং ০৯
২০৬	TD-২০৬	টারশিয়ারি	০.৫০০	০.১৫৭	ওয়ার্ড নং ০৯
২০৭	TD-২০৭	টারশিয়ারি	০.৬৭৪	০.১৩২	ওয়ার্ড নং ০৯
২০৮	TD-২০৮	টারশিয়ারি	০.৩০০	০.০৫৪	বর্ধিতাংশ
২০৯	TD-২০৯	টারশিয়ারি	০.৩০০	০.০৯৩	বর্ধিতাংশ
২১০	TD-২১০	টারশিয়ারি	০.৩০০	০.০১৮	বর্ধিতাংশ
২১১	TD-২১১	টারশিয়ারি	০.৪০০	০.০২১	বর্ধিতাংশ
২১২	TD-২১২	টারশিয়ারি	০.৪০০	০.০৭৭	বর্ধিতাংশ
২১৩	TD-২১৩	টারশিয়ারি	০.৪০৭	০.০৬২	বর্ধিতাংশ
২১৪	TD-২১৪	টারশিয়ারি	০.৫০০	০.০৫৪	বর্ধিতাংশ
২১৫	TD-২১৫	টারশিয়ারি	০.৫০০	০.১৬৩	বর্ধিতাংশ
২১৬	TD-২১৬	টারশিয়ারি	০.৫০০	০.১১০	বর্ধিতাংশ
২১৭	TD-২১৭	টারশিয়ারি	০.৫০০	০.০৮৬	বর্ধিতাংশ
২১৮	TD-২১৮	টারশিয়ারি	০.৫০০	০.১৮৫	বর্ধিতাংশ
২১৯	TD-২১৯	টারশিয়ারি	০.৫০০	০.১৭১	বর্ধিতাংশ
২২০	TD-২২০	টারশিয়ারি	০.৫০০	১.০০৪	বর্ধিতাংশ
২২১	TD-২২১	টারশিয়ারি	০.৫০০	০.০৭০	বর্ধিতাংশ
২২২	TD-২২২	টারশিয়ারি	০.৫০০	০.১৬৯	বর্ধিতাংশ
২২৩	TD-২২৩	টারশিয়ারি	০.৫০০	০.১০১	বর্ধিতাংশ
২২৪	TD-২২৪	টারশিয়ারি	০.৫২৯	০.০১৭	বর্ধিতাংশ
২২৫	TD-২২৫	টারশিয়ারি	০.৬৮৬	০.০০৯	বর্ধিতাংশ
২২৬	TD-২২৬	টারশিয়ারি	০.৭০০	০.০৬৬	বর্ধিতাংশ
২২৭	TD-২২৭	টারশিয়ারি	০.৭০০	০.০৪৯	বর্ধিতাংশ
২২৮	TD-২২৮	টারশিয়ারি	০.৭০০	০.০৯৪	বর্ধিতাংশ
মোট				৪৩.৩৯৪	

তথ্যসূত্র: BETS কর্তৃক সম্পাদিত ড্রেনেজ জরিপ, ২০১৩

ম্যাপ ৬.১ঃ প্রকল্প এলাকায় বিদ্যমান নিষ্কাশন ব্যবস্থার শ্যেনীবিন্যাস

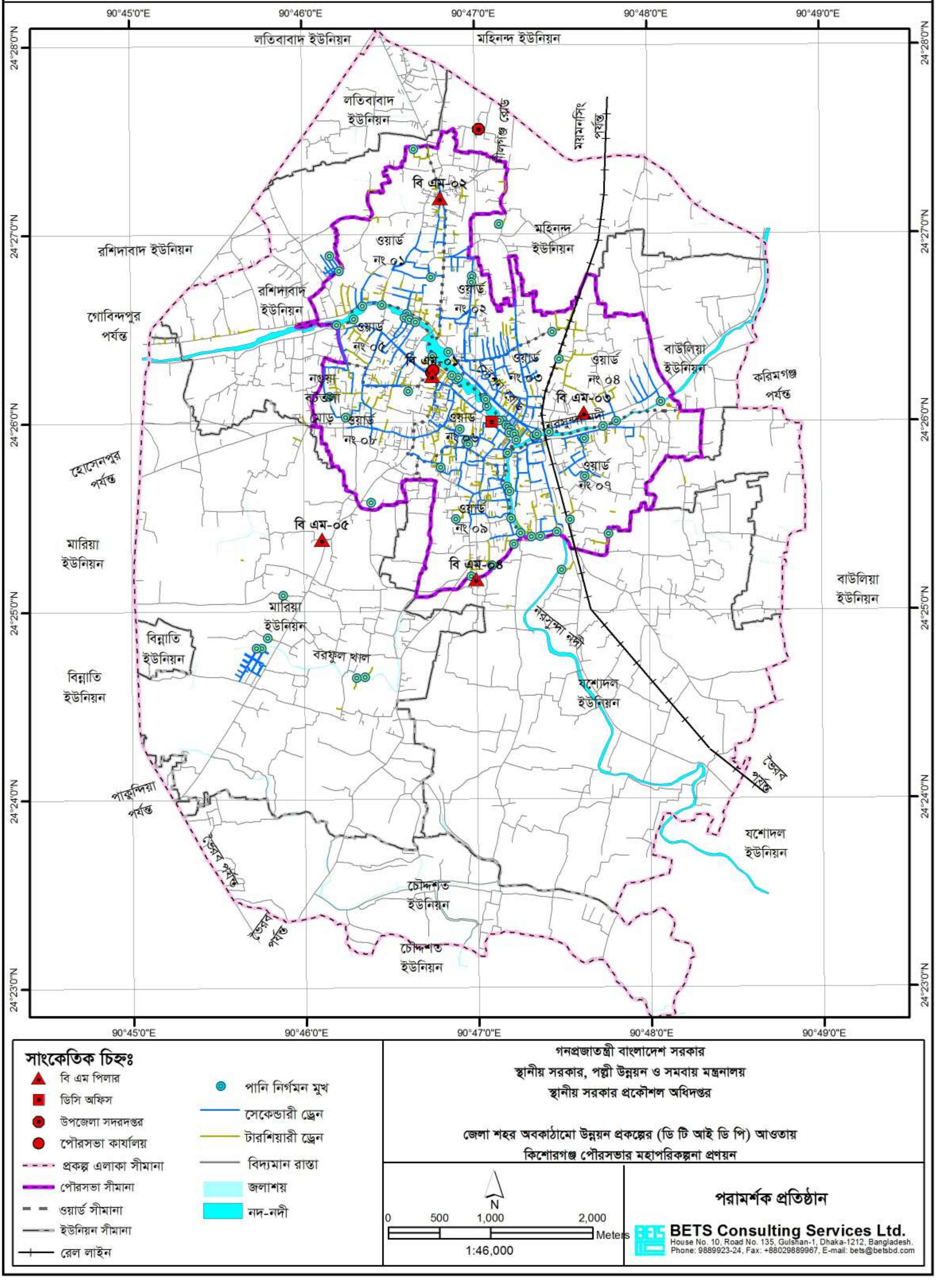

৬.১.৩.২ ড্রেনের আউটফলসমূহ

ড্রেনেজ নেটওয়ার্ক জরিপ থেকে পরিলক্ষিত হয়েছে যে প্রায় ৪৩.৩৯৪ কি.মি ইটের গাঁথনিযুক্ত ড্রেন জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর দ্বারা নির্মিত হয়েছে। কিছু ড্রেন সরাসরি ডোবাতে বা ধানি জমিতে ড্রেনের পানি নির্গমন করে। এসকল ড্রেন সঠিক আউটফল বিবেচনা করা ছাড়া অপরিকল্পিত ভাবে নির্মিত। এক্ষেত্রে সঠিক মাপ ও নতিমাত্রা ছাড়াই ড্রেনগুলো নির্মাণ করা হয়েছে। ফলশ্রুতিতে, শহর এলাকা বৃদ্ধির সাথে সাথে এসকল ড্রেনের অনেকগুলোই পরিত্যাক্ত হয়ে পড়েছে।

৬.১.৩.৩ ড্রেনেজ/জলাবদ্ধতা সম্পর্কিত সমস্যাসমূহ

কিশোরগঞ্জ পৌরসভার কিছু কিছু অংশে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। জলাবদ্ধতার একটি অন্যতম প্রধান কারণ হল রাস্তার ক্রসিং এ কারভার্ট নির্মাণ এবং সেখানে ভবন তৈরী। পতিত জমির তুলনায় ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় এ সমস্যা প্রকট। রাস্তার চেয়ে নিচু আবাসিক এলাকায় প্রধানত জলাবদ্ধতা দেখা দেয়। বর্ষা মৌসুমে যখন ভারি বৃষ্টিপাতের কারণে অনুপ্রবেশ এবং বাষ্পীভবন পর অবশিষ্ট পানি মাটিতে অপরিবর্তিত থেকে জলাবদ্ধতার তৈরী হয়। অপ্রতুল ড্রেনেজ ব্যবস্থার কারণে পানি শুকানো পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করে। কিছু কিছু স্থানে এক সপ্তাহ পর্যন্ত জলাবদ্ধতা থাকে। সাধারণত জলাবদ্ধতা সমস্যা জুন মাসে শুরু হয়ে অক্টোবর পর্যন্ত চলে। উচ্চ বৃষ্টিপাতের ফলে জলাবদ্ধতার তীব্রতা এবং সময়কাল বৃদ্ধি হয়।

কিশোরগঞ্জ পৌরসভা নরসুন্দা নদীর তীরে অবস্থিত। প্রকৃতপক্ষে নদীটি পৌরসভাকে দ্বিখন্ডিত করে পূর্ব-পশ্চিমে প্রবাহিত হয়েছে। শুধুমাত্র ৮ নং ওয়ার্ড ব্যতিত প্রায় সকল ওয়ার্ডের নিকটবর্তী সীমানা দিয়ে নদীটি প্রবাহিত হয়েছে। নদীর প্রবাহ উত্তর তেকে দক্ষিণে। নরসুন্দা নদী ছাড়াও নরসুন্দা নদী থেকে উদ্ভূত বড়ফুল এবং কাটাখালি খাল প্রকল্প এলাকার প্রাকৃতিক নিষ্কাশন ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে। এছাড়া কিছু সেচ খাল এবং আউটলেট ছাড়া কিছু ছোট ছোট খালও ভূমি বন্ধুরতা জরিপ হতে পাওয়া গিয়েছে। নরসুন্দা নদীর পানি প্রবাহ ব্রহ্মপুত্র নদীর উপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল। অধিকাংশ স্থানেই এ নদীর কোন প্রবাহ নেই যা কিনা কচুরিপানা বিস্তারে সাহায্য করে। কিশোরগঞ্জ শহরের কাছাকাছি নদীর তলদেশ দৃশ্যমান যেখানে পানির প্রবাহ শুধুমাত্র ২-৩ ফুট ড্রেনের মত। সরকার নদী পুনরুজ্জীবিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে যা লেক সিটি প্রকল্প হিসাবে পরিচিত। কিশোরগঞ্জ পৌরসভা এলাকা দীর্ঘ সময় বন্যা প্রবণ এলাকা হিসাবে গণ্য করা হলেও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এটা বন্যামুক্ত রয়েছে।

৬.১.৪ প্রকল্প এলাকার পরিবেশগত অবস্থা

৬.১.৪.১ বর্তমান পরিবেশগত অবস্থা

কিশোরগঞ্জ পৌরসভা একটি মিশ্র ভূসংস্থানিক এলাকা।পৌরসভাকে দ্বিখন্ডিত করে শহরের মাঝখান দিয়ে নরসুন্দা নদী পূর্ব থেকে পশ্চিমে দিকে প্রবাহিত হচ্ছে। বিক্ষিপ্তভাবে সমগ্র পৌরসভা এলাকায় নগরায়ন হচ্ছে। বর্তমান নগরায়নের ধারা পৌরসভার উত্তর অংশে মূলত ময়মনসিংহ রোডের পার্শ্বস্থ এলাকায়।

বর্তমান নগর এলাকার ভূমির উচ্চতা তুলনামূলকভাবে বেশি যেখানে সবোর্চ্চ উচ্চতা ১০.৩১ মি পিডব্লিউডি, সর্বনিম্ন উচ্চতা ৬.১৩ মি পিডব্লিউডি এবং গড় উচ্চতা ৮০৩৯ মি পিডব্লিউডি। রেল লাইন বরাবর স্পট মান ১০.৩১ মি পিডব্লিউডি থেকে ৬.৬৯ মি পিডব্লিউডি এর মধ্যে ওঠানামা করে। প্রকল্প এলাকার জন্য স্পট উচ্চতার নির্ধারক হচ্ছে x, y and z যা ব্যবহার করে প্রকল্প এলাকার একটি কনট্যুর মানচিত্র আঁকা হয়েছে (মানচিত্র ২.৫: প্রকল্প এলাকা কনট্যুর ম্যাপ)। মানচিত্র তৈরীর সময় কনট্যুর এর উলম্ব ব্যবধান ০.৩ মি হিসেবে গৃহীত হয়েছে। প্রকল্প এলাকার কনটুর জরিপ কোন ব্যতিক্রম প্রকাশ করে না।

কিশোরগঞ্জ পৌরসভার জলবায়ু মৌসুমী বায়ু দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং একে চারটি ঋতুতে ভাগ করা হয়েছে যথা ১) দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ু ২) ট্র্যানজিশন-১ (বর্ষা পূর্ব) ৩) শীতকাল ৪) ট্র্যানজিশন-২ (বর্ষা উত্তর)। শীত মৌসুম নভেম্বর থেকে শুরু হয়ে এবং ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। তাপমাত্রা নভেম্বর থেকে ক্রমশ কমতে শুরু করে যা জানুয়ারী পর্যন্ত অব্যাহত থাকে এবং এসময় সবোর্চ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৭ ডিগ্রী সেঃ থেকে ১০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের মধ্যে উঠানামা করে। ট্র্যানজিশন-২ (বর্ষা উত্তর) শীতকালের পরে আসে যা গ্রীষ্মকাল নামে পরিচিত এবং এর সমসারণীল জানুয়ারী থেকে মে মাস পর্যন্ত। মোট বার্ষিক বৃষ্টিপাতের প্রায় ২০% থেখে ২৫% এ সময়ে সংঘটিত হয়।

গ্রীষ্মকালে দৈনিক সবোর্চ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৩৪ ডিগ্রী সে: থেকে ২৩ ডিগ্রী সে: মধ্যে উঠানামা করে। বর্ষা সাধারণত জুন শুরু এবং সেপ্টেম্বর পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এই সময়ের মধ্যে ভারি বৃষ্টিপাত ঘটে ও আবহাওয়া আর্দ্র থাকে এবং তাপমাত্রা সাধারণত ৩২ ডিগ্রী সে: থেকে ২৬ ডিগ্রী সে: মধ্যে থাকে। প্রাক বর্ষা (ট্র্যানজিশন ১) একটি আর্দ্র ঋতু যা দক্ষিণ পশ্চিম বর্ষা মৌসুম এবং শুষ্ক শীতকালে মধ্যেবর্তী একটি সংক্ষিপ্ত সময়ের রূপান্তর। অক্টোবর এবং নভেম্বর মাস প্রাক বর্ষা ঋতু। এসময় দিনের তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত ও আর্দ্রতা বর্ষা মৌসুমে তুলনায় কম হয় এবং দৈনিক তাপমাত্রা সাধারণত ৩০ ডিগ্রী সে: থেকে ২১ ডিগ্রী সে: মধ্যে হয়।

কিশোরগঞ্জ পরিমিতরূপে ক্রান্তীয় জলবায়ু সম্পন্ন একটি নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল। এই সমতল অঞ্চলের মধ্যে আঞ্চলিক জলবায়ু পার্থক্য নেই বললেই চলে।সাধারণভাবে, সর্বোচ্চ তাপমাত্রা গ্রীষ্মে ৩৪ ডিগ্রী সে: হতে ২৩ ডিগ্রী সে: এর মধ্যে থাকে।কিশোরগঞ্জ পৌরসভা বাংলাদেশের উত্তর অংশে অবস্থিত যেখানে তুলনামূলকভাবে শীতল মাস বেশী থাকে।

কিশোরগঞ্জ পৌরসভা এর বার্ষিক হাইড্রোলজি বর্ষা মৌসুম (অক্টোবর মাধ্যমে জুন) দ্বারা প্রভাবিত হয়। নরসুন্দা নদীর পানি উপচে নিচু এলাকা বন্যার সময় পৌর এলাকা প্লাবিত হয়।অভ্যন্তরীণ বন্যা কিশোরগঞ্জ পৌরসভায় খুব গৌণ এবং বৃষ্টিপাত এবং অপর্যাপ্ত নিষ্কাশন সুবিধা না থাকার কারণে বৃষ্টির পানি দ্বারা তা সংঘটিত হয়। খাল-বিল ও নদীর পানির স্তর অগাষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে সর্বোচ্চ এবং জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারী মাসে সর্বনিম্ন হয়।বৃষ্টির পানি নরসুন্দা নদীর দ্বারা নিস্কাশিত হয় এবং তা প্রবাহিত হয়ে অবশেষে প্রাচীন ব্রহ্মপুত্র নদীতে পড়ে।

৬.১.৪.২ পরিবেশগত সমস্যাসমূহ

প্রকল্প এলাকার পরিবেশ কৃত্রিম ও প্রাকৃতিক উভয়ভাবেই গঠিত। নগরায়ন প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর কিছু বৃদ্ধি ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। নগরায়নের ফলে প্রাকৃতিক পরিবেশ টেকসই হতে পারে না। কিন্তু দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য নগরায়ন অত্যাবশ্যক। নগরায়নের ফলে শহরে মানুষ বৃদ্ধির পাশাপাশি অ-কৃষি কর্মকান্ডের ব্যবহার বৃদ্ধি করে যা শহর ও এ আশেপাশের এলাকায় দূষণের সৃষ্টি করে। শহরের হাসপাতালের বর্জ্য ও শিল্প কারখানার বর্জ্য ভূমি, পানি ও বায়ূ দূষণের প্রধান উপাদান।

নগরায়নের ফলে বায়ু দূষণ কিশোরগঞ্জ পৌরসভার একটি তীব্র সমস্যা হতে পারে। শহুরে এলাকায় বায়ু দূষণের প্রধান উৎস গাড়ির থেকে ক্ষতিকারক বায়বীয় নির্গমন, শিল্প খাত এবং নির্মাণ সামগ্রী, এবং ময়লা-আবর্জনা ডাম্পিং। প্রায়ই রাস্তায় চলাচলকারী খুব পুরাতন, ওভারলোড এবং দুর্বল রক্ষণাবেক্ষণ করা যানবাহন দূষণ ঘটায় এবং নির্ধারিত সীমা ছাড়িয়ে ধোঁয়া নির্গত করে। দূষিত বায়ু মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর যা দূষকের প্রকৃতি, ঘনত্ব, সমসারণিাল ও গ্রহীতার বয়সের উপর নির্ভর করে। শ্বাসযন্ত্রের সমস্যা, হাঁপানি, ব্রংকাইটিস, মাথা ব্যাথা, মাথা ঘোরা, মূত্রাশয়ের ক্ষতি ইত্যাদি দূষিত বায়ুর কারণে হতে পারে।

কিশোরগঞ্জ পৌরসভার সামগ্রিক পরিবেশগত অবস্থা বাসিন্দাদের জীবনের জন্য ভীতিকর বা ক্ষতিকারক না কিন্তু পানি দূষণের মাত্রা বিশেষ করে গার্হস্থ্য বর্জ্যের পানি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বর্তমান প্রেক্ষাপটে কিশোরগঞ্জ পৌরসভায় আর্সেনিক দূষণ সীমত। বর্তমানে কিশোরগঞ্জ পৌরসভার পানি সরবরাহ ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে ভূ-গর্ভস্থ পানি ভিত্তিক। ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যাপক উত্তোলন কিশোরগঞ্জ পৌরসভার ভূ-গর্ভস্থ জলাধারে স্তর নিচে নামিয়ে দিতে পারে। পানি সরবরাহ ব্যবস্থা ভূপৃষ্ঠের পানি ভিত্তিক হওয়া উচিত যদিও শুষ্ক মৌসুমে নরসুন্দা নদী পূর্ণভাবে পানি সরবরাহ নাও করতে পারে। কিশোরগঞ্জ পৌরসভায় একটি বর্জ্য পানি শোধনাগার স্থাপন করা উচিত যাতে করে তা বর্জ্য পানি পরিশোধন করে নরসুন্দা নদীতে ফেলবে। শব্দ দূষণ হ্রাস করার জন্য অদূর ভবিষ্যতে রেল লাইনের পাশে বৃক্ষ রোপণ করা যেতে পারে। পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার প্রত্যেক পর্যায়ে এই সব পরিবেশগত বিষয় মূল্যায়ন করা হয় এবং সঠিক পরিমান শক্তির ব্যবহার, পরিবহন ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, বস্তি উন্নয়ন দ্বারা ভূমি দূষণ, পানি ও বায়ুর গুণমান, জীববৈচিত্র্য, দুর্যোগ এবং সামুদ্রিক সম্পদের উপর পরিবেশগত বিরূপ প্রভাব কমানোর পদক্ষেপ নেয়া হয়।

৬.২ ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা

৬.২.১ ড্রেনেজ এবং বন্যা ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা

ড্রেনসমূহ সাধারণত জনবসতি এলাকা থেকে গৃহস্থালি বর্জ্য ও বৃষ্টির পানি নিষ্কাশন করে থাকে। গৃহস্থালি বর্জ্যের পরিমাণ নগণ্য হওয়ায় ড্রেনেজ ডিজাইনের ক্ষেত্রে সাধারণত বৃষ্টির পানিকেই হিসেব করা হয়।

ড্রেনেজ ব্যবস্থায় ভূপৃষ্ঠে পতিত বৃষ্টির পানি হিসেব করা হয়। ড্রেনেজ ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য হল বৃষ্টির পানিকে স্বল্পতম সম্ভব সময়ে খোলা অথবা ভূগর্ভস্থ ড্রেনের মাধ্যমে নিষ্কাশিত করা। এক্ষেত্রে ভূপৃষ্ঠের উপর দিয়ে বৃষ্টির পানি প্রবাহের হার ও এর পরিমাণ হিসেব করা হয়। একটি এলাকার পানি প্রবাহ প্রাক্কলন করা হয় সেখানকার বেশি বৃষ্টি হবার প্রবণতা এবং বৃষ্টিপাতের সাথে তার প্রবাহের সম্পর্কের উপর নির্ভর করে। পানি প্রবাহের পরিমাণ আশেপাশের ভৌত ও গাঠনিক কাঠামোর ভিত্তিতে হয়।

বৃষ্টিপাত ভিন্ন ভিন্ন এলাকায় ভিন্ন ভিন্ন সময়ের অন্তরে, তীব্রতায়, বীস্তায়, এবং সমসারণিাল ধরে হয়ে থাকে। এরকম অনিয়মিত পতনের কারণে অতীতের বৃষ্টিপাতের তথ্য থেকে বৃষ্টিপাতের প্রবাহ প্রাক্কলন করা হয়। দীর্ঘদিনের বৃষ্টিপাতের তথ্য বিশ্লেষণ করে তা থেকে তীব্রতা-ব্যপ্তি-ঘটনা এর রেখচিত্র তৈরি করা হয়।

৬.২.২ সুপারিশকৃত মানদন্ড

নির্মাণ ব্যয় বেশি হলেও শহর এলাকার জন্য পাকা ড্রেন পছন্দনীয় কারণ পাকা ড্রেন পরিস্কার করা সহজ এবং তা অবৈধ দখল রোধে সাহায্য করে। ড্রেনের আকার-আকৃতি জমির প্রাপ্যতা এবং প্রাপ্ত জমির ঢালের উপর নির্ভরশীল। আয়তাকার ড্রেনের চেয়ে ট্রাপিজয়ডাল ড্রেনের পানি নিষ্কাশন করার দক্ষতা বেশি কারণ কম প্রবাহ ও একই সর্বোচ্চ ধারন ক্ষমতায় তা উল্লেখযোগ্যভাবে বেশী বেগে পানি নিষ্কাশন করে।

এরপর পানির জন্য একটি নতিমাত্রা নির্বাচন করা হয়। খনন গভীরতা হ্রাস করার জন্য সাধারণত এই ঢাল বা সর্বনিম্ন নতিমাত্রা নির্বাচন করা হয়। ড্রেনের নক্সা করার পূর্বে এটা নির্বাচন করা জরুরি।

সেকেন্ডারী ড্রেনের আকার ৩.৪ মিটার এবং টারশিয়ারি ড্রেনের আকার ১.৫ মিটার ধরা হয়েছে। এছাড়া ড্রেনের দৈর্ঘ্য ও গভীরতা সাথে ড্রেনের আকার সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে এবং ০.১ থেকে ০.২ মিটার ড্রেনের মুক্ত নিষ্কাশনের জন্য ধাপে ধাপে যোগ করা হবে।

৬.২.৩ প্রস্তাবিত ড্রেনেজ উন্নয়ন পরিকল্পনার রূপরেখা

যে সকল ঘনবসতি এলাকায় রাস্তার পাশে ড্রেন দেওয়া সম্ভব নয় সেখানে পাইপ বা ভূ-গর্ভস্থ ড্রেনের প্রস্তাবনা দেওয়া হয়েছে। বর্তমান ড্রেনেজ ব্যবস্থাকে একটি সমন্বিত ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনার অর্ন্তভূক্ত করে খাল, পাকা/কাঁচা ড্রেন এবং বরো-পিট সমূহের উন্নয়ন প্রস্তাবনা দেওয়া হয়েছে যাতে করে তা কিশোরগঞ্জ পৌরসভার কাঠামোগত পরিকল্পনার সাথে সমন্বিত ও একত্রিত হয়ে বর্ষার সময় অবস্থার অবনতি হলে সঠিকভাবে কাজ করতে পারে।

বৃষ্টির পানির জন্য ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা গঠন

বৃষ্টির পানির সহজলভ্য ও বাস্তবসম্মত নিষ্কাশনের জন্য সমগ্র প্রকল্প এলাকার জন্য একটি ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রস্তাব করা হয়েছে। এজন্য নিম্নোক্ত কর্মকান্ড গ্রহণ করা উচিত:

১. বর্তমান ড্রেন ও কালভার্ট এর লেভেলসহ প্রকল্প এলাকার ভূমিরুপ নির্ণয়
২. বন্যা দূর্গত এলাকার বন্যায় ক্ষয়ক্ষতির তালিকা নিরুপণ
৩. জলাধার, সেকেন্ডারী ও টারশিয়ারি ড্রেনের উপযুক্ত নক্সা প্রণয়ন
৪. প্রস্তাবিত কাজের প্রযুক্তিগত, পরিবেশগত, প্রাতিষ্ঠানিক, আর্থিক ও সামাজিক মূল্যায়ন প্রয়োজন
৫. বাস্তবায়নের পর্যায়/স্তর সমূহ পরিকল্পনা
৬. বিস্তারিত নক্সা প্রণয়ন
৭. পর্যাপ্ত নিষ্কাশন আধার ও নির্গমন পথের ব্যবস্থা রাখা
৮. প্রয়োজনীয় লোকবলের মূল্যায়নসহ রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালন
৯. নির্মাণ ও পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত অর্থের যোগান নিশ্চিত করা
১০. বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনে বাস্তবায়নযোগ্য মানদন্ড প্রয়োগ করা
১১. জমি অধিগ্রহণের হার নূন্যতম রেখে প্রাকৃতিক ভূমিরুপের ব্যবহার করে বিদ্যমান ড্রেন ও কালভার্টের নক্সা করা
১২. এক্ষেত্রে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে পৌরসভাকে ড্রেনেজ ব্যবস্থা পরিষ্কার ও সমুন্নত রাখার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। অধিকিন্তু, উন্নত ড্রেনেজ ব্যবস্থার নিমিত্তে পরিকল্পিত সংরক্ষণ ব্যবস্থার পাশাপাশি কিশোরগঞ্জ পৌরসভার প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে।

বিভিন্ন ধাপে ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ধারনাগত পরিকল্পনা

স্থানীয় বাসিন্দাদের ও বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে এবং ভৌত অবস্থার প্রেক্ষিতে অগ্রাধিকার ক্ষেত্রসমূহ ব্যাপক ভূ-সাংস্থানিক জরিপ এবং পরিকল্পনার সীমারেখা তৈরী করার সময় চিহ্নিত করা হয়েছে। টাউন সেন্টার এবং এবং জনবহুল এলাকা সমূহ যেমন আবাসিক, বাণিজ্যিক এবং কৌশলগত পরিকল্পনা এলাকার জনবহুল অঞ্চলে ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়নে সুনির্দিষ্ট নজর দেওয়া হয়েছে। প্রস্তাবিত কাজ সমূহ এর গুরুত্বতার মাত্রা অনুসারে বিভিন্ন ফেজ/পর্যায়ে ভিত্তিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ভাগ করা উচিত। তহবিল প্রাপ্যতার ভিত্তিতে পৌরসভা কর্তৃপক্ষ স্থানীয় অগ্রাধিকার নিশ্চিত করবে এবং দ্বিতীয় অগ্রাধিকার কাজ হিসাবে অবশিষ্ট উন্নতি কাজ নির্বাচন করা হবে। খালের নেটওয়ার্কের সাথে মিল রেখে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে খালেন পুন:খনন, গভীরকরণ ও প্রশস্থকরণ করতে হবে। এলাকা উন্নয়নের জন্য অ-কাঠামোগত ব্যবস্থা এবং বিভিন্ন ইমারতের প্লিন্থ লেভেলের মান নির্ধারিত মান অনুযায়ী অনুসরণ করতে হবে। শহরের কেন্দ্রস্থলের বন্যার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে কাঠামো পরিকল্পনা এলাকার প্রান্ত এলাকা ও উপ-কেন্দ্র এলাকার বিদ্যমান কৃষি জমি ও নিচু জমি সমূহ উৎকৃষ্ট জলাধার হিসেবে কাজ করবে।

৬.২.৩.১ ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পন্থাসমূহ

ড্রেনেজ ডিজাইনের পন্থা নির্ধারণে ব্যয়, কার্যক্ষমতা, স্থায়িত্ব, নির্মাণ ও পর্যালোচনার বর্তমান অবস্থা বিবেচনা করা হয়েছে। নাগরিকদের জীবনের দৃশ্যমান সামাজিক উন্নয়ন আকাঙ্খিত ফলাফল অর্জনে সবচেয়ে বড় বিষয় বলে বিবেচ্য। এছাড়া বন্যাজনিত বার্ষিক ব্যয় হ্রাসকে সবচেয়ে বড় গণনাযোগ্য সুবিধা হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। অসুস্থতা ও শিশুমৃত্যু হ্রাস এবং জীবনকাল বৃদ্ধিকে সবচেয়ে বড় অগণনাযোগ্য সুবিধা হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

এইসব বিবেচ্য বিষয়ের অধীনে নিম্নলিখিত পন্থাগুলি ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়নে প্রস্তাব করা হয়েছে।

ক) নালাসমূহের উন্নয়ন

প্রকল্পের অধীনে খাল এবং নালাসমূহের উন্নয়ন কর্মকান্ড বর্তমান উন্মুক্ত নালা/প্রাথমিক ড্রেন এবং নতুনভাবে নির্মিত প্রাথমিক/সেকেন্ডারি ড্রেনের নেটওয়ার্ক উন্নয়ন ও পুনর্নির্মাণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। বিদ্যমান বড়ফুল খাল, কাটাখালি খাল এবং নরসুন্দা নদীর পুন:খনন প্রয়োজন। এছাড়াও নরসুন্দা নদীর ইতিমধ্যে ভরাট বা অবৈধভাবে দখল করা হয়েছে তার খনন প্রয়োজন।

খ) জলাধার সংরক্ষণ

বিদ্যমান পুকুরসমূহ, নগর এলাকায় নিচু জমি এবং কৃষিজমি সমূহ; জল ধারণ ক্ষেত্র হিসেবে কাজ করে এবং ভরা মৌসুমে বন্যা হওয়া থেকে কিছুটা রক্ষা করে। যদিও প্রকল্প এলাকায় এই উদ্দেশ্যকে অবলম্বন করে কোনও জলাধার নির্মিত হয়নি;

তবুও কর্তৃপক্ষের উচিত হবে বর্তমান নিচু এলাকাসমূহ এই ভবিষ্যতে কাজের জন্য সংরক্ষণ করা। উচ্চমূল্যের জন্য জলাধার নির্মাণে নতুন ভূমি অধিগ্রহণের কোনও প্রস্তাব রাখা হয়নি। সুতরাং, উন্নত ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ভবিষ্যতের বৃষ্টিপ্রবাহ নিষ্কাশন করা এই ড্রেনেজ ডিজাইনের লক্ষ্য।

গ) ড্রেনেজ ব্যবস্থার ধারন ক্ষমতা

২০৩৩ সাল পর্যন্ত উন্নয়ন বিবেচনা করে ড্রেনেজ ব্যবস্থা (টারশিয়ারি ও সেকেন্ডারী) এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যাতে এটি সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাতের গড় বার্ষিক বৃষ্টিপ্রবাহ টারশিয়ারি ড্রেনের জন্য ১ বছর এবং সেকেন্ডারি ড্রেনের জন্য ২-বছর অন্তর বিবেচনায় কোনপ্রকার উপচানো ব্যতিত প্রবাহিত করতে পারে। উন্নত এলাকার জন্য ড্রেনেজ ডিজাইন করা হয়েছে বর্তমান অবস্থাকে বিবেচনায় এনে এবং যেসকল এলাকা এখনও পরিপূর্ণভাবে উন্নত নয় সেসব এলাকায় ড্রেনের ধারণক্ষমতা এর উন্নয়নকালে প্রয়োজনের তুলনায় কিছুটা বেশি হবে।

ঘ) খাল/জলাধার উপচানো

প্রকল্প এলাকার অভ্যন্তরে অবস্থিত খাল, নিচু এলাকা/বিল প্রভৃতি বন্যার কারণে ভরে গেলে তা এই ড্রেনেজ মহাপরিকল্পনার আওতার মধ্যে পড়বে না। যার জন্য এক্ষেত্রে এই রিপোর্টে কোনও বিস্তারিত প্রস্তাবনা নেই। শুধুমাত্র ফ্ল্যাপ গেট তৈরি করে এক্ষেত্রে পানি নিয়ন্ত্রণ করাই হবে যথোপযুক্ত। কর্তৃপক্ষের উচিত হবে; যাতে তারা ভবিষ্যতে এই নিচু জমিসমূহ ভরাট হওয়া থেকে বিরত রাখবে।

ঙ) প্রতিরোধমূলক রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম

ড্রেনেজ ব্যবস্থার সঠিক কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে; এর সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা জরুরী। রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমের মধ্যে থাকবে; পরিদর্শন, নীতিমালার প্রয়োগ, পরিচ্ছন্নতা ও মেরামত। পরিদর্শন ও পরিচ্ছন্নতা নির্ভর করবে মরশুম এবং একটি ড্রেনের গুরুত্বের উপর। রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমগুলো হলঃ

অ) পরিদর্শন:

- পাকা খোলা ড্রেন-সবগুলো মাসে একবার;
- বাজার এলাকায় প্রতি সাপ্তাহান্তে একবার
- পাকা আবদ্ধ ড্রেন-মাসিক একবার; ফেব্রুয়ারি মাসে ড্রেন উন্মুক্ত করা
- কাঁচা ড্রেন-মাসিক
- সকল ড্রেন-মৌসুমের প্রথম ভারী বর্ষণের পর

আ) পরিছন্নতা:

- পাকা খোলা ড্রেন-যখন প্রয়োজন
- পাকা আবদ্ধ ড্রেন-ফেব্রুয়ারি মাসে যখন উন্মুক্ত করা হয়
- কাঁচা ড্রেন এবং কালভার্ট/ব্রিজ-জানুয়ারি অথাবা ফেব্রুয়ারি মাসে বৃষ্টির পূর্বে
- সকল ড্রেন-পরিদর্শনে প্রয়োজন বোধ হলে

পরিদর্শনের ফলে ড্রেনের কোথায় মেরামত প্রয়োজন এবং কোথায় তা অবৈধ দখলের শিকার তা চিহ্নিত করা সম্ভব হয়। এসব ক্ষেত্রে দ্রুত সঠিক পদক্ষেপ নেওয়া জরুরী। সম্পূর্ণভাবে আবদ্ধ পাকা ড্রেন ও ছোট কালভার্ট পরিষ্কার করা অনেক জটিল ও সময়সাপেক্ষ। পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম সহজে করার জন্য নতুন ড্রেনসমূহ স্থানান্তরযোগ্য ঢাকনা সহকারে নির্মাণ করতে হবে।খাল/ড্রেন প্রভৃতির নির্মাণ কাজ করে থাকে প্রকৌশল শাখা কিন্তু এগুলোর পরিচ্ছন্নতার কাজটি করে পরিচ্ছন্নতা শাখা। ড্রেনের রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম নিণলিখিত কাজের সাথে সম্পর্কিতঃ

- ড্রেনের পরিচ্ছন্নতা
- মশক নিধন
- বর্জ্য ব্যবস্থাপনা
- ড্রেনের কাঠামোগত রক্ষণাবেক্ষণ

কর্তৃপক্ষকে ড্রেনের জন্য একটি নিয়মিত প্রতিরোধমূলক রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম হাতে নিতে হবে। এই প্রকল্পের অধীনে নেওয়া কাঠামোগত উন্নয়ন এক্ষেত্রে একটি টেকসই ব্যবস্থা প্রদান করবে। যদি রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম সঠিকভাবে পালন না করা হয় তাহলে তা ভবিষ্যতে অনেক খারাপ ফল বয়ে নিয়ে আসবে। যদিও ড্রেনের রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম পরবর্তিতে বাস্তবায়নের সময় নির্ধারিত হবে; তবুও এই পরিকল্পনার অধীনে এর জন্য একটি দিকনির্দেশনা দেওয়া হল।

- ড্রেনসমূহ প্রতি মাসে একবার পরিষ্কার করা উচিত। এটা কখনই প্রতি তিন মাসে একবারের কম হওয়া উচিত নয়।
- পর্যাপ্ত পরিমাণ যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা রাখা। প্রতি পরিচ্ছন্নতা কর্মীর জন্য হুইল ব্যারো এবং অন্যান্য হস্ড়চালিত যন্ত্রপাতি এবং বর্জ্য পরিবহনের জন্য ৩ টন ধারণক্ষমতার ট্রাকের ব্যবস্থা রাখা।

৬.২.৩.২ ড্রেনেজ প্রবাহমাত্রার হিসাব

কিশোরগঞ্জ শহরের ড্রেনেজ ব্যবস্থার ডিজাইন ডিসচার্জ হিসাব করার জন্য র‍্যাশনাল মেথড ব্যবহার করা হয়েছে যা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একটি পন্থা। নিচের সূত্র দিয়ে যেকোন স্থানের সর্বোচ্চ প্রবাহ নির্ণয় করা যায়।

$Q_P = C_s C_r IA/360$

যেখানে,

Q_P = সর্বোচ্চ প্রবাহ (ঘনমিটার/সেকেন্ড)
I = বৃষ্টিপাতের তীব্রতা (মিমি/ঘন্টা)
C_S = স্টোরেজ কো-ইফিসিয়েন্ট
C_r = রান-অফ কো-ইফিসিয়েন্ট
A = ক্যাচমেন্ট এরিয়া (হেক্টর)

বৃষ্টিপাতের তীব্রতা (ইনটেনসিটি)

বৃষ্টিপাত তীব্রতা হল একটি নির্দিষ্ট নিষ্কাশন অববাহিকার বা সাব বেসিন জন্য গড় বৃষ্টিপাত হার। তীব্রতার নকশা বৃষ্টিপাত সমসারণিাল এবং ফিরতি সময়ের ভিত্তিতে নির্বাচন করা হয়। রিটার্ন সময়ের একটি নকশা প্যারামিটার হিসাবে নকশা মান দ্বারা স্থাপন করা হয়। ৫ (পাঁচ) বছর বৃষ্টিপাত তীব্রতা সময়ের সাধারণত প্রাথমিক নির্গমন এবং খাল উন্নতি নকশা জন্য ব্যবহার করা হয়, সেকেন্ডারী ড্রেনের জন্য তা তিন বছর। সমগ্র ড্রেনেজ এলাকার জন্য নকসার সময়কাল এর নিষ্কাশন সময়ের (Time of Concentration) সমান।

টাইম অফ কনসেন্ট্রেশন

একটি ক্যাচমেন্টের সবচেয়ে বেশি দূরের স্থান থেকে প্রবাহিত হতে যে সময় লাগে তাই টাইম অফ কনসেন্ট্রেশন (t_c)নামে পরিচিত। নগর এলাকার ড্রেনের জন্য টাইম অফ কনসেন্ট্রেশন দুটি সময় নিয়ে গঠিত; বৃষ্টির পানি ভূপৃষ্ঠে প্রবাহিত হয়ে সবচেয়ে কাছের ড্রেন, C তে পৌঁছাতে যত সময় (t_o) লাগে তত এবং ড্রেনেজ সিস্টেমের ঐ স্থানে পৌছাতে যত সময় (t_d) লাগে তত। সুতরাং,

$t_c = t_o + t_d$

ভূপৃষ্ঠের উপর পানির প্রবাহ দূরত্ব, ভূমির বন্ধুরতা, প্রবাহমাত্রা প্রভৃতির উপর নির্ভর করে। বিভিন্ন ধরণের পদ্ধতিতে এই প্রবাহের হিসাব করা হয় যার প্রতিটি প্রায় একই ফলাফল প্রদান করে। t_d একটি ড্রেনের হাইড্রলিক চরিত্র থেকে নির্ধারিত হয় এবং এক্ষেত্রে নিচের সূত্রটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

কিরপিক সূত্রঃ $T_c = 0.019621L^{0.77}/S^{0.385}$

যেখানে, T_c= টাইম অফ কনসেন্ট্রেশন (মিনিট)
L = পানির প্রবাহের সর্বোচ্চ দূরত্ব (মিটার) এবং
S = ভূমির গড় ঢাল

স্টোরেজ কো-ইফিসিয়েন্ট

বৃষ্টিপাতের পর মাটির ও পরিবেশের পানি শোষন ক্ষমতার পর রান অফ শুরু হয়যা গণনা করার জন্য সংগ্রহ কো-এফিসিয়েন্ট ব্যবহার করা হয়। স্টোরেজ কো-ইফিসিয়েন্ট এর মান ভূমির গড় ঢাল এবং ভূপৃষ্ঠের প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে হিসেব করা হয়। কিশোরগঞ্জ পৌরসভার স্টোরেজ কো-ইফিসিয়েন্টনির্ণয় করার জন্য নিম্নোক্ত সারণি ব্যবহার করা হয়েছে।

সারণি-৬.৪: স্টোরেজ কো-ইফিসিয়েন্ট, Cs

ভূমির প্রকৃতি	স্টোরেজ কো-ইফিসিয়েন্ট		
	ঢাল < ১:১০০০	ঢাল< ১:৫০০	ঢাল> ১:৫০০
বাঁধানো এলাকায়-রাস্তা ও বাজার	০.৮	০.৯	১
ঘনবসতিপূর্ণ নির্মিত এলাকায়	০.৮	০.৯	১
কেন্দ্রীয় এলাকায়-মিশ্র, বাণিজ্যিক ও আবাসন	০.৭	০.৮	১
বিচ্ছিন্ন ঘর সঙ্গে আবাসিক এলাকা	০.৭	০.৮	০.৯
দেয়াল ঘেরা এলাকায় এবং বাগান	০.৬	০.৭	০.৮
বড় প্রবেশ্য এলাকায় (শুষ্ক কৃষি)	০.৫	০.৬	০.৮
ধানী জমি (প্লাবিত)	০.৩	০.৪	০.৫

রান-অফ কোএফিশিয়েন্ট(C_r)

বৃষ্টি প্রবাহমাত্রা C একটি নির্দিষ্ট সময়ে পানির প্রবাহ এবং বৃষ্টিপাতের পরিমাণের অনুপাত যার কোনও একক নেই। যেহেতু বৃষ্টির পানি নানা কারণে সম্পূর্ণ পরিমাণে ড্রেনে পৌঁছাতে পারেনা তাই এই অনুপাত সর্বদাই এক এর কম হবে।সারণি ৬.৫ এ কিছু নির্দিষ্ট স্থানের জন্য র‍্যাশনাল মেথড অনুসারে প্রবামাত্রা দেওয়া আছে।

সারণি-৬.৫: রান-অফ কো-এফিসিয়েন্ট, C_r

ভূমির প্রকৃতি	রান-অফ কো-এফিসিয়েন্ট, C_r
বাঁধানো এলাকায়-রাস্তা ও বাজার	০.৯
ঘনবসতিপূর্ণ নির্মিত এলাকায়	০.৭
কেন্দ্রীয় এলাকায়-মিশ্র, বাণিজ্যিক ও আবাসন	০.৬
বিচ্ছিন্ন ঘর সঙ্গে আবাসিক এলাকা	০.৪
দেয়াল ঘেরা এলাকায় এবং বাগান	০.৩
বড় প্রবেশ্য এলাকায় (শুষ্ক কৃষি)	০.৩
ধানী জমি (প্লাবিত)	০.৮

৬.২.৩.৩ ওয়ার্ড-ভিত্তিক নতুন ড্রেন বন্টন

কিশোরগঞ্জ পৌরসভার জন্য প্রস্তাবিত পর্যায় ভিত্তিক ড্রেনেজ ব্যবস্থার মোট দৈর্ঘ্য নিচের সারণিতে দেখানো হয়েছে।

সারণি ৬.৬: কিশোরগঞ্জ পৌরসভার প্রস্তাবিত প্রাইমারী ও সেকেন্ডারী ড্রেনের সার-সংক্ষেপ

ওয়ার্ড নং/ইউনিয়ন	দৈর্ঘ্য (কি.মি.)				
	প্রাইমারী ড্রেন		সেকেন্ডারী ড্রেন		মোট
	১ম পর্যায়	২য় পর্যায়	১ম পর্যায়	২য় পর্যায়	
ওয়ার্ড নং ০১	২.৪০		৫.৩৩		**৭.৭৩**
ওয়ার্ড নং ০২	১.৭৭		১.৩৯		**৩.১৬**
ওয়ার্ড নং ০৩	১.৪৭				**১.৪৭**
ওয়ার্ড নং ০৪			০.৬৮		**০.৬৮**
ওয়ার্ড নং ০৫			৪.০০		**৪.০০**
ওয়ার্ড নং ০৬			১.৯০		**১.৯০**
ওয়ার্ড নং ০৭	১.৫৮		৮.০১		**৯.৫৯**
ওয়ার্ড নং ০৮	১.৯৫		১.০৯		**৩.০৪**
ওয়ার্ড নং ০৯			১.০০		**১.০০**
বিন্নাটি					**০.০০**
বাউলাই		৩.৪৮			**৩.৪৮**
চৌদ্দশত					**০.০০**
যশোদল				৫.১৬	**৫.১৬**
লতিবাবাদ				০.৮৫	**০.৮৫**
মহিনন্দ		৮.৭৩		২.৩০	**১১.০৩**
মারিয়া				৬.০৩	**৬.০৩**
রশিদাবাদ		২.৩৬		৫.১২	**৭.৪৮**
মোট	**৯.১৭**	**১৪.৫৭**	**২৩.৪**	**১৯.৪৬**	**৬৬.৬০**

সারণি ৬.৭: কিশোরগঞ্জ পৌরসভার প্রস্তাবিত টারশিয়ারি ড্রেনের সার-সংক্ষেপ

ওয়ার্ড নং/ইউনিয়ন	দৈর্ঘ্য (কি.মি.)		মোট
	১ম পর্যায়	২য় পর্যায়	
ওয়ার্ড নং ০১	৩.৪৩		৩.৪৩
ওয়ার্ড নং ০২	৩.৪৮		৩.৪৮
ওয়ার্ড নং ০৩	২.৬৬		২.৬৬
ওয়ার্ড নং ০৪	২.২২		২.২২
ওয়ার্ড নং ০৫	২.০২		২.০২
ওয়ার্ড নং ০৬	১.৫৯		১.৫৯
ওয়ার্ড নং ০৭	৭.৮৪		৭.৮৪
ওয়ার্ড নং ০৮	৬.৩২		৬.৩২
ওয়ার্ড নং ০৯	৪.৯২		৪.৯২
বিন্নাটি		১.৭১	১.৭১
বাউলাই		১.৭৬	১.৭৬
চৌদ্দশত		৪.৬৩	৪.৬৩
যশোদল		১৮.৪৭	১৮.৪৭
লতিবাবাদ		২.৩৬	২.৩৬
মহিনন্দ		৭.২০	৭.২০
মারিয়া		১৮.১৮	১৮.১৮
রশিদাবাদ		৭.৫৯	৭.৫৯
মোট	**৩৪.৪৮**	**৬১.৯১**	**৯৬.৩৯**

ম্যাপ ৬.২ঃ প্রকল্প এলাকার প্রস্তাবিত নিষ্কাশন ব্যবস্থা

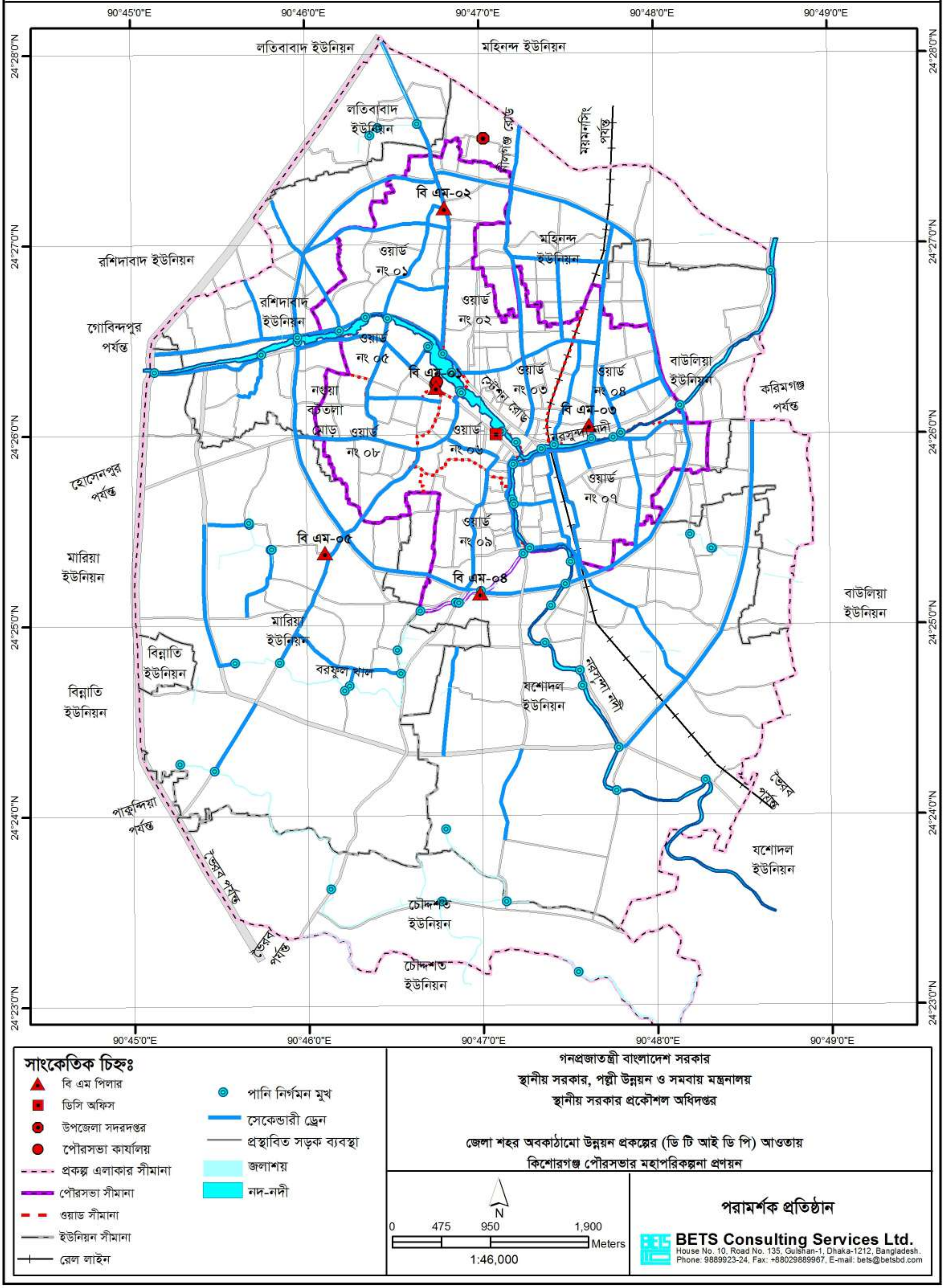

৬.২.৩.৪ ড্রেনেজ এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য অবকাঠামো বন্টন

প্রকল্প এলাকার জীবনযাত্রার ধারা সঠিকভাবে বজায় রাখার জন্য যেসকল অবকাঠামোর প্রয়োজন তারমধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল ড্রেনেজ এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ। যেহেতু কিশোরগঞ্জ পৌরসভা বাৎসরিক বন্যা ঝুঁকিমুক্ত তাই এখানে বন্যা নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত অবকাঠামোর প্রয়োজন নাই।

কোনরূপ বাঁধাপ্রাপ্ত না হয়ে বর্জ্য পানির নির্বিঘ্ন চলাচলের জন্য পরামর্শকগণ ১ টি কালভার্টের প্রস্তাব দিয়েছেন। এছাড়া পরামর্শকগণ নরসুন্দা নদীর উপর ৫৮ টি ব্রীজের প্রস্তাবনা দিয়েছেন।

৬.২.৪ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কৌশলসমূহ

কিশোরগঞ্জ পৌরসভায় পর্যাপ্ত পরিমানে সেকেন্ডারী ও টারশিয়ারি ড্রেন নাই। একারণে বর্ষাকালে ভারি বৃষ্টিপাত হলেই জলাবদ্ধতা দেখা দেয়। তাই বিদ্যমান ড্রেনেজ ব্যবস্থাকে উন্নত করার পাশাপাশি এসকল ড্রেনসমূহকে একটি সমন্বিত ড্রেনেজ নেটওয়ার্কে যুক্ত করতে হবে। পর্যবেক্ষণ করে দেখা গিয়েছে যে মহাসড়কের পাশে বিদ্যমান বরো পিট এবং সেকেন্ডারী ও টারশিয়ারি ড্রেন গুলোর রক্ষণাবেক্ষণ, পরিষ্কার, ব্লক অপসারণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে অব্যাহত অবহেলা করা হচ্ছে।

বিদ্যমান বরো পিট/ড্রেন প্রস্তাবিত ড্রেনেজ ব্যবস্থার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে পৌরসভার জন্য উপলব্ধ ড্রেনেজ ব্যবস্থা অর্জিত হবে। ভরা বর্ষায় যখন নিষ্কাশন ব্যবস্থা ব্লকিং, খালের অপর্যাপ্ত সেকশনের কারণে যে সমস্যার সৃষ্টি হয় সেটা চিন্তা করেই ড্রেনেজ ব্যবস্থা পরিকল্পনা করা হয়েছে। তাই, পর্যাপ্ত নিষ্কাশন ব্যবস্থা সম্পন্ন নতুন সেকেন্ডারী ও টারশিয়ারি ড্রেনের একটি পদ্ধতিগত নেটওয়ার্ক নির্মাণ করতে হবে।

৬.২.৪.১ ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পন্থাসমূহ

ড্রেনেজ ডিজাইনের পন্থা নির্ধারণে ব্যয়, কার্যক্ষমতা, স্থায়িত্ব, নির্মাণ ও পর্যালোচনার বর্তমান অবস্থা বিবেচনা করা হয়েছে। নাগরিকদের জীবনের দৃশ্যমান সামাজিক উন্নয়ন আকাঙ্খিত ফলাফল অর্জনে সবচেয়ে বড় বিষয় বলে বিবেচ্য। এছাড়া বন্যাজনিত বার্ষিক ব্যয় হ্রাসকে সবচেয়ে বড় গণনাযোগ্য সুবিধা হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। অসুস্থতা ও শিশুমৃত্যু হ্রাস এবং জীবনকাল বৃদ্ধিকে সবচেয়ে বড় অগণনাযোগ্য সুবিধা হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

এইসব বিবেচ্য বিষয়ের অধীনে নিম্নলিখিত পন্থাগুলি ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়নে প্রস্তাব করা হয়েছে।

নালাসমূহের উন্নয়ন

প্রকল্পের অধীনে খাল এবং নালাসমূহের উন্নয়ন কর্মকান্ড বর্তমান উন্মুক্ত নালা/প্রাথমিক ড্রেন এবং নতুনভাবে নির্মিত প্রাথমিক/সেকেন্ডারি ড্রেনের নেটওয়ার্ক উন্নয়ন ও পুনর্নির্মাণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। বিদ্যমান বড়ফুল খাল, কাটাখালি খাল এবং নরসুন্দা নদীর পুন:খনন প্রয়োজন। এছাড়াও নরসুন্দা নদীর ইতিমধ্যে ভরাট বা অবৈধভাবে দখল করা হয়েছে তার খনন প্রয়োজন।

ভূমি অধিগ্রহণ

ভূমি অধিগ্রহণে সময় এবং ব্যয় বেশি হওয়ার কারণে; এখানে নতুন অধিগ্রহণের পরিমাণ যথাসম্ভব কম করা হবে। নতুন অধিগ্রহণ ভূমির পরিমাণ খুবই নগণ্য কারণ বেশিরভাগ প্রস্তাবিত ড্রেনই খাস জমির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে।

জলাধার

বিদ্যমান পুকুরসমূহ, নগর এলাকায় নিচু জমি এবং কৃষিজমি সমূহ; জল ধারণ ক্ষেত্র হিসেবে কাজ করে এবং ভরা মৌসুমে বন্যা হওয়া থেকে কিছুটা রক্ষা করে। যদিও প্রকল্প এলাকায় এই উদ্দেশ্যকে অবলম্বন করে কোনও জলাধার নির্মিত হয়নি; তবুও কর্তৃপক্ষের উচিত হবে বর্তমান নিচু এলাকাসমূহ এই ভবিষ্যতে কাজের জন্য সংরক্ষণ করা। উচ্চমূল্যের জন্য জলাধার নির্মাণে নতুন ভূমি অধিগ্রহণের কোনও প্রস্তাব রাখা হয়নি। সুতরাং, উন্নত ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ভবিষ্যতের বৃষ্টিপ্রবাহ নিষ্কাশন করা এই ড্রেনেজ ডিজাইনের লক্ষ্য।

ড্রেনেজ ব্যবস্থার ধারন ক্ষমতা

২০৩৩ সাল পর্যন্ত উন্নয়ন বিবেচনা করে ড্রেনেজ ব্যবস্থা (টারশিয়ারি ও সেকেন্ডারী) এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যাতে এটি সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাতের গড় বার্ষিক বৃষ্টিপ্রবাহ টারশিয়ারি ড্রেনের জন্য ১ বছর এবং সেকেন্ডারি ড্রেনের জন্য ২-বছর অন্তর বিবেচনায় কোনপ্রকার উপচানো ব্যতিত প্রবাহিত করতে পারে। উন্নত এলাকার জন্য ড্রেনেজ ডিজাইন করা হয়েছে বর্তমান অবস্থাকে বিবেচনায় এনে এবং যেসকল এলাকা এখনও পরিপূর্ণভাবে উন্নত নয় সেসব এলাকায় ড্রেনের ধারণক্ষমতা এর উন্নয়নকালে প্রয়োজনের তুলনায় কিছুটা বেশি হবে।

ট্রাশ র‍্যাক ও সাম্পঃ

ট্রাশ র‍্যাক ও সাম্প ব্যবহার ড্রেনেজ সিস্টেমে অতিরিক্ত ময়লা ঢুকা থেকে বিরত রাখে। ফলে ড্রেন পরিষ্কার করার কাজ সহজ এবং কিছুটা কম ব্যয়সাধ্য হয়। পৌরসভার জন্য এর ব্যবহার যৌক্তিক। ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় প্রধান

সড়কের সাথে এই ট্রাশ র‍্যাক ও সাম্প এর সঠিক অবস্থান চিহ্নিত করে পরবর্তীতে বিস্তারিত নকশা প্রণয়নকালে এর অবস্থান ও নকশা করে নিতে হবে।

প্রতিরোধমূলক রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম

ড্রেনেজ ব্যবস্থার সঠিক কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে; এর সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা জরুরী। রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমের মধ্যে থাকবে; পরিদর্শন, নীতিমালার প্রয়োগ, পরিচ্ছন্নতা ও মেরামত। পরিদর্শন ও পরিচ্ছন্নতা নির্ভর করবে মরশুম এবং একটি ড্রেনের গুরুত্বের উপর। রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমগুলো হলঃ

ক) পরিদর্শনঃ

- পাকা খোলা ড্রেন-সবগুলো মাসে একবার;
- বাজার এলাকায় প্রতি সাপ্তাহান্তে একবার
- পাকা আবদ্ধ ড্রেন-মাসিক একবার; ফেব্রুয়ারি মাসে ড্রেন উন্মুক্ত করা
- কাঁচা ড্রেন-মাসিক
- সকল ড্রেন-মৌসুমের প্রথম ভারী বর্ষণের পর

খ) পরিছন্নতাঃ

- পাকা খোলা ড্রেন-যখন প্রয়োজন
- পাকা আবদ্ধ ড্রেন-ফেব্রুয়ারি মাসে যখন উন্মুক্ত করা হয়
- কাঁচা ড্রেন এবং কালভার্ট/ব্রিজ-জানুয়ারি অথাবা ফেব্রুয়ারি মাসে বৃষ্টির পূর্বে
- সকল ড্রেন-পরিদর্শনে প্রয়োজন বোধ হলে

পরিদর্শনের ফলে ড্রেনের কোথায় মেরামত প্রয়োজন এবং কোথায় তা অবৈধ দখলের শিকার তা চিহ্নিত করা সম্ভব হয়। এসব ক্ষেত্রে দ্রুত সঠিক পদক্ষেপ নেওয়া জরুরী। সম্পূর্ণভাবে আবদ্ধ পাকা ড্রেন ও ছোট কালভার্ট পরিষ্কার করা অনেক জটিল ও সময়সাপেক্ষ। পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম সহজে করার জন্য নতুন ড্রেনসমূহ স্থানান্তরযোগ্য ঢাকনা সহকারে নির্মাণ করতে হবে।খাল/ড্রেন প্রভৃতির নির্মাণ কাজ করে থাকে প্রকৌশল শাখা কিন্তু এগুলোর পরিচ্ছন্নতার কাজটি করে পরিচ্ছন্নতা শাখা। ড্রেনের রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম নিম্নলিখিত কাজের সাথে সম্পর্কিতঃ

১. ড্রেনের পরিচ্ছন্নতা
২. মশক নিধন
৩. বর্জ্য ব্যবস্থাপনা
৪. ড্রেনের কাঠামোগত রক্ষণাবেক্ষণ

কর্তৃপক্ষকে ড্রেনের জন্য একটি নিয়মিত প্রতিরোধমূলক রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম হাতে নিতে হবে। এই প্রকল্পের অধীনে নেওয়া কাঠামোগত উন্নয়ন এক্ষেত্রে একটি টেকসই ব্যবস্থা প্রদান করবে। যদি রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম সঠিকভাবে পালন না করা হয় তাহলে তা ভবিষ্যতে অনেক খারাপ ফল বয়ে নিয়ে আসবে। যদিও ড্রেনের রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম পরবর্তিতে বাস্তবায়নের সময় নির্ধারিত হবে; তবুও এই পরিকল্পনার অধীনে এর জন্য একটি দিকনির্দেশনা দেওয়া হল।

- ড্রেনসমূহ প্রতি মাসে একবার পরিষ্কার করা উচিত। এটা কখনই প্রতি তিন মাসে একবারের কম হওয়া উচিত নয়।
- পর্যাপ্ত পরিমাণ যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা রাখা। প্রতি পরিচ্ছন্নতা কর্মীর জন্য হুইল ব্যারো এবং অন্যান্য হস্তচালিত যন্ত্রপাতি এবং বর্জ্য পরিবহনের জন্য ৩ টন ধারণক্ষমতার ট্রাকের ব্যবস্থা রাখা।

৬.২.৪.২ ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার বাস্তবায়ন, পর্যবেক্ষণ, পর্যালোচনা এবং সমন্বয়

জুলাই-আগস্ট মাসের ভারি বর্ষণের সময় (সাধারণত ৩০-৪০ দিন) কিশোরগঞ্জ পৌরসভার কিছু কিছু এলাকায় ময়লা জমে ড্রেন বন্ধ থাকার কারণে জলাবদ্ধতা দেখা দেয়। জমাটবদ্ধ পানির গভীরতা ০.৩০ মিটার থেকে ০.৩৫ মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে; যা প্রায় ৪ থেকে ৬ ঘন্টা পর্যন্ত স্থায়ী হয়। নগরায়নের বৃদ্ধির কারণে ভবিষ্যতে এই সমস্যা আরোও খারাপ পর্যায়ের দিকে অগ্রসর হবে। জলাবদ্ধতার মূল কারণসমূহ নিম্নরূপঃ

১. খাল/ড্রেনের পর্যাপ্ত ও নিয়মিত পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমের অভাব
২. অপরিকল্পিত ও নকশা বহির্ভূত বিদ্যমান ড্রেনেজ ব্যবস্থা
৩. ময়লা আবর্জনা ও কারখানার বর্জ্য দ্বারা ড্রেন ভরে যাওয়া এবং খাল/ড্রেনের অবৈধ দখল
৪. কম সংখ্যক প্রাথমিক, সেকেন্ডারি ও টারশিয়ারি ড্রেন এবং এদের মধ্যকার অপর্যাপ্ত সংযোগ
৫. কিছু স্থানে ড্রেনের অনুপস্থিতি

উপরোক্ত সমস্যা মোকাবেলায় নিম্নলিখিত পদক্ষেপ সমূহ নেওয়া প্রয়োজনঃ

- প্রস্তাবিত ড্রেনেজ ব্যবস্থায় প্রকল্প এলাকা থেকে বিভিন্ন খাল/ড্রেনের মাধ্যমে বৃষ্টির পানি নরসুন্দা নদী, বড়ফুল খাল ও কাটাখালী খালে নিষ্কাশিত হবে।
- ড্রেনেজ মহাপরিকল্পনায় প্রধান খালসমূহ বৃষ্টির পানি প্রবাহিত করবে, যা প্রাইমারী খাল নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। সড়কের কালভার্টের মধ্য দিয়ে এই খালসমূহ বৃষ্টির পানি নরসুন্দা নদী, বড়ফুল খাল ও কাটাখালী খালে নিষ্কাশিত করবে।
- যথাসময়ে মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করে এর অধীনে প্রকল্প হাতে নিয়ে কিশোরগঞ্জ পৌরসভার ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়নে কাজ করলে এখানকার জলাবদ্ধতা সমস্যা দূর হবে।
- প্রস্তাবিত পরিকল্পনা অর্থনৈতিক, কারিগরী ও সামাজিকভাবে যাচাইকৃত। বিভিন্ন কর্মকান্ডের প্রাধান্য বিদ্যমান ড্রেনেজ ব্যবস্থার বর্তমান দুর্গতির ভিত্তিতে নির্বাচিত। প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে তা কিশোরগঞ্জ শহরের প্রধান ড্রেনেজ সমস্যাগুলো সমাধানে সক্ষম হবে।
- প্রস্তাবিত ড্রেনেজ মহাপরিকল্পনার ব্যাপারে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে অবগত করার মাধ্যমে এর অনুক্রমন ও পুনরাবৃত্তি রোধ করে হবে। সুতরাং, বাস্তবায়নের সময় ডিপিএইচই, পাউবো, এলজিইডি এবং অন্যান্য কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয় করতে হবে যাতে বাস্তবায়নে কোনও বাধা তৈরি না হয়।
- প্রথম ধাপের উন্নয়ন কর্মকান্ডের জন্য কর্তৃপক্ষকে বাইরের কোনও দাতা গোষ্ঠী যেমন, এডিবি, বিশ্বব্যাংক, জাইকা প্রভৃতির কাছ থেকে লোন গ্রহণ করা; কারণ বর্তমানে পৌরসভার নিজস্ব অর্থায়নে কাজগুলো সম্পাদন করা সম্ভব নয়।
- কিশোরগঞ্জ পৌরসভার রাজস্ব আদায় হার পরিমিত। পৌর কতৃপক্ষ পৌরসভা কর্তৃপক্ষ সময়মত কর মূল্যায়ন করতে পারেও না। পৌরসভাকে তাদের নিজস্ব আয় বাড়ানোতে জোর দিতে যাতে করে তারা এই ড্রেনেজ ও পরিবেশগত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে পারে।
- নিয়মিত সময় অন্তর অন্তর করের পুনরায় মূল্যায়ন, আরো বকেয়া সংগ্রহ কওে রাজস্ব সংগ্রহ দক্ষতা বৃদ্ধি ও সঙ্গে আর্থিক ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি সম্ভব। তাই প্রতি ৫ বছর পুনরায় মূল্যায়ন বাঞ্ছনীয়। পুনরায় মূল্যায়ন প্রক্রিয়া আগাম আরম্ভ করা উচিত আরম্ভ করা উচিত যাতে আপীল প্রক্রিয়া কার্যকর পর্যাপ্ত তারিখ পূর্বে সম্পন্ন করা যেতে পারে। সুশাসন ও আর্থিক সক্ষমতা অর্জনের জন্য বকেয়া খেলাপীদের জন্য শাস্তি ও জরিমানার ব্যবস্থা গ্রহন করা উচিত।

৬.৩ পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা

৬.৩.১ পরিবেশ বিষসারণি প্রস্তাবনাসমূহ

৬.৩.১.১ কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা

প্রকল্প এলাকার বর্তমান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সন্তোষজনক নয়। এছাড়া, কঠিন বর্জ্য পরিবারের বর্জ্য, রেল স্টেশন, বাস টার্মিনাল, রান্নাঘর, বাজার, গবাদি পশুর বাজার এবং হাসপাতাল দ্বারা তৈরি হয়। কিশোরগঞ্জ পৌরসভায় একজন লোক প্রতিদিন প্রায় ৩৪০ গ্রাম কঠিন বর্জ্য উৎপন্ন করে এবং পৌরসভায় প্রতিদিন মোট ৩৫.২৯ টন বর্জ্য উৎপন্ন হয়। পৌরসভায় ১৫ টি পাকা ডাস্টবিন, ৬ টি ময়লার ট্রাক এবং ২১ টি ময়লা টানার ভ্যান আছে। এছাড়া একজন কন্সারভেন্সি ইন্সপেক্টর, একজন শ্রমিক সুপারভাইজার ও ৬০ জন অস্থায়ী ক্লিনার পৌরসভায় রয়েছে। রাস্তা ঝাঁড়ু দেওয়া, ড্রেন পরিষ্কার করা এবং ময়লা-আবর্জনা সংগ্রহের জন্য এ সংখ্যা খুবই অপ্রতুল। তারা পৌরসভার মাত্র ২০% এলাকায় সেবা প্রদান করতে পারে।বর্তমানে, কিশোরগঞ্জ পৌরসভা কর্তৃপক্ষ বর্জ্য পদার্থ ডাম্পিং করার জন্য বিদ্যমান আবাসস্থল হতে দূরে বিন্নাগাঁও মৌজায় (দাগ নং ৬১৩০-৬১৩২) মোট ৩৮ শতাংশ জমি ক্রয় করেছে।

কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সিস্টেম এর বর্তমান সমস্যাসমূহ নিম্নরূপ:

- প্রচলিত অপ্রতুল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়াঃ

প্রকল্প এলাকায় যত্রতত্র ময়লা ফেলার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। এটি অনেক সময় দুরারোগ্য ব্যাধির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ থেকে মুক্তিতে জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও ইন্সেন্টিভ প্রদান গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখতে পারে।

- অস্বাস্থ্যকর ও উন্মুক্ত বর্জ্য ফেলার স্থানঃ

প্রকল্প এলাকায় বর্জ্য সংগ্রহ করে ডাম্পিং সাইটে নিয়ে অস্বাস্থ্যকরভাবে ফেলার প্রক্রিয়া বিদ্যমান। এধরণের প্রক্রিয়া পরিবেশের জন্য বড় ধরণের হুমকি। অনেক সময় সরকারি জায়গায় অপরিকল্পিতভাবে ময়লা ফেলা হয় যা পরে অনিয়মিতভাবে পরিষ্কার করা হয়। এধরণের কাজের ফলে ভবিষ্যতে মহামারি দেখা দিতে পারে।

- অপ্রথাগত প্রক্রিয়ায় বর্জ্য পুনরুদ্ধারঃ

প্রকল্প এলাকার ডাম্পিং সাইটে ছোট ছোট বাচ্চারা বর্জ্য সংগ্রহ করে তা বিভিন্ন দোকানে বিক্রি করে। প্লাস্টিক, লোহা ও অন্যান্য জিনিসপত্র বিভিন্ন দোকানে বিক্রয় হয়। এভাবে অপ্রথাগত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বাজার তৈরি হয় ও অনেকের জীবিকা নির্বাহ হয়।

- জনগণের অংশগ্রহণঃ

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে বর্জ্য ফেলার জন্য এটিই সবচেয়ে উত্তম ব্যবস্থা। এটি নিয়ে অনেক প্রকল্পে কাজ করা হয়েছে, যা থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে, একটি শহরে বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার মাধ্যমে একে পরিবেশ-বান্ধব শহরে রূপান্তরিত করা যায়।

অংশগ্রহণ গৃহস্থালি থেকে শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থান যেকোনও জায়গায় হতে পারে।

- **উন্নয়ন প্রক্রিয়া**

জনগণের অংশগ্রহণের অভাবে সবুজ শহরের জন্য থ্রি-আর মডেল (সংকোচন, পুনর্ব্যবহার ও পুনরুদ্ধার) বাংলাদেশে বাস্তবায়ন করা অনেক জটিল। এর জন্য আরোও দরকার সম্পূর্ণ বর্জ্য সংগ্রহ, বিন্যাস ও পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া থেকে অব্যবস্থাপনা দূর করা। সেজন্য অতিরিক্ত জনবল, প্রযুক্তি ও অর্থনৈতিক সক্ষমতা প্রয়োজন। সবুজ শহর নির্মাণে জনসাধারণের অংশগ্রহণ জরুরী। এক্ষেত্রে প্রচলিত আইন এবং প্রক্রিয়া যথার্থ নয়। বেশি বেশি সরকারি ও দাতা সংস্থার সহায়তা প্রয়োজন।

ক) বর্জ্য ফেলার স্থানের প্রস্তাবনা

সুদক্ষ বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য এ পরিকল্পনায় আরেকটি ডাম্পিং সাইটের প্রস্তাবনা দেওয়া হয়েছে। প্রস্তাবিত নতুন ডাম্পিং সাইটটি মহিনন্দা মৌজায় অবস্থিত যার আয়তন প্রায় ৪৯৮৭৫.৬৭ বর্গ. মিটার। পরিকল্পনায় সর্বমোট ১৭৭ টি ডাস্টবিনের প্রস্তাবনা দেওয়া হয়েছে।

সারণি ৬.৮: প্রকল্প এলাকার প্রস্থাবিত ডাস্টবিনের তালিকা

ইউনিয়ন/ওয়ার্ড নং	ডাস্টবিনের সংখ্যা
বাউলাই	৮
চৌদ্দশত	৩
যশোদল	১৮
লতিবাবাদ	২
মহিনন্দা	৪
মারিয়া	২৭
রশিদাবাদ	১৭
ওয়ার্ড নং ০১	১১
ওয়ার্ড নং. ০২	৮
ওয়ার্ড নং. ০৩	৫
ওয়ার্ড নং ০৪	১৪
ওয়ার্ড নং. ০৫	১০
ওয়ার্ড নং ০৬	৭
ওয়ার্ড নং. ০৭	১৮
ওয়ার্ড নং. ০৮	১৫
ওয়ার্ড নং. ০৯	১০
মোট	১৭৭

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার উন্নয়নে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাসমূহ নেওয়া যেতে পারেঃ

- প্রস্তাবিত ডাম্পিং সাইট (১২.৩২ একর) প্রকল্প এলাকার উত্তর-পূর্বে অবস্থিত।
- সাইটটি বর্জ্য পরিবহনের জন্য সর্বনিম্ন ভ্রমণ দূরত্ব ও আবাসিক এলাকা থেকে সুবিধাজনক দূরত্বে অবস্থিত।
- প্রথমে সাইটটি সমস্যা তৈরি করলেও সঠিক ব্যবস্থাপনায় তা পরবর্তীতে বাতিল হয়ে যাবে। এই সাইটের জন্য বসতবাড়ি থেকে সুবিধাজনক দূরত্ব ১০০০ থেকে ১৫০০ মিটার রাখা হয়েছে।
- সাইটটির প্রধান সড়কের সাথে সরাসরিভাবে সংযুক্ত।
- ট্রাক চলাচলের জন্য সাথের রাস্তা যথেষ্ট চওড়া।
- সাইটটি বন্যামুক্ত।
- সাইটটিতে উপযুক্ত ড্রেনেজ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।
- মিথেনমুক্ত কম্পোস্টিং কৌশল প্রয়োগ করে বর্জ্য রূপান্তর করা হবে।
- ডাম্প এর উপর বৃষ্টির পানি নিরোধে একে মাটির স্তর দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।
- কাদামাটির স্তর তৈরি করে ভূ-গর্ভস্থ পানির দূষণ রোধে ব্যবস্থা নিতে হবে।
- ১৫ থেকে ২০ সেমি পুরু মাটির স্তর দিয়ে বর্জ্য ঢাকতে হবে যাতে নিম্নলিখিত সমস্যাসমূহ কমানো যায়।
  - পচনশীল বর্জ্যের দুর্গন্ধ; মশামাছির জন্ম
  - পশুপাখি থেকে বর্জ্য রক্ষা
  - ধোঁয়ামুক্ত ভাবে বর্জ্য পোড়ানো
  - চুয়ানোর মাধ্যমে ভূ-গর্ভস্থ/উপরের পানির দূষণ রক্ষা করা।
- বর্জ্য ফেলার স্থান পুরোপুরি ভরে গেলে সেখানে খেলার মাঠ, পার্ক, অথবা অন্যান্য কোনও নাগরিক সেবার ব্যবস্থা করা যায়।

খ. সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ সমূহ গ্রহণ করা যেতে পারেঃ

- নতুন উন্মুক্ত বা বদ্ধ ময়লা পরিবহনের ট্রাক, ঠেলাগাড়ি, ডাস্টবিন ও ট্রাক্টর ট্রেইলার এর ব্যবস্থা করা।
- অপ্রথাগত বর্জ্য সংগ্রহ ব্যবস্থাকে সার্বিক ব্যবস্থাপনায় অন্তর্ভুক্ত করা।
- টিপিং টাইপ ও ১, ২, ৩ ও ৫টনের ট্রাক ব্যবহার করে ঘিঞ্জি আবাসিক/বাণিজ্যিক এলাকা থেকে বর্জ্য সংগ্রহ করা।

- পচনশীল বর্জ্য থেকে গ্যাস সংগ্রহ করে তা দিয়ে রান্নাবান্নার কাজে ব্যবহার করা।
- নবায়নযোগ্য শক্তি কারখানায় বর্জ্য থেকে শক্তি উৎপাদনের পর তা কৃষি ক্ষেতে সার হিসেবে ব্যবহার করা যায়।
- নবায়নযোগ্য শক্তি কারখানা থেকে উৎপন্ন বিদ্যুৎ নিকটস্থ নেইবারহুড সেন্টার কমপ্লেক্সে ব্যবহার করা যেতে পারে।
- স্থানীয় জনসাধারণকে সচেতন করে তাদেরকে তাদের এলাকা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন উদ্বুদ্ধ করা।
- ছোট ছোট কার্যক্রম প্রাইভেটাইজেশনের মাধ্যমে ব্যক্তিগত খাতে ছেড়ে দেয়াঃ
  - প্রতি গৃহস্থালি থেকে বর্জ্য সংগ্রহ করে তা কমিউনিটি বিন-এ পৌঁছে দেওয়া।
  - কমিউনিটি বিন থেকে তা ডাম্পিং সাইটে পৌঁছানো।
  - বর্জ্য সংগ্রহ/ব্যবস্থাপনার সরঞ্জাম ব্যক্তিগত খাতে/এনজিও-দের লিজ দেওয়া।
  - চুক্তির ভিত্তিতে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব এনজিও বা ব্যক্তিগত খাতে দেওয়া।

লেখচিত্র ৬.১ এ বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উচ্চক্রম ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রস্তাবিত পদ্ধতি দেখানো হয়েছে। এই পদ্ধতি ন্যাশনাল ওয়েস্ট এন্ড রিসাইক্লিং এসোসিয়েশন (*http://www.vwia.com/issues/landfill-design.php* সর্বশেষ পরিদর্শন জুন ১, ২০১৪) এ প্রকাশিত।

চিত্র ৬.১: বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি

গ. প্রকল্প এলাকায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনার নীতিমালা

নীতি ০১-থ্রি-আর ব্যবস্থা প্রবর্তন
- বর্জ্যের পরিমাণ হ্রাস, পুনর্ব্যবহার ও পুরুদ্ধারের জন্য একশন প্ল্যান গ্রহণ করা।
- আবাসিক, শিল্প, বাণিজ্য ও শিক্ষাক্ষেত্রে উৎসে বর্জ্য পৃথকীকরণ কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধ করা।
- হাসপাতাল ও ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য সতর্কতার সাথে অপসারণ ও নিয়ন্ত্রণ করা।
- পরিবেশগত বিষয়সমূহের শিক্ষা প্রদান ও এলাকা পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য জনসচেতনতা
- বৃদ্ধিতে পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- সংগ্রহ ও ক্রয়কেন্দ্র স্থাপন।

নীতি ০২-আবাসিক ও ব্যবসা খাতের সাথে সমন্বয় বৃদ্ধি
- গৃহস্থালি ও বাণিজ্যিক বর্জ্য হ্রাস
- বর্জ্য এলাকা ও ভালো বর্জ্য পুনরুদ্ধার ব্যবস্থা গ্রহণ
- শহরের সৌন্দর্যবর্ধন

নীতি ০৩-প্রাইভেটাইজেশন ও বিস্তারণের প্রবর্তন
- প্রতি গৃহস্থালি থেকে বর্জ্য সংগ্রহ করে তা কমিউনিটি বিন-এ পৌঁছে দেওয়া।
- কমিউনিটি বিন থেকে তা ডাম্পিং সাইটে পৌঁছানো।
- বর্জ্য সংগ্রহ/ব্যবস্থাপনার সরঞ্জাম ব্যক্তিগত খাতে/এনজিও-দের লিজ দেওয়া।
- চুক্তির ভিত্তিতে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব এনজিও বা ব্যক্তিগত খাতে দেওয়া।

নীতি ০৪-যথাযথ বর্জ্য অপসারণ পদ্ধতির প্রবর্তন

- বর্জ্যের সঠিক অপসারণের জন্য একটি নিরাপদ ও স্থায়ী ব্যবস্থা প্রণয়ন করা।

নীতি ০৫-পরিবেশ রক্ষায় ব্যবস্থা গ্রহণ

- বর্জ্য প্রক্রিয়াজাতকরণে পরিবেশের উপর প্রভাব হ্রাস করা।

ঘ. পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

পরিকল্পনায় উল্লেখিত প্রস্তাবনাসমূহ বাস্তবায়নে অনেক সময় প্রয়োজন। তাই প্রতি বছর মহাপরিকল্পনার প্রস্তাবনা অনুসারে একশন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। থ্রি-আর মডেল বাস্তবায়নে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে উপযুক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। প্রকল্প এলাকাকে ইকো-সিটিতে রূপান্তরিত করতে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কার্যক্রম সমূহ পর্যালোচনা করতে হবে।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষঃ

- সিটি কর্পোরেশন
- এলজিইডি
- ডিপিএইচই
- এনজিও
- অন্যান্য যথাযথ কর্তৃপক্ষ

৬.৩.১.২ উন্মুক্ত স্থান, জলাভূমি এবং এ সম্পর্কিত অন্যান্য স্থানের সংরক্ষণ পরিকল্পনা

পার্ক ও বিনোদনমূলক এলাকা

কিশোরগঞ্জ পৌরসভার ওয়ার্ড ৬ এ ২ টি ও ওয়ার্ড ৩ এ ১ টি সহ মোট ৩ টি সিনেমা হল এবং ওয়ার্ড ২ এ ২ টি স্টেডিয়াম রয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের খেলার মাঠসমূহ যুবকদের খেলার স্থান হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া শোলাকিয়া মাঠ খেলার স্থান ও ঈদগাহ উভয় কাজে ব্যবহৃত হয়। পৌরসভার মধ্যে কোন পার্ক নেই। মহাপরিকল্পনার প্রস্তাবনাসমূহ বাস্তবায়িত হলে নতুন নতুন উন্মুক্ত স্থান, খেলার মাঠ, উদ্যান, লেক প্রভৃতি মানুষকে বিনোদনের জন্য আরোও স্থান প্রদান করবে।

উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড:

১. নতুন উন্মুক্ত স্থান, উদ্যান, খেলার মাঠ স্থাপনের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় বিনোদনের স্থান বৃদ্ধি
২. নরসুন্দা নদীর তীরে পায়ে চলার পথসহ এর সৌন্দর্যবর্ধন এবং যথোপযুক্ত পর্যটন স্থান স্থাপন করে প্রকল্প এলাকার বাইরের পর্যটক আকর্ষণ করা

দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থাসমূহ : পৌরসভা এবং বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন

জলাভূমি ধ্বংস

নগরায়ন প্রক্রিয়ায় প্রথম ক্ষতিগ্রস্ত হয় জলাভূমি। এতে পুকুর, হাওড় এবং খাল ভরাট হয়ে যায়। বর্জ্য পানি ফেলার কারণে জলাভূমির পরিবেশ বিনষ্ট হয়। ফলে জলজ প্রাণি মারা যায় অথবা অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয়। আবাসিক এলাকা তৈরিতে কম মূল্যের জলাভূমির প্রতি মানুষজন বেশি আকৃষ্ট হয়। জলাধার রক্ষায় কোনও কঠিন আইন নেই, আর যা আছে তারও প্রয়োগ হয়না। জলাধার সংরক্ষণ আইন, ২০০০ শুধুমাত্র প্রাকৃতিক হাওর, বিল ও খাল রক্ষার জন্য প্রয়োগ করা হয়। প্রতিবছর প্রকল্প এলাকায় প্রচুর পুকুর ভরাট করে আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভবন নির্মিত হয়। বৃষ্টি ও বন্যার পানি ধরে রাখার জন্য জলাধার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর ঠিক রাখতে ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় জলাধার রক্ষা করা অতীব জরুরী।

উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড:

১. পুকুর ও খালে ড্রেনেজ আউটফল বন্ধ করার ব্যবস্থা নিতে হবে।
২. রোড এলাইনমেন্ট ঠিক করার সময় জলাভূমি এড়িয়ে তা ঠিক করতে হবে।
৩. বিভিন্ন উন্নয়ন কাজে (আবাসন, শিল্পায়ন, বাণিজ্য প্রভৃতি) উদ্দেশ্যে জলাভূমি ভরাট বন্ধ করতে ব্যবস্থা নিতে হবে।
৪. জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জলাধার ভরাট বন্ধ করতে সচেষ্ট হতে হবে।

দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থাসমূহ : পৌরসভা, এনজিও সমূহ এবং পরিবেশ অধিদপ্তর

৬.৩.১.৩ দূষণ নিয়ন্ত্রণ প্রস্তাবনা

শিল্প কারখানা/ইটভাটা

শিল্পায়ন কিশোরগঞ্জ পৌরসভার অর্থনৈতিক খাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। মহাপরিকল্পনায় প্রস্তাবিত নতুন শিল্পাঞ্চল এবং একইসাথে প্রস্তাবিত অবকাঠামো সুবিধাদি বিনিয়োগকারীদের কিশোরগঞ্জে বিনিয়োগে আগ্রহী করে তুলবে। এর ফলে প্রকল্প এলাকায় ভবিষ্যৎ শিল্পায়ন আরোও বেগবান হবে ও নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড:

১. শিল্প এলাকায় গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি প্রভৃতির সংযোগ প্রদান করা।

২. শিল্প এলাকায় দমকল ও ড্রেনেজ সুবিধার ব্যবস্থা রাখা।
৩. কৃষিভিত্তিক, গার্মেন্টস, ইলেক্ট্রনিক্স, তথ্যপ্রযুক্তি শিল্প খাতে সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করা।
৪. কিশোরগঞ্জ শিল্প ও বণিক সমিতির কার্যক্রম ও তার পরিধি বৃদ্ধি করা।
৫. মার্কেটিং কর্মকান্ড জোরদার করে দেশি বিদেশটি বিনিয়োগকারীদের শিল্পাঞ্চলে বিনিয়োগে আকৃষ্ট করা।
৬. স্থানীয় বিনিয়োগকারীদের প্রবর্তনা প্রদানের মাধ্যমে বিনিয়োগে উদ্বুদ্ধ করা।
৭. বিদ্যমান ইটভাটাগুলোকে ১০ বছরের মধ্যে পৌরসভার বাইরে ইট উৎপাদন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৮৯ অনুসারে স্থানান্তরিত করা।
৮. পৌরসভার ভিতরে নতুন ইটভাটা নির্মাণে অনুমতি না দেওয়া।

দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থাসমূহ : বিনিয়োগ বোর্ড, ব্যাংক সমূহ এবং কিশোরগঞ্জ শিল্প ও বণিক সমিতি

বায়ু/পানি/ভূমি/শব্দ

ক. শব্দ দূষণ

শব্দ বিরক্তিকর পর্যায় পৌঁছালে মানুষের শারীরিক ও মানসিক শান্তি বিঘ্নিত হয় এবং জনস্বাস্থ্যের ভয়াবহ ক্ষতি সাধিত হয়। পানি ও বায়ু দূষণের সাথে সাথে শব্দ দূষণ নগরবাসীর স্বাস্থ্যের ক্ষতিসাধন করছে। এর প্রধান উৎস মোটরগাড়ি। এছাড়া শিল্প কারখানার নির্মাণ কাজ, মাইক ও লাউড স্পিকারের অবিবেচনা প্রসূত ব্যবহারও এই দূষণের অন্যতম কারণ। মোটরযানের সংখ্যার বৃদ্ধির সাথে শব্দ দূষণের পরিমাণ আরোও বাড়বে। শ্রবণশক্তিতে বায়ুর উপর উচ্চ মাত্রার শব্দ ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। প্রতিনিয়ত শব্দ দূষণের শিকার হলে শ্রবণশক্তির ক্ষতি ও স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয় যার ফলে মানসিক চাপ সৃষ্টি হয়, উচ্চ রক্তচাপ ও নিদ্রাহীনতা প্রভৃতি সমস্যা দেখা দেয়। এসকল কারণে ব্যক্তির কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়। নগরায়নের বৃদ্ধির ফলে ভবিষ্যতে শব্দ দূষণের পরিমাণ আরোও বাড়বে।

উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড:

১. বাস, ট্রাক ও অন্যান্য যানবাহনে হাইড্রলিক হর্ন ব্যবহার নিষিদ্ধ করতে ব্যবস্থা নিতে হবে।
২. কিছু এলাকা যেমন; হাসপাতাল, স্কুল, পার্ক ইত্যাদি নিরব এলাকা ঘোষণা করতে হবে।
৩. আইনের কঠোর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।
৪. স-মিলের অস্বাভাবিক মাত্রার শব্দ বন্ধ করতে হবে এবং পুরাতন যন্ত্রপাতি ঠিক করা অথবা প্রতিস্থাপন করতে হবে। যন্ত্রপাতির ভিত্তি এমনভাবে তৈরি করা যাতে শব্দ কম তৈরি হয়। এগুলোর সাথে বিশেষ সাইলেন্সার ব্যবহার করা যেতে পারে।
৫. কামার ও ওয়েল্ডিং কারখানার চারপাশে কাঁচের বেড়া দিয়ে শব্দ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থাসমূহ : পৌরসভা, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সংস্থা, মোটর মালিক সমিতি এবং শ্রমিক সংগঠন সমূহ

খ. বায়ু দূষণ

পুরো প্রকল্প এলাকাতে একই পরিমাণ বায়ু দূষণ নেই; কোথাও কম, কোথাও বেশি। প্রায় ৫৯.১৭% কৃষি জমি এবং নরসুন্দা নদী নিয়ে গঠিত সেমি-গ্রামীণ প্রকল্প এলাকা এখানকার বায়ুকে আবাসিক ও গ্রামীণ শ্রেণিতে ফেলেছে। পরিবেশ সংরক্ষণ নীতিমালা, ১৯৯৭ অনুসারে; আবাসিক ও গ্রামীণ শ্রেণির বায়ুর বিভিন্ন উপাদানের পরিমাণের মানদন্ড নিম্নরূপঃ

১. ভাসমান ধূলিকণা = ২০০ মাইক্রোগ্রাম প্রতি ঘনমিটার
২. সালফার ডাই-অক্সাইড = ৮০ মাইক্রোগ্রাম প্রতি ঘনমিটার
৩. কার্বন মনোক্সাইড = ২০০০ মাইক্রোগ্রাম প্রতি ঘনমিটার
৪. নাইট্রোজেন অক্সাইড = ৮০ মাইক্রোগ্রাম প্রতি ঘনমিটার

উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড:

১. বাস, ট্রাক, ট্যাক্সি ও টেম্পোতে ক্যাটালাইটিক কনভার্টার ব্যবহার করতে হবে।
২. পেট্রোল এর পরিবর্তে সিএনজি ব্যবহার করা।
৩. ইটের ভাটায় ১২০ ফুট লম্বা চিমনী ব্যবহার করা এবং কার্বন ডাই অক্সাইড, সালফার ডাই অক্সাইড এবং নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইডের নির্গমন হ্রাস করতে ফিল্টার ব্যবহার করা।
৪. বসতবাড়ি, বাজার ও গ্রোথ সেন্টারের পাশে গড়ে ওঠা ইটভাটা বন্ধ করা।
৫. অভ্যন্তরীণ রাস্তা দিয়ে বালু ও পাথরবাহী ট্রাকের চলাচল বন্ধ করা।

দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থাসমূহ : পৌরসভা, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সংস্থা, মোটর মালিক সমিতি, ডিসি অফিস এবং পরিবেশ অধিদপ্তর ইত্যাদি

গ. ভূ-পৃষ্ঠের পানি দূষণ

ভূ-পৃষ্ঠের পুকুরেরও ডোবার পানির মান অস্বচ্ছতা, কলিফর্ম ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিতির পরিমাণের ভিত্তিতে জাতীয় মানদন্ড অনুসারে দূষিত। ভূতলের পানি দূষণের মূল কারণ হচ্ছে বর্জ্য পানি, পয়ঃনিষ্কাশনের পানি, কঠিন বর্জ্য অপসারণ এবং ইপিজেড ও বিসিক শিল্পাঞ্চলের অশোধিত বর্জ্য পানি। নগরায়নের বর্তমান ধারা অনুসারে ভবিষ্যতে বর্জ্য পানি ও অন্যান্য দূষিত পদার্থের পরিমাণ বেড়ে ভূতলের পানি দূষণের পরিমাণ আরোও বাড়তে পারে।

উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড:

১. কাঁচা, ঝুলন্ত ও পিট ল্যাট্রিন নির্মাণ বন্ধ করতে হবে।
২. পৌর এলাকার জন্য ভূ-গর্ভস্থ পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা নির্মাণ করতে হবে।
৩. পাকা ল্যাট্রিন, সেপটিক ট্যাঙ্ক এবং সোক ওয়েল নির্মাণ উৎসাহিত করতে হবে।
৪. ড্রেন, খাল ও নদীতে মেডিক্যাল ও গৃহস্থালী বর্জ্য ফেলা বন্ধ করতে হবে।
৫. কসাইখানা, মাছ ও কাঁচাবাজার এলাকায় স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন করতে হবে।
৬. খাল, নিচু জমি ও নদীতে বর্জ্য পানির সরাসরি নিষ্কাশন প্রতিরোধ করতে হবে।
৭. বর্জ্য পানি ও পয়ঃ শোধনাগার স্থাপন করতে হবে।

দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থাসমূহ : পৌরসভা, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এবং পরিবেশ অধিদপ্তর

ঘ. ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর হ্রাস

বিগত কসোরণি দশক যাবত পৌরসভার পানির স্তর অনেক নিচে নেমে গেছে। হিসেব করে দেখা গেছে যে ২০৩৩ সালে পানির স্তর ২০ মিটার নিচে নেমে যাবে। শুষ্ক মৌসুমে (ফেব্রু-মে) প্রকল্প এলাকার ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়া একটি সাধারন ঘটনা। শিল্পায়ন ও নগরায়নের ফলে ভবিষ্যতে এই নামার পরিমাণ আরোও বাড়তে পারে।

উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড:

১. গৃহস্থালি ও শিল্প এলাকায় নরসুন্দা নদীর পানি ব্যবহার করা।
২. পানি শোধনাগার স্থাপন করে নদীর পানি পরিশোধিত করে ব্যবহার করা।
৩. বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও ব্যবহারে উৎসাহিত করা।
৪. ভূ-গর্ভস্থ পানি রিচার্জ করতে পুকুর ও জলাভূমি ভরাট (০.২৫ একর অথবা তার বেশি এলাকার) বন্ধ করা।

দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থাসমূহ : পৌরসভা, এনজিও সমূহ এবং জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

ঙ. জলাবদ্ধতা

বিদ্যমান উন্নয়নের ধারা বৃদ্ধির সাথে সাথে জলাবদ্ধতা বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এুটিযুক্ত ড্রেনের নকশা, নতিমাত্রার সমস্যা, ড্রেনে বর্জ্য ফেলা, অবৈধ দখল এবং অননুমোদিত ভবন নির্মাণ, পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম ও পুনঃখনন কাজের অভাবই জলাবদ্ধতার প্রধান কারণ। এর ফলে ভবিষ্যতে নতুন নগরায়িত এলাকায় বিশেষ করে বৃষ্টির মৌসুমে পানি নিষ্কাশনে সমস্যা দেখা দিতে পারে।

উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড:

১. প্রাথমিক ড্রেন/খালসমূহের পুনঃখনন করা।
২. মহাপরিকল্পনায় প্রস্তাবিত সংরক্ষণ জলাধার সমূহ ও সংযোগ খাল পুনঃখনন করা।
৩. ড্রেনেজ ব্যবস্থার বিভিন্ন অংশে নির্মিত অননুমোদিত ভবনসমূহ অপসারণ করা।
৪. ড্রেনেজ বর্জ্য ফেলা বন্ধ রাখতে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ।
৫. ড্রেনগুলো নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করা।
৬. সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর নিয়মিত ড্রেন পরিষ্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ করা।

দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থাসমূহ : পৌরসভা, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

চ. ভূ-গর্ভস্থ পানি দূষণ

প্রকল্প এলাকায় আয়রন, ম্যাঙ্গানিজ এবং অন্যান্য ধাতু দ্বারা ভূ-গর্ভস্থ পানি দূষিত হচ্ছে। একইসাথে উন্নয়ন কর্মকান্ড বৃদ্ধি পেলে এই দূষণের মাত্রা আরও বেড়ে যাবে।

উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড:

১. পানি সরবরাহ ব্যবস্থায় নরসুন্দা নদীর পানি ব্যবহার করা।
২. বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা।
৩. ভূ-গর্ভস্থ পানির উপর থেকে নির্ভরশীলতা হ্রাস।
৪. পুকুর, খাল, ডোবা ও নদীর পানি সংরক্ষণ করে সেচ সহ বিবিধ কাজে ব্যবহার করা।

দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থাসমূহ : পৌরসভা, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, পানি উন্নয়ন বোর্ড, এনজিও সমূহ এবং পরিবেশ অধিদপ্তর

৬.৩.২ প্রাকৃতিক ও সাধারণ দুর্যোগ মোকাবিলার নিমিত্ত প্রস্তাবনা

৬.৩.২.১ প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার প্রস্তাবনা

ক. বন্যা প্রতিরোধ

নিয়মিত না হলেও নরসুন্দা নদী ভাঙ্গন প্রবণ। মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার বন্যা প্রকিরোধ সম্ভব হবে।

উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড:

১. বর্তমান খাল ও নদীসমূহের পুনঃখনন করা এবং প্রকল্প এলাকার পশ্চিমে।
২. প্রণীত নকশা অনুসারে ড্রেনেজ নেটওয়ার্ক নির্মাণ করা।
৩. একশ্যান প্ল্যান গ্রহণ করে বিদ্যমান ড্রেনেজ নেটওয়ার্ক থেকে জমে থাকা ময়লা অপসারণ করা।
৪. নদীর পাশে হাঁটার রাস্তা নির্মাণ।
৫. নদীর পাশে পরিকল্পিত উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থাসমূহ **:** পৌরসভা, পানি উন্নয়ন বোর্ড

খ. ভূমিকম্প

ভূমিকম্প একটি ধ্বংসাত্মক ও ভয়ানক প্রাকৃতিক দূর্যোগ। বাংলাদেশ একটি টেকটনিক ভাবে সক্রিয় অঞ্চলে অবস্থিত। এদেশের চট্টগ্রাম, সিলেট, ঢাকা, রংপুর, বগুড়া, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, রাজশাহী অঞ্চল বড় ধরণের ভূমিকম্প ঝুঁকিতে রয়েছে কারণ কিছু সক্রিয় অভিকেন্দ্র এখানে বিদ্যমান। এরকম একটি হচ্ছে হবিগঞ্জ থেকে কুমিল্লা পর্যন্ত বিস্তৃত শাহজিবাজার-লালমাই ফল্ট। বাংলাদেশকে কিছু সিসমিক জোন এ বিভক্ত করা হয়েছে। কিশোরগঞ্জ সিসমিক জোন-১ এ অবস্থিত। এ অবস্থা থেকে ভূমিকম্প হলে কি ধরণের সমস্যা হতে পারে তার কিছুটা ধারণা পাওয়া যায়। ঢাকা শহরে ঢাকা মহানগর ভবন নির্মাণ নীতিমালা ২০০৮ এবং বাংলাদেশ ভবন নির্মাণ বিধিমালা (বিএনবিসি) অনুসারে ভবনের নির্মাণ নিয়ন্ত্রণ করা হয়। কিশোরগঞ্জ শহরে ভবন নির্মাণ নিয়ন্ত্রণের জন্য একই ধরণের আইনগত ভিত্তি তৈরি করে দিতে হবে। মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে পরিকল্পিত নগরায়ণের জন্য কঠোরভাবে জোনিং ব্যবস্থা অনুসরণ করার পাশাপাশি বাংলাদেশ ভবন নির্মাণ বিধিমালা (বিএনবিসি) ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা হ্রাস করতে পারবে।

উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড:

১. সকল নতুন ভবনের নকশা ও নিমার্ণ বাংলাদেশ ভবন নির্মাণ বিধিমালা (বিএনবিসি) এর নীতিমালা অনুসারে প্রনয়ণ করা।
২. ভূমিকম্প পরবর্তী সময়ের জন্য সমন্বিত উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা করা।
৩. তাৎক্ষনিক উদ্ধার অভিযান পরিচালনার জন্য সেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষিত করা।
৪. ব্যাপক জনসচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম পরিচালনা করা।

দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থাসমূহ : পৌরসভা, সিভিল সার্জন, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এবং পরিবেশ অধিদপ্তর

৬.৩.২.২ সাধারণ দুর্যোগ নিয়ন্ত্রণ প্রস্তাবনা

ক. যানজট

যানজট একটি এলাকা ভিত্তিক সমস্যা। এটি একটি নির্দিষ্ট ভূমি ব্যবহার অঞ্চল অথবা সড়কের একটি নির্দিষ্ট মোড়ে ঘটে থাকে। নগরায়ন ও জনসংখ্যার বৃদ্ধির ফলে যানবাহনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। নাগরিক চাহিদা পূরণে রিকশা ও অটো রিকশার পরিমাণও বাড়ছে। কিশোরগঞ্জ শহরে ভবিষ্যতে অতিরিক্ত রিকশার সংখ্যাই যানজটের মূল কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড:

১. প্রস্তাবিত সড়ক নেটওর্য়াকের পর্যায়ক্রমিক বাস্তবায়ন।
২. পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য ট্রাফিক আইনের কঠোর বাস্তবায়ন।

দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থাসমূহ **:** পৌরসভা, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এবং সওজ

খ. অগ্নিকান্ড

শহরের আয়তন ও জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে শহরের প্রতিষ্ঠান সমূহ, বাজার, বিপণিবিতান ও শিল্প কারখানার সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে ফলে অগ্নিকান্ডের সম্ভাবনাও বৃদ্ধি পাবে। বৈদ্যুতিক শর্ট-সার্কিট এর কারণে মূলতঃ শহর এলাকায় অগ্নিকান্ড হয়ে থাকে। মানুষের ভুলের কারণেও অনেক সময় আগুন লাগে। বস্তি এলাকা ও শিল্প কারখানায় যেমন গার্মেন্টস ও প্লাস্টিক জাতীয় পণ্যে সবেচেয়ে বেশি আগুন লাগে। ভবিষ্যৎ অগ্নিকান্ড মোকাবিলায় বর্তমান দমকল সুবিধা পর্যাপ্ত নয়।

উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড:

১. অগ্নি নির্বাপনে উন্নত অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র সংগ্রহ করতে হবে।
২. বসতবাড়ি ও শিল্প কারখানায় যেন পুরনো বৈদ্যুতিক তার ব্যবহার করা না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
৩. পাক্ষিক ভিত্তিতে বৈদ্যুতিক তার পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা নিতে হবে।
৪. অগ্নিকান্ড সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে।
৫. শিল্প কারখানা, বহুতল ভবন ও বিপণিবিতানে অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা আছে কিনা তা নিশ্চিত করতে হবে।
৬. ভবন নির্মাণে ইমারত নির্মাণ বিধিমালা কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে হবে।
৭. জরুরী সময়ে যাতে অধিক পরিমাণে পানি সরবরাহ করা যায় সেজন্য বড় ও মাঝারি আকারের জলাভূমি গুলো সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থাসমূহ **:** পৌরসভা, পরিবেশ অধিদপ্তর, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এবং ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স

৬.৩.২.৩ অবৈধ দখল নিয়ন্ত্রণ সংশিষ্ট বিষয়াদি নিয়ন্ত্রণে প্রস্তাবনা

ক. ভূমিরূপের পরিবর্তন

ভূ-সংস্থানিকভাবে কিশোরগঞ্জ পৌরসভার ভূমি অনেকটা সমতল এবং সামান্য নতি বিশিষ্ট। নগরায়নের ফলে এখানকার প্রাকৃতিক অবস্থার অনেকটাই পরিবর্তন ঘটেছে। বর্তমান উন্নয়নের ধারা অনুসারে রাস্তার, ড্রেন, ব্রিজ/কালভার্ট, আবাসন ও শিল্প এলাকা এবং বাজার স্থাপনের মধ্য দিয়ে এখানকার ভৌগলিক অবস্থা ও ভূমি ব্যবহারে বিশাল পরিবর্তন আসবে। কৃষি ভূমি শহরে রূপান্তরিত হবে। তখন বর্তমান দৃষ্টিনন্দন সবুজ এলাকা হারিয়ে যাবে, জলাধার ধ্বংস হবে এবং ভূপৃষ্ঠের স্বাভাবিক ঢাল ব্যাহত হবে। মহাপরিকল্পনার বাস্তবায়ন এসকল সমস্যা সমূহ দূর করে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে সহায়তা করবে।

উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডঃ

১. উন্নয়ন কর্মকান্ড সতর্কতার সাথে বাস্তবায়ন করা যাতে ভৌগলিক অবস্থার বড় ধরনের কোনও পরিবর্তন না হয়।
২. রাস্তার, বাড়িঘর ও শিল্প কারখানা নির্মাণে জলাধার গুলোকে রক্ষা করতে হবে।
৩. মানসম্মত প্রকৌশল/স্থাপত্যকলা ব্যবহার করে আবাসিক এলাকা, ভবন নির্মাণ, এবং প্রধান সড়কসমূহের সংযোগস্থল নির্মাণ করতে হবে।
৪. শহরের সৌন্দর্যবর্ধনে বৃক্ষরোপন ও বাগান তৈরি করতে হবে।
৫. প্রাকৃতিক সবুজ, পুকুর, খাল ও অন্যান্য বড় জলাধার সংরক্ষণ করতে হবে।

দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থাসমূহ : পৌরসভা, পরিবেশ অধিদপ্তর এবং বন বিভাগ

খ. ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন

মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে ভূমি ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করে সীমানাবর্তী নগর ও কৃষিজমিতে উন্নয়ন নিয়ন্ত্রিত হবে।

প্রশমনমূলক কর্মকান্ডঃ

১. সতর্কতার সাথে পরিকল্পনা তৈরি করা যাতে গ্রামীণ অবস্থার ও কৃষিজমির ব্যবহার পরিবর্তন যথাসম্ভব কম হয়।
২. জলাশয় ও উচ্চ ফলনশীল জমি উন্নয়ন কর্মকান্ড থেকে বাদ রাখতে হবে।
৩. জমির উপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থাসমূহ : পৌরসভা, পরিবেশ অধিদপ্তর এবং কৃষি ও প্রাণি বিষসারণি মন্ত্রণালয়।

গ. বাসস্থানের ক্ষতি

প্রকল্প এলাকাতে গাছপালা ও বন্যপ্রাণিদের বাসস্থান আস্তে আস্তে হারিয়ে যাচ্ছে। নগরায়নের ফলে নতুন উন্নয়ন কাজে কৃষি জমি বিলুপ্ত হবে, জলাধারগুলো ভরাট হয়ে যাবে, নদী ও খালের পানি দূষিত হবে এবং গাছপালা কেটে ফেলা হবে। ফলে শহর এলাকাতে পশু-পাখিরা তাদের বাসস্থান চিরতরে হারিয়ে ফেলবে।

প্রতিকারমূলক কর্মকান্ডঃ

১. সংবেদনশীল বাস্তুতন্ত্রের প্রতি লক্ষ্য রেখে সতর্কতার সাথে পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।
২. নগরায়নের জন্য ন্যূনতম ভূমি ব্যবহার করতে হবে।
৩. জলাধার ও খালসমূহ সংরক্ষণ করতে হবে।
৪. বৃক্ষ নিধন রোধকল্পে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থাসমূহ : পৌরসভা, পরিবেশ অধিদপ্তর এবং এন.জি.ও সমূহ।

ঘ. জীববৈচিত্র্য ধ্বংস

নগর এলাকার বৃদ্ধির ফলে নগর উন্নয়ন কর্মকান্ড বৃদ্ধি পাবে। নগরের উপাদানসমূহ যথা সড়ক, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, আবাসন, বাণিজ্যিক এলাকা, শিল্প এলাকা প্রভৃতির উন্নয়ন বর্তমান প্রাকৃতিক পরিবেশকে মানবসৃষ্ট পরিবেশ দ্বারা প্রতিস্থাপন করবে। নতুন নগরায়নের ফলে গাছপালা কেটে ফেলা হবে, জলাধার সমূহ ভরে ফেলা হবে এবং পানি দূষিত হয়ে যাবে, বাগান সমূহ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। বন্যপ্রাণি, পাখি ও মাছের আবাসস্থল বিনষ্ট হবে এবং এর ফলে জীববৈচিত্র্য দারুন ক্ষতির সম্মুখীন হবে।

প্রতিকারমূলক কর্মকান্ডঃ

১. সংকটপূর্ণ পরিবেশ অঞ্চলে এবং বন্যপ্রাণির আশ্রয়স্থলগুলোতে উন্নয়ন কর্মকান্ড থেকে বিরত থাকতে হবে।
২. বাসস্থানের চারপাশে বৃক্ষরোপণ ও বাগান তৈরিতে জনসাধারণকে উৎসাহিত করতে হবে।
৩. নদী ও খালের ধার বরাবর যেসব রাস্তা রয়েছে তার দুপাশে বৃক্ষরোপণ করতে হবে।
৪. জলাশয় সংরক্ষণ করতে হবে যাতে জলজ প্রাণি ও মাছ এর বাসস্থান সংরক্ষিত থাকে।
৫. পাখি ও বন্যপ্রাণি শিকারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে হবে।

দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থাসমূহ : পৌরসভা, বন বিভাগ, মৎস বিভাগ এবং এন.জি.ও সমূহ।

ঙ. মাছের আবাসস্থল ধ্বংস

প্রকল্প এলাকা প্রধানত উঁচু জমি যেখানে খাল ও নিচু জমির পরিমাণ খুবই সীমিত। তাই উন্মুক্ত জলাশয়ের মৎস সম্পদ খুবই সীমিত। মাত্র ১৫-২০% মাছের চাহিদা এভাবে পূরণ করা হয় যা নরসুন্দা নদী, বড়ফুল খাল, কাটাখালি খাল ও অন্যান্য পুকুর হতে ধরা হয়। শুষ্ক মৌসুমে নদী ও খালবিলের পানি শুকিয়ে যাওয়া জলজ পরিবেশ নষ্টের অন্যতম প্রধান কারণ। নানাবিধ কারণে নগরায়নের ফলে পানি দূষণের ফলে মাছ ধরার ক্ষেত্র কমে যাবে ও মাছের পরিমাণ আশঙ্কাজনকভাবে কমে যাবে। উন্নয়ন কর্মকান্ডের ফলে খাল, বিল ও অন্যান্য জলাভূমির আয়তন হ্রাস পাবে।

প্রতিকারমূলক কর্মকান্ডঃ

১. নদী, খাল ও বিলে সরাসরি ড্রেনের পানি ফেলা বন্ধ করতে হবে।
২. পয়ঃনিষ্কাশন ও বর্জ্য পানি শোধনাগার প্রস্তাব করতে হবে।
৩. বর্ষা মৌসুমের শুরুতে স্লুইস গেট মাছের বংশবৃদ্ধির প্রয়োজনে খুলে দিতে হবে।
৪. খাল ও জলাধার খনন করতে হবে।
৫. যথেচ্ছ জলাভূমি ভরাট কঠোরভাবে প্রতিরোধ করতে হবে।

দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থাসমূহ : পৌরসভা এবং পরিবেশ অধিদপ্তর

চ. পুকুর ও মৎস্য খামার ধ্বংস

প্রকল্প এলাকাতে প্রায় ৬৩১ টি পুকুর এবং ডোবা রয়েছে যার সর্বমোট আয়তন ১২৫.৭৮ একর। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ফলে শিল্পায়ন ও নগরায়নের কারণে অনেক পুকুর হারিয়ে যাবে কারণ, জমির মালিকরা অধিক মূল্যের জন্য এ সমস্ত জমি বিক্রয় করে দেবে এবং পরবর্তীতে আবাসন ও অন্যান্য উন্নয়নের জন্য তা ভরাট করা হবে। ফলে আবাসস্থল হারানোর কারণে মাছের পরিমাণও কমবে। পুকুর ভরাট নিয়ন্ত্রণের জন্য বর্তমানে প্রকল্প এলাকায় কোনও নীতিমালা নেই।

প্রতিকারমূলক কর্মকান্ডঃ

১. মহাপরিকল্পনার মানচিত্রে সকল পুকুরগুলোকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করতে হবে এবং বড় পুকুরগুলিতে তাদের গুরুত্ব ও চাহিদা অনুসারে রক্ষা করতে হবে।
২. পুকুর/জলাধার রক্ষায় জনসচেতনতা তৈরি করতে হবে এবং বর্ষাকালে পানি প্রবাহের জন্য কালচার খামার, গোসল ও পানি সংরক্ষণে এর ভূমিকা সকলকে জানাতে হবে।

দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থাসমূহ : পৌরসভা, বন বিভাগ এবং ডি.সি (ভূমি)

ছ. উর্বর কৃষিজমি বিনষ্ট

প্রস্তাবিত পরিকল্পনায় প্রকল্প এলাকাতে বিশাল আয়তনের কৃষিজমি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন হলে এখানকার কৃষিজমি, শহর ও উপশহরে রূপান্তরিত হবে।

প্রতিকারমূলক কর্মকান্ডঃ

পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালায় যেকোন উন্নয়ন কর্মকান্ডে উর্বর কৃষিজমি ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। এটা করা হয়েছে ভূমিকে আরোও লাভজনকভাবে ব্যবহার করার জন্য। এজন্য উর্বর ভূমি অকৃষি কাজে ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকতে হবে। নগরের সম্প্রসারণ ও জমি অধিগ্রহণ অবশ্যই এখানকার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের উপর নির্ভর করে করতে হবে। পরিকল্পনায় নির্ধারিত কৃষি ভূমি যেকোনও ধরণের উন্নয়ন কর্মকান্ড ও ভূমি ব্যবহার পরিবর্তন থেকে রক্ষা করতে হবে। কৃষিজমি রক্ষায় আইনের কঠোর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থাসমূহ : পৌরসভা এবং পরিবেশ অধিদপ্তর

৬.৩.৩ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কৌশলসমূহ

৬.৩.৩.১ ড্রেনেজ ও বন্যা ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার নীতিমালাসমূহ

আইনগত কাঠামো: ড্রেনেজ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্ড়বায়নে আইনগত ভিত্তিগুলো হল; ভূমি অধিগ্রহণ আইন ১৮৯৪ (প্রাকৃতিক খাল ও নদীর আয়তন রক্ষায়), জলাধার সংরক্ষণ আইন, ২০০০, পৌরসভা আইন ২০০৯। নিম্নলিখিত টেবিলে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের নীতিমালা সমূহ দেখানো হয়েছে।

সারণি-৬.৯: দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের নীতিমালাসমূহ

পরিকল্পনার সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রসমূহ	পরিকল্পনা বাস্তবায়নের আইনগত ভিত্তি
কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	পৌরসভাআইন ২০০৯, হাসপাতাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা আইন ২০০৮ এবং কঠিন বর্জ্য সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির জন্য পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপ
জলাশয় ও উন্মুক্ত স্থান সংরক্ষণ	ভূমি অধিগ্রহণ আইন ১৮৯৪, পৌরসভাআইন ২০০৯ এবং ভূমি লিজ ও সংরক্ষণের জন্য পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপ
শিল্প কারখানা ও ইট ভাটার দূষণ নিয়ন্ত্রণ	পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক ঘোষিত সবুজ শ্রেণির শিল্প কারখানা এবং ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০১
পানি/ভূমি দূষণ	পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ২০০২ (সেকশন ৬ এর ক)

পরিকল্পনার সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রসমূহ	পরিকল্পনা বাস্তবায়নের আাইনগত ভিত্তি	
শব্দ দূষণ	শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণবিধিমালা ২০০৬	
দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা	উপাদান	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
	আবাসন, সড়ক, নলকূপ	পৌরসভা, পানি উন্নয়ন বোর্ড, সওজ, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর,
	ড্রেনেজ	পৌরসভাএবং প্রকল্প খাত
	বাঁধ	পানি উন্নয়ন বোর্ড
	পূর্বাভাস ব্যবস্থা	পৌরসভা এবং এন.জি.ও সমূহ
	বনায়ন	বন বিভাগ
	কমিউনিটি অংশগ্রহন	এন.জি.ও সমূহএবং কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন

অগ্রাধিকার: প্রস্তাবিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, ২০০৭-১৫ আলোকে প্রণয়ন করা হয়েছে। বিভিন্ন ওয়াডের্র মধ্যে অগ্রাধিকারভিত্তিক কর্মকান্ডের জন্য এটি প্রয়োজন। এটি ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় ব্যবস্থা গ্রহণ বা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করাকেই বুঝায়। এক্ষেত্রে প্রতিটি ওয়ার্ডে কাঠামোগত বা অকাঠামোগত পদক্ষেপ গ্রহণের সময় উচ্চতর স্থান প্রাপ্ত ওয়ার্ড অন্যান্য ওয়ার্ডের তুলনায় অধিকতর গুরুত্ব পাবে।

সমন্বয়: অনুক্রমন এবং পুনরাবৃত্তি এড়ানোর জন্য এ পরিকল্পিনা অন্যান্য ইউটিলিটি সেবা প্রদানকারী সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধন করা হবে। উদাহরনস্বরুপ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং পৌরসভার শক্তিশালী সমন্বয় বজায় রাখা উচিত।

অর্থায়ন: জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, ২০০৭-১৫ আলোকে, পৌরসভা পর্যায়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দ্বারা বিভিন্ন কর্মসূচি এবং কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল গঠন করা হবে। এই তহবিল নিম্নলিখিত অর্থায়নে চলবে:

১. সরকার হতে অনুদান
২. স্থানীয় সরকার হতে অনুদান
৩. স্থানীয় অনুদান

৬.৩.৩.২ পরিকল্পনার বাস্তবায়ন, পর্যবেক্ষণ, পর্যালোচনা এবং সমন্বয়

ড্রেনেজ এবং পরিবেশগত পরিকল্পনাা বাস্তবায়ন ও পর্যক্ষেণে বিভিন্ন বাস্তবায়নকারী সংস্থা যেমন পৌরসভা, পানি উন্নয়ন বোর্ড, সওজ, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, এনজিও সমূহ দায়িত্বপ্রাপ্ত হবে। এছাড়া পৌরসভার মেয়র এই পরিকল্পনা পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনার দায়িত্ব পালন করবেন, যদি প্রকল্পটি মহাপরিকল্পনার অধীনে বাস্তবায়িত হয়। ভবিষ্যৎ উন্নয়নের ধারা অনুসারে ড্রেনেজ ও পরিবেশগত পরিকল্পনা মূল্যায়নের কাজটি করবে কিশোরগঞ্জ পৌরসভা। তাতে এটি তার প্রধান উপাদানসমূহ ও প্রস্তাব অনুসারে মূল্যায়িত হবে।

সপ্তম অধ্যায়ঃ ৭

নাগরিক সেবা ও উন্নয়ন প্রকল্প পরিকল্পনা

৭.১ সূচনা

বর্তমান অবস্থার সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনার পর এই অংশে ভবিষ্যৎ শহরের জন্য নাগরিক সুবিধাদির সুপারিশ করা হয়। নাগরিক সুবিধাদি বাস্তবায়িত হবে পৌরসভা এবং এ ধরনের সংস্থাগুলোর মাধ্যমে, যাদের এ সুবিধাগুলো নিয়ে নিজস্ব পরিকল্পনা থাকে। সে সকল সংস্থাগুলো নিম্নলিখিত সুপারিশগুলো তাদের নিজস্ব পরিকল্পনা পুনর্গঠনে বিবেচনা করতে পারে।

৭.২ নাগরিক সেবার প্রস্তাবনা

৭.২.১ আবাসিক এলাকা উন্নয়ন

ক. আবাসিক উন্নয়ন নীতি পর্যালোচনা

কিশোরগঞ্জের বর্তমান নগরায়নের হার থেকে প্রতীয়মান হয় যে এখানে এখন বৃহৎ আবাসিক উন্নয়ন প্রকল্প শুরু করার সুযোগ তৈরি হয়েছে। এখানে সাইট এন্ড সার্ভিসেস এর মত প্রথাগত আবাসিক প্রকল্প হাতে নেয়া যেতে পারে কেননা নির্ধারিত মূল্যে এ ধরনের প্লটের যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। বাংলাদেশে বাণিজ্যিক রিয়েল এস্টেট প্রতিষ্ঠান গুলোর উন্নয়ন এবং শহরের অধিবাসীদের আয় পর্যালোচনা করে দেখা যায়, একটি বৃহৎ আবাসন প্রকল্প এখানে খুবই উপযোগী। জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ এ শহরে আবাসন প্রকল্প হাতে নিতে পারে। প্রথাগত আবাসিক প্রকল্পের পাশাপাশি এটা (জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ) জাতীয় গৃহায়ন নীতিমালা এবং কৌশলগত পরিকল্পনার সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নে সহযোগী ভূমিকা পালন করবে। এই ধরনের নীতি পরিবর্তন বিস্তারিত এলাকা পরিকল্পনায় নির্দেশিত হাউজিং সেক্টর প্রকল্পে জনগণের অংশগ্রহনের জন্য প্রয়োজন।এই সহায়ক কৌশলের অধীনে জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ সম্ভাব্য আবাসিক এলাকায় সব মৌলিক অবকাঠামো ও সেবা প্রদানকারী হিসেবে কাজ করে ভূমি মালিকদের এই অবকাঠামো উন্নয়নের সুযোগ গ্রহণ করে তাদের নিজস্ব আবাস নির্মাণ করতে সহায়তা করবে। এছাড়াও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প খরচ ভাগাভাগির ভিত্তিতে (সুবিধাভোগীদের সঙ্গে) গ্রহন করা যেতে পারে। নগর উন্নয়ন সংস্থাগুলোর জন্য অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য এই ভাগাভাগি সুফল বয়ে আনবে।

প্রথমত, অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য খরচ ছাড়াই সুবিধাভোগীদের কাছ থেকে জমি (যেমন রাস্তার হিসাবে) নেয়া যেতে পারে;

দ্বিতীয়ত, এটি এভাবে প্রকল্পের জন্য কম বাজেট বরাদ্দের মাধ্যমে সরকারী টাকা সংরক্ষণ করে যা অন্যান্য উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে;

তৃতীয়ত, এই ধরনের প্রকল্পের অধীনে কোন বাধ্যতামূলক জমি অধিগ্রহণ থাকবে না, থাকলেও তা অল্প পরিমানে থাকবে। ফলে, প্রকল্পে কম সময় লাগবে এবং প্রকল্প কম কষ্টকর হবে;

চতুর্থত, উন্নত অবকাঠামোর কারনে রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলো আবাসন খাতে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হবে যা আবাসন এবং নগরায়নকে তরান্বিত করতে সাহায্য করবে;

পঞ্চমত, নাগরিক সেবা এবং সুবিধা প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে নগরায়ন দ্রুততর হবে;

বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধরনের অংশগ্রহণমূলক ভূমি উন্নয়ন পদ্ধতির প্রচলন আছে যা কিশোরগঞ্জে প্রয়োগের চেষ্টা করা যেতে পারে। উপরন্তু, অংশগ্রহণমূলক ভূমি উন্নয়ন পদ্ধতির উদ্ভাবনী ধারনা আরো বিকশিত করা যাবে। জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ ক্রস ভর্তুকি কৌশল ব্যবহার করে, দরিদ্র ও বিশেষ সুবিধা বা অধিকারপ্রাপ্তদের জন্য সাইট এন্ড সার্ভিস প্রকল্পের ভার গ্রহন করতে পারে। নগর/শহর এলাকার পরিকিল্পনায় (আরবান এরিয়া প্ল্যান) দুই ধরনের আবাসিক এলাকার উন্নয়নের প্রস্তাব করা হয়েছে:

ক. আবাসিক এলাকার সীমানা নির্ধারণ এবং আবাসন উন্নয়নে বিশেষ ধরনের পরিকল্পনা
খ. আবাসিক এলাকার জন্য অবকাঠামো ও সেবার সুপারিশ করা

খ. আবাসিক এলাকা সীমানা নির্ধারণ এবং বিন্যাস পরিকল্পনা

আবাসিক ভূমি ব্যবহার হলো একটি নগর এলাকার প্রধান ভূমি ব্যবহার। অতএব, বৃহত্তম ভূমি ব্যবহার আবাসনের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। যে এলাকা প্রধানত আবাসিক হিসাবে গড়ে উঠেছে এবং নতুন শহর এলাকায় আবাসনের জন্য উপযুক্ত সম্ভাব্য আবাসিক এলাকার জমিগুলোকে আবাসিক এলাকা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

গ. ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি

১. নিন্ম আয়ের জনসাধারনের জন্য আবাসন প্রকল্প

নিম্ন আয়ের জনসাধারনের জন্য দুইটি আবাসন প্রকল্প প্রস্তাব করা হয়েছে। কিশোরগঞ্জ মৌজার ৩৩(৫৬) বাউলাই ইউনিয়নে প্রস্তাবিত শিল্প এলাকা-১ এর নিকটতম ২৯.৮৮ একর এলাকা নিয়ে স্বল্প ব্যায়ের আবাসন-১ এবং মারিয়া ইউনিয়নের কারমুলি মৌজা ৪৩(০০) এ শিল্প এলাকা-৩ ও বিসিক এর নিকটবর্তী ২৯.৫৫ একর এলাকা নিয়ে স্বল্প ব্যায়ের আবাসন-২ এর প্রস্তাবনা রয়েছে। সুতরাং এলাকায় বাসকৃত শ্রমিকরা সহজেই তাদের কাজের জায়গায় পৌঁছাতে পারবে। কাছাকাছি মাধ্যমিক রাস্তার থাকার কারনে তাদের জন্য শহরের প্রধান এলাকায় দ্রুত পৌঁছানো সম্ভব হবে। সাধারণত, এই ধরনের এলাকাগুলো শহরের বাইরের দিকে অবস্থিত হয় যেখানে অব৩কাঠামোর ঘনত্ব এখনো কম। পরিকল্পিত পদ্ধতিতে ভবিষ্যত উন্নয়নের পথনির্দেশক হিসেবে বিক্ষিপ্ত এলাকায় বিভিন্ন জমি ব্যবস্থাপনা কৌশল প্রস্তাব করা হয়েছে।

২. উচ্চবিত্তদের আবাসিক এলাকা

উচ্চবিত্তদের জন্য দুটি আবাসন প্রকল্প প্রস্তাব করা হয়েছে। একটি এলাকা রশিদাবাদ ইউনিয়নের কিশোরগঞ্জ মৌজা ০৩৩(০৪), ৩৩(০৫) এবং ৩৩(০৮)-এ ওয়ার্ড-১ ও রশিদাবাদ ইউনিয়ন এর ২৪.০২ একর জমির উপর প্রস্তাব করা হয়েছে এবং অন্যটি মহিনন্দ ইউনিয়নের সোলাকিয়া ৩০(০০)মৌজায় (স্টেডিয়ামের কাছাকাছি) ৩৭.৪৫ একর জমির উপর প্রস্তাব করা হয়েছে। সংযোগ সড়কসহ মাধ্যমিক রাস্তার নিকটবর্তী এ আবাসন প্রকল্পগুলোতে সব ধরনের নাগরিক সেবা একটি ভাল পরিবেশ তৈরি করবে।

৩. সরকারি কর্মকর্তাদের আবাসন এলাকা

ওয়ার্ড-২ ও মহিনন্দ ইউনিয়নের সোলাকিয়া মৌজাতে ৩০(০০) এবং ওয়ার্ড-৮ এ কিশোরগঞ্জ ৩৩ (১৫, ১৬, ১৯ ও ২০) মৌজায়অবস্থিত এলাকা দুইটি সরকারি কর্মকর্তাদের আবাসন এলাকা প্রকল্পের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক রাস্তার সংলগ্ন এই আবাসন প্রকল্পে সব ধরনের নাগরিক সেবা একটি ভাল পরিবেশ তৈরি করবে।

সারণী-৭.১: প্রস্তাবিত আবাসন প্রকল্পের অবস্থান

ওয়ার্ড/ইউনিয়ন	প্রস্তাবনার ধরন	প্রস্তাবনার আই. ডি. নং	আয়তন (একর)	মৌজা	দাগ নং
ওয়ার্ড নং.০১	উচ্চবিত্তদের আবাসন	HCR-01	২৪.০২	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (০৪)	৪২০৫, ৪২০৭-৪২৩৪
				কিশোরগঞ্জ ৩৩ (০৫)	৪৪৬৭, ৪৪৭৪, ৪৪৭৫, ৪৪৮৩-৪৫০৭, ৪৫১৯-৪৫২৯, ৪৫৩৮-৪৫৬১, ৪৫৮০, ৪৫৮২, ৪৫৮৮-৪৫৯৪, ৪৬০৪-৪৬০৬, ৪৬১১, ৪৬১৪- ৪৬১৬,
				কিশোরগঞ্জ ৩৩ (০৮)	৮১৩৮, ৮১৩৯, ৮১৪৬- ৮১৫৬, ৮১৫৮, ৮১৫৯, ৮১৬১-৮১৭৪, ৮১৭৬-৮১৮১
মহিনন্দ	উচ্চবিত্তদের আবাসন	HCR-02	৩৭.৪৫	শোলাকিয়া ৩০ (০০)	৫৫২-৬৪৩, ৬৪৫-৬৪৮, ৬৫০-৭০৬, ৭১০, ৭১১, ৭৪৬, ৭৭৮-৮২৬, ৮৫৬-৮৮৯, ৯২০-৯৩১, ৯৫৮, ১৫২৯, ১৫৩০
বাউলাই	নিম্ন আয়ের আবাসন	LCS-01	২৯.৮৮	শোলাকিয়া ৩০ (০০)	১২৬১- ১২৬৩, ১২৭৭-১২৮৫
				কিশোরগঞ্জ ৩৩ (৫৬)	৬৪১৮৯, ৬৪২৫৬- ৬৪২৫৯, ৬৪২৬২, ৬৪২৬৪-৬৪৩০০, ৬৪৩০২-৬৪৩৫৮, ৬৪৪১৮, ৬৪৪২০- ৬৪৪৪৬, ৬৪৪৪৯, ৬৪৪৫১- ৬৪৪৮৯, ৬৪৫১২, ৬৪৫১৩, ৬৫১৯০
মারিয়া	নিম্ন আয়ের আবাসন	LCS-02	২৯.৫৫	করমূলী ৪৩ (০০)	২৩৯, ২৪০, ২৪৪, ৩৪৬-৩৫৯, ৩৬২- ৩৭৭, ৬৫০- ৬৭৪, ৬৮৩, ৬৮৬- ৭৪৫, ৭৪৬-৭৫৫, ৯৯৯৯৯
				স্বল্পমারিয়া ৪০ (০০)	৪-৭, ১০-২১
				মারিয়া ৪২ (০১)	২৩৯-২৬৬
ওয়ার্ড নং.০২	সরকারী কর্মকর্তাদের আবাসন	Govt. Housing _01	১৬.৪৩	শোলাকিয়া ৩০ (০০)	৭০৬, ৭০৭, ৭২৪, ৭৪৩-৭৫০, ৭৫২-৭৭৭, ৭৮২, ৮২৫, ৮২৭-৮৫৭, ৯৩২- ৯৪২, ৯৫৩, ৯৫৫, ৯৫৬, ৯৫৮
				কিশোরগঞ্জ ৩৩ (৪৩)	২১৫০৫- ২১৫০৮
				কিশোরগঞ্জ ৩৩ (৫৬)	২১৫০৫- ২১৫০৮, ৬৪০২৯, ৬৪০৩২-৬৪০৩৯, ৬৪০৪৫-৬৪০৫১, ৬৪০৫৪-৬৪০৫৬, ৬৪০৫৭-৬৪০৭৩
ওয়ার্ড নং.০৮	সরকারী কর্মকর্তাদের আবাসন	Govt. Housing _02	৮.৮৫	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (১৫, ১৬, ১৯ ও ২০)	১২২২৬- ১২২৪১, ১২২৫৬, ১২২৬৬-১২২৬৯, ১২৫৪৩-২৫৪৬, ১২৫৮৬, ১২৫৮৯, ১২৫৯০, ১২৫৯২-১২৫৯৮, ১৩৫৫৭, ১৩৫৫৮, ১৪০০১, ১৪০০২, ১৪০৯৬, ১৪১১০, ৯৯৯৯৯

ঘ. আবাসনের জন্য অবকাঠামো ও সেবা

পৌরসভার সাথে স্থানীয় জনগনের নিজেদের সহযোগিতার মধ্যেমে অথবা জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ তাদের সাইট এন্ড সার্ভিসেস কার্যক্রমের আওতায় প্রতিটি আবাসিক এলাকার উন্নয়নের সময় পর্যাপ্ত অবকাঠামো, যেমন রাস্তার, নিষ্কাশন, বিদ্যুৎ, স্কুল, কমিউনিটি সেন্টার ইত্যাদির ব্যাবস্থা করবে। এছাড়াও আরবান এরিয়া প্ল্যান সামাজিক ও পৌর সেবা কার্যক্রমের আওতায় পৌরসভা পর্যায়ে সড়ক সংযোগ এবং মৌলিক নাগরিক সেবার প্রস্তাব করেছে।

ম্যাপ নং ৭.১

প্রকল্প এলাকার বিদ্যমান ধর্মীয় সুবিধার অবস্থান

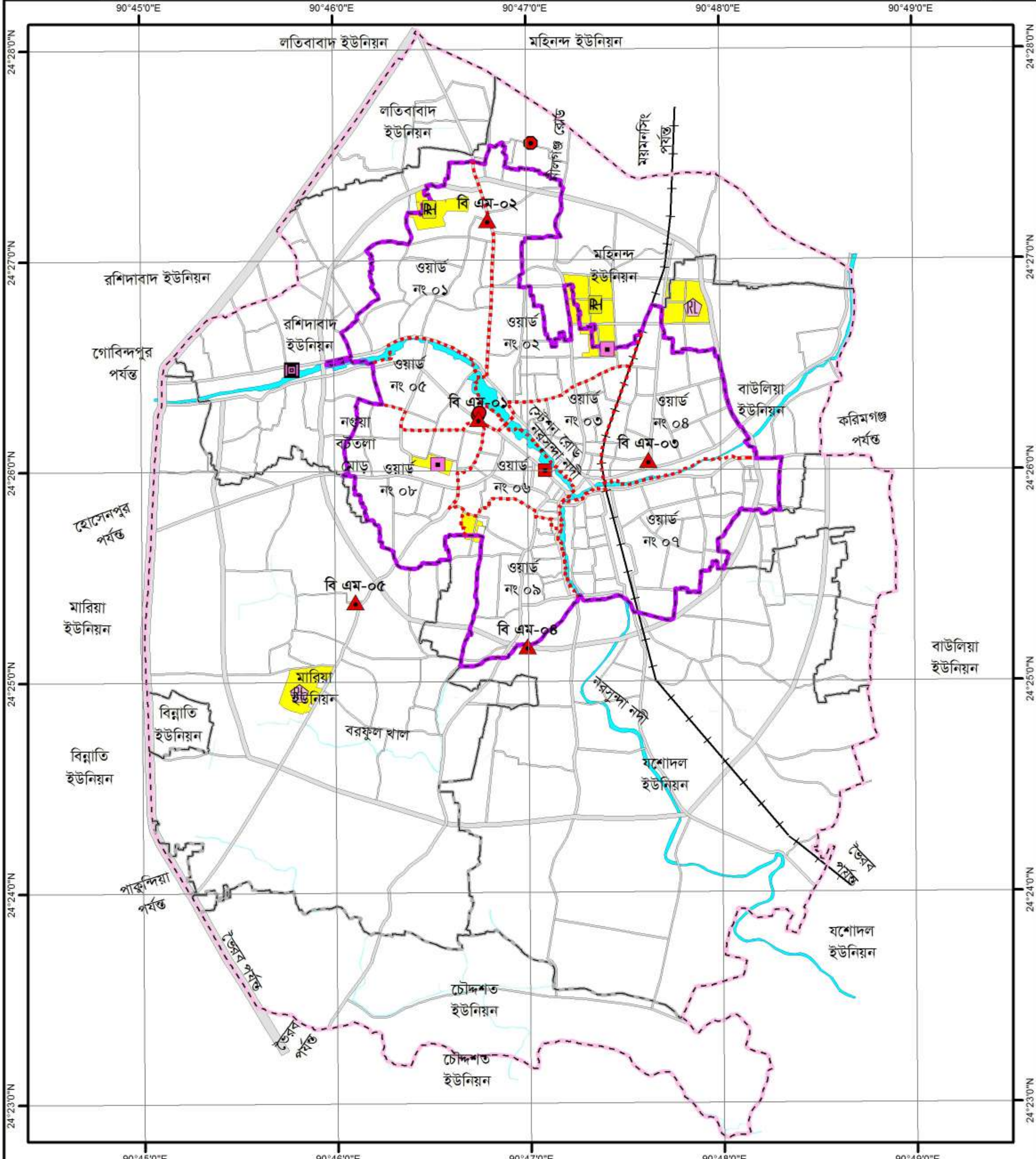

সাংকেতিক চিহ্নঃ

- বি এম পিলার
- ডিসি অফিস
- উপজেলা সদরদপ্তর
- পৌরসভা কার্যালয়
- প্রকল্প এলাকা সীমানা
- পৌরসভা সীমানা
- ওয়ার্ড সীমানা
- ইউনিয়ন সীমানা
- রেল লাইন
- সরকারী আবাসন
- উচ্চ বিত্তদের জন্য আবাসন
- নিম্ন বিত্তদের জন্য আবাসন
- বয়স্ক পূনর্বাসন কেন্দ্র
- পূণর্বাসন এলাকা
- আবাসন প্রকল্প
- প্রস্তাবিত সড়ক ব্যবস্থা
- জলাশয়
- নদ-নদী

গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের (ডি টি আই ডি পি) আওতায়
কিশোরগঞ্জ পৌরসভার মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন

0 500 1,000 2,000 Meters

1:46,000

পরামর্শক প্রতিষ্ঠান

BETS Consulting Services Ltd.
House No. 10, Road No. 135, Gulshan-1, Dhaka-1212, Bangladesh.
Phone: 9889923-24, Fax: +88029889967, E-mail: bets@betsbd.com

৭.২.২ বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান

ক. ব্যবসায়িক কর্মকান্ডের উৎসাহ প্রদান

ব্যক্তিগত উদ্যোগকে উৎসাহিত করা একটি পুঁজিবাদী অর্থনীতির অর্থনৈতিক কার্যক্রম প্রচারের সবচেয়ে কার্যকর উপায়। প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর ও বুদ্ধিমত্তার সাথে পরিকল্পিতভাবে বাণিজ্যিক জমি ব্যবহার ব্যবসা প্রসারের কার্যকর উপায়।

২০৩৩ সাল পর্যন্ত যেসকল বাণিজ্যিক কর্মকান্ড আয়তনে বৃদ্ধি পাবে, সেগুলোকে আরবান এরিয়া প্ল্যানে বিকেন্দ্রীভূত করার চেষ্টা করা হয়েছে। বাণিজ্যিক কার্যক্রম বলতে পাইকারি ও খুচরা ব্যবসা, বাণিজ্যিক ও প্রশাসনিক অফিস সহ গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেশগুলোর কেন্দ্রকে (নেইবারহুড সেন্টার) বুঝায়। এজন্য কিশোরগঞ্জ পৌরসভায় নয়টি প্রতিবেশ কমপ্লেক্স প্রস্তাব করা হয়েছে। এই এলাকাগুলো বর্তমানে কৃষি জমি হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে বা খালি আছে। ওয়ার্ড অনুযায়ী প্রতিটি প্রতিবেশ কমপ্লেক্সের একতলা স্থানীয় কাঁচা বাজার এবং শপিং এলাকা হিসেবে প্রস্তাব করা হয়েছে। বাণিজ্য ও বাণিজ্যিক কার্যক্রমের নির্দিষ্ট অবস্থান ছাড়াও মিশ্র ভূমি ব্যবহার এলাকাসমূহতে নির্দিষ্ট বাণিজ্যিক কার্যক্রম অনুমোদিত হবে। ভূমি ব্যবহারের আঞ্চলিক মানচিত্র তৈরির সময় প্রধান রাস্তার বরাবর বাণিজ্যিক কার্যক্রমের বর্তমান অবস্থান তথা রিবন উন্নয়নের প্রবণতা অনুসরণ করা হয়েছে।

বাণিজ্যিক উন্নয়ন প্রধানত ব্যক্তিগত উদ্যোগে হতে হবে। পৌরসভা বাণিজ্যিক কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো তৈরি করতে পারে। প্রতিবেশ কেন্দ্র উন্নয়নের মাধ্যমে পৌরসভা বাণিজ্যিক কার্যক্রম বৃদ্ধি শুরু করতে পারে।

খ. শিল্প এলাকা

বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে নগরের সুশৃঙ্খল শিল্প উন্নয়ন প্রয়োজন। প্রকল্প এলাকায় ইতিমধ্যে কিছু কিছু শিল্প এলাকা বিদ্যমান কিন্তু খুব অপরিকল্পিত। পরামর্শক তিনটি শিল্প এলাকা প্রস্তাব করেছে। একটি পৌরসভার দক্ষিণ পশ্চিম কোণে পাকুন্দিয়া রাস্তার পাশে, একটি বাউলাই ইউনিয়নের করিমগঞ্জ রাস্তার বরাবর এবং মাহিনন্দা এবং বাউলাই ইউনিয়নে সীমানায় অপরটি প্রস্তাব করা হয়েছে। তিনটি শিল্প এলাকায় জন্য দুই ধরনের শিল্পের প্রস্তাবনা করা হয়েছে-

১. সাধারণ শিল্প এলাকা
২. কৃষি ভিত্তিক শিল্প এলাকা

প্রস্তাবিত শিল্প অঞ্চলের আয়তন ৬১.৬২ একর যেখানে শুধুমাত্র সবুজ, কমলা এ, এবং কমলা বি ধরনের শিল্প অনুমোদিত। পৌরসভায় বিদ্যমান শিল্প কারখানাগুলোকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এই নূতন অঞ্চলে স্থানান্তর করা হবে। প্রকল্প এলাকার বাইরের দিকের প্রস্তাবিত বৃত্তাকার রাস্তার মধ্যে ক্ষতিকর শিল্প অনুমোদিত হবে না। এই এলাকায় পরিচলন সুবিধা এবং চিকিতসা ও অন্যান্য ধরনের সুবিধা প্রয়োজন। আপত্তিকর গন্ধ ও স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর উপাদান থেকে আবাসিক এলাকাকে আলাদা করার জন্য প্রায় সন্নিহিত পুরু বনাঞ্চল প্রস্তাব করা হয়েছে।

সাইট এন্ড সার্ভিসেস প্রকল্প হিসাবে জমি অধিগ্রহন ও শিল্প জমি তৈরির পরিবর্তে শিল্প উদ্যোক্তাদের জমি মালিকদের কাছ থেকে সরাসরি জমি কেনার এবং এই এলাকায় তাদের শিল্প স্থাপন করতে উৎসাহ দেওয়া হবে। সরকার শিল্প স্থাপনের জন্য রাস্তার, অবকাঠামো ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা-বিদ্যুৎ, পানি, পয়ঃ নিষ্কাশন, টেলিফোন ইত্যাদি প্রদান করবে। উন্নয়ন প্রক্রিয়ার ব্যয় মেটানোর জন্য যথাযথ পদ্ধতির প্রয়োগ করা হবে। শিল্প এলাকাটি শুধু শিল্প কারখানা স্থাপনের কাজেই ব্যাবহার করা যাবে। পরিবেশগত অবনতি রোধের জন্য উভয় শিল্প এলাকাতেই পুরু বনাঞ্চল প্রস্তাব করা হয়েছে। সারণি-৭.২-এ শিল্প অঞ্চলের বিবরণ এবং মানচিত্র ৭.২ ও ৭.৩-এ যথাক্রমে প্রকল্প এলাকার বর্তমান এবং প্রস্তাবিত শিল্প অঞ্চলের অবস্থান দেখানো হলো।

সারণি-৭.২: প্রকল্প এলাকায় প্রস্তাবিত শিল্প এলাকার তালিকা

ওয়ার্ড/ইউনিয়ন	প্রস্তাবনার ধরন	প্রস্তাবনার আই. ডি. নং	আয়তন (একর)	মৌজা	দাগ নং
বাউলাই	শিল্প এলাকা	IZ-01	২০.৭৭	কিশোরগঞ্জ ০৩৩(৫৬)	৬৪৮২৮-৬৪৮৩০, ৬৪৮৩৫, ৬৪৮৩৮- ৬৪৮৪৬, ৬৪৮৪৯-৬৪৮৫১, ৬৪৮৫৩- ৬৪৮৫৮, ৬৪৯৫৭, ৬৪৯৫৮, ৬৪৯৬১-৬৪৯৬৩, ৬৪৯৭৯-৬৫০১৭, ৬৫০৩৮, ৬৫০৪২
				কোট ২৯ (০০)	৮১১
				শোলাকিয়া ৩০ (০০)	১৫২৪, ১৫২৫
বাউলাই	শিল্প এলাকা	IZ-02	২১.৭৫	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (৬০)	৭৫৪৭১, ৭৫৪৯২-৭৫৫২৪, ৭৫৫২৬-৭৫৫৪৬, ৭৫৫৪৯-৭৫৫৫১, ৭৫৫৫৭-৭৫৫৫৯
				মূলসতাল০৬৩(০০)	৩৫৩-৩৫৭, ৩৬০- ৩৯৮, ৪০২- ৪০৪, ৪৩৩, ৪৩৪
মারিয়া ও বিন্নাতি	শিল্প এলাকা	IZ-03	১৯.১০	বিন্নাগাঁও ৩৯ (০১)	১৮১২, ১৮২০-১৮৩০
				বিন্নাগাঁও ৩৯ (০২)	৬৩৯৮
				করমূলী ৪৩ (০০)	১০১- ১১৯
				চর কামালিয়া ৪৪ (০০)	৮৫২, ৮৫৫-৮৭০, ৮৭৩-৮৮২
				খাস মারিয়া ৪৫ (০০)	২৯৯, ৩০০

ম্যাপ নং ৭.২

প্রকল্প এলাকায় বিদ্যমান শিল্প স্থাপনার অবস্থান

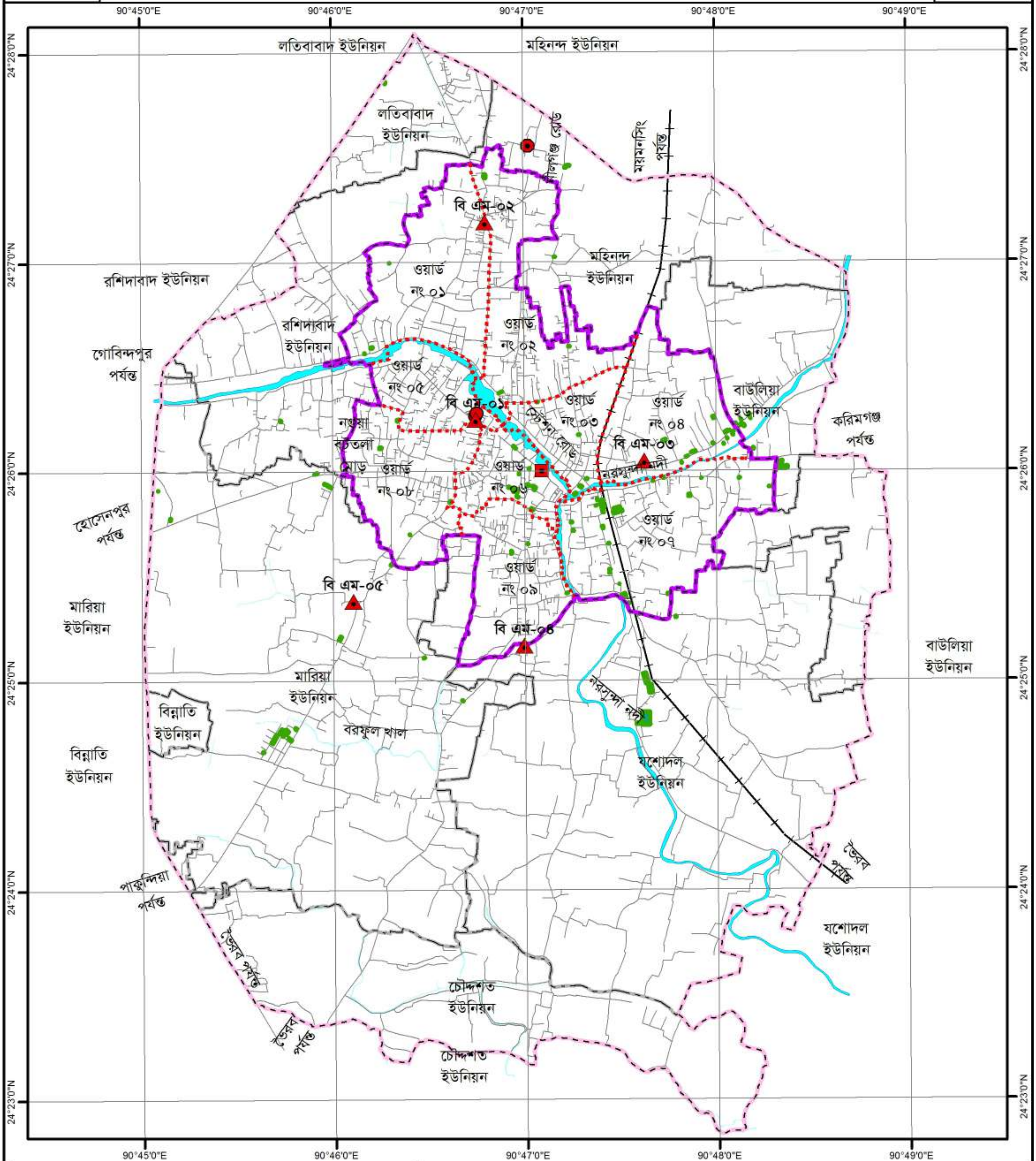

সাংকেতিক চিহ্নঃ

- বি এম পিলার
- ডিসি অফিস
- উপজেলা সদরদপ্তর
- পৌরসভা কার্যালয়
- প্রকল্প এলাকা সীমানা
- পৌরসভা সীমানা
- ওয়ার্ড সীমানা
- ইউনিয়ন সীমানা
- রেল লাইন
- শিল্প স্থাপনা
- বিদ্যমান রাস্তা
- জলাশয়
- নদ-নদী

গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের (ডি টি আই ডি পি) আওতায়
কিশোরগঞ্জ পৌরসভার মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন

0 487.5 975 1,950 Meters

1:46,000

পরামর্শক প্রতিষ্ঠান

BETS Consulting Services Ltd.
House No. 10, Road No. 135, Gulshan-1, Dhaka-1212, Bangladesh.
Phone: 9889923-24, Fax: +88029889967, E-mail: bets@betsbd.com

ম্যাপ নং ৭.৩

প্রকল্প এলাকায় প্রস্তাবিত শিল্প অঞ্চলের অবস্থান

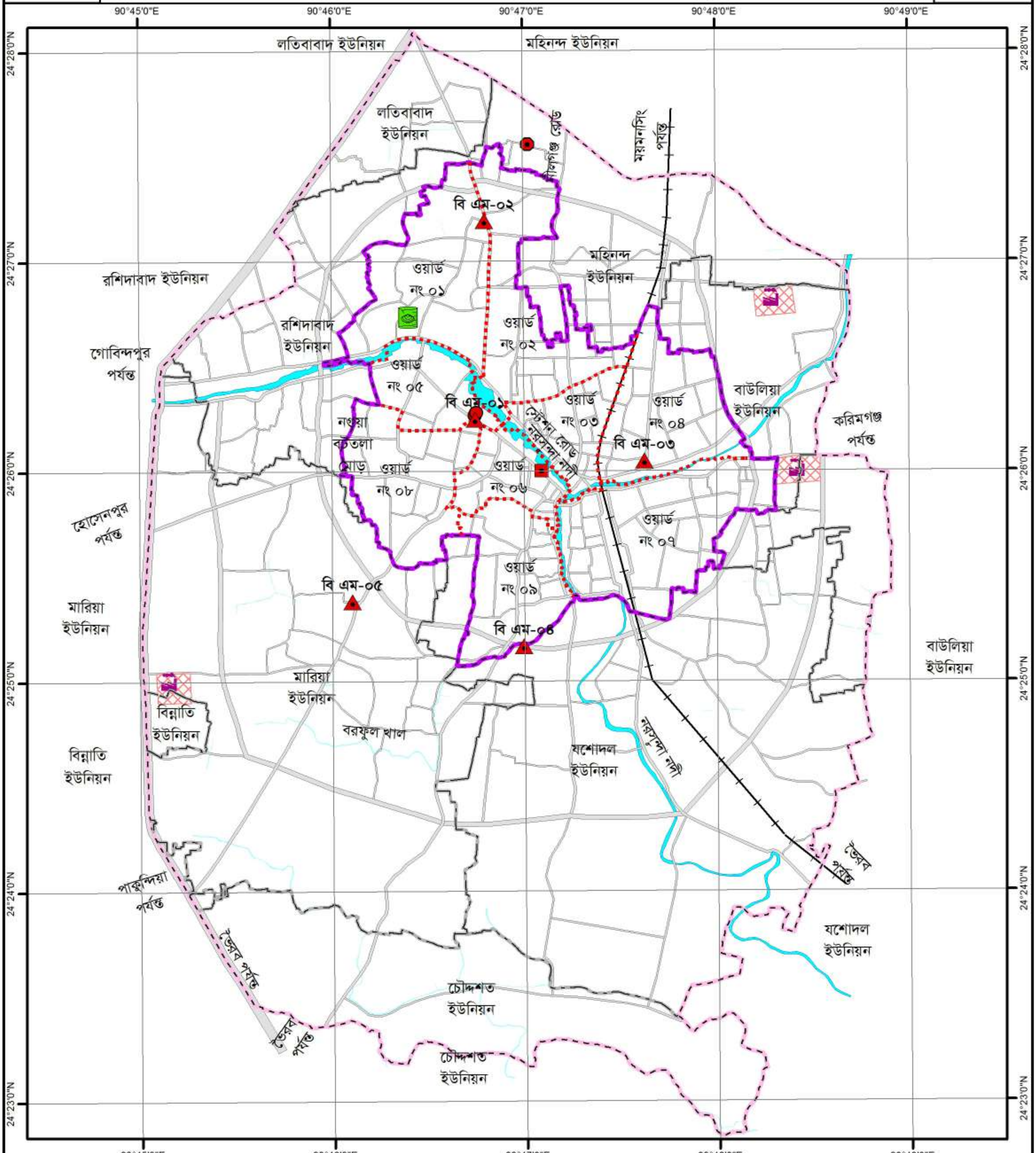

সাংকেতিক চিহ্নঃ

- বি এম পিলার
- ডিসি অফিস
- উপজেলা সদরদপ্তর
- পৌরসভা কার্যালয়
- প্রকল্প এলাকা সীমানা
- পৌরসভা সীমানা
- ওয়ার্ড সীমানা
- ইউনিয়ন সীমানা
- রেল লাইন

প্রস্তাবিত শিল্প অঞ্চল

- শিল্প অঞ্চল
- নবায়নযোগ্য শক্তি কেন্দ্র
- শিল্প অঞ্চল
- বিদ্যমান রাস্তা
- জলাশয়
- নদ-নদী

গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের (ডি টি আই ডি পি) আওতায়
কিশোরগঞ্জ পৌরসভার মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন

0 500 1,000 2,000 Meters

1:46,000

পরামর্শক প্রতিষ্ঠান

BETS Consulting Services Ltd.
House No. 10, Road No. 135, Gulshan-1, Dhaka-1212, Bangladesh.
Phone: 9889923-24, Fax: +88029889967, E-mail: bets@betsbd.com

৭.২.৩ ওয়ার্ড সেন্টার কমপ্লেক্স

কিশোরগঞ্জ পৌরসভার প্রতিটি ওয়ার্ডে ওয়ার্ড কেন্দ্র প্রস্তাব করা হয়েছে। পৌরসভায় মোট ৯টি ওয়ার্ড কেন্দ্র প্রস্তাব করা হয়েছে। ওয়ার্ড কেন্দ্রে নিম্নলিখিত সুবিধা রয়েছে:

ক. ওয়ার্ড কাউন্সিলরের অফিস
খ. ক্লাব/রাজনৈতিক অফিস
গ. কমিউনিটি পুলিশের অফিস
ঘ. ম্যাটারনিটি/স্থানীয় জরুরী স্বাস্থ্য সুবিধা
ই. খুচরো দোকান/কাঁচা বাজার
চ. কমিউনিটি সেন্টার

পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ে এই ওয়ার্ডে কেন্দ্রগুলো উন্নত করা হবে। বিভিন্ন ওয়ার্ডে প্রস্তাবিত ওয়ার্ড কেন্দ্রগুলো সারণি-৭.৩ এবং মানচিত্র ৭.৪ এ দেখানো হয়েছে।

সারণি-৭.৩: প্রকল্প এলাকায় ওয়ার্ড কমপ্লেক্স গুলোর প্রস্তাবিত অবস্থান

ওয়ার্ড নং	আয়তন (একর)	মৌজা, জে এল, সীট নং	প্লট আইডি
০১	২.১৭	কিশোরগঞ্জ-০৩৩(০৮)	৭৯৯৭-৭৯৯৯, ৮০৪৫-৮০৪৯, ৮০৫৯, ৮৩১১- ৮৩১৪
০২	১.৮৭	কিশোরগঞ্জ-০৩৩(৪২, ৫৬)	২১২০৫- ২১২০৭, ২১২১০-২১২১৪, ২১২৪৬, ২১২৫২-২১২৫৮, ৬৪০০২-৬৪০০৫
০৩	১.৯০	কিশোরগঞ্জ-০৩৩(৪৪)	২১৬০২, ২১৬০৩, ২১৬০৭- ২১৬১২, ২১৬১৭-২১৬৩৩, ২১৬৩৮
০৪	১.৯৬	কিশোরগঞ্জ-০৩৩(৫৫)	২৬৩৬২- ২৬৩৭০, ২৬৩৮৯, ২৬৩৯০, ২৬৪৩৩, ২৬৪৩৫- ২৬৪৩৯, ২৬৫২৮
০৫	১.৬৪	কিশোরগঞ্জ-০৩৩(১২)	১১৪৩৬-১১৪৩৯, ১১৪৪১, ১১৪৪২, ১১৪৬৩, ১১৪৬৪, ১১৪৬৮
০৬	১.১৪	কিশোরগঞ্জ-০৩৩(৩২)	১৯১৬২-১৯১৬৫, ১৯১৭১-১৯১৭৬, ১৯১৮৪
০৭	২.০৮	কিশোরগঞ্জ-০৩৩(৫০)	২৪৪৭৪- ২৪৪৭৬, ২৪৪৮২, ২৪৪৮৪, ২৪৫৫৭, ২৪৫৫৯, ২৪৫৬০, ২৪৫৬২, ২৪৭২৭, ২৪৭২৮, ২৪৭৩০
০৮	১.৯১	কিশোরগঞ্জ-০৩৩(২৩)	১৫৪৯৬- ১৫৪৯৮, ১৫৫০০, ১৫৫০১, ১৫৫০৩, ১৫৫০৪, ১৫৫০৭, ১৫৫০৮, ১৫৫১০
০৯	২.০৫	কিশোরগঞ্জ-০৩৩(২৫, ২৮)	১৭০২২- ১৭০২৬, ১৭০৭০-১৭০৭৭, ১৭০৮২, ১৭১২৩, ১৭৬১৭, ১৭৭৪৬, ১৭৭৪৭

৭.২.৪ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রস্তাব

ক. কিশোরগঞ্জ পৌরসভার জন্য পানি সরবরাহের বিদ্যমান নেটওয়ার্ক সহ একটি নতুন পানি সরবরাহ নেটওয়ার্ক পরিকল্পনা করা হয়েছে। ভবিষ্যত চাহিদা পূরণের জন্য বিদ্যমান পাইপলাইন প্রসারিত করন এবং জল ধারনের জন্য নতুন ওভারহেড পানির ট্যাংক তৈরী করার প্রস্তাব করা হয়েছে। কিশোরগঞ্জ পৌরসভার জন্য প্রস্তাবিত পানি সরবরাহ লাইন ১০০, ১৫০ এবং ২০০ মিমি ব্যাসের হতে হবে।

২০৩৩ পর্যন্ত আনুমানিক প্রাক্কলিত দৈর্ঘ্য:
১০০ মিমি ব্যাসের-৪৯.১০ কিমি
১৫০ মিমি ব্যাসের-৪৮.৭৬ কিমি
২০০ মিমি ব্যাসের-৪২.৮২ কিমি.

খ. জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে পানি সরবরাহের বড় বড় প্রকল্প বাস্তবায়ন করা বাংলাদেশ সরকারের নীতি। পানি সরবরাহ এবং পরিবর্ধনের ক্ষেত্রে সুবিশাল প্রযুক্তিগত দক্ষতার জন্য কিশোরগঞ্জ পৌরসভার পানি সরবরাহ এবং পরিবর্ধনের বিষয়ে ভবিষ্যতে কোনো প্রকল্পকে টেকসই এবং সফল করার জন্য জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা উচিৎ।

গ. পৌরসভার ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানোর জন্য এ সকল প্রস্তাবনার আরও বিস্তারিত গবেষণা ও প্রকৌশল অনুসন্ধান প্রয়োজন।

৭.২.৫ পয়ঃ নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রস্তাবনা

পয়ঃ নিষ্কাশন ব্যাবস্থা উন্নয়নকল্পে নিম্নলিখিত প্রস্তাবসমূহবিবেচনা করা যেতে পারে ঃ
(ক) একক এবং টুইন পিট ল্যাট্রিন এর উপাদান উৎপাদন ও সরবরাহ,
(খ) পয়ঃ নিষ্কাশন ব্যাবস্থা উন্নয়নকল্পে বাজার, বাণিজ্যিক এলাকা, বাসস্টেশন, বাস-ট্রাক টার্মিনালের মত জনগুরুত্বপূর্ন স্থানে ব্যবহারকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে পাবলিক টয়লেট নির্মান যা ভাসমান জনসাধারনের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাবে। উক্ত উন্নয়ন কর্মসূচী নিম্নোক্ত মূলনীতি অনুসরন করে বাস্তবায়ন করা হবেঃ

- পরিবেশের সামগ্রিক উন্নতির জন্য দরিদ্র পরিবারগুলোকে পিট ল্যাট্রিন প্রদান। সঠিক সংখ্যক পিট ল্যাট্রিন এর নির্মাণ এবং স্থাপন জনগাধারনের স্যানিটেশন সুবিধাকে নিশ্চিত করবে।

ম্যাপ নং. ৭.৪

প্রকল্প এলাকায় প্রস্তাবিত ওয়ার্ড কেন্দ্র কমপ্লেক্স অবস্থান

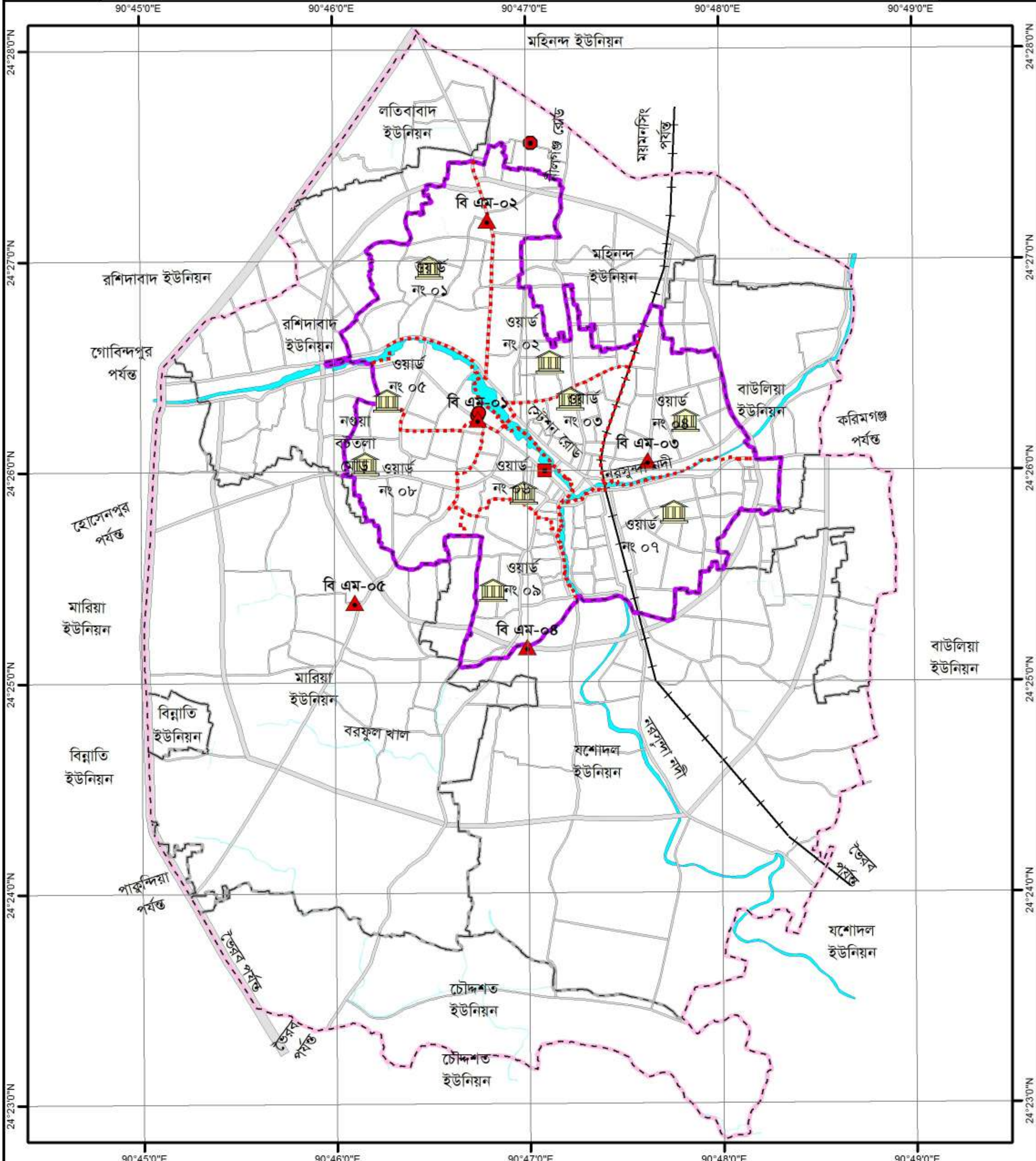

সাংকেতিক চিহ্নঃ

- বি এম পিলার
- ডিসি অফিস
- উপজেলা সদরদপ্তর
- পৌরসভা কার্যালয়
- প্রকল্প এলাকা সীমানা
- পৌরসভা সীমানা
- ওয়ার্ড সীমানা
- ইউনিয়ন সীমানা
- রেল লাইন
- ওয়ার্ড কেন্দ্র কমপ্লেক্স
- প্রস্তাবিত সড়ক ব্যবস্থা
- জলাশয়
- নদ-নদী

গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের (ডি টি আই ডি পি) আওতায়
কিশোরগঞ্জ পৌরসভার মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন

0 500 1,000 2,000 Meters

1:47,024

পরামর্শক প্রতিষ্ঠান

BETS Consulting Services Ltd.
House No. 10, Road No. 135, Gulshan-1, Dhaka-1212, Bangladesh.
Phone: 9889923-24, Fax: +88029889967, E-mail: bets@betsbd.com

- অস্বাস্থ্যকর পায়খানাগুলোকে পর্যায়ক্রমে স্যানিটারি ল্যাট্রিনে রূপান্তর করতে হবে যেন খোলা জায়গায় এই হার কমে। ভূপৃষ্ঠ এবং ভূ-অভ্যন্তরের পানির দূষন কমাতে বালতি ল্যাট্রিন বা এ ধরনের চর্চা দূর করতে হবে। শিশুসহ সমস্ত পরিবারের সদস্যকে সঠিকভাবে পায়খানা ব্যবহার করতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।
- এলাকার বাসিন্দাদের এবং প্রাথমিকস্কুলের বাচ্চাদের জন্য স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রোগ্রাম চালু করতে হবে যেন কম খরচে স্যানিটেশনেরসর্বোচ্চ উপকার পাওয়া যায়।মানুষজনকে এনজিওর মাধ্যমে এই কাজের জন্য অনুপ্রাণিত করা যেতে পারে।
- রান্না এবং উষ্ণ করার উদ্দেশ্যে ক্ষুদ্র স্কেলেবায়োগ্যাসপ্ল্যান্টের সঙ্গে গণশৌচাগারের পরিকল্পনা করা যেতে পারে যা শুধুমাত্র স্থানীয় এলাকায় গ্যাস বিতরণ করবে।
- নদী বা খালের পাড়ে মলমূত্র ত্যাগ নিয়ন্ত্রন করতে হবে। অভিভাসী, নগর প্রান্তের বা বস্তি এলাকার দরিদ্র অধিবাসীদের খোলা জায়গায়, নদী বা খালের পাড়ে মলমূত্র ত্যাগ নিয়ন্ত্রন করতে হবে।
- বাজার, বাণিজ্যিক এলাকা, বাসস্টেশন বা স্টেডিয়ামের মত পাবলিক প্লেসে গণশৌচাগারের ব্যাবস্থা করতে হবে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য পৃথক টয়লেটের ব্যবস্থা করতে হবে।
- গণশৌচাগার পরিষ্কার, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করার জন্য চুক্তি ভিত্তিতে কোন প্রতিষ্ঠান বা এনজিওকে ইজারা দেয়া যেতে পারে। বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ খরচ ইজারা থেকে প্রাপ্ত তহবিল থেকে দেয়া যেতে পারে।ইজারাদার ব্যবহারকারীর কাছ থেকে অল্প ফী এর বিনিময়ে উক্ত অর্থ সংগ্রহ করতে পারে।

বিন্নাগাঁও মৌজায় পৌরসভার একটি ডাম্পিং সাইট আছে যার দাগ নম্বর হচ্ছে ৬১৩০, ৬১৩১, ৬১৩২ এবং এর আয়তন ৩৮ শতাংশ। বর্তমানে এই এলাকা যথেষ্ট কিন্তু ভবিষ্যতে এই জায়গা অপ্রতুল হবে বিধায় আরেকটি ডাম্পিং সাইট প্রস্তাব করা হয়েছে।**প্রকল্প এলাকায় বিদ্যমান ও প্রস্তাবিত কঠিন বর্জ্য ডাম্পিং সাইটের অবস্থান যথাক্রমে ম্যাপ ৭.৫ ও ৭.৬-এ দেখানো হয়েছে।**

প্রস্তাবিত পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধার তালিকা সারণি-৭.৪ এবং অবস্থান মানচিত্র ৭.৭-এ দেখানো হয়েছে।

সারণী ৭.৪ঃ প্রকল্প এলাকায় প্রস্তাবিত পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধাদির অবস্থান

ওয়ার্ড নং	প্রস্তাবিত পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধা	প্রস্তাবনার আই. ডি. নং	আয়তন (একর)	মৌজা জে এল শীট নং	প্লট আইডি
মহিনন্দা ইউনিয়ন	কঠিন বর্জ্য ব্যাবস্থাপনার স্থান (ডাব্লিউ ডি জি)	SWDS_01	১২.৩২	কট-০২৯(০০)	৬২৫, ৬২৬, ৬৯১, ৬৯২, ৬৯৪, ৮৫৫-৮৬৮, ৮৭০-৮৮৮, ৮৯২, ৯১৩- ৯১৮, ৯২০-৯২২, ৯৫০, ৯৫৪-৯৬৭, ৯৬৯-৯৭৩, ৯৮১, ৯৮২
ওয়ার্ড-১	গণশৌচাগার	PT_01	০.০১	কিশোরগঞ্জ-০৩৩(৩৫	২০১০১
ওয়ার্ড-৩	গণশৌচাগার	PT_02	০.১০	কিশোরগঞ্জ-০৩৩(৩৪)	১৯৮৭৯, ১৯৯৫৭
ওয়ার্ড-৩	গণশৌচাগার	PT_03	০.০২	কিশোরগঞ্জ-০৩৩(৪৬)	২৩০৩৭, ২৩০৩৫
ওয়ার্ড-৪	গণশৌচাগার	PT_04	০.০১	কিশোরগঞ্জ-০৩৩(৫৯)	৭০০২৪
ওয়ার্ড-৬	গণশৌচাগার	PT_05	০.০১	কিশোরগঞ্জ-০৩৩(৩২)	১৯১৫৯
ওয়ার্ড-৫	গণশৌচাগার	PT_06	০.০১	কিশোরগঞ্জ-০৩৩(৩৬)	২০২৪৬
ওয়ার্ড-৮	গণশৌচাগার	PT_07	০.০১	কিশোরগঞ্জ-০৩৩(২০)	১৪১৫৩

৭.২.৬ বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রস্তাবনা/নবায়নযোগ্য শক্তি কেন্দ্র

কম উৎপাদনের কারণে সমগ্র দেশের বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা সরবরাহ ঘাটতি দ্বারা বিকলাঙ্গ হয়ে আছে। বর্তমান অবস্থায় পরামর্শক নিন্মলিখিত ব্যবস্থা প্রস্তাব করেছে:

ক. নবায়নযোগ্য শক্তি একটি বিকল্প বিদ্যুৎ উৎস হতে পারে। কিশোরগঞ্জ পৌরসভার নবায়নযোগ্য শক্তি যেমন জৈব গ্যাস, সৌর প্যানেল ইত্যাদি ব্যবহারের উজ্জ্বল সম্ভাবনা আছে। তাই পরামর্শক পৌরসভায় নয়টি অবস্থানকে নবায়নযোগ্য শক্তি উৎপাদনের কেন্দ্র হিসেবে প্রস্তাব করেছে।

খ. প্রাথমিক পর্যায়ে এই কেন্দ্রের উৎপাদিত বিদ্যুৎ প্রতিবেশ কমপ্লেক্সে ব্যবহার করা যেতে পারে।

গ. পর্যাপ্ত পরিমানে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পর তা সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের আবাসনগুলোতে সরবরাহ করা যেতে পারে।

প্রস্তাবিত নবায়নযোগ্য শক্তি কেন্দ্রের তালিকা সারণি -৭.৫ এ দেখানো হয়েছে।

সারণি ৭.৫ঃ প্রকল্প এলাকায় প্রস্তাবিত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের অবস্থান

ওয়ার্ড নং	প্রস্তাবিত সুবিধা	আয়তন (একর)	মৌজা জে এল শীট নং	প্লট আইডি
ওয়ার্ড-১	নবায়নযোগ্য শক্তি কেন্দ্র	১.১৯	কিশোরগঞ্জ-০৩৩(০৮)	৮৬৩০- ৮৬৩৩, ৮৬৭৫-৭৬, ৮৬৮৯-৯০, ৮৬৯৩

ম্যাপ নং ৭.৫

প্রকল্প এলাকায় বিদ্যমান কঠিন বর্জ্য ফেলার স্থান

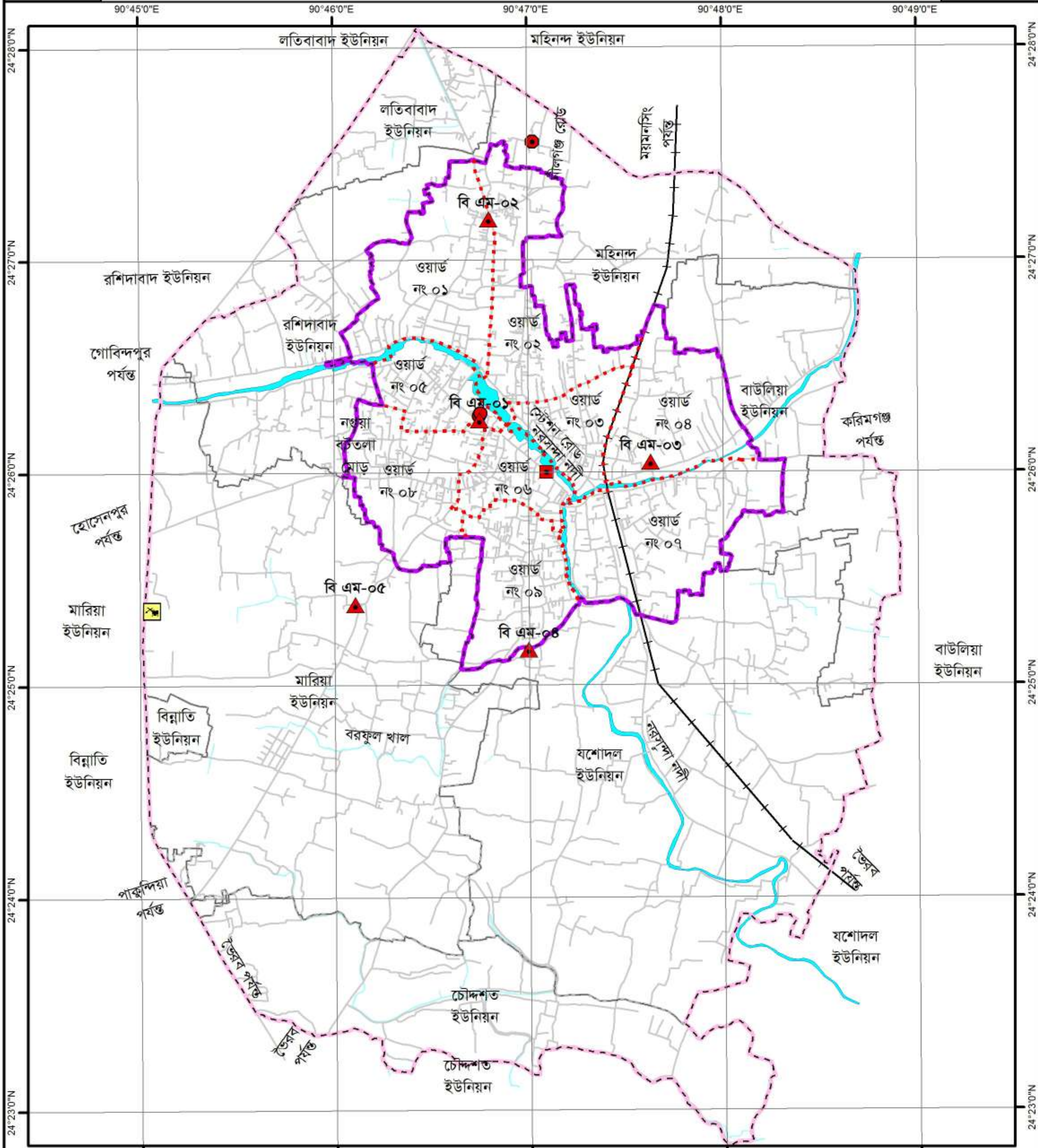

সাংকেতিক চিহ্নঃ

- বি এম পিলার
- ডিসি অফিস
- উপজেলা সদরদপ্তর
- পৌরসভা কার্যালয়
- প্রকল্প এলাকা সীমানা
- পৌরসভা সীমানা
- ওয়ার্ড সীমানা
- ইউনিয়ন সীমানা
- রেল লাইন
- বিদ্যমান কঠিন বর্জ্য ফেলার স্থান
- বিদ্যমান রাস্তা
- জলাশয়
- নদ-নদী

গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের (ডি টি আই ডি পি) আওতায়
কিশোরগঞ্জ পৌরসভার মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন

0 500 1,000 2,000 Meters

1:46,000

পরামর্শক প্রতিষ্ঠান

BETS Consulting Services Ltd.
House No. 10, Road No. 135, Gulshan-1, Dhaka-1212, Bangladesh.
Phone: 9889923-24, Fax: +88029889967, E-mail: bets@betsbd.com

ম্যাপ নং ৭.৬

প্রকল্প এলাকায় প্রস্তাবিত কঠিন বর্জ্য ফেলার স্থান

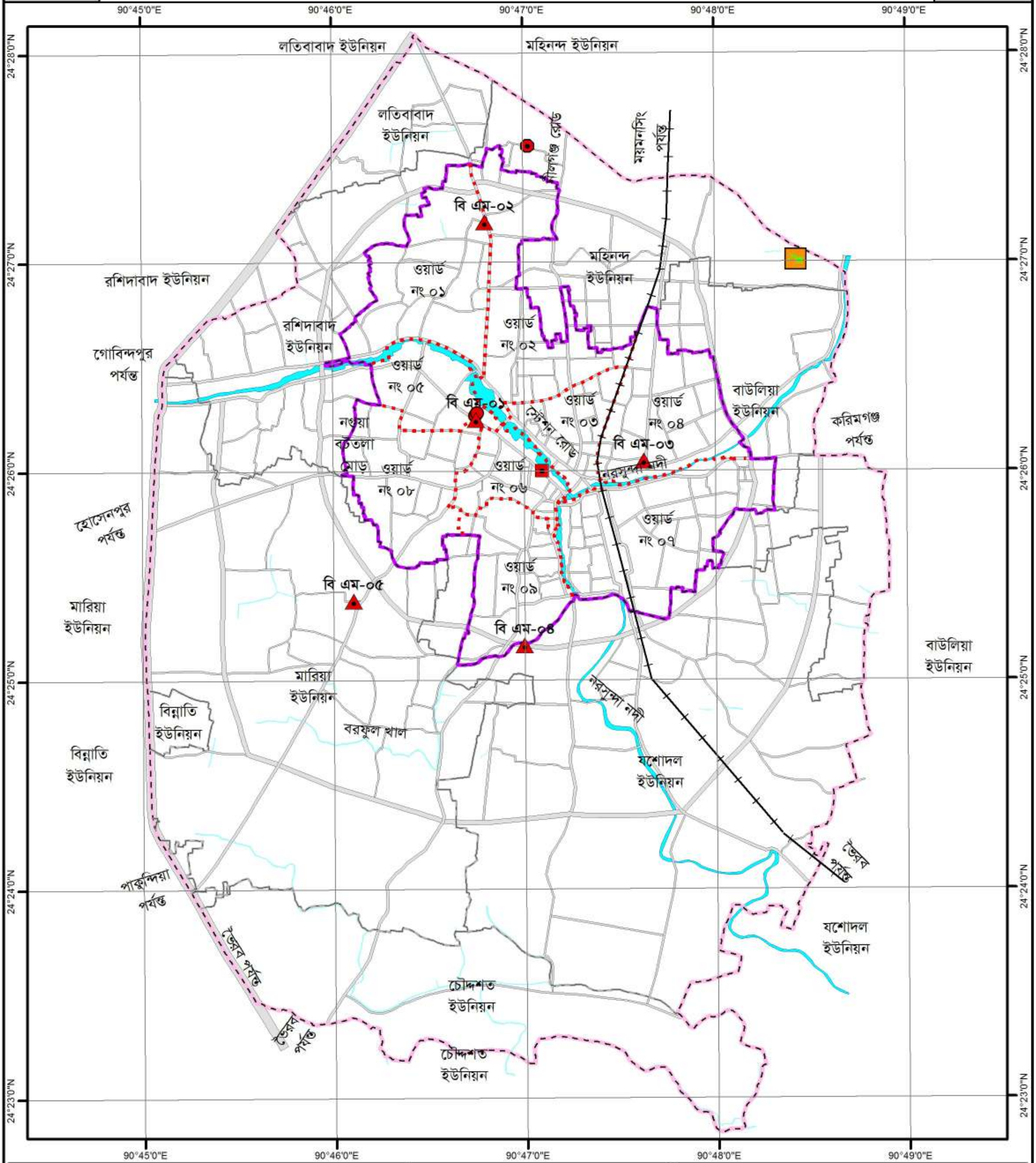

সাংকেতিক চিহ্নঃ

- বি এম পিলার
- ডিসি অফিস
- উপজেলা সদরদপ্তর
- পৌরসভা কার্যালয়
- প্রকল্প এলাকা সীমানা
- পৌরসভা সীমানা
- ওয়ার্ড সীমানা
- ইউনিয়ন সীমানা
- রেল লাইন
- প্রস্তাবিত কঠিন বর্জ্য ফেলার স্থান
- প্রস্তাবিত রাস্তা
- জলাশয়
- নদ-নদী

গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের (ডি টি আই ডি পি) আওতায়
কিশোরগঞ্জ পৌরসভার মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন

0 500 1,000 2,000 Meters

1:46,000

পরামর্শক প্রতিষ্ঠান

BETS Consulting Services Ltd.
House No. 10, Road No. 135, Gulshan-1, Dhaka-1212, Bangladesh.
Phone: 9889923-24, Fax: +88029889967, E-mail: bets@betsbd.com

ম্যাপ নং ৭.৭

প্রকল্প এলাকায় প্রস্তাবিত স্যানিটেশন সুবিধাদির অবস্থান

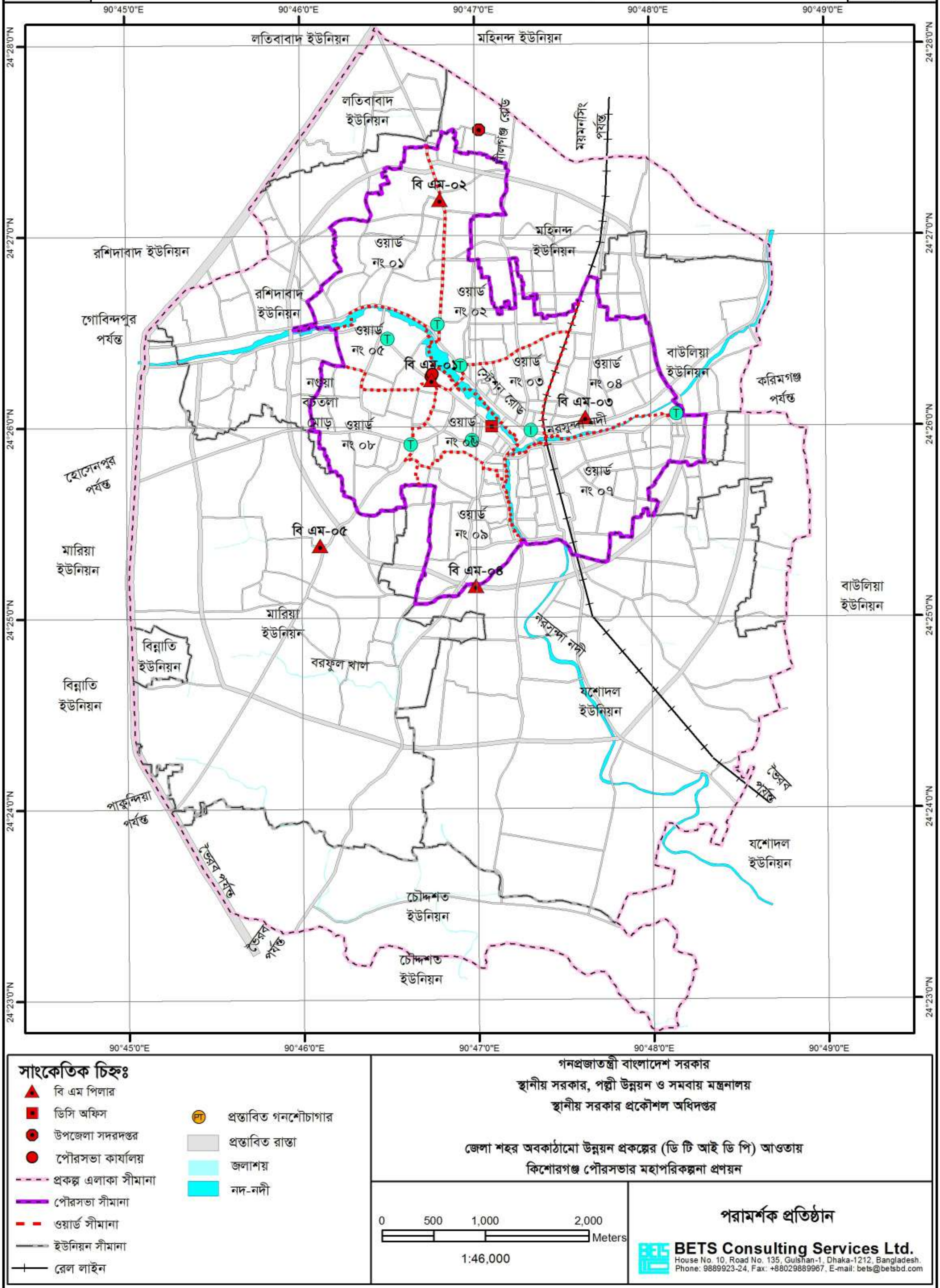

গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের (ডি টি আই ডি পি) আওতায়
কিশোরগঞ্জ পৌরসভার মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন

পরামর্শক প্রতিষ্ঠান

BETS Consulting Services Ltd.
House No. 10, Road No. 135, Gulshan-1, Dhaka-1212, Bangladesh.
Phone: 9889923-24, Fax: +88029889967, E-mail: bets@betsbd.com

৭.২.৭ সামাজিক সেবা

কোন নগরে জীবনের মান সামাজিক অবকাঠামোর প্রাপ্যতা এবং অভিগম্যতার মানের উপর নির্ভর করে। কমিউনিটি সুবিধাসমূহকে অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। একসাথে এটা সামাজিক অবকাঠামো সংক্রান্ত সুবিধা-স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ক্রীড়া সুবিধা, সামাজিক, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম, যোগাযোগ, নিরাপত্তা এবং বিনোদন, ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ, সামাজিক ঘটনা, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া/কবর ইত্যাদি এবং অন্যান্য কমিউনিটি সুবিধাসমূহকে অন্তর্ভুক্তকরে।

আরবান এরিয়া প্ল্যান এলাকায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ধর্মীয় সুবিধা বিদ্যমান। প্রকল্প এলাকায় সামাজিক সুবিধা যেমন স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, হাসপাতাল/ক্লিনিক, কমিউনিটি সেন্টার, কাচাবাজার, ফায়ার সার্ভিস স্টেশন, পোস্ট অফিস, পুলিশ স্টেশন, পাওয়ার প্ল্যান্ট, রিফুয়েলিং স্টেশন, পার্ক, খেলার মাঠ, কবরস্থান ইত্যাদি পর্যাপ্ত পরিমানে বিদ্যমান কিন্তু এটা পরিকল্পনা এলাকার জন্য অপর্যাপ্ত। আরবান এরিয়া প্ল্যানএলাকায় ২০৩৩ এর জনসংখ্যা অনেক বেশি হবে। মানুষের জীবন যাত্রার মান বৃদ্ধি করার জন্য একই সময়ে অতিরিক্ত সামাজিক সুবিধা পরিকল্পিত পদ্ধতিতে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

৭.২.৮ শিক্ষা ও গবেষণা

প্রকল্প এলাকায় বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রাখা হয়েছে। ভৌত অবকাঠামো জরিপ থেকে দেখা যায় যে প্রকল্প এলাকায় ২৩টি কিন্ডার গার্টেন, ২৪ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২০ টি উচ্চ বিদ্যালয়, ৫টি কলেজ, এবং ৬ টি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ আছে। এছাড়া ৪০টি মাদ্রাসা এবং ১০টি অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে।

প্রকল্প এলাকায় বিদ্যমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বিবেচনা পরামর্শক ভবিষ্যতে চাহিদা মেটানোর জন্য ২ টি কলেজ ও ১টি কারিগরি কলেজ প্রস্তাব করছে। বিভিন্ন ওয়ার্ডে প্রস্তাবিত শিক্ষা সুবিধার তালিকা সারণি৭.৬-এ এবং বর্তমান ও প্রস্তাবিত শিক্ষা সুবিধার অবস্থান মানচিত্র ৭.৮ ও ৭.৯-এ দেখানো হয়েছে।

সারণি-৭.৬: কিশোরগঞ্জ পৌরসভায় প্রস্তাবিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা

ওয়ার্ড/ ইউনিয়ন	প্রস্তাবনার ধরন	প্রস্তাবনার আই. ডি. নং	আয়তন (একর)	মৌজা	দাগ নং
ওয়ার্ড নং.০১	কলেজ	C-01	৮.৭৮	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (০৫)	৪৫২৫, ৪৫২৯-৪৫৪১, ৪৫৪৬, ৪৬১৪, ৪৬১৬-৪৬২৪
				কিশোরগঞ্জ ৩৩ (০৮)	৮১০৭, ৮১৮১- ৮২০৫, ৮২০৯, ৮২১০
ওয়ার্ড নং.০৪	কলেজ	C-02	৬.৭০	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (৫৫)	২৬৩২৯, ২৬৩৩১, ২৬৩৪৪, ২৬৩৪৫, ২৬৩৫২- ২৬৩৬৬, ২৬৩৬৮, ২৬৩৬৯, ২৬৩৭১, ২৬৫১০, ২৬৫১৩, ২৬৫২০, ২৬৫২১- ২৬৫২৮, ২৬৫৩২, ২৬৫৩৩, ২৬৫৩৪
ওয়ার্ড নং.০২	গণগ্রন্থাগার	PL-01	০.৭৮	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (০৫)	৪৭৯৩, ৪৮০৫, ৪৮০৭, ৫৫৩০, ৫৫৩১, ৫৫৩৩, ৫৫৩৪
মারিয়া	বিশ্ববিদ্যালয়	University	৭৬.৪৩	বিন্নাগাঁও ৩৯ (০২)	৫০৯২-৫১০৮, ৫১১০, ৫১১৫-৫১৪৪, ৫১৪৬- ৫১৯৬, ৫২০৩-৫২৬২, ৫২৬৪, ৫২৬৫, ৫২৬৭-৫৩০২, ৫৩০৭-৫৩৮৩, ৫৩৮৫-৫৪২৪, ৫৪২৬-৫৪৩২, ৫৪৩৪, ৫৪৩৭- ৫৪৬৬, ৯৯৯৯৯
লতিবাবাদ	ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট	VI-01	৪.৬০	মকসুদপুর ১৩(০০)	১১৫- ১২২, ১৩০, ১৩৫, ১৩৬, ১৪৫-১৫০

ম্যাপ নং ৭.৮

প্রকল্প এলাকায় বিদ্যমান শিক্ষা সংক্রান্ত স্থাপনার অবস্থান

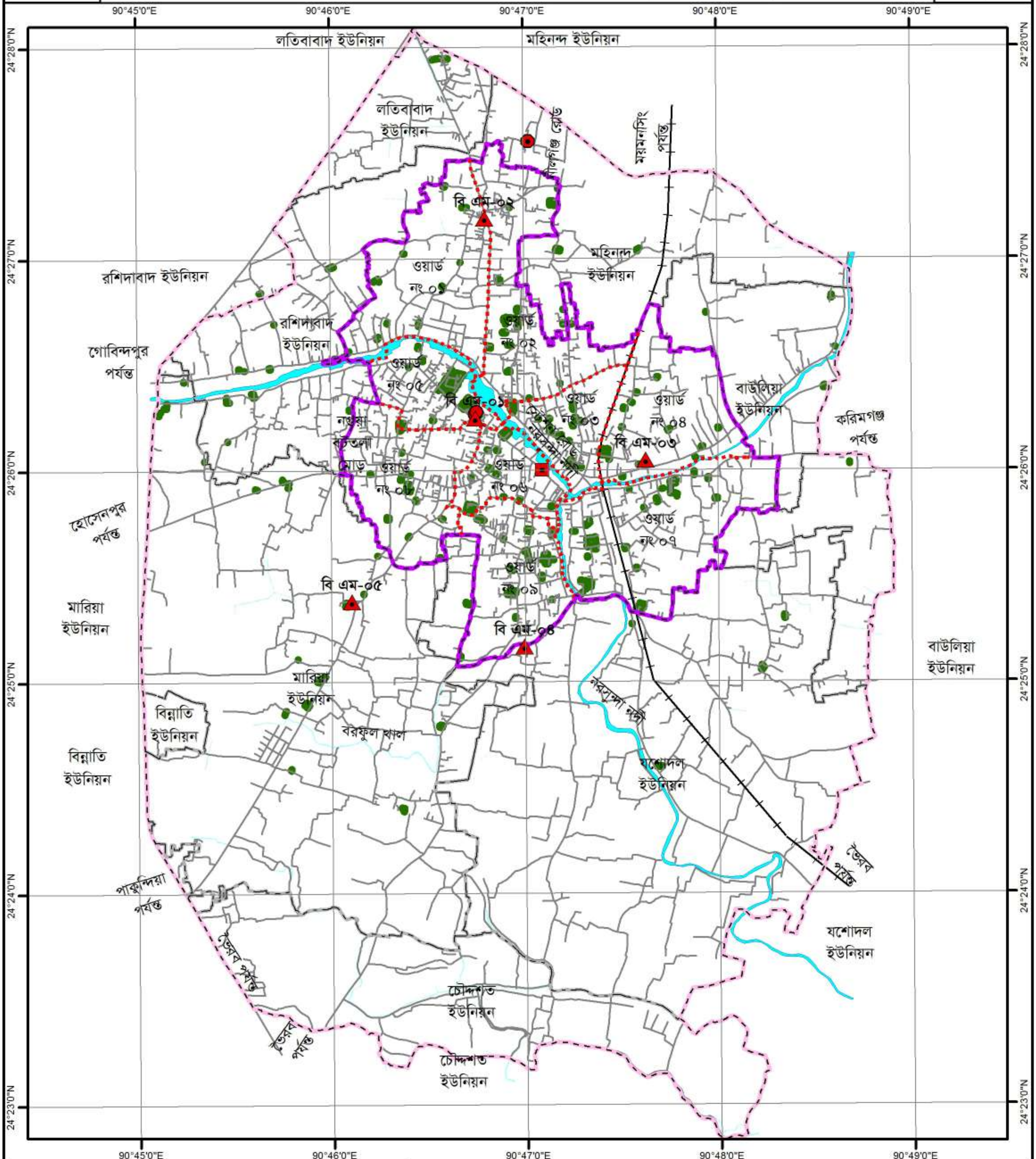

সাংকেতিক চিহ্নঃ

- বি এম পিলার
- ডিসি অফিস
- উপজেলা সদরদপ্তর
- পৌরসভা কার্যালয়
- প্রকল্প এলাকা সীমানা
- পৌরসভা সীমানা
- ওয়ার্ড সীমানা
- ইউনিয়ন সীমানা
- রেল লাইন
- শিক্ষা সংক্রান্ত স্থাপনা
- বিদ্যমান রাস্তা
- জলাশয়
- নদ-নদী

গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের (ডি টি আই ডি পি) আওতায়
কিশোরগঞ্জ পৌরসভার মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন

0 500 1,000 2,000 Meters

1:46,000

পরামর্শক প্রতিষ্ঠান

BETS Consulting Services Ltd.
House No. 10, Road No. 135, Gulshan-1, Dhaka-1212, Bangladesh.
Phone: 9889923-24, Fax: +88029889967, E-mail: bets@betsbd.com

ম্যাপ নং ৭.৯

প্রকল্প এলাকায় প্রস্তাবিত শিক্ষা সুবিধার অবস্থান

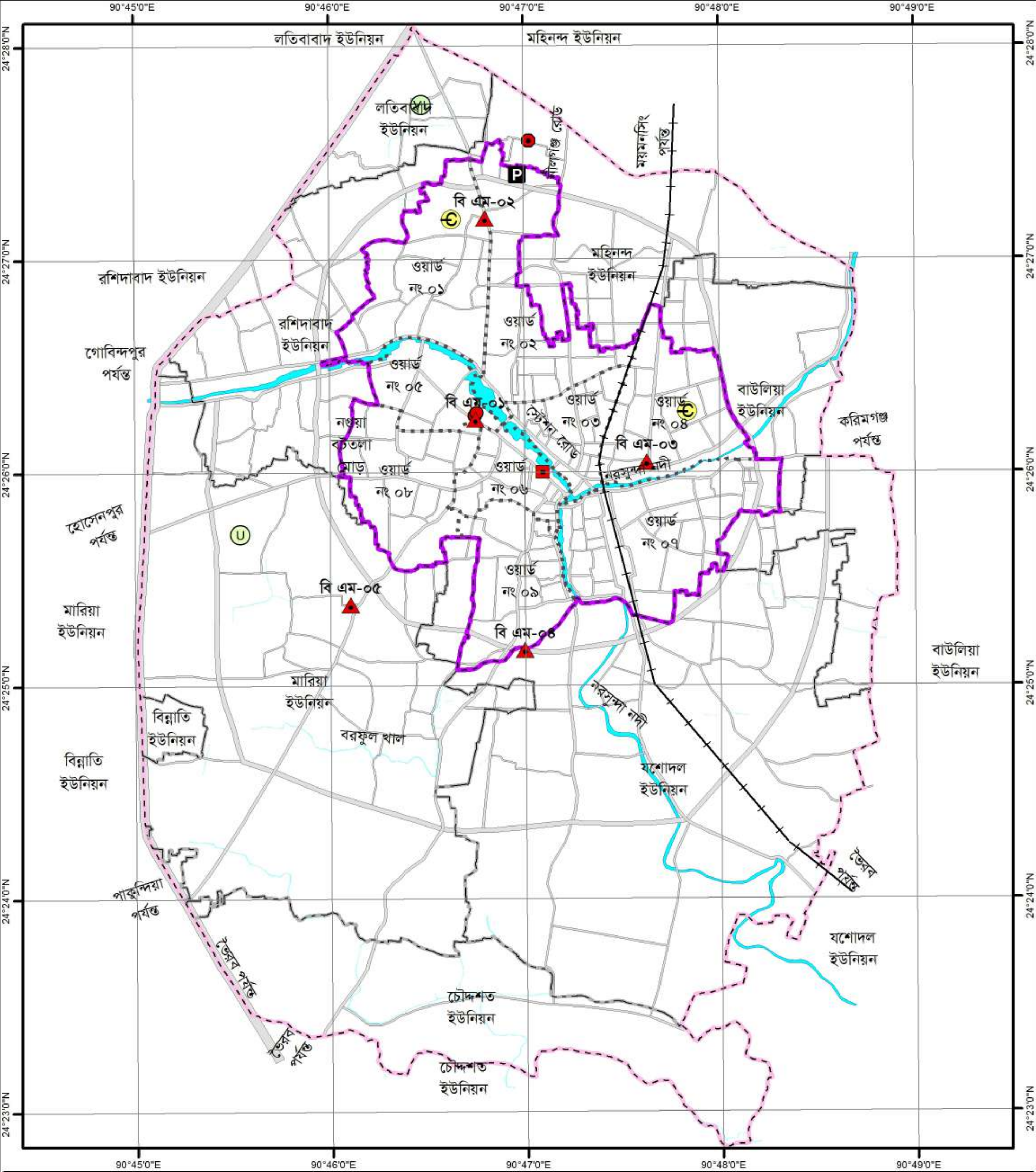

সাংকেতিক চিহ্নঃ

- বি এম পিলার
- ডিসি অফিস
- উপজেলা সদরদপ্তর
- পৌরসভা কার্যালয়
- প্রকল্প এলাকা সীমানা
- পৌরসভা সীমানা
- ওয়ার্ড সীমানা
- ইউনিয়ন সীমানা
- রেল লাইন
- কলেজ
- গণ গ্রন্থাগার
- বিশ্ববিদ্যালয়
- ভোকেশনাল ইনিষ্টিটিউট
- প্রস্তাবিত রাস্তা
- জলাশয়
- নদ-নদী

গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের (ডি টি আই ডি পি) আওতায়
কিশোরগঞ্জ পৌরসভার মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন

0 500 1,000 2,000 Meters

1:46,000

পরামর্শক প্রতিষ্ঠান

BETS Consulting Services Ltd.
House No. 10, Road No. 135, Gulshan-1, Dhaka-1212, Bangladesh.
Phone: 9889923-24, Fax: +88029889967, E-mail: bets@betsbd.com

৭.২.৯ খোলা জায়গা এবং বিনোদন সুবিধা

কিশোরগঞ্জ পৌরসভায় খোলা জায়গা খুবই কম। পরামর্শক শহরে একটি কেন্দ্রীয় পার্ক এবং ৯ টি নেইবারহুড পার্কের প্রস্তাব করেছে। পরামর্শক কিছু পুরাতন পুকুরকেও বিনোদন এলাকা হিসেবে প্রস্তাব করেছে। এটা পুরো পরিকল্পনা এলাকাকে সেবা দিবে। এলাকা গুলোর অবস্থানকে বিভিন্ন ধরনের অনেকগুলো রাস্তার দ্বারা সহজে অভিগম্য করা হয়েছে। শহরটিতে দুইটি স্টেডিয়াম ছাড়াও কিছু খেলার মাঠ আছে। খেলার মাঠগুলোর অধিকাংশই বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের। প্রস্তাবিত বিনোদন এলাকার তালিকা এবং অবস্থান সারণি ৭.৭ ও মানচিত্র ৭.১১-এ দেখানো হয়েছে।

সারণি-৭.৭: কিশোরগঞ্জপৌরসভায়প্রস্তাবিতনতুনবিনোদনমূলকসুবিধাসমূহেরতালিকা

ওয়ার্ড/ ইউনিয়ন	প্রস্তাবনার ধরন	প্রস্তাবনার আই. ডি. নং	আয়তন (একর)	মৌজা	দাগ নং
ওয়ার্ড নং.০১	খেলার মাঠ	PG-01	০.১৯	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (০৭)	৬৩৩৬, ৬৪১১, ৬৪১২, ৬৪১৩
ওয়ার্ড নং.০১	খেলার মাঠ	PG-02	১.১৮	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (০৭)	৬৩৬৫, ৬৩৬৬, ৬৩৭৪- ৬৩৭৬, ৬৩৮২, ৬৩৯০-৬৩৯৩, ৬৩৯৮-৬৪০৩, ৬৪০৫
ওয়ার্ড নং.০১	খেলার মাঠ	PG-03	১.৭৬	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (০৮)	৮৪৫৯, ৮৪৬০, ৮৪৭৫- ৮৪৮২, ৮৫০৪-৮৫০৫, ৮৫০৭-৮৫০৮
ওয়ার্ড নং.০১	খেলার মাঠ	PG-04	১.৫৭	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (০৮)	৮০৪৯-৮০৫১, ৮০৫৮-৮০৫৯, ৮৩০০, ৮৩০১, ৮৩০৩, ৮৩১১
ওয়ার্ড নং.০১	নেইবারহুড পার্ক	NP-01	৮.৯৮	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (০৮)	৭৯৬৯-৭৯৭৮, ৭৯৮৩, ৭৯৮৪, ৭৯৮৬- ৮০০৪, ৮০০৮- ৮০১০, ৮০৪১, ৮৩১৪-৮৩১৬, ৮৩৮৯-৮৩৯৪, ৮৪২৬- ৮৪৩১
ওয়ার্ড নং.০২	খেলার মাঠ	PG-05	১.৮৩	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (০৬)	৫৫২৮-৫৫৩১, ৫৫৩৪- ৫৫৩৭, ৫৫৩৯
ওয়ার্ড নং.০২	নেইবারহুড পার্ক	NP-02	৪.৮৪	শোলাকিয়া ৩০ (০০)	৮৩,৮৪
				কিশোরগঞ্জ ৩৩ (০৬)	৫৭৩৯, ৫৭৪১, ৫৭৭০- ৫৭৭৫
				কিশোরগঞ্জ ৩৩ (০৭)	৬৫৮৩, ৬৫৮৪, ৬৫৮৫, ৬৫৯০- ৬৬২৩, ৬৬২৬
ওয়ার্ড নং.০২	মুক্তাঙ্গন ও পার্ক	Amph-P	৫.০৫	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (১৮)	১২৩২০, ১৩২০৪-১৩২১০, ১৩২১২, ১৩২৭৫, ১৩২৮১-১৩২৮৮, ১৩২৯৩, ১৩২৯৫-১৩৩০২, ১৩৩০৭-১৩৩০৯, ১৩৩১১, ১৩৩১২, ১৩৩২৬, ১৩৩৯১, ১৩৪০০
				কিশোরগঞ্জ ৩৩ (৩৫)	২০১১২
				কিশোরগঞ্জ ৩৩ (৩৬)	২০৩৮৩, ২০৩৭৯
ওয়ার্ড নং.০৩	বোটানিক্যাল গার্ডেন	BG-01	৮.০২	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (৩২)	১৯০১১- ১৯০২১, ৯৯৯৯৯
				কিশোরগঞ্জ ৩৩ (৩৩)	১৯৪৭৮, ১৯৪৮১-১৯৪৮৯, ১৯৪৯২, ১৯৫০২- ১৯৫৩০, ১৯৫৩২-১৯৫৩৮, ১৯৫৫০, ১৯৫৫১, ১৯৫৫৪-১৯৫৫৯, ১৯৬২৮, ১৯৬২৯
				কিশোরগঞ্জ ৩৩ (৩৪)	১৯৮৮৭, ১৯৮৯০, ১৯৮৯২-১৯৮৯৬, ১৯৮৯৮-১৯৯০৪, ১৯৯৫৪
				কিশোরগঞ্জ ৩৩ (৪৫)	২১৯৮২-২২০০৭, ২২০১০-২২০১২, ২২০১৭- ২২০১৯
				কিশোরগঞ্জ ৩৩ (৪৬)	২২৪১০, ২২৪১৩- ২২৪২৭, ২২৭১১- ২২৭৫১, ২২৭৭২, ২২৭৮৭-২২৮২৫, ২২৮৩৪-২২৮৪০, ২২৮৬৫-২২৮৭৫, ২৩০৬৫, ২৩০৬৭, ২৩০৮০, ২৩০৮১, ৯৯৯৯৯
ওয়ার্ড নং.০৩	বোটানিক্যাল গার্ডেন	BG-02	৫.৭৭	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (৩২)	১৮৯৯৫-১৯০০০, ১৯০০২-১৯০১০, ১৯০২১-১৯০২৮
				কিশোরগঞ্জ ৩৩ (৩৩)	১৯৩৯৩-১৯৪০৬, ১৯৪১১-১৯৪১৫, ১৯৪২০-১৯৪৩৫, ১৯৪৩৭, ১৯৪৩৯- ১৯৪৪৩, ১৯৪৪৫, ১৯৪৪৮-১৯৪৫২, ১৯৪৫৪-১৯৪৫৭, ১৯৪৫৯, ১৯৪৬৬-১৯৪৬৯, ১৯৪৭২- ১৯৪৭৯, ১৯৫৩৯-১৯৫৪২, ১৯৫৪৪, ১৯৫৪৫, ১৯৬৩১, ৯৯৯৯৯, ৯৯৯৯৯
ওয়ার্ড নং.০৩	নেইবারহুড পার্ক	NP-03	৫.১৫	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (৪৪)	২১৭৪৮, ২১৭৪৯, ২১৭৫৪-২১৭৫৯, ২১৭৬১, ২১৭৭৮-২১৭৮৫, ২১৮২০-২১৮২৮- ২১৮৩৪, ২১৮৩৭
				কিশোরগঞ্জ ৩৩ (৪৫)	২২১৮১
ওয়ার্ড নং.০৪	নেইবারহুড পার্ক	NP-04	২.৬১	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (৫৫)	২৬৭০১- ২৬৭১৫
ওয়ার্ড নং.০৪	খেলার মাঠ	PG-06	১.৬১	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (৫৫)	২৬৬২৭, ২৬৬৩৩- ২৬৬৩৬, ২৬৬৪২-২৬৬৪৮, ২৬৭০৩
ওয়ার্ড নং.০৫	নেইবারহুড পার্ক	NP-05	১.৬২	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (৩৬)	২০২০২, ২০২০৮, ২০২০৯, ২০২১১
				কিশোরগঞ্জ ৩৩ (৩৭)	৫১৫২, ৫৪৫১, ৬০৪৯, ৭২৪৫, ৭৫৪৪, ৭৮৪৩, ৮১৪২, ৮৪৪১, ৮৭৪০, ৯০৩৯, ৯৬৩৭
ওয়ার্ড নং.০৫	খেলার মাঠ	PG-07	০.৭৩	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (১১)	১১২২৪, ১১২২৫, ১১২৩৬- ১১২৩৯, ১১২৫০, ১১২৫১, ১১২৫৫
ওয়ার্ড নং.০৫	খেলার মাঠ	PG-08	১.২৭	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (১৭)	১২৭৮৩- ১২৭৯১, ১২৮০১, ১২৮১৩- ১২৮১৮, ১২৮২০, ১২৮৫২-১২৮৫৪
ওয়ার্ড নং.০৬	বোটানিক্যাল গার্ডেন	BG-03	১.৯৮	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (৩২)	১৯০৩০-১৯০৩২
				কিশোরগঞ্জ ৩৩ (৪৬)	২২৪২৭, ২২৪৩১-২২৪৬৭, ২২৬৯০, ২২৬৯৬-২২৭০৪, ২২৭০৭, ২২৭০৮, ২২৭০৯, ২২৮৭৫, ২৩০৮১
ওয়ার্ড নং.০৭	বোটানিক্যাল গার্ডেন	BG-04	৭.৫৮	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (২৯)	১৭৮২৭, ১৭৮৫৫-১৭৮৬১, ১৭৮৬৩, ১৭৮৯৬-১৭৯০১
				কিশোরগঞ্জ ৩৩ (৩০)	১৮০৮৬, ১৮০৮৭, ১৮০৯০-১৮১০২, ১৮১০৫- ১৮১০৭, ১৮১০৯-১৮১১৮, ১৮১২২, ১৮১৯৯
				কিশোরগঞ্জ ৩৩ (৩১)	১৮৬৩৭
				কিশোরগঞ্জ ৩৩ (৪৬)	২২৮৭৮, ২২৯০৫- ২২৯০৮, ২২৯১৯- ২২৯২৪, ২৩০৬৬
				কিশোরগঞ্জ ৩৩ (৪৭)	২৩১০১- ২৩১১৭, ২৩১৯৯-২৩২০০, ২৩২০৯- ২৩২১২, ২৩২১৫, ২৩২২৩-২৩২২৬, ২৩২২৮-২৩২৩২, ২৩২৩৮, ২৩২৯৬, ৯৯৯৯৯

ওয়ার্ড/ ইউনিয়ন	প্রস্তাবনার ধরন	প্রস্তাবনার আই. ডি. নং	আয়তন (একর)	মৌজা	দাগ নং
				কিশোরগঞ্জ ৩৩ (৪৯)	২৩৮২৯- ২৩৮৪৫ , ৯৯৯৯৯
				যশোদল ৬০ (০১)	১৪৮৮ , ১৫৬৯
ওয়ার্ড নং.০৭	বোটানিক্যাল গার্ডেন	BG-05	১৪.০৬	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (৫০)	২৪৬৫০
				কিশোরগঞ্জ ৩৩ (৫১)	২৫০৬০ , ২৫০৬১ , ২৫০৬৪-২৫০৭৬ , ২৫০৭৮-২৫০৮১ , ২৫০৮৩-২৫০৮৭, ৯৯৯৯৯
				কিশোরগঞ্জ ৩৩ (৫২)	২৫১২৩- ২৫১৩৭, ২৫১৪২-২৫১৪৬ , ২৫১৪৮ , ২৫১৫২- ২৫১৫৪ , ২৫১৫৯- ২৫১৬৭
				কিশোরগঞ্জ ৩৩ (৫৪)	২৫৪৯৬-২৫৫১২ , ২৫৫১৯ , ২৫৫২০
				কিশোরগঞ্জ ৩৩ (৫৫)	২৬৪৭৩-২৬৪৮২ , ২৬৬৬০ , ২৬৬৬১ , ২৬৬৬৩-২৬৬৬৯ , ২৬৬৭১-২৬৬৮২ , ২৬৮২২
				কিশোরগঞ্জ ৩৩ (৫৯)	৭০০০১
ওয়ার্ড নং.০৭	নেইবারহুড পার্ক	NP-07	৫.৯৬	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (৫০)	২৪৪৭৪ , ২৪৪৭৫ , ২৪৫৬২ , ২৪৭২৩- ২৪৭২৫ , ২৪৭২৭- ২৪৭৩৮ , ২৪৭৪২ , ২৪৭৪৪- ২৪৭৪৭, ২৪৭৪৮ , ২৪৭৫১- ২৪৭৬২
ওয়ার্ড নং.০৭	খেলার মাঠ	PG-09	১.৪২	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (৬০)	৭৫১৯০ , ৭৫১৯১ , ৭৫১৯৮-৭৫২০১ , ৭৫২১২-৭৫২১৭
ওয়ার্ড নং.০৭	খেলার মাঠ	PG-10	০.৬১	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (৩০)	১৮১২৯-১৮১৩১ , ১৮১৭০ , ১৮১৭৩ , ১৮১৭৪ , ১৮১৭৫ , ১৮১৮৩
ওয়ার্ড নং.০৭	খেলার মাঠ	PG-11	১.৭৫	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (৫০)	২৪০৯৩- , ২৪১০১ , ২৪১৬৫ , ২৪৪৩৮ , ২৪৮১৭
ওয়ার্ড নং.০৮	নেইবারহুড পার্ক	NP-08	২.২৩	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (১৩)	১১৭৪৩-১১৭৪৫ , ১১৭৪৬ , ১১৭৯৭, ১১৮০৯-১১৮১৪
ওয়ার্ড নং.০৮	খেলার মাঠ	PG-12	১.২৯	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (২৩)	১৫৭১৪ , ১৫৭১৫ , ১৫৭২০-১৫৭২৭, ১৫৭৩৫ , ১৫৭৩৬
ওয়ার্ড নং.০৮	খেলার মাঠ	PG-13	১.০৫	বিন্নাগাঁও ৩৯ (০৩)	৯৭২৬-৯৭৩৭, ৯৭৪১ , ৯৭৪২ , ৯৭৪৪ , ৯৭৪৫ , ৯৭৪৬
ওয়ার্ড নং.০৮	খেলার মাঠ	PG-14	১.৫০	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (১৯)	১৩৫৪৮ , ১৩৫৬৩- ১৩৫৬৮ , ১৩৫৭৮ , ১৩৫৭৯
ওয়ার্ড নং.০৯	নেইবারহুড পার্ক	NP-09	৯.৯৮	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (২৪)	১৬৫৫৯
				কিশোরগঞ্জ ৩৩ (২৫)	১৭০০১- ১৭০১৫ , ১৭০২৪ , ১৭০২৬- ১৭০৭১ , ১৭০৭৮-১৭০৮০ , ১৭০৯০ , ১৭০৯৩ , ১৭০৯৪ , ১৭২৫৩ , ১৭২৫৪ , ১৭২৫৯
				কিশোরগঞ্জ ৩৩ (২৭)	১৭৪৮৮
ওয়ার্ড নং.০৯	বিনোদন কেন্দ্র	OS-01	৩.৬৭	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (২৮)	১৭৬৬১ , ১৭৬৬৪-১৭৬৭৭, ১৭৬৭৯ , ১৭৬৮১-১৭৭০৬ , ১৭৭৪৩-১৭৭৪৫
ওয়ার্ড নং.০৯	খেলার মাঠ	PG-15	০.৮৬	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (২১)	১৪৬৬১
				কিশোরগঞ্জ ৩৩ (৩১)	১৮৩০২ , ১৮৩০৫-১৮৩১০ , ১৮৩১২ , ১৮৩৮১
ওয়ার্ড নং.০৯	খেলার মাঠ	PG-16	০.৫৭	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (২৮)	১৭৭২২ , ১৭৭২৩ , ১৭৭২৪ , ১৭৭২৫ , ১৭৭২৬
				কিশোরগঞ্জ ৩৩ (২৯)	১৭৮১৭-১৭৮১৯
ওয়ার্ড নং.০৯	খেলার মাঠ	PG-17	১.৭৫	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (২৪)	১৬৫২৮ , ১৬৫৩৩-১৬৫৪৪ , ১৬৫৫৮
বাউলাই	উন্মুক্ত স্থান	OS-02	২.৯৯	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (৫৮)	৬৬৩৭৮-৬৬৩৮৮ , ৬৬৩৯০-৬৬৩৯৮ , ৬৬৪১৫
যশোদল	বিনোদন পার্ক	Am-P	৩৬.২২	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (২৪)	১৬৭৮৯
				কিশোরগঞ্জ ৩৩ (২৯)	১৭৮২৭
				যশোদল ৬০ (০১)	২- ৯৬ , ১০১-১০৩ , ১৫৮ , ১৫৯ , ১৬১- ১৯৯ , ১৪৫০-১৪৫৫ , ১৪৫৮-১৪৮৮
যশোদল	খেলার মাঠ	PG-18	১.৮৮	দামপাটুলী ৬১ (০০)	১২৫ , ৩৭৭-৩৮৬ , ৩৮৯-৩৯৩ , ৩৯৫
যশোদল	খেলার মাঠ	PG-19	১.৭০	যশোদল ৬০(০২)	৩১২৬ , ৩১২৭, ৩৯২৩- ৩৯২৬
মহিনন্দ	কেন্দ্রীয় পার্ক	CP	২৯.৬০	শোলাকিয়া ৩০(০০)	৫৪৯- ৯১৯ , ৯৫৮- ৯৬৩ , ৯৯০-১০১৫ , ১০২১ , ১০৪১- ১০৪৫ , ১০৪৭-১০৭১ , ১০৭৬- ১১০২ , ১১০৭- ১১১৫ , ১৫৩১
মহিনন্দ/ ওয়ার্ড নং.০২	ক্রীড়া কমপ্লেক্স	SC	৪১.৫২	শোলাকিয়া ৩০ (০০)	১৪৪ , ১৫৪-১৫৮ , ১৬১- ১৭৮ , ১৮৪ , ২২০- ৩৫৬ , ৩৫৮-৩৬৩ , ৩৬৮-৭০ , ১৫২৬ , ১৫২৮
				কিশোরগঞ্জ ৩৩ (৫৬)	৬৪০০১ , ৬৪০০৬- ৬৪০০৮ , ৬৪০১৬- ৬৪০১৮
				কিশোরগঞ্জ ৩৩ (৪২)	২১১১৯-২১১২২ , ২১১২৪ , ২১২০৭-২১২১১
				কিশোরগঞ্জ ৩৩ (৪১)	২১০০৬-২১০৩০ , ২১০৪২ , ২১০৪৩
মহিনন্দ	খেলার মাঠ	PG-20	১.৫৮	শোলাকিয়া ৩০ (০০)	৯৬৬ , ৯৬৭, ৯৭০ , ৯৭৩ , ৯৭৪ , ৯৮৬ , ৯৮৭, ৯৯১ , ৯৯২
মহিনন্দ	খেলার মাঠ	PG-21	১.৬১	শোলাকিয়া ৩০ (০০)	৭১-৮০ , ৮২ , ৮৩ , ৮৫-৮৯ , ৯২- ৯৪
মহিনন্দ	খেলার মাঠ	PG-22	১.৬৪	শোলাকিয়া ৩০ (০০)	১২৯৪-১৩০৪
				কিশোরগঞ্জ ৩৩ (৫৬)	৬৪৩৬৮ , ৬৪৩৬৯ , ৬৪৩৭৫ , ৬৪৩৭৬
রশিদাবাদ	খেলার মাঠ	PG-23	১.১৯	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (০২)	৩১৯৬ , ৩১৯৭, ৩১৯৯ , ৩২০০ , ৩২০১
রশিদাবাদ	সিনেমা হল	CH-01	০.৫৩	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (২৩)	১৫৩৭০ , ১৫৩৭১

ম্যাপ নং ৭.১০

প্রকল্প এলাকায় বিদ্যমান বিনোদন সুবিধার অবস্থা

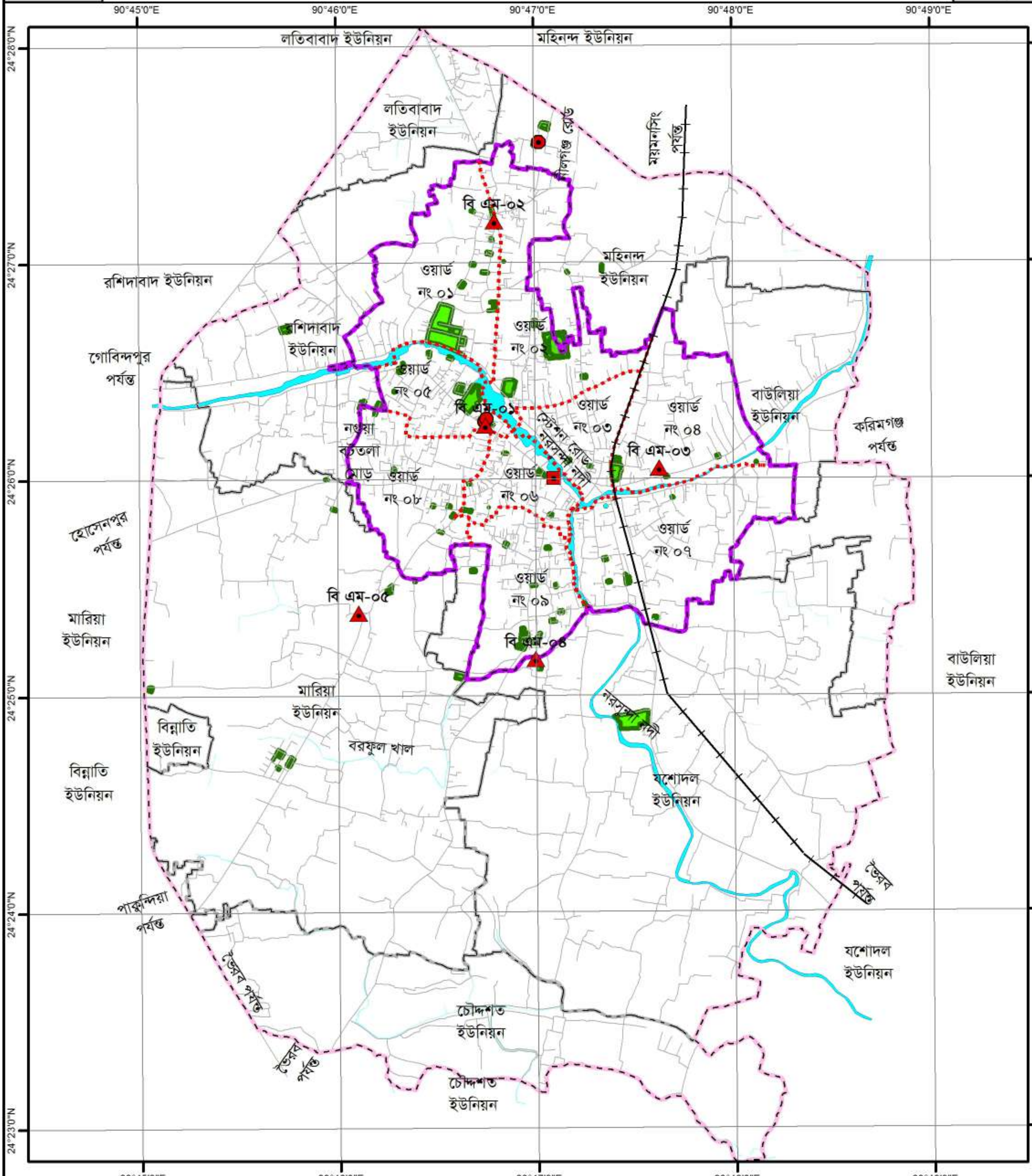

সাংকেতিক চিহ্নঃ

- বি এম পিলার
- ডিসি অফিস
- উপজেলা সদরদপ্তর
- পৌরসভা কার্যালয়
- প্রকল্প এলাকা সীমানা
- পৌরসভা সীমানা
- ওয়ার্ড সীমানা
- ইউনিয়ন সীমানা
- রেল লাইন
- বিদ্যমান রাস্তা
- বিনোদনের ব্যবস্থা
- জলাশয়
- নদ-নদী

0 500 1,000 2,000 Meters

1:46,000

গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের (ডি টি আই ডি পি) আওতায়
কিশোরগঞ্জ পৌরসভার মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন

পরামর্শক প্রতিষ্ঠান

BETS Consulting Services Ltd.
House No. 10, Road No. 135, Gulshan-1, Dhaka-1212, Bangladesh.
Phone: 9889923-24, Fax: +88029889967, E-mail: bets@betsbd.com

ম্যাপ নং ৭.১১

প্রকল্প এলাকার প্রস্তাবিত বিনোদন সুবিধার অবস্থান

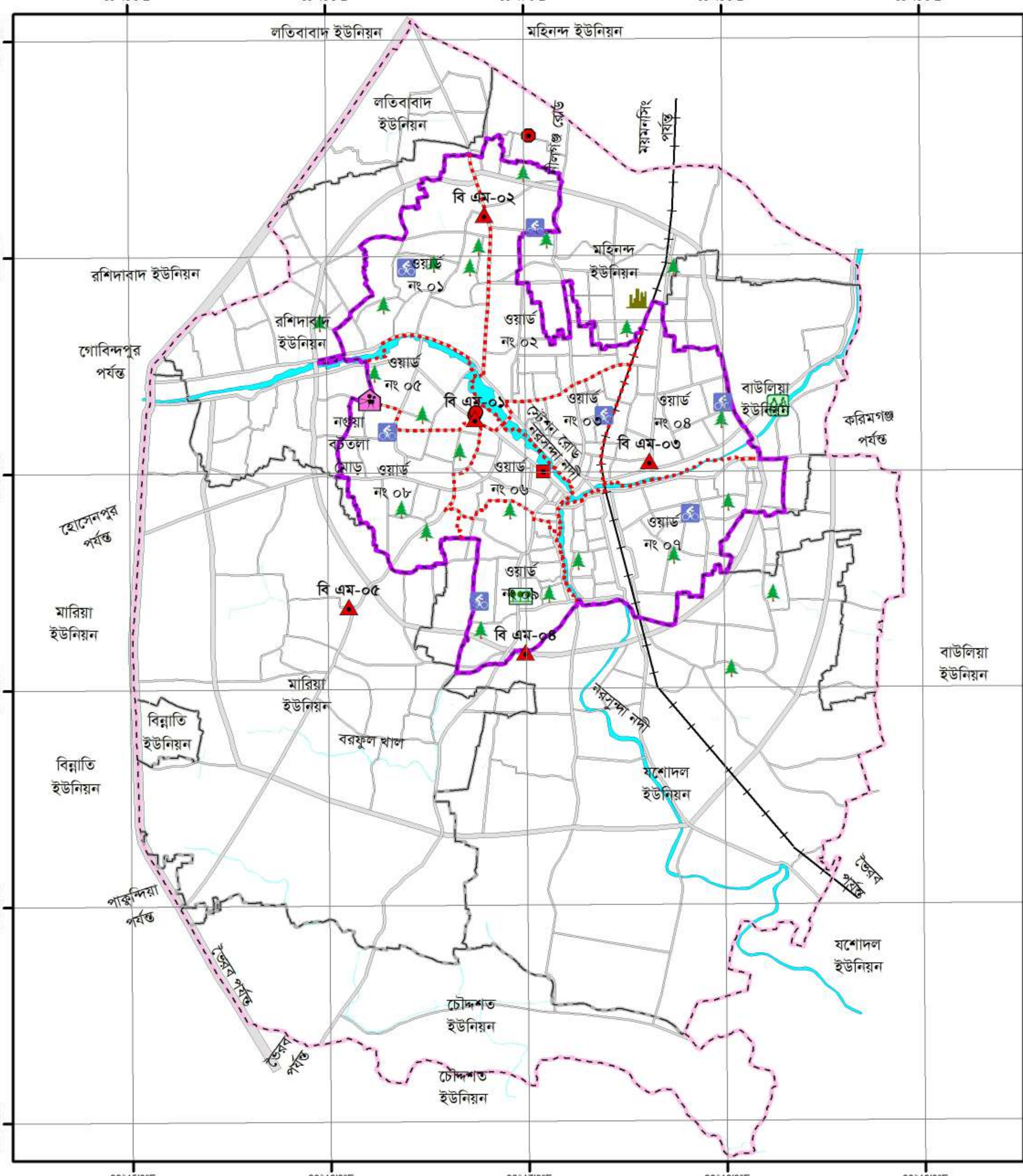

সাংকেতিক চিহ্নঃ

- বি এম পিলার
- ডিসি অফিস
- উপজেলা সদরদপ্তর
- পৌরসভা কার্যালয়
- প্রকল্প এলাকা সীমানা
- পৌরসভা সীমানা
- ওয়ার্ড সীমানা
- ইউনিয়ন সীমানা
- রেল লাইন
- কেন্দ্রীয় পার্ক
- সিনেমা হল
- নেইবারহুড পার্ক
- উমুক্ত জায়গা
- বিনোদনমূলক জলাশয়
- খেলার মাঠ
- প্রস্তাবিত রাস্তা
- জলাশয়
- নদ-নদী

গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের (ডি টি আই ডি পি) আওতায়
কিশোরগঞ্জ পৌরসভার মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন

0 500 1,000 2,000 Meters

1:46,000

পরামর্শক প্রতিষ্ঠান

BETS Consulting Services Ltd.
House No. 10, Road No. 135, Gulshan-1, Dhaka-1212, Bangladesh.
Phone: 9889923-24, Fax: +88029889967, E-mail: bets@betsbd.com

৭.২.১০ ধর্মীয় সুবিধা

কিশোরগঞ্জ পৌরসভায় ধর্মীয় অনেক সুবিধা রয়েছে। ২৩২ টি মসজিদ, ৩৪ টি মন্দির, ১টি গির্জা, ৭ টি মাজার, ৩টি ঈদ্গাহ, ১টি শ্মশান, ২টি সিমেট্রি(কবরস্থান) এবং ১৬৬ টি কবরস্থান আছে। ভবিষ্যতের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে পরামর্শক কিশোরগঞ্জ পৌরসভায় ধর্মীয় সুবিধার চারটি নতুন অবস্থান প্রস্তাব করেছে। ধর্মীয় সুবিধা ঘাটতি বিবেচনায় প্রকল্প এলাকায় ভবিষ্যত চাহিদা হিসাবে পরামর্শদাতা ১টি শ্মশান, ১টি মন্দির এবং ২টি ঈদ্গাহ প্রস্তাব করেছে। প্রস্তাবিত ধর্মীয় সুবিধার তালিকা সারণি-৭.৮ এবং বর্তমান ও প্রস্তাবিত ধর্মীয় সুবিধারঅবস্থান মানচিত্র ৭.১২ এবং ৭.১৩-তে দেখানো হয়েছে।

সারণি ৭.৮: প্রকল্প এলাকায় প্রস্তাবিত ধর্মীয় সুবিধাসমূহের তালিকা

ওয়ার্ড/ ইউনিয়ন	ধর্মীয় সুবিধার ধরন	প্রস্তাবনার আই. ডি. নং	আয়তন (একর)	মৌজা	দাগ নং
ওয়ার্ড নং.০১	ঈদগাহ	E-01	১.৫১	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (০২)	৩২৯১, ৩২৯২, ৩৩০৯
ওয়ার্ড নং.০১	কবরস্থান	GY-01	০.৫৮	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (০৫)	৪৩৭২- ৪৩৭৭, ৪৪০০, ৪৪০১, ৪৪৪৭, ৪৪৫৬, ৪৪৫৭
ওয়ার্ড নং.০১	কবরস্থান	GY-02	৩.০৪	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (০৮)	৮৩০০-৮৩৩৩, ৮৩৮৯
ওয়ার্ড নং.০৪	কবরস্থান	GY-03	১.৮৮	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (৫৫)	২৬৩৬৮-২৬৩৭১, ২৬৩৭৩, ২৬৩৮০, ২৬৩৮১, ২৬৩৮৪-২৬৩৯০, ২৬৪৩৫
ওয়ার্ড নং.০৭	কবরস্থান	GY-04	০.১২	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (০৬)	৭৫৩২৯, ৭৫৩৩২, ৭৫৩৩৩
ওয়ার্ড নং.০৭	কবরস্থান	GY-05	১.৭৯	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (৫০)	২৪৮৫৯- ২৪৮৬৬, ২৪৮৬৯- ২৪৮৭২
ওয়ার্ড নং.০৮	ঈদগাহ	E-02	০.৯২	বিন্নাগাঁও ৩৯ (০৩)	৯৭০৪, ৯৭০৫, ৯৭১২- ৯৭১৯, ৯৭৯১-৯৭৯৬
ওয়ার্ড নং.০৮	কবরস্থান	GY-06	০.১৭	বিন্নাগাঁও ৩৯ (০৩)	৯৬৮৭
ওয়ার্ড নং.০৮	কবরস্থান	GY-07	০.৫৪	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (১৩)	১১৮১২, ১১৮১৩
ওয়ার্ড নং.০৯	শ্মশান ঘাট	Cr-02	০.১৭	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (২৪)	১৬৩৮২-১৬৩৯১, ১৬৩৯৫
ওয়ার্ড নং.০৯	কবরস্থান	GY-08	০.৫০	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (২৭)	১৭৪৮৯
				কিশোরগঞ্জ ৩৩ (২৫)	১৭০১৭, ১৭০১৮, ১৭০১৯, ১৭০২০
ওয়ার্ড নং.০৯	মন্দির	Temple-01	০.৮৫	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (২৭)	১৭৪৯১, ১৭৪৯৩-১৭৪৯৬, ১৭৫০৩- ১৭৫০৫, ১৭৫০৮
বাউলাই	শ্মশান ঘাট	Cr-01	০.৪৭	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (৫৮)	৬৬৩৯৯-৬৬৪০৩, ৬৬৪০৫
চৌদ্দশত	কবরস্থান	GY-09	১.২০	সুলতানপুর ৫৫ (০০)	৮৯৯, ৯৭৪-৯৮১, ১০১৪-১০১৮
মহিনন্দ	কবরস্থান	GY-10	১.৫৩	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (০৭)	৬৬১১
				শোলাকিয়া ৩০ (০০)	৭- ৯, ১১-১৪, ৭০- ৭২, ৭৪-৭৭, ৮০- ৮৩
রশিদাবাদ	কবরস্থান	GY-11	০.৩১	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (০১)	১৮৩৩, ২০১১, ২০১২, ২০১৩, ২০১৫, ২০১৭, ২০১৮

৭.২.১১ স্বাস্থ্য

প্রকল্প এলাকায় ২৭টি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান আছে। বর্তমানে ১টি সদর হাসপাতাল, ২টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ১টি চক্ষু হাসপাতাল, ১টি শিশু হাসপাতাল, ৯টি প্রাইভেট ক্লিনিক, ৫টি কমিউনিটি ক্লিনিক, ৪টি ডায়াগনস্টিক সেন্টার, ১টি ডায়াবেটিক হাসপাতাল, ১টি দুঃস্থ হাসপাতাল, ১টি দাতব্য চিকিৎসালয় এবং ১টি নার্সিং ইনস্টিটিউট আছে। ভবিষ্যতের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে পরামর্শকবৃন্দ কিশোরগঞ্জ পৌরসভায় কিছু স্বাস্থ্য সুবিধা প্রস্তাব করেছে। সারনি ৭.৯-এ প্রকল্প এলাকায় **প্রস্তাবিত স্বাস্থ্য সুবিধাদির** তালিকা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

সারণি-৭.৯: কিশোরগঞ্জ পৌরসভায় প্রস্তাবিত নতুন স্বাস্থ্য সুবিধাদি

ওয়ার্ড/ ইউনিয়ন	স্বাস্থ্য সুবিধার ধরন	প্রস্তাবনার আই. ডি. নং	আয়তন (একর)	মৌজা	দাগ নং
ওয়ার্ড নং.০২	হাসপাতাল	Hos-01	১.৯৫	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (৪৩)	২১৪০৮-২১৪১২, ২১৪৪২- ২১৪৪৮, ২১৪৬২
				কিশোরগঞ্জ ৩৩ (৫৬)	৬৪০৩৮- ৬৪০৪৪, ৬৪০৫২
ওয়ার্ড নং.০৫	হাসপাতাল	Hos-02	০.২৯	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (১৭)	১২৯৩৭, ১২৯৬৪, ১২৯৬৮, ১২৯৬৯, ১২৯৭০, ১২৯৭১
ওয়ার্ড নং.০৫	হাসপাতাল	Hos-03	২.৭৩	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (১১)	১১১৪১, ১১১৪৬
				কিশোরগঞ্জ ৩৩ (০৯)	৯০৩১, ৯০৩৮- ৯০৪৭, ৯০৫৩, ৯০৫৫, ৯০৫৬, ৯০৫৭
রশিদাবাদ	বয়স্ক পূনর্বাসন কেন্দ্র	OH	১.৫২	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (০২)	৩৩১১, ৩৩১২, ৩৩১৩, ৩৩১৫-৩৩১৯, ৩৩৪৮

বর্তমান ও প্রস্তাবিত স্বাস্থ্য সুবিধার অবস্থান মানচিত্র ৭.১৪ ও ৭.১৫-তে দেখানো হলো।

ম্যাপ নং ৭.১২

প্রকল্প এলাকার বিদ্যমান ধর্মীয় সুবিধার অবস্থান

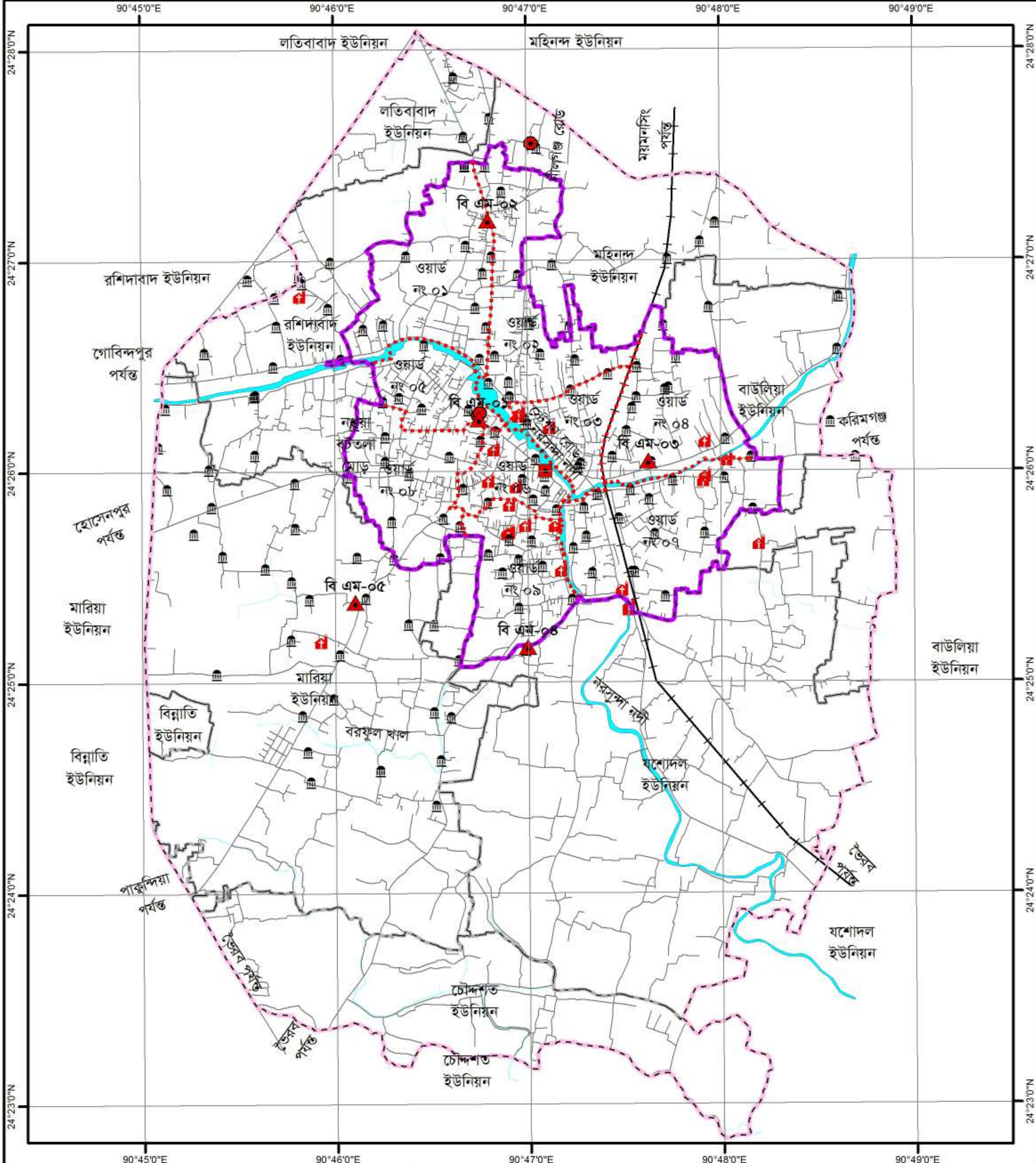

সাংকেতিক চিহ্নঃ

- বি এম পিলার
- ডিসি অফিস
- উপজেলা সদরদপ্তর
- পৌরসভা কার্যালয়
- প্রকল্প এলাকা সীমানা
- পৌরসভা সীমানা
- ওয়ার্ড সীমানা
- ইউনিয়ন সীমানা
- রেল লাইন
- মসজিদ / মাজার
- মন্দির / গীর্জা / প্যাগাডা
- বিদ্যমান রাস্তা
- জলাশয়
- নদ-নদী

গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের (ডি টি আই ডি পি) আওতায়
কিশোরগঞ্জ পৌরসভার মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন

0 500 1,000 2,000 Meters

1:46,000

পরামর্শক প্রতিষ্ঠান

BETS Consulting Services Ltd.
House No. 10, Road No. 135, Gulshan-1, Dhaka-1212, Bangladesh.
Phone: 9889923-24, Fax: +88029889967, E-mail: bets@betsbd.com

ম্যাপ নং ৭.১৩

প্রকল্প এলাকার প্রস্তাবিত ধর্মীয় সুবিধার অবস্থান

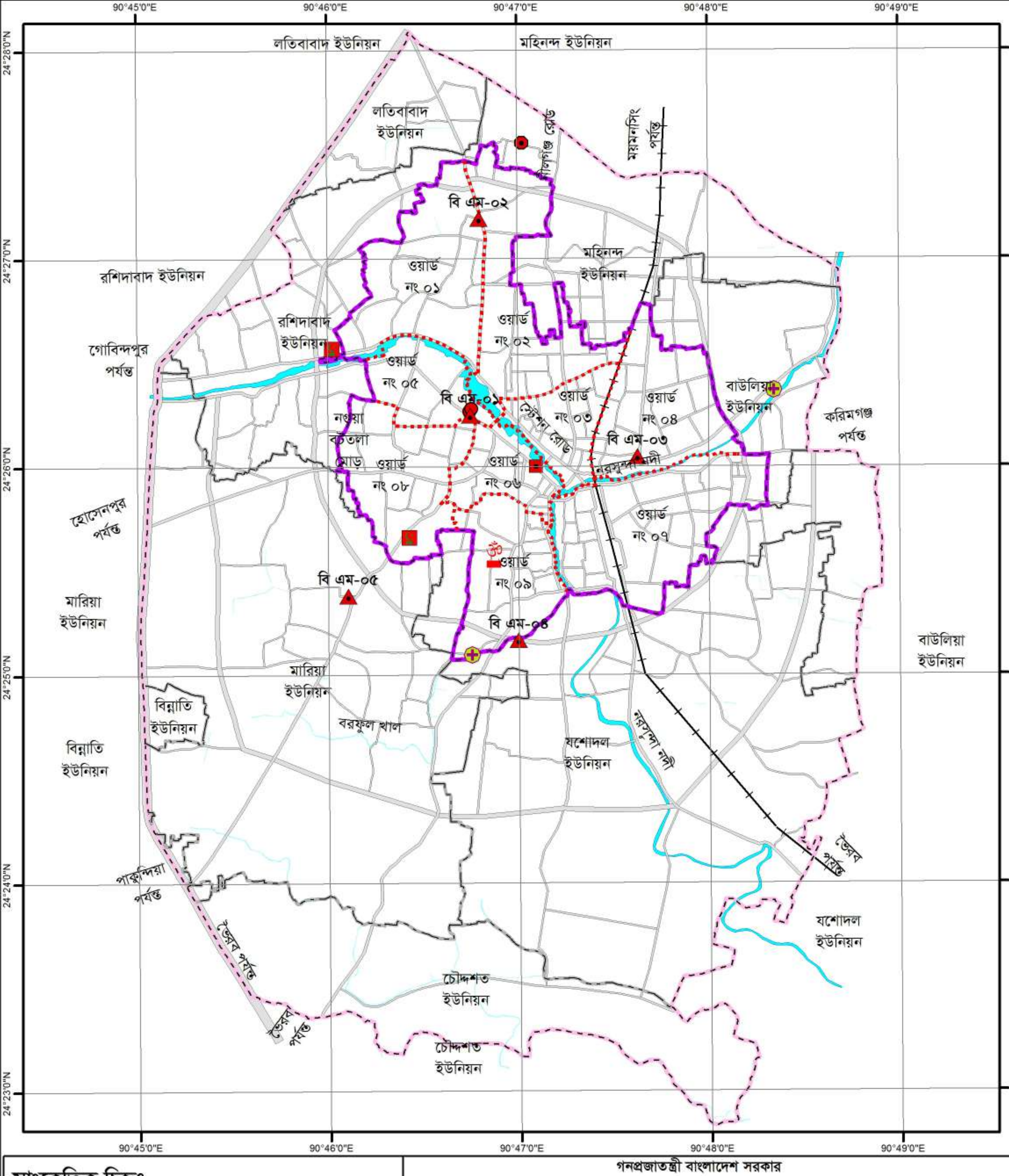

সাংকেতিক চিহ্নঃ

- বি এম পিলার
- ডিসি অফিস
- উপজেলা সদরদপ্তর
- পৌরসভা কার্যালয়
- প্রকল্প এলাকা সীমানা
- পৌরসভা সীমানা
- ওয়ার্ড সীমানা
- ইউনিয়ন সীমানা
- রেল লাইন
- শ্মশান ঘাট
- ঈদগাহ
- মন্দির
- প্রস্ত্তাবিত রাস্তা
- জলাশয়
- নদ-নদী

গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের (ডি টি আই ডি পি) আওতায়
কিশোরগঞ্জ পৌরসভার মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন

0 500 1,000 2,000 Meters

1:46,000

পরামর্শক প্রতিষ্ঠান

BETS Consulting Services Ltd.
House No. 10, Road No. 135, Gulshan-1, Dhaka-1212, Bangladesh.
Phone: 9889923-24, Fax: +88029889967, E-mail: bets@betsbd.com

ম্যাপ নং ৭.১৪

প্রকল্প এলাকার বিদ্যমান চিকিৎসা সুবিধার অবস্থান

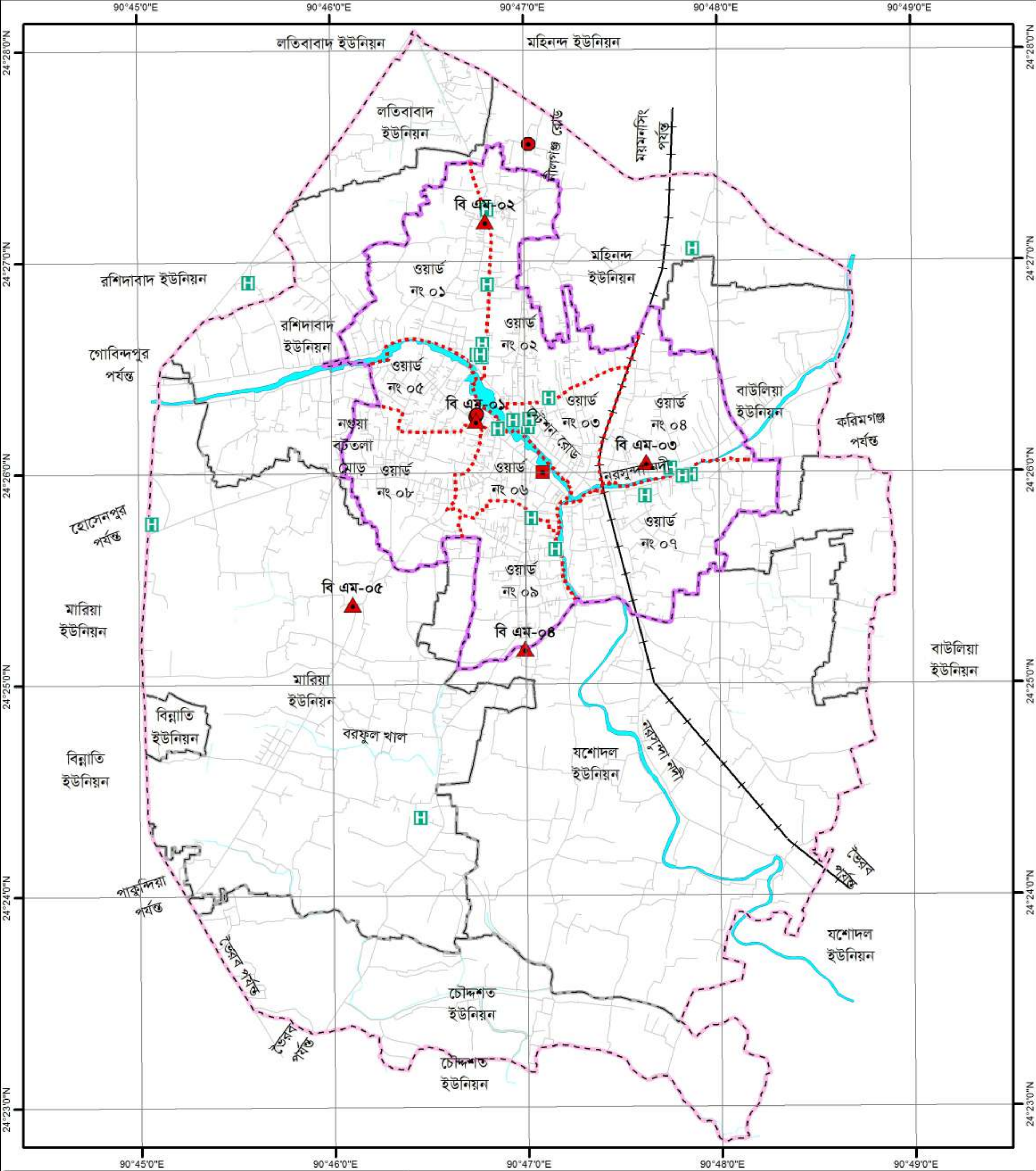

সাংকেতিক চিহ্নঃ

- বি এম পিলার
- ডিসি অফিস
- উপজেলা সদরদপ্তর
- পৌরসভা কার্যালয়
- প্রকল্প এলাকা সীমানা
- পৌরসভা সীমানা
- ওয়ার্ড সীমানা
- ইউনিয়ন সীমানা
- বিদ্যমান রাস্তা
- রেল লাইন
- হাসপাতাল / ক্লিনিক
- জলাশয়
- নদ-নদী

গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের (ডি টি আই ডি পি) আওতায়
কিশোরগঞ্জ পৌরসভার মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন

0 500 1,000 2,000 Meters

1:46,000

পরামর্শক প্রতিষ্ঠান

BETS Consulting Services Ltd.
House No. 10, Road No. 135, Gulshan-1, Dhaka-1212, Bangladesh.
Phone: 9889923-24, Fax: +88029889967, E-mail: bets@betsbd.com

ম্যাপ নং ৭.১৫

প্রকল্পের প্রস্তাবিত চিকিৎসা সুবিধার অবস্থান

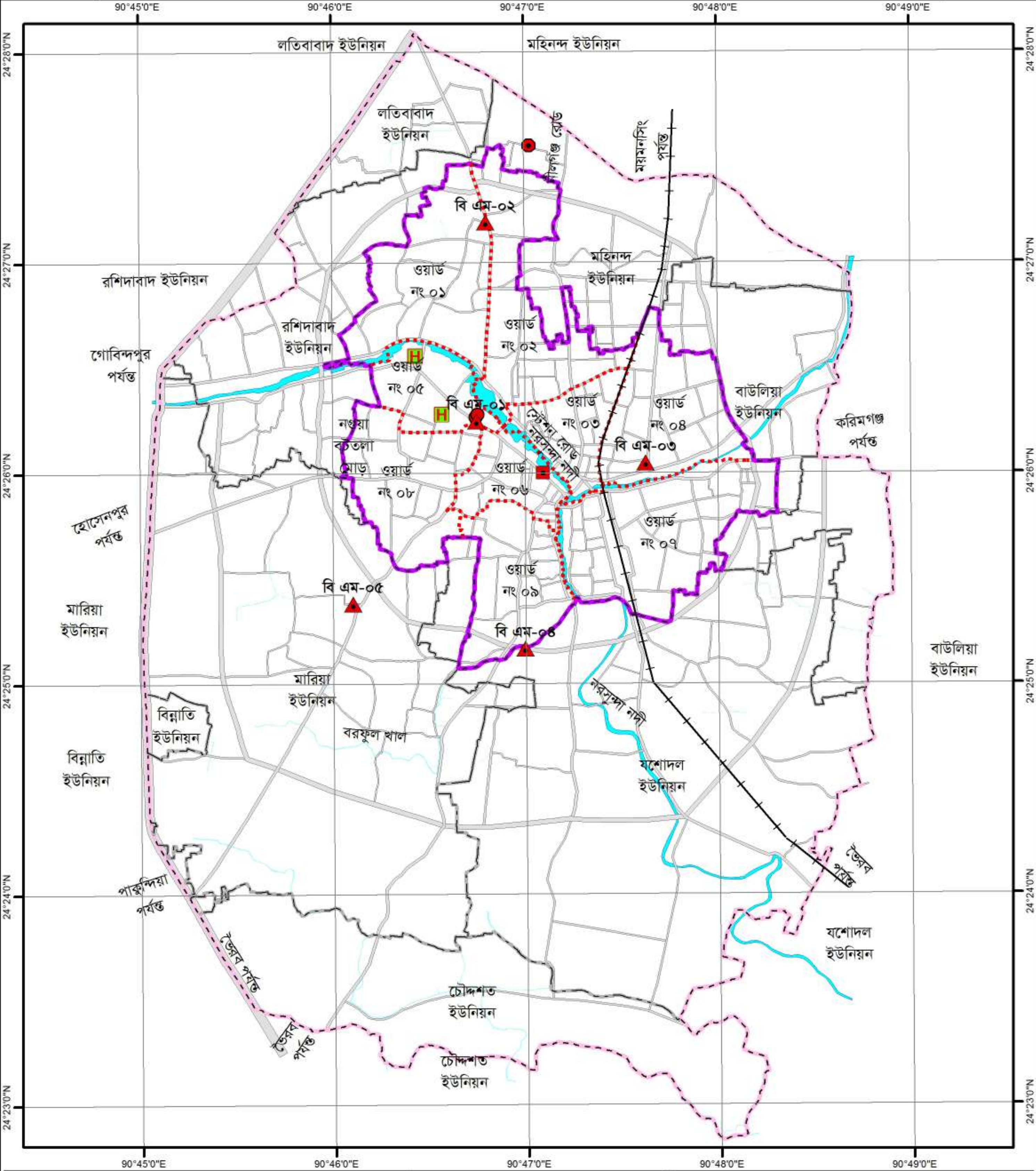

সাংকেতিক চিহ্নঃ

- বি এম পিলার
- ডিসি অফিস
- উপজেলা সদরদপ্তর
- পৌরসভা কার্যালয়
- প্রকল্প এলাকা সীমানা
- পৌরসভা সীমানা
- ওয়ার্ড সীমানা
- ইউনিয়ন সীমানা
- রেল লাইন
- হাসপাতাল / ক্লিনিক
- প্রস্তাবিত রাস্তা
- জলাশয়
- নদ-নদী

গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের (ডি টি আই ডি পি) আওতায়
কিশোরগঞ্জ পৌরসভার মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন

0 500 1,000 2,000 Meters

1:46,000

পরামর্শক প্রতিষ্ঠান

BETS Consulting Services Ltd.
House No. 10, Road No. 135, Gulshan-1, Dhaka-1212, Bangladesh.
Phone: 9889923-24, Fax: +88029889967, E-mail: bets@betsbd.com

৭.৩ নগর দরিদ্রের জন্য পুনর্বাসন পরিকল্পনা

৭.৩.১ লক্ষ্য জনগোষ্ঠী

প্রকল্প এলাকার পুনর্বাসন পরিকল্পনা বস্তিবাসীদের এবং অন্যান্য ভাসমান মানুষদের পুনর্বাসনের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রকল্প এলাকার ২৭টি বস্তিতে বসবাসকারী ২০৮৯ পরিবার আছে যারা নাগরিক সুবিধা বঞ্চিত। এই পরিকল্পনা শহরের ভিতরে তাদের জন্য একটি ভাল বাসস্থান নিশ্চিত করবে এবং বাসযোগ্য নগর পরিবেশ তৈরি করবে। এ ছাড়াও এই পরিকল্পনা তাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে যারা এই মহাপরিকল্পনায় উল্লেখিত কোনো প্রকারের উন্নয়ন প্রোগ্রাম যেমন রাস্তার প্রশস্তকরণ ইত্যাদি দ্বারা প্রভাবিত হবে।

৭.৩.২ পুনর্বাসন পরিকল্পনার জন্য নির্বাচিত সাইট

পুনর্বাসন পরিকল্পনার জন্য ২ টি সাইট নির্ধারন করা হয়েছে। সাইটগুলো হচ্ছে পুনর্বাসন এলাকা ১ (আরজেড- ১) এবং পুনর্বাসন এলাকা ২ (আরজেড- ২)। আরজেড- ১ এলাকাটি ওয়ার্ড নং ০৯ এর কিশোরগঞ্জ মৌজার ২১, ২৪ ও ২৫ নম্বর শীটে অবস্থিত। এটা আয়তনে ৭.২৪ একর। আরজেড- ২ এলাকাটি ওয়ার্ড নং ০৭ এর কিশোরগঞ্জ মৌজার ৬০ নম্বর শীটে অবস্থিত। এর আয়তন ৫.৪১ একর। নগর উন্নয়ন কার্যক্রমে ক্ষতিগ্রস্ত লোকজনের জন্য আরজেড- ১ এলাকাটি এবং বস্তিবাসীদের পূনর্বাসনের জন্য আরজেড- ২ এলাকাটি পরিকল্পনা করা হয়েছে। সারণি ৭.১০-এ প্রকল্পের বিস্তারিত অবস্থান দেখানো হলো।

সারণি ৭.১০ঃ পুনর্বাসন স্থানসমূহের বিস্তারিত তথ্যাদি

ওয়ার্ড/ ইউনিয়ন	স্বাস্থ্য সুবিধার ধরন	প্রস্তাবনার আই. ডি. নং	আয়তন (একর)	মৌজা	দাগ নং
ওয়ার্ড নং.০৯	পূনর্বাসন এলাকা	RZ-01	৭.২৪	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (২৫)	১৭২৫৮
				কিশোরগঞ্জ ৩৩ (২৪)	১৫৯২০, ১৫৯৩৪, ১৫৯৩৫, ১৫৯৩৬, ১৫৯৩৭, ১৫৯৪৩
				কিশোরগঞ্জ ৩৩ (২১)	১৪৫৬৫, ১৪৫৭১-১৪৬১৫, ১৪৬১৯, ১৪৬৩২, ৯৯৯৯৯
ওয়ার্ড নং.০৭	পূনর্বাসন এলাকা	RZ-02	৫.৪১	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (৬০)	৭৫২৯৭-৭৫৩০২, ৭৫৩০৮, ৭৫৩০৯, ৭৫৩৭০-৭৫৩৭৩, ৭৫৩৮৭-৭৫৩৯৬, ৭৫৩৯৮-৭৫৪১০, ৭৫৪৫৩

৭.৩.৩ পুনর্বাসন প্রকল্প এলাকার মুখ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ

যেহেতু দুইটি ভিন্ন প্রকল্প দুই ধরনের জনগনের জন্য নকশা করা হয়েছে, তাই এ দুটোর বৈশিষ্ট্য দুইরকম। প্রস্তাবিত প্রকল্পগুলোর প্রধান বৈশিষ্ট্য সমূহ নীচে বর্ণনা করা হলো।

৭.৩.৩.১ পুনর্বাসন প্রকল্প এলাকা-১

এই প্রকল্প এলাকায় মোট জমির পরিমান ৭.২৪ একর। এতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্য আধুনিক এবং উন্নত জীবনযাপনের সর্বোচ্চ সুবিধা প্রদান করা হবে। এই প্রকল্প এলাকার প্রধান বৈশিষ্ট্য সমূহ হচ্ছে-

১. পাকুন্দিয়া রোড থেকে মাত্র ২০০ মিটার দূরে অবস্থিত এবং শহরপল্লী রাস্তার প্রান্তে যেটা মাধ্যমিক রাস্তার হিসাবে শ্রেণীভূক্ত এবং প্রশস্ত করে ১৫ মিটার করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এটা পশু হাসপাতাল রোড থেকে ৫০ মিটার দূরে যেটা মাধ্যমিক রাস্তার হিসাবে শ্রেণীভূক্ত এবং প্রশস্ত করে ১৫ মিটার করার প্রস্তাব করা হয়েছে।
২. শহরপল্লী রাস্তার সাথে এই এলাকা ১৪ মিটার চওড়া তৃতীয় শ্রেনীর রাস্তার দিয়ে সংযুক্ত এবং এর ৮ মিটার চওড়া একটি প্রবেশ পথ আছে।
৩. এটা একটি উচ্চ বিদ্যালয়ের ঠিক বিপরীত দিকে অবস্থিত।
৪. সম্পূর্ণ প্রকল্প এলাকা একটি পাড়া/মহল্লা-র ধারনায় তৈরি করা হয়েছে যেখানে পার্কিং সুবিধা, খেলার মাঠ, নার্সারি স্কুল, স্বাস্থ্য এবং অন্যান্য সামাজিক সুবিধাদি রাখা হয়েছে।
৫. গ্যাস, বিদ্যুৎ ও পানির মতো আধুনিক সব সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছে এই প্রকল্পে।
৬. বাসিন্দাদের জন্যনিম্ন সুদের হারে ব্যাংকঋণের ব্যাবস্থা করার সুপারিশ করা হয়েছে।

৭.৩.৩.২ পুনর্বাসন প্রকল্প এলাকা-২

৭.৫৭ একর ভূমি নগর দরিদ্রদের জন্য আবাসন সুবিধা প্রদানের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এই প্রকল্প এলাকার প্রধান বৈশিষ্ট্য সমূহ হচ্ছে-

১. ইনার সার্কুলার রোডের প্রান্তে বলিয়া-তারাপাসা রাস্তার কাছে প্রস্তাবিত শিল্প এলাকা থেকে ৫০০ মিটার দূরে অবস্থিত। প্রস্তাবিত এলাকাটি ১৫ মিটার একটি মাধ্যমিক সড়কের মাধ্যমে বাত্তানিপাড়া রোডের সাথেও সংযুক্ত এবং প্রস্তাবিত টেম্পো স্ট্যান্ড থেকে ৭০০ মিটার দূরে অবস্থিত।
২. উক্ত এলাকা ১৪ মিটার চওড়া তৃতীয় স্তরের রাস্তার মাধ্যমে মাধ্যমিক রাস্তার সাথে সংযুক্ত এবং এর ৮ মিটার চওড়া প্রবেশ পথ আছে।
৩ প্রতি একক পরিবারের জন্য ২০০ বর্গফুট জায়গা সম্বলিত অ্যাপার্টমেন্ট প্রস্তাব করা হয়েছে।
৪. প্রতি চার পরিবারের জন্য সাধারণরান্নাঘর, বাথরুম এবং টয়লেট সুবিধা রয়েছে।
৫. গ্যাস, বিদ্যুৎ ও পানিরমতো আধুনিক সবসুযোগসুবিধা প্রস্তাব করা হয়েছে এ প্রকল্পে।

৬. সম্পূর্ণ প্রকল্প এলাকা একটি পাড়া/মহল্লা-র ধারনায় তৈরি করা হয়েছে যেখানে পার্কিং সুবিধা, খেলার মাঠ, নার্সারি স্কুল, স্বাস্থ্য এবং অন্যান্য সামাজিক সুবিধাদি রাখা হয়েছে।
৭. বাসিন্দাদের জন্য নিম্ন সুদের হারে ব্যাংক ঋণের ব্যাবস্থা করার সুপারিশ করা হয়েছে।

চিত্র ৭.১-এ প্রস্তাবিত বিল্ডিং এর নকশা দেখানো হলো।

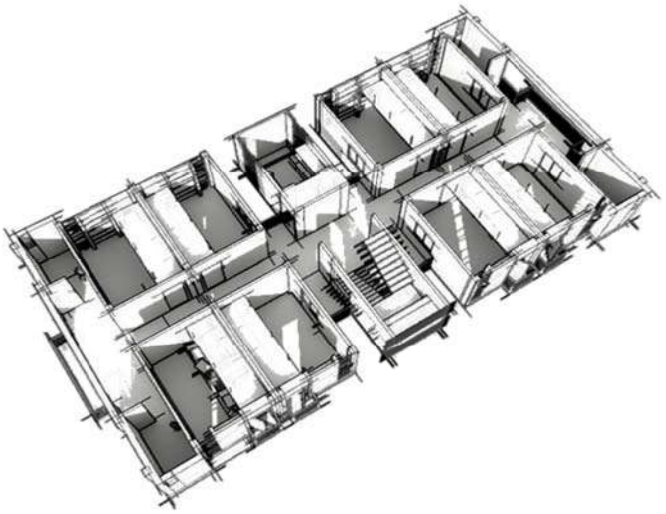

চিত্র ৭.১ প্রস্তাবিত বিল্ডিং এর নকশা

৭.৪ নগর পূনর্গঠন/নবায়ন পরিকল্পনা

মাঝারি থেকে উচ্চ ঘনত্বের এলাকাগুলোতে নগর পূনর্গঠন/নবায়ন ভূমি পুনঃউন্নয়নের একটি কর্মসূচি। ব্যবসার স্থানান্তরের কার্যক্রম, বিদ্যমান কাঠামো ধ্বংস এবং শহর প্রবর্তিত উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য সরকারের দ্বারা জনগনের সম্পত্তি ক্রয় নগর পূনর্গঠন/নবায়ন কর্মসূচির অংশ। নগরে ক্ষয়িষ্ণু ও বিলোপপ্রবণ অঞ্চল থাকলে এবং যেখানে পরিত্যক্ত জমি আছে, সেখানে মানুষের বসবাসের জন্য নগর পূনর্গঠন/নবায়ন কর্মসূচি খুব প্রয়োজনীয় একটা কাজ। নগর পূনর্গঠন/নবায়ন কর্মসূচি সাধারনত নগরের কেন্দ্র অঞ্চলগুলোতে করা হয়। উচ্চ জনসংখ্যা, অত্যধিক ভিড় এবং অপরিকল্পিত উন্নয়নের ফলে যে সকল এলাকা ইতোমধ্যেই পরিবেশের অবনমনজনিত হুমকির সম্মুখীন, সে সকল এলাকার জন্য নগর পূনর্গঠন/নবায়ন প্রয়োজন। ঐতিহ্যমন্ডিত এবং ক্ষয়িষ্ণু এলাকায় ক্ষয়িষ্ণু সময়ে মৌলিক অবকাঠামো, শহুরে পরিসেবা এবং সাধারন সুবিধাদি থাকে না।

৭.৪.১ পূনর্গঠন পরিকল্পনার জন্য নির্বাচিত সাইট

ওয়ার্ড-৩ এবংওয়ার্ড-৬ অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ন এলাকা যেখানে পূনর্গঠন/নবায়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। মৌলিক সুবিদাদি প্রদানের লক্ষ্যে এই দুই এলাকায় পরিকল্পনা মানদন্ড অনুযায়ী উন্নয়ন প্রয়োজন। ওয়ার্ড-৬ কে এক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিৎ কেননা এই ওয়ার্ডের মধ্য দিয়ে সব প্রাথমিক রাস্তার একে অপরের সাথে মিশেছে এবং রাস্তারগুলো পৌরসভার সব গুরুত্বপূর্ণ বাজারের ভেতর দিয়ে গিয়েছে। নিম্নলিখিত সারণিতে ওয়ার্ড-৩ এবং ওয়ার্ড-৬ এর প্রধান পূনর্গঠন পরিকল্পনা দেখানো হলো।

সারণি ৭.১১ঃ নগর পূনর্গঠন/নবায়ন পরিকল্পনার বিস্তারিত বিবরন

প্রকল্পের নাম	পূনর্গঠন পরিকল্পনা/নবায়নহিসাবে করনীয়
ওয়ার্ড-৩	১. যথেষ্ট পরিমানে রাস্তার প্রদান ২. রাস্তার পার্শ্বের বিদ্যমান বাণিজ্যিক কার্যক্রম স্থানান্তর ৩. পার্কিং সুবিধাদি সহ বাণিজ্যিক কার্যক্রম পুনর্বিন্যাসকরন ৪. কমিউনিটি সুবিধাসমূহ বিশেষ করে, ওয়ার্ড কমপ্লেক্স, প্রার্থনার জায়গা, খেলার মাঠ ইত্যাদি প্রদান ৫. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুবিধা প্রদান
ওয়ার্ড-৬	১. যথেষ্ট পরিমানে রাস্তার প্রদান ২. নিরঙ্কুশ ট্রাফিক চলাচলের লক্ষ্যে রাস্তার পার্শ্বের বিদ্যমান বাণিজ্যিক কার্যক্রম স্থানান্তর যেমন গৌরাঙ্গ বাজার, বড় বাজার, মাছ বাজার ইত্যাদি এবং এগুলোর পুনর্বিন্যাসকরন ৩. পার্কিং সুবিধাদি সহ বাণিজ্যিক কার্যক্রম পুনর্বিন্যাসকরন ৪. কমিউনিটি সুবিধাসমূহ বিশেষ করে, ওয়ার্ড কমপ্লেক্স, প্রার্থনার জায়গা, খেলার মাঠ ইত্যাদি প্রদান ৫. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুবিধা প্রদান ৬. স্বাস্থ্য সুবিধা প্রদান

৭.৫ শহরে বিনোদনমূলক উন্নয়নের জন্য নীতিসমূহ

প্রকল্প এলাকায় ক্রীড়া এবং বিনোদনের সুবিধাদির অভাব রয়েছে। ক্রীড়া এবং সক্রিয় চিত্তবিনোদনের জন্য স্টেডিয়ামের কাছাকাছি একটি সাইটের সুপারিশ করা হয়েছে। এতে জিমনেশিয়াম, সুইমিংপুল, বাস্কেটবল মাঠ, ব্যাডমিন্টন কোর্ট, লন টেনিস মাঠ, যাদুঘর, আর্টগ্যালারি ইত্যাদি থাকবে।

৭.৫.১ বিনোদনমূলক সুবিধা ব্যাবস্থাপনার নীতিসমূহ

- কিশোরগঞ্জ ফুটবল, ক্রিকেট ও সাঁতারের মত ক্রীড়াসমূহের জন্য খুব উচ্চ মানের ভ্যেনু হবে
- একটি বোটানিকাল গার্ডেন শহরের সৌন্দর্য বাড়াবে
- নরসুন্দা নদীর উভয় দিকে প্রায় ১০০ ফুট খোলা জায়গা হিসাবে সংরক্ষিত হবে। নদী বরাবর অবিচ্ছিন্ন ফুটপাথ তৈরি করা হবে
- শহরের পুকুরগুলো চিত্তবিনোদনের স্থানে রূপান্তর করা হবে
- ওয়ার্ডভিত্তিক ছোট পার্ক ছাড়াও একটি কেন্দ্রীয় পার্ক তৈরি করা হবে।

৭.৫.২ আউটডোর বিনোদনমূলক সুবিধাসমূহ সম্পর্কে প্রস্তাব সমূহ

- শোলাকিয়া মৌজায় বিদ্যমান নতুন স্টেডিয়াম এলাকাকে আন্তর্জাতিক মানের ক্রীড়া কমপ্লেক্সে উন্নীত করা হবে। এই এলাকার আয়তন বৃদ্ধি করে ৪২ একর করা হবে যেন ফুটবল এবং ক্রিকেট সহ সব ধরনের আউটডোর খেলাধুলা করার যথেষ্ট জায়গার সংস্থান করা যায়। এতে আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষন এলাকা, থাকার জায়গা এবং অন্যান্য সুবিধা দেয়া হবে।
- নরসুন্দা নদী বরাবর ওয়ার্ড-০৩, ওয়ার্ড-০৪, ওয়ার্ড-০৬, এবং ওয়ার্ড-০৭ এ প্রায় ৩৮ একর জমির উপর একটি বোটানিকাল গার্ডেন প্রস্তাব করা হয়েছে
- চিত্তবিনোদনের জন্য কিশোরগঞ্জ ৩৩ (২৪) মৌজায় প্রায় ৩৬ একর জায়গা নিয়ে একটি প্রমোদ পার্ক প্রস্তাব করা হয়েছে
- শোলাকিয়া মৌজায় ৩০ একরের কেন্দ্রীয় পার্ক প্রস্তাব করা হয়েছে
- নেইবারহুড পার্কগুলোর প্রতিটির আয়তন হবে প্রায় ৫ একর।

৭.৫.৩ ঘরোয়া চিত্তবিনোদনের সুবিধার প্রস্তাবসমূহ

বিদ্যমান স্টেডিয়াম এলাকায় ইনডোর ক্রীড়া কমপ্লেক্স তৈরি করা হবে।এই ক্রীড়া কমপ্লেক্সে বাস্কেটবল মাঠ, সুইমিং পুল, ব্যাডমিন্টন কোর্ট,লন টেনিস কোর্ট, যাদুঘর, জিমনেশিয়াম ইত্যাদির ব্যাবস্থা থাকবে।

৭.৬ বিদ্যমান উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ/প্রকল্প এলাকার স্কিম সমূহ

৭.৬.১ ভূমিকা

কিশোরগঞ্জ পৌরসভার বিদ্যমান উন্নয়ন প্রকল্প সমূহ প্রধানত পৌরসভা এবং বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠানের দ্বারা বাস্ড়বায়িত হয়। প্রকল্পের ধরন/প্রকৃতি হচ্ছে মূলত বিভিন্ন ধরনের রাস্তার, কালভার্ট, ড্রেন, ড্রেন স্ল্যাব, মাটি ভরাট, বিভিন্ন ধরনের বৈদ্যুতিক পিলার তৈরি ও স্থাপন, নদীর ঘাট, পানি সরবরাহ, নলকূপ স্থাপন, গণশৌচাগার, পুকুর খনন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মাটির রাস্তার এবং বাঁধ তৈরি।

৭.৬.২ পৌরসভার দ্বারা বাস্তবায়িত সাম্প্রতিক/চলমান উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বিবরণ

কিশোরগঞ্জ পৌরসভা ২০০৮-২০০৯, ২০০৯-২০১০, ২০১০-২০১১ ও ২০১১-২০১২ অর্থবছরে যে সকল প্রকল্পের কাজ করেছে, সেগুলো সংক্ষিপ্ত আকারে সারণি ৭.১২-এ দেওয়া হলো।

সারণি ৭.১২ঃ কিশোরগঞ্জ পৌরসভার ২০০৮-২০১২ অর্থবছরের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ

অর্থবছর	ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	বরাদ্দ	খরচ
জানুয়ারি ০৯-জুন ০৯	১	পৌরসভার নিজস্ব তহবিল থেকে প্রকল্প	৭,৩৮৫,০৩৫.০০	৭,২৬৯,৯৯৬.৪০
	২	পৌরসভার উন্নয়ন সহায়তা তহবিলের অধীনে প্রকল্প	৭,৯০৭,০১৪.০০	৭,৫১১,৬৬৩.৩০
		উপ-মোট	১৫,২৯২,০৪৯.০০	১৪,৭৮১,৬৫৯.৭০
জুলাই ০৯-জুন ১০	১	পৌরসভার নিজস্ব তহবিল থেকে গৃহীত প্রকল্প	১৪,৭২১,৭০৮.৭০	১৩,৯৮৫,৬২৩.২৩
	২	পৌরসভার উন্নয়ন সহায়তা তহবিলের অধীনে গৃহীত প্রকল্প	১৪,৩৪৫,৫৪৩.৮০	১৩,৬২৮,২৬৬.৬৫
	৩	জেলা শহরের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (ডিটিআইডিপি)	২০,০৪৪,০৪৫.০০	১৮,৭১১,৪১২.৪২
	৪	মাধ্যমিক শহরের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টর প্রকল্প (জিওবি-এডিবি হতে তহবিল প্রাপ্ত)	১৭,৩৮১,৮৫৬.২০	১৩,৯৫৪,০৩২.০০
		উপ-মোট	৬৬,৪৯৩,১৫৩.৭০	৬০,২৭৯,৩৩৪.৩০
জুলাই ১০-জুন ১১	১	পৌরসভার নিজস্ব তহবিল থেকে গৃহীত প্রকল্প	১২,১১৪,১৪১.২২	১১,৫০৮,৪৩৪.১৬
	২	পৌরসভার উন্নয়ন সহায়তা তহবিলের অধীনে গৃহীত প্রকল্প	১৯৬,৭২৪,৮৪৫.০০	১৬৭,৪৮২,৫৯৪.৫৩

অর্থবছর	ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	বরাদ্দ	খরচ
	৩	জেলা শহরের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (ডিটিআইডিপি)	৭৪,৭৫৫,৪০৯.৮২	৬৮,২১৮,৪১৪.০০
	৪	মাধ্যমিক শহরের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টর প্রকল্প (জিওবি-এডিবি হতে তহবিল প্রাপ্ত)	১৩৪,৪৪৯,৮৭৫.৪০	১৩৪,৮৫৮,৩০২.২৮
		উপ-মোট	৪১৮,০৪৪,২৭১.৪৪	৩৮২,০৬৭,৭৪৪.৯৭
জুলাই ১১-জুন ১২	১	পৌরসভার নিজস্ব তহবিল থেকে গৃহীত প্রকল্প	৫,৬৪২,৫১৭.০০	৩,৭৬৭,৫৩৩.৭৫
	২	পৌরসভার উন্নয়ন সহায়তা তহবিলের অধীনে গৃহীত প্রকল্প	৫,০৩০,১৩৪.০০	৭০৭,৯৭৭.০৫
	৩	জেলা শহরের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (ডিটিআইডিপি)	-	-
	৪	মাধ্যমিক শহরের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টর প্রকল্প (জিওবি-এডিবি হতে তহবিল প্রাপ্ত)	১৪,১০০,০০০.০০	৭,৭৯২,০০০.০০
	৫	বাংলাদেশ মিউনিসিপ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (বিএমডিএফ) প্রকল্প	৭৯,৫৩৫,৪৩৬.৩৫	৭৫,০২৩,৯৯১.৫৩
	৬	গুরুত্বপূর্ণ শহরের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	৫,১৩৭,২৭৬.২৫	৫,১৩২,৮৭১.০০
		উপ-মোট	১০৯,৪৪৫,৩৬৩.৬০	৯২,৪২৪,৩৭৩.৩৩
		সর্বমোট	৬০৯,২৭৪,৮৩৭.৭৪	৫৪৯,৫৫৩,১১২.৩০

উৎসঃ কিশোরগঞ্জ পৌরসভা

৭.৬.৩ অবকাঠামো সম্পর্কিত অন্যান্য সরকারী প্রতিষ্ঠান দ্বারা বাস্তবায়িত সাম্প্রতিক/চলমান উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বিবরণ

একটি পৌরসভা আর্থিকভাবে বা কারিগরীভাবে অবকাঠামো সংক্রান্ত উন্নয়নে অংশ নিতে পুরোপুরি সক্ষম নয়। তাই কিশোরগঞ্জ পৌরসভায় উন্নয়ন কর্মকান্ড বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের দ্বারা বাস্তবায়িত হচ্ছে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) আওতায় ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে এলজিইডি-র দ্বারা মোট ২৫ (পচিশ) টি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ এবং বাস্তবায়িত হয়েছে। এ সকল উন্নয়ন প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সারণি-৭.১৩ তে দেওয়া হলো।

সারণি-৭.১৩: জানুয়ারী ২০০৯ সাল থেকে এলজিইডি কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্প/কাজের তলিকা

ক্রমিক নং	প্রকল্প/স্কীম এর নাম	চুক্তি মূল্য/বাজেট (লক্ষ টাকায়)	শুরুর তারিখ	কাজ শেষের তারিখ	অগ্রগতি	ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	মন্তব্য
০১	অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রামীণ, স্থানীয় সড়ক; সেতু/কালভার্ট নির্মাণ/পুনর্নিমান (৩য় পর্যায়)	১৯৬.৩৫	২৪-১১-২০০৯	১৫.০৬-২০১১	১০০%	১৯৬.০৯	
০২	সেতু/কালভার্ট সংযোগ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প	৬.৪৫	২৩-০৩-২০১০	২৯-০৭-২০১০	১০০%	৬.৪০	
০৩	ইউডিডিআরপি-২০০৭	১৬২.৯১	১৪-১২-২০০৯	১৯-১০-২০১০	১০০%	১৬১.৮৫	
০৪	জি আই ডি পি	৯৪.৯৬	২২-০৬-২০০৯	২৮-১২-২০০৯	১০০%	৯৪.৯৫	
০৫	গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (জনগনের জন্য জরুরী গ্রাম নেটওয়ার্ক এবং বাজার উন্নয়ন ও পুনর্বাসন), ২য় পর্যায়	১৪.৯৯	১০-১১-২০০৯	১৬-০৩-২০১০	১০০%	১৪.৮৫	
০৬	অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রামীণ, স্থানীয় সড়ক, বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	১৫১.৬৬	৩০-০৩-২০০৯	০২-১০-২০১৩	১০০%	১০৯.০৫	এন ও এ দাখিল করা হয়েছে
০৭	গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (সড়ক, সেতু, কালভার্ট ও গ্রোথ সেন্টার, বাজার ইত্যাদি)	২২০.২৫	১২-১০-২০০৯	১৮-০২-২০১০	১০০%	২১৯.৯২	
০৮	ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক নির্মান এবং বৃহত্তর ময়মনসিংহ এলাকার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	২৮৮১.০৩	২৬-১০-২০০৯	২০-০৬-২০১৪		১৯০১.৭০	
০৯	আই ভি আই ডি পি	৩৮.৩০	০৮-০৪-২০০৯	০৯-০৪-২০০৯	১০০%	৩৮.২৫	
১০	এস এস ডাব্লিউ ও আর ডি এস পি-২	৯৪.৭০	২১-০৭-২০০৯	২০-১২-২০০৯	১০০%	৯৪.৭০	
১১	জিওবি রক্ষণাবেক্ষণ কাজ	৩৮৪.৬০	০৫-১১-২০০৯	২৬-০৪-২০১৩	১০০%	৩৮১.৪২	
১২	জেডিসি রক্ষণাবেক্ষণ কাজ	৯৭.৮২	২৪-০১-২০১১	১৮-০৬-২০১১	১০০%	৯৭.৮০	
১৩	আর আই পি-২	৯৯৪.৩৪	২৭-০৫-২০০৯	০৭-০৭-২০১০	১০০%	৯৭৬.৩৪	
১৪	পিডিপি-২/মেরামত কাজ	৪৬.২৭	২৯-০৯-২০০৯	১৫-০৫-২০১১	১০০%	৪৫.৯৮	
১৫	আরসিসি সেতু নির্মাণ প্রকল্প	১২৯.৯৪	২১-০৬-২০১০	১৫-০৫-২০১২	১০০%	১২৯.৯৩	
১৬	অগ্রাধিকার ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ গ্রাম অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	১৫৫৩.৩১	২০-০৭-২০১০	২০-০৪-২০১৩	১০০%	১২৫১.২৩	
১৭	জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	৭১০.১২	২১-১১-২০১০	২৪-০৮-২০১১	১০০%	০.০০	
১৮	গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প, বৃহত্তর ঢাকা, টাঙ্গাইল ও কিশোরগঞ্জ জেলা	৬৭৬.৩৬	০২-১১-২০১১			২৬২.৩১	
১৯	নরসুন্দা নদী পুনর্বাসন ও পৌরসভা এলাকায় সাইট উন্নয়ন প্রকল্প	৪১১৯.৪৪	০২-১০-২০১২			২১৫৮.০০	
২০	জাতীয় মহিলা সংস্থার জেলা কমপ্লেক্স প্রকল্প	২৫৬.৭৬	০৪-১০-২০১৩	১৬-১১-২০১৩	৬০%	১২৩.০০	
২১	উপজেলা ও ইউনিয়নে দীর্ঘ সেতু প্রকল্প	৩৯৮.৪৫	০৭-১১-২০১২	০৬-১১-২০১৩	৮০%	২৬৫.০০	
২২	বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও	৫০.৩৫	২৪-১২-২০১২	০১-০৬-২০১৩	৮০%	৩০.০৫	

ক্রমিক নং	প্রকল্প/স্কীম এর নাম	চুক্তি মূল্য/বাজেট (লক্ষ টাকায়)	শুরুর তারিখ	কাজ শেষের তারিখ	অগ্রগতি	ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	মন্তব্য
	ফরিদপুর নি লিফট পাম্প প্রকল্প						
২৩	৩য় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পি ইউ ডি পি-৩)	৪৪.৪৯	১৯-১২-২০১২	২৫-১২-২০১৩	০%	০.০০	
২৪	গ্রামীণ পরিবহন উন্নয়ন প্রকল্প-২(আর টি আই পি-২)	৫৪.৭২	১১-০২-২০১৩	১০-০২-২০১৪	১০%	০.০০	
২৫	উপজেলা প্রকল্প থেকে	১২৪৫.৬৯	০১-০১-২০০৯	১৬-০৭-২০১৩	১০০%	৪৫৭.০৩	
মোট		১৪৬২৪.২৬				৯০১৫.৭৫	

উৎসঃ এলজিইডি অফিস, কিশোরগঞ্জ।

শুধুমাত্র জাতীয় মহাসড়ক, আঞ্চলিক মহাসড়ক এবং জেলা সড়কগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সরকারের সড়ক ও জনপথ বিভাগ কাজ করে। সুতরাং পৌরসভার ভেতরের রাস্তার আর ৩৬০, আর ৩৬৪, জেড ৩৬০২, জেড ৩৬০৩, জেড ৩৬০৪ এবং জেড ৩৬১৬-এই রাস্তারগুলো সড়ক ও জনপথ বিভাগের কার্যক্ষেত্র। যেহেতু কিশোরগঞ্জ পৌরসভা একটি জেলার মূল সদর এবং শহরের আঞ্চলিক যোগাযোগ যেহেতু এই মহাপরিকল্পনা তৈরিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, সেহেতু সড়ক ও জনপথ বিভাগের দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পের তালিকা নীচের সারণি ৭.১৪-তে সংক্ষিপ্ত আকারে দেয়া হলোঃ

সারণি-৭.১৪: সড়ক ও জনপথ বিভাগ কর্তৃক ময়মনসিংহ সার্কেলে গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প/কাজের তালিকা

ক্রমিক নং	এডিপি নং	প্রকল্পের নাম	সম্ভাব্য ব্যয়	অগ্রগতি বর্তমান অর্থবছরের (২০১২-২০১৩) জুন, ২০১৩ পর্যন্ত (%)		শুরু থেকে বর্তমান অর্থবছরের (২০১২-২০১৩) জুন, ২০১৩ পর্যন্ত (%)	
				আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত
০১	২৭	এডিপি রাস্তার উন্নয়ন প্রকল্পঃ কিশোরগঞ্জ-করিমগঞ্জ-চামড়াঘাট-মিঠামিনধরা উন্নয়ন (কিশোরগঞ্জ-চামড়াঘাট অংশ)	২৪৯৭.৮৫	১০০% (৪০.০০)	১০০% (৪০.০০)	৮৬.৫৪%	৮৬.৫৪%
০২	২৯	কিশোরগঞ্জ-নিকলি রাস্তার উন্নয়ন প্রকল্প (মোহারকোনা সংযোগ সড়ক)	২২৫৫.৫৪	১০০% (১৮৪.০০)	১০০% (১৮৪.০০)	৯৮.৯২%	৯৮.৯২%
০৩	৮৫	আকদাড়িয়া-পোড়াদিয়া-আগড়পুর রাস্তার বাকী কাজ সমাপ্তি	৫৩৬.৮৭	১০০% (৫০.০০)	১৭০% (৮৫.০০)	২২.৩৫%	২৮.৮৭%
০৪	১১৩	কিশোরগঞ্জ-করিমগঞ্জ-চামড়াঘাট-মিঠামিনধরা উন্নয়ন প্রকল্প (কিশোরগঞ্জ-চামড়াঘাট অংশ)	৪৪১৮.৮২	১০০% (১৭৫০.০০)	১০০.৫৭% (১৭৬০.০০)	৪৬.৪০%	৪৬.৬২%
০৫	১১২	উজানচড়-বাজিতপুর-অষ্টগ্রাম রাস্তার উন্নয়ন প্রকল্প (বাজিতপুর-অষ্টগ্রাম অংশ)	৭৯৩.৯৯	১০০.০০% (২৬০০.০০)	১০০.০২% (২৬১৭.৪০)	৩৭.৮৩%	৩৮.০৫%
০৬	১৩১	ইতনা-বরইবাড়ী-চামড়াঘাট রাস্তার উন্নয়ন প্রকল্প	৭৬২৫.২৭	১০০.০০% (৮০০.০০)	১০৮.১৩% (৮৬৫.০০)	১০.৪৯%	১১.৩৪%
০৭	৩৮	জেলা শহরের রাস্তার উন্নয়ন প্রকল্পঃ কেন্দুয়া রোড (রসুলপুর সংযোগ সড়ক)	৮২৯.৮৬	১০০.০০% (২৬.৮৪)	১০০.০০% (২৬.৮৪)	৬০.৪৭%	৬০.৪৭%

উৎসঃ সড়ক ও জনপথ বিভাগ, কিশোরগঞ্জ

প্রকল্প এলাকায় গণপূর্ত বিভাগ, কিশোরগঞ্জ জেলা বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পগুলোর নাম এবং বিবরণ সারণি ৭.১৫-তে দেয়া হলো।

সারণি-৭.১৫ঃ গণপূর্ত বিভাগ, কিশোরগঞ্জ জেলা কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প/কাজের তালিকা

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের স্থান	বিস্তারিত বিবরন
১	নতুন জেলা কারাগার নির্মাণ	কাটাবাড়িয়া	ক. ৪ তলা একাডেমিক ভবন খ. ৪ তলা ছাত্রাবাস ভবন গ. ৩ তলা শিক্ষক আবাস
২	আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ	খিলপাড়া	২৮.০০ একর জমির উপর বিভিন্ন স্থাপনা
৩	টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট	কাটাবাড়িয়া	নির্মাণাধীন ৪ তলা ভবন
৪	চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ	কারামুলি	৩ তলা ভবন
৫	মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ	জজ কোর্টের পিছনে পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট	নির্মাণাধীন ৬ তলা ভবন
৬	শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল হাসপাতাল	খড়ম পট্টি	৩ তলা ভবন
৭	নতুন জেলা কারাগার নির্মাণ	যশোদল	২০.৮০ একর জমির উপর বিভিন্ন স্থাপনা

উৎসঃ গণপূর্ত বিভাগ, কিশোরগঞ্জ।

সরকারী স্থাপনা, অবকাঠামো এবং উপাসনার স্থান নির্মাণ, উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ জেলা পরিষদের কাজ। ২০১২-০২০১৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) আওতায় জেলা পরিষদ ১৬ (ষোল) টি উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নিয়েছে এবং বাস্তবায়ন করেছে। সারণি ৭.১৬-তে প্রকল্পগুলোর বিস্তারিত বর্ননা দেয়া হলো।

সারণি-৭.১৬: এডিপি(রিজার্ভ) ফান্ড থেকে ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে জেলা পরিষদের গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্প/কাজের তালিকা

ক্রমিক নং	উপজেলা	প্রকল্পের নাম	সম্ভাব্য ব্যয়	প্রদত্ত বাজেট	সমাপ্তির হার	বাকী কাজ	মন্তব্য
০১	সদর	জেলা আইনজীবী সমিতির ৫ তলা ভবন	১২০০০০০০	২০০০০০	দ্রুত শুরু হবে	১০০.০০ (লক্ষ)	
০২	সদর	সৈয়দ নজরুল ইসলাম মহিলা কলেজের ৬ তলা ছাত্রাবাস ভবন	১২০০০০০০	৯০০০০০০	২০%	৩০.০০ (লক্ষ)	
০৩	সদর	হযরতনগর উপজেলা পরিষদ আলিয়া মাদ্রাসা, সৈয়দ নজরুল ইসলাম একাডেমী	১৩০০০০০০	১০০০০০০০	২৫%	৩০.০০ (লক্ষ)	
০৪	সদর	কিশোরগঞ্জ ডায়াবেটিক সমিতির ভবন	২০০০০০০	২০০০০০০	১০%		
০৫	সদর	আক্রাবাজার মাদানী মসজিদ	৪৫০০০০০	২০০০০০০	৫০%	২৫.০০ (লক্ষ)	
০৬	সদর	কিশোরগঞ্জ প্রেস ক্লাবের অবশিষ্ট কাজ	৪৫০০০০০	২৫০০০০০	১৫%	২০.০০ (লক্ষ)	
০৭	সদর	কিশোরগঞ্জ মুক্তিযোদ্ধা জেলা ইউনিট কমান্ড কাউন্সিলের উন্নয়ন	৪০০০০০	৪০০০০০	৫০%		
০৮	সদর	সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়ী মন্দিরের উন্নয়ন	১০০০০০০	১০০০০০০			টেন্ডার ডাকা হয়েছে
০৯	সদর	নজরুল উলুম মহিলা মাদ্রাসা এবং এতিমখানা	৩০০০০০০০	৫০০০০০০		২৫০.০০ (লক্ষ)	
১০	সদর	ইসলাম জামে মসজিদ উন্নয়ন	৪০০০০০০	১০০০০০০		৩০.০০ (লক্ষ)	
১১	সদর	কিশোরগঞ্জ হাসপাতাল জামে মসজিদ উন্নয়ন	১১০০০০০০	১০০০০০০		১০০.০০ (লক্ষ)	
১২	সদর	কিশোরগঞ্জ ডায়াবেটিক সমিতির ভবন উন্নয়ন	১০০০০০০	১০০০০০০			
১৩	সদর	গোলজান মসজিদ উন্নয়ন	৫০০০০০	৫০০০০০			
১৪	সদর	কিশোরগঞ্জ পুলিশ লাইন উচ্চ বিদ্যালয় উন্নয়ন	১৪৫০০০০০	৫০০০০০		১৪০.০০ (লক্ষ)	
১৫	সদর	কিশোরগঞ্জ পুলিশ লাইন গোলাঘর নির্মাণ	৫০০০০০	৫০০০০০	১০০%		
১৬	সদর	শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ উন্নয়ন	১৫০০০০০০	৯০০০০০০	৫০%	৬০.০০ (লক্ষ)	

উৎসঃ জেলা পরিষদ কার্যালয়, কিশোরগঞ্জ।

পৌরসভা এলাকায় এককভাবে বা যৌথভাবে পৌরসভার সঙ্গে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগ (জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর) পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবা প্রদান করে। উপরন্তু, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর অবকাঠামো উন্নয়নও কারিগরি সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে পৌরসভার উন্নয়নের সহাসারণি ভূমিকা পালন করে। পরীক্ষাগার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পানি পরীক্ষা সুবিধা শক্তিশালীকরন, ভূতাত্ত্বিক জরিপের মাধ্যমে নিরাপদ পানির উৎস সন্ধান এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সামাজিক সংহতি বৃদ্ধি করে পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন অবকাঠামো ব্যাবস্থাপনা ইত্যাদি জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এর প্রধান দায়িত্ব।

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃপক্ষ, কিশোরগঞ্জ থেকে প্রাপ্ত রিপোর্ট থেকে দেখা যায় যে, মাধ্যমিক শহরের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টর (জিওবি-এডিবি) প্রকল্প কিশোরগঞ্জ পৌরসভার একমাত্র চলমান প্রকল্প। পাশাপাশি, এডিপির অধীনে পৌরসভা এলাকায় ড্রেন নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ করার কাজও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর গ্রহণ করেথাকে।

বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি নিষ্কাশন (এফসিডি) প্রকল্প ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ (এফসিডিআই) প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্ব বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের (বাপাউবো)। পৌরসভার সন্নিকটে বাঁধ, সেচ খাল, নিষ্কাশন চ্যানেল, সেতু, নর্দমা, রেগুলেটর এবং অন্যান্য পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড দেশের অন্যান্য এলাকার মত এই পৌরসভাতেও নিষ্কাশন এবং সেচ সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এফসিডি/এফসিডিআই প্রকল্পগুলো ১০০০ হেক্টরেরও বেশি এলাকাকে সেচ সুবিধার আওতায় নিয়ে এসেছে। বাকী এলাকা স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ (এলজিইডি) উপর ন্যস্ত। কিশোরগঞ্জের বাপাউবো অফিসে রিপোর্ট অনুযায়ী, সাম্প্রতিককালে কিশোরগঞ্জ পৌরসভায় বর্তমানে চলমান কোন প্রকল্প বা সম্প্রতি শেষ হওয়া প্রকল্প নেই।

৭.৬.৪ বর্তমান/সাম্প্রতিক অতীতে এনজিও দ্বারা বাস্তবায়িত অবকাঠামো সম্পর্কিত উন্নয়ন প্রকল্প সমূহের বিবরণ

কিশোরগঞ্জ পৌরসভায় অনেক এনজিও কাজ করে। গ্রামীণ ব্যাংক, ব্র্যাক, আশা, পপি ইত্যাদি এখানকার জনপ্রিয় এনজিও কিন্তু তাদের কার্যক্রম মূলতঃ দারিদ্র্য বিমোচন এবং আয় ও দরিদ্র শ্রেণীর মানুষের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত। এছাড়া তাদের ভেতর গুটিকয়েকটি এনজিও মাঝে মাঝে স্যানিটারি ল্যাট্রিন, স্কুল ইত্যাদি নির্মাণ করে এবং আরসিসি রিং বিতরণ করে। তারা অন্য কোন ধরনের অবকাঠামো উন্নয়নের সঙ্গে জড়িত নয়।

৭.৬.৫ বর্তমান/সাম্প্রতিক অতীতে বেসরকারী উদ্যোগে বাস্তবায়িত অবকাঠামো সম্পর্কিত উন্নয়ন প্রকল্প সমূহের বিবরণ

সাধারণত বেসরকারি খাত তাদের নিজেদের জন্য লাভজনক কাজগুলো হাতে নেয়। অবকাঠামো উন্নয়ন মূলতঃ গণমানুষের জন্য যা বাস্তবায়ন করার দায়িত্ব মূলতঃ সরকারের। কিশোরগঞ্জ পৌরসভায় এ যাবৎ কালে বেসরকারী উদ্যোগে বাস্তবায়িত কোন অবকাঠামো সম্পর্কিত উন্নয়ন প্রকল্পের নজির নেই।

৭.৬.৬ উন্নয়ন প্রকল্প সমূহের পর্যালোচনা এবং পৌরসভার মহাপরিকল্পনা প্রস্তুতির উপর তাদের প্রভাব

কিশোরগঞ্জ পৌরসভার পূর্ববর্তী এবং বিদ্যমান উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে এ সকল প্রকল্প গুলো ছিলো প্রধানত স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে ড্রেন নির্মাণ, প্লাস্টারিং, পুনর্বাসন, ক্রস ড্রেন নির্মাণ, আরসিসি সড়ক সম্প্রসারণ, ফুটপাথ তৈরি, মাটি ভরাট ইত্যাদি।

এটা স্পষ্ট যে, সবগুলো প্রকল্পই সামগ্রিক উন্নয়ন পরিকল্পনার অংশ না হয়ে অ্যাড-হক ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, পৌরসভার কিছু মহল্লায় ড্রেন নির্মাণ করতে হয়েছে যেগুলো ঢালের ঠিক নিয়ম রক্ষা করে তৈরি করা যায়নি এবং যেগুলোর কোন নিষ্কাশন মুখ নেই। অনুরূপভাবে, কিছু রাস্তার রাস্তার নির্মাণ করা হয়েছে যেগুলোর অন্য রাস্তার সাথে কোন সংযোগ নেই।

খুব সংকীর্ণ কিছু রাস্তার রয়েছে যেগুলোর সম্প্রসারন প্রয়োজন। পাশাপাশি জ্যামিতিক নকশা অনুযায়ী কিছু রাস্তার মোড় পুনর্নির্মান প্রয়োজন। কিন্তুচলমান প্রকল্প পর্যালোচনার সময় পরামর্শক এ ধরনের কোন প্রকল্প পায়নি যেটা হাতে নেয়া হয়েছে।তবে, বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে দোষ গুনের নির্মোহ বিচার বিশ্লেষন করে তহবিলের প্রাপ্যতা সাপেক্ষে উন্নয়ন প্রকল্প চিহ্নিত কারে মাস্টার প্ল্যান প্রস্তুত করা হবে।

৭.৭ নাগরিক সেবা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও নিরীক্ষণ

এযাবৎকালে নগর পরিকল্পনা উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন এবং সকল ধরনের ডেভেলপারদের দ্বারা অবহেলিত হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে মাস্টার প্ল্যানের সফল বাস্তবায়নের জন্য নিম্নলিখিত সুপারিশসমূহ করা হলোঃ

৭.৭.১ উন্নয়ন নিয়ন্ত্রন প্রক্রিয়া কম্পিউটারাইজেশান

উন্নত কম্পিউটার সফটওয়্যার ব্যবহার করে প্রস্তুতকৃত পৌরসভার এই মাস্টার প্ল্যান একটি অত্যন্ত সমৃদ্ধ ডাটাবেস প্রদান করেছে। পরিকল্পনা অনুমোদনের জন্য আবেদনকারী দ্বারা উপলব্ধ করা তথ্য যাচাই করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে পরিকল্পনাবিদের যে সকল তথ্য দরকার, কম্পিউটারের মাধ্যমে সহজে সেগুলো তিনি সহজেই পেতে পারেন। পৌরসভার নগর পরিকল্পনাবিদের জিআইএস প্ল্যাটফর্মে কাজ করার প্রশিক্ষণ আছে যেটা সহজে এবং দক্ষতার সাথে উন্নয়ন নিয়ন্ত্রন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে তাকে উপযুক্ত করে তুলেছে। কম্পিউটার ভিত্তিক ডাটাবেস থেকে দক্ষতার সঙ্গে এবং সহজে তথ্য প্রচারেরও ব্যাবস্থা করা যায়। এটি (কম্পিউটারাইজেশন) তথ্য ধারনের একটি নিরাপদ, দক্ষ এবং নির্ভরযোগ্য উপায় যেটা দামেও সস্তা। সুবিধাজনক সফটওয়্যার ব্যাবহার করে কম্পিউটারভিত্তিক একটি উন্নয়ন নিয়ন্ত্রন এবং প্ল্যান অনুমোদন প্রক্রিয়া চালু করার এই সুযোগ কিশোরগঞ্জ পৌরসভার নেয়া উচিত।

৭.৭.২ অপরিকল্পিত উন্নয়নের খারাপ দিকগুলো সম্পর্কে জনসাধারনকে সচেতন করা

মানুষ পরিকল্পনা লঙ্ঘন এবং এলোমেলো উন্নয়নের খারাপ দিকগুলো সম্পর্কে বেশিরভাগ সময়েই অজ্ঞ। তাই, পরিকল্পনা লঙ্ঘন দেশের বেশিরভাগ শহরের জন্য-ই খুব সাধারণ একটি ঘটনা। একবার জমির ব্যবহার পরিবর্তন করা হলে সেটা স্থায়ী হয়ে যায় এবং সেটা সহজে বা স্বল্প সময়েপূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নেয়া কঠিন-সাধারন মানুষ এটা বুঝতে চায় না। অপরিকল্পিত উন্নয়নের কুফল প্রজন্মের পর প্রজন্ম চলতে থাকে। নগর পরিকল্পনা ভৌত উন্নয়নের একটা অংশ-এই বোধের একটা সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে। জনসাধারনকে এটা বোঝাতে হবে। পরিকল্পনা অনুমোদন প্রক্রিয়ার সকল কষ্ট লাঘব করতে হবে। এছাড়া পরিকল্পনা অনুমোদন করার জন্য ওয়ান স্টপ সেবা চালু করতে হবে। ওয়ান স্টপ সেবার ব্যাপক প্রচারের মাধমে পরিকল্পিত উন্নয়নের সুবিধা এবং অপরিকল্পিত উন্নয়নের অসুবিধাগুলো জনসাধারনের কাছে তুলে ধরতে হবে। মতবিনিময়সভা, লিফলেট এবং মিডিয়ার মাধ্যমে প্রচার ও প্রকাশনা ইত্যাদি এ ব্যাপারে সাহায্য করবে। পরিকল্পনার বিভিন্ন নথি আগ্রহী জনসাধারন যেন সহজে এবং ন্যায্য খরচে পেতে পারে সে ব্যাবস্থা করতে হবে। এ সকল নথির বাংলা সংস্করণ যদি সহজলভ্য করা সম্ভব হয়, তাহলে ধীরে ধীরে জনগন এ বিষয়ে আগ্রহী হবে এবং ভূমি উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার সময় পরিকল্পনা অনুসরণ করবে।

৭.৭.৩ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ইচ্ছা

বর্তমান পরিকল্পনা প্যাকেজ পাশ হয়েযাওয়ার সাথে সাথে কিশোরগঞ্জ পৌরসভাকে নগর উন্নয়ন এবং উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। এ লক্ষ্যে পরিকল্পনা শাখায় যোগ্যতা সম্পন্ন জনবল এবং রসদ সরবরাহ একান্ত প্রয়োজন। পৌরসভার অভ্যন্তরের বিভিন্ন প্রস্তাবিত রাস্তার রাইট অব ওয়ে দৃঢ়তার সাথে সংরক্ষন করতে হবে যেন তাতে অন্য কোনো ধরনের উন্নয়নের অনুমতি প্রদানকরা না হয়। পরিকল্পনা বাস্তবায়ন একটু সময় নিতে পারে কিন্তু প্রস্তাবিত রাস্তার রাইট অব ওয়ে সংরক্ষন করতে না পারলে সেটা ভবিষ্যতে জনসাধারনের চলাচলকে অবশ্যই বাধাগ্রস্ত করবে। একই সাথে কিশোরগঞ্জ পৌরসভাকে এই পরিকল্পনাটাকে নগরে উন্নয়ন কাজের সাথে জড়িত অন্যান্য সংস্থার সাথে সম্পর্কযুক্ত করতে হবে যেন এটা অন্যান্য সংস্থার প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র নিয়ে পরিকল্পনাকে সমন্বিতভাবে বাস্তবায়নে সাহায্য করে।

৭.৭.৪ পরিকল্পনি সাথে প্রাসঙ্গিক নতুন আইনগত ব্যবস্থা সমূহ

স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন ২০০৯ তাদের দ্বারা প্রস্তুত করা মাস্টার প্ল্যানের প্রকৃতি এবং পদ্ধতি বিস্তারিতভাবে বর্ননা করেনি। এতে আইনের মাধ্যমে জারীকৃত অভিযোজন পদ্ধতির ব্যাখ্যা থাকা উচিত। এই আইনের মাধ্যমে সরকারী-বেসরকারী নির্বিশেষে সকল উন্নয়ন খাতে পৌরসভা অধিভূক্ত অঞ্চলে পৌর কর্তৃপক্ষের পারমিট ইস্যু করার একচেটিয়া

অধিকার থাকা উচিত। এছাড়াও উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ কর্মকান্ড শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে এটির আইনি সহায়তা প্রদান করা উচিত। এছাড়াও নিম্নোক্ত নীতিমালা ও বিধানসমূহ তৈরির সুপারিশ করা হচ্ছেঃ

- জাতীয় নগর নীতিমালা
- ইমারত নির্মাণ বিধিমালা
- ভূমি পুনর্বিন্যাস আইন
- নির্দেশিত ভূমি উন্নয়ন আইন
- পুনঃউন্নয়ন/নগর পুনর্নবায়ন আইন
- ভূমি অদল-বদল আইন

৭.৭.৫ অসামঞ্জস্যপূর্ন ভূমি ব্যবহার নিস্পত্তির জন্য নীতিমালা

বর্তমান পরিকল্পনা প্যাকেজ কার্যকর হোয়ার সাথে সাথে যে সকল ভূমি ব্যবহার অসামঞ্জস্যপূর্ন হয়ে যাবে, সেগুলোকে খুজে বের করে সাথে সাথে তালিকা প্রস্তুত করতে হবে এবং তাদের স্থানান্তরের জন্য অবিলম্বে জায়গা চিহ্নিত করতে হবে। কিশোরগঞ্জ পৌরসভার এই উদ্যোগ নিতে হবে যেন তা দ্রুত সামঞ্জস্যপূর্ন ভূমি ব্যবহারে রূপান্তরিত হয়। প্রতিটি অবকাঠামোর ক্ষেত্রে রেকর্ড প্রস্তুত করে স্বচ্ছতার সঙ্গে তদারক করে প্রয়োজনানুযায়ী প্রতিকারমূলক ব্যাবস্থা নিতে হবে।

৭.৭.৬ কর্ম এলাকা পরিকল্পনা প্রস্তুতি

উন্নয়ন কাজের জন্য তহবিল এবং ভূমি দুটোই প্রয়োজন কিন্তুপৌরসভার তহবিল নতুন প্রকল্পের প্রয়োজনীয় তহবিলের যোগান হিসাবে যথেষ্ট নয়। এছাড়া নতুন রাস্তার ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প জন্য প্রয়োজনীয় ভূমি অত্যন্ত ব্যাবহুল বলে ক্রয় করা সম্ভব নয়। এইসব ক্ষেত্রে ভূমি মালিকদের উন্নয়ন অংশীদার হিসাবে জড়িত করতে হবে। উন্নয়ন খরচ কমানোর জন্য কিশোরগঞ্জ পৌরসভার ভূমি মালিকদের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সঙ্গে জড়ানো উচিত। এ প্রক্রিয়ায়, সংশ্লিষ্ট আইনের ভিত্তিতে কিছু এলাকাকে উন্নয়ন এলাকা (উন্নয়ন গলি?) হিসাবে ঘোষনা দেয়া উচিত যেখানে ভূমি মালিকরা উন্নয়নের অংশীদার হবেন এবং ভূমি প্রদানের মাধ্যমে উন্নয়ন খরচের নির্দিষ্ট অংশ বহন করবেন। এটাকে বাস্তবায়ন করার জন্য, কিশোরগঞ্জ পৌরসভাকে “নির্দেশিত ভূমি উন্নয়ন” বা “ভূমি পুনর্বিন্যাস” বা এ ধরনের কোন কর্ম এলাকা পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে হবে। এটা অত্যন্ত কঠিন কিন্তু সম্ভবপর একটা কাজ যদি কিশোরগঞ্জ পৌরসভা দৃঢ় সংকল্প এবং ইচ্ছা প্রকাশ করে। সিটি কর্পোরেশনের দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে এবং উপযুক্ত সময়ে কাজ করতে হবে।

৭.৭.৭ উপযুক্ত অর্গানোগ্রাম এবং জনবলের মাধ্যমে পৌরসভার সংস্কার

কিশোরগঞ্জ পৌরসভা বর্তমানে একটি খুব ছোট জনবলের মাধ্যমে এর কর্মকান্ড সম্পাদন করছে। এই জনবল অপর্যাপ্ত এবং এই ধরনের একটি বড় শহর এতো অল্প জনবলের মাধ্যমে চালানো অত্যন্ত কঠিন। নগর পরিকল্পনা বিভাগ শুধুমাত্র একজন নগর পরিকল্পনাবিদ দিয়ে চলছে যেখানে এ সকল কর্মকান্ড চালানোর যন্ত্রপাতি-ও অপ্রতুল। প্রস্তাবিত অর্গানোগ্রামে সঠিকভাবে টাউন প্ল্যানিং ডিপার্টমেন্টের গুরুত্ব-ও প্রতিফলিত হয়নি। এটা পরিবর্তন করা উচিত। পরামর্শক-এর প্রস্তাবিত অর্গানোগ্রাম সংযোজনী হিসাবে এখানে সংযুক্ত করা হলো।

৭.৭.৮ বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয়

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে সরকারী খাতের উন্নয়ন কাজগুলো হয়ে থাকে। কিন্তু সংস্থাগুলোর মধ্যে কোনো সমন্বয় দেখা যায় না। ফলে পুনরাবৃত্তি, সম্পদের ক্ষয়-ক্ষতি এবং অসুবিধা তৈরী হয়। পরিকল্পনার রক্ষাকর্তা হিসেবে কিশোরগঞ্জ পৌরসভাকে বিভিন্ন অংশীদার এবং লাইন সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয় কার্যকর করতে হবে। কিশোরগঞ্জ পৌরসভাকে তার পরিকল্পনা, সিদ্ধান্ত এবং নিয়ন্ত্রন এলাকা সম্পর্কে তার অবস্থান সংস্থাগুলোকে নিয়মিত জানাতে হবে। এভাবে সংস্থাগুলোর মধ্যে ভালো সম্পর্ক গড়ে উঠবে। এটা কিশোরগঞ্জ পৌরসভার আওতাভুক্ত ভূমি সম্পর্কিত সকল উন্নয়ন কর্মকান্ডে যৌথ সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করবে। সরকারী সংস্থা কর্তৃক অসামঞ্জস্যপূর্ন এবং আইন বহির্ভূত নির্মান বন্ধ করতেও এটা সহায়তা করবে।

প্রতিটি বাস্তবায়নকারী সংস্থা বাস্তবায়ন এবং পর্যবেক্ষণ করার কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত থাকবেন এবং পৌর মেয়র সদা সতর্ক থাকবেন কেননা তিনি এই মহাপরিকল্পনার রক্ষক (তত্ত্বাবধায়নকারী)। যে কোন উন্নয়ন মহাপরিকল্পনার প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা-এটা তার সব সময় খেয়াল রাখতে হবে।

সারণি ৭.১৭ঃ নগর সেবা সমূহের বাস্তবায়ন

নগর সেবা সমূহ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
গৃহায়ন প্রকল্প	জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, পৌরসভা
শিল্প এলাকা	শিল্প মন্ত্রনালয়
নগর কেন্দ্র	পৌরসভা, স্থানীয় সরকার, পলল্গী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ
প্রতিবেশ কেন্দ্র কমপ্লেক্স	
বিদ্যুৎ সরবরাহ	পিজিসিবি
পানি সরবরাহ	পৌরসভা ও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
ভূপৃষ্ঠস্থ পানি পরিশোধন সুবিধা	পৌরসভা ও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
সেপটিক ট্যাঙ্ক সুবিধা	পৌরসভা ও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

নগর সেবা সমূহ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
নবায়নযোগ্য শক্তি কেন্দ্র	পৌরসভা, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
ফায়ার স্টেশন	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
প্রাথমিক বিদ্যালয়	পৌরসভা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, এলজিইডি
উচ্চ বিদ্যালয়	পৌরসভা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, এলজিইডি
কলেজ	পৌরসভা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাদ্রাসা ও অন্যান্য শিক্ষা সুবিধা	পৌরসভা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ধর্ম বিষসারণি মন্ত্রণালয়
পশু হাসপাতাল ও গবেষণা কেন্দ	মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়
পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
বিশ্ববিদ্যালয়	বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
পার্ক	পৌরসভা, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়
খেলার মাঠ	
মসজিদ/মন্দির/গীর্জা	পৌরসভা, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
কবরস্থান/শ্মশানঘাট	
ঈদগাহ	
স্বাস্থ্য কেন্দ্র	পৌরসভা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল	

৭.৭.৯ বাস্তবায়ন/প্রয়োগ

দেখা যায় যে, আইন বহির্ভুত নির্মান বন্ধ করার জন্য যেসব আইন রয়েছে তা প্রয়োগ করা হয় না। এর ফলে পরিকল্পনা অমান্য করা একটি সাধারন চর্চায় দাঁড়িয়ে গেছে। সুতরাং আইন বহির্ভুত উন্নয়ন নিয়ন্ত্রন করার জন্য আইনের কঠোর প্রয়োগ ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই।

৭.৭.১০ পরিকল্পনা অমান্য করার শাস্তি

ব্যক্তি, ডেভেলপার এবং সরকারি সংস্থা কর্তৃক পরিকল্পনা অমান্য করলে শাস্তির বিধান রয়েছে। পরিকল্পনা অমান্য করার শাস্তি খুবই কম এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মান্য করা হয় না। ডেভেলপারদের পরিকল্পনা মানতে বাধ্য করার জন্য শাস্তির প্রবিধান বৃদ্ধি করে কঠোরভাবে মানতে হবে।

৭.৭.১১ সঠিক সময় পর পরিকল্পনাটি পুনঃ মূল্যায়ন

গতিশীল আর্থ-সামাজিক অবস্থায় অর্থনৈতিক অবস্থা দ্রুত পরিবর্তন হয় বলে এজন্য পরিকল্পনার নিয়মিত পুনর্মূল্যায়ন করতে হয়। এই পরিবর্তনের ফলে প্রত্যেকের আশ্রয় ও সেবার চাহিদাও পরিবর্তন হয়। এজন্য পরিকল্পনার কার্যকারিতা ও কর্মক্ষমতার অন্তর্বতীকালিন পুনর্মূল্যায়ন করতে হয়। পরিকল্পনাটির পুনর্মূল্যায়ন করে সময়ের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য কিশোরগঞ্জ পৌরসভার সঠিক সময়ে উদ্যোগ নেয়া উচিত।

৭.৭.১২ সংরক্ষণ এবং ওয়েবে প্রকাশ

পরিকল্পনাটি প্রদর্শনের জন্য সবার জন্য প্রবেশযোগ্য একটি শক্তিশালী কার্যকর অয়েব সাইট চালু করা হয়েছে। ওয়েব সাইটটিতে পরিকল্পনাটির সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে নিয়মিত তথ্য দিতে হবে। মাষ্টার প্ল্যান সম্পর্কিত সকল কাগজপত্র কিশোরগঞ্জ পৌরসভার লাইব্রেরিতে সংরক্ষণ করতে হবে যেখানে সকল জনগনের সহজ প্রবেশাধিকার থাকবে। এর ফলে পরিকল্পনাটি অব্যবস্থাপনা, ভুল সিধান্ত/ভুল বোঝাবুঝি ও ধোকার হাত থেকে রক্ষা পাবে।

৭.৮ অননুমোদিত দখল উচ্ছেদ

কোন ব্যাক্তির দ্বারা সরকারি জমি ও ভবন বা কোন স্থাপনা বা মহাসড়কের জন্য রাখা জমির ভেতর অবৈধ অনুপ্রবেশেকে দখল বলা হয়। জল ও নিষ্কাশন চ্যানেল নিরাপদ রাখা এবং সড়ক ও রেলপথে যানজট ও দুর্ঘটনা এড়াতে উচ্ছেদ কার্য পরিচালিত হয়। এটা সরকারী জায়গায় অবৈধ অনুপ্রবেশ ধ্বংশের একটি প্রক্রিয়া।

৭.৮.১ অননুমোদিত দখল উচ্ছেদের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ

আগের গবেষণা থেকে দেখা যায় যে, প্রকল্প এলাকার জমির একটি বিরাট অংশ ভূমিদস্যুরা অবৈধভাবে দখল করে আছে। ভূমিদস্যুরা বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের অধীনে থাকা জমি তাদের নিজস্ব উপায়ে তাদের সাথে ভাগাভাগি করে। কিন্তু সকল ক্ষেত্রে, কর্তৃপক্ষ উচ্ছেদের সময় সুরক্ষার জন্য ডিসি অফিস থেকে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ সুপার অফিস থেকে পুলিশের সাহায্য কামনা করে। সারণি ৭.১৮-এ অননুমোদিত দখল উচ্ছেদের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের তালিকা দেয়া হলো।

সারণি ৭.১৮ঃ প্রকল্প এলাকায় অননুমোদিত দখল-এর উচ্ছেদের জন্য দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ

ভূমির ধরন	দয়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ
নরসুন্দা নদী ও নদীতীর	বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ)
রেলওয়ে এবং এর সম্পত্তি	রেল কর্তৃপক্ষ
রাস্তার	১. সওজ ২. এলজিইডি

	৩. কিশোরগঞ্জ পৌরসভা
ড্রেন	কিশোরগঞ্জ পৌরসভা
জলাভূমি	১. কিশোরগঞ্জ পৌরসভা ২. পরিবেশ অধিদপ্তর
খাস জমি	ডিসি অফিস
পৌরসভার জমি	কিশোরগঞ্জ পৌরসভা

৭.৮.২ দখল প্রতিরোধ

জমির অননুমোদিত দখল ঠেকানোর জন্য কিছু প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করা অরিহার্যঃ

ক) জমির নথি সমূহের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ
খ) সীমানা চিহ্নিতকরন,
গ) বাৎসরিক ভিত্তিতে সীমানা এবং নথিসমূহ পরীক্ষা করা,
ঘ) কঠোর তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শন এবং
ঙ) দখলদারদের বিরুদ্ধে সঠিক আইন প্রয়োগ এবং স্থাপনা অপসারণ।

৭.৮.৩ অননুমোদিত দখল আটকাতে মাস্টার প্ল্যানে প্রদত্ত কৌশল সমূহ

অননুমোদিত দখল আটকাতে মাস্টার প্ল্যানে কিছু কৌশল প্রস্তাব করা হয়েছে যা নিন্মে উপস্থাপন করা হলো।

১ ভূমিব্যবহারপরিকল্পনা: মাস্টার প্ল্যান প্রকল্প এলাকার প্রতি ইঞ্চি ভূমির একটি অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার তালিকা এবং বিস্তারিত ভূমি ব্যবহার মূলনীতি প্রদান করে। উন্নয়ন অনুমতি প্রদান করার সময় পৌরসভা কর্তৃপক্ষ যদি এই মহাপরিকল্পনা অনুসরণ করে তাহলে দখলের হার হ্রাস পাবে।

২ খোলা জায়গা এবং বিনোদনমূলক স্থান: নরসুন্দা নদী বরাবর উভয় পার্শ্বে অবারিত এবং বিনোদনমূলক স্থান প্রস্তাব করা হয়েছে। নদী প্রান্ত থেকে ১০০ ফুট পর্যন্ত এলাকা এ কাজের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে। নির্দিষ্ট দূরত্বে বৃক্ষরোপণ, হাঁটা এবং বসার ব্যাবস্থা প্রস্তাব করা হয়েছে যেটা একই সাথে সৌন্দর্যবর্ধন এবং দখল থেকে প্রতিরোধের ব্যাবস্থা করবে।

৩ পথচারী চলাচলের রাস্তার (ফুটপাথ) এবং ড্রেন: এই পরিকল্পনাতে ফুটপাথ এবং ড্রেন প্রস্তাব করা হয়েছে যেটা রাস্তার অনুমোদিত সীমা সংরক্ষন করবে এবং একই সময়ে অননুমোদিত দখল বন্ধ করবে।

৪ জিআইএস ম্যাপিং: এই মাস্টারপ্ল্যানটি জিআইএস সফটওয়্যার ব্যবহার করে প্রস্তুত করা হয়েছে। সম্পূর্ণ এলাকার প্রতিটি মৌজা এবং প্লটের ব্যবহার ডিজিটাল এবং কাগজ উভয় মাধ্যমে দেখানো হয়েছে। সুতরাং, পৌরকর্তৃপক্ষ খুব সহজে দখল বা এ ধরনের কোনো বিষয়ে নজর রাখতে বা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন।

অষ্ঠম অধ্যায়: ৮

বিস্তারিতএলাকা পরিকল্পনা

৮.১ পটভূমি

স্থানিক উন্নয়ন এবং উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণের সাথে সংশ্লিষ্টতার কারনেবিস্তারিত এলাকা পরিকল্পনাকে (ড্যাপ) বর্তমান পরিকল্পনা প্যাকেজের একটি অপরিহার্য অংশহিসেবে গন্য করা হয়। বিস্তারিত এলাকা পরিকল্পনার অভাবে কর্তৃপক্ষগুলো শুধু পরিকল্পিত উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নেয়ার ক্ষেত্রে-ই সমস্যার সম্মুখীন হয় না, তদুপরি বেসরকারি খাতে অনিয়ন্ত্রিত ও অবাঞ্ছিত ভৌত উন্নয়ন বাড়ে। এর পাশাপাশি ভূমি ব্যবহার জোনিং-ও এই বিস্তারিত এলাকা পরিকল্পনার অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

বিস্তারিত এলাকা পরিকল্পনার বিধিবিধান কিছু নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের সঙ্গে মাস্টার প্ল্যানের মধ্যে অন্তর্নিহিত। এগুলো হল:

ক. মাস্টার প্ল্যান কাঠামোর অধীনে নিয়মানুগ পরিকল্পনার মাধ্যমে উক্ত এলাকায় মৌলিক নিম্ন স্তরের অবকাঠামো ও পরিসেবা প্রদান করা,
খ. অর্থনৈতিক কার্যক্রম বিকাশের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি,
গ. নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং দখল থেকে প্রাকৃতিক জলাভূমিগুলোকে রক্ষা করা,
ঘ. নগরের বৃদ্ধি কল্পে বিভিন্ন সেবা কেন্দ্র তৈরি করা।

৮.২ বিস্তারিত এলাকা পরিকল্পনার বিষয়বস্তু ওরূপরেখা

কিশোরগঞ্জ পৌরসভা নয়টি ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত যার আয়তন ৯.৪৯ বর্গ কিলোমিটার। কিশোরগঞ্জ পৌরসভার গেজেট বিজ্ঞপ্তি এবং ওয়ার্ড কাউন্সিলর, নগর পরিকল্পনাবিদ, পৌরসভা প্রকৌশলীর সঙ্গে আলোচনা করে ওয়ার্ডের সীমানা নির্ধারন করা হয়েছে। বিস্তারিত এলাকা পরিকল্পনা তৈরির পেছনে মূল কারন হলো মাস্টার প্ল্যান এলাকাকে ছোট ছোট এলাকায় ভাগ করে তাদের সমস্যা ও সম্ভাবনাগুলোকে উদঘাটন করে সমাধান করার মাধ্যমে এলাকার উন্নয়ন করা। অভিন্ন ব্যবহারের ভূমিগুলোকে একত্রিত করে একটি সাধারন ভূমি ব্যাবহার হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। বিস্তারিত এলাকা পরিকল্পনার ফলে ছোট ছোট এলাকার সমস্যাগুলোকে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করার সুযোগ তৈরি হবে। এটা পরিকল্পনা ও উন্নয়নের উন্নত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করে। পরামর্শক বিস্তারিত এলাকা পরিকল্পনার নিম্নলিখিত সূচক গ্রহণ করেছেনঃ

ক) জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং ঘনত্ব,
খ) এলাকা,
গ) ভূমি ব্যবহার এবং তাদের অসাদৃশ্য,
ঘ) রোড নেটওয়ার্ক,
ঙ) ভৌত সীমানা,
চ) সম্ভাব্য উন্নয়নের সুযোগ এবং
ছ) ভূমি ব্যবহারের সাদৃশ্য।

বিস্তারিত এলাকা পরিকল্পনার সুবিধাগুলো হল:

- অংশীদারদের ধারনা এবং মতামত সুনির্দিষ্ট এবং সঠিকভাবে পাওয়া যায়,
- অবকাঠামো, সামাজিক সুবিধা এবং জনগনের প্রত্যাশার মত বিষয়গুলো চিত্রের মাধ্যমে আঁকা যায়,
- এলাকার দীর্ঘদিনের সমস্যা নির্ণয়ে সাহায্য করে,
- এটা কোন এলাকার বিশ্লেষণ এবং ক্ষুদ্র প্রস্তাবনার জন্য একটি প্রয়োজনীয় ভিত্তি,
- স্থানীয় পর্যায়ে মূলধন বিনিয়োগের (স্বল্পমেয়াদী বিনিয়োগ) জন্য ভিত্তি প্রদান করতে পারে, যা সহজ এবং সঠিক,
- স্থানীয় মানুষের সঙ্গে সংলাপের সুযোগ বৃদ্ধি করে যেটা স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনার ব্যাপারে ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সহাসারণি।

বিস্তারিত এলাকা পরিকল্পনায় উন্নয়নের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রকল্প তালিকা রয়েছে যেখানে পাঁচ বছর সময়ের জন্য রাস্তার, ড্রেন, ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা ও অন্যান্য সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছে।

৮.৩ পদক্ষেপ ও পদ্ধতি

বিস্তারিত এলাকা পরিকল্পনা স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা তৈরিতে একটি নতুন পরিভাষা। পরামর্শকবৃন্দ বর্তমানে অন্যান্য নগর উন্নয়ন সংস্থা দ্বারা তৈরিকৃত বিভিন্ন পরিকল্পনা পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ এবং গবেষণার পরে এটাকে বিস্তারিত এলাকা পরিকল্পনা হিসাবে বিবেচনা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যে সকল স্থানে স্বল্প মেয়াদে উন্নয়নের নির্দেশনা প্রদান করা দরকার, সে সকল স্থানে বিস্তারিত এলাকা পরিকল্পনা একটি পরিবর্তনশীল সময়ের জন্য করা হয়। এটি উচ্চ অগ্রাধিকার প্রকল্প এবং প্রোগ্রাম

দ্বারা গঠিত যেটা অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে নিবিড়ভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব।বিস্তারিত এলাকা পরিকল্পনা প্রস্তুতির জন্য নিম্নলিখিত পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছেঃ

- ভূমি ব্যবহার জরিপ, ভূসংস্থান এবং ভৌত বৈশিষ্ট্য একযোগে জরিপ করা হয়েছে,
- ডেটা প্রসেসিং কার্যক্রম জিআইএস বিশেষজ্ঞ এবং নগর পরিকল্পনাবিদদের দ্বারা সম্পন্ন করা হয়েছে,
- ভূমি ব্যবহার শ্রেণীবিভাগ পরামর্শক এবং গ্রহীতার মধ্যে কন্সোরণিটি সভার পর চূড়ান্ত করা হয়েছে,
- মোটা দাগে ১৪ টি ভাগে নগরের ভূমি ব্যাবহারকে ভাগ করে আরো ভাগের ব্যাবস্থা রাখা হয়েছে,
- ভৌত বৈশিষ্ট্য জরিপ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে ভূমি ব্যবহার মানচিত্র প্রস্তুত করা হয়েছে। এই ম্যাপ ভূমি ব্যবহারের বিস্তৃত ভাগের সাহায্যে প্রস্তুত করা হয়েছে। অনুবিভাগ গুলো জিআইএস এর টেবিলের মধ্যে সংরক্ষন করা হয়েছে।
- বিভিন্ন ভূমি ব্যবহারের জন্য পরিকল্পনার মানদন্ড কিছু বিশেষজ্ঞের উপস্থিতিতে কয়েকটি সভার পরে চূড়ান্ত করা হয়েছে,
- অগ্রাধিকার প্রকল্প নির্বাচন করা হয়েছে পৌরসভার জনগণের মতামত এবং পৌরসভার উন্নয়ন প্রবণতার উপর ভিত্তি করে।

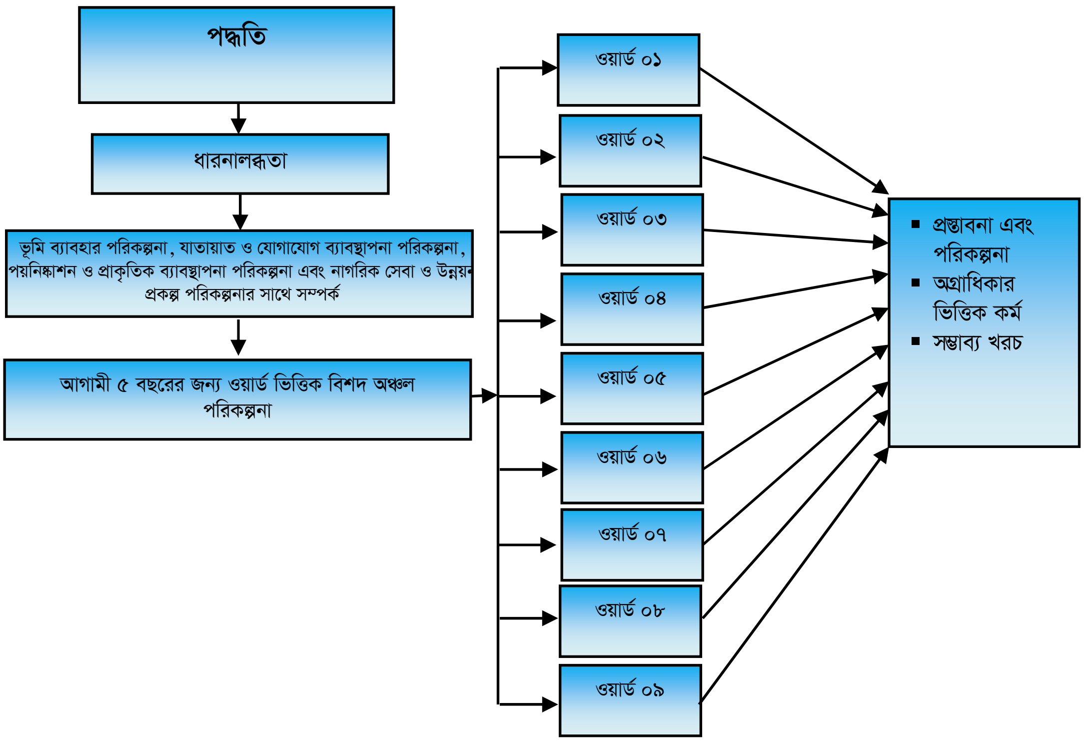

চিত্র ৮.১: বিস্তারিত এলাকা পরিকল্পনা প্রণয়ন পদ্ধতি

বিস্তারিত এলাকা পরিকল্পনায় প্রথমে সমগ্র মাস্টার প্ল্যান এলাকার জন্য প্ল্যান তৈরি করা হয় না। সব ছোট/ক্ষুদ্র এলাকায় শেষ পর্যন্ত বিস্তারিত এলাকা পরিকল্পনা প্রয়োজন হবে, তাই শুধুমাত্র পৌরসভা এলাকায় প্রথমে এটা করতে হয়। একটি বিস্তারিত এলাকা পরিকল্পনার মাধ্যমে এলোমেলো নগর উন্নয়ন প্রতিরোধ এবং পৌরসভা এলাকায় বাসযোগ্য পরিবেশ নিশ্চিত করার চেষ্টা করা হয়।

স্থানীয় পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে বিস্তারিত এলাকা পরিকল্পনা করা হয় যেটা সুনির্দিষ্ট সমস্যা ও এলাকার বিষয়াদিও সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং যা উন্নয়নের সুবিধাভোগী সব অংশিদারদের অংশগ্রহণমূলক আলোচনার মাধ্যমে চিহ্নিত করা হয়। নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রার চাহিত জনসংখ্যা, সেবা স্তর, অর্থায়ন প্রক্রিয়া এবং বাস্তবায়নের পরিকল্পনাকে কেন্দ্র করে সম্ভাবনাময় সুবিধা এবং ব্যবহার সম্পর্কে একটি বিস্তারিত প্রোগ্রাম তৈরি করা হয়েছে। এই প্রোগ্রাম স্থির করার পরে, এলাকার চাহিদা এবং প্রয়োজন পূরণের জন্য বিকল্প প্রাথমিক প্রস্তাব প্রস্তুত করা হয়েছে। এছাড়াও বিকল্পগুলোকে প্রকল্পের গুরুত্বের মান অনুযায়ী মূল্যায়ন করা হয়েছে। নির্বাচিত বিকল্প প্রস্তাবনা এবং তাদের সামঞ্জস্যতার উপর ভিত্তি করে এলাকার সমন্বিত উন্নয়নের জন্য একটি চূড়ান্ত পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে। মাস্টার প্ল্যান প্রস্তুতির বিভিন্ন পর্যায়ে কিশোরগঞ্জ পৌরসভার সকল অংশিদারদের পরামর্শকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

৮.৪ বিস্তারিত এলাকা পরিকল্পনা

বিস্তারিত এলাকা পরিকল্পনা নয়টি ওয়ার্ডের প্রতিটি এবং প্রস্তাবিত কিছু বাড়তি অংশের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা, ট্রাফিক ও পরিবহন ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, নিষ্কাশন ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, নগর সেবা ও উন্নয়ন প্রকল্প পরিকল্পনা কাঠামোর অধীনে, নিয়মানুগ পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় মৌলিক ক্ষুদ্র স্তর অবকাঠামো ও সেবার সুবিধা নিশ্চিত করা হবে। পরিকল্পনাটি বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনার সময়কে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম পর্যায় ২০১৪ থেকে ২০১৯, দ্বিতীয় পর্যায় ২০২০ থেকে ২০২৬, তৃতীয় পর্যায় ২০২৭ থেকে ২০৩৩ পর্যন্ত। প্রতিটি ওয়ার্ড ও ইউনিয়নের উন্নয়নের জন্য অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এবং পর্যায়-ভিত্তিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রকল্প এলাকার উন্নয়ন প্রস্তাবের একটি তালিকা নিম্নের সারণি ৮.১-এ দেয়া হলো।

সারণি ৮.১: প্রকল্প এলাকার উন্নয়ন প্রস্তাবনার তালিকা

প্রস্তাবনা	আইডি
বিনোদন পার্ক	এ এম পি
মুক্তাঙ্গন ও পার্ক	এ এম পি এইচ
বাস টার্মিনাল	বিটি
সিনেমা হল	সিএইচ
শ্মশান	সিটি
কলেজ	সি
ঈদগাহ	ই
ফ্লাইওভার	এফএল
কবরস্থান	জি
স্বাস্থ্য কেন্দ্র	এইচ
শিল্প এলাকা	আই জেড-৩
পার্ক	এন পি
পেডিয়াট্রিক হাসপাতাল	পি এইচ
পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট	পি
পাবলিক লাইব্রেরী	পিএল
পাবলিক টয়লেট	পিটি
নবায়নযোগ্য শক্তি কেন্দ্রে	আরইসি
কঠিন বর্জ্য শোধন এলাকা	এস ডাব্লিউ ডি
ক্রীড়া ও বিনোদন কমপ্লেক্স	এস আর সি
মন্দির	টি
টেম্পো স্ট্যান্ড	টি এস
ট্রাক স্ট্যান্ড	টি এস
বিশ্ববিদ্যালয়	ইউ
নগর ঐতিহ্য	ইউ এইচ
ওয়ার্ড কেন্দ্র কমপ্লেক্স	ডাব্লিউ সি

৮.৪.১ কিশোরগঞ্জ পৌরসভারওয়ার্ড-০১ এর জন্য বিস্তারিত এলাকা পরিকল্পনা

৮.৪.১.১ ওয়ার্ড ০১ এর জন্য প্রস্তাব এবং পরিকল্পনা

১ নং ওয়ার্ড কিশোরগঞ্জ পৌরসভার মাঝের অংশ থেকে উত্তর পশ্চিম কোণে অবস্থিত। এর আয়তন ৩৫৪.২০ একর। ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা, নগর সেবা ও উন্নয়ন প্রকল্প এর পরিকল্পনা নীতি ও প্রস্তাব পর্যালোচনা করে তিনটি পর্যায়ে ২০৩৩ পর্যন্ত ওয়ার্ড ০১ এর নিম্নলিখিত প্রস্তাব বিস্তারিত এলাকা পরিকল্পনায় উপস্থাপন করা হয়েছে। বিস্তারিত এলাকা পরিকল্পনার প্রস্তাব নিম্নলিখিত সারণি এবং মানচিত্র ৮.১-এ দেখানো হয়েছে।

সড়ক প্রস্তাবনাঃ:

রাস্তার শ্রেনীবিভাগ	প্রস্তাবিত আইডি	উন্নয়নের ধরন	প্রস্তাবিত রাইট অফ ওয়ে (মি.)	দৈর্ঘ্য (কি.মি.)
লোকাল	এল আর -০০১	নতুন রাস্তা	১৪	০.৫৩
লোকাল	এল আর -০০২	প্রশস্তকরন	১২	০.৬০
লোকাল	এল আর -০০৩	প্রশস্তকরন	১২	০.৫৪
লোকাল	এল আর -০০৪	প্রশস্তকরন	১২	০.৩১
লোকাল	এল আর -০০৫	প্রশস্তকরন	১২	০.৫১
লোকাল	এল আর -০০৬	প্রশস্তকরন	১২	০.৪১
লোকাল	এল আর -০০৭	নতুন রাস্তা	১৪	০.৫৪
প্রাইমারী	পি আর -০১	প্রশস্তকরন	২৪	০.২৭
সেকেন্ডারী	এস আর -০১	প্রশস্তকরন	১৫	১.৩৪
সেকেন্ডারী	এস আর -০২	প্রশস্তকরন	১৫	১.৫২

ড্রেন এর প্রস্তাবনাঃ

ড্রেনের শ্রেনীবিভাগ	প্রস্তাবিত আইডি	প্রস্থ (মি.)	দৈর্ঘ্য (কি.মি.)	আউটফল
প্রাইমারী	পি ডি -০১	১.৫	২.৪০	নরসুন্দা নদী
সেকেন্ডারী	এস ডি -০২	০.৮	১.০২	নরসুন্দা নদী
সেকেন্ডারী	এস ডি -০৫	০.৮	০.৭৭	নরসুন্দা নদী
সেকেন্ডারী	এস ডি -০৬	০.৮	১.৪৫	পি ডি -০১
সেকেন্ডারী	এস ডি -০৭	০.৮	০.৩১	নরসুন্দা নদী
সেকেন্ডারী	এস ডি -০৮	০.৮	১.৩১	নরসুন্দা নদী
সেকেন্ডারী	এস ডি -০৯	০.৮	০.৪৮	এস ডি -০৮
টারশিয়ারি	টি ডি -০৫	০.৫	০.৫১	এস ডি -০২
টারশিয়ারি	টি ডি -০৯	০.৫	০.৪৩	এস ডি -০৫
টারশিয়ারি	টি ডি -১০	০.৫	০.২৩	এস ডি -০৭
টারশিয়ারি	টি ডি -১১	০.৫	০.৬০	এস ডি -০৬
টারশিয়ারি	টি ডি -১২	০.৫	০.৫২	টি ডি -১১
টারশিয়ারি	টি ডি -১৩	০.৫	০.৪৫	এস ডি -০৬
টারশিয়ারি	টি ডি -১৮	০.৫	০.৩৯	টি ডি -১৯
টারশিয়ারি	টি ডি -১৯	০.৫	০.৩০	এস ডি -০৯

উন্নয়ন প্রস্তাবনাঃ

প্রস্তাবনার ধরন	প্রস্তাবিত আইডি	আয়তন (একর)	মৌজা	দাগ নং
কলেজ	সি-০১	৮.৭৮	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (০৫)	৪৫২৫, ৪৫২৯-৪৫৪১, ৪৫৪৬, ৪৬১৪, ৪৬১৬-৪৬২৪
			কিশোরগঞ্জ ৩৩ (০৮)	৮১০৭, ৮১৮১- ৮২০৫, ৮২০৯, ৮২১০
ঈদগাহ	ঈ-০১	১.৫১	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (০২)	৩২৯১, ৩২৯২, ৩৩০৯
উচ্চ আয়ের আবাসন	এইচ সি আর-০১	২৪.০২	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (০৪)	৪২০৫, ৪২০৭-৪২৩৪
			কিশোরগঞ্জ ৩৩ (০৫)	৪৪৬৭, ৪৪৭৪, ৪৪৭৫, ৪৪৮৩-৪৫০৭, ৪৫১৯-৪৫২৯, ৪৫৩৮-৪৫৬১, ৪৫৮০, ৪৫৮২, ৪৫৮৮-৪৫৯৪, ৪৬০৪-৪৬০৬, ৪৬১১, ৪৬১৪- ৪৬১৬,
			কিশোরগঞ্জ ৩৩ (০৮)	৮১৩৮, ৮১৩৯, ৮১৪৬- ৮১৫৬, ৮১৫৮, ৮১৫৯, ৮১৬১-৮১৭৪, ৮১৭৬-৮১৮১
কবরস্থান	জি ওয়াই -০১	০.৫৮	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (০৫)	৪৩৭২- ৪৩৭৭, ৪৪০০, ৪৪০১, ৪৪৪৭, ৪৪৫৬, ৪৪৫৭
কবরস্থান	জি ওয়াই -০২	৩.০৪	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (০৮)	৮৩০০-৮৩৩৩, ৮৩৮৯
নেইবারহুড মার্কেট	এন এম -০১	১.১০	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (০৮)	৮২৪৪-৮২৪৬, ৮২৪৯, ৮২৫৪, ৮২৫৭, ৮২৬০, ৮২৬২-৮২৬৫, ৮২৬৬, ৮২৬৯, ৮২৭০
নেইবারহুড পার্ক	এন পি-০১	৮.৯৮	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (০৮)	৭৯৬৯-৭৯৭৮, ৭৯৮৩, ৭৯৮৪, ৭৯৮৬- ৮০০৪, ৮০০৮-৮০১০, ৮০৪১, ৮৩১৪-৮৩১৬, ৮৩৮৯-৮৩৯৪, ৮৪২৬-৮৪৩১
ওভারহেড ট্যাংক	ও টি-০১	০.০৫	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (০৮)	৮৬৫৪, ৮৬৬০
খেলার মাঠ	পি জি -০১	০.১৯	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (০৭)	৬৩৩৬, ৬৪১১, ৬৪১২, ৬৪১৩
খেলার মাঠ	পি জি -০২	১.১৮	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (০৭)	৬৩৬৫, ৬৩৬৬, ৬৩৭৪- ৬৩৭৬, ৬৩৮২, ৬৩৯০-৬৩৯৩, ৬৩৯৮-৬৪০৩, ৬৪০৫
খেলার মাঠ	পি জি -০৩	১.৭৬	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (০৮)	৮৪৫৯, ৮৪৬০, ৮৪৭৫- ৮৪৮২, ৮৫০৪, ৮৫০৫, ৮৫০৭, ৮৫০৮
খেলার মাঠ	পি জি -০৪	১.৫৭	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (০৮)	৮০৪৯-৮০৫১, ৮০৫৮, ৮০৫৯, ৮৩০০, ৮৩০১, ৮৩০৩, ৮৩১১
গণশৌচাগার	পি টি -০১	০.০১	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (৩৫)	২০১০১
নবায়নযোগ্য শক্তি কেন্দ্র	আর ই সি-০১	১.১৯	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (০৮)	৮৬৩০- ৮৬৩৩, ৮৬৭৫, ৮৬৭৬, ৮৬৮৯, ৮৬৯০, ৮৬৯৩
টেম্পো স্ট্যান্ড	টি এস -০১	০.৮৬	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (০৫)	৪৪১৬, ৪৪২২-৪৪২৫, ৪৪৩২, ৪৪৪০- ৪৪৪৩
টেম্পো স্ট্যান্ড	টি এস -০২	০.৯৮	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (০৩)	৩৮৪৩, ৩৮৪৫, ৩৮৪৬, ৩৮৪৭, ৩৮৪৯, ৩৮৫০, ৩৮৫১
ওয়ার্ড সেন্টার কমপ্লেক্স	ডব্লিউ সি সি -০১	২.১৭	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (০৮)	৭৯৯৭, ৭৯৯৮, ৭৯৯৯, ৮০৪৫-৮০৪৯, ৮০৫৯, ৮৩১১-৮৩১৪

৮.৪.১.২ অগ্রাধিকার কার্যাবলী

কিশোরগঞ্জ পৌরসভার গণ-পরামর্শ বৈঠক শেষে নিন্মলিখিত অগ্রাধিকার কার্যাবলী চিহ্নিত করা হয়েছে।

অগ্রাধিকার -১		অগ্রাধিকার -২		অগ্রাধিকার -৩	
উন্নয়নের ধরন	আইডি নং	উন্নয়নের ধরন	আইডি নং	উন্নয়নের ধরন	আইডি নং
রাস্তার উন্নয়ন	এল আর -০০১	রাস্তার উন্নয়ন	এল আর -০০৫	রাস্তার উন্নয়ন	পি আর -০১
	এল আর -০০২		এল আর -০০৬		এস আর -০১
	এল আর -০০৩		এল আর -০০৭		এস আর -০২
	এল আর -০০৪				
ড্রেন	পি ডি -০১	ড্রেন	এস ডি -০৮	ড্রেন	টি ডি -১১
	এস ডি -০২		এস ডি -০৯		টি ডি -১২
	এস ডি -০৫		টি ডি -০৫		টি ডি -১৩
	এস ডি -০৬		টি ডি -০৯		টি ডি -১৮
	এস ডি -০৭		টি ডি -১০		টি ডি -১৯
উন্নয়ন প্রস্তাবনা	পি জি -০১	উন্নয়ন প্রস্তাবনা	জি ওয়াই -০১	উন্নয়ন প্রস্তাবনা	সি-০১
	পি টি -০১		এন পি -০১		এইচ সি আর -০১
	টি এস -০২		পি জি -০২		জি ওয়াই -০২
	ডব্লিউ সি সি -০১		পি জি -০৩		পি জি -০৪
	ও টি -০১		ঈ-০১		আর ই সি -০১
	এন এম -০১		টি এস -০১		

৮.৪.১.৩ অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য আর্থিক খরচের প্রাক্কলন

কোনো প্রকল্প যেমন নতুন রাস্তার নির্মাণ বা প্রসার, কোনো ড্রেন নির্মাণ, সেতু-সাঁকো, ফুটপাথ, বাজার, পার্ক, অবকাঠামো বা অন্যান্য সেবা ইত্যাদি গ্রহণ করার জন্য কতগুলো ধাপের একটি সিরিজের অনুসরনকরা হয়। ধাপগুলো নিন্মরুপ ঃ

- ভূমি অধিগ্রহণ
- ভূমির সীমানা নির্ধারণ
- ভবন বা কাঠামো ধ্বংস (যদি থাকে)
- অবকাঠামোর ক্ষতিপূরণ (যদি থাকে)
- ভূমি উন্নয়ন (যদি থাকে)
- ভৌত নির্মাণ

এই বিভাগে প্রতিটি আলাদাপ্রকল্পের আনুমানিক আর্থিক সম্পৃক্ততা সম্পর্কে একটি স্থুল ধারণা প্রদান করার জন্যপরিকল্পনা করা হয়েছে। প্রকল্পের প্রকৃতি অনুযায়ী উপরে কার্যক্রম সম্পূর্ণ বা আংশিক প্রযোজ্য হবে, এছাড়াও প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য খরচ বাস্তবায়ন নীতিরউপর নির্ভর করবে। পরামর্শক প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও স্থানীয় রাস্তার (নতুন নির্মাণ এবং প্রসার) সম্পর্কে প্রস্তাব করেছে। ধরন অনুযায়ী খরচ প্রাক্কলন নিচে দেওয়া হলো ঃ

কারন	পরিমাপ একক	মোট একক পরিমাপের মূল্য ভ্যাট ও ট্যাক্স সহ (টাকা)
বাঁধ		
উপযুক্ত সড়কে গর্ত করা	সি ইউ এম	১৩৪
ঠিকাদার এর ব্যবস্থা করা ভূমি এবং বড় পিট থেকে বাঁধ ভরাট	সি ইউ এম	২৫০
উপ পর্যায় প্রস্তুতি		
৩০০সস গভীরতার	এস কিউ এম	৫৭
উন্নত উপ পর্যায়	সি ইউ এম	৮০৪
উপ পর্যায় ড্রেন	লিন এম	২৪৩
ফুটপাথ		
সাব বেজ	সি ইউ এম	৩৯৫৩
সমন্বিত বেজ ধরন-	সি ইউ এম	৪২৭৫
সমন্বিত বেজ ধরন-	সি ইউ এম	৫৪৭৫
প্রধান পিচ আবরণ (উদ্ভিদ স্থাপন)	এস কিউ এম	৯০
দি বি এস অয়্যারিং কোর্স ৬০ এম এম পুরু (এ ভি)	সি ইউ এম	১৪২৬৭
বিটুমিনাস ট্যাক কোট(উদ্ভিদ স্থাপন)	এস কিউ এম	২৭
সন্নিবিষ্ট বিটুমিনাস সীল কোট	এস কিউ এম	১২৬
শেষ কিনারায় ইট	লিন এম	৮৮
রাস্তার চিহ্নিত করার থার্মোপাস্টিক উপাদান	এস কিউ এম	১০৫১
ট্রাফিক চিহ্ন	সংখ্যা	৫৫২১
সাইন পোস্ট	সংখ্যা	২৪৫৮
কংক্রিট কিমি পোস্ট	সংখ্যা	৬৩৭৫

এছাড়া, মাধ্যমিক ও স্থানীয় ড্রেন (নতুন নির্মাণ এবং প্রসার), ফুটপাথ এবং সেতু/কালভার্ট এর আনুমানিক খরচ নীচে দেওয়া হল ঃ

বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে দেখা যায় মাধ্যমিক ড্রেন নির্মাণের জন্য আনুমানিক ইউনিট প্রতি খরচ প্রতি কিলোমিটারে ৩২৫৯৮৩৩৪ টাকা এবং স্থানীয় ড্রেনর জন্য প্রতি কিলোমিটারে ১২৪৪৪০৪৫ টাকা, ফুটপাথ তৈরির গড় খরচ ২৫৫০ টাকা/এস কিউ এম, এবংএকটি ১০স এর পিসি গার্ডার সেতুর খরচ ১৩.৫ লাখ টাকা/মি যেখানে ১০স আরসি গার্ডার সেতুর টাকা ৯ লাখ/মি। একটি আরসিসি বক্স কালভার্ট (বিঘত <= ৬ মি)এরখরচ ৫-৮ লাখ।ভূমি অধিগ্রহণ খরচ সাব রেজিস্টার অফিসের জমির দলিল মূল্য রেকর্ড অনুযায়ী হবে। অবকাঠামো ধ্বংস করার খরচ২৫০ টাকা/বর্গ মি. এবং ক্ষতিপূরণ খরচ প্রতি এস কিউ এমএ.২৫০০ টাকা হবে।

ম্যাপ নং. ৮.১

০১ নং ওয়ার্ডের বিস্তারিত এলাকা পরিকল্পনা

1:9,000

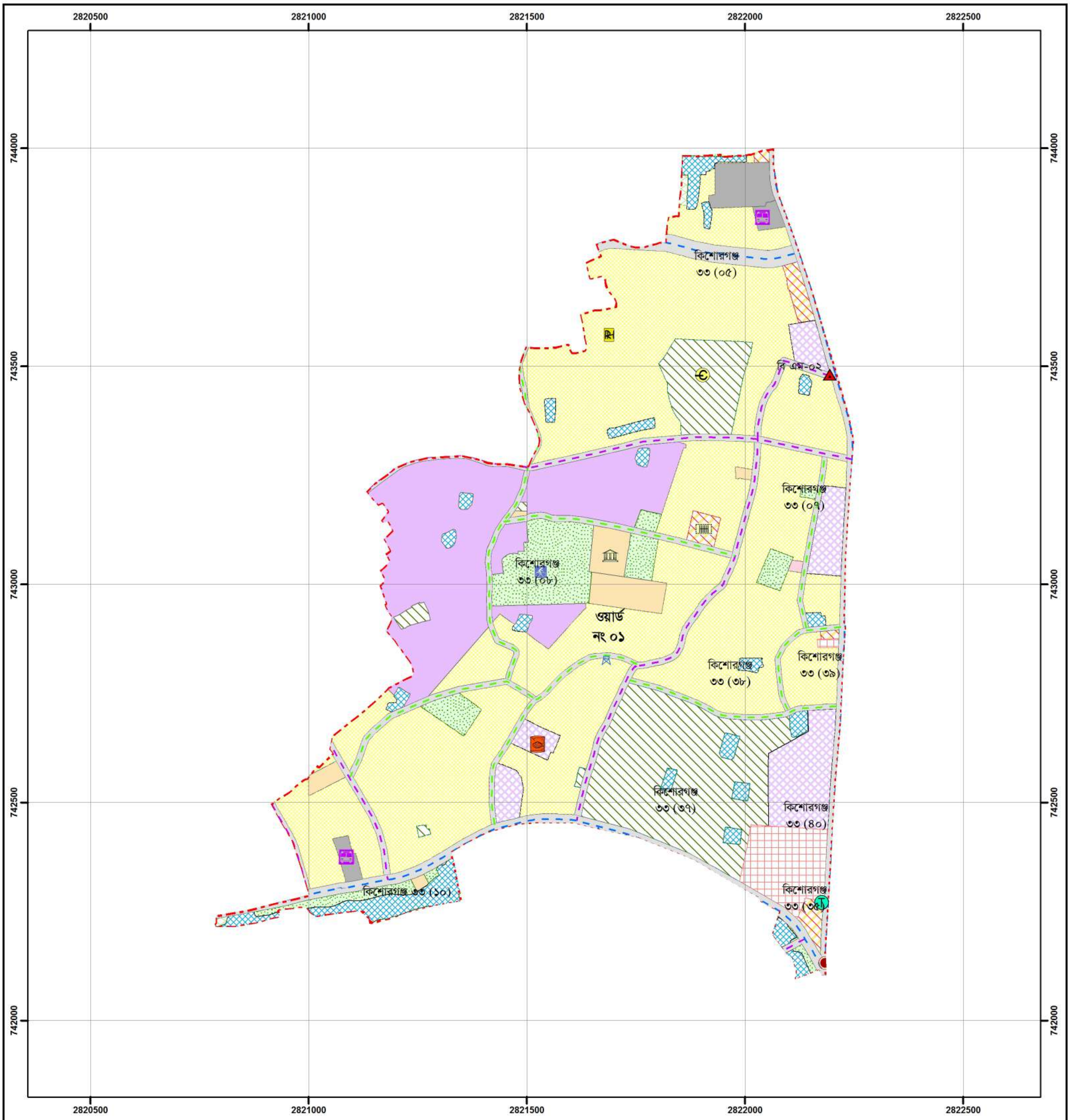

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের (ডি টি আই ডি পি) আওতায়
কিশোরগঞ্জ পৌরসভার মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন

পরামর্শক প্রতিষ্ঠান

BETS Consulting Services Ltd.
House No. 10, Road No. 135, Gulshan-1, Dhaka-1212, Bangladesh.
Phone: 9889923-24, Fax: +88029889967, E-mail: bets@betsbd.com

কিশোরগঞ্জ পৌরসভার
মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন

0 105 210 420 Meters
1:9,000

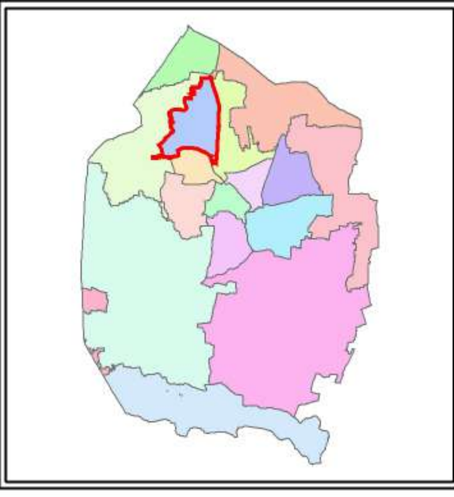

সাংকেতিক চিহ্নঃ

- পৌরসভা সীমানা
- ওয়ার্ড সীমানা
- বি এম পিলার
- প্রশাসনিক
- কৃষি
- বাণিজ্যিক
- সামাজিক সুবিধাদি
- শিক্ষাগত
- স্বাস্থ্য
- মিশ্র ব্যবহার
- খোলা জায়গা / বিনোদনমূলক
- আবসিক
- পরিবহণ
- সংরক্ষিত নগর এলাকা
- জলাশয়
- নেইবারহুড পার্ক (১)
- টেম্পু স্ট্যান্ড (২)
- কলেজ (১)
- উচ্চবিত্তদের আবাসন (১)
- নেইবারহুড মার্কেট (১)
- ওভারহেড ট্যাংক (১)
- গন শৌচাগার (১)
- নবায়নযোগ্য শক্তি কেন্দ্র (১)
- গোলচত্তর (১)
- ওয়ার্ড কেন্দ্র কমপ্লেক্স (১)
- আঞ্চলিক সড়ক
- প্রধান সড়ক
- সেকেন্ডারী রোড
- লোকাল রোড

৮.৪.২ কিশোরগঞ্জ পৌরসভারওয়ার্ড-০২ এর জন্য বিস্তারিত এলাকা পরিকল্পনা

৮.৪.২.১ ওয়ার্ড ০২ এর জন্য প্রস্তাব এবং পরিকল্পনা

ওয়ার্ড নং ০২ কিশোরগঞ্জ পৌরসভার উত্তর অংশে অবস্থিত। ওয়ার্ড ০২ এর আয়তন ৩৩৫.০৪ একর। ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা, নগর সেবা ও উন্নয়ন প্রকল্প এর পরিকল্পনা নীতি ও প্রস্তাব পর্যালোচনা করে তিনটি পর্যায়ে ২০৩৩ পর্যন্ত ওয়ার্ড ০২এর নিন্মলিখিত প্রস্তাব বিস্তারিত এলাকা পরিকল্পনায় উপস্থাপন করা হয়েছে। বিস্তারিত এলাকা পরিকল্পনার প্রস্তাব নিন্মলিখিত সারণি এবং মানচিত্র ৮.২-এ দেখানো হয়েছে।

সড়ক প্রস্তাবনা:

রাস্তার শ্রেনীবিভাগ	প্রস্তাবিত আইডি	উন্নয়নের ধরন	প্রস্তাবিত রাইট অফ ওয়ে (মি.)	দৈর্ঘ্য (কি.মি.)
লোকাল	এল আর -০০৮	নতুন রাস্তা	১৪	০.৪২
লোকাল	এল আর -০০৯	প্রশস্তকরন	১২	০.৮১
লোকাল	এল আর -০১০	প্রশস্তকরন	১২	০.৩২
লোকাল	এল আর -০১১	প্রশস্তকরন	১২	০.৩৭
লোকাল	এল আর -০১২	প্রশস্তকরন	১২	০.৩৫
লোকাল	এল আর -০১৩	প্রশস্তকরন	১২	০.২৩
লোকাল	এল আর -০১৪	প্রশস্তকরন	১২	০.৩৩
লোকাল	এল আর -০১৫	প্রশস্তকরন	১২	০.৪০
লোকাল	এল আর -০১৬	নতুন রাস্তা	১৪	০.৩৮
প্রাইমারী	পি আর -০২	প্রশস্তকরন	২৪	৩.১৭
সেকেন্ডারী	এস আর -০৩	নতুন রাস্তা	১৫	০.৪৬
সেকেন্ডারী	এস আর -০৪	নতুন রাস্তা	১৫	১.০২
সেকেন্ডারী	এস আর -০৫	নতুন রাস্তা	১৮	০.৫৬
সেকেন্ডারী	এস আর -০৬	প্রশস্তকরন	১৫	০.৪৪
সেকেন্ডারী	এস আর -০৭	প্রশস্তকরন	১৫	০.৪৫
সেকেন্ডারী	এস আর -০৮	প্রশস্তকরন	১৫	০.২০

ড্রেন এর প্রস্তাবনাঃ

ড্রেনের শ্রেনীবিভাগ	প্রস্তাবিত আইডি	প্রস্থ (মি.)	দৈর্ঘ্য (কি.মি.)	আউটফল
প্রাইমারী	পি ডি -০২	১.৫	১.৭৭	নরসুন্দা নদী
সেকেন্ডারী	এস ডি -১৩	০.৮	০.৬৬	নরসুন্দা নদী
সেকেন্ডারী	এস ডি -১৫	০.৮	০.৭২	পি ডি -০৪
টারশিয়ারি	টি ডি -১৫৩	০.৫	০.৫৪	নরসুন্দা নদী
টারশিয়ারি	টি ডি -২৪	০.৫	০.১৭	পি ডি -০২
টারশিয়ারি	টি ডি -২৫	০.৫	০.৩৯	পি ডি -০২
টারশিয়ারি	টি ডি -২৯	০.৫	০.২৮	পি ডি -০২
টারশিয়ারি	টি ডি -৩০	০.৫	০.৯৮	এস ডি -১৩
টারশিয়ারি	টি ডি -৩১	০.৫	০.৪২	পি ডি -০৩
টারশিয়ারি	টি ডি -৩২	০.৫	০.৬৯	পি ডি -০২

সেতু এবং কালভার্ট

সেতুর সংখ্যা	কালভার্ট এর সংখ্যা
১	০

উন্নয়ন প্রস্তাবনা:

প্রস্তাবনার ধরন	প্রস্তাবিত আইডি	আয়তন (একর)	মৌজা	দাগ নং
সরকারী কর্মকর্তাদের আবাসন	সরকারী আবাসন থ০১	১৬.৪৩	শোলাকিয়া ৩০ (০০)	৭০৬, ৭০৭, ৭২৪, ৭৪৩-৭৫০, ৭৫২-৭৭৭, ৭৮২, ৮২৫, ৮২৭-৮৫৭, ৯৩২- ৯৪২, ৯৫৩, ৯৫৫, ৯৫৬, ৯৫৮
			কিশোরগঞ্জ ৩৩ (৪৩)	২১৫০৫- ২১৫০৮
			কিশোরগঞ্জ ৩৩ (৫৬)	২১৫০৫- ২১৫০৮, ৬৪০২৯, ৬৪০৩২-৬৪০৩৯, ৬৪০৪৫-৬৪০৫১, ৬৪০৫৪-৬৪০৫৬, ৬৪০৫৭-৬৪০৭৩
হাসপাতাল	হাসপাতাল -	১.৯৫	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (৪৩)	২১৪০৮-২১৪১২, ২১৪৪২- ২১৪৪৮, ২১৪৬২

প্রস্তাবনার ধরন	প্রস্তাবিত আইডি	আয়তন (একর)	মৌজা	দাগ নং
	০১		কিশোরগঞ্জ ৩৩ (৫৬)	৬৪০৩৮- ৬৪০৪৪, ৬৪০৫২
নেইবারহুড পার্ক	এন পি -০২	৪.৮৪	শোলাকিয়া ৩০ (০০)	৮৩,৮৪
			কিশোরগঞ্জ ৩৩ (০৬)	৫৭৩৯, ৫৭৪১, ৫৭৭০- ৫৭৭৫
			কিশোরগঞ্জ ৩৩ (০৭)	৬৫৮৩, ৬৫৮৪, ৬৫৮৫, ৬৫৯০- ৬৬২৩, ৬৬২৬
খেলার মাঠ	পি জি -০৫	১.৮৩	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (০৬)	৫৫২৮-৫৫৩১, ৫৫৩৪- ৫৫৩৭, ৫৫৩৯
গণগ্রন্থাগার	পি এল-০১	০.৭৮	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (০৫)	৪৭৯৩, ৪৮০৫, ৪৮০৭, ৫৫৩০, ৫৫৩১, ৫৫৩৩, ৫৫৩৪
ক্রীড়া কমপ্লেক্স	এস সি	৪১.৫২	শোলাকিয়া ৩০ (০০)	১৪৪, ১৫৪-১৫৮, ১৬১- ১৭৮, ১৮৪, ২২০- ৩৫৬, ৩৫৮-৩৬৩, ৩৬৮-৭০, ১৫২৬, ১৫২৮
			কিশোরগঞ্জ ৩৩ (৫৬)	৬৪০০১, ৬৪০০৬, ৬৪০০৭, ৬৪০০৮, ৬৪০১৬, ৬৪০১৭, ৬৪০১৮
			কিশোরগঞ্জ ৩৩ (৪২)	২১১১৯-২১১২২, ২১১২৪, ২১২০৭-২১২১১
			কিশোরগঞ্জ ৩৩ (৪১)	২১০০৬-২১০৩০, ২১০৪২, ২১০৪৩
ওয়ার্ড সেন্টার কমপ্লেক্স	ডব্লিউ সি সি -০২	১.৮৭	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (৪২)	২১২০৫- ২১২০৭, ২১২১০-২১২১৪, ২১২৪৬, ২১২৫২-২১২৫৮
			কিশোরগঞ্জ ৩৩ (৫৬)	৬৪০০২, ৬৪০০৩, ৬৪০০৪, ৬৪০০৫
নেইবারহুড মার্কেট	এন এম -০২	১.৪০	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (০৬)	৫৬৫৩, ৫৬৫৪, ৫৬৫৫, ৫৬৫৭, ৫৬৫৮, ৫৬৫৯, ৫৬৬০, ৫৬৬১, ৫৬৬২, ৫৭১৫, ৫৭১৭, ৫৭২০, ৫৭২১, ৫৭২২
রিক্সা স্ট্যান্ড	আর এস -০১	০.১৮	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (০৫)	৪৬৫৩, ৪৬৬০

৮.৪. ২.২ অগ্রাধিকার কার্যাবলী

কিশোরগঞ্জ পৌরসভার গণ-পরামর্শ বৈঠক শেষে নিম্নলিখিত অগ্রাধিকার কার্যাবলী চিহ্নিত করা হয়েছে।

অগ্রাধিকার -১		অগ্রাধিকার -২		অগ্রাধিকার -৩	
উন্নয়নের ধরন	আই ডি	উন্নয়নের ধরন	আই ডি	উন্নয়নের ধরন	আই ডি
রাস্তার উন্নয়ন	এল আর -০০৮	রাস্তার উন্নয়ন	এল আর -০১৫	রাস্তার উন্নয়ন	পি আর -০২
	এল আর -০০৯		এল আর -০১৬		এস আর -০৬
	এল আর -০১০		এস আর -০৩		এস আর -০৭
	এল আর -০১১		এস আর -০৪		এস আর -০৮
	এল আর -০১২		এস আর -০৫		
	এল আর -০১৩				
	এল আর -০১৪				
ড্রেন	পি ডি -০২	ড্রেন	টি ডি -১৫৩	ড্রেন	টি ডি -৩০
	এস ডি -১৩		টি ডি -২৪		টি ডি -৩১
	এস ডি -১৫		টি ডি -২৫		টি ডি -৩২
			টি ডি -২৯		
উন্নয়ন প্রস্তাবনা	হাসপাতাল -০১	উন্নয়ন প্রস্তাবনা	এন পি -০২	উন্নয়ন প্রস্তাবনা	সরকারী আবাসন -০১
	পি জি -০৫		এন এম -০২		এস সি
	ডব্লিউ সি সি -০২		পি এল -০১		আর এস -০১

৮.৪.২.৩ অবকাঠামো উন্নতির আনুমানিক আর্থিক খরচের পরিমান ৮.৪.১.৩ অনুচ্ছেদে ইতিমধ্যেই দেখানো হয়েছে।

ম্যাপ নং. ৮.২

০২ নং ওয়ার্ডের বিস্তারিত এলাকা পরিকল্পনা

1:11,000

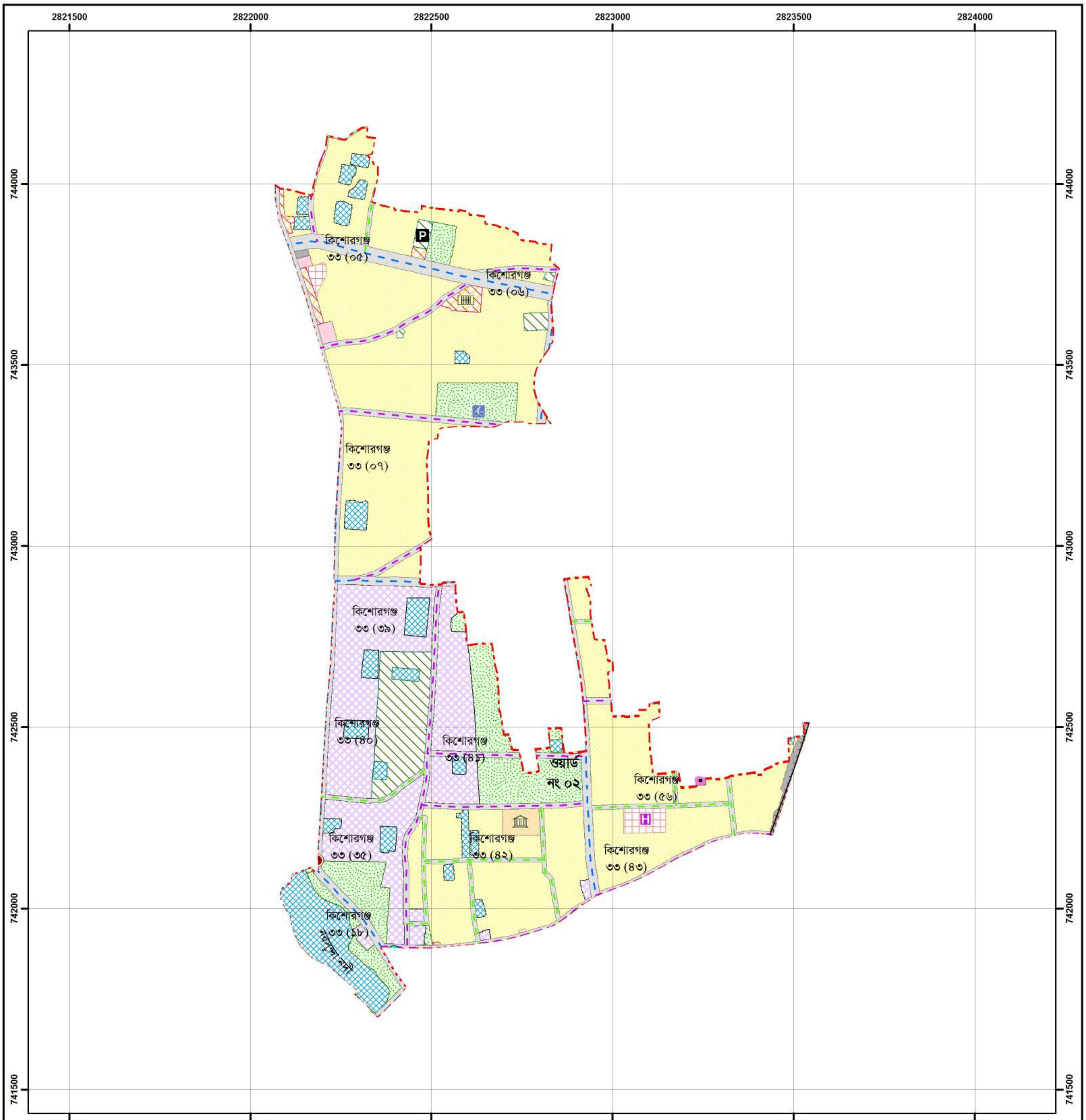

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের (ডি টি আই ডি পি) আওতায়
কিশোরগঞ্জ পৌরসভার মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন

পরামর্শক প্রতিষ্ঠান

BETS Consulting Services Ltd.
House No. 10, Road No. 135, Gulshan-1, Dhaka-1212, Bangladesh.
Phone: 9889923-24, Fax: +88029889967, E-mail: bets@betsbd.com

কিশোরগঞ্জ পৌরসভার
মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন

0 125 250 500 Meters

1:11,000

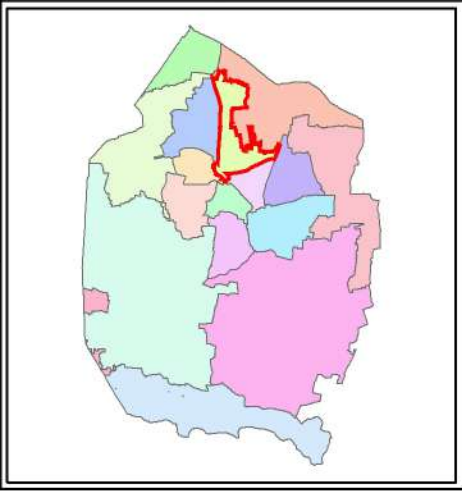

সাংকেতিক চিহ্নঃ

- পৌরসভা সীমানা
- ওয়ার্ড সীমানা
- বি এম পিলার
- রেল লাইন
- প্রশাসনিক
- পরিবহণ
- বাণিজ্যিক
- সামাজিক সুবিধাদি
- শিক্ষাগত
- স্বাস্থ্য
- মিশ্র ব্যবহার
- খোলা জায়গা / বিনোদনমূলক
- আবসিক
- জলাশয়
- হাসপাতাল / ক্লিনিক (১)
- নেইবারহুড পার্ক (১)
- সরকারী অফিসার্স হাউজিং (১)
- নেইবারহুড মার্কেট (১)
- গন গ্রন্থাগার (১)
- গন শৌচাগার (২)
- গোলচত্তর (১)
- ওয়ার্ড কেন্দ্র কমপ্লেক্স (১)
- আঞ্চলিক সড়ক
- প্রধান সড়ক
- সেকেন্ডারী রোড
- লোকাল রোড

৮.৪.৩ ওয়ার্ড-০৩ এর জন্য বিস্তারিত এলাকা পরিকল্পনা

৮.৪.৩.১ ওয়ার্ড ০৩ এর জন্য প্রস্তাব এবং পরিকল্পনা

ওয়ার্ড নং ৩ কিশোরগঞ্জ পৌরসভা উত্তর অংশে অবস্থিত। ওয়ার্ড ০৩ এর আয়তন ১৪৭.৪৯ একর। ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা, নগরসেবা ও উন্নয়ন প্রকল্প এর পরিকল্পনা নীতি ও প্রস্তাব পর্যালোচনা করে তিনটি পর্যায়ে ২০৩৩ পর্যন্ত ওয়ার্ড ০৩ এর নিম্নলিখিত প্রস্তাব বিস্তারিত এলাকা পরিকল্পনায় উপস্থাপন করা হয়েছে। বিস্তারিত এলাকা পরিকল্পনার প্রস্তাব নিম্নলিখিত সারণিএবং মানচিত্র ৮.৩-এ দেখানো হয়েছে।

সড়ক প্রস্তাবনাঃ

রাস্তার শ্রেনীবিভাগ	প্রস্তাবিত আইডি	উন্নয়নের ধরন	প্রস্তাবিত রাইট অফ ওয়ে (মি.)	দৈর্ঘ্য (কি.মি.)
লোকাল	এল আর -০১৭	প্রশস্তকরন	১২	০.২০
লোকাল	এল আর -০১৮	প্রশস্তকরন	১২	০.৩০
লোকাল	এল আর -০১৯	প্রশস্তকরন	১২	০.২৫
লোকাল	এল আর -০২০	প্রশস্তকরন	১২	০.১০
লোকাল	এল আর -০২১	প্রশস্তকরন	১২	০.২৪
লোকাল	এল আর -০২২	প্রশস্তকরন	১২	০.১৭
লোকাল	এল আর -০২৩	প্রশস্তকরন	১২	০.১১
লোকাল	এল আর -০২৪	প্রশস্তকরন	১২	০.৪৭
প্রাইমারী	পি আর -০৩	প্রশস্তকরন	২৪	২.৪৬
প্রাইমারী	পি আর -০৪	প্রশস্তকরন	২৪	০.২১
প্রাইমারী	পি আর -৩৩	প্রশস্তকরন	২৪	৭.৬৬
সেকেন্ডারী	এস আর -০৯	প্রশস্তকরন	১৫	০.৭৬
সেকেন্ডারী	এস আর -১০	প্রশস্তকরন	১৫	০.২০
সেকেন্ডারী	এস আর -১১	প্রশস্তকরন	১৫	০.৬৩
সেকেন্ডারী	এস আর -১২	প্রশস্তকরন	১৫	০.৪২
সেকেন্ডারী	এস আর -১৩	প্রশস্তকরন	১৫	০.৩০
সেকেন্ডারী	এস আর -১৪	প্রশস্তকরন	১৫	০.১৮
সেকেন্ডারী	এস আর -১৫	নতুন রাস্তা	১৮	০.৪৫
সেকেন্ডারী	এস আর -১৬	প্রশস্তকরন	১৫	০.২৭

ড্রেন এর প্রস্তাবনাঃ

ড্রেনের শ্রেনীবিভাগ	প্রস্তাবিত আইডি	প্রস্থ (মি.)	দৈর্ঘ্য (কি.মি.)	আউটফল
টারশিয়ারি	টি ডি -৩৩	০.৫	১.১১	পি ডি -০৩
টারশিয়ারি	টি ডি -৩৪	০.৫	০.৪০	টি ডি -৩৩
টারশিয়ারি	টি ডি -৩৫	০.৫	০.২৫	টি ডি -৩৫
টারশিয়ারি	টি ডি -৩৬	০.৫	০.১৭	টি ডি -৩৫
টারশিয়ারি	টি ডি -৩৭	০.৫	০.১৮	এস ডি -১৬
টারশিয়ারি	টি ডি -৩৮	০.৫	০.৫৫	পি ডি -০৪

সেতু এবং কালভার্ট

সেতুর সংখ্যা	কালভার্ট এর সংখ্যা
১	০

উন্নয়ন প্রস্তাবনাঃ

প্রস্তাবনার ধরন	প্রস্তাবিত আইডি	আয়তন (একর)	মৌজা	দাগ নং
নেইবারহুড মার্কেট	এন এম -০৩	১.২৩	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (৪৩)	২১৫১৮, ২১৫১৯, ২১৫২০, ২১৫২১, ২১৫২২, ২১৫২৩, ২১৫২৪, ২১৫৩২
বোটানিক্যাল গার্ডেন	বি জি-০১	৮.০২	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (৩২)	১৯০১১- ১৯০২১, ৯৯৯৯৯

প্রস্তাবনার ধরন	প্রস্তাবিত আইডি	আয়তন (একর)	মৌজা	দাগ নং
			কিশোরগঞ্জ ৩৩ (৩৩)	১৯৪৭৮, ১৯৪৮১-১৯৪৮৯, ১৯৪৯২, ১৯৫০২-১৯৫৩০, ১৯৫৩২-১৯৫৩৮, ১৯৫৫০, ১৯৫৫১, ১৯৫৫৪-১৯৫৫৯, ১৯৬২৮, ১৯৬২৯
			কিশোরগঞ্জ ৩৩ (৩৪)	১৯৮৮৭, ১৯৮৯০, ১৯৮৯২-১৯৮৯৬, ১৯৮৯৮-১৯৯০৪, ১৯৯৫৪
			কিশোরগঞ্জ ৩৩ (৪৫)	২১৯৮২-২২০০৭, ২২০১০-২২০১২, ২২০১৭-২২০১৯
			কিশোরগঞ্জ ৩৩ (৪৬)	২২৪১০, ২২৪১৩- ২২৪২৭, ২২৭১১- ২২৭৫১, ২২৭৭২, ২২৭৮৭-২২৮২৫, ২২৮৩৪-২২৮৪০, ২২৮৬৫-২২৮৭৫, ২৩০৬৫, ২৩০৬৭, ২৩০৮০, ২৩০৮১, ৯৯৯৯৯
বোটানিক্যাল গার্ডেন	বি জি -০২	৫.৭৭	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (৩২)	১৮৯৯৫-১৯০০০, ১৯০০২-১৯০১০, ১৯০২১-১৯০২৮
			কিশোরগঞ্জ ৩৩ (৩৩)	১৯৩৯৩-১৯৪০৬, ১৯৪১১-১৯৪১৫, ১৯৪২০-১৯৪৩৫, ১৯৪৩৭, ১৯৪৩৯- ১৯৪৪৩, ১৯৪৪৫, ১৯৪৪৮-১৯৪৫২, ১৯৪৫৪-১৯৪৫৭, ১৯৪৫৯, ১৯৪৬৬-১৯৪৬৯, ১৯৪৭২- ১৯৪৭৯, ১৯৫৩৯-১৯৫৪২, ১৯৫৪৪, ১৯৫৪৫, ১৯৬৩১, ৯৯৯৯৯, ৯৯৯৯৯
নেইবারহুড পার্ক	এন পি -০৩	৫.১৫	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (৪৪)	২১৭৪৮, ২১৭৪৯, ২১৭৫৪-২১৭৫৯, ২১৭৬১, ২১৭৭৮-২১৭৮৫, ২১৮২০-২১৮২৮- ২১৮৩৪, ২১৮৩৭
			কিশোরগঞ্জ ৩৩ (৪৫)	২২১৮১
গণশৌচাগার	পি টি -০২	০.১০	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (৩৪)	১৯৮৭৯, ১৯৯৫৭
গণশৌচাগার	পি টি -০৩	০.০২	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (৪৬)	২৩০৩৫, ২৩০৩৭
ওয়ার্ড সেন্টার কমপ্লেক্স	ডব্লিউ সি সি -০৩	১.৯০	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (৪৪)	২১৬০২, ২১৬০৩, ২১৬০৭- ২১৬১২, ২১৬১৭-২১৬৩৩, ২১৬৩৮

৮.৪.৩.২ অগ্রাধিকার কার্যাবলী

কিশোরগঞ্জ পৌরসভার গণ-পরামর্শ বৈঠক শেষে নিন্মলিখিত অগ্রাধিকার কার্যাবলী চিহ্নিত করা হয়েছে।

অগ্রাধিকার -১		অগ্রাধিকার -২		অগ্রাধিকার -৩	
উন্নয়নের ধরন	আইডি নং	উন্নয়নের ধরন	আইডি নং	উন্নয়নের ধরন	আইডি নং
রাস্তার উন্নয়ন	এল আর -০১৭	রাস্তার উন্নয়ন	এল আর -০২৪	রাস্তার উন্নয়ন	পি আর -০৩
	এল আর -০১৮		এস আর -০৯		পি আর -০৪
	এল আর -০১৯		এস আর -১০		পি আর -৩৩
	এল আর -০২০		এস আর -১১		এস আর -১৪
	এল আর -০২১		এস আর -১২		এস আর -১৫
	এল আর -০২২		এস আর -১৩		এস আর -১৬
	এল আর -০২৩				
ড্রেন	টি ডি -৩৩	ড্রেন	টি ডি -৩৫	ড্রেন	টি ডি -৩৭
	টি ডি -৩৪		টি ডি -৩৬		টি ডি -৩৮
উন্নয়ন প্রস্তাবনা	পি টি -০২	উন্নয়ন প্রস্তাবনা	এন পি -০৩	উন্নয়ন প্রস্তাবনা	ইএ-০১
	এন এম -০৩		ডব্লিউ সি সি -০৩		ইএ-০২
	পি টি -০৩				

৮.৪. ৩.৩ অবকাঠামো উন্নতির আনুমানিক আর্থিক খরচের পরিমান অনুচ্ছেদ ৮.৪.১.৩-এ ইতিমধ্যেই দেখানো হয়েছে।

ম্যাপ নং. ৮.৩

০৩ নং ওয়ার্ডের বিস্তারিত এলাকা পরিকল্পনা

1:5,500

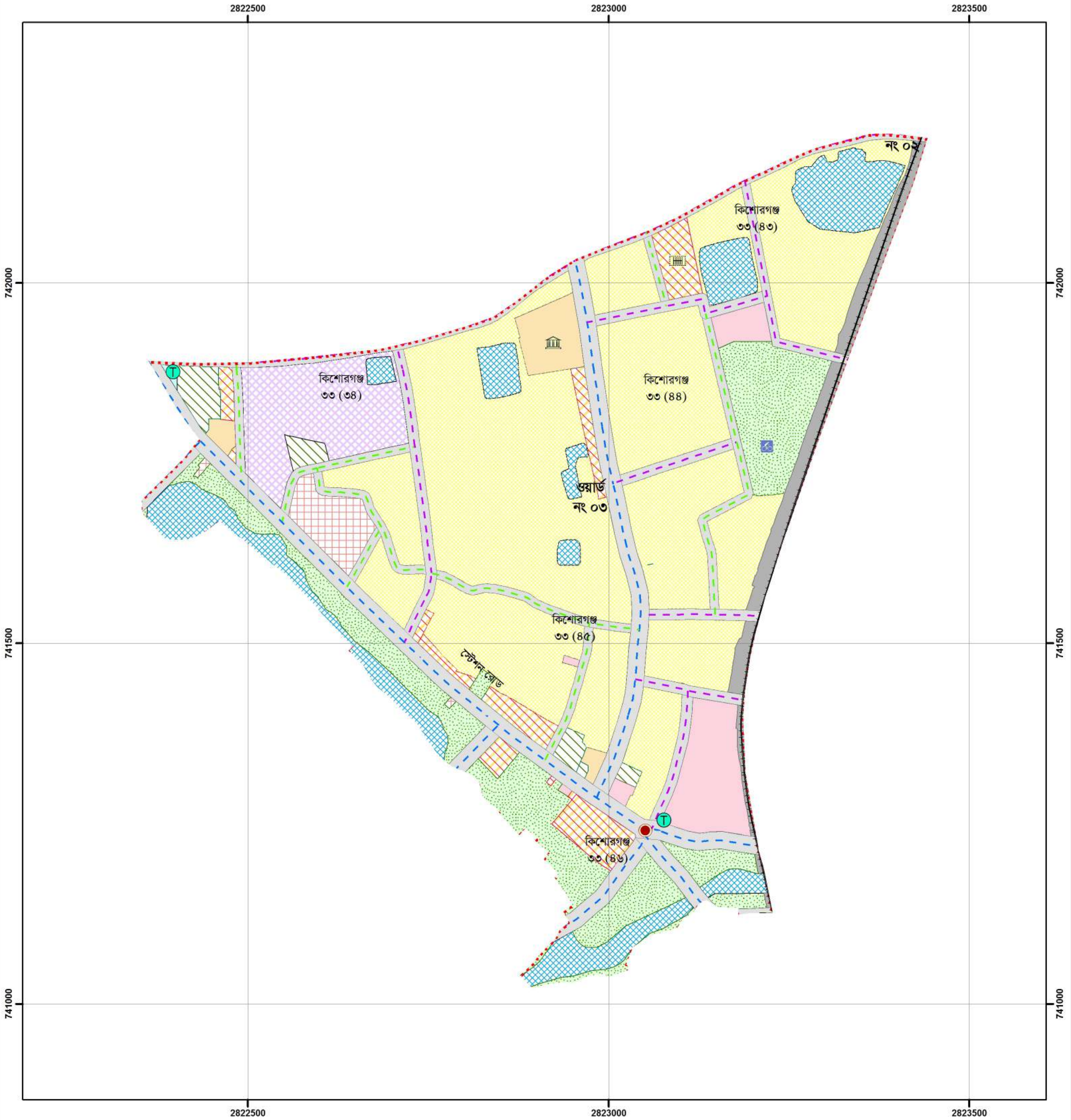

কিশোরগঞ্জ পৌরসভার
মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন

0 62.5 125 250 Meters

1:5,500

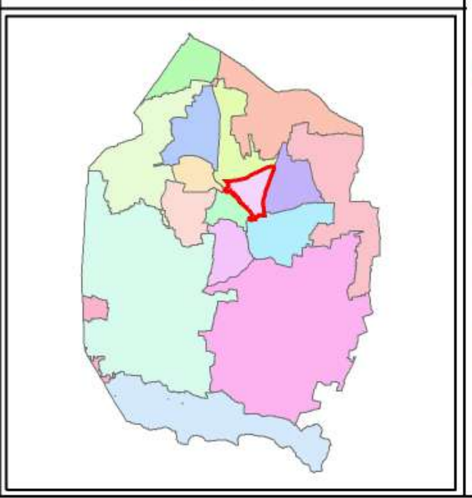

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের (ডি টি আই ডি পি) আওতায়
কিশোরগঞ্জ পৌরসভার মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন

পরামর্শক প্রতিষ্ঠান
BETS Consulting Services Ltd.
House No. 10, Road No. 135, Gulshan-1, Dhaka-1212, Bangladesh.
Phone: 9889923-24, Fax: +88029889967, E-mail: bets@betsbd.com

সাংকেতিক চিহ্নঃ

- পৌরসভা সীমানা
- ওয়ার্ড সীমানা
- রেল লাইন
- প্রশাসনিক
- বাণিজ্যিক
- সামাজিক সুবিধাদি
- পরিবহণ
- শিক্ষাগত
- স্বাস্থ্য
- মিশ্র ব্যবহার
- খোলা জায়গা / বিনোদনমূলক
- আবসিক
- উপযোগমূলক সেবা
- জলাশয়
- নেইবারহুড পার্ক (১)
- নেইবারহুড মার্কেট (১)
- গন শৌচাগার (২)
- গোলচত্তর (১)
- ওয়ার্ড কেন্দ্র কমপ্লেক্স (১)
- আঞ্চলিক সড়ক
- প্রধান সড়ক
- সেকেন্ডারী রোড
- লোকাল রোড

৮.৪.৪ কিশোরগঞ্জ পৌরসভারওয়ার্ড-০৪ এর জন্য বিস্তারিত এলাকা পরিকল্পনা

৮.৪.৪.১ ওয়ার্ড ০৪ এর জন্য প্রস্তাব এবং পরিকল্পনা

ওয়ার্ড নং ৪ কিশোরগঞ্জ পৌরসভা উত্তর পূর্ব অংশে অবস্থিত। ওয়ার্ড ০৪ এর আয়তন ২৮৮.৩৬ একর। ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা, নগরসেবা ও উন্নয়ন প্রকল্পের পরিকল্পনা নীতি ও প্রস্তাব পর্যালোচনা করে তিনটি পর্যায়ে ২০৩৩ পর্যন্ত ওয়ার্ড ০৪ এর নিম্নলিখিত প্রস্তাব বিস্তারিত এলাকা পরিকল্পনায় উপস্থাপন করা হয়েছে। বিস্তারিত এলাকা পরিকল্পনার প্রস্তাব নিম্নলিখিত সারণি এবং মানচিত্র ৮.৪-এ দেখানো হয়েছে।

সড়ক প্রস্তাবনাঃ:

রাস্তার শ্রেনীবিভাগ	প্রস্তাবিত আইডি	উন্নয়নের ধরন	প্রস্তাবিত রাইট অফ ওয়ে (মি.)	দৈর্ঘ্য (কি.মি.)
লোকাল	এল আর -০২৫	প্রশস্তকরন	১২	০.৮৪
লোকাল	এল আর -০২৬	নতুন রাস্তা	১৪	০.৫৫
লোকাল	এল আর -০২৭	প্রশস্তকরন	১২	০.২৫
লোকাল	এল আর -০২৮	নতুন রাস্তা	১৪	০.২৯
সেকেন্ডারী	এস আর -১৭	নতুন রাস্তা	১৫	০.৫৯
সেকেন্ডারী	এস আর -১৮	প্রশস্তকরন	১৫	০.২৭
সেকেন্ডারী	এস আর -১৯	নতুন রাস্তা	১৮	০.৬২
সেকেন্ডারী	এস আর -২০	নতুন রাস্তা	১৫	০.৫৬
সেকেন্ডারী	এস আর -২১	প্রশস্তকরন	১৫	০.২৫
সেকেন্ডারী	এস আর -২২	প্রশস্তকরন	১৫	০.৪৯
সেকেন্ডারী	এস আর -২৩	প্রশস্তকরন	১৫	০.১৭
সেকেন্ডারী	এস আর -২৪	প্রশস্তকরন	১৫	০.১৯

ড্রেন এর প্রস্তাবনাঃ

ড্রেনের শ্রেনীবিভাগ	প্রস্তাবিত আইডি	প্রস্থ (মি.)	দৈর্ঘ্য (কি.মি.)	আউটফল
প্রাইমারী	পি ডি -০৫	১.৫	১.৪৭	নরসুন্দা নদী
সেকেন্ডারী	এস ডি -১৭	০.৮	০.৬৮	নরসুন্দা নদী
টারশিয়ারি	টি ডি -৩৯	০.৫	০.৩১	পি ডি -০৪
টারশিয়ারি	টি ডি -৪০	০.৫	০.২৭	এস ডি -১৭
টারশিয়ারি	টি ডি -৪১	০.৫	০.৫৫	পি ডি -০৫
টারশিয়ারি	টি ডি -৪২	০.৫	০.৫২	এস ডি -১৭
টারশিয়ারি	টি ডি -৪৩	০.৫	০.৫৭	পি ডি -০৫

সেতু এবং কালভার্ট

সেতুর সংখ্যা	কালভার্ট এর সংখ্যা
৩	০

উন্নয়ন প্রস্তাবনা:

প্রস্তাবনার ধরন	প্রস্তাবিত আইডি	আয়তন (একর)	মৌজা	দাগ নং
কলেজ	সি-০২	৬.৭০	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (৫৫)	২৬৩২৯, ২৬৩৩১, ২৬৩৪৪, ২৬৩৪৫, ২৬৩৫২-২৬৩৬৬, ২৬৩৬৮, ২৬৩৬৯, ২৬৩৭১, ২৬৫১০, ২৬৫১৩, ২৬৫২০, ২৬৫২১- ২৬৫২৮, ২৬৫৩২, ২৬৫৩৩, ২৬৫৩৪
নেইবারহুড পার্ক	এন পি -০৪	২.৬১	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (৫৫)	২৬৭০১- ২৬৭১৫
কবরস্থান	জি ওয়াই -০৩	১.৮৮	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (৫৫)	২৬৩৬৮-২৬৩৭১, ২৬৩৭৩, ২৬৩৮০, ২৬৩৮১, ২৬৩৮৪-২৬৩৯০, ২৬৪৩৫
নেইবারহুড মার্কেট	এন এম -০৪	১.৫১	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (৫৫)	২৬৬১০, ২৬৬১২, ২৬৬১৩, ২৬৬১৪, ২৬৬১৫, ২৬৬১৬, ২৬৬২০, ২৬৬২১, ২৬৬২২, ২৬৬২৩, ২৬৬২৪, ২৬৬২৭, ২৬৬২৮, ২৬৬২৯, ২৬৬৩০
ওভারহেড ট্যাংক	ও টি -০২	০.০১	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (৫৫)	২৬২৯৭, ২৬৩১২

প্রস্তাবনার ধরন	প্রস্তাবিত আইডি	আয়তন (একর)	মৌজা	দাগ নং
খেলার মাঠ	পি জি -০৬	১.৬১	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (৫৫)	২৬৬২৭, ২৬৬৩৩, ২৬৬৩৪, ২৬৬৩৫, ২৬৬৩৬, ২৬৬৪২, ২৬৬৪৩, ২৬৬৪৪, ২৬৬৪৫, ২৬৬৪৬, ২৬৬৪৭, ২৬৬৪৮, ২৬৭০৩
গণশৌচাগার	পি টি -০৪	০.০১	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (৫৯)	৭০০২৪
টেম্পো স্ট্যান্ড	টি এস -০৮	০.৩৩	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (৫৫)	২৬৬৭১-২৬৬৭৩
ওয়ার্ড সেন্টার কমপ্লেক্স	ডব্লিউ সি সি -০৪	১.৯৬	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (৫৫)	২৬৩৬২- ২৬৩৭০, ২৬৩৮৯, ২৬৩৯০, ২৬৪৩৩, ২৬৪৩৫- ২৬৪৩৯, ২৬৫২৮

৮.৪. ৪.২ অগ্রাধিকার কার্যাবলী

কিশোরগঞ্জ পৌরসভার গণ-পরামর্শ বৈঠক শেষে নিম্নলিখিত অগ্রাধিকার কার্যাবলী চিহ্নিত করা হয়েছে।

অগ্রাধিকার -১		অগ্রাধিকার -২		অগ্রাধিকার -৩	
উন্নয়নের ধরন	আইডি নং	উন্নয়নের ধরন	আইডি নং	উন্নয়নের ধরন	আইডি নং
রাস্তার উন্নয়ন	এল আর -০২৫	রাস্তার উন্নয়ন	এস আর -১৮	রাস্তার উন্নয়ন	এস আর -২২
	এল আর -০২৬		এস আর -১৯		এস আর -২৩
	এল আর -০২৭		এস আর -২০		এস আর -২৪
	এল আর -০২৮		এস আর -২১		
	এস আর -১৭				
ড্রেন	পি ডি -০৫	ড্রেন	টি ডি -৩৯	ড্রেন	টি ডি -৪২
	এস ডি -১৭		টি ডি -৪০		টি ডি -৪৩
			টি ডি -৪১		
উন্নয়ন প্রস্তাবনা	এন এম -০৪	উন্নয়ন প্রস্তাবনা	এন পি -০৪	উন্নয়ন প্রস্তাবনা	সি -০২
	পি জি -০৬		টি এস -০৮		জি ওয়াই -০৩
	পি টি -০৪		ডব্লিউ সি সি -০৪		ও টি -০২

৮. ৪. ৪.৩ অবকাঠামো উন্নতির আনুমানিক আর্থিক খরচের পরিমান অনুচ্ছেদ ৮.৪.১.৩-এ ইতিমধ্যেই বলা হয়েছে।

ম্যাপ নং. ৮.৪

০৪ নং ওয়ার্ডের বিস্তারিত এলাকা পরিকল্পনা

1:8,000

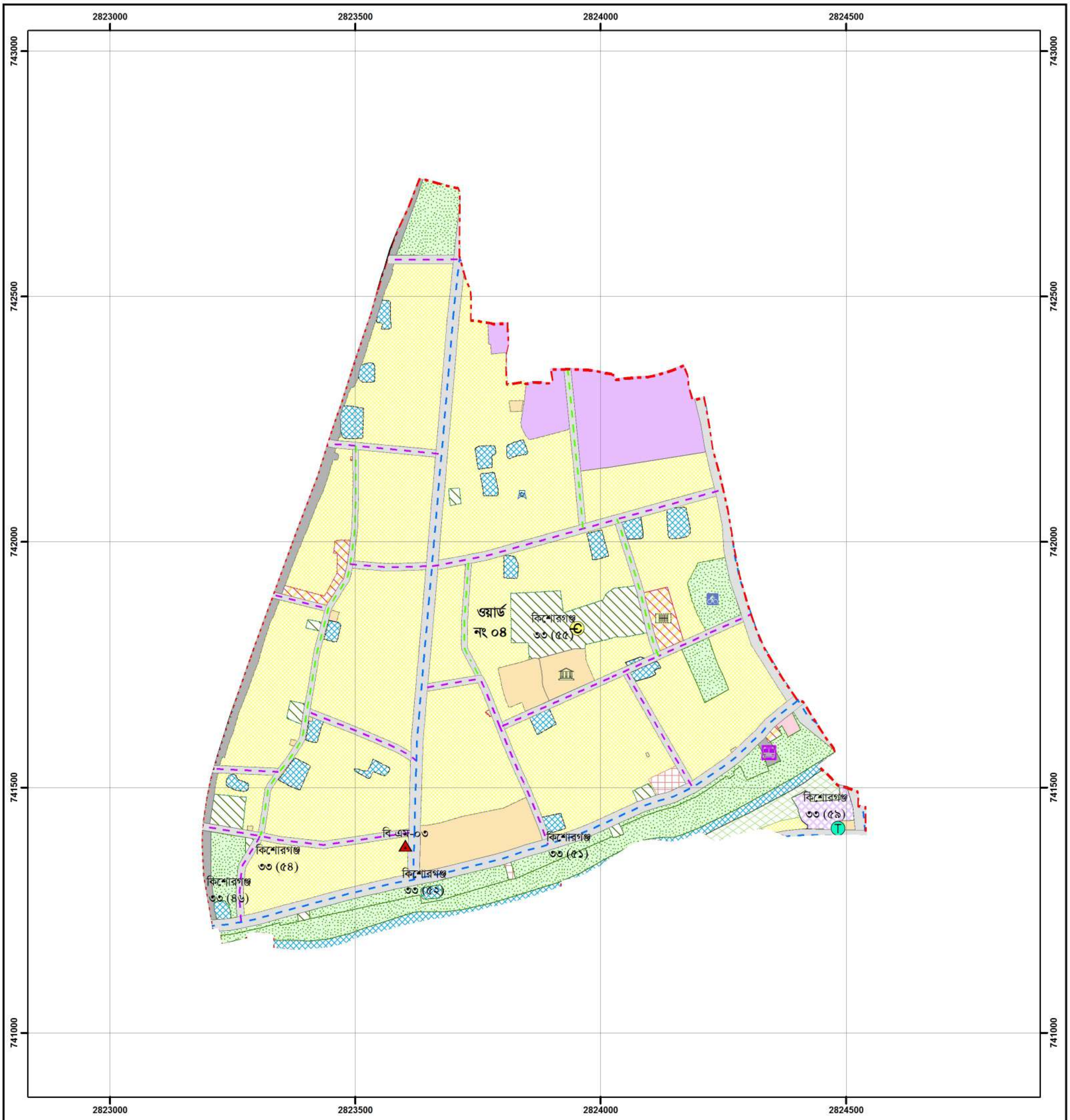

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের (ডি টি আই ডি পি) আওতায়
কিশোরগঞ্জ পৌরসভার মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন

পরামর্শক প্রতিষ্ঠান

BETS Consulting Services Ltd.
House No. 10, Road No. 135, Gulshan-1, Dhaka-1212, Bangladesh.
Phone: 9889923-24, Fax: +88029889967, E-mail: bets@betsbd.com

কিশোরগঞ্জ পৌরসভার
মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন

0 90 180 360 Meters

1:8,000

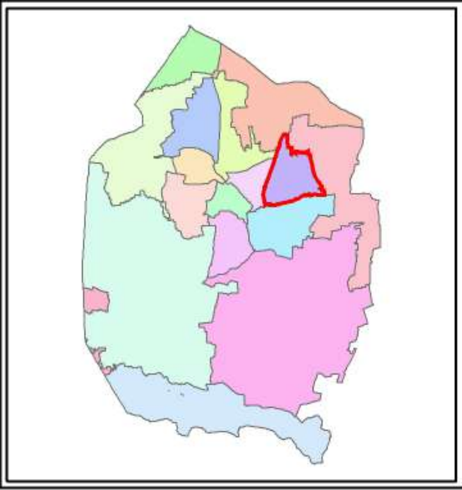

সাংকেতিক চিহ্নঃ

- পৌরসভা সীমানা
- ওয়ার্ড সীমানা
- বি এম পিলার
- প্রশাসনিক
- কৃষি
- পরিবহণ
- বাণিজ্যিক
- সামাজিক সুবিধাদি
- শিক্ষাগত
- স্বাস্থ্য
- মিশ্র ব্যবহার
- খোলা জায়গা / বিনোদনমূলক
- আবসিক
- সংরক্ষিত নগর এলাকা
- উপযোগমূলক সেবা
- জলাশয়
- নেইবারহুড পার্ক (১)
- টেম্পু স্ট্যান্ড (১)
- কলেজ (১)
- নেইবারহুড মার্কেট (১)
- ওভারহেড ট্যাংক (১)
- গন শৌচাগার (১)
- ওয়ার্ড কেন্দ্র কমপ্লেক্স (১)
- আঞ্চলিক সড়ক
- প্রধান সড়ক
- সেকেন্ডারী রোড
- লোকাল রোড

৮.৪.৫ কিশোরগঞ্জ পৌরসভার ওয়ার্ড-০৫ এর জন্য বিস্তারিত এলাকা পরিকল্পনা

৮.৪.৫.১ ওয়ার্ড ০৫ এর জন্য প্রস্তাব এবং পরিকল্পনা

ওয়ার্ড নং ৫ কিশোরগঞ্জ পৌরসভার দক্ষিণ অংশে অবস্থিত। ওয়ার্ড ০৫ এর আয়তন ১৫৩.২৭ একর। ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা, নগরসেবা ও উন্নয়ন প্রকল্পের পরিকল্পনা নীতি ও প্রস্তাব পর্যালোচনা করে তিনটি পর্যায়ে ২০৩৩ পর্যন্ত ওয়ার্ড ০৫ এর নিম্নলিখিত প্রস্তাব বিস্তারিত এলাকা পরিকল্পনায় উপস্থাপন করা হয়েছে। বিস্তারিত এলাকা পরিকল্পনারপ্রস্তাব নিম্নলিখিত সারণি এবং মানচিত্র ৮. ৫-এ দেখানো হয়েছে।

সড়ক প্রস্তাবনাঃ:

রাস্তার শ্রেনীবিভাগ	প্রস্তাবিত আইডি	উন্নয়নের ধরন	প্রস্তাবিত রাইট অফ ওয়ে (মি.)	দৈর্ঘ্য (কি.মি.)
লোকাল	এল আর -০২৯	প্রশস্তকরন	১২	০.৩৪
লোকাল	এল আর -০৩০	প্রশস্তকরন	১২	০.৩২
লোকাল	এল আর -০৩১	নতুন রাস্তা	১৪	০.২৯
প্রাইমারী	পি আর -৩৪	প্রশস্তকরন	২৪	৪.২৮
সেকেন্ডারী	এস আর -২৫	প্রশস্তকরন	১৫	০.৩৮
সেকেন্ডারী	এস আর -২৬	প্রশস্তকরন	১৫	০.৮২

ড্রেন এর প্রস্তাবনাঃ

ড্রেনের শ্রেনীবিভাগ	প্রস্তাবিত আইডি	প্রস্থ (মি.)	দৈর্ঘ্য (কি.মি.)	আউটফল
সেকেন্ডারী	এস ডি -৪৫	০.৮	০.৭৪	এস ডি -৪৬
সেকেন্ডারী	এস ডি -৪৬	০.৮	০.৮৪	পি ডি -০৯
সেকেন্ডারী	এস ডি -৪৭	০.৮	০.৬১	নরসুন্দা নদী
সেকেন্ডারী	এস ডি -৪৮	০.৮	০.৯৬	পি ডি -০৯
সেকেন্ডারী	এস ডি -৪৯	০.৮	০.৮৫	পি ডি -১০
টারশিয়ারি	টি ডি -১৫৫	০.৫	০.২৩	এস ডি -৪৬
টারশিয়ারি	টি ডি -১৫৬	০.৫	০.৪৮	এস ডি -৪৬
টারশিয়ারি	টি ডি -১৫৭	০.৫	০.২২	এস ডি -৪৬
টারশিয়ারি	টি ডি -১৫৮	০.৫	০.৪১	এস ডি -৪৬
টারশিয়ারি	টি ডি -১৫৯	০.৫	০.২৬	টি ডি -১৫৭
টারশিয়ারি	টি ডি -১৬২	০.৫	০.১১	এস ডি -৪৯
টারশিয়ারি	টি ডি -১৬৩	০.৫	০.৩০	এস ডি -৪৮

উন্নয়ন প্রস্তাবনাঃ

প্রস্তাবনার ধরন	প্রস্তাবিত আইডি	আয়তন (একর)	মৌজা	দাগ নং
মুক্তাঙ্গন ও পার্ক	Amph-P	৫.০৫	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (১৮)	১২৩২০, ১৩২০৪-১৩২১০, ১৩২১২, ১৩২৭৫, ১৩২৮১-১৩২৮৮, ১৩২৯৩, ১৩২৯৫-১৩৩০২, ১৩৩০৭-১৩৩০৯, ১৩৩১১, ১৩৩১২, ১৩৩২৬, ১৩৩৯১, ১৩৪০০
			কিশোরগঞ্জ ৩৩ (৩৫)	২০১১২
			কিশোরগঞ্জ ৩৩ (৩৬)	২০৩৮৩, ২০৩৭৯
হাসপাতাল	হাসপাতাল -০২	০.২৯	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (১৭)	১২৯৩৭, ১২৯৬৪, ১২৯৬৮, ১২৯৬৯, ১২৯৭০, ১২৯৭১
হাসপাতাল	হাসপাতাল -০৩	২.৭৩	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (১১)	১১১৪১, ১১১৪৬
			কিশোরগঞ্জ ৩৩ (০৯)	৯০৩১, ৯০৩৮- ৯০৪৭, ৯০৫৩, ৯০৫৫, ৯০৫৬, ৯০৫৭
নেইবারহুড পার্ক	এন পি -০৫	১.৬২	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (৩৬)	২০২০২, ২০২০৮, ২০২০৯, ২০২১১
			কিশোরগঞ্জ ৩৩ (৩৭)	৫১৫২, ৫৪৫১, ৬০৪৯, ৭২৪৫, ৭৫৪৪, ৭৮৪৩, ৮১৪২, ৮৪৪১, ৮৭৪০, ৯০৩৯, ৯৬৩৭
নেইবারহুড মার্কেট	এন এম -০৬	০.৫৯	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (১২)	১১৪৫৯, ১১৪৬০, ১১৪৬১, ১১৭৮৮, ১১৭৮৯, ১১৭৯০, ১১৭৯১
খেলার মাঠ	পি জি -০৭	০.৭৩	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (১১)	১১২২৪, ১১২২৫, ১১২৩৬-১১২৩৯, ১১২৫০, ১১২৫১, ১১২৫৫
খেলার মাঠ	পি জি -০৮	১.২৭	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (১৭)	১২৭৮৩- ১২৭৯১, ১২৮০১, ১২৮১৩- ১২৮১৮, ১২৮২০, ১২৮৫২- ১২৮৫৪
গণশৌচাগার	পি টি -০৬	০.০১	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (৩৬)	২০২৪৬
ওয়ার্ড সেন্টার কমপ্লেক্স	ডব্লিউ সি সি -০৫	১.৬৮	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (১২)	১১৪৩৬-১১৪৩৯, ১১৪৪১, ১১৪৪২, ১১৪৬৩, ১১৪৬৪, ১১৪৬৮

৮.৪.৫.২ অগ্রাধিকার কার্যাবলী
কিশোরগঞ্জ পৌরসভার গণ-পরামর্শ বৈঠক শেষে নিন্মলিখিত অগ্রাধিকার কার্যাবলী চিহ্নিত করা হয়েছে।

অগ্রাধিকার -১		অগ্রাধিকার -২		অগ্রাধিকার -৩	
উন্নয়নের ধরন	**আইডি নং**	উন্নয়নের ধরন	**আইডি নং**	উন্নয়নের ধরন	**আইডি নং**
রাস্তার উন্নয়ন	এল আর -০২৯	রাস্তার উন্নয়ন	এস আর -২৫	রাস্তার উন্নয়ন	পি আর -৩৪
	এল আর -০৩০		এস আর -২৬		
	এল আর -০৩১				
ড্রেন	এস ডি -৪৫	ড্রেন	এস ডি -৪৯	ড্রেন	টি ডি -১৫৮
	এস ডি -৪৬		টি ডি -১৫৫		টি ডি -১৫৯
	এস ডি -৪৭		টি ডি -১৫৬		টি ডি -১৬২
	এস ডি -৪৮		টি ডি -১৫৭		টি ডি -১৬৩
উন্নয়ন প্রস্তাবনা	হাসপাতাল -০২	উন্নয়ন প্রস্তাবনা	এন পি -০৫	উন্নয়ন প্রস্তাবনা	Amph-P
	এন এম -০৬		পি জি -০৮		হাসপাতাল -03
	পি জি -০৭		ডব্লিউ সি সি -০৫		
	পি টি -০৬				

৮.৪.৫.৩ অবকাঠামো উন্নতির আনুমানিক আর্থিক খরচের পরিমানঅনুচ্ছেদ ৮.৪.১.৩-এ দেখানো হয়েছে।

ম্যাপ নং. ৮.৫

০৫ নং ওয়ার্ডের বিস্তারিত এলাকা পরিকল্পনা

1:5,500

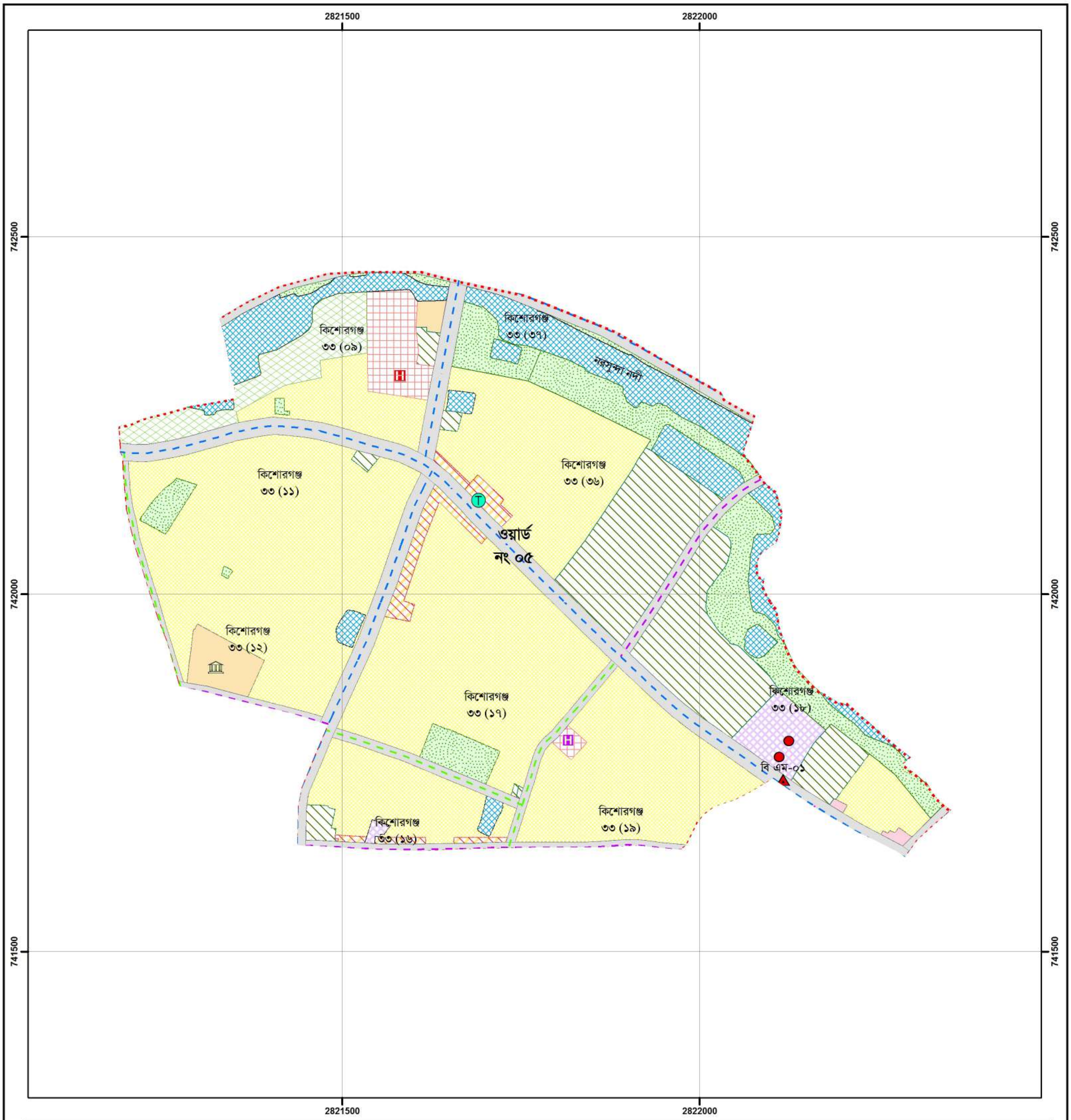

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের (ডি টি আই ডি পি) আওতায়
কিশোরগঞ্জ পৌরসভার মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন

পরামর্শক প্রতিষ্ঠান

BETS Consulting Services Ltd.
House No. 10, Road No. 135, Gulshan-1, Dhaka-1212, Bangladesh.
Phone: 9889923-24, Fax: +88029889967, E-mail: bets@betsbd.com

কিশোরগঞ্জ পৌরসভার
মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন

0 62.5 125 250 Meters

1:5,500

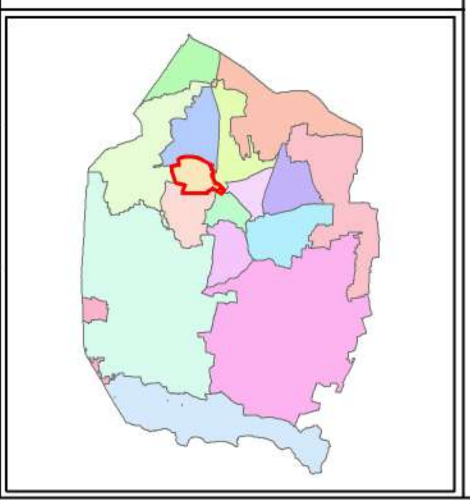

সাংকেতিক চিহ্নঃ

- ওয়ার্ড সীমানা
- বি এম পিলার
- পৌরসভা কার্যালয়
- প্রশাসনিক
- কৃষি
- পরিবহণ
- বাণিজ্যিক
- সামাজিক সুবিধাদি
- শিক্ষাগত
- স্বাস্থ্য
- মিশ্র ব্যবহার
- খোলা জায়গা / বিনোদনমূলক
- আবাসিক
- জলাশয়
- হাসপাতাল / ক্লিনিক (১)
- বিদ্যমান হাসপাতাল / ক্লিনিক (১)
- গন শৌচাগার (১)
- ওয়ার্ড কেন্দ্র কমপ্লেক্স (১)
- আঞ্চলিক সড়ক
- প্রধান সড়ক
- সেকেন্ডারী রোড
- লোকাল রোড

৮.৪.৬ কিশোরগঞ্জ পৌরসভার ওয়ার্ড-০৬ এর জন্য বিস্তারিত এলাকা পরিকল্পনা

৮.৪.৬.১ ওয়ার্ড ০৬ এর জন্য প্রস্তাবনা এবং পরিকল্পনা

ওয়ার্ড নং ৬ কিশোরগঞ্জ পৌরসভার মাঝখানে অবস্থিত। ওয়ার্ড ০৬ এর মোট এলাকা ১২৯.৭২ একর। ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা এবং নগর সেবা ও উন্নয়ন পরিকল্পনার নীতি ও প্রস্তাব পর্যালোচনার পরে ওয়ার্ড ০৬ এর জন্য নিম্নলিখিত প্রস্তাবসমূহ উপস্থাপন করা হলো যেটা তিনটি পর্যায়ে ২০৩৩ সাল পর্যন্ত বাস্তবায়িত হবে। বিস্তারিত উন্নয়ন প্রস্তাব নিম্নলিখিত টেবিলে এবংমানচিত্র ৮.৬-এ দেখানো হলো।

সড়ক প্রস্তাবনাঃ:

রাস্তার শ্রেনীবিভাগ	প্রস্তাবিত আইডি	উন্নয়নের ধরন	প্রস্তাবিত রাইট অফ ওয়ে (মি.)	দৈর্ঘ্য (কি.মি.)
লোকাল	এল আর -০৩২	নতুন রাস্তা	১৪	০.১৯
লোকাল	এল আর -০৩৩	প্রশস্তকরন	১২	০.৫৭
লোকাল	এল আর -০৩৪	প্রশস্তকরন	১২	০.৩৬
লোকাল	এল আর -০৩৫	প্রশস্তকরন	১২	০.২৬
লোকাল	এল আর -০৩৬	প্রশস্তকরন	১২	০.১৯
লোকাল	এল আর -০৩৭	প্রশস্তকরন	১২	০.৪৩
লোকাল	এল আর -০৩৮	প্রশস্তকরন	১২	০.১৭
প্রাইমারী	পি আর -০৫	প্রশস্তকরন	২৪	০.২৪
প্রাইমারী	পি আর -০৬	প্রশস্তকরন	২৪	৫.৮৮
প্রাইমারী	পি আর -০৭	প্রশস্তকরন	২৪	০.১২
প্রাইমারী	পি আর -০৮	প্রশস্তকরন	২৪	০.১৮
সেকেন্ডারী	এস আর -২৭	প্রশস্তকরন	১৫	০.১৫
সেকেন্ডারী	এস আর -২৮	প্রশস্তকরন	১৫	০.১৫

ড্রেন এর প্রস্তাবনাঃ

ড্রেনের শ্রেনীবিভাগ	প্রস্তাবিত আইডি	প্রস্থ (মি.)	দৈর্ঘ্য (কি.মি.)	আউটফল
সেকেন্ডারী	এস ডি -৩০	০.৮	১.৯০	এস ডি -৩১
টারশিয়ারি	টি ডি -১৫১	০.৫	০.১২	পি ডি -০৯
টারশিয়ারি	টি ডি -১৫২	০.৫	০.১৪	পি ডি -০৯
টারশিয়ারি	টি ডি -৮৭	০.৫	০.১৫	এস ডি -৩২
টারশিয়ারি	টি ডি -৮৮	০.৫	০.১৭	এস ডি -৩২
টারশিয়ারি	টি ডি -৯৪	০.৫	০.৭৮	পি ডি -০৯
টারশিয়ারি	টি ডি -৯৫	০.৫	০.২৩	নরসুন্দা নদী

সেতু এবং কালভার্ট

সেতুর সংখ্যা	কালভার্ট এর সংখ্যা
৩	০

উন্নয়ন প্রস্তাবনাঃ

প্রস্তাবনার ধরন	প্রস্তাবিত আইডি	আয়তন (একর)	মৌজা	দাগ নং
বোটানিক্যাল গার্ডেন	বি জি-০৩	১.৯৮	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (৩২)	১৯০৩০-১৯০৩২
			কিশোরগঞ্জ ৩৩ (৪৬)	২২৪২৭, ২২৪৩১-২২৪৬৭, ২২৬৯০, ২২৬৯৬-২২৭০৪, ২২৭০৭- ২২৭০৯, ২২৮৭৫, ২৩০৮১
গণশৌচাগার	পি টি -০৫	০.০১	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (৩২)	১৯১৫৯
ওয়ার্ড সেন্টার কমপ্লেক্স	ডব্লিউ সি সি -০৬	১.২০	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (৩২)	১৯১৬২-১৯১৬৫, ১৯১৭১-১৯১৭৬, ১৯১৮৪

৮.৪. ৬.২ অগ্রাধিকার কার্যাবলী

কিশোরগঞ্জ পৌরসভার গণ-পরামর্শ বৈঠক শেষে নিন্মলিখিত অগ্রাধিকার কার্যাবলী চিহ্নিত করা হয়েছে।

অগ্রাধিকার -১		অগ্রাধিকার -২		অগ্রাধিকার -৩	
উন্নয়নের ধরন	আই ডি	উন্নয়নের ধরন	আই ডি	উন্নয়নের ধরন	আই ডি
রাস্তার উন্নয়ন	এল আর -০৩২	রাস্তার উন্নয়ন	এল আর -০৩৭	রাস্তার উন্নয়ন	পি আর -০৫
	এল আর -০৩৩		এল আর -০৩৮		পি আর -০৬
	এল আর -০৩৪		এস আর -২৭		পি আর -০৭
	এল আর -০৩৫		এস আর -২৮		পি আর -০৮
	এল আর -০৩৬				
ড্রেন	এস ডি -৩০	ড্রেন	টি ডি -৮৮	ড্রেন	টি ডি -৮৭
	টি ডি -৮৭		টি ডি -৯৪		টি ডি -১৫২
			টি ডি -৯৫		
উন্নয়ন প্রস্তাবনা	ডব্লিউ সি সি -০৬	উন্নয়ন প্রস্তাবনা	পি টি -০৪	উন্নয়ন প্রস্তাবনা	ইএ-০৩

৮.৪. ৬.৩ অবকাঠামো উন্নতির আনুমানিক আর্থিক খরচের পরিমানঅনুচ্ছেদ ৮.৪.১.৩-এ দেখানো হয়েছে।

ম্যাপ নং. ৮.৬	**০৬ নং ওয়ার্ডের বিস্তারিত এলাকা পরিকল্পনা**	1:5,000

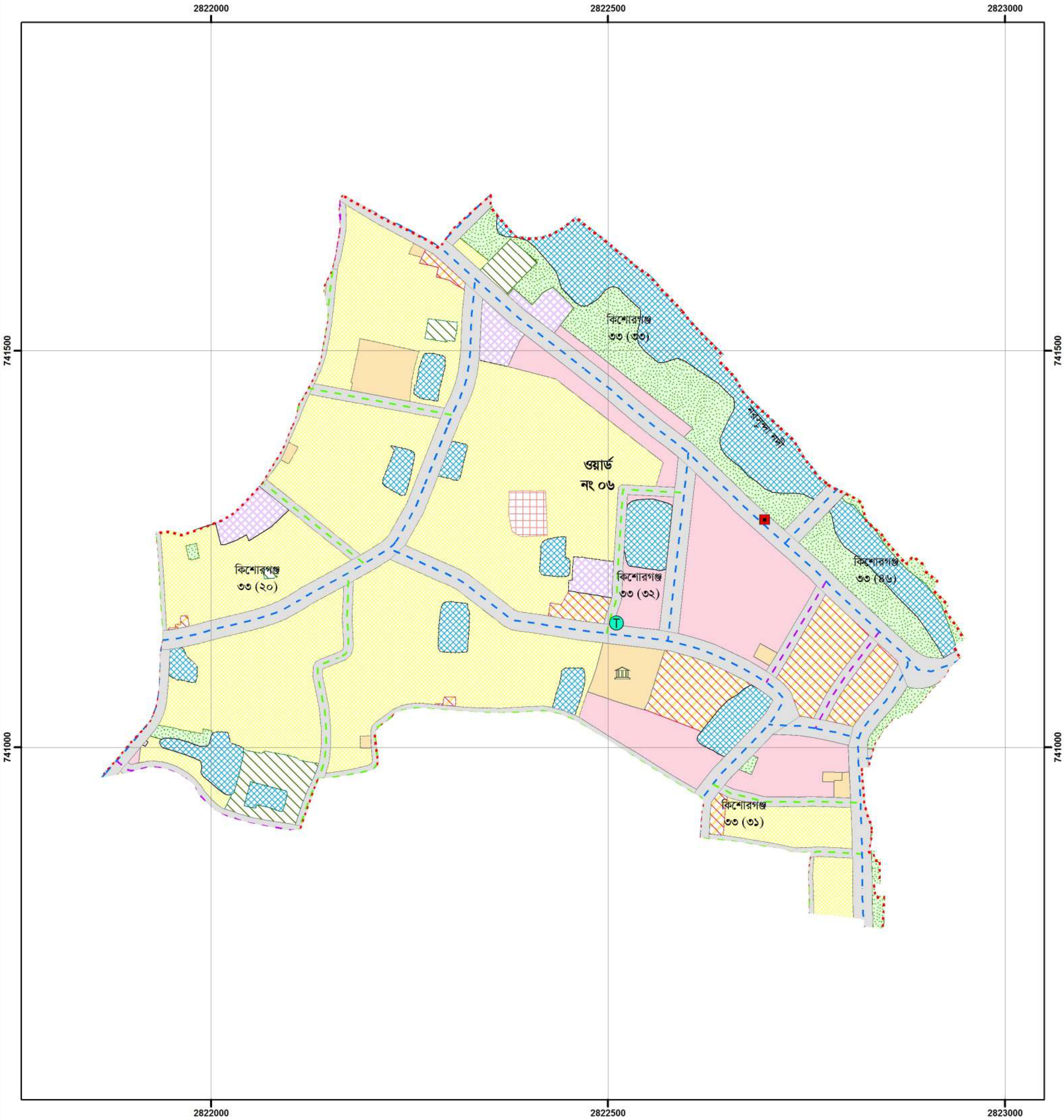

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের (ডি টি আই ডি পি) আওতায়
কিশোরগঞ্জ পৌরসভার মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন

পরামর্শক প্রতিষ্ঠান

BETS Consulting Services Ltd.
House No. 10, Road No. 135, Gulshan-1, Dhaka-1212, Bangladesh.
Phone: 9889923-24, Fax: +88029889967, E-mail: bets@betsbd.com

কিশোরগঞ্জ পৌরসভার
মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন

0 55 110 220 Meters

1:5,000

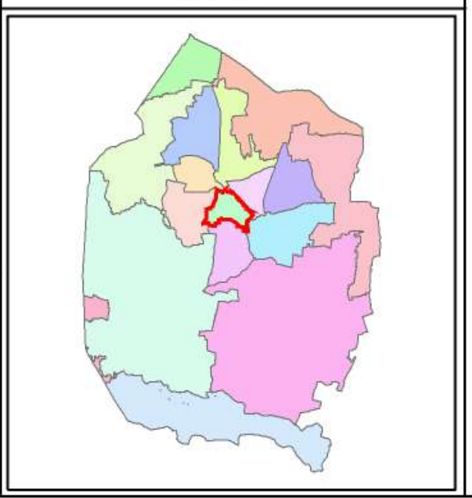

সাংকেতিক চিহ্নঃ

- পৌরসভা সীমানা
- ওয়ার্ড সীমানা
- বি এম পিলার
- ডিসি অফিস
- প্রশাসনিক
- পরিবহণ
- বাণিজ্যিক
- সামাজিক সুবিধাদি
- শিক্ষাগত
- স্বাস্থ্য
- মিশ্র ব্যবহার
- খোলা জায়গা / বিনোদনমূলক
- আবসিক
- জলাশয়
- গন শৌচাগার (১)
- ওয়ার্ড কেন্দ্র কমপ্লেক্স (১)
- আঞ্চলিক সড়ক
- প্রধান সড়ক
- সেকেন্ডারী রোড
- লোকাল রোড

৮.৪. ৭ কিশোরগঞ্জ পৌরসভার ওয়ার্ড-০৭ এর জন্য বিস্তারিত এলাকা পরিকল্পনা

৮.৪. ৭.১ ওয়ার্ড ০৭ এর জন্য প্রস্তাবনা এবং পরিকল্পনা

ওয়ার্ড নং ৭ কিশোরগঞ্জ পৌরসভার দক্ষিন পশ্চিমে অবস্থিত। ওয়ার্ড ০৭ এর মোট এলাকা ৪১৬.১৬ একর। ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা এবং নগর সেবা ও উন্নয়ন পরিকল্পনার নীতি ও প্রস্তাব পর্যালোচনার পরে ওয়ার্ড ০৭ এর জন্য নিম্নলিখিত প্রস্তাবসমূহ উপস্থাপন করা হলো যেটা তিনটি পর্যায়ে ২০৩৩ সাল পর্যন্ত বাস্তবায়িত হবে। বিস্তারিত উন্নয়ন প্রস্তাব নিম্নলিখিত টেবিলে এবংমানচিত্র ৮.৭-এ দেখানো হলো।

সড়ক প্রস্তাবনাঃ:

রাস্তার শ্রেনীবিভাগ	প্রস্তাবিত আইডি	উন্নয়নের ধরন	প্রস্তাবিত রাইট অফ ওয়ে (মি.)	দৈর্ঘ্য (কি.মি.)
লোকাল	এল আর -০৩৯	নতুন রাস্তা	১৪	০.৪১
লোকাল	এল আর -০৪০	নতুন রাস্তা	১৪	০.৫১
লোকাল	এল আর -০৪১	প্রশস্তকরন	১২	০.২৫
লোকাল	এল আর -০৪২	প্রশস্তকরন	১২	০.১৬
লোকাল	এল আর -০৪৩	প্রশস্তকরন	১২	০.১০
লোকাল	এল আর -০৪৪	প্রশস্তকরন	১২	০.৪২
লোকাল	এল আর -০৪৫	প্রশস্তকরন	১২	০.১৫
লোকাল	এল আর -০৪৬	নতুন রাস্তা	১৪	০.২৫
লোকাল	এল আর -০৪৭	নতুন রাস্তা	১৪	০.৪১
লোকাল	এল আর -০৪৮	নতুন রাস্তা	১৪	০.১৪
লোকাল	এল আর -০৪৯	প্রশস্তকরন	১২	০.১৯
লোকাল	এল আর -০৫০	নতুন রাস্তা	১৪	০.১১
লোকাল	এল আর -০৫১	নতুন রাস্তা	১৪	০.১৫
লোকাল	এল আর -০৫২	নতুন রাস্তা	১৪	০.১২
লোকাল	এল আর -০৫৩	নতুন রাস্তা	১৪	০.১৯
লোকাল	এল আর -০৫৪	প্রশস্তকরন	১২	০.৫২
প্রাইমারী	পি আর -০৯	প্রশস্তকরন	২৪	১.৩৩
প্রাইমারী	পি আর -১০	প্রশস্তকরন	২৪	২.২৩
প্রাইমারী	পি আর -১১	প্রশস্তকরন	২৪	০.০৫
সেকেন্ডারী	এস আর -২৯	নতুন রাস্তা	১৮	০.৭৩
সেকেন্ডারী	এস আর -৩০	প্রশস্তকরন	১৫	০.২২
সেকেন্ডারী	এস আর -৩১	নতুন রাস্তা	১৮	০.৫৮
সেকেন্ডারী	এস আর -৩২	নতুন রাস্তা	১৮	১.০৯
সেকেন্ডারী	এস আর -৩৩	নতুন রাস্তা	১৮	০.১৯
সেকেন্ডারী	এস আর -৩৪	প্রশস্তকরন	১৫	০.৫৬
সেকেন্ডারী	এস আর -৩৫	প্রশস্তকরন	১৫	০.৫৭
সেকেন্ডারী	এস আর -৩৬	প্রশস্তকরন	১৫	০.১৮
সেকেন্ডারী	এস আর -৩৭	প্রশস্তকরন	১৫	০.৪৩
সেকেন্ডারী	এস আর -৩৮	নতুন রাস্তা	১৮	০.৩৭
সেকেন্ডারী	এস আর -৩৯	নতুন রাস্তা	১৮	০.২৮
সেকেন্ডারী	এস আর -৪০	প্রশস্তকরন	১৫	০.৩১
সেকেন্ডারী	এস আর -৪১	নতুন রাস্তা	১৫	০.৬৭

ড্রেন এর প্রস্তাবনাঃ

ড্রেনের শ্রেনীবিভাগ	প্রস্তাবিত আইডি	প্রস্থ (মি.)	দৈর্ঘ্য (কি.মি.)	আউটফল
প্রাইমারী	পি ডি -০৮	১.৫	১.৫৮	নরসুন্দা নদীর শাখা
সেকেন্ডারী	এস ডি -১৬	০.৮	১.০৫	নরসুন্দা নদী

ড্রেনের শ্রেনীবিভাগ	প্রস্তাবিত আইডি	প্রস্থ (মি.)	দৈর্ঘ্য (কি.মি.)	আউটফল
সেকেন্ডারী	এস ডি -১৮	০.৮	০.৬০	নরসুন্দা নদী
সেকেন্ডারী	এস ডি -১৯	০.৮	০.৪১	এস ডি -১৮
সেকেন্ডারী	এস ডি -২০	০.৮	০.৩০	এস ডি -২২
সেকেন্ডারী	এস ডি -২১	০.৮	১.০১	এস ডি -২০
সেকেন্ডারী	এস ডি -২২	০.৮	০.৫৮	নরসুন্দা নদী
সেকেন্ডারী	এস ডি -২৩	০.৮	০.৪৫	এস ডি -২২
সেকেন্ডারী	এস ডি -২৪	০.৮	১.১৩	পি ডি -০৮
সেকেন্ডারী	এস ডি -২৬	০.৮	০.৯৩	নরসুন্দা নদীর শাখা
সেকেন্ডারী	এস ডি -২৭	০.৮	০.৩৬	নরসুন্দা নদীর শাখা
সেকেন্ডারী	এস ডি -২৮	০.৮	০.৩৭	নরসুন্দা নদীর শাখা
সেকেন্ডারী	এস ডি -২৯	০.৮	০.৩৮	নরসুন্দা নদীর শাখা
সেকেন্ডারী	এস ডি -৩২	০.৮	০.৪৪	নরসুন্দা নদীর শাখা
টারশিয়ারি	টি ডি -৫০	০.৫	০.৯০	এস ডি -১৮
টারশিয়ারি	টি ডি -৫১	০.৫	০.৫২	এস ডি -১৯
টারশিয়ারি	টি ডি -৫২	০.৫	০.৩৩	এস ডি -১৯
টারশিয়ারি	টি ডি -৫৩	০.৫	০.৩৯	টি ডি -৫১
টারশিয়ারি	টি ডি -৫৪	০.৫	০.৩৪	এস ডি -২১
টারশিয়ারি	টি ডি -৫৫	০.৫	০.২২	পি ডি -০৮
টারশিয়ারি	টি ডি -৫৬	০.৫	০.৫৭	এস ডি -২০
টারশিয়ারি	টি ডি -৫৭	০.৫	০.৫১	এস ডি -২৩
টারশিয়ারি	টি ডি -৫৮	০.৫	০.২১	টি ডি -৫৭
টারশিয়ারি	টি ডি -৫৯	০.৫	০.৬৮	এস ডি -২৩
টারশিয়ারি	টি ডি -৬০	০.৫	০.৩৮	টি ডি -৬১
টারশিয়ারি	টি ডি -৬১	০.৫	০.৫৫	এস ডি -২৪
টারশিয়ারি	টি ডি -৭৭	০.৫	০.১৫	এস ডি -২৬
টারশিয়ারি	টি ডি -৭৮	০.৫	০.১৬	এস ডি -২৯
টারশিয়ারি	টি ডি -৭৯	০.৫	০.৪২	এস ডি -২৯
টারশিয়ারি	টি ডি -৮০	০.৫	০.১৭	টি ডি -৭৯
টারশিয়ারি	টি ডি -৮১	০.৫	০.২২	এস ডি -২৮
টারশিয়ারি	টি ডি -৮২	০.৫	০.১৫	এস ডি -২৬
টারশিয়ারি	টি ডি -৮৩	০.৫	০.১৪	এস ডি -২৬
টারশিয়ারি	টি ডি -৮৪	০.৫	০.২৮	এস ডি -২৮
টারশিয়ারি	টি ডি -৮৫	০.৫	০.২১	এস ডি -২৭
টারশিয়ারি	টি ডি -৮৬	০.৫	০.৩৪	এস ডি -২৭

সেতু এবং কালভার্ট

সেতুর সংখ্যা	কালভার্ট এর সংখ্যা
২	০

উন্নয়ন প্রস্তাবনা:

প্রস্তাবনার ধরন	প্রস্তাবিত আইডি	আয়তন (একর)	মৌজা	দাগ নং
বোটানিক্যাল গার্ডেন	বি জি-০৪	৭.৫৮	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (২৯)	১৭৮২৭, ১৭৮৫৫-১৭৮৬১, ১৭৮৬৩, ১৭৮৯৬-১৭৯০১
			কিশোরগঞ্জ ৩৩ (৩০)	১৮০৮৬, ১৮০৮৭, ১৮০৯০-১৮১০২, ১৮১০৫- ১৮১০৭, ১৮১০৯-১৮১১৮, ১৮১২২, ১৮১৯৯
			কিশোরগঞ্জ ৩৩ (৩১)	১৮৬৩৭
			কিশোরগঞ্জ ৩৩ (৪৬)	২২৮৭৮, ২২৯০৫- ২২৯০৮, ২২৯১৯- ২২৯২৪, ২৩০৬৬
			কিশোরগঞ্জ ৩৩ (৪৭)	২৩১০১- ২৩১১৭, ২৩১৯৯, ২৩২০০, ২৩২০৯- ২৩২১২, ২৩২১৫, ২৩২২৩-২৩২২৬, ২৩২২৮-২৩২৩২, ২৩২৩৮, ২৩২৯৬, ৯৯৯৯৯
			কিশোরগঞ্জ ৩৩ (৪৯)	২৩৮২৯- ২৩৮৪৫, ৯৯৯৯৯
			যশোদল ৬০ (০১)	১৪৮৮, ১৫৬৯
বোটানিক্যাল গার্ডেন	বি জি -০৫	১৪.০৬	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (৫০)	২৪৬৫০

প্রস্তাবনার ধরন	প্রস্তাবিত আইডি	আয়তন (একর)	মৌজা	দাগ নং
			কিশোরগঞ্জ ৩৩ (৫১)	২৫০৬০, ২৫০৬১, ২৫০৬৪-২৫০৭৬, ২৫০৭৮-২৫০৮১, ২৫০৮৩-২৫০৮৭, ৯৯৯৯৯
			কিশোরগঞ্জ ৩৩ (৫২)	২৫১২৩- ২৫১৩৭, ২৫১৪২-২৫১৪৬, ২৫১৪৮, ২৫১৫২- ২৫১৫৪, ২৫১৫৯- ২৫১৬৭
			কিশোরগঞ্জ ৩৩ (৫৪)	২৫৪৯৬-২৫৫১২, ২৫৫১৯, ২৫৫২০
			কিশোরগঞ্জ ৩৩ (৫৫)	২৬৪৭৩-২৬৪৮২, ২৬৬৬০, ২৬৬৬১, ২৬৬৬৩-২৬৬৬৯, ২৬৬৭১-২৬৬৮২, ২৬৮২২
			কিশোরগঞ্জ ৩৩ (৫৯)	৭০০০১
কবরস্থান	জি ওয়াই -০৪	০.১২	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (০৬)	৭৫৩২৯, ৭৫৩৩২, ৭৫৩৩৩
কবরস্থান	জি ওয়াই -০৫	১.৭৯	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (৫০)	২৪৮৫৯- ২৪৮৬৬, ২৪৮৬৯- ২৪৮৭২
নেইবারহুড মার্কেট	এন এম -০৫	১.০১	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (৫০)	২৪৪৩৮, ২৪৪৩৯, ২৪৪৪০, ২৪৪৪৫, ২৪৪৪৮, ২৪৪৪৯, ২৪৪৫০, ২৪৪৫১, ২৪৪৫২, ২৪৮১৭
নেইবারহুড পার্ক	এন পি -০৭	৫.৯৬	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (৫০)	২৪৪৭৪, ২৪৪৭৫, ২৪৫৬২, ২৪৭২৩, ২৪৭২৪, ২৪৭২৫, ২৪৭২৭-২৪৭৩৮, ২৪৭৪২, ২৪৭৪৪- ২৪৭৪৭, ২৪৭৪৮, ২৪৭৫১- ২৪৭৬২
ওভারহেড ট্যাংক	ও টি -০৩	০.২০	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (৬০)	৭৫২১৪, ৭৫২১৭, ৭৫২১৮
খেলার মাঠ	পি জি -০৯	১.৪২	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (৬০)	৭৫১৯০, ৭৫১৯১, ৭৫১৯৮-৭৫২০১, ৭৫২১২-৭৫২১৭
খেলার মাঠ	পি জি -১০	০.৬১	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (৩০)	১৮১২৯-১৮১৩১, ১৮১৭০, ১৮১৭৩, ১৮১৭৪, ১৮১৭৫, ১৮১৮৩
খেলার মাঠ	পি জি -১১	১.৭৫	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (৫০)	২৪০৯৩-২৪১০১, ২৪১৬৫, ২৪৪৩৮, ২৪৮১৭
পূনর্বাসন এলাকা	আর জেড -০২	৫.৪১	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (৬০)	৭৫২৯৭-৭৫৩০২, ৭৫৩০৮, ৭৫৩০৯, ৭৫৩৭০-৭৫৩৭৩, ৭৫৩৮৭-৭৫৩৯৬, ৭৫৩৯৮-৭৫৪১০, ৭৫৪৫৩
টেম্পো স্ট্যান্ড	টি এস -০৭	০.৩১	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (৫৯)	৭০০০৬, ৭০০০৯, ৭০০১০
ওয়ার্ড সেন্টার কমপ্লেক্স	ডব্লিউ সি সি -০৭	২.০৮	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (৫০)	২৪৪৭৪, ২৪৪৭৫, ২৪৪৭৬, ২৪৪৮২, ২৪৪৮৪, ২৪৫৫৭, ২৪৫৫৯, ২৪৫৬০, ২৪৫৬২, ২৪৭২৭, ২৪৭২৮, ২৪৭৩০
যুব উন্নয়ন কেন্দ্র	ওয়াই ডি সি-০১	০.৭১	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (৬০)	৭৫২১৭, ৭৫২১৮

৮.৪.৭.২ অগ্রাধিকার কার্যাবলী

কিশোরগঞ্জ পৌরসভার গণ-পরামর্শ বৈঠক শেষে নিন্মলিখিত অগ্রাধিকার কার্যাবলী চিহ্নিত করা হয়েছে।

অগ্রাধিকার -১		অগ্রাধিকার -২		অগ্রাধিকার -৩	
উন্নয়নের ধরন	আই ডি	উন্নয়নের ধরন	আই ডি	উন্নয়নের ধরন	আই ডি
রাস্তার উন্নয়ন	এল আর -০৩৯	রাস্তার উন্নয়ন	এল আর -০৫১	রাস্তার উন্নয়ন	পি আর -০৯
	এল আর -০৪০		এল আর -০৫২		পি আর -১০
	এল আর -০৪১		এল আর -০৫৩		পি আর -১১
	এল আর -০৪২		এল আর -০৫৪		এস আর -৩৬
	এল আর -০৪৩		এস আর -২৯		এস আর -৩৭
	এল আর -০৪৪		এস আর -৩০		এস আর -৩৮
	এল আর -০৪৫		এস আর -৩১		এস আর -৩৯
	এল আর -০৪৬		এস আর -৩২		এস আর -৪০
	এল আর -০৪৭		এস আর -৩৩		এস আর -৪১
	এল আর -০৪৮		এস আর -৩৪		
	এল আর -০৪৯		এস আর -৩৫		
	এল আর -০৫০				
ড্রেন	পি ডি -০৮	ড্রেন	এস ডি -২৬	ড্রেন	টি ডি -৫৭
	এস ডি -১৬		এস ডি -২৭		টি ডি -৫৮
	এস ডি -১৮		এস ডি -২৮		টি ডি -৫৯
	এস ডি -১৯		এস ডি -২৯		টি ডি -৬০
	এস ডি -২০		এস ডি -৩২		টি ডি -৬১
	এস ডি -২১		টি ডি -৫০		টি ডি -৭৭
	এস ডি -২২		টি ডি -৫১		টি ডি -৭৮

অগ্রাধিকার -১		অগ্রাধিকার -২		অগ্রাধিকার -৩	
উন্নয়নের ধরন	আই ডি	উন্নয়নের ধরন	আই ডি	উন্নয়নের ধরন	আই ডি
	এস ডি -২৩		টি ডি -৫২		টি ডি -৭৯
	এস ডি -২৪		টি ডি -৫৩		টি ডি -৮০
			টি ডি -৫৪		টি ডি -৮১
			টি ডি -৫৫		টি ডি -৮২
			টি ডি -৫৬		টি ডি -৮৩
					টি ডি -৮৪
					টি ডি -৮৫
					টি ডি -৮৬
উন্নয়ন প্রস্তাবনা	এন এম -০৫	উন্নয়ন প্রস্তাবনা	এন পি -০৭	উন্নয়ন প্রস্তাবনা	বি জি -০৫
	ও টি -০৩		পি জি -১০		জি ওয়াই -০৫
	টি এস -০৭		বি জি -০৪		পি জি -০৯
	ডব্লিউ সি সি -০৭		আর জেড -০২		পি জি -১১
	ওয়াই ডি সি -০১		জি ওয়াই -০৪		

৮.৪.৭.৩ অবকাঠামো উন্নয়নের মোট আনুমানিক খরচ অনুচ্ছেদ ৮.৪.১.৩-এ দেখানো হয়েছে।

ম্যাপ নং. ৮.৭

০৭ নং ওয়ার্ডের বিস্তারিত এলাকা পরিকল্পনা

1:9,000

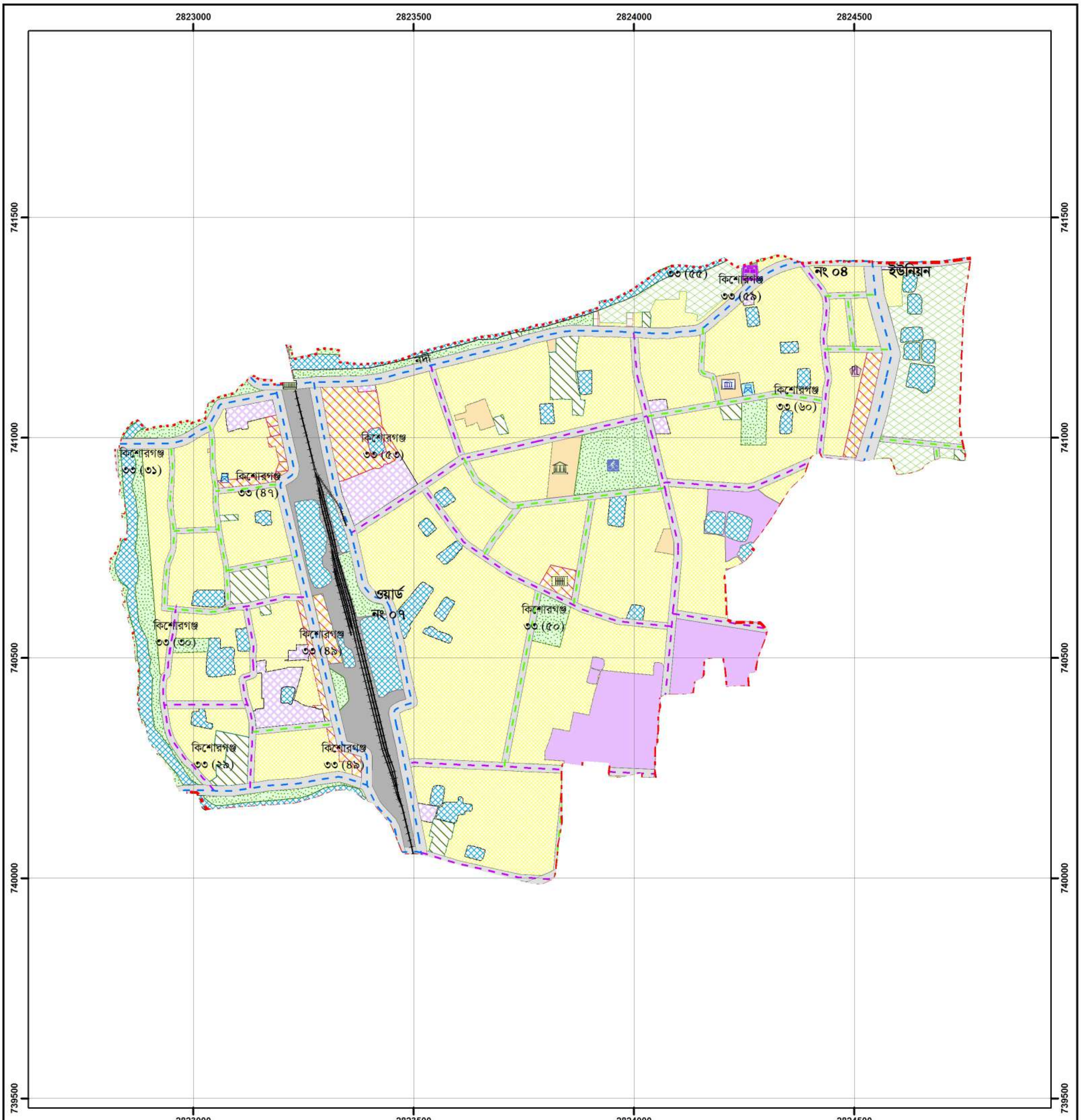

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের (ডি টি আই ডি পি) আওতায়
কিশোরগঞ্জ পৌরসভার মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন

পরামর্শক প্রতিষ্ঠান

BETS Consulting Services Ltd.
House No. 10, Road No. 135, Gulshan-1, Dhaka-1212, Bangladesh.
Phone: 9889923-24, Fax: +88029889967, E-mail: bets@betsbd.com

কিশোরগঞ্জ পৌরসভার
মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন

0 105 210 420 Meters

1:9,000

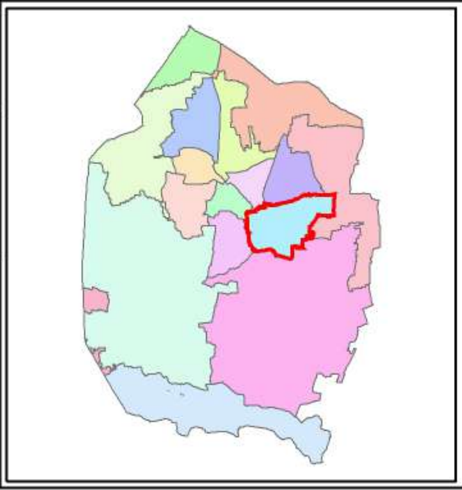

সাংকেতিক চিহ্নঃ

- পৌরসভা সীমানা
- ওয়ার্ড সীমানা
- রেল লাইন
- বি এম পিলার
- প্রশাসনিক
- কৃষি
- পরিবহণ
- বাণিজ্যিক
- সামাজিক সুবিধাদি
- শিক্ষাগত
- স্বাস্থ্য
- খোলা জায়গা / বিনোদনমূলক
- আবাসিক
- সংরক্ষিত নগর এলাকা
- উপযোগমূলক সেবা
- জলাশয়
- নিম্নবিত্তদের আবাসন (১)
- নেইবারহুড পার্ক (১)
- টেম্পু স্ট্যান্ড (১)
- ফ্লাইওভার (১)
- নেইবারহুড মার্কেট (১)
- ওভারহেড ট্যাংক (২)
- গন শৌচাগার (১)
- ওয়ার্ড কেন্দ্র কমপ্লেক্স (১)
- যুব উন্নয়ন কেন্দ্র (১)
- আঞ্চলিক সড়ক
- প্রধান সড়ক
- সেকেন্ডারী রোড
- লোকাল রোড

৮.৪. ৮ কিশোরগঞ্জ পৌরসভার ওয়ার্ড-০৮ এর জন্য বিস্তারিত এলাকা পরিকল্পনা

৮.৪. ৮.১ ওয়ার্ড ০৮ এর জন্য প্রস্তাবনা এবং পরিকল্পনা

ওয়ার্ড নং ৮ কিশোরগঞ্জ পৌরসভার দক্ষিন পশ্চিমে অবস্থিত। ওয়ার্ড ০৮ এর মোট এলাকা ২২৭.২১ একর। ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা এবং নগর সেবা ও উন্নয়ন পরিকল্পনার নীতি ও প্রস্তাব পর্যালোচনার পরে ওয়ার্ড ০৮ এর জন্য নিন্মলিখিত প্রস্তাবসমূহ উপস্থাপন করা হলো যেটা তিনটি পর্যায়ে ২০৩৩ সাল পর্যন্ত বাস্তবায়িত হবে। বিস্তারিত উন্নয়ন প্রস্তাব নিন্মলিখিত টেবিলে এবং মানচিত্র ৮.৮-এ দেখানো হলো।

সড়ক প্রস্তাবনাঃ:

রাস্তার শ্রেনীবিভাগ	প্রস্তাবিত আইডি	উন্নয়নের ধরন	প্রস্তাবিত রাইট অফ ওয়ে (মি.)	দৈর্ঘ্য (কি.মি.)
লোকাল	এল আর -০৫৫	প্রশস্তকরন	১২	০.৩১
লোকাল	এল আর -০৫৬	প্রশস্তকরন	১২	০.৪১
লোকাল	এল আর -০৫৭	নতুন রাস্তা	১৪	০.২৬
লোকাল	এল আর -০৫৮	প্রশস্তকরন	১২	০.৩৭
লোকাল	এল আর -০৫৯	প্রশস্তকরন	১২	০.৩৩
লোকাল	এল আর -০৬০	প্রশস্তকরন	১২	০.৫১
লোকাল	এল আর -০৬১	প্রশস্তকরন	১২	০.৩৭
লোকাল	এল আর -০৬২	প্রশস্তকরন	১২	০.৩০
প্রাইমারী	পি আর -১২	প্রশস্তকরন	২৪	৩.৪৬
প্রাইমারী	পি আর -১৩	প্রশস্তকরন	২৪	১.০১
প্রাইমারী	পি আর -১৪	প্রশস্তকরন	২৪	৪.৩৪
সেকেন্ডারী	এস আর -৪২	প্রশস্তকরন	১৫	০.৭৭
সেকেন্ডারী	এস আর -৪৩	প্রশস্তকরন	১৫	০.৮৪
সেকেন্ডারী	এস আর -৪৪	প্রশস্তকরন	১৫	১.১৭
সেকেন্ডারী	এস আর -৪৫	প্রশস্তকরন	১৫	০.৭৬
সেকেন্ডারী	এস আর -৪৬	প্রশস্তকরন	১৫	০.৭০

ড্রেন এর প্রস্তাবনাঃ

ড্রেনের শ্রেনীবিভাগ	প্রস্তাবিত আইডি	প্রস্থ (মি.)	দৈর্ঘ্য (কি.মি.)	আউটফল
প্রাইমারী	পি ডি -০৯	১.৫	১.৯৫	নরসুন্দা নদী
সেকেন্ডারী	এস ডি -৪৪	০.৮	১.০৯	পি ডি -০৯
টারশিয়ারি	টি ডি -১৪৮	০.৫	০.৭৬	এস ডি -৪৪
টারশিয়ারি	টি ডি -১৪৯	০.৫	০.৪৮	এস ডি -৪৫
টারশিয়ারি	টি ডি -১৫০	০.৫	০.৪৮	এস ডি -৪৬
টারশিয়ারি	টি ডি -১৫৪	০.৫	০.১২	এস ডি -৪৬
টারশিয়ারি	টি ডি -১৬০	০.৫	০.২৪	টি ডি -১৪৯
টারশিয়ারি	টি ডি -১৬১	০.৫	০.৩৪	পি ডি -০৯
টারশিয়ারি	টি ডি -১৬৮	০.৫	০.৭৩	এস ডি -৪৮
টারশিয়ারি	টি ডি -১৬৯	০.৫	০.২৮	টি ডি -১৬৮
টারশিয়ারি	টি ডি -১৭০	০.৫	০.৬৬	পি ডি -১০
টারশিয়ারি	টি ডি -১৭১	০.৫	০.৩২	পি ডি -০৯
টারশিয়ারি	টি ডি -৯৬	০.৫	০.৮০	এস ডি -৩০
টারশিয়ারি	টি ডি -৯৭	০.৫	১.১২	এস ডি -৪৪

উন্নয়ন প্রস্তাবনাঃ

প্রস্তাবনার ধরন	প্রস্তাবিত আইডি	আয়তন (একর)	মৌজা	দাগ নং
ঈদগাহ	ঈ -০২	০.৯২	বিন্নাগাঁও ৩৯ (০৩)	৯৭০৪, ৯৭০৫, ৯৭১২- ৯৭১৯, ৯৭৯১-৯৭৯৬
সরকারী কর্মকর্তাদের আবাসন	সরকারী আবাসন-০২	৮.৮৫	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (১৫, ১৬, ১৯ ও ২০)	১২২২৬- ১২২৪১, ১২২৫৬, ১২২৬৬-১২২৬৯, ১২৫৪৩-২৫৪৬, ১২৫৮৬, ১২৫৮৯, ১২৫৯০, ১২৫৯২-১২৫৯৮, ১৩৫৫৭, ১৩৫৫৮, ১৪০০১, ১৪০০২, ১৪০৯৬, ১৪১১০, ৯৯৯৯৯
কবরস্থান	জি ওয়াই -০৬	০.১৭	বিন্নাগাঁও ৩৯ (০৩)	৯৬৮৭
			কিশোরগঞ্জ ৩৩ (২৩)	১৫৮০৫
কবরস্থান	জি ওয়াই -০৭	০.৫৪	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (১৩)	১১৮১২, ১১৮১৩
নেইবারহুড মার্কেট	এন এম -০৭	১.১৬	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (২৪)	১৫৯৩৭, ১৫৯৩৮, ১৫৯৪১- ১৫৯৪৫
			কিশোরগঞ্জ ৩৩ (২৫)	১৭২৫৮
নেইবারহুড পার্ক	এন পি -০৮	২.২৩	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (১৩)	১১৭৪৩-১১৭৪৫, ১১৭৪৬, ১১৭৯৭, ১১৮০৯-১১৮১৪
ওভারহেড ট্যাংক	ও টি -০৫	০.৪০	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (২৩)	১৫৭০৮, ১৫৭১০, ১৫৭১১, ১৫৭১৩, ১৫৭১৪, ১৫৭২৫, ১৫৭২৭, ১৫৭২৮
খেলার মাঠ	পি জি -১২	১.২৯	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (২৩)	১৫৭১৪, ১৫৭১৫, ১৫৭২০, ১৫৭২১, ১৫৭২২, ১৫৭২৩, ১৫৭২৪, ১৫৭২৫, ১৫৭২৬, ১৫৭২৭, ১৫৭৩৫, ১৫৭৩৬
খেলার মাঠ	পি জি -১৩	১.০৫	বিন্নাগাঁও ৩৯ (০৩)	৯৭২৬, ৯৭২৭, ৯৭২৮, ৯৭২৯, ৯৭৩০, ৯৭৩১, ৯৭৩২, ৯৭৩৩, ৯৭৩৪, ৯৭৩৫, ৯৭৩৬, ৯৭৩৭, ৯৭৪১, ৯৭৪২, ৯৭৪৪, ৯৭৪৫, ৯৭৪৬
খেলার মাঠ	পি জি -১৪	১.৫০	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (১৯)	১৩৫৪৮, ১৩৫৬৩, ১৩৫৬৪, ১৩৫৬৫, ১৩৫৬৬, ১৩৫৬৭, ১৩৫৬৮, ১৩৫৭৮, ১৩৫৭৯
গণশৌচাগার	পি টি -০৭	০.০১	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (২০)	১৪১৫৩
টেম্পো স্ট্যান্ড	টি এস -০৩	০.৩৮	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (২৩)	১৫৫১৩, ১৫৫১৪
ওয়ার্ড সেন্টার কমপ্লেক্স	ডব্লিউ সি সি -০৮	১.৯৩	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (২৩)	১৫৪৯৬-১৫৪৯৮, ১৫৫০০, ১৫৫০১, ১৫৫০৩, ১৫৫০৪, ১৫৫০৭, ১৫৫০৮, ১৫৫১০

৮.৪.৮.২ অগ্রাধিকার কার্যাবলী

কিশোরগঞ্জ পৌরসভার গণ-পরামর্শ বৈঠক শেষে নিন্মলিখিত অগ্রাধিকার কার্যাবলী চিহ্নিত করা হয়েছে।

অগ্রাধিকার -১		অগ্রাধিকার -২		অগ্রাধিকার -৩	
উন্নয়নের ধরন	আই ডি	উন্নয়নের ধরন	আই ডি	উন্নয়নের ধরন	আই ডি
রাস্তার উন্নয়ন	এল আর -০৫৫	রাস্তার উন্নয়ন	এস আর -৪২	রাস্তার উন্নয়ন	পি আর -১২
	এল আর -০৫৬		এস আর -৪৩		পি আর -১৩
	এল আর -০৫৭		এস আর -৪৪		পি আর -১৪
	এল আর -০৫৮		এস আর -৪৫		
	এল আর -০৫৯		এস আর -৪৬		
	এল আর -০৬০				
	এল আর -০৬১				
	এল আর -০৬২				
ড্রেন	পি ডি -০৯	ড্রেন	টি ডি -১৪৮	ড্রেন	টি ডি -১৬১
	এস ডি -৪৪		টি ডি -১৪৯		টি ডি -১৬৮
	টি ডি -৯৬		টি ডি -১৫০		টি ডি -১৬৯
	টি ডি -৯৭		টি ডি -১৫৪		টি ডি -১৭০
			টি ডি -১৬০		টি ডি -১৭১
উন্নয়ন প্রস্তাবনা	এন এম -০৭	উন্নয়ন প্রস্তাবনা	জি ওয়াই -০৬	উন্নয়ন প্রস্তাবনা	ঈ-০২
	পি জি -১২		এন পি -০৮		Govt. Housing_02
	পি টি -০৭		ও টি -০৫		পি জি -১৪
	টি এস -০৩		পি জি -১৩		জি ওয়াই -০৭
	ডব্লিউ সি সি -০৮				

৮.৪. ৮.৩ অবকাঠামো উন্নয়নের মোট আনুমানিক খরচ অনুচ্ছেদ ৮.৪.১.৩-এ দেখানো হয়েছে।

ম্যাপ নং. ৮.৮

০৮ নং ওয়ার্ডের বিস্তারিত এলাকা পরিকল্পনা

1:6,000

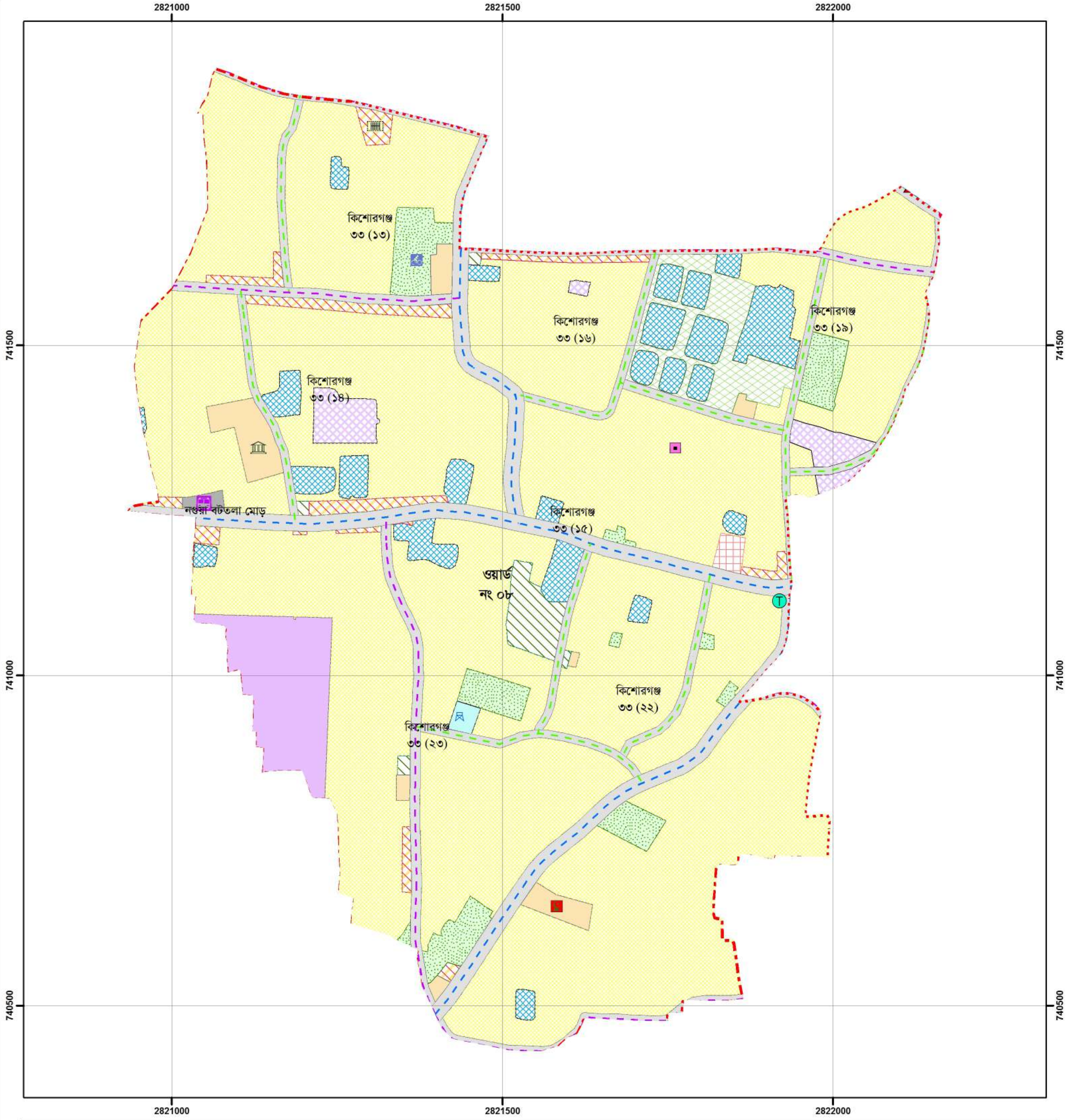

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের (ডি টি আই ডি পি) আওতায়
কিশোরগঞ্জ পৌরসভার মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন

পরামর্শক প্রতিষ্ঠান

BETS Consulting Services Ltd.
House No. 10, Road No. 135, Gulshan-1, Dhaka-1212, Bangladesh.
Phone: 9889923-24, Fax: +88029889967, E-mail: bets@betsbd.com

কিশোরগঞ্জ পৌরসভার
মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন

0 70 140 280 Meters

1:6,000

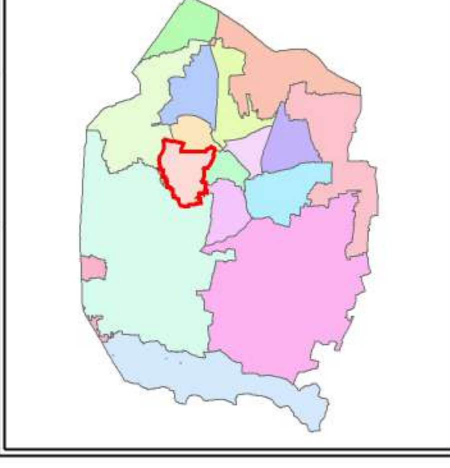

সাংকেতিক চিহ্নঃ

- পৌরসভা সীমানা
- ওয়ার্ড সীমানা
- বি এম পিলার
- প্রশাসনিক
- কৃষি
- পরিবহণ
- বাণিজ্যিক
- সামাজিক সুবিধাদি
- শিক্ষাগত
- স্বাস্থ্য
- শিল্প
- খোলা জায়গা / বিনোদনমূলক
- আবাসিক
- সংরক্ষিত নগর এলাকা
- উপযোগমূলক সেবা
- জলাশয়
- নেইবারহুড পার্ক (১)
- টেম্পু স্ট্যান্ড (১)
- ঈদগাহ (১)
- সরকারী অফিসার্স হাউজিং (১)
- নেইবারহুড মার্কেট (১)
- ওভারহেড ট্যাংক (১)
- গন শৌচাগার (১)
- ওয়ার্ড কেন্দ্র কমপ্লেক্স (১)
- আঞ্চলিক সড়ক
- প্রধান সড়ক
- সেকেন্ডারী রোড
- লোকাল রোড

৮.৪. ৯ কিশোরগঞ্জ পৌরসভার ওয়ার্ড-০৯ এর জন্য বিস্তারিত এলাকা পরিকল্পনা

৮.৪. ৯.১ ওয়ার্ড ০৯ এর জন্য প্রস্তাবনা এবং পরিকল্পনা

ওয়ার্ড নং ৯ কিশোরগঞ্জ পৌরসভার দক্ষিন পশ্চিমে অবস্থিত। ওয়ার্ড ০৯ এর মোট এলাকা ২৪৩.৮৭ একর। ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা এবং নগর সেবা ও উন্নয়ন পরিকল্পনার নীতি ও প্রস্তাব পর্যালোচনার পরে ওয়ার্ড ০৯ এর জন্য নিন্মলিখিত প্রস্তাবসমূহ উপস্থাপন করা হলো যেটা তিনটি পর্যায়ে ২০৩৩ সাল পর্যন্ত বাস্তবায়িত হবে। বিস্তারিত উন্নয়ন প্রস্তাব নিন্মলিখিত টেবিলে এবং মানচিত্র ৮.৯-এ দেখানো হলো।

সড়ক প্রস্তাবনাঃ:

রাস্তার শ্রেনীবিভাগ	প্রস্তাবিত আইডি	উন্নয়নের ধরন	প্রস্তাবিত রাইট অফ ওয়ে (মি.)	দৈর্ঘ্য (কি.মি.)
লোকাল	এল আর -০৬৩	প্রশস্তকরন	১২	০.২২
লোকাল	এল আর -০৬৪	প্রশস্তকরন	১২	০.৪৪
লোকাল	এল আর -০৬৫	প্রশস্তকরন	১২	০.১৪
লোকাল	এল আর -০৬৬	নতুন রাস্তা	১৪	০.২২
লোকাল	এল আর -০৬৭	প্রশস্তকরন	১২	০.২৪
লোকাল	এল আর -০৬৮	প্রশস্তকরন	১২	০.২২
লোকাল	এল আর -০৬৯	প্রশস্তকরন	১২	০.৪১
লোকাল	এল আর -০৭০	প্রশস্তকরন	১২	০.১৯
লোকাল	এল আর -০৭১	প্রশস্তকরন	১২	০.২১
লোকাল	এল আর -০৭২	নতুন রাস্তা	১৪	০.৫৬
লোকাল	এল আর -০৭৩	নতুন রাস্তা	১৪	০.৩৬
লোকাল	এল আর -০৭৪	প্রশস্তকরন	১২	০.২৫
প্রাইমারী	পি আর -১৫	প্রশস্তকরন	২৪	০.৯৩
প্রাইমারী	পি আর -১৬	নতুন রাস্তা	৪০	৩.৪১
প্রাইমারী	পি আর -১৭	প্রশস্তকরন	২৪	০.৯৭
সেকেন্ডারী	এস আর -৪৭	প্রশস্তকরন	১৫	০.৬৫

ড্রেন এর প্রস্তাবনাঃ

ড্রেনের শ্রেনীবিভাগ	প্রস্তাবিত আইডি	প্রস্থ (মি.)	দৈর্ঘ্য (কি.মি.)	আউটফল
সেকেন্ডারী	এস ডি -৩১	০.৮	১.০০	বরফুল খাল
টারশিয়ারি	টি ডি -১০০	০.৫	০.৬০	এস ডি -৩১
টারশিয়ারি	টি ডি -১০৯	০.৫	০.৪৭	বরফুল খাল
টারশিয়ারি	টি ডি -১১০	০.৫	০.৯৩	বরফুল খাল
টারশিয়ারি	টি ডি -১৮৪	০.৫	০.৪৭	এস ডি -৩২
টারশিয়ারি	টি ডি -৮৯	০.৫	০.১৮	এস ডি -৩২
টারশিয়ারি	টি ডি -৯০	০.৫	০.২৯	টি ডি -১৮৪
টারশিয়ারি	টি ডি -৯১	০.৫	০.১৬	টি ডি -১৮৪
টারশিয়ারি	টি ডি -৯২	০.৫	০.৪০	টি ডি -৯৩
টারশিয়ারি	টি ডি -৯৩	০.৫	০.৫০	বরফুল খাল
টারশিয়ারি	টি ডি -৯৮	০.৫	০.৫২	টি ডি -৯৯
টারশিয়ারি	টি ডি -৯৯	০.৫	০.৪০	এস ডি -৩০

সেতু এবং কালভার্ট

সেতুর সংখ্যা	কালভার্ট এর সংখ্যা
১	০

উন্নয়ন প্রস্তাবনা:

প্রস্তাবনার ধরন	প্রস্তাবিত আইডি	আয়তন (একর)	মৌজা	দাগ নং
শ্মশান ঘাট	সি আর-০২	০.১৭	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (২৪)	১৬৩৮২-১৬৩৯১ , ১৬৩৯৫
কবরস্থান	জি ওয়াই -০৮	০.৫০	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (২৭)	১৭৪৮৯
			কিশোরগঞ্জ ৩৩ (২৫)	১৭০১৭, ১৭০১৮ , ১৭০১৯ , ১৭০২০
নেইবারহুড পার্ক	এন পি -০৯	৯.৯৮	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (২৪)	১৬৫৫৯
			কিশোরগঞ্জ ৩৩ (২৫)	১৭০০১- ১৭০১৫ , ১৭০২৪ , ১৭০২৬- ১৭০৭১ , ১৭০৭৮-১৭০৮০ , ১৭০৯০ , ১৭০৯৩ , ১৭০৯৪ , ১৭২৫৩ , ১৭২৫৪ , ১৭২৫৯
			কিশোরগঞ্জ ৩৩ (২৭)	১৭৪৮৮
বিনোদন কেন্দ্র	ও এস -০১	৩.৬৭	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (২৮)	১৭৬৬১ , ১৭৬৬৪-১৭৬৭৭ , ১৭৬৭৯ , ১৭৬৮১-১৭৭০৬ , ১৭৭৪৩-১৭৭৪৫
ওভারহেড ট্যাংক	ও টি -০৪	০.০৫	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (২৭)	১৭৫৫৭
খেলার মাঠ	পি জি -১৫	০.৮৬	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (২১)	১৪৬৬১
			কিশোরগঞ্জ ৩৩ (৩১)	১৮৩০২ , ১৮৩০৫-১৮৩১০ , ১৮৩১২ , ১৮৩৮১
খেলার মাঠ	পি জি -১৬	০.৫৭	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (২৮)	১৭৭২২ , ১৭৭২৩ , ১৭৭২৪ , ১৭৭২৫ , ১৭৭২৬
			কিশোরগঞ্জ ৩৩ (২৯)	১৭৮১৭-১৭৮১৯
খেলার মাঠ	পি জি -১৭	১.৭৫	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (২৪)	১৬৫২৮ , ১৬৫৩৩-১৬৫৪৪ , ১৬৫৫৮
পূনর্বাসন এলাকা	আর জেড-০১	৭.২৪	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (২৫)	১৭২৫৮
			কিশোরগঞ্জ ৩৩ (২৪)	১৫৯২০ , ১৫৯৩৪ , ১৫৯৩৫ , ১৫৯৩৬ , ১৫৯৩৭ , ১৫৯৪৩
			কিশোরগঞ্জ ৩৩ (২১)	১৪৫৬৫ , ১৪৫৭১-১৪৬১৫ , ১৪৬১৯ , ১৪৬৩২ , ৯৯৯৯৯
মন্দির	মন্দির -০১	০.৮৫	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (২৭)	১৭৪৯১ , ১৭৪৯৩-১৭৪৯৬ , ১৭৫০৩- ১৭৫০৫ , ১৭৫০৮
ওয়ার্ড সেন্টার কমপ্লেক্স	ডব্লিউ সি সি -০৯	২.০৭	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (২৫)	১৭০২২- ১৭০২৬ , ১৭০৭০-১৭০৭৭ , ১৭০৮২ , ১৭১২৩
			কিশোরগঞ্জ ৩৩ (২৮)	১৭৬১৭, ১৭৭৪৬ , ১৭৭৪৭

৮.৪.৯.২ অগ্রাধিকার কার্যাবলী

কিশোরগঞ্জ পৌরসভার গণ-পরামর্শ বৈঠক শেষে নিম্নলিখিত অগ্রাধিকার কার্যাবলী চিহ্নিত করা হয়েছে।

অগ্রাধিকার -১		অগ্রাধিকার -২		অগ্রাধিকার -৩	
উন্নয়নের ধরন	আই ডি	উন্নয়নের ধরন	আই ডি	উন্নয়নের ধরন	আই ডি
রাস্তার উন্নয়ন	এল আর -০৬৩	রাস্তার উন্নয়ন	এল আর -০৬৯	রাস্তার উন্নয়ন	পি আর -১৫
	এল আর -০৬৪		এল আর -০৭০		পি আর -১৬
	এল আর -০৬৫		এল আর -০৭১		পি আর -১৭
	এল আর -০৬৬		এল আর -০৭২		এস আর -৪৭
	এল আর -০৬৭		এল আর -০৭৩		
	এল আর -০৬৮		এল আর -০৭৪		
ড্রেন	এস ডি -৩১	ড্রেন	টি ডি -৯২	ড্রেন	টি ডি -১০০
	টি ডি -৮৯		টি ডি -৯৩		টি ডি -১০৯
	টি ডি -৯০		টি ডি -৯৮		টি ডি -১১০
	টি ডি -৯১		টি ডি -৯৯		টি ডি -১৮৪
উন্নয়ন প্রস্তাবনা	ও টি -০৪	উন্নয়ন প্রস্তাবনা	ও এস-০১	উন্নয়ন প্রস্তাবনা	সি আর -০২
	পি জি -১৬		পি জি -১৫		এন পি -০৯
	ডব্লিউ সি সি -০৯		মন্দির -০১		পি জি -১৭
	আর জেড-০১		জি ওয়াই -০৮		

৮.৪.৯.৩ অবকাঠামো উন্নয়নের মোট আনুমানিক খরচ অনুচ্ছেদ ৮.৪.১.৩-এ দেখানো হয়েছে।

ম্যাপ নং. ৮.৯

০৯ নং ওয়ার্ডের বিস্তারিত এলাকা পরিকল্পনা

1:6,000

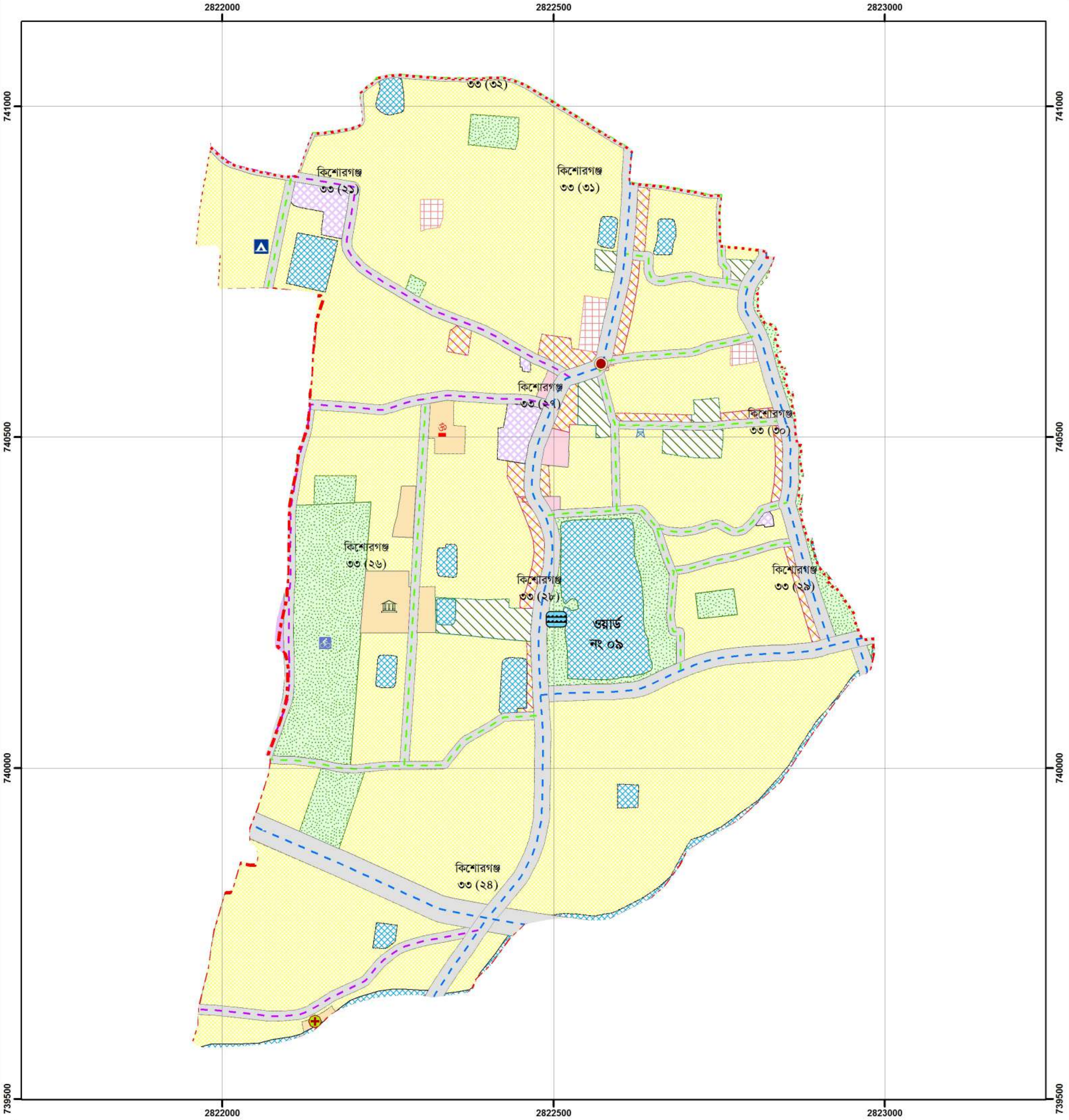

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

কিশোরগঞ্জ পৌরসভার
মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন

0 70 140 280 Meters

1:6,000

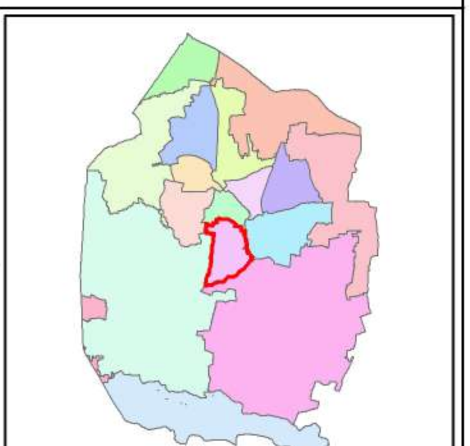

জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের (ডি টি আই ডি পি) আওতায়
কিশোরগঞ্জ পৌরসভার মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন

পরামর্শক প্রতিষ্ঠান

BETS Consulting Services Ltd.
House No. 10, Road No. 135, Gulshan-1, Dhaka-1212, Bangladesh.
Phone: 9889923-24, Fax: +88029889967, E-mail: bets@betsbd.com

সাংকেতিক চিহ্নঃ

- পৌরসভা সীমানা
- ওয়ার্ড সীমানা
- বি এম পিলার
- প্রশাসনিক
- পরিবহণ
- বাণিজ্যিক
- সামাজিক সুবিধাদি
- শিক্ষাগত
- স্বাস্থ্য
- মিশ্র ব্যবহার
- খোলা জায়গা / বিনোদনমূলক
- আবসিক
- সংরক্ষিত নগর এলাকা
- জলাশয়
- বত্রিশ প্রামানিকের পুকুর (১)
- নেইবারহুড পার্ক (১)
- মন্দির (১)
- শ্মশান ঘাট (১)
- ওভারহেড ট্যাংক (১)
- গোলচত্তর (১)
- ওয়ার্ড কেন্দ্র কমপ্লেক্স (১)
- আঞ্চলিক সড়ক
- প্রধান সড়ক
- সেকেন্ডারী রোড
- লোকাল রোড

৮.৪.১০ বাউলাই ইউনিয়নের সম্প্রসারিত এলাকার জন্য বিস্তারিত এলাকা পরিকল্পনা

৮.৪.১০.১ বাউলাই ইউনিয়নের জন্য প্রস্তাবনা এবং পরিকল্পনা

বাউলাই ইউনিয়ন কিশোরগঞ্জ পৌরসভার পূর্ব দিকে অবস্থিত। এর মোট এলাকা ৭৪৪.০৬ একর। ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা এবং নগর সেবা ও উন্নয়ন পরিকল্পনার নীতি ও প্রস্তাব পর্যালোচনার পরে এই ইউনিয়নের জন্য নিম্নলিখিত প্রস্তাবসমূহ উপস্থাপন করা হলো যেটা তিনটি পর্যায়ে ২০৩৩ সাল পর্যন্ত বাস্তবায়িত হবে। বিস্তারিত উন্নয়ন প্রস্তাব নিম্নলিখিত টেবিলে এবং মানচিত্র ৮.১০-এ দেখানো হলো।

সড়ক প্রস্তাবনাঃ

রাস্তার শ্রেনীবিভাগ	প্রস্তাবিত আইডি	উন্নয়নের ধরন	প্রস্তাবিত রাইট অফ ওয়ে (মি.)	দৈর্ঘ্য (কি.মি.)
লোকাল	এল আর -০৭৫	প্রশস্তকরন	১২	০.৪৬
লোকাল	এল আর -০৭৬	প্রশস্তকরন	১২	০.৭৩
লোকাল	এল আর -০৭৭	প্রশস্তকরন	১২	০.১৬
লোকাল	এল আর -০৭৮	নতুন রাস্তা	১২	০.১৪
লোকাল	এল আর -০৭৯	নতুন রাস্তা	১৪	০.৩৮
লোকাল	এল আর -০৮০	নতুন রাস্তা	১৪	০.১৯
লোকাল	এল আর -০৮১	নতুন রাস্তা	১২	০.৫৯
প্রাইমারী	পি আর -১৮	নতুন রাস্তা	৪০	১.২৬
প্রাইমারী	পি আর -১৯	নতুন রাস্তা	৪০	৩.৫২
প্রাইমারী	পি আর -২০	নতুন রাস্তা	৪০	০.৩২
প্রাইমারী	পি আর -২১	নতুন রাস্তা	৪০	২.১২
সেকেন্ডারী	এস আর -৪৮	নতুন রাস্তা	১৫	০.৪৪
সেকেন্ডারী	এস আর -৪৯	প্রশস্তকরন	১৫	২.৬২
সেকেন্ডারী	এস আর -৫০	প্রশস্তকরন	১৫	১.২৫

ড্রেন এর প্রস্তাবনাঃ

ড্রেনের শ্রেনীবিভাগ	প্রস্তাবিত আইডি	প্রস্থ (মি.)	দৈর্ঘ্য (কি.মি.)	আউটফল
প্রাইমারী	পি ডি -০৭	১.৫	৩.৪৮	নরসুন্দা নদীর শাখা
টারশিয়ারি	টি ডি -৪৬	০.৫	০.৪১	পি ডি -০৫
টারশিয়ারি	টি ডি -৬৩	০.৫	০.৬০	খাল
টারশিয়ারি	টি ডি -৬৪	০.৫	০.৭৫	খাল

সেতু এবং কালভার্ট

সেতুর সংখ্যা	কালভার্ট এর সংখ্যা
৮	০

উন্নয়ন প্রস্তাবনা:

প্রস্তাবনার ধরন	প্রস্তাবিত আইডি	আয়তন (একর)	মৌজা	দাগ নং
শ্নশান ঘাট	সি আর -০১	০.৪৭	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (৫৮)	৬৬৩৯৯-৬৬৪০৩, ৬৬৪০৫
শিল্প এলাকা	আই জেড -০১	২০.৭৭	কিশোরগঞ্জ -০৩৩(৫৬)	৬৪৮২৮-৬৪৮৩০, ৬৪৮৩৫, ৬৪৮৩৮- ৬৪৮৪৬, ৬৪৮৪৯-৬৪৮৫১, ৬৪৮৫৩- ৬৪৮৫৮, ৬৪৯৫৭, ৬৪৯৫৮, ৬৪৯৬১-৬৪৯৬৩, ৬৪৯৭৯-৬৫০১৭, ৬৫০৩৮, ৬৫০৪২
			কোট ২৯ (০০)	৮১১
			শোলাকিয়া ৩০ (০০)	১৫২৪, ১৫২৫
শিল্প এলাকা	আই জেড -০২	২১.৭৫	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (৬০)	৭৫৪৭১, ৭৫৪৯২-৭৫৫২৪, ৭৫৫২৬-৭৫৫৪৬, ৭৫৫৪৯-৭৫৫৫১, ৭৫৫৫৭-৭৫৫৫৯
			মূলসতাল -০৬৩(০০)	৩৫৩-৩৫৭, ৩৬০- ৩৯৮, ৪০২- ৪০৪, ৪৩৩, ৪৩৪
নিম্ন আয়ের	এল সি এস-০১	২৯.৮৮	শোলাকিয়া ৩০ (০০)	১২৬১- ১২৬৩, ১২৭৭-১২৮৫

প্রস্তাবনার ধরন	প্রস্তাবিত আইডি	আয়তন (একর)	মৌজা	দাগ নং
আবাসন			কিশোরগঞ্জ ৩৩ (৫৬)	৬৪১৮৯, ৬৪২৫৬- ৬৪২৫৯, ৬৪২৬২, ৬৪২৬৪-৬৪৩০০, ৬৪৩০২-৬৪৩৫৮, ৬৪৪১৮, ৬৪৪২০- ৬৪৪৪৬, ৬৪৪৪৯, ৬৪৪৫১- ৬৪৪৮৯, ৬৪৫১২, ৬৪৫১৩, ৬৫১৯০
খোলা জায়গা	ও এস -০২	২.৯৯	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (৫৮)	৬৬৩৭৮-৬৬৩৮৮, ৬৬৩৯০-৬৬৩৯৮, ৬৬৪১৫
রিক্সা স্ট্যান্ড	আর এস -০৩	০.৮৫	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (৫৯)	৭০০৫০, ৭০০৫১, ৭০০৫৫, ৭০০৫৬, ৭০০৮৮-৭০০৯১

৮.৪.১০.২ অগ্রাধিকার কার্যাবলী

কিশোরগঞ্জ পৌরসভার গণ-পরামর্শ বৈঠক শেষে নিম্নলিখিত অগ্রাধিকার কার্যাবলী চিহ্নিত করা হয়েছে।

অগ্রাধিকার -১		অগ্রাধিকার -২		অগ্রাধিকার -৩	
উন্নয়নের ধরন	আই ডি	উন্নয়নের ধরন	আই ডি	উন্নয়নের ধরন	আই ডি
রাস্তার উন্নয়ন	এল আর -০৭৫	রাস্তার উন্নয়ন	এল আর -০৮১	রাস্তার উন্নয়ন	পি আর -১৯
	এল আর -০৭৬		এস আর -৪৮		পি আর -২০
	এল আর -০৭৭		এস আর -৪৯		পি আর -২১
	এল আর -০৭৮		এস আর -৫০		
	এল আর -০৭৯		পি আর -১৮		
	এল আর -০৮০				
ড্রেন	পি ডি -০৭	ড্রেন	টি ডি -৪৬	ড্রেন	টি ডি -৬৪
			টি ডি -৬৩		
উন্নয়ন প্রস্তাবনা	এল সি এস -০১	উন্নয়ন প্রস্তাবনা	সি আর -০১	উন্নয়ন প্রস্তাবনা	আই জেড -০২
	আর এস -০৩		আই জেড -০১		ও এস -০২

৮.৪.১০.৩ অবকাঠামো উন্নয়নের মোট আনুমানিক খরচ অনুচ্ছেদ ৮.৪.১.৩-এ দেখানো হয়েছে।

ম্যাপ নং. ৮.১০

বাউলিয়া ইউনিয়নের বিস্তারিত পরিকল্পনা

1:16,000

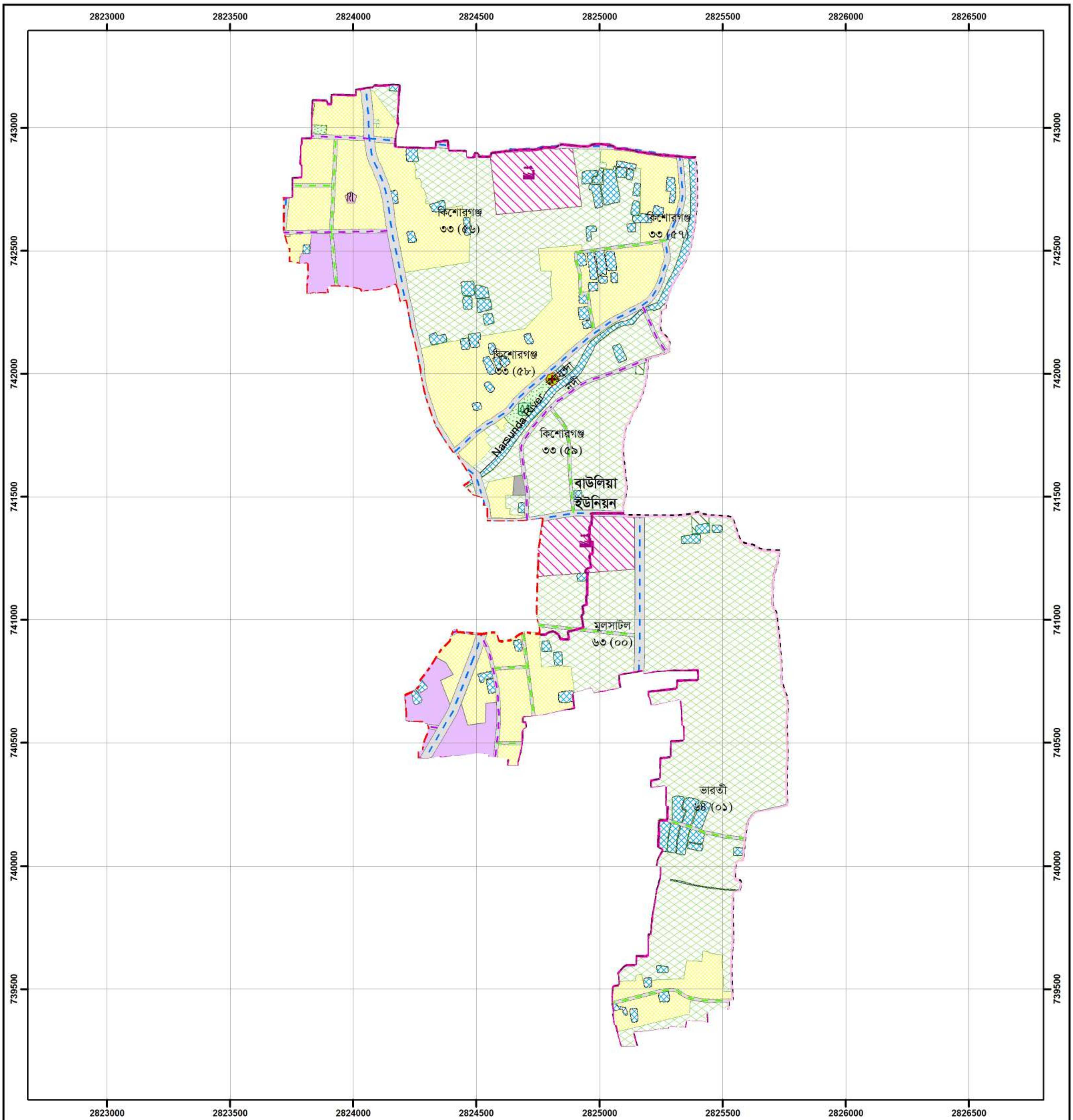

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের (ডি টি আই ডি পি) আওতায়
কিশোরগঞ্জ পৌরসভার মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন

পরামর্শক প্রতিষ্ঠান

BETS Consulting Services Ltd.
House No. 10, Road No. 135, Gulshan-1, Dhaka-1212, Bangladesh.
Phone: 9889923-24, Fax: +88029889967, E-mail: bets@betsbd.com

কিশোরগঞ্জ পৌরসভার
মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন

0 187.5 375 750 Meters
1:16,000

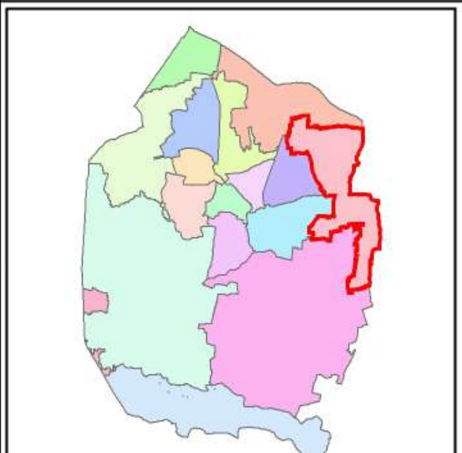

সাংকেতিক চিহ্নঃ

- পৌরসভা সীমানা
- প্রকল্প এলাকা সীমানা
- ওয়ার্ড সীমানা
- ইউনিয়ন সীমানা
- বি এম পিলার
- খোলা জায়গা (১)
- শ্মশান ঘাট (১)
- শিল্প (২)
- নিম্নবিত্তদের আবাসন (১)
- আঞ্চলিক সড়ক
- প্রধান সড়ক
- সেকেন্ডারী রোড
- লোকাল রোড
- কৃষি
- পরিবহণ
- সামাজিক সুবিধাদি
- শিক্ষাগত
- শিল্প
- খোলা জায়গা / বিনোদনমূলক
- আবাসিক
- সংরক্ষিত নগর এলাকা
- জলাশয়

৮.৪.১১ রশিদাবাদ ইউনিয়নের সম্প্রসারিত এলাকার জন্য বিস্তারিত এলাকা পরিকল্পনা

৮.৪.১১.১ রশিদাবাদ ইউনিয়নের জন্য প্রস্তাবনা এবং পরিকল্পনা

রশিদাবাদ ইউনিয়ন কিশোরগঞ্জ পৌরসভার পূর্ব দিকে অবস্থিত। এর মোট এলাকা ৯৮৯.৭৮ একর। ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা এবং নগর সেবা ও উন্নয়ন পরিকল্পনার নীতি ও প্রস্তাব পর্যালোচনার পরে এই ইউনিয়নের জন্য নিম্নলিখিত প্রস্তাবসমূহ উপস্থাপন করা হলো যেটা তিনটি পর্যায়ে ২০৩৩ সাল পর্যন্ত বাস্তবায়িত হবে। বিস্তারিত উন্নয়ন প্রস্তাব নিম্নলিখিত টেবিলে এবং মানচিত্র ৮.১১-এ দেখানো হলো।

সড়ক প্রস্তাবনাঃ:

রাস্তার শ্রেনীবিভাগ	প্রস্তাবিত আইডি	উন্নয়নের ধরন	প্রস্তাবিত রাইট অফ ওয়ে (মি.)	দৈর্ঘ্য (কি.মি.)
লোকাল	এল আর -১২০	প্রশস্তকরন	১২	০.৬৪
লোকাল	এল আর -১২১	প্রশস্তকরন	১২	০.৪৪
লোকাল	এল আর -১২২	প্রশস্তকরন	১২	০.১৯
লোকাল	এল আর -১২৩	প্রশস্তকরন	১২	০.৩১
লোকাল	এল আর -১২৪	প্রশস্তকরন	১২	০.৪৪
লোকাল	এল আর -১২৫	প্রশস্তকরন	১২	০.৫৯
লোকাল	এল আর -১২৬	প্রশস্তকরন	১২	০.১৯
লোকাল	এল আর -১২৭	প্রশস্তকরন	১২	০.৭৭
লোকাল	এল আর -১২৮	প্রশস্তকরন	১২	০.৫৫
লোকাল	এল আর -১২৯	প্রশস্তকরন	১২	০.২৭
লোকাল	এল আর -১৩০	প্রশস্তকরন	১২	০.৪৪
প্রাইমারী	পি আর -৩১	নতুন রাস্তা	৪০	২.৪২
প্রাইমারী	পি আর -৩২	নতুন রাস্তা	৪০	০.৯৬
সেকেন্ডারী	এস আর -৮০	প্রশস্তকরন	১৫	০.৫৭
সেকেন্ডারী	এস আর -৮১	প্রশস্তকরন	১৫	০.৫৪
সেকেন্ডারী	এস আর -৮২	প্রশস্তকরন	১৫	০.৭৭
সেকেন্ডারী	এস আর -৮৩	প্রশস্তকরন	১৫	০.৬৫
সেকেন্ডারী	এস আর -৮৪	প্রশস্তকরন	১৫	০.৯৮
সেকেন্ডারী	এস আর -৮৫	প্রশস্তকরন	১৫	০.৭৩
সেকেন্ডারী	এস আর -৮৬	প্রশস্তকরন	১৫	০.৮১
সেকেন্ডারী	এস আর -৮৭	নতুন রাস্তা	১৮	০.৯৫
সেকেন্ডারী	এস আর -৮৮	প্রশস্তকরন	১৫	০.৫৭

ড্রেন এর প্রস্তাবনাঃ

ড্রেনের শ্রেনীবিভাগ	প্রস্তাবিত আইডি	প্রস্থ (মি.)	দৈর্ঘ্য (কি.মি.)	আউটফল
প্রাইমারী	পি ডি -১০	১.৫	২.৩৬	নরসুন্দা নদী
সেকেন্ডারী	এস ডি -০১	০.৮	১.২৪	নরসুন্দা নদী
সেকেন্ডারী	এস ডি -০৩	০.৮	০.৫৯	এস ডি -০১
সেকেন্ডারী	এস ডি -০৪	০.৮	০.৬৪	পি ডি -০১
সেকেন্ডারী	এস ডি -৪১	০.৮	০.৯৩	এস ডি -৪২
সেকেন্ডারী	এস ডি -৫০	০.৮	০.৬৩	নরসুন্দা নদী
সেকেন্ডারী	এস ডি -৫১	০.৮	১.০৯	এস ডি -৫০
টারশিয়ারি	টি ডি -০১	০.৫	০.৪৬	এস ডি -০১
টারশিয়ারি	টি ডি -০২	০.৫	০.৩০	এস ডি -০১
টারশিয়ারি	টি ডি -০৩	০.৫	০.৫৫	এস ডি -০১
টারশিয়ারি	টি ডি -০৪	০.৫	০.২৯	এস ডি -০৩

ড্রেনের শ্রেনীবিভাগ	প্রস্তাবিত আইডি	প্রস্থ (মি.)	দৈর্ঘ্য (কি.মি.)	আউটফল
টারশিয়ারি	টি ডি -০৬	০.৫	০.৭৩	পি ডি -০১
টারশিয়ারি	টি ডি -০৭	০.৫	০.২৩	এস ডি -০৪
টারশিয়ারি	টি ডি -০৮	০.৫	০.১৭	এস ডি -০৪
টারশিয়ারি	টি ডি -১৬৪	০.৫	০.৩০	এস ডি -৪৯
টারশিয়ারি	টি ডি -১৬৫	০.৫	০.২৭	টি ডি -১৬৪
টারশিয়ারি	টি ডি -১৬৬	০.৫	০.১৮	এস ডি -৪৯
টারশিয়ারি	টি ডি -১৬৭	০.৫	০.১৩	টি ডি -১৬৫
টারশিয়ারি	টি ডি -১৭২	০.৫	০.৩২	পি ডি -০৯
টারশিয়ারি	টি ডি -১৭৩	০.৫	০.৩১	এস ডি -৫০
টারশিয়ারি	টি ডি -১৭৫	০.৫	০.৫৪	টি ডি -১৭৪
টারশিয়ারি	টি ডি -১৭৬	০.৫	০.৪১	এস ডি -৫০
টারশিয়ারি	টি ডি -১৭৭	০.৫	০.৭৩	এস ডি -৫১
টারশিয়ারি	টি ডি -১৭৮	০.৫	০.৫৭	এস ডি -৫১
টারশিয়ারি	টি ডি -১৭৯	০.৫	০.৫৯	এস ডি -৫১
টারশিয়ারি	টি ডি -১৮০	০.৫	০.৪৯	টি ডি -১৮২

সেতু এবং কালভার্ট

সেতুর সংখ্যা	কালভার্ট এর সংখ্যা
৪	০

উন্নয়ন প্রস্তাবনাঃ

প্রস্তাবনার ধরন	প্রস্তাবিত আইডি	আয়তন (একর)	মৌজা	দাগ নং
সিনেমা হল	সি এইচ -০১	০.৫৩	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (২৩)	১৫৩৭০, ১৫৩৭১
কবরস্থান	জি ওয়াই -১১	০.৩১	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (০১)	১৮৩৩, ২০১১, ২০১২, ২০১৩, ২০১৫, ২০১৭, ২০১৮
বয়স্ক পূনর্বাসন কেন্দ্র	ও এইচ	১.৫২	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (০২)	৩৩১১, ৩৩১২, ৩৩১৩, ৩৩১৫-৩৩১৯, ৩৩৪৮
ওভারহেড ট্যাংক	ও টি -১২	০.১৮	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (০১)	২১০২
ওভারহেড ট্যাংক	ও টি -১৩	০.১৫	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (০২)	৩১৮৭, ৩১৮৮, ৩১৯০
খেলার মাঠ	পি জি -২৩	১.১৯	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (০২)	৩১৯৬, ৩১৯৭, ৩১৯৯, ৩২০০, ৩২০১
রিক্সা স্ট্যান্ড	আর এস -০২	০.১৯	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (০১)	১৭২২-১৭২৪

৮.৪.১১.২ অগ্রাধিকার কার্যাবলী

কিশোরগঞ্জ পৌরসভার গণ-পরামর্শ বৈঠক শেষে নিম্নলিখিত অগ্রাধিকার কার্যাবলী চিহ্নিত করা হয়েছে।

অগ্রাধিকার -১		অগ্রাধিকার -২		অগ্রাধিকার -৩	
উন্নয়নের ধরন	আই ডি	উন্নয়নের ধরন	আই ডি	উন্নয়নের ধরন	আই ডি
রাস্তার উন্নয়ন	এল আর -১২০	রাস্তার উন্নয়ন	এল আর -১২৯	রাস্তার উন্নয়ন	এস আর -৮৫
	এল আর -১২১		এল আর -১৩০		এস আর -৮৬
	এল আর -১২২		এস আর -৮০		এস আর -৮৭
	এল আর -১২৩		এস আর -৮১		এস আর -৮৮
	এল আর -১২৪		এস আর -৮২		পি আর -৩১
	এল আর -১২৫		এস আর -৮৩		পি আর -৩২
	এল আর -১২৬		এস আর -৮৪		
	এল আর -১২৭				
	এল আর -১২৮				
ড্রেন	পি ডি -১০	ড্রেন	টি ডি -০১	ড্রেন	টি ডি -১৬৭
	এস ডি -০১		টি ডি -০২		টি ডি -১৭২
	এস ডি -০৩		টি ডি -০৩		টি ডি -১৭৩
	এস ডি -০৪		টি ডি -০৪		টি ডি -১৭৫

অগ্রাধিকার -১		অগ্রাধিকার -২		অগ্রাধিকার -৩	
উন্নয়নের ধরন	আই ডি	উন্নয়নের ধরন	আই ডি	উন্নয়নের ধরন	আই ডি
	এস ডি -৪১		টি ডি -০৬		টি ডি -১৭৬
	এস ডি -৫০		টি ডি -০৭		টি ডি -১৭৭
	এস ডি -৫১		টি ডি -০৮		টি ডি -১৭৮
			টি ডি -১৬৪		টি ডি -১৭৯
			টি ডি -১৬৫		টি ডি -১৮০
			টি ডি -১৬৬		
উন্নয়ন প্রস্তাবনা	ও এইচ	উন্নয়ন প্রস্তাবনা	জি ওয়াই -১১	উন্নয়ন প্রস্তাবনা	সি এইচ -০১
	ও টি -১২		আর এস -০২		ও টি -১৩
	পি জি -২৩				

৮.৪.১১.৩ অবকাঠামো উন্নয়নের মোট আনুমানিক খরচ অনুচ্ছেদ ৮.৪.১.৩-এ দেখানো হয়েছে।

ম্যাপ নং. ৮.১১

রশিদাবাদ ইউনিয়নের বিস্তারিত পরিকল্পনা

1:13,000

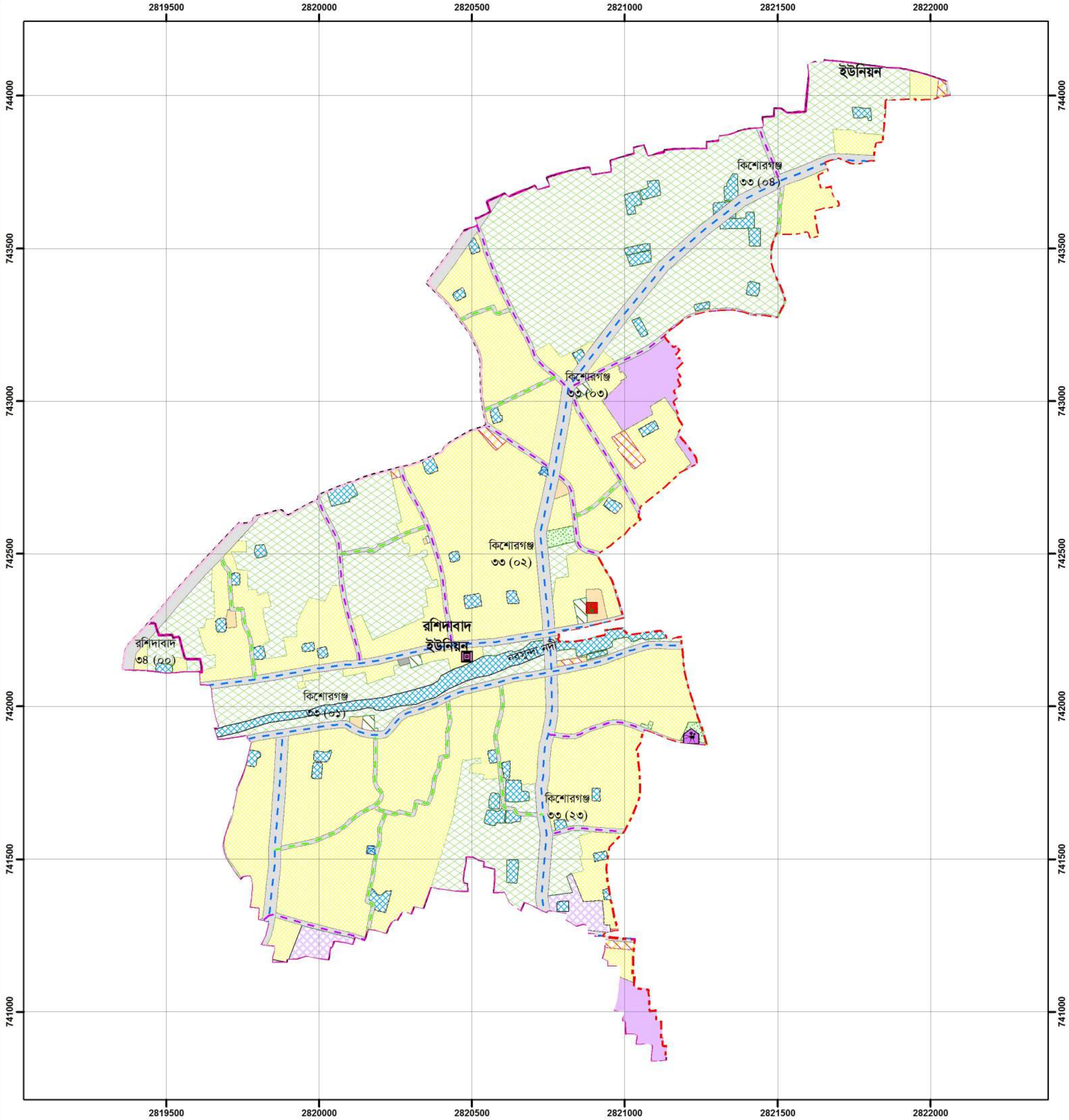

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের (ডি টি আই ডি পি) আওতায়
কিশোরগঞ্জ পৌরসভার মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন

পরামর্শক প্রতিষ্ঠান

BETS Consulting Services Ltd.
House No. 10, Road No. 135, Gulshan-1, Dhaka-1212, Bangladesh.
Phone: 9889923-24, Fax: +88029889967, E-mail: bets@betsbd.com

কিশোরগঞ্জ পৌরসভার
মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন

0 150 300 600 Meters

1:13,000

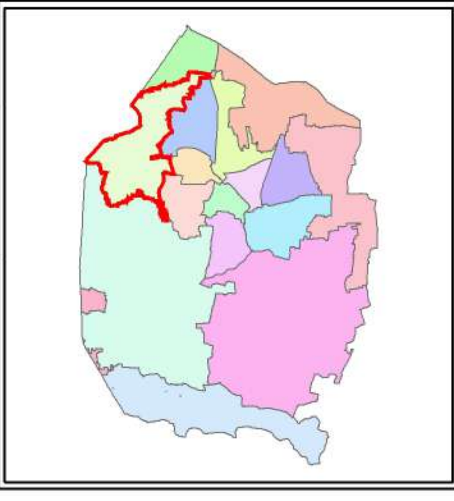

সাংকেতিক চিহ্নঃ

- পৌরসভা সীমানা
- বর্ধিত পৌর এলাকা
- ওয়ার্ড সীমানা
- ইউনিয়ন সীমানা
- বি এম পিলার
- প্রশাসনিক
- কৃষি
- পরিবহণ
- বাণিজ্যিক
- সামাজিক সুবিধাদি
- শিক্ষাগত
- খোলা জায়গা / বিনোদনমূলক
- আবসিক
- সংরক্ষিত নগর এলাকা
- উপযোগমূলক সেবা
- জলাশয়
- টেম্পু স্ট্যান্ড (১)
- ঈদগাহ (১)
- সিনেমা হল (১)
- বয়স্ক পূনর্বাসন কেন্দ্র (১)
- ওভারহেড ট্যাক (২)
- আঞ্চলিক সড়ক
- প্রধান সড়ক
- সেকেন্ডারী রোড
- লোকাল রোড

৮.৪.১২ যশোদল ইউনিয়নের সম্প্রসারিত এলাকার জন্য বিস্তারিত এলাকা পরিকল্পনা

৮.৪.১২.১ যশোদল ইউনিয়নের জন্য প্রস্তাবনা এবং পরিকল্পনা

যশোদল ইউনিয়ন কিশোরগঞ্জ পৌরসভার পূর্ব দিকে অবস্থিত। এর মোট এলাকা ৯৮৯.৭৮ একর। ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা এবং নগর সেবা ও উন্নয়ন পরিকল্পনার নীতি ও প্রস্তাব পর্যালোচনার পরে এই ইউনিয়নের জন্য নিম্নলিখিত প্রস্তাবসমূহ উপস্থাপন করা হলো, যা তিনটি পর্যায়ে ২০৩৩ সাল পর্যন্ত বাস্তবায়িত হবে। বিস্তারিত উন্নয়ন প্রস্তাব নিম্নলিখিত টেবিলে এবংমানচিত্র ৮.১২-এ দেখানো হলো।

সড়ক প্রস্তাবনাঃ

রাস্তার শ্রেনীবিভাগ	প্রস্তাবিত আইডি	উন্নয়নের ধরন	প্রস্তাবিত রাইট অফ ওয়ে (মি.)	দৈর্ঘ্য (কি.মি.)
লোকাল	এল আর -০৮২	প্রশস্তকরন	১২	০.৭০
লোকাল	এল আর -০৮৩	প্রশস্তকরন	১২	০.৩৫
লোকাল	এল আর -০৮৪	প্রশস্তকরন	১২	০.৭৯
লোকাল	এল আর -০৮৫	প্রশস্তকরন	১২	০.২৮
লোকাল	এল আর -০৮৬	প্রশস্তকরন	১২	১.১৪
লোকাল	এল আর -০৮৭	প্রশস্তকরন	১২	০.৫০
লোকাল	এল আর -০৮৮	প্রশস্তকরন	১২	০.৫৭
লোকাল	এল আর -০৮৯	প্রশস্তকরন	১২	১.০৩
লোকাল	এল আর -০৯০	প্রশস্তকরন	১২	০.৬১
লোকাল	এল আর -০৯১	প্রশস্তকরন	১২	০.৬৫
লোকাল	এল আর -০৯২	প্রশস্তকরন	১২	০.২৮
লোকাল	এল আর -০৯৩	প্রশস্তকরন	১২	০.৩২
প্রাইমারী	পি আর -২২	প্রশস্তকরন	২৪	১.৯৪
প্রাইমারী	পি আর -২৩	প্রশস্তকরন	২৪	৪.৮০
প্রাইমারী	পি আর -২৪	নতুন রাস্তা	৪০	৩.১৫
সেকেন্ডারী	এস আর -৫২	প্রশস্তকরন	১৫	১.০২
সেকেন্ডারী	এস আর -৫৩	প্রশস্তকরন	১৫	১.৬৫
সেকেন্ডারী	এস আর -৫৪	নতুন রাস্তা	১৮	০.৬৩
সেকেন্ডারী	এস আর -৫৫	নতুন রাস্তা	১৮	০.৯৪
সেকেন্ডারী	এস আর -৫৬	নতুন রাস্তা	১৮	১.০৭
সেকেন্ডারী	এস আর -৫৭	প্রশস্তকরন	১৫	১.৫৩
সেকেন্ডারী	এস আর -৫৮	প্রশস্তকরন	১৫	০.৯৪
সেকেন্ডারী	এস আর -৫৯	প্রশস্তকরন	১৫	১.৪০
সেকেন্ডারী	এস আর -৬০	প্রশস্তকরন	১৫	২.০০
সেকেন্ডারী	এস আর -৬১	প্রশস্তকরন	১৫	০.৮১
সেকেন্ডারী	এস আর -৬২	প্রশস্তকরন	১৫	০.৩৬
সেকেন্ডারী	এস আর -৬৩	প্রশস্তকরন	১৫	১.৭৫

ড্রেন এর প্রস্তাবনাঃ

ড্রেনের শ্রেনীবিভাগ	প্রস্তাবিত আইডি	প্রস্থ (মি.)	দৈর্ঘ্য (কি.মি.)	আউটফল
সেকেন্ডারী	এস ডি -২৫	০.৮	১.৫০	পি ডি -০৭
সেকেন্ডারী	এস ডি -৩৩	০.৮	১.৩৪	এস ডি -৩৪
সেকেন্ডারী	এস ডি -৩৪	০.৮	০.৫২	খাল
সেকেন্ডারী	এস ডি -৩৫	০.৮	১.৮০	খাল
টারশিয়ারি	টি ডি -১১১	০.৫	০.২৫	টি ডি -১১০
টারশিয়ারি	টি ডি -১১২	০.৫	০.৮৭	টি ডি -১১০
টারশিয়ারি	টি ডি -১১৩	০.৫	০.৩৫	নরসুন্দা নদীর শাখা
টারশিয়ারি	টি ডি -১১৪	০.৫	০.৭৪	নরসুন্দা নদীর শাখা
টারশিয়ারি	টি ডি -১১৫	০.৫	০.৯০	এস ডি -৩৩

ড্রেনের শ্রেনীবিভাগ	প্রস্তাবিত আইডি	প্রস্থ (মি.)	দৈর্ঘ্য (কি.মি.)	আউটফল
টারশিয়ারি	টি ডি -১১৬	০.৫	০.৫৩	নরসুন্দা নদীর শাখা
টারশিয়ারি	টি ডি -১১৭	০.৫	০.১৯	নরসুন্দা নদীর শাখা
টারশিয়ারি	টি ডি -১১৮	০.৫	০.৯৪	নরসুন্দা নদীর শাখা
টারশিয়ারি	টি ডি -১১৯	০.৫	০.৪১	টি ডি -১১৮
টারশিয়ারি	টি ডি -১২০	০.৫	০.৯০	নরসুন্দা নদীর শাখা
টারশিয়ারি	টি ডি -১২১	০.৫	০.৭৭	এস ডি -৩৫
টারশিয়ারি	টি ডি -১২২	০.৫	০.৭২	এস ডি -৩৫
টারশিয়ারি	টি ডি -১২৪	০.৫	০.৯৯	টি ডি -১২৫
টারশিয়ারি	টি ডি -১২৫	০.৫	০.৬২	খাল
টারশিয়ারি	টি ডি -১২৯	০.৫	১.৪৩	টি ডি -১২৮
টারশিয়ারি	টি ডি -১৮৭	০.৫	০.৩৩	এস ডি -৩৫
টারশিয়ারি	টি ডি -৬২	০.৫	০.২১	পি ডি -০৮
টারশিয়ারি	টি ডি -৬৫	০.৫	০.২৬	খাল
টারশিয়ারি	টি ডি -৬৬	০.৫	০.৩২	পি ডি -০৭
টারশিয়ারি	টি ডি -৬৭	০.৫	১.৩৬	এস ডি -২৫
টারশিয়ারি	টি ডি -৬৮	০.৫	০.৮২	পি ডি -০৮
টারশিয়ারি	টি ডি -৬৯	০.৫	০.৩১	টি ডি -৬৮
টারশিয়ারি	টি ডি -৭০	০.৫	০.৫৫	এস ডি -২৫
টারশিয়ারি	টি ডি -৭১	০.৫	১.০৩	নরসুন্দা নদীর শাখা
টারশিয়ারি	টি ডি -৭২	০.৫	০.৩২	নরসুন্দা নদীর শাখা
টারশিয়ারি	টি ডি -৭৩	০.৫	০.৩৪	নরসুন্দা নদীর শাখা
টারশিয়ারি	টি ডি -৭৪	০.৫	০.৭৮	পি ডি -০৭
টারশিয়ারি	টি ডি -৭৫	০.৫	০.৮৪	নরসুন্দা নদীর শাখা
টারশিয়ারি	টি ডি -৭৬	০.৫	০.৪০	নরসুন্দা নদীর শাখা

সেতু এবং কালভার্টঃ

ব্রীজের সংখ্যা	কালভার্টের সংখ্যা
১৩	১

উন্নয়ন প্রস্তাবনাঃ

প্রস্তাবনার ধরন	প্রস্তাবিত আইডি	আয়তন (একর)	মৌজা	দাগ নং
বিনোদন পার্ক	এ এম পি	৩৬.২২	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (২৪)	১৬৭৮৯
			কিশোরগঞ্জ ৩৩ (২৯)	১৭৮২৭
			যশোদল ৬০ (০১)	২- ৯৬ , ১০১-১০৩ , ১৫৮ , ১৫৯ , ১৬১- ১৯৯ , ১৪৫০-১৪৫৫ , ১৪৫৮-১৪৮৮
বাস টার্মিনাল	বি টি -০১	৪.৮৯	যশোদল ৬০ (০১)	১০৫ , ১০৬ , ১০৯-১২০ , ১৩৯-১৫৭, ১৫৯ , ১৪২৮ , ১৪৩৩ , ১৪৩৮
ওভারহেড ট্যাংক	ও টি -০৬	০.১৭	যশোদল ৬০ (০২)	৩০৮৯ , ৩০৯০
ওভারহেড ট্যাংক	ও টি -০৭	০.১২	যশোদল ৬০ (০২)	৩৬৯৬ , ৩৬৯৭
ওভারহেড ট্যাংক	ও টি -০৮	০.১৭	কিশোরগঞ্জ ৩৩(২৪)	১৬৯২ , ১৬৯৩
			স্বল্পমারিয়া ৪০ (০০)	৬৩৯-৬৪২
ওভারহেড ট্যাংক	ও টি -০৯	০.০৮	কিশোরগঞ্জ ৩৩(৩৩)	২৩১৩৯ , ১২১৪২
খেলার মাঠ	পি জি -১৮	১.৮৮	দামপাটুলী ৬১ (০০)	১২৫ , ৩৭৭-৩৮৬ , ৩৮৯-৩৯৩ , ৩৯৫
খেলার মাঠ	পি জি -১৯	১.৭০	যশোদল ৬০(০২)	৩১২৬ , ৩১২৭, ৩৯২৩- ৩৯২৬
রিফুয়েলিং ষ্টেশন	আর এফ এস-০২	১.৬৩	যশোদল ৬০(০১)	২৪০- ২৪২ , ২৭২-২৮০ , ৩৩১ , ৩৩৫
টেম্পো স্ট্যান্ড	টি এস -০৫	০.২৬	যশোদল ৬০(০১)	২৩২ , ২৪১ , ২৪২

প্রস্তাবনার ধরন	প্রস্তাবিত আইডি	আয়তন (একর)	মৌজা	দাগ নং
টেম্পো স্ট্যান্ড	টি এস -০৬	০.৩৯	যশোদল ৬০(০১)	১৭১০
ট্রাক টার্মিনাল	টি টি-০২	৯.২৬	যশোদল ৬০(০১)	২৩৩, ২৩৫-২৩৯, ২৭৭, ২৮১-৩২৩, ৩২৯-৩৩১

৮.৪.১২.২ অগ্রাধিকার কার্যাবলী

কিশোরগঞ্জ পৌরসভার গণ-পরামর্শ বৈঠক শেষে নিম্নলিখিত অগ্রাধিকার কার্যাবলী চিহ্নিত করা হয়েছে।

অগ্রাধিকার -১		অগ্রাধিকার -২		অগ্রাধিকার -৩	
উন্নয়নের ধরন	আই ডি	উন্নয়নের ধরন	আই ডি	উন্নয়নের ধরন	আই ডি
রাস্তার উন্নয়ন	এল আর -০৮২	রাস্তার উন্নয়ন	এস আর -৫২	রাস্তার উন্নয়ন	এস আর -৬০
	এল আর -০৮৩		এস আর -৫৩		এস আর -৬১
	এল আর -০৮৪		এস আর -৫৪		এস আর -৬২
	এল আর -০৮৫		এস আর -৫৫		এস আর -৬৩
	এল আর -০৮৬		এস আর -৫৬		পি আর -২২
	এল আর -০৮৭		এস আর -৫৭		পি আর -২৩
	এল আর -০৮৮		এস আর -৫৮		পি আর -২৪
	এল আর -০৮৯		এস আর -৫৯		
	এল আর -০৯০				
	এল আর -০৯১				
	এল আর -০৯২				
	এল আর -০৯৩				
ড্রেন	এস ডি -২৫	ড্রেন	টি ডি -১১৯	ড্রেন	টি ডি -৬৭
	এস ডি -৩৩		টি ডি -১২০		টি ডি -৬৮
	এস ডি -৩৪		টি ডি -১২১		টি ডি -৬৯
	এস ডি -৩৫		টি ডি -১২২		টি ডি -৭০
	টি ডি -১১১		টি ডি -১২৪		টি ডি -৭১
	টি ডি -১১২		টি ডি -১২৫		টি ডি -৭২
	টি ডি -১১৩		টি ডি -১২৯		টি ডি -৭৩
	টি ডি -১১৪		টি ডি -১৮৭		টি ডি -৭৪
	টি ডি -১১৫		টি ডি -৬২		টি ডি -৭৫
	টি ডি -১১৬		টি ডি -৬৫		টি ডি -৭৬
	টি ডি -১১৭		টি ডি -৬৬		
	টি ডি -১১৮				
উন্নয়ন প্রস্তাবনা	ও টি -০৬	উন্নয়ন প্রস্তাবনা	ও টি -০৮	উন্নয়ন প্রস্তাবনা	এ এম পি
	পি জি -১৮		পি জি -১৯		বি টি -০১
	আর এফ এস-০২		টি এস -০৬		ও টি -০৭
	টি এস -০৫		এওএও-০২		ও টি -০৯

৮.৪.১২.৩ অবকাঠামো উন্নয়নের মোট আনুমানিক খরচ অনুচ্ছেদ ৮.৪.১.৩-এ দেখানো হয়েছে।

ম্যাপ নং. ৮.১২

জাসদাল ইউনিয়নের বিস্তারিত পরিকল্পনা

1:20,000

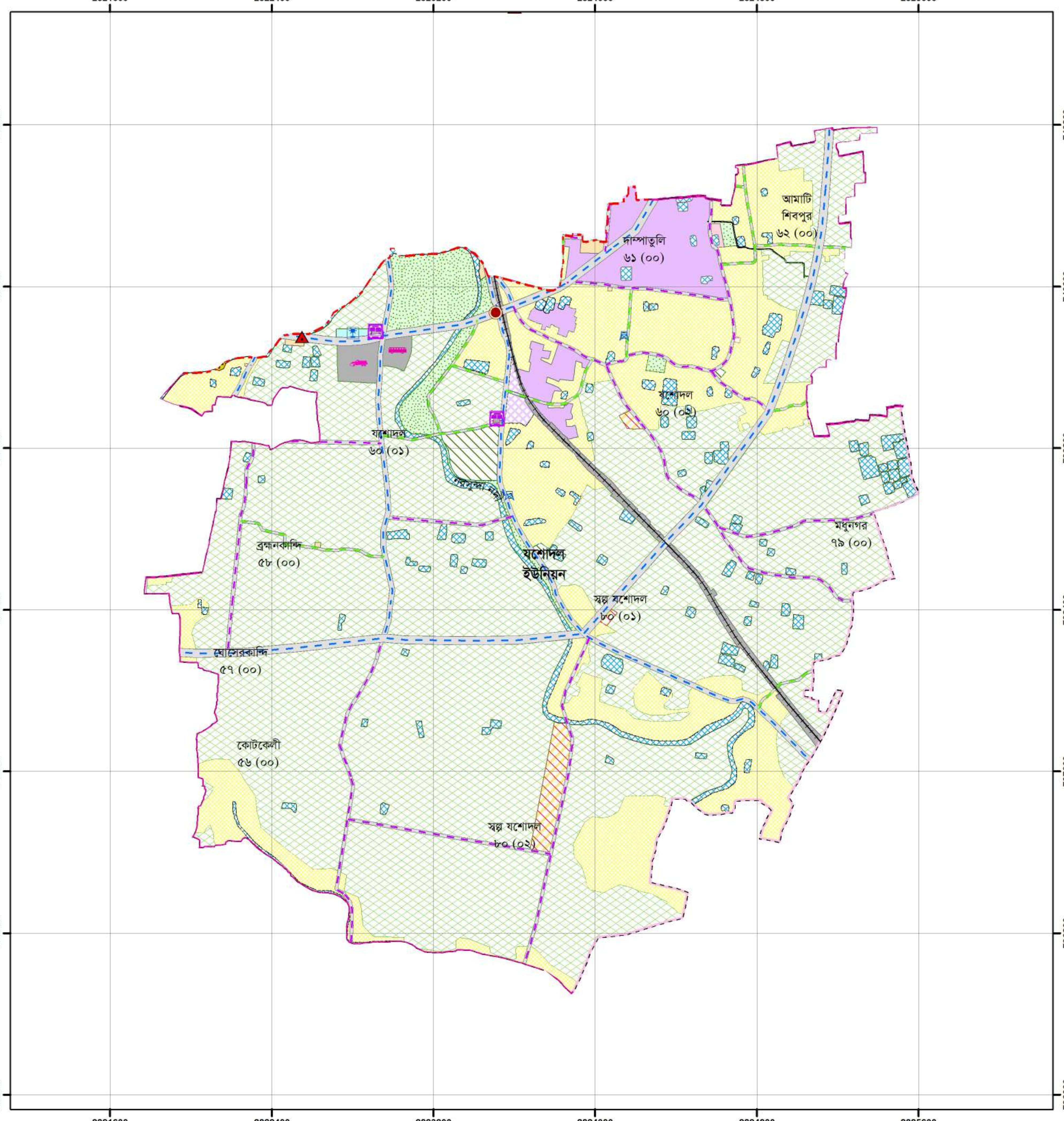

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের (ডি টি আই ডি পি) আওতায়
কিশোরগঞ্জ পৌরসভার মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন

পরামর্শক প্রতিষ্ঠান

BETS Consulting Services Ltd.
House No. 10, Road No. 135, Gulshan-1, Dhaka-1212, Bangladesh.
Phone: 9889923-24, Fax: +88029889967, E-mail: bets@betsbd.com

কিশোরগঞ্জ পৌরসভার
মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন

0 235 470 940 Meters

1:20,000

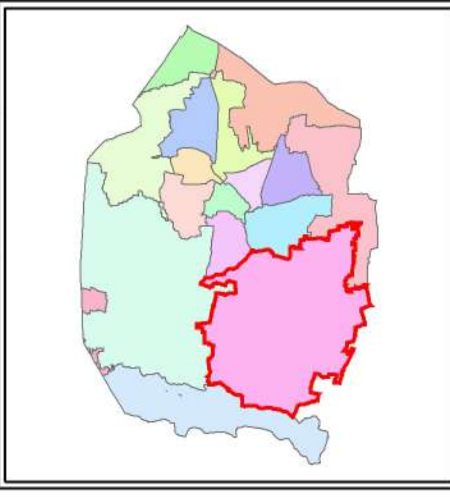

সাংকেতিক চিহ্নঃ

- পৌরসভা সীমানা
- বর্ধিত পৌর এলাকা
- ওয়ার্ড সীমানা
- ইউনিয়ন সীমানা
- রেল লাইন
- বি এম পিলার
- বাস স্ট্যান্ড (১)
- ট্রাক স্ট্যান্ড (১)
- টেম্পু স্ট্যান্ড (২)
- রিফুয়েলিং স্টেশন (১)
- শ্মশান ঘাট (১)
- ওভারহেড ট্যাংক (২)
- গোলচত্তর (১)
- প্রশাসনিক
- কৃষি
- পরিবহণ
- বাণিজ্যিক
- সামাজিক সুবিধাদি
- শিক্ষাগত
- স্বাস্থ্য
- মিশ্র ব্যবহার
- খোলা জায়গা / বিনোদনমূলক
- আবসিক
- সংরক্ষিত নগর এলাকা
- উপযোগমূলক সেবা
- জলাশয়
- আঞ্চলিক সড়ক
- প্রধান সড়ক
- সেকেন্ডারী রোড
- লোকাল রোড

৮.৪.১৩ সম্প্রসারিত এলাকার মারিয়া ইউনিয়নের জন্য বিস্তারিত এলাকা পরিকল্পনা

৮.৪.১৩.১ মারিয়া ইউনিয়নের জন্য প্রস্তাবনা এবং পরিকল্পনা

মারিয়া ইউনিয়ন কিশোরগঞ্জ পৌরসভার পূর্ব দিকে অবস্থিত। এর মোট এলাকা ২৫৯১.০৪ একর। ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা এবং নগর সেবা ও উন্নয়ন পরিকল্পনার নীতি ও প্রস্তাব পর্যালোচনার পরে এই ইউনিয়নের জন্য নিম্নলিখিত প্রস্তাবসমূহ উপস্থাপন করা হলো যেটা তিনটি পর্যায়ে ২০৩৩ সাল পর্যন্ত বাস্তবায়িত হবে। বিস্তারিত উন্নয়ন প্রস্তাব নিন্মলিখিত টেবিলে এবং মানচিত্র ৮.১৩-এ দেখানো হলো।

সড়ক প্রস্তাবনাঃ:

রাস্তার শ্রেনীবিভাগ	প্রস্তাবিত আইডি	উন্নয়নের ধরন	প্রস্তাবিত রাইট অফ ওয়ে (মি.)	দৈর্ঘ্য (কি.মি.)
লোকাল	এল আর -১০৭	প্রশস্তকরন	১২	০.৫৩
লোকাল	এল আর -১০৮	প্রশস্তকরন	১২	০.৭৪
লোকাল	এল আর -১০৯	প্রশস্তকরন	১২	০.৪৪
লোকাল	এল আর -১১০	প্রশস্তকরন	১২	০.৬৫
লোকাল	এল আর -১১১	নতুন রাস্তা	১৪	১.১৯
লোকাল	এল আর -১১২	প্রশস্তকরন	১২	০.৬৮
লোকাল	এল আর -১১৩	প্রশস্তকরন	১২	০.৯৮
লোকাল	এল আর -১১৪	প্রশস্তকরন	১২	০.৬৭
লোকাল	এল আর -১১৫	প্রশস্তকরন	১২	০.৮৩
লোকাল	এল আর -১১৬	প্রশস্তকরন	১২	০.৭৯
লোকাল	এল আর -১১৭	প্রশস্তকরন	১২	০.৩৮
লোকাল	এল আর -১১৮	প্রশস্তকরন	১২	১.১২
লোকাল	এল আর -১১৯	প্রশস্তকরন	১২	০.১৮
প্রাইমারী	পি আর -২৮	নতুন রাস্তা	৪০	২.৫০
প্রাইমারী	পি আর -২৯	নতুন রাস্তা	৪০	১.৫৪
সেকেন্ডারী	এস আর -৭৪	প্রশস্তকরন	১৫	০.৬৭
সেকেন্ডারী	এস আর -৭৫	প্রশস্তকরন	১৫	০.৯৬
সেকেন্ডারী	এস আর -৭৬	প্রশস্তকরন	১৫	১.৫১
সেকেন্ডারী	এস আর -৭৭	প্রশস্তকরন	১৫	০.৮৫
সেকেন্ডারী	এস আর -৭৮	প্রশস্তকরন	১৫	০.২৯
সেকেন্ডারী	এস আর -৭৯	প্রশস্তকরন	১৫	০.৩৮
রেজিওনাল রোড	পি আর -৩০	প্রশস্তকরন	৮০	১০.০২

ড্রেন এর প্রস্তাবনাঃ

ড্রেনের শ্রেনীবিভাগ	প্রস্তাবিত আইডি	প্রস্থ (মি.)	দৈর্ঘ্য (কি.মি.)	আউটফল
সেকেন্ডারী	এস ডি -৩৬	০.৮	০.৪৬	বরফুল খাল
সেকেন্ডারী	এস ডি -৩৭	০.৮	০.৮৩	বরফুল খাল
সেকেন্ডারী	এস ডি -৩৮	০.৮	০.৭৫	খাল
সেকেন্ডারী	এস ডি -৩৯	০.৮	১.৩৯	বরফুল খাল
সেকেন্ডারী	এস ডি -৪০	০.৮	১.৪৫	বরফুল খাল
সেকেন্ডারী	এস ডি -৪২	০.৮	০.৩৮	খাল
সেকেন্ডারী	এস ডি -৪৩	০.৮	০.৭৮	খাল
টারশিয়ারি	টি ডি -১০১	০.৫	০.৪৯	এস ডি -৩১
টারশিয়ারি	টি ডি -১০২	০.৫	০.৪০	এস ডি -৩১
টারশিয়ারি	টি ডি -১০৩	০.৫	০.৩৫	এস ডি -৩৯
টারশিয়ারি	টি ডি -১০৪	০.৫	০.৭৬	এস ডি -৩৭
টারশিয়ারি	টি ডি -১০৫	০.৫	০.৭৫	এস ডি -৩৬

ড্রেনের শ্রেনীবিভাগ	প্রস্তাবিত আইডি	প্রস্থ (মি.)	দৈর্ঘ্য (কি.মি.)	আউটফল
টারশিয়ারি	টি ডি -১০৬	০.৫	০.১৭	বরফুল খাল
টারশিয়ারি	টি ডি -১০৭	০.৫	০.৬১	টি ডি -১০৯
টারশিয়ারি	টি ডি -১০৮	০.৫	০.৪৭	টি ডি -১৮৫
টারশিয়ারি	টি ডি -১৩০	০.৫	০.৪১	বরফুল খাল
টারশিয়ারি	টি ডি -১৩১	০.৫	১.৫২	এস ডি -৩৮
টারশিয়ারি	টি ডি -১৩৪	০.৫	০.৯৪	খাল
টারশিয়ারি	টি ডি -১৩৫	০.৫	১.০৮	এস ডি -৩৮
টারশিয়ারি	টি ডি -১৩৭	০.৫	০.৬৫	এস ডি -৪০
টারশিয়ারি	টি ডি -১৩৮	০.৫	০.৫১	এস ডি -৪০
টারশিয়ারি	টি ডি -১৩৯	০.৫	০.৪০	বরফুল খাল
টারশিয়ারি	টি ডি -১৪০	০.৫	০.৩২	বরফুল খাল
টারশিয়ারি	টি ডি -১৪১	০.৫	০.৯০	এস ডি -৪০
টারশিয়ারি	টি ডি -১৪২	০.৫	০.৩৬	এস ডি -৪৩
টারশিয়ারি	টি ডি -১৪৩	০.৫	০.৪৫	এস ডি -৪৩
টারশিয়ারি	টি ডি -১৪৪	০.৫	০.৬১	খাল
টারশিয়ারি	টি ডি -১৪৫	০.৫	০.২২	খাল
টারশিয়ারি	টি ডি -১৪৬	০.৫	০.১৬	খাল
টারশিয়ারি	টি ডি -১৪৭	০.৫	০.৮৩	খাল
টারশিয়ারি	টি ডি -১৭৪	০.৫	১.০৬	বরফুল খাল
টারশিয়ারি	টি ডি -১৮১	০.৫	০.৫২	এস ডি -৪১
টারশিয়ারি	টি ডি -১৮২	০.৫	১.১০	নরসুন্দা নদী
টারশিয়ারি	টি ডি -১৮৩	০.৫	১.১৯	টি ডি -১৩৭
টারশিয়ারি	টি ডি -১৮৫	০.৫	০.২৪	টি ডি -১০৭
টারশিয়ারি	টি ডি -১৮৬	০.৫	০.৪০	বরফুল খাল
টারশিয়ারি	টি ডি -১৮৮	০.৫	০.৩১	টি ডি -১০৫

উন্নয়ন প্রস্তাবনাঃ

প্রস্তাবনার ধরন	প্রস্তাবিত আইডি	আয়তন (একর)	মৌজা	দাগ নং
রিফুয়েলিং ষ্টেশন	আর এফ এস-০৪	০.৫৭	মারিয়া ৪২ (০১)	১৫২৭, ১৫৫৭- ১৫৬২
রিফুয়েলিং ষ্টেশন	আর এফ এস-০৫	০.৬৭	বিন্নাগাঁও ৩৯ (০২)	৫৫৩৮ , ৫৫৪৬-৫৫৪৯ , ৫৫৫৩- ৫৫৫৬
রিক্সা স্ট্যান্ড	আর এস -০৪	০.১৬	বিন্নাগাঁও ৩৯ (০৩)	৯৯২৬ , ৯৯২৭, ৯৯২৮ , ৯৯২৯ , ৯৯৩৮ , ৯৯৫৫ , ৯৯৫৬
বিশ্ববিদ্যালয়	বিশ্ববিদ্যালয়	৭৬.৪৩	বিন্নাগাঁও ৩৯ (০২)	৫০৯২-৫১০৮ , ৫১১০ , ৫১১৫-৫১৪৪ , ৫১৪৬- ৫১৯৬ , ৫২০৩-৫২৬২ , ৫২৬৪ , ৫২৬৫ , ৫২৬৭-৫৩০২ , ৫৩০৭-৫৩৮৩ , ৫৩৮৫-৫৪২৪ , ৫৪২৬-৫৪৩২ , ৫৪৩৪ , ৫৪৩৭- ৫৪৬৬ , ৯৯৯৯৯
পাইকারী বাজার	ডব্লিউ এম	১.৯৩	স্বল্পমারিয়া ৪০ (০০)	১০৪ , ১২৪-১৩০ , ২০০-২০৯
			বিন্নাগাঁও ৩৯(০৩)	১০৬৪৩-১০৬৪৭
শিল্প এলাকা	আই জেড -০৩	১৯.১০	বিন্নাগাঁও ৩৯ (০১)	১৮১২ , ১৮২০-১৮৩০
			বিন্নাগাঁও ৩৯ (০২)	৬৩৯৮
			করমূলী ৪৩ (০০)	১০১- ১১৯
			চর কামালিয়া ৪৪ (০০)	৮৫২ , ৮৫৫-৮৭০ , ৮৭৩-৮৮২
			খাস মারিয়া ৪৫ (০০)	২৯৯ , ৩০০
নিম্ন আয়ের আবাসন	এল সি এস-০২	২৯.৫৫	করমূলী ৪৩ (০০)	২৩৯ , ২৪০ , ২৪৪ , ৩৪৬-৩৫৯ , ৩৬২- ৩৭৭, ৬৫০- ৬৭৪ , ৬৮৩ , ৬৮৬- ৭৪৫ , ৭৪৬-৭৫৫ , ৯৯৯৯৯
			স্বল্পমারিয়া ৪০ (০০)	৪-৭, ১০-২১
			মারিয়া ৪২ (০১)	২৩৯-২৬৬
টেম্পো স্ট্যান্ড	টি এস -০৪	০.৩৭	বিন্নাগাঁও ৩৯ (০৩)	৯৯৩১-৯৯৩৩

৮.৪.১৩.২ অগ্রাধিকার কার্যাবলী

কিশোরগঞ্জ পৌরসভার গণ-পরামর্শ বৈঠক শেষে নিম্নলিখিত অগ্রাধিকার কার্যাবলী চিহ্নিত করা হয়েছে।

অগ্রাধিকার -১		অগ্রাধিকার -২		অগ্রাধিকার -৩	
উন্নয়নের ধরন	আই ডি	উন্নয়নের ধরন	আই ডি	উন্নয়নের ধরন	আই ডি
রাস্তার উন্নয়ন	এল আর -১০৭	রাস্তার উন্নয়ন	এল আর -১১৭	রাস্তার উন্নয়ন	এস আর -৭৮
	এল আর -১০৮		এল আর -১১৮		এস আর -৭৯
	এল আর -১০৯		এল আর -১১৯		পি আর -২৮
	এল আর -১১০		এস আর -৭৪		পি আর -২৯
	এল আর -১১১		এস আর -৭৫		পি আর -৩০
	এল আর -১১২		এস আর -৭৬		
	এল আর -১১৩		এস আর -৭৭		
	এল আর -১১৪				
	এল আর -১১৫				
	এল আর -১১৬				
ড্রেন	এস ডি -৩৬	ড্রেন	টি ডি -১০৬	ড্রেন	টি ডি -১৪৩
	এস ডি -৩৭		টি ডি -১০৭		টি ডি -১৪৪
	এস ডি -৩৮		টি ডি -১০৮		টি ডি -১৪৫
	এস ডি -৩৯		টি ডি -১৩০		টি ডি -১৪৬
	এস ডি -৪০		টি ডি -১৩১		টি ডি -১৪৭
	এস ডি -৪২		টি ডি -১৩৪		টি ডি -১৭৪
	এস ডি -৪৩		টি ডি -১৩৫		টি ডি -১৮১
	টি ডি -১০১		টি ডি -১৩৭		টি ডি -১৮২
	টি ডি -১০২		টি ডি -১৩৮		টি ডি -১৮৩
	টি ডি -১০৩		টি ডি -১৩৯		টি ডি -১৮৫
	টি ডি -১০৪		টি ডি -১৪০		টি ডি -১৮৬
	টি ডি -১০৫		টি ডি -১৪১		টি ডি -১৮৮
			টি ডি -১৪২		
উন্নয়ন প্রস্তাবনা	আর এফ এস -০৪	উন্নয়ন প্রস্তাবনা	আর এফ এস -০৫	উন্নয়ন প্রস্তাবনা	বিশ্ববিদ্যালয়
	আর এস-০৪		ডব্লিউ এম		টি এস -০৪
	এল সি এস -০২		আই জেড -০৩		

৮.৪.১৩.৩ অবকাঠামো উন্নয়নের মোট আনুমানিক খরচ অনুচ্ছেদ ৮.৪.১.৩-এ দেখানো হয়েছে।

ম্যাপ নং. ৮.১৩

মারিয়া ইউনিয়নের বিস্তারিত পরিকল্পনা

1:20,000

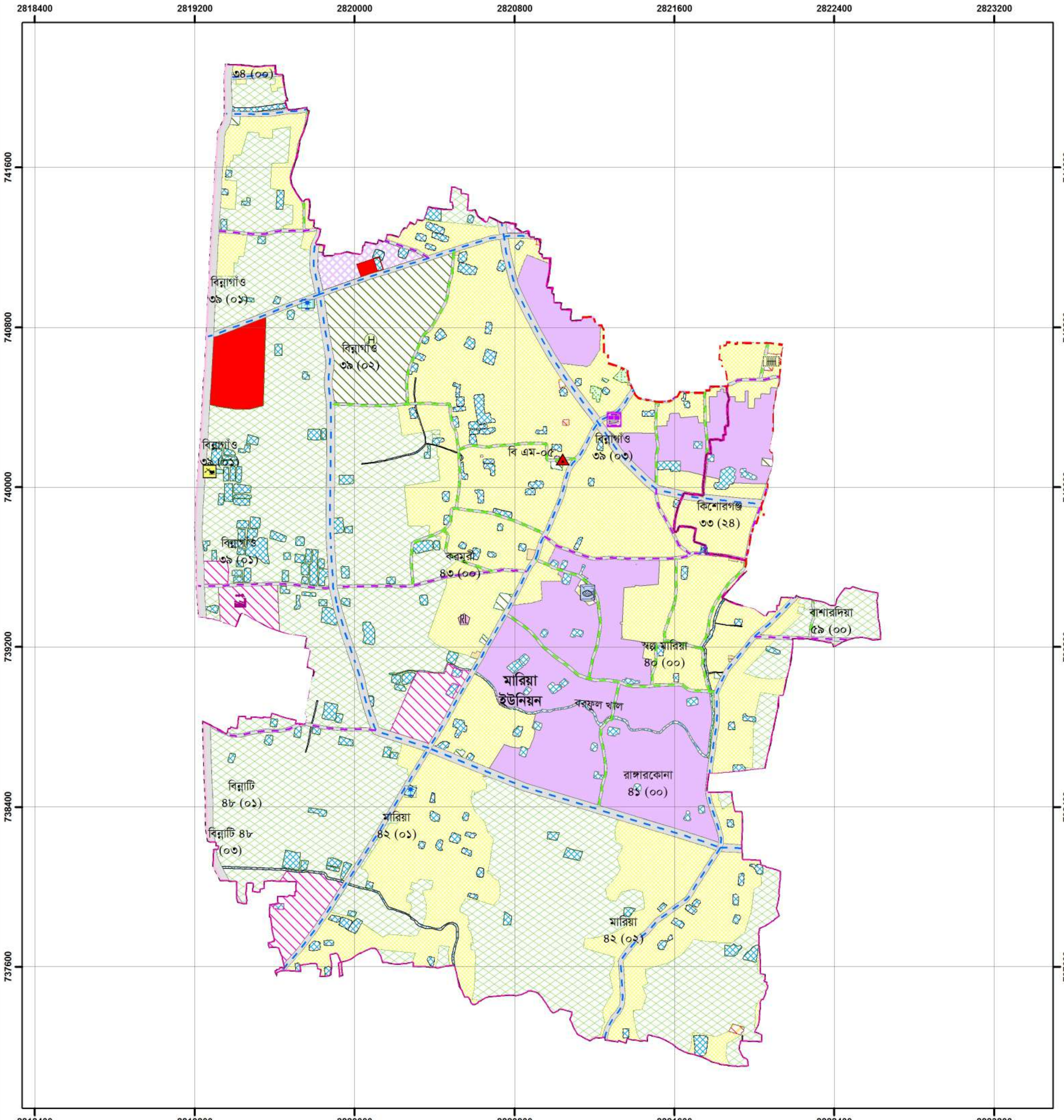

কিশোরগঞ্জ পৌরসভার
মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন

0 235 470 940 Meters

1:20,000

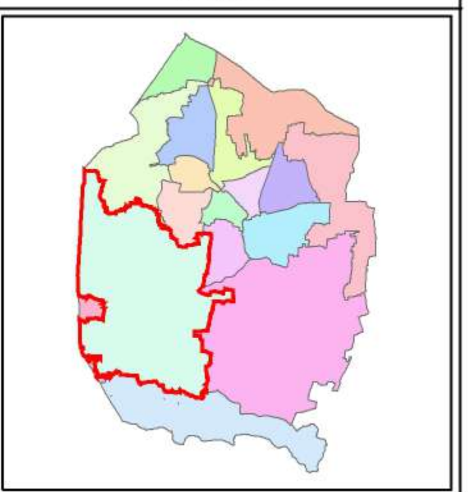

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের (ডি টি আই ডি পি) আওতায়
কিশোরগঞ্জ পৌরসভার মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন

পরামর্শক প্রতিষ্ঠান

BETS Consulting Services Ltd.
House No. 10, Road No. 135, Gulshan-1, Dhaka-1212, Bangladesh.
Phone: 9889923-24, Fax: +88029889967, E-mail: bets@betsbd.com

সাংকেতিক চিহ্নঃ

- পৌরসভা সীমানা
- বর্ধিত পৌর এলাকা
- ওয়ার্ড সীমানা
- ইউনিয়ন সীমানা
- বি এম পিলার
- কঠিন বর্জ্য ফেলার স্থান (১)
- টেম্পু স্ট্যান্ড (১)
- রিফুয়েলিং ষ্টেশন (২)
- বিশ্ববিদ্যালয় (১)
- শিল্প (১)
- নিম্নবিত্তদের আবাসন (১)
- নেইবারহুড মার্কেট (১)
- ওভারহেড ট্যাংক (১)
- পাইকারী বাজার (১)
- প্রশাসনিক
- কৃষি
- পরিবহণ
- বাণিজ্যিক
- সামাজিক সুবিধাদি
- শিক্ষাগত
- শিল্প
- মিশ্র ব্যবহার
- খোলা জায়গা / বিনোদনমূলক
- আবাসিক
- সংরক্ষিত
- সংরক্ষিত নগর এলাকা
- উপযোগমূলক সেবা
- জলাশয়
- আঞ্চলিক সড়ক
- প্রধান সড়ক
- সেকেন্ডারী রোড
- লোকাল রোড

৮.৪.১৪ সম্প্রসারিত এলাকার লতিবাবাদ ইউনিয়নের জন্য বিস্তারিত এলাকা পরিকল্পনা

৮.৪.১৪.১ লতিবাবাদ ইউনিয়নের জন্য প্রস্তাবনা এবং পরিকল্পনা

লতিবাবাদ ইউনিয়ন কিশোরগঞ্জ পৌরসভার উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত। এর মোট এলাকা২৮০.৯৬ একর। ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা এবং নগর সেবা ও উন্নয়ন পরিকল্পনার নীতি ও প্রস্তাব পর্যালোচনার পরে এই ইউনিয়নের জন্য নিম্নলিখিত প্রস্তাবসমূহ উপস্থাপন করা হলো যেটা তিনটি পর্যায়ে ২০৩৩ সাল পর্যন্ত বাস্তবায়িত হবে। বিস্তারিত উন্নয়ন প্রস্তাব নিম্নলিখিত টেবিলে এবং মানচিত্র ৮.১৪-এ দেখানো হলো।

সড়ক প্রস্তাবনাঃ:

রাস্তার শ্রেনীবিভাগ	প্রস্তাবিত আইডি	উন্নয়নের ধরন	প্রস্তাবিত রাইট অফ ওয়ে (মি.)	দৈর্ঘ্য (কি.মি.)
লোকাল	এল আর -০৯৪	প্রশস্তকরন	১২	০.৩৯
লোকাল	এল আর -০৯৫	প্রশস্তকরন	১২	০.২৮
লোকাল	এল আর -০৯৬	প্রশস্তকরন	১২	০.৬৫
লোকাল	এল আর -০৯৭	নতুন রাস্তা	১৪	০.২৯
সেকেন্ডারী	এস আর -৬৪	প্রশস্তকরন	১৫	০.৮২
সেকেন্ডারী	এস আর -৬৫	নতুন রাস্তা	১৮	০.২৮
সেকেন্ডারী	এস আর -৬৬	প্রশস্তকরন	১৫	০.১২

ড্রেন এর প্রস্তাবনাঃ

ড্রেনের শ্রেনীবিভাগ	প্রস্তাবিত আইডি	প্রস্থ (মি.)	দৈর্ঘ্য (কি.মি.)	আউটফল
সেকেন্ডারী	এস ডি -১০	০.৮	০.৮৫	খাল
টারশিয়ারি	টি ডি -১৪	০.৫	০.১৮	টি ডি -১৫
টারশিয়ারি	টি ডি -১৫	০.৫	০.৯৬	খাল
টারশিয়ারি	টি ডি -১৬	০.৫	০.৫১	খাল
টারশিয়ারি	টি ডি -১৭	০.৫	০.৩৬	টি ডি -১৬
টারশিয়ারি	টি ডি -২০	০.৫	০.৩৫	এস ডি -১০

উন্নয়ন প্রস্তাবনাঃ

প্রস্তাবনার ধরন	প্রস্তাবিত আইডি	আয়তন (একর)	মৌজা	দাগ নং
রিফুয়েলিং ষ্টেশন	আর এফ এস -০৩	০.৭৩	মকসুদপুর ১৩(০০)	১০৮, ১৫১, ১৫৩, ২৮১
ট্রাক টার্মিনাল	টি টি-০১	৮.১২	মকসুদপুর ১৩(০০)	৭৯, ৮৩-৯৩, ৯৯-১১৩, ১৫৩, ২৮১
ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট	ভি আই-০১	৪.৬০	মকসুদপুর ১৩(০০)	১১৫- ১২২, ১৩০, ১৩৫, ১৩৬, ১৪৫-১৫০

৮.৪.১৪.২ অগ্রাধিকার কার্যাবলী

কিশোরগঞ্জ পৌরসভার গণ-পরামর্শ বৈঠক শেষে নিম্নলিখিত অগ্রাধিকার কার্যাবলী চিহ্নিত করা হয়েছে।

অগ্রাধিকার -১		অগ্রাধিকার -২		অগ্রাধিকার -৩	
উন্নয়নের ধরন	আই ডি	উন্নয়নের ধরন	আই ডি	উন্নয়নের ধরন	আই ডি
রাস্তার উন্নয়ন	এল আর -০৯৪	রাস্তার উন্নয়ন	এল আর -০৯৭	রাস্তার উন্নয়ন	এস আর -৬৫
	এল আর -০৯৫		এস আর -৬৪		এস আর -৬৬
	এল আর -০৯৬				
ড্রেন	এস ডি -১০	ড্রেন	টি ডি -১৫	ড্রেন	টি ডি -১৭
	টি ডি -১৪		টি ডি -১৬		টি ডি -২০
উন্নয়ন প্রস্তাবনা	ভি আই -০১	উন্নয়ন প্রস্তাবনা	টি টি-০১	উন্নয়ন প্রস্তাবনা	আর এফ এস -০৩

৮.৪.১৪.৩ অবকাঠামো উন্নয়নের মোট আনুমানিক খরচ অনুচ্ছেদ ৮.৪.১.৩-এ দেখানো হয়েছে।

ম্যাপ নং. ৮.১৪

লতিফাবাদ ইউনিয়নের বিস্তারিত পরিকল্পনা

1:8,000

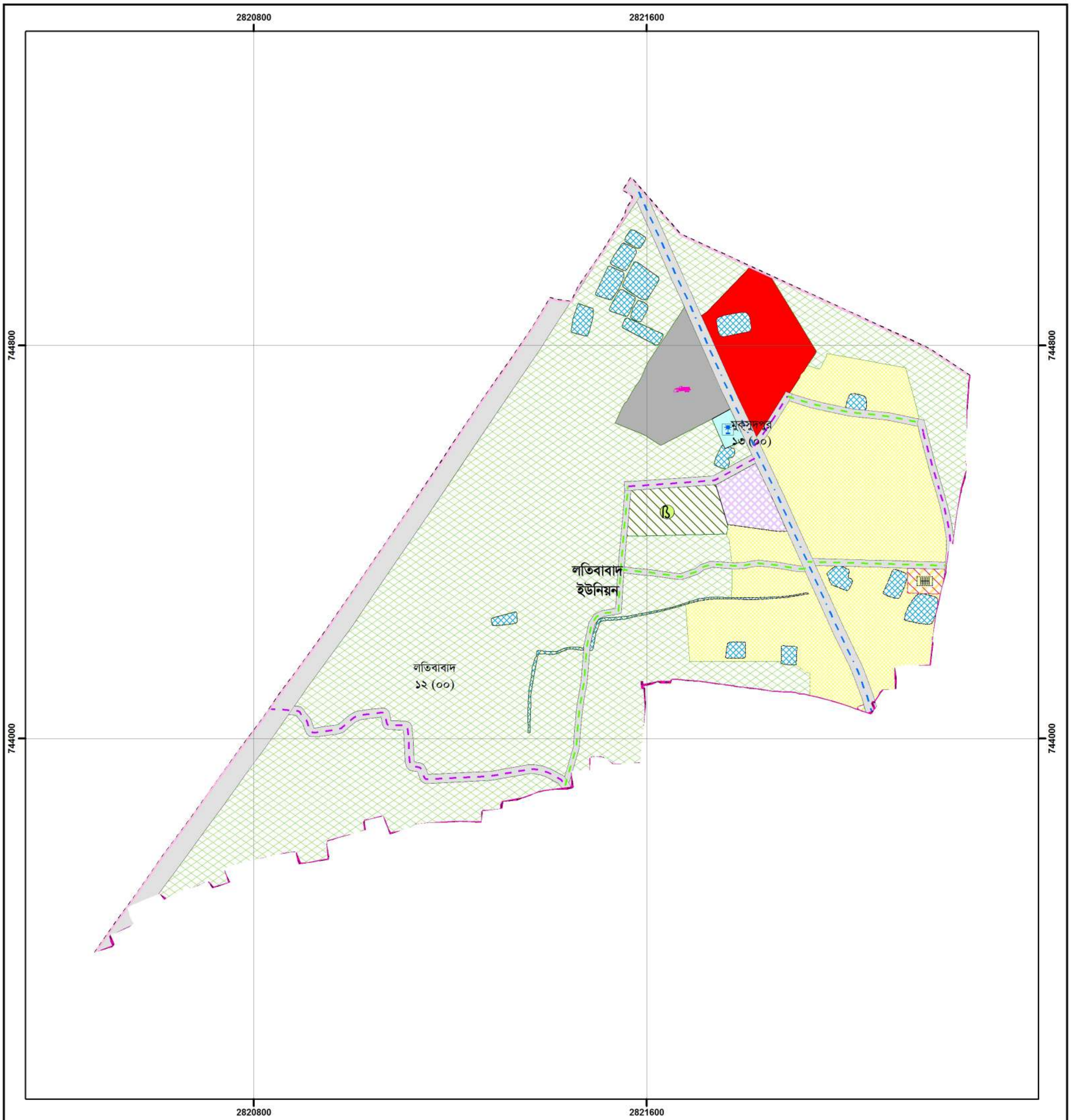

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের (ডি টি আই ডি পি) আওতায়
কিশোরগঞ্জ পৌরসভার মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন

পরামর্শক প্রতিষ্ঠান

BETS Consulting Services Ltd.
House No. 10, Road No. 135, Gulshan-1, Dhaka-1212, Bangladesh.
Phone: 9889923-24, Fax: +88029889967, E-mail: bets@betsbd.com

কিশোরগঞ্জ পৌরসভার
মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন

0 90 180 360 Meters

1:8,000

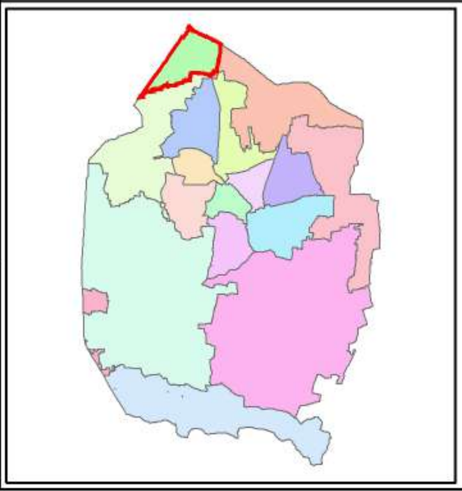

সাংকেতিক চিহ্নঃ

- পৌরসভা সীমানা
- বর্ধিত পৌর এলাকা
- ওয়ার্ড সীমানা
- ইউনিয়ন সীমানা
- বি এম পিলার
- ট্রাক স্ট্যান্ড (১)
- রিফুয়েলিং স্টেশন (১)
- ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট (১)
- নেইবারহুড মার্কেট (১)
- প্রশাসনিক
- কৃষি
- পরিবহণ
- বাণিজ্যিক
- শিক্ষাগত
- আবসিক
- সংরক্ষিত
- উপযোগমূলক সেবা
- জলাশয়
- আঞ্চলিক সড়ক
- প্রধান সড়ক
- সেকেন্ডারী রোড
- লোকাল রোড

৮.৪.১৫ সম্প্রসারিত এলাকার মহিনন্দা ইউনিয়নের জন্য বিস্তারিত এলাকা পরিকল্পনা

৮.৪.১৫.১ মহিনন্দা ইউনিয়নের জন্য প্রস্তাবনা এবং পরিকল্পনা

মহিনন্দা ইউনিয়ন কিশোরগঞ্জ পৌরসভার উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত। এর মোট এলাকা ৭৪২.৫৮ একর। ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা এবং নগর সেবা ও উন্নয়ন পরিকল্পনার নীতি ও প্রস্তাব পর্যালোচনার পরে এই ইউনিয়নের জন্য নিম্নলিখিত প্রস্তাবসমূহ উপস্থাপন করা হলো যেটা তিনটি পর্যায়ে ২০৩৩ সাল পর্যন্ত বাস্তবায়িত হবে। বিস্তারিত উন্নয়ন প্রস্তাব নিম্নলিখিত টেবিলে এবং মানচিত্র ৮.১৫-এ দেখানো হলো।

সড়ক প্রস্তাবনাঃ:

রাস্তার শ্রেনীবিভাগ	প্রস্তাবিত আইডি	উন্নয়নের ধরন	প্রস্তাবিত রাইট অফ ওয়ে (মি.)	দৈর্ঘ্য (কি.মি.)
লোকাল	এল আর -০৯৮	প্রশস্তকরন	১২	০.৪৩
লোকাল	এল আর -০৯৯	প্রশস্তকরন	১২	০.১১
লোকাল	এল আর -১০০	প্রশস্তকরন	১২	০.৬৪
লোকাল	এল আর -১০১	প্রশস্তকরন	১২	০.২১
লোকাল	এল আর -১০২	প্রশস্তকরন	১২	০.৪৩
লোকাল	এল আর -১০৩	প্রশস্তকরন	১২	০.২৯
লোকাল	এল আর -১০৪	প্রশস্তকরন	১২	০.১৫
লোকাল	এল আর -১০৫	প্রশস্তকরন	১২	০.৫৭
লোকাল	এল আর -১০৬	প্রশস্তকরন	১২	০.২১
প্রাইমারী	পি আর -২৫	প্রশস্তকরন	২৪	২.০৩
প্রাইমারী	পি আর -২৬	প্রশস্তকরন	২৪	০.৬৩
প্রাইমারী	পি আর -২৭	নতুন রাস্তা	৪০	৩.৬৩
সেকেন্ডারী	এস আর -৬৭	নতুন রাস্তা	১৮	০.৫৮
সেকেন্ডারী	এস আর -৬৮	নতুন রাস্তা	১৮	০.৮০
সেকেন্ডারী	এস আর -৬৯	নতুন রাস্তা	১৮	০.৯৩
সেকেন্ডারী	এস আর -৭০	প্রশস্তকরন	১৫	০.৭৬
সেকেন্ডারী	এস আর -৭১	প্রশস্তকরন	১৫	০.৫৯
সেকেন্ডারী	এস আর -৭২	প্রশস্তকরন	১৫	০.৫৮
সেকেন্ডারী	এস আর -৭৩	নতুন রাস্তা	১৮	০.৩১

ড্রেন এর প্রস্তাবনাঃ

ড্রেনের	প্রস্তাবিত আইডি	প্রস্থ (মি.)	দৈর্ঘ্য (কি.মি.)	আউটফল
প্রাইমারী	পি ডি -০৩	১.৫	২.৫৫	নরসুন্দা নদী
প্রাইমারী	পি ডি -০৪	১.৫	২.৫৯	নরসুন্দা নদী
প্রাইমারী	পি ডি -০৬	১.৫	৩.৫৯	নরসুন্দা নদী
সেকেন্ডারী	এস ডি -১১	০.৮	০.৪৫	এস ডি -১০
সেকেন্ডারী	এস ডি -১২	০.৮	০.৫৬	পি ডি -০৬
সেকেন্ডারী	এস ডি -১৪	০.৮	১.২৮	এস ডি -১৫
টারশিয়ারি	টি ডি -২১	০.৫	০.৯৫	পি ডি -০৬
টারশিয়ারি	টি ডি -২২	০.৫	০.৭৮	এস ডি -১২
টারশিয়ারি	টি ডি -২৩	০.৫	০.৩৮	পি ডি -০৬
টারশিয়ারি	টি ডি -২৬	০.৫	০.৫১	পি ডি -০২
টারশিয়ারি	টি ডি -২৭	০.৫	০.৪৮	পি ডি -০৩
টারশিয়ারি	টি ডি -২৮	০.৫	০.৫৯	পি ডি -০৩
টারশিয়ারি	টি ডি -৪৪	০.৫	০.৩৬	এস ডি -১৪
টারশিয়ারি	টি ডি -৪৫	০.৫	০.৩৬	পি ডি -০৪
টারশিয়ারি	টি ডি -৪৭	০.৫	০.৪৮	পি ডি -০৬
টারশিয়ারি	টি ডি -৪৮	০.৫	০.৭১	পি ডি -০৬
টারশিয়ারি	টি ডি -৪৯	০.৫	১.৬১	পি ডি -০৫

সেতু এবং কালভার্টঃ

ব্রীজের সংখ্যা	কালভার্টের সংখ্যা
৪	০

উন্নয়ন প্রস্তাবনাঃ

প্রস্তাবনার ধরন	প্রস্তাবিত আইডি	আয়তন (একর)	মৌজা	দাগ নং
কবরস্থান	জি ওয়াই -১০	১.৫৩	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (০৭)	৬৬১১
			শোলাকিয়া ৩০ (০০)	৭- ৯, ১১-১৪, ৭০- ৭২, ৭৪-৭৭, ৮০- ৮৩
উচ্চ আয়ের আবাসন	এইচ সি আর -০২	৩৭.৪৫	শোলাকিয়া ৩০ (০০)	৫৫২-৬৪৩, ৬৪৫-৬৪৮, ৬৫০-৭০৬, ৭১০, ৭১১, ৭৪৬, ৭৭৮-৮২৬, ৮৫৬-৮৮৯, ৯২০-৯৩১, ৯৫৮, ১৫২৯, ১৫৩০
নেইবারহুড মার্কেট	এন এম -০৮	০.৯৩	মহিনন্দ ২৭ (০৩)	৩২৮৭,৩২৮৮
			মকসুদপুর ১৩ (০০)	১১৪৪- ১১৫২, ১১৫৬
ওভারহেড ট্যাংক	ও টি -১০	০.২১	কিশোরগঞ্জ ৩৩ (০৫)	৪৬৭৯, ৪৬৮০
ওভারহেড ট্যাংক	ও টি -১১	০.১৯	শোলাকিয়া ৩০ (০০)	৫৪৪, ১০২৭
			মহিনন্দ ২৭ (০৪)	১১৩৫৭
খেলার মাঠ	পি জি -২০	১.৫৮	শোলাকিয়া ৩০ (০০)	৯৬৬, ৯৬৭, ৯৭০, ৯৭৩, ৯৭৪, ৯৮৬, ৯৮৭, ৯৯১, ৯৯২
খেলার মাঠ	পি জি -২১	১.৬১	শোলাকিয়া ৩০ (০০)	৭১-৮০, ৮২, ৮৩, ৮৫-৮৯, ৯২- ৯৪
খেলার মাঠ	পি জি -২২	১.৬৪	শোলাকিয়া ৩০ (০০)	১২৯৪-১৩০৪
			কিশোরগঞ্জ ৩৩ (৫৬)	৬৪৩৬৮, ৬৪৩৬৯, ৬৪৩৭৫, ৬৪৩৭৬
কঠিন বর্জ্য ফেলার স্থান	এস ডব্লিউ ডি এস-০১	১২.৩১	কোট ২৯ (০০)	৬২৫, ৬২৬, ৬৯১, ৬৯২, ৬৯৪, ৮৫৫- ৮৬৮, ৮৭০-৮৮৮, ৮৯২, ৯১৩- ৯১৮, ৯২০- ৯২২, ৯৫০, ৯৫৪-৯৬৭, ৯৬৯-৯৭৩, ৯৮১, ৯৮২

৮.৪.১৫.২ অগ্রাধিকার কার্যাবলী

কিশোরগঞ্জ পৌরসভার গণ-পরামর্শ বৈঠক শেষে নিম্নলিখিত অগ্রাধিকার কার্যাবলী চিহ্নিত করা হয়েছে।

অগ্রাধিকার -১		অগ্রাধিকার -২		অগ্রাধিকার -৩	
উন্নয়নের ধরন	আই ডি	উন্নয়নের ধরন	আই ডি	উন্নয়নের ধরন	আই ডি
রাস্তার উন্নয়ন	এল আর -০৯৮	রাস্তার উন্নয়ন	এস আর -৬৭	রাস্তার উন্নয়ন	পি আর -২৫
	এল আর -০৯৯		এস আর -৬৮		পি আর -২৬
	এল আর -১০০		এস আর -৬৯		পি আর -২৭
	এল আর -১০১		এস আর -৭০		
	এল আর -১০২		এস আর -৭১		
	এল আর -১০৩		এস আর -৭২		
	এল আর -১০৪		এস আর -৭৩		
	এল আর -১০৫				
	এল আর -১০৬				
ড্রেন	পি ডি -০৩	ড্রেন	এস ডি -১৪	ড্রেন	টি ডি -২৮
	পি ডি -০৪		টি ডি -২১		টি ডি -৪৪
	পি ডি -০৬		টি ডি -২২		টি ডি -৪৫
	এস ডি -১১		টি ডি -২৩		টি ডি -৪৭
	এস ডি -১২		টি ডি -২৬		টি ডি -৪৮
			টি ডি -২৭		টি ডি -৪৯
উন্নয়ন প্রস্তাবনা	এন এম -০৮	উন্নয়ন প্রস্তাবনা	জি ওয়াই -১০	উন্নয়ন প্রস্তাবনা	এইচ সি আর-
	পি জি -২০		ও টি -১০		ও টি -১১
	এস ডব্লিউ ডি এস -০১		পি জি -২১		পি জি -২২

৮.৪.১৪.৩ অবকাঠামো উন্নয়নের মোট আনুমানিক খরচ অনুচ্ছেদ ৮.৪.১.৩-এ দেখানো হয়েছে।

ম্যাপ নং. ৮.১৫

মহিনন্দ ইউনিয়নের বিস্তারিত পরিকল্পনা

1:15,000

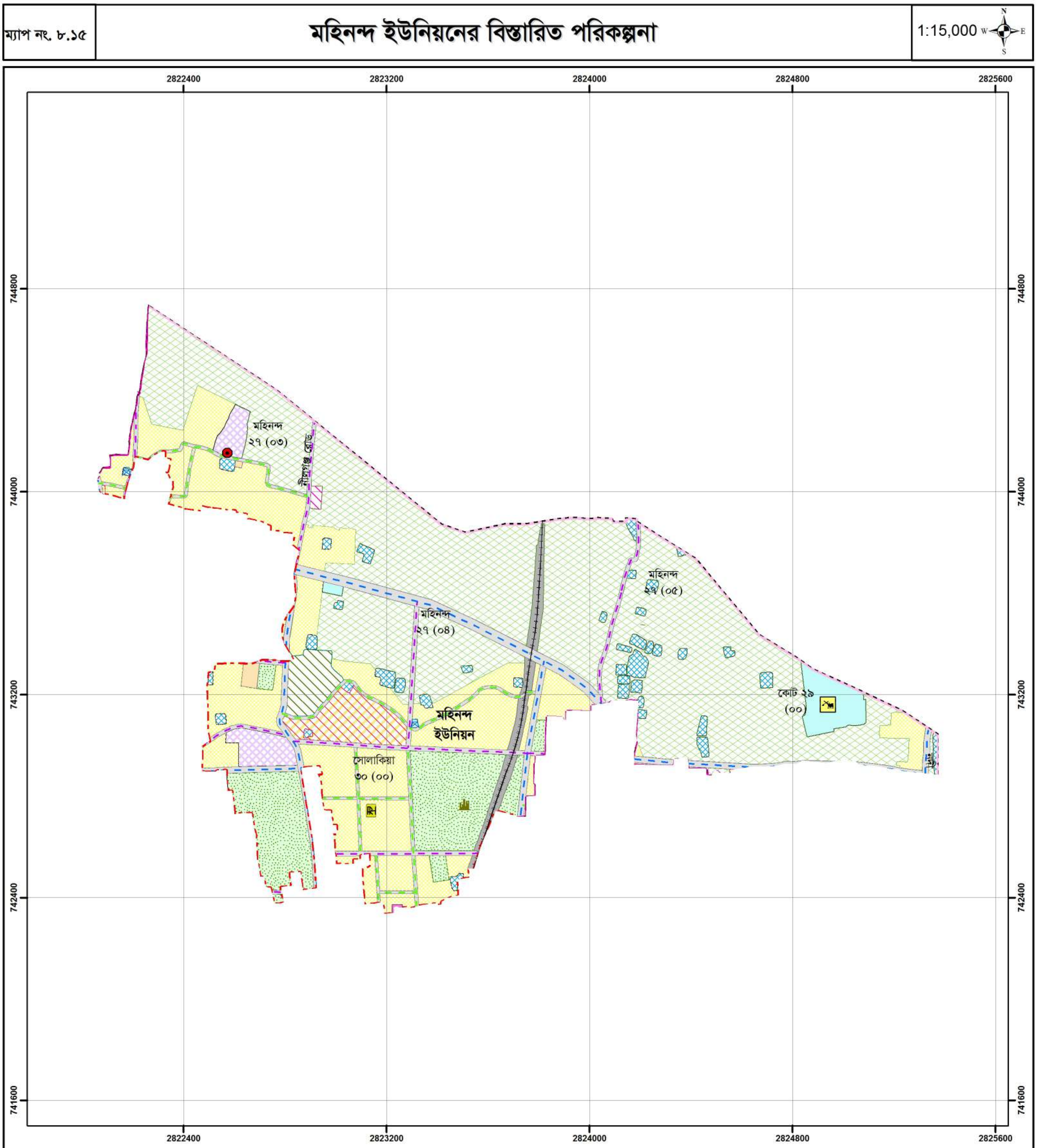

কিশোরগঞ্জ পৌরসভার
মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন

0 175 350 700 Meters

1:15,000

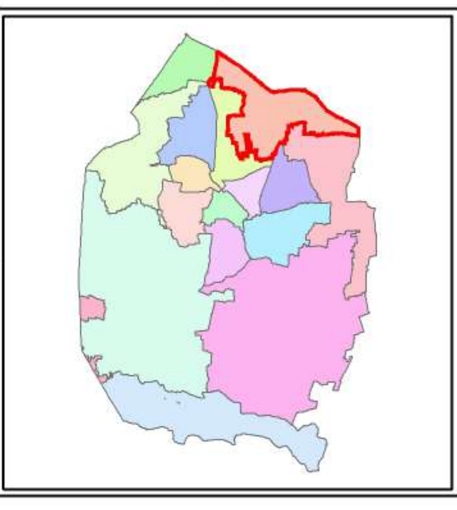

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের (ডি টি আই ডি পি) আওতায়
কিশোরগঞ্জ পৌরসভার মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন

পরামর্শক প্রতিষ্ঠান

BETS Consulting Services Ltd.
House No. 10, Road No. 135, Gulshan-1, Dhaka-1212, Bangladesh.
Phone: 9889923-24, Fax: +88029889967, E-mail: bets@betsbd.com

সাংকেতিক চিহ্নঃ

- পৌরসভা সীমানা
- বর্ধিত পৌর এলাকা
- ওয়ার্ড সীমানা
- ইউনিয়ন সীমানা
- রেল লাইন
- বি এম পিলার
- উপজেলা সদরদপ্তর
- কেন্দ্রীয় পার্ক (১)
- সরকারী অফিসার্স হাউজিং (১)
- উচ্চবিত্তদের আবাসন (১)
- নেইবারহুড মার্কেট (১)
- ওভারহেড ট্যাংক (১)
- কঠিন বর্জ্য ফেলার স্থান (১)
- প্রশাসনিক
- কৃষি
- পরিবহণ
- বাণিজ্যিক
- সামাজিক সুবিধাদি
- শিক্ষাগত
- শিল্প
- খোলা জায়গা / বিনোদনমূলক
- আবসিক
- উপযোগমূলক সেবা
- জলাশয়
- আঞ্চলিক সড়ক
- প্রধান সড়ক
- সেকেন্ডারী রোড
- লোকাল রোড

৮.৪.১৬ প্রকল্প খরচ এর ধারনা

কিশোরগঞ্জ পৌরসভা মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নের সময় বেশ কিছু সংখ্যক প্রকল্প/স্কিম চিহ্নিত করা হয়েছে এবং তাদের প্রোফাইল করা হয়েছে। এই সকল স্কিম এ প্রচুর খরচ জড়িত এবং নির্মাণে তথ্য অনুযায়ী পরিকল্পনা পর্যায়ক্রমে নির্ধারিত সময়ে তহবিল অবমুক্তি খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই কাজে অনেক হিসাবের সাথে জমি অধিগ্রহণ, বিভিন্ন নির্মাণ, নকশা, পরিকল্পনা এবং কর্মীদের খরচ ইত্যাদি অনেক কিছুই জড়িত। প্রত্যেক স্বতন্ত্র প্রকল্পের জন্য একটি পৃথক বিস্তারিত সমীক্ষা প্রয়োজন যা এই অধ্যয়নে করা সম্ভব নয়। তবে, গবেষণা এলাকার জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্ত্রিক প্রথম পর্যায়ে (২০১৪-২০১৯)বেশ কয়েকটি প্রকল্প চিহ্নিত করে নকশা তৈরী এবং খরচ প্রাক্কলন করা হয়েছে। আইটেম অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সংস্থা থেকে সংগৃহীত এবং ভবিষ্যতে মূল্য বৃদ্ধি হার বিশ্লেষণ করে আনুমানিক খরচ প্রাক্কলন করা হয়েছে। বর্তমান মূল্যের উপর ভিত্তি করে খরচ প্রাক্কলন করা হয়েছে। কিন্তু সম্ভাব্যতা প্রতিটি প্রকল্পের জন্য প্রয়োজন। সম্ভাব্যতার মূল লক্ষ্য প্রস্তাবিত প্রকল্পের অর্থনৈতিক টেকসইতা মূল্যায়ন করা। সম্ভাব্যতা সমীক্ষার ফলাফল উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে কিনা সেই ইঙ্গিত বহন করে। সম্ভাব্যতা সমীক্ষার ফলাফল যদি ইতিবাচক হয় তাহলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট প্রকল্পের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তাব বাস্তয়নে এগিয়ে যেতে পারেন।

৮.৪.১৬.১ প্রাথমিক রাস্তার খরচ মুল্যায়ন

পরামর্শক কর্তৃক ২০১৪-২০১৯ সময়সীমার জন্য প্রকল্প এলাকায় প্রায় ১০ কিমি প্রাথমিক রাস্তা প্রশস্তকরনের প্রস্তাব করা হয়েছে। এই পরিকল্পনা সময়ের মধ্যে প্রায় ৩৭ কিমি নতুন রাস্তা প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রকল্প এলাকায় প্রায় ১০ কিমি প্রাথমিক রাস্তা প্রসস্থকরনের জন্য ১৩ কোটি টাকা খরচ হবে এবং ৩৭ কিমি নতুন নির্মাণ এর জন্য খরচ হবে ৩১ কোটি টাকা।

সারণি-৮.২: প্রাথমিক রাস্তার আইটেম অনুযায়ী খরচ প্রাক্কলন (বিস্তৃতির)

Division-1: General & site facilities					
Item Code	Item Description	Unit of measurement	Total Unit price with VAT & TAX	Qty	Total Cost
01.02.01	Supply, erect & Remove Field office for Engineer	LS	225000.00	1	327273
01.02.02	Maintenance of the Field office for Engineer	Month	10000.00	6	58182
01.02.07	Progress Photographs	Month	1000.00	6	5818
01.03.01	Provide & remove Site laboratory & equipment	LS	300000.00	1	436364
01.03.02	Maintain Site Laboratory	Month	7000.00	6	40727
					868364
Division-2: Earthwork					
Item Code	Item Description	Unit of measurement	Total Unit price with VAT & TAX	Qty	Total Cost
2.04.1.2	Roadway Excavation in Suitable soil	Cum	85.27	44544	3798266.9
2.04.3	Embankment fill from Borrow pit in Contractor's arranged Land	Cum	153.61	11520	1769587.2
3.01.3.3	Preparation of Subgrade 300mm Depth	Sqm	79.11	32400	2563164
3.02.1.2	Improved Subgrade	Cum	595.08	17280	10282982
5.22.01	Subgrade Drains	Lin.m	1128.20	1455	1641531
					20055531
Division-3: Pavement work					
Item Code	Item Description	Unit of measurement	Total Unit price with VAT & TAX	Qty	Total Cost
3.03.3.1	Sub-Base	Cum	2401.41	11520	27664243
3.03.4.1	Aggregate Base Type-II	Cum	3138.34	7680	24102451
3.03.4.2	Aggregate Base Type-I	Cum	5163.63	5760	29742509
3.06.1.1	Bituminous Prime Coat (Plant Placed)	Sqm	115.41	32400	3739284
3.06.7	DBS-Wearing Course 60mm thick(Av)	Cum	17520.96	2216	38826447
3.06.2.2	Bituminous Tack Coat	Sqm	50.86	3491	177552.26
3.06.4.1	25mm Compacted Bituminous seal coat	Sqm	379.67	3491	439097.98
3.04.3.2	Brick on end Edging	Lin.m	79.33	2000	158660
					126131763
Division-6: Road Safety Works					
Item Code	Item Description	Unit of measurement	Total Unit price with VAT & TAX	Qty	Total Cost
3.12.08	Road Marking-Thermoplastic Material	Sqm	938.84	4800	4506432
3.12.04.2	Traffic Signs	Nos	5247.37	9	47226.33

3.12.03	Sign Post	Nos	3093.90	4	12375.6
3.2.01.1	Concrete Km Post	Nos	2558.17	3	7674.51
					4573708

সারণি-৮.৩: প্রাথমিক রাস্তার মোট খরচ (বিস্তৃতির)

Division	Cost (TK)
Division-1	868364
Division-2	2005531
Division-3	126131763
Division-6	4573708
Grand Total	**133579366**

সারণি-৮.৪: প্রাথমিক রাস্তার আইটেম অনুযায়ী খরচ প্রাক্কলন (নতুন রাস্তা)

Division-1: General & site facilities					
Item Code	Item Description	Unit of measurement	Total Unit price with VAT & TAX	Qty	Total Cost
01.02.01	Supply, erect & Remove Field office for Engineer	LS	225000.00	1	225000
01.02.02	Maintenance of the Field office for Engineer	Month	10000.00	104	1040000
01.02.07	Progress Photographs	Month	1000.00	1	1000
01.03.01	Provide & remove Site laboratory & equipment	LS	300000.00	12	3600000
01.03.02	Maintain Site Laboratory	Month	7000.00	12	84000
					4950000
Division-2: Earthwork					
Item Code	Item Description	Unit of measurement	Total Unit price with VAT & TAX	Qty	Total Cost
02/01/01	Clearing & Grubbing	Sqm	28.00	171000	4788000
02/02/02	Roadway Excavation in Suitable soil	Cum	134.00	24244	3248696
02/06/02	Embankment fill from Borrow pit in Contractor's arranged Land	Cum	250.00	830756	207689000
3.01.3.3	Preparation of Subgrade 300mm Depth	Sqm	79.11	20900	1653399
3.02.1.2	Improved Subgrade	Cum	595.08	9405	5596727.4
5.22.01	Subgrade Drains	Lin.m	1128.20	1000	1128200
					224104022
Division-3: Pavement work					
Item Code	Item Description	Unit of measurement	Total Unit price with VAT & TAX	Qty	Total Cost
3.03.3.1	Sub-Base	Cum	2401.41	6270	15056841
3.03.4.1	Aggregate Base Type-II	Cum	3138.34	4180	13118261
3.03.4.2	Aggregate Base Type-I	Cum	5163.63	3135	16187980
3.06.1.1	Bituminous Prime Coat (Plant Placed)	Sqm	115.41	20900	2412069
3.06.7	DBS-Wearing Course 60mm thick(Av)	Cum	17520.96	1254	21971284
3.06.2.2	Bituminous Tack Coat (Plant Placed)	Sqm	50.86	55000	2797300
3.06.4.1	25mm Compacted Bituminous seal coat	Sqm	379.67	55000	6917900
3.04.3.2	Brick on end Edging	Lin.m	79.33	1000	79330
					78540965
Division-6: Road Safety Works					
Item Code	Item Description	Unit of measurement	Total Unit price with VAT & TAX	Qty	Total Cost
3.12.08	Road Marking-Thermoplastic Material	Sqm	938.84	132.81	124687.34
3.12.04.2	Traffic Signs	Nos	5247.37	6	31484.22
3.12.03	Sign Post	Nos	3093.90	3	9281.7
3.2.01.1	Concrete Km Post	Nos	2558.17	2	5116.34
					170569.6

সারণি-৮.৫ প্রাথমিক রাস্তার মোট খরচ (নতুন রাস্তা)

Division	Cost (TK)
Division-1	4950000
Division-2	224104022
Division-3	78540965
Division-6	170569.6
Grand Total	**307765557**

৮.৪.১৬.২ মাধ্যমিক রাস্তার খরচ মুল্যায়ন

পরামর্শক কর্তৃক ২০১৪-২০১৯ সময়সীমার জন্য প্রকল্প এলাকায় প্রায় ১৪ কিমি মাধ্যমিক রাস্তা প্রস্তাব করা হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে প্রায় ১.৫ কিমি নতুন রাস্তা এবং ১২.৬ কিমি প্রশস্তকরনের প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। প্রকল্প এলাকায় রাস্তা প্রশস্তকরনের জন্য প্রায়৮.৩০ কোটি টাকা খরচ হবে এবং নতুন নির্মাণ এর জন্য খরচ হবে৪ কোটি টাকা।

সারণি-৮.৬: মাধ্যমিক রাস্তার আইটেম অনুযায়ী খরচ প্রাক্কলন (নতুন রাস্তা)

Division-1: General & site facilities					
Item Code	Item Description	Unit of measurement	Total Unit price with VAT & TAX	Qty	Total Cost
01.01.01	Provision of Temporary Roads, Structures	LS	72575.00	4	290300
01.01.02	Maintain Temp. str. & equipment for the maintenance of traffic	Day	1505.00	406	611030
01.02.01	Supply, erect & Remove Field office for Engineer	LS	225000.00	4	900000
01.02.02	Maintenance of the Field office for Engineer	Month	10000.00	47	470000
01.02.07	Progress Photographs	Month	1000.00	47	47000
01.03.01	Provide & remove Site laboratory & equipment	LS	300000.00	4	1200000
01.03.02	Maintain Site Laboratory	Month	7000.00	47	329000
					3847330
Division-2: Earthwork					
Item Code	Item Description	Unit of measurement	Total Unit price with VAT & TAX	Qty	Total Cost
02.01.01	Clearing & Grubbing	Sqm	28.00	24913.2	697569.6
2.04.1.2	Roadway Excavation in Suitable soil	Cum	85.27	5823.5	780349
2.04.3	Embankment fill from Borrow pit in Contractor's arranged Land	Cum	153.61	46494.3	11623575
3.01.3.3	Preparation of Subgrade 300mm Depth	Sqm	79.11	6851.1	541990.52
3.02.1.2	Improved Subgrade	Cum	595.08	2055.3	1223067.9
5.22.01	Subgrade Drains	Lin.m	1128.20	2000	2256400
					17122952
Division-3: Pavement work					
Item Code	Item Description	Unit of measurement	Total Unit price with VAT & TAX	Qty	Total Cost
3.03.3.1	Sub-Base	Cum	2401.41	1370.2	3290412
3.03.4.1	Aggregate Base Type-II	Cum	3138.34	1027.7	3225272
3.03.4.2	Aggregate Base Type-I	Cum	5163.63	1027.7	5306662.6
3.06.1.1	Bituminous Prime Coat (Plant Placed)	Sqm	115.41	6851.1	790685.45
3.06.7	DBS-Wearing Course 50mm thick(Av)	Cum	17520.96	342.6	6002680.9
3.06.2.2	Bituminous Tack Coat (Plant Placed)	Sqm	50.86	2145	109094.7
3.06.3.1	7mm Compacted Bituminous seal coat	Sqm	125.78	2145	269798.1
3.04.3.2	Brick on end Edging	Lin.m	79.33	2000	158660
					19153266
Division-6: Incidental					
Item Code	Item Description	Unit of measurement	Total Unit price with VAT & TAX	Qty	Total Cost
3.12.08	Road Marking-Thermoplastic Material	Sqm	938.84	909	853405.56
3.12.04.2	Traffic Signs	Nos	5247.37	23	120689.51
3.12.03	Sign Post	Nos	3093.90	12	37126.8
3.2.01.1	Concrete Km Post	Nos	2558.17	8	20465.36
					1031687.2

সারণি-৮.৭ মাধ্যমিক রাস্তার মোট খরচ (নতুন রাস্তা)

Division	Cost (TK)
Division-1	3847330
Division-2	17122952
Division-3	19153266
Division-6	1031687.2
Grand Total	**41155235**

সারণি-৮.৮ সেকেন্ডারী রোডের মোট খরচ (নতুন রাস্তা)

Division-1: General & site facilities					
Item Code	Item Description	Unit of measurement	Total Unit price with VAT & TAX	Qty	Total Cost
01.01.01	Provision of Temporary Roads, Structures	LS	72575.00	1	72575
01.01.02	Maintain Temp. str. & equipment for the maintenance of traffic	Day	1505.00	3	4515
01.02.01	Supply, erect & Remove Field office for Engineer	LS	225000.00	3	675000
01.02.02	Maintenance of the Field office for Engineer	Month	10000.00	1	10000
01.02.07	Progress Photographs	Month	1000.00	3	3000
					765090
Division-2: Earthwork					
Item Code	Item Description	Unit of measurement	Total Unit price with VAT & TAX	Qty	Total Cost
2.04.1.2	Roadway Excavation in Suitable soil	Cum	85.27	22066	1881567.8
2.04.3	Embankment fill from Borrow pit in Contractor's arranged Land	Cum	153.61	7788	1196314.7
3.01.3.3	Preparation of Subgrade 300mm Depth	Sqm	79.11	25960	2053695.6
3.02.1.2	Improved Subgrade	Cum	595.08	7788	4634483
5.22.01	Subgrade Drains	Lin.m	1128.20	1311	1479070.2
					11245131
Division-3: Pavement work					
Item Code	Item Description	Unit of measurement	Total Unit price with VAT & TAX	Qty	Total Cost
3.03.3.1	Sub-Base	Cum	2401.41	5192	12468121
3.03.4.1	Aggregate Base Type-II	Cum	3138.34	3894	12220696
3.03.4.2	Aggregate Base Type-I	Cum	5163.63	3894	20107175
3.06.1.1	Bituminous Prime Coat (Plant Placed)	Sqm	115.41	25960	2996043.6
3.06.7	DBS-Wearing Course 50mm thick(Av)	Cum	17520.96	1298	22742206
3.06.2.2	Bituminous Tack Coat (Plant Placed)	Sqm	50.86	1442	73340.12
3.06.3.1	7mm Compacted Bituminous seal coat	Sqm	125.78	1442	181374.76
3.04.3.2	Brick on end Edging	Lin.m	79.33	1311	104001.63
					70892958
Division-6: Incidental					
Item Code	Item Description	Unit of measurement	Total Unit price with VAT & TAX	Qty	Total Cost
3.12.08	Road Marking-Thermoplastic Material	Sqm	938.84	131	122988.04
3.12.04.2	Traffic Signs	Nos	5247.37	4	20989.48
3.12.03	Sign Post	Nos	3093.90	2	6187.8
3.2.01.1	Concrete Km Post	Nos	2558.17	1	2558.17
					152723.49

সারণি-৮.৯ মাধ্যমিক রাস্তার মোট খরচ (নতুন রাস্তা)

Division	Cost (TK)
Division-1	765090
Division-2	11245131
Division-3	70892958
Division-6	152723
Grand Total	**83055902**

৮.৪.১৬.৩ স্থানীয় রোডের ব্যয় প্রাক্কলন

পরামর্শক ২০১৪ থেকে ২০১৯ সাল পযর্ন্ত ০.৪৬ কিলোমিটার স্থানীয় রাস্তাা প্রশস্তকরনের এবং ২.৮ কিলোমিটার নতুন রাস্তা তৈরির প্রস্তাব দিয়েছে। প্রশস্তকরনের সম্ভাব্য সর্বমোট ব্যয় হবে ০.৬৩ কোটি টাকা এবং নতুন তৈরির জন্য ৪ কোটি টাকা প্রয়োজন হবে।

সারণি-৮.১০: প্রকল্প এলাকার জন্য রোড প্রশস্তকরনের আইটেম অনুযায়ী খরচ

Division-1: General & site facilities					
Item Code	Item Description	Unit of measurement	Total Unit price with VAT & TAX	Qty	Total Cost
01.01.01	Provision of Temporary Roads, Structures	LS	72575.00	0.05	3628.75
01.01.02	Maintain Temp. str. & equipment for the maintenance of traffic	Day	1505.00	0.22	331.1
01.02.01	Supply, erect & Remove Field office for Engineer	LS	225000.00	0.22	49500
01.02.02	Maintenance of the Field office for Engineer	Month	10000.00	0.05	500
01.02.07	Progress Photographs	Month	1000.00	0.22	220
					54179.85
Division-2: Earthwork					
Item Code	Item Description	Unit of measurement	Total Unit price with VAT & TAX	Qty	Total Cost
2.04.1.2	Roadway Excavation in Suitable soil	Cum	85.27	497.45	42417.562
2.04.3	Embankment fill from Borrow pit in Contractor's arranged Land	Cum	153.61	248.68	38199.735
3.01.3.3	Preparation of Subgrade 300mm Depth	Sqm	79.11	621.7	49182.687
3.02.1.2	Improved Subgrade	Cum	595.08	155.42	92487.334
5.22.01	Subgrade Drains	Lin.m	1128.20	400	451280
					673567.32
Division-3: Pavement work					
Item Code	Item Description	Unit of measurement	Total Unit price with VAT & TAX	Qty	Total Cost
3.03.3.1	Sub-Base	Cum	2401.41	155.424	373236.75
3.03.4.1	Aggregate Base Type-II	Cum	3138.34	1473.15	4623245.6
3.06.1.1	Bituminous Prime Coat (Plant Placed)	Sqm	115.41	621.73	71753.859
3.06.7	DBS-Wearing Course 40mm thick(Av)	Cum	15768.86	33.67	530937.52
3.06.2.2	Bituminous Tack Coat (Plant Placed)	Sqm	50.86	98.22	4995.4692
3.06.3.1	7mm Compacted Bituminous seal coat	Sqm	125.78	98.22	12354.112
3.04.3.2	Brick on end Edging	Lin.m	79.33	400	31732
					5648255.3
Division-6: Incidental					
Item Code	Item Description	Unit of measurement	Total Unit price with VAT & TAX	Qty	Total Cost
3.12.08	Road Marking-Thermoplastic Material	Sqm	938.84	11	10327.24
3.12.04.2	Traffic Signs	Nos	5247.37	0	0
3.12.03	Sign Post	Nos	3093.90	0	0
3.2.01.1	Concrete Km Post	Nos	2558.17	0	0
					10327.24

সারণি-৮.১১ স্থানীয় রাস্তা প্রশস্তকরনের সম্ভাব্য ব্যয়

Division	**Cost(TK)**
Division-1	54180
Division-2	673567
Division-3	5648255
Division-6	10327
Grand Total	**6386329**

সারণি-৮.১২নতুন স্থানীয় রাস্তা তৈরির সম্ভাব্য আইটেম অনুযায়ী ব্যয়

Division-1: General & site facilities					
Item Code	Item Description	Unit of measurement	Total Unit price with VAT & TAX	Qty	Total Cost
01.01.01	Provision of Temporary Roads, Structures	LS	72575.00	1	72575
01.01.02	Maintain Temp. str. & equipment for the maintenance of traffic	Day	1505.00	104	156520
01.02.01	Supply, erect & Remove Field office for Engineer	LS	225000.00	1	225000
01.02.02	Maintenance of the Field office for Engineer	Month	10000.00	12	120000
01.02.07	Progress Photographs	Month	1000.00	12	12000
01.01.01	Provision of Temporary Roads, Structures	LS	72575.00	1	72575
01.01.02	Maintain Temp. str. & equipment for the maintenance of traffic	Day	1505.00	12	18060
					676730
Division-2: Earthwork					
Item Code	Item Description	Unit of measurement	Total Unit price with VAT & TAX	Qty	Total Cost
02.01.01	Clearing & Grubbing	Sqm	28.00	19350	541800
2.04.1.2	Roadway Excavation in Suitable soil	Cum	85.27	2935.4	250301.56
2.04.3	Embankment fill from Borrow pit in Contractor's arranged Land	Cum	153.61	28468	4372969.5
3.01.3.3	Preparation of Subgrade 300mm Depth	Sqm	79.11	4773	377592.03
3.02.1.2	Improved Subgrade	Cum	595.08	954.6	568063.37
5.22.01	Subgrade Drains	Lin.m	1128.20	800	902560
					7013286.4
Division-3: Pavement work					
Item Code	Item Description	Unit of measurement	Total Unit price with VAT & TAX	Qty	Total Cost
3.03.3.1	Sub-Base	Cum	2401.41	954.6	2292386
3.03.4.1	Aggregate Base Type-II	Cum	3138.34	835.28	2621392.6
3.03.4.2	Aggregate Base Type-I	Cum	5163.63	4773	24646006
3.06.1.1	Bituminous Prime Coat (Plant Placed)	Sqm	115.41	190.92	22034.077
3.06.7	DBS-Wearing Course 40mm thick(Av)	Cum	15768.86	124	2172599
3.06.2.2	Bituminous Tack Coat (Plant Placed)	Sqm	50.86	124	6306.64
3.06.3.1	7mm Compacted Bituminous seal coat	Sqm	125.78	800	100624
					31644088
Division-6: Incidental					
Item Code	Item Description	Unit of measurement	Total Unit price with VAT & TAX	Qty	Total Cost
3.12.08	Road Marking-Thermoplastic Material	Sqm	938.84	233	218749.72
3.12.04.2	Traffic Signs	Nos	5247.37	6	31484.22
3.12.03	Sign Post	Nos	3093.90	3	9281.7
3.2.01.1	Concrete Km Post	Nos	2558.17	2	5116.34
					264631.98

সারণি-৮.১৩: টারশিয়ারী রাস্তা তৈরীর (নতুন) সম্ভাব্য ব্যয়

Division	Cost(TK)
Division-1	676730
Division-2	7013286
Division-3	31644088
Division-6	264632
Grand Total	**39598736**

৮.৪.১৬.৪ ফুটপাথ নির্মাণেরব্যয় প্রাক্কলন

পরামর্শক ২০১৪ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত ৬৯.৯৮ কিলোমিটার ফুটপাথের প্রস্তাব দিয়েছে। ফুটপাথ নির্মাণেরসম্ভাব্য সর্বমোট ব্যয় হবে ১৩ কোটি টাকা।

সারণি-৮.১৪: ফুটপাথ নির্মাণের সম্ভাব্য ব্যয়

Proposed Width (m)	Proposed Length (m)	Proposed Length (km)	Area (Sq. m)	Per Unit Cost (Tk./Sq. M)	Total Cost (Tk.)
1.50	47820.14	47.82	71730.21	1450	104008804.5
1.35	22162.73	22.16	29919.68	1450	43383536
Total	**69982.87**	**69.98**	**101649.89**		**131736907.88**

৮.৪.১৬.৫ Box Culvert ও Bridgeনির্মাণের ব্যয় প্রাক্কলন

পরামর্শক ২০১৪ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত ৫৭ টি Culvert প্রস্তাব দিয়েছে। Culvertনির্মাণেরসম্ভাব্য সর্বমোট ব্যয় হবে ৫ কোটি টাকা।

সারণি-৮.১৫: Box Culvertও Bridgeনির্মাণের সম্ভাব্য ব্যয়

Ward No	No. of Culverts	Amount of Cost (Tk.)
Ward No 1	0	0
Ward No 2	1	800000
Ward No 3	1	800000
Ward No 4	3	2400000
Ward No 5	6	4800000
Ward No 6	3	2400000
Ward No 7	2	1600000
Ward No 8	0	0
Ward No 9	1	800000
Baulai	8	6400000
Jasodal	13	10400000
Mahinanda	4	3200000
Maria	17	13600000
Rashidabad	4	3200000
Total	**57**	**50400000**

৮.৪.১৬.৬ ড্রেনের ব্যয় প্রাক্কলন

পরামর্শক ২০১৪ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত ১২ কিলোমিটার Secondary Drain এবং ২৫ কিলোমিটার Tertiary drain তৈরির প্রস্তাব দিয়েছে। Secondary Drain তৈরির জন্য সম্ভাব্য সর্বমোট ব্যয় হবে ৪ কোটি টাকা এবং Tertiary drain তৈরির জন্য ৩.৭৫ কোটি টাকা প্রয়োজন হবে।

সারণি-৮.১৬: Secondary DrainওTertiary Drainনির্মানের সম্ভাব্য ব্যয়

Drain Category	Proposed Length (m)	Proposed Length (km)	Proposed Width (m)	Area (Sq. m)	Estimated Cost (Tk)/sq. m	Amount (TK)
Secondary Drain	12068.05	12.06	2.5	30170.12	1575	47517939
Tertiary Drain	25592.62	25.59	1.25	31990.78	1175	37589166.5
Total	**37660.67**	**37.65**		**62160.9**	**2750**	**85107106**

৮.৪.১৬.৭ অগ্রাধিকার প্রকল্প ওয়ার্ড ভিত্তিক সোর্স

কোন ওয়ার্ড এবং/অথবা পৌরসভা এ অবস্থিত কোন উন্নয়ন প্রকল্প সরকারি নীতি অনুযায়ী বাস্তবায়ন করা হবে। পৌরসভার এর ম্যানুয়াল এ নির্দিষ্ট নির্ধারিত পরিষেবা এবং কিছু সুবিধা বাস্তবায়ন করতে বাধ্য। পাশাপাশি, অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা এডিপির মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক বরাদ্দ নির্দিষ্ট প্রকল্প বাস্তবায়ন করে।

নবম অধ্যায়: ৯

উপসংহার

৯.১ সূচনা

মহাপরিকল্পনাটি যদি সঠিক এবং আইনগতভাবে বাস্তবায়ন করা যায়, তবে তা প্রকল্প এলাকার পরিকল্পিত নগর উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি কার্যকরী উপাদান হবে। যদি এটাকে সমন্বিত করে বাস্তবায়ন করা না হয় তাহলে মাষ্টার প্ল্যানের বিভিন্ন উপাদানগুলো কাজ করবে না। স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এবং এর সাথে সঙ্গতিপূর্ন কিছু জাতীয় নীতি ছাড়া এই পৌরসভার মাষ্টার প্ল্যান বাস্তবায়ন করার জন্য অন্য কোন আইন অথবা নীতি নেই।

প্রকল্প এলাকার জন্য ১৯৯১ সালে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রস্তুতকৃত একটি ভূমি ব্যাবহার পরিকল্পনা পাওয়া যায়। পরিকল্পনাটি মূলতঃ অসামঞ্জস্যপূর্ন ভূমি ব্যাবহার, ভবিষ্যৎ জনসাধারনের ব্যাবহারের জন্য ভূমি, নাগরিক সুযোগ সুবিধা এবং সেবার জন্য ভূমি বৃদ্ধি-এ সকল বিষয়ের উপর পর্যালোচনা করে গুরুত্ব দিয়েছিল। ভূমি ব্যাবহার পরিকল্পনাটি ২০০১ সাল পর্যন্ত ভূমি ব্যাবহারের জন্য তৈরি করা হয়েছিলো। এই ভূমি ব্যাবহার পরিকল্পনাটির ফলাফল আশাব্যাঞ্জক নয়। পৌরসভা নিজের উন্নয়ন কার্যক্রমের ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত ভূমি ব্যাবহার পরিকল্পনাটির খুব কম অংশ-ই অনুসরন করেছে। নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ভূমি ব্যাবহার পরিকল্পনাটি অনুসরন না করার যথেষ্ট কারন ছিলো। প্রথমতঃ পরিকল্পনাটি সঠিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গেজেট করা হয়নি এবং এর কোন আইনগত অবস্থান নেই। সুতুরাং, পরিকল্পনাটি বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে পৌরসভার উপর আইনগত কোন বাধ্যবাধকতা নেই।

যাই হোক, এলজিইডি কর্তৃক প্রকল্প এলাকার মাষ্টার প্ল্যানটি তৈরি করা হয়েছে স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর আইনগত প্রস্তাবনা এবং অন্যান্য সামঞ্জস্যপূর্ন জাতীয় নীতিমালা ও আইন যেগুলো পৌরসভা পর্যায়ে প্রয়োগ যোগ্য যেমন জলাভূমি সংরক্ষন আইন ২০০০, BNBC ১৯৯৩, ইত্যাদির প্রয়োগের মাধ্যমে পরিকল্পনাটি সার্থকভাবে বাস্তবায়নের কথা মাথায় রেখে। প্রকল্প এলাকার মাষ্টার প্ল্যান ও ওয়ার্ড কর্ম পরিকল্পনায় জনসংখ্যা, কৃষি, পরিবেশ, পর্যটন, স্থাপনা নির্মান ও তার উপাদান সম্পর্কিত অন্যান্য জাতীয় নীতিমালা, দিকনির্দেশনা এবং আইনের কার্যকরী ভূমিকা রয়েছে।

সুতুরাং, পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন করার জন্য বাংলাদেশে পৌরসভাগুলোকে বর্তমান সরকারী আইন, নীতিমালা ও দিকনির্দেশনা কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে যতক্ষন না সরকার কর্তৃক নতুন সুনির্দিষ্ট আইন, নীতিমালা ও দিকনির্দেশনা তৈরি হচ্ছে। প্রচলিত বিভিন্ন নীতিমালা এবং আইনের কার্যকরী প্রয়োগের জন্য দক্ষ এবং পরিনামদর্শী পেশাগত জ্ঞানচর্চা প্রয়োজন যা আমাদের বাংলাদেশের পৌরসভাগুলোর বর্তমান জনসম্পদের মধ্যে খুব কম-ই দেখা যায়। নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে, পৌরসভাগুলোতে নগর পরিকল্পনাবিদ দরকার। এক্ষেত্রে পৌরসভার বর্তমান জনবল কাঠামোতে একটি পরিকল্পনা শাখা অথবা বিভাগ তৈরি করা জরুরী দরকার।

৯.২ মাষ্টার প্ল্যানের তুলনা মূলক সুবিধার চিত্র

ভূমি ব্যাবহার বা অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য বর্তমানে বাংলাদেশের পৌরসভাগুলোর কোন কার্যকরী পরিকল্পনা নেই। দীর্ঘ সময় ধরে চলমান এই অবস্থা বিচ্ছিন্ন ভূমি এবং অবকাঠামো উন্নয়নকে উৎসাহিত করেছে। ফলে, উদারনস্বরূপ বলা যায় অপরিকল্পিত নগর উন্নয়ন হয়েছে যা পৌরসভার প্রায় সকল জনসাধারনের জন্য অসুবিধা তৈরি করেছে। পৌরসভার পূর্ববর্তী পরিকল্পনাগুলো জনমতকে অবজ্ঞা করে উপর থেকে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। নগর কেন্দ্রগুলোর দ্রুত বৃদ্ধি এবং সময়মত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অভাবে পূর্ববর্তী শহর পরিকল্পনাগুলো অকার্যকর হয়ে গিয়েছে। পরিকল্পনাকে জনগনের অংশগ্রহনের মাধ্যমে টেকসই করার লক্ষ্যে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় স্থানীয় নগর অংশীদারদের অংশগ্রহনের উপর গুরুত দেয়া হয়েছে।এরূপ অংশগ্রহন নগর অংশীদারদের মধ্যে মালিকানার বোধ তৈরি করে যা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পক্ষে সহায়ক। প্রকল্প এলাকার বর্তমান মাষ্টার প্ল্যানটি এই বিষয়টিকে মাথায় রেখে করা হয়েছে। এটা নগরবাসীর সামাজিক, সাংস্কৃতিক, প্রাকৃতিক, অর্থনৈতিক, বিনোদন এবং অন্যান্য প্রয়োজন মিটিয়ে শহরের বৃদ্ধিতে একটি আকার ও নির্দেশনা দিবে।

৯.৩ সনাক্তকৃত বিভিন্ন বিষয় প্রশমনের জন্য প্রস্তাবনা

পূর্বে সনাক্তকৃত পরিকল্পনা এবং উন্নয়নের জটিল বিষয়গুলোকে বিস্তারিত এলাকা পরিকল্পনার মাধ্যমে নির্দেশ করা হয়েছে। সরকারের একার পক্ষে তার সীমিত সম্পদ দ্বারা প্রতিটি প্লটের উন্নয়ন করা সম্ভব নয়। এজন্য নগর অংশীদারদের সুনির্দিষ্টভাবে ভূমি মালিকদের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত হতে হবে। এ ধরনের উদ্যোগ এলাকা ভিত্তিক অবকাঠামো উন্নয়নে সম্ভব। এখানে ভূমি মালিকরা সরাসরি সুবিধাভোগী হয়। বৃহৎ এলাকা উন্নয়নের ক্ষেত্রে উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন রকমের নতুন পদক্ষেপ গ্রহনের মাধ্যমে এই উদ্যোগ নিতে পারে যেখানে ভূমি মালিকরা অবকাঠামো উন্নয়নের মূল্য ভাগাভাগি করবে। পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার জন্য প্রতিনিয়ত নজরদারির সাথে সাথে নতুন এলাকার নগর উন্নয়নের ধারার দিকেও নজর রাখতে হবে। সমস্যাগুলোর দ্রুত সনাক্তকরন এবং সমাধানের ক্ষেত্রে নজরদারি সহাসারণি ভূমিকা পালন করবে। সমস্যা

সমাধানের ক্ষেত্রে দ্রুত সমাধান বা ব্যাবস্থা গ্রহণ শুধু প্রচুর সরকারী অর্থ-ই বাচায় না, নাগরিকদের কষ্ট-ও দূর করে থাকে। সঠিক কার্যকরী পরিকল্পনা এবং নজরদারী শহরকে সম্ভাবনাময়, বাসযোগ্য, স্বাস্থ্যকর করবে এবং ভবিষ্যতে আর্থসামাজিক উন্নয়ন নিয়ে আসবে।

৯.৪ উপসংহার

পৌরসভা শুধুমাত্র এই পরিকল্পনার রক্ষক-ই হবে না, অধিকাংশ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য-ও পৌরসভা কাজ করবে। অন্যান্য সেবা প্রদানকারী সংস্থা এবং নগর উন্নয়নকারী সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পের নজরদারীর দায়িত্ব-ও পৌরসভার হবে। ভবিষ্যৎ কর্মকান্ড বাস্তবায়ন ও পরিচালনার জন্য পৌরসভার বর্তমান ধারনক্ষমতাকে শক্তিশালী করতে হবে।

বৃহৎ অর্থে বিস্তারিত উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং নীতি নির্দেশনার মাধ্যমে এই পরিকল্পনা উন্নয়ন সুযোগ সৃষ্টি এবং ভূমি ব্যাবহার নিয়ন্ত্রনের ক্ষেত্রে একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে। মৌজা এবং দাগ নাম্বার উল্ল্যেখ করে ভূমি ব্যাবহার এলাকা নির্দেশ করা হয়েছে। ফলে আশা করা যায় যে, পরিকল্পনা পরিপন্থী ভূমি ব্যাবহার খুব সহজেই নিয়ন্ত্রন করা যাবে। এজন্য আরো প্রজ্ঞা এবং দায়িত্বের সাথে ক্ষমতার ব্যাবহার করতে হবে।

অবশ্যই আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আইন মান্য করার সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে এবং এর চর্চা সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলো থেকেই শুরু করতে হবে যাদেরকে প্রায়শঃই দেখা যায় বাড়ির নকশায় সম্মতি প্রদানের ক্ষেত্রে আইন অমান্য করতে। জনসাধারন সচেতন এবং সহযোগী না হলে সরকারের পক্ষে সব অনিয়ম নিয়ন্ত্রন করা খুবই কঠিন হবে। জনগনকে আইন মানতে বাধ্য করতে প্রয়োজনে আইন ভঙ্গকারীদের বিরূদ্ধে কঠোর ব্যাবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

প্রথমবারের মত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি এবং আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যাবহার করে বাংলাদেশের পৌরসভাগুলো বিস্তারিত মাষ্টার প্ল্যান তৈরি করছে। বাংলাদেশের অধিকাংশ নগর কেন্দ্রের জন্য এই মাষ্টার প্ল্যানগুলো পরিকল্পিত উন্নয়নের কার্যকরী ব্যাবস্থা হিসাবে কাজ করবে। পরিকল্পিত নগর উন্নয়ন দেশের গ্রামীন এলাকার জন্য প্রয়োজনীয় সেবা নিশ্চিত করবে যা পরিনামে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, সামাজিক উন্নয়ন এবং প্রাকৃতিক স্থিরতার উপরইতিবাচক প্রভাব তৈরি করবে। ভবিষ্যতে উন্নয়নের জন্য মাষ্টার প্ল্যানটি বাস্তবায়ন করে প্রকল্প এলাকার এই সুযোগ অবশ্যই গ্রহণ করা উচিত।